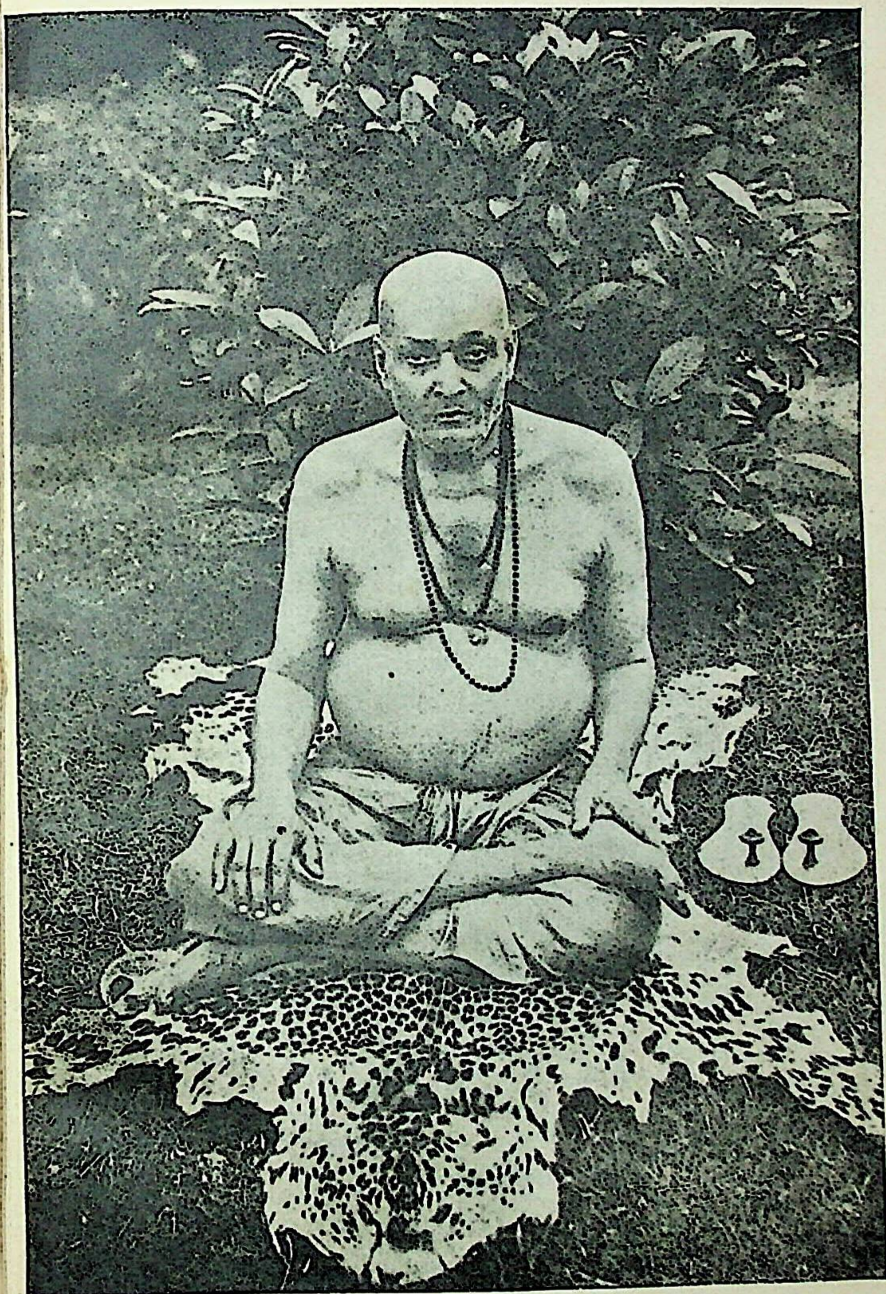
স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী

স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



শতবার্ষিকী সমিতি



শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় — স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ গিরি

শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ — অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনকুলেশ্বর দাস

শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম
মণিরামপুর
ব্যারাকপুর
(শাখা কার্য্যালয়)

শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫
(কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়)

প্রকাশক :
প্রকাশনা উপসমিতি
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি
শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

প্রথম সংস্করণ :
২৯শে চৈত্র ১৩৭৮
(ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২)
পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী
ভোলানন্দ গিরি মহারাজের
তিরোধান তিথি

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শ্যামল সেন

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীশ্রীভোলানন্দ আশ্রম
১নং মহেশ চৌধুরী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

২। শ্রীগুরু ভোলানন্দ আশ্রম
মনিরামপুর, ব্যারাকপুর

৩। শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম
লালতারাবাগ, হরিদ্বার

৪। ভোলানন্দ সেবা আশ্রম
কুঞ্জবন, আগরতলা

৫। স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যাভবন
বি ৮।৪১ বড়গম্ভীর সিং
বারাণসী

৬। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

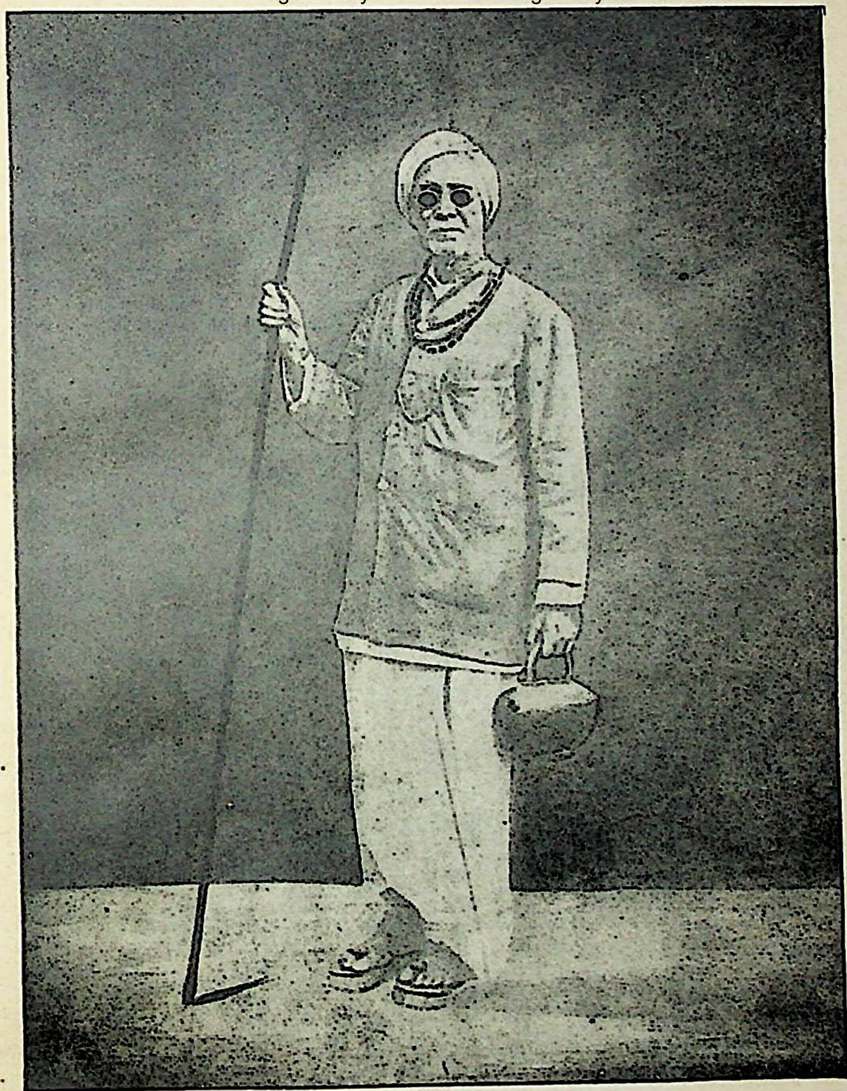
৭। মহেশ লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

এবং আশ্রমের অন্যান্য শাখা প্রশাখা

মূল্য দশ টাকা

সঙ্ঘপিতা পরমহংস
শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি
মহারাজের শ্রীচরণ কমলে

উৎসর্গীকৃত



শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি



আশীর্ব্বচন

বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্র-রহস্য জ্ঞাতা পরম কারুণিক স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ সর্ব্বজন কল্যাণার্থে নানা পুস্তক ও বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া তাহাতে বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা পুরাণ প্রভৃতির মর্ম্মবাণী তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সহজ, সরল ও বোধগম্যভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষের গ্রন্থরাজী ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পদ বলিয়া আমি মনে করি। জাতীয় কল্যাণের জন্য ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক। পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি এখন প্রায় নিঃশেষ হওয়াতে "স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি জন্মশতবার্ষিকী সমিতি" স্বামিজীর এই দুষ্প্রাপ্য সমগ্র রচনাবলী স্মারক গ্রন্থরূপে পুনঃ প্রকাশের জন্য বর্ষপূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন আজ তাহা ফলপ্রসূ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া অত্যানন্দ হইল।

আশীর্ব্বাদ করিতেছি এই সাধু প্রচেষ্টা সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত হউক। অনুসন্ধিৎসু জনের এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকার হইবে এবং জাতীয় সম্পদও রক্ষিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অলমিতি।

২৮. ৩. ৭২

স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি।

শুভেচ্ছাবাণী

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি স্বামীজীর সমগ্র রচনা সম্ভার স্মারক রচনাবলীরূপে প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

স্বামিজীর বিভিন্ন রচনা খণ্ড খণ্ড রূপে পুর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সব সময় সুলভ নয়। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষপুর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অমর লেখনী প্রসূত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ যথার্থ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বর্ত্তমান পাঠক সমাজে নাই বলিয়াই স্বামীজী স্বীয় প্রতিভাবলে উহার সহজ সরল রূপ নানা নিবন্ধ ও গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। আজ তাঁহার সমগ্র রচনা সম্ভার পাঠকগণের নিকট সুলভ হইবে জানিয়া আমি এই প্রকাশন কার্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

২৬. ২. ৭২

শ্রী[illegible] (signature)

প্রাক্-ভাষণ

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতি স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই রচনাবলী প্রকাশিত করেছেন। অসামান্য মনীষা ও যোগসিদ্ধির সমন্বয় ঘটেছিল এই মহাপুরুষের জীবনে, তাই তাঁর রচিত অজস্র প্রবন্ধ ও গ্রন্থের ভেতর ছড়ানো রয়েছে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের অমূল্য সম্পদ। অধ্যাত্মরসের সত্যকার পিপাসু যাঁরা, স্বাধ্যায়ী ও মুমুক্ষু যাঁরা, তাঁদের জীবনে এই রচনাবলী পরম কল্যাণধারা উৎসারিত করবে। বহু প্রশ্ন ও সংশয়েরও নিরসন ঘটাবে।

মহাদেবানন্দজীর বড় পরিচয়—তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মানসপুত্র এবং উত্তরসাধক। তিনিই প্রথম বাঙালী শরীরধারী সন্ন্যাসী যিনি সর্ব্বপ্রথম বৃত হয়েছেন ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহান্তরূপে, ভারতখ্যাত আনন্দ আখড়ার আচার্য এবং মহামণ্ডলেশ্বর-রূপে। উত্তরাখণ্ডের সাধু সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই মহান নেতা প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে সহস্র সহস্র বাঙালী ও অবাঙালী সাধকের জীবনে কৃপাবর্ষণ করেছেন, তাদের এগিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্ময় আনন্দলোকের পথে।

অপরিসীম সৌভাগ্য মহাদেবানন্দজীর তাই ঐশী কৃপার ধারা একদিন গঙ্গাস্রোতের মত নেমে এসেছিল তাঁর কাছে, হরিদ্বার থেকে। অযাচিতভাবে মহাযোগী ভোলাগিরি মহারাজ উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সম্মুখে মুমুক্ষার অমৃত ভাণ্ড নিয়ে,—দীক্ষা, শিক্ষা ও করুণা দিয়ে সফল করে তুলেছিলেন তাঁর সাধন-জীবন।

ভোলাগিরিজীর মাহাত্ম্য ও স্বরূপ তাঁর সমকালীন ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারা সবাই অবগত ছিলেন। উচ্চকোটির যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমিয়া সাধকমাত্রেই এই মহাপুরুষের যোগৈশ্বর্য ও করুণালীলার কথা সসম্ভ্রমে উল্লেখ করতেন। পরিচিত তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের মুখে শুনেছি, ভোলাগিরি মহারাজ অপরিমেয় ও অত্যাশ্চর্য্য যোগশক্তির অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের বিরাট আধার। অথচ এই বিপুল শক্তি ও জ্ঞানকে তিনি ধারণ করতেন অবলীলায় এবং অতি সহজভাবে, এই শক্তি ও জ্ঞান সংহরণ করে রাখার বিস্ময়কর শক্তিও তাঁর ছিল। অভ্রংলিহ মহাশৈলের মত বিরাজিত ছিলেন

এই অধ্যাত্মপুরুষ, তাই সানুদেশচারী ভক্ত সাধারণের পক্ষে তাঁর শক্তি ও জ্ঞানৈশ্বর্যের পরিমাপ করা প্রায়ই সম্ভব হতোনা, মহারাজের মাহাত্ম্য তাঁরা অনুধাবন করতেন শুধু তাঁর করুণালীলার মধ্য দিয়ে, তাঁর মমত্বময় সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে।

ঈশ্বরকোটি মহাত্মারা আবির্ভূত হন জগৎ-কল্যাণের জন্য। সাধনা ও সিদ্ধির মাধ্যমে যে ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তাঁদের জীবনে উপজিত হয়, অপার করুণাভরে তা তাঁরা ঢেলে দেন চিহ্নিত উত্তর-সাধকদের জীবন পাত্রে। ঐশী নির্দেশেই ঐসব চিহ্নিত শিষ্যের প্রতীক্ষায় থাকেন তাঁরা, লগ্ন উপস্থিত হলে পরম রসে অভিসিঞ্চিত করেন তাঁদের, উন্মোচিত করেন অমৃতময়, সূক্ষ্মলোকের দ্বার। মহাযোগী ভোলাগিরিজীকেও এমনিভাবে প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর সাধনার ভবিষ্যৎ ধারক ও বাহক মহাদেবানন্দজীর জন্য, নির্ধারিত লগ্নে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি চিহ্নিত শিষ্যের চলার পথে, করেছিলেন তাঁকে আত্মসাৎ। মহাপুরুষ মহাদেবানন্দ গিরিজীর ঘটেছিল কল্যাণময় অভ্যুদয়।

মহাদেবানন্দজীর জন্ম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিং জেলার পাথরাইদ গ্রামে। পূর্বাশ্রমের নাম পরেশচন্দ্র লাহিড়ী। জেলা কোর্টের উদীয়মান উকিল হিসাবে অর্থ ও মান যশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাঁর যথেষ্টই ছিল। কিন্তু জন্মান্তরের সাত্ত্বিক ও ত্যাগগত সংস্কার নিয়ে যাঁর জন্ম, ভবিষ্যৎ লোকগুরুর চিহ্নটি যাঁর ললাটে অঙ্কিত, ব্যবহারিক জীবনের সীমিত গণ্ডীর ভেতর থেকে তাঁর অন্তর তৃপ্ত হতে চাইবে কেন? পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়, মুমুক্ষার ব্যাকুলতায় অচিরে তিনি অধীর হয়ে উঠেন, সাধু সঙ্গ ও স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে তাঁর আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি।

সেবারকার ছুটিতে পুরীতীর্থে জগন্নাথ দর্শনের জন্য পরেশচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন, সঙ্গে সিনিয়র উকিল ভগবদ্ভক্ত প্রসন্নকুমার গুহ। দুজনে কার্য্যোপলক্ষে সেদিন বড়বাজারে গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে হ্যারিসন রোড দিয়ে ফিরছেন। দেখলেন, রাস্তার ওপরে এক বৃহৎ অট্টালিকার বারান্দায় ঝুলছে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র। ত্যাগী সন্ন্যাসীর অঙ্গবাস বড়বাজারের কারবারীদের পল্লীতে? এ বড় বিস্ময়কর কথা! বাড়ীর সম্মুখে থমকে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু বলাবলি করছেন, এমন সময়ে রাস্তার এক মুচি বলে উঠলো, "বাবুজী, হরদুয়ার থেকে এক বড় সাধু এসেছেন এই কুঠিতে। কত লোক আসা যাওয়া করছে, আপনারা চলে যান ঐ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে। দোতলায়ই তিনি বসে আছেন।"

দুই বন্ধু সরাসরি উপরে উঠে গেলেন। দর্শনমাত্রই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন পরেশচন্দ্র, জীবনের মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া সেদিন পড়ে গেল।

সাধুর কথায় নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ। পরমাত্মীয়ের মত সস্নেহে বললেন, "তোমাদের থাক্‌বার জায়গা না থাকে তো এখানে এসেই থাকতে পার। হ্যাঁ, আজ এক্ষুনি আমায় একবার বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। ৬৬ নং নবকৃষ্ণ রোডে যেও, উৎসব রয়েছে সেখানে।"

পরেশ ও তাঁর বন্ধুটি পরের দিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সাধুর দর্শন মিললো, এই সঙ্গে সেখানকার দর্শনার্থীদের কাছ থেকে জানলেন এই মহাত্মার বিস্তারিত পরিচয়। ইনিই উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত যোগী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ। উৎসব কক্ষ উজ্জ্বল করে গিরিজী আনন্দঘন মূর্ত্তিতে সমাসীন রয়েছেন। পরমারাধ্যজ্ঞানে ভক্তেরা তাঁকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্রণিপাত করছেন, প্রদক্ষিণ করছেন। পরেশ আর প্রসন্নবাবুও নিবেদন করলেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। হৃদয় তাঁদের ভরে উঠলো অনাস্বাদিতপুর্ব দিব্য আনন্দে। এক অনির্দেশ্য অমোঘ আকর্ষণে উভয়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছেন এই যোগীরাজের কাছে।

অন্তর্যামী ভোলাগিরিজী কি তখন আপন মনে তৃপ্তির স্মিতহাসি হাসছিলেন? চিহ্নিত উত্তর-সাধককে আত্মসাৎ করার জন্য ছুটে এসেছেন তিনি সুদূর হরিদ্বার থেকে, অদৃশ্যে ছড়িয়েছেন দৈবী মায়াজাল। পরেশচন্দ্রের ধরা দিবার মুহূর্ত্তটি এবার যে সমাগত।

সেদিন ছিল পুরীধাম যাত্রার নির্ধারিত দিন, কিন্তু সিটি বুকিং অফিসে টিকিট পাওয়া গেল না। কাছেই পুণ্যতোয়া গঙ্গার ঘাট। পরেশ ও প্রসন্নবাবু গঙ্গায় স্নান সমাপন করে ভাবলেন, 'এদিকে যখন এসে পড়া গিয়েছে, বড়বাজারে যোগীরাজকে একবার প্রণাম করে আসা যাক্, কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথাবর্ত্তাও শোনা যাবে।'

দর্শন ও প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই গিরিমহারাজ জোর তাড়া লাগালেন দু'জনকে, "এখন এখানে এসেছো কেন? তোমাদের কি সময় অসময় জ্ঞান নেই? যাও, যাও, শিগগীর মেসে ফিরে যাও। সেখানে রসুইয়া তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। দেরী হলে সে ভাত ফেলে রেখে চলে যাবে।"

পরেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছেন। এ কেমন ধরণের অভ্যর্থনা? দর্শন মাত্রেই বিতাড়ন? যোগীরাজ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন না অপ্রসন্ন, কি তাঁর মতিগতি, কিছুই যে বোধগম্য নয়।

অন্তর্যামী গিরিমহারাজের কাছে পরেশের মনের প্রতিক্রিয়াটি অজানা নয়। এবার আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কথাবার্ত্তা বলতে চাও? বেশতো পরশুদিন গঙ্গাস্নান করে রাত সাড়ে চারটায় এখানে চলে এসো, তখন কথা হবে।"

মেসে ফিরে এলেন দুই বন্ধু। পুরীযাত্রা বাতিল হয়ে গেল এবারকার মত। পরেশের মনে কেবলই চলছে চিন্তা-তরঙ্গের অভিঘাত। যোগীরাজ কী এমন কথা বলবেন, যেজন্য রাত সাড়ে চারটায় গঙ্গাস্নান সেরে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে? কী সে অপূর্ব্ব পুণ্যকথা?

নির্দিষ্ট দিনে উভয়ে উপস্থিত হলেন গিরিমহারাজের আবাসে। ভেতরকার কক্ষে যখন তাঁদের ডেকে নেওয়া হলো, দেখলেন, দীক্ষার সব আয়োজন প্রস্তুত। গিরিমহারাজের আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধের মত আসনে বসে পড়লেন পরেশ ও প্রসন্নকুমার। পরম কারুণিক যোগীগুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত হলেন পরম মুক্তির মহামন্ত্র। পরেশের সর্বসত্তায় তখন দিব্য অনুভূতির তীব্র আলোড়ন উত্থিত হয়েছে, অন্তর্লোকে উন্মোচিত হয়েছে জ্যোতির্লোকের রুদ্ধ দ্বার।

নব দীক্ষিত শিষ্যের দিকে করুণাঘন নয়নে তাকিয়ে গিরি মহারাজ যা বললেন তার মর্ম্ম এই: কথাবার্ত্তা তোমরা শুনতে চেয়েছিলে। এই মন্ত্রের কথাই তো আসল কথা, যা দিয়ে ব্রহ্মলোকের দ্বার খোলা যায়। ব্রহ্মরস আস্বাদন করা যায়।

কৃপালু যোগীরাজ এমনি করে সেদিন নিজেই হিমালয় থেকে নেমে এসে চিহ্নিত উত্তরসাধককে করলেন আত্মসাৎ। দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরুকৃপার অমৃত-স্পর্শে রূপান্তরিত হলেন পরেশচন্দ্র, উত্তর জীবনে মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজ-রূপে ঘটলো তাঁর পরম অভ্যুদয়।

অন্তর্যামী গুরু জানতেন মোহান্ত ও লোকগুরুরূপে লোকশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে মহাদেবানন্দকে। তাই তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সে-বার এক ভক্ত আশ্রমে এক সেট ঋক্‌বেদ উপহার দেন। ভোলাগিরি মহারাজ সেদিন মহাদেবানন্দজীকে ডেকে বলেন, "আভি ধ্যানসে বেদ পড়্‌হো। ইসকে বাদ বেদকা মহিমা প্রচার করো।" গুরুর এই নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন শিষ্য। প্রাগঢ় শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বেদপাঠ ও বেদের তত্ত্ব অনুধ্যানে হয়েছিলেন অভিনিবিষ্ট। এই সঙ্গে বেদান্ত, পুরাণ ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়নেও দীর্ঘকাল মহাদেবানন্দজী রত ছিলেন।

তপস্যা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়ে সাধক জীবনে তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির স্ফূরণ হয়, সেদিক দিয়ে মহাদেবানন্দজী ছিলেন ভাগ্যবান। আরও ভাগ্যবান তিনি

ছিলেন গুরুকৃপার বিশেষ অধিকারীরূপে। গোড়ার দিকে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব ও নিহিতার্থ অনুধাবন করতে না পারলে তিনি গুরু মহারাজের স্মরণ নিতেন। রহস্যভরে স্মিতহাস্যে, ভোলাগিরি মহারাজ বলতেন, "মেরে পাস্ কেঁউ পুছতে হো বেটা? মঁয় তো মুরুখ্ চাষী হ্যাঁয়। তুম তো পণ্ডিত হো। হাঁ, মুরুখ্ গুরুকো পণ্ডিত শিষ্য!"

যুক্তপাণি মহাদেবানন্দ সবিনয়ে জবাব দিতেন, "বাবা, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি চাষী আপনার মত সফলকাম চাষী পৃথিবীতে কজন আছে? আমার মনের সব আগাছা, সব অবিদ্যা পুড়িয়ে ফেলে, আমার ভেতর আপনি সোনার ফসল ফলাচ্ছেন।"

গুরু একথা শুনে আনন্দের হাসি হাসতেন, প্রকাশিত হতো তাঁর কৃপাঘন রূপ। তত্ত্বোজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত করে তুলতেন শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য, মহাদেবানন্দের সমস্ত সংশয়ের হতো নিরসন।

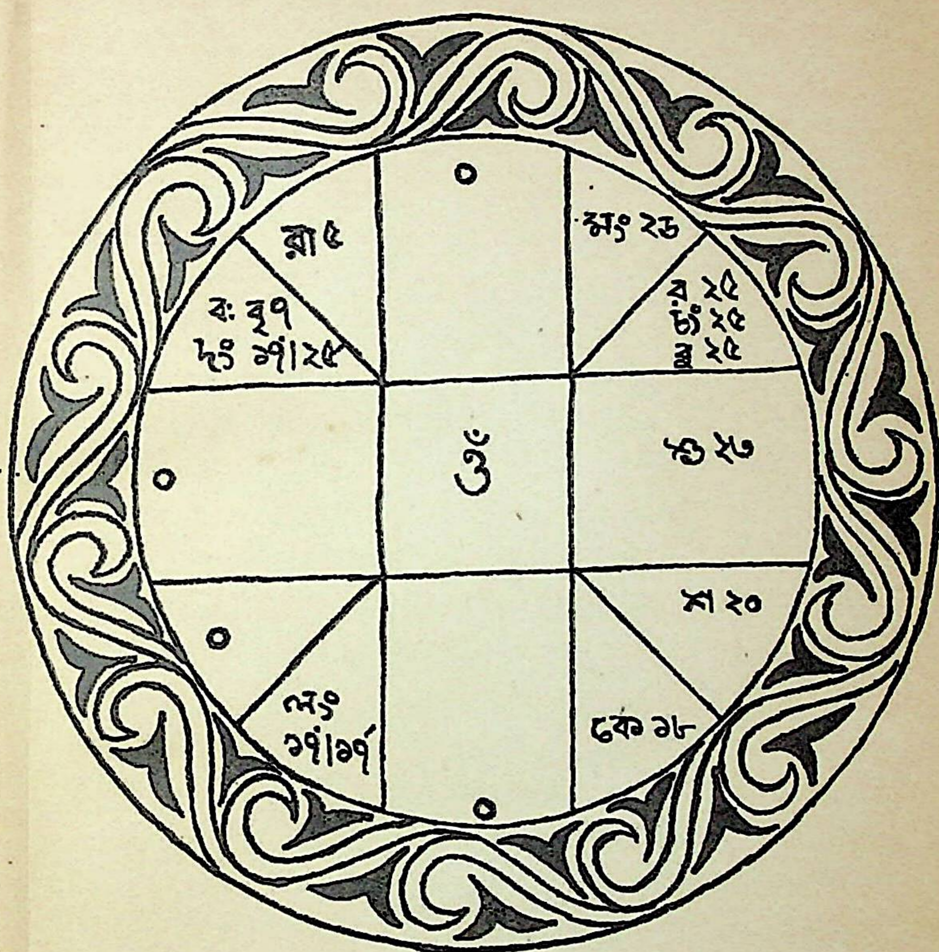
এমনি করে নিজের তপস্যা, স্বাধ্যায় ও গুরু কৃপার বলে মহাদেবানন্দজী অধিগত করেছিলেন বেদ বেদান্ত দর্শন ও পুরাণের গুহ্য তত্ত্বসমূহ। দীর্ঘ বৎসরের আচার্য জীবনে অজস্র রচনা সম্ভার ও উপদেশের মধ্য দিয়ে সে সব তিনি অবলীলায় ছড়িয়ে গিয়েছেন। মহাদেবানন্দ গিরিজীর জীবন তপস্যা গুরুকৃপা ও সিদ্ধির আলোকে তাঁর রচনাবলী ও বাণী সমুজ্জ্বল এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি স্মরণ রেখে তাঁর এই রচনাবলী পাঠ ও অনুধাবন করতে সবাইকে আমরা আহ্বান জানাই। শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে সার্থকনামা মহাপুরুষ যে অমৃত বিলিয়ে গিয়েছেন, তার পুনঃবিতরণ জনমানসে অশেষ কল্যাণ আনয়ন করবে বলে আমরা মনে করি।

ভোলানন্দ আশ্রমের সাধু মহাত্মা ও শিষ্য ভক্ত এবং স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী সমিতিকে এই রচনাবলী প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সমাজ ও জনজীবন যখন উৎক্ষিপ্ত ও উদ্ভ্রান্ত, সে সময়ে এই প্রকাশনার প্রয়োজন সর্বাধিক। ইতি—

১০.২.৭২ শঙ্কর নাথ রায়



শ্রীশ্রী ১০৮ মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের শুভ জন্ম কুণ্ডলী।



আবির্ভাব—বাংলা ১২৭৮, ফাল্গুণ ২৭, শুক্লাপ্রতিপদ।
তিরোভাব—বাংলা ১৩৬৯, আশ্বিন ৬, মহাসপ্তমী।

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ

জীবন কথা

ভারতবর্ষ অমৃতাভ দেশ। এই দেশের প্রত্যেক ধূলিকণা অমৃতময়। উত্তরে তুষার মৌলি ধ্যান গম্ভীর হিমালয়—উচ্চাদর্শ ও ত্যাগের প্রতীক, দক্ষিণে ও পশ্চিমে অনন্ত সমূদ্র—বিশুদ্ধতার প্রতীক। মাঝখানে অবস্থিত এই পুণ্য-ভূমিতে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, আমরা তাঁদের দেখেছি যুগাবতার রূপে। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন মহাপুরুষ। 'আচার্য্যবান্ পুরুষ বেদ'—তাঁর জীবনেই সার্থক হয়ে উঠেছিল।

স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার পাথরাইদ গ্রামে বাংলা ১২৭৮ সালের ২৭শে ফাল্গুন, শনিবার, ইংরেজী ১৮৭২ সালের ৯ই মার্চ্চ শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে। পিতা গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত, সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। মাতা রাজকুমারী দেবী সহৃদয়া ও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশীয় সদাশয় ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণের দ্বারাই সূচিত হয়—মহাদেবানন্দের ভবিষ্যৎ জীবন। যদিও তিনি নিজেই বলেছেন—"মানুষ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, কতদিন বেঁচেছে এরদ্বারা তার জীবনের সার্থকতা বা মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না, তার মূল্য পরহিতকর কর্ম্মে। এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মময় জীবনই জীবন, নচেৎ ইহা একটা দুর্ব্বহ সামগ্রীর সঙ্গেই তুলনীয়। সেই কুরুক্ষেত্রে-ধ্বনিত—'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—বাণীকে যাঁরা জীবনবেদ করেছেন, তাঁরাই সার্থকজীবনের অধিকারী, তাঁরাই নমস্য"।

মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন সার্থক জীবনের অধিকারী, তেমনি সর্ব্বজন নমস্য।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা,
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার-সচ্চিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মাণি যস্য চেতঃ॥

সাংসারিক জীবনে গিরি মহারাজের নাম ছিল পরেশ। অতি শৈশবে মাকে হারিয়ে তিনি পালিত হন পিতৃস্নেহে। ছোট-বেলায় তিনি ছিলেন শান্ত ও

ভাবুক প্রকৃতির—সাধারণ বাল্য জীবনের ব্যতিক্রম। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে রাজসাহী কলেজে ভর্ত্তি হন। এক বছর পর যোগদান করেন কলিকাতার সিটি কলেজে। তখন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। সিটি কলেজ হতে এফ্-এ পাশ করে কাশিমবাজারের মহারাজা দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে পি-এল্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে পরীক্ষা না দিয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন Dead Letter Office-এ লক্ষ্ণৌতে। কিছুদিন পর তা ছেড়ে দিয়ে এক কেরানীর কাজ নিলেন অযোধ্যা রোহিলীখন্দ রেলওয়ে অফিসে। কিন্তু একান্ত শৈশব হতেই তাঁর মনের মধ্যে ছিল এক চরম অতৃপ্তি, ধর্ম্মজীবন যাপনের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন করতে যাবেন কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে ছুটি পাওয়া গেল না। ছেড়ে দিলেন কেরানীর পদ। তারপর বাধ্য হয়ে দিতে হল পি-এল পরীক্ষা এবং পরীক্ষা পাশ করে শুরু হল ময়মনসিংহ জেলা আদালতে ওকালতি ব্যবসা। দেখতে দেখতে পসারও জমে উঠল। ইতিপূর্ব্বে বিয়ে করেছেন—শুরু হল পুরোপুরি সাংসারিক জীবন।

কিন্তু মনের অতৃপ্তি তাঁকে সব সময় চঞ্চল করে তুলত। এক অদৃশ্য জগতের ইঙ্গিত তিনি অনুভব করতেন মনের মধ্যে। এক divine destiny তাঁকে টেনে নিয়ে চলে তাঁর নির্দ্ধারিত সাধন জীবনের পথে সংসারের বাঁধন আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসে।

ইংরেজী ১৯১২ সালে পুরী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এলেন কলিকাতা, সঙ্গে সিনিয়র উকীল প্রসন্নকুমার গুহ। কলিকাতায় এসে উঠলেন ৪৭ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে এক ছাত্রাবাসে। প্রসন্নকুমার অনিদ্রা রোগে ভুগছিলেন। কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের এক শিষ্যের নিকট ঔষধ আনতে তাঁরা একদিন গেলেন বড়বাজার ময়দা পট্টিতে। ফিরবার সময় বেলা পড়ে গেছে পথ ভুলে হাওড়া কাঠের পুলের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। এই পথের ভুল যেন দৈব নির্দ্দিষ্ট।

হ্যারিসন রোড (বর্ত্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে ফিরছিলেন তখন রাস্তাটি নতুন তৈরী হচ্ছিল। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে তাই দেখতে দেখতে ২১১ নং বাড়ীটির সম্মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বাড়ীর চারতলার বারান্দায় দেখতে পেলেন গেরুয়া কাপড় ঝুলছে। দুজনের আলোচনা হল—মারওয়ারীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মত্ত, তাদের বাড়ীতে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রতীক গেরুয়া কাপড় ঝুলছে কেন?

ফুটপাতে বসে একজন মুচী তখন জুতা সেলাই করছিল। তাঁদের আলোচনা শুনে বলল—'বাবুজী, হরিদ্বারের এক মস্তবড় সাধু এ বাড়ীতে আছেন, অনেক লোক রোজ তাঁকে দেখতে আসেন। ঐ সিঁড়ি—আপনারাও একবার গিয়ে দেখে আসতে পারেন'। এ যেন দৈবের নির্দ্দেশ—এক অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণ। মন্ত্রমুগ্ধের মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা পরম পুরুষ স্বামী ভোলানন্দের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

স্বামীজী তখন একা,—বাইরে কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। প্রসন্ন ও পরেশকে দেখে অতি পরিচিতের মত বললেন—"তোমাদের থাকবার জায়গা না থাকলে এখানে এসে থাকতে পার। আজ আমার সময় নেই। কাল ৬৬ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে গিয়ে দেখা করো।" পরম আত্মীয়ের স্বর—আহ্বানের অমোঘ আকর্ষণ। পরেশচন্দ্রের সমস্ত অতীত যেন কোথায় তলিয়ে গেল—হল তাঁর নবজন্ম লাভ।

১৯১২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর—রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট সরোজদেবের বাড়ীতে মহোৎসব—বহু লোকের ভীড়, স্বামী ভোলানন্দ মকমলের আসনে উপবিষ্ট। শিষ্য ভক্তগণ স্বামীজীকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে যাচ্ছেন। এই বিরাট পুরুষের সম্মুখে কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে প্রসন্নকুমার ও পরেশচন্দ্র স্বামীজীর চরণে নিবেদন করলেন পুষ্পাঞ্জলি। পরেশচন্দ্রের তখন আত্মবিহ্বল অবস্থা। সেদিন প্রসাদ নিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কোন কথা হল না।

পরদিন পুরী যাবেন কিন্তু বি-এন-রেলওয়ে অফিসে গিয়ে পুরী যাবার টিকিট পাওয়া গেলন না। ফিরবার পথে গঙ্গাস্নান করে ২১১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে গেলেন স্বামীজীকে দর্শন করতে। তখন বেলা ১১॥/১২টা হবে, স্বামীজী বললেন—"এই অসময়ে কেন এসেছ? মেসের ঠাকুর তোমাদের ভাত বেড়ে ফেলে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। তবে পরশুদিন শেষ রাতে ৪টার সময় গঙ্গাস্নান করে সোজা এখানে চলে এসো।" পরমকারুণিক সদগুরুর এমনি অহৈতুকী কৃপা।

নির্দিষ্ট দিনে ভোর রাতে গঙ্গাস্নান করে তুজনে উপস্থিত হলেন হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে। পাচক গীতাজী তাঁদের স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী একটি আসনে বসে আছেন,—সম্মুখে তুটি আসন পাতা। মধুর স্বরে স্বামীজী বললেন—"বোইঠো বেটা"। তারপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাঁদের

অভিষিক্ত করলেন এবং তিনচার বার মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের কৃপা করলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন—"ইয়াদ হ্যায়।" পরেশচন্দ্রের মনে দেখা দিল চাঞ্চল্য। তাঁর পিতা ও স্ত্রী তাঁকে দীক্ষা নিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছেন কিন্তু তখন তিনি রাজি হতে পারেন নি। আজ সকলের অজ্ঞাতে তাঁর এই অযাচিত দীক্ষা। অন্তর্য্যামী স্বামীজী তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে একান্ত স্নেহের স্বরে বললেন—"ক্যা বেটা, দুঃখ কা ক্যায়া কারণ হ্যায়? সদগুরু মিল গিয়া।" বিকালে রুদ্রাক্ষের মালা শোধন করে দিয়ে বললেন—"এ মালা রোজ জপ করনা। সুবে, সাম্‌কো। মৎসী আওর মাংস নেহি খানা।" ফিরে এলেন কর্ম্মক্ষেত্রে। শাক্ত পরিবারে জন্ম। মাছ মাংস বর্জ্জনের আদেশ কঠোর বলে বোধ হতে লাগল। বাড়ীর সকলেও তার জন্য জোর করতে লাগলেন কিন্তু পরেশচন্দ্র আপন সিদ্ধান্তে রইলেন অবিচল। মাছ মাংস একেবারে ছেড়ে দিলেন।

তখন থেকে গুরু তাঁকে নানাভাবে টানতে থাকেন। পরেশচন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। পরের বছর ঢাকায় গেলেন শ্রীগুরুর দর্শনে। স্বামীজী তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—"বেটা তোম্ হিন্দী অক্ষর জান্‌তা?" পরেশচন্দ্র সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন—'হাঁ'। স্বামীজী তখন তাঁকে নির্দ্দেশ দিলেন বোম্বাই হতে 'তত্ত্ববোধ' ও 'মণিরত্নমালা' এনে পড়বার জন্য। বই আনলেন কিন্তু বেদান্তের অনেক কথা তাঁর বোধগম্য হলনা। তাই আবার চলে গেলেন হরিদ্বারে গুরু মহারাজের কাছে নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য।

দুবছর পর ভোলানন্দ এলেন ময়মনসিংহে পরেশচন্দ্রের বাড়ীতে। একদিন ভিক্ষা গ্রহণের পর স্বামীজী বললেন—"তেরা গৃহ-প্রতিষ্ঠা (সমাপ্তি বা পূর্ণতা) হো গিয়া।" একথার তাৎপর্য্য সেদিন বুঝতে পারা যায় নি।

সেই বছর রাসপূর্ণিমার পরদিন মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান শুনতে গেছেন পরেশচন্দ্র। পালা খুব জমে উঠেছে। বেরসিকের মত প্রসন্নকুমার এসে ডাকলেন। ব্রহ্মপুত্রের ধারে নিয়ে গেলেন এবং একটি টেলিগ্রাম দেখিয়ে বললেন—"তোমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে নাও।" তখন গুরু মহারাজের—'তেরা গৃহ প্রতিষ্ঠা হো গিয়া'—কথার মর্ম্ম বুঝতে পারলেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের হল পরিসমাপ্তি, সূচনা হল অধ্যাত্ম জীবনের।

বাঁধন যখন কেটেই গেল চলে গেলেন হরিদ্বারে গুরুর আশ্রমে। তখন তিনি দাড়ি কামাতেন, গোঁফ রাখতেন, মস্তকে ছিল শিখা। সেদিন পূর্ণিমা।

গুরু মহারাজ নাপিত ডেকে বললেন—"শিখা রাখ কর, মুণ্ডিত কর দো।" গুরুর আদেশে পরেশচন্দ্রের মস্তক মুণ্ডিত হয়ে গেল।

সেবার পরেশচন্দ্র দেড় মাস হরিদ্বার আশ্রমে ছিলেন। সব সময় গুরুর সঙ্গে বেদান্ত চর্চ্চায় তাঁর দিন কাটত। ময়মনসিংহে ফিরে এলেন কিন্তু সংসারের নাগপাশ শিথিল হয়ে গেছে। বিষয়ে এসে বিতৃষ্ণা—'যেনাং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' সংসার কণ্টকময় বোধ হতে লাগল। দুর্নিবার আকর্ষণে পুনরায় চলে গেলেন হরিদ্বার। পিতা তখন জীবিত। স্বামীজীর কাছে তিনি বারবার তার করেন "আমার পুত্রকে পাঠিয়ে দিন।" কিন্তু জবাব আসে "তার চিত্ত এখন চঞ্চল, স্থির হলে পাঠাব।"

শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমেই থেকে গেলেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করার পর নাম হল ব্রহ্মচারী পরেশ। এভাবে সাত-আট বছর কাটে অধ্যয়নে, সাধুসঙ্গে, গুরু সেবায় এবং গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণে। কঠোর পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুরীধামে যাবেন বায়ু পরিবর্ত্তনে—স্বামীজীকে বললেন—"আমার এখনও সন্ন্যাস নেওয়া হলনা, শরীরটা ত যায় যায়।" স্বামীজী কোন জবাব না দিয়ে নীরব রইলেন। পুরী যাবার পর তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হল। কিছুদিন পর হরিদ্বারে খবর গেল,—পরেশের অবস্থা ভাল নয়। তাঁর জন্য হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুনে স্বামীজী বললেন—"যে সন্ন্যাসের জন্য ব্যস্ত, তার হাসপাতালে আরামে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা!"—তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন। কয়েকদিন পর প্রসন্নকুমার সহ দুজন সন্ন্যাসী একশত টাকা দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন—"পরেশ ব্রহ্মচারী হলেও সন্ন্যাসী, তার মৃতদেহ যেন জল সমাধি করা হয়।"

সে রাত কেটে গেল। পরদিন সরোজকৃষ্ণকে ডেকে বললেন—"কিছু বেদানা, আঙুর, আপেল কিনে রাখ, বিকালে লোক মারফৎ পরেশের জন্য পাঠান হবে।" সরোজকৃষ্ণ ভাবলেন—এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেহান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে—তার জন্য অবার ফল কেনা! সরোজকৃষ্ণের ভাব বুঝতে পেরে স্বামীজী জোর দিয়ে বললেন "যে ভোলাগিরি পরেশের জলসমাধির কথা বলেছিল, সে ভোলাগিরিই এখন তার জন্য ফল কিনতে বলছে। সংশয় কিসের?" সত্যি সত্যি দেখা গেল ব্রহ্মচারী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। গুরুর কৃপার কি অন্ত আছে!

১৩৩০ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভমেলা। স্বামীজীর শরীর ভাল ছিল না। তাই কুম্ভে যেতে পারবেন না। ব্রহ্মচারী পরেশকে বাইশ টাকা

খ

দিয়ে বললেন—প্রয়াগে কুম্ভে গিয়ে মণ্ডলীশ্বর জনার্দ্দন গিরি মহারাজের নিকট আমার নামে সন্ন্যাস গ্রহণ কর, সন্ন্যাস আশ্রমের তোমার নাম হবে মহাদেবানন্দ গিরি। সেদিন থেকেই তিনি—শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ফিরে এলেন হরিদ্বার আশ্রমে। একদিন মণ্ডলীশ্বর স্বামী মঙ্গলগিরি তাঁকে বললেন—যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'তে চাও তবে ভোলাগিরি মহারাজের ম্যানেজারী ছেড়ে পরিব্রাজক হয়ে মাধুকরী করে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতে শেখ। মঙ্গলগিরি মহারাজের কথা সচকিত করে তোলে। বেরিয়ে পড়লেন আশ্রম ছেড়ে। পরিব্রাজক রূপে ঘুরে বেড়ালেন রাজপুতনার তীর্থ-সমূহে, দ্বারকায়, রামেশ্বরে, পুরীধামে, তারপর বদ্রীনারায়ণে ও কেদারনাথে। ১৯২৭ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলার পর গেলেন গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী। উত্তর কাশীতে কিছুদিন থেকে চলে যান কাশ্মীর এবং কাশ্মীর হতে একাকী লাহোরে ফিরে এসে শীতলা মন্দিরে আসন স্থাপন করেন। সেখান থেকে যান বিকানীর। তারপর পশুপতিনাথ হতে যাত্রা, আসামের সমস্ত তীর্থ-সমূহ পরিভ্রমণ করে পরশুরাম কুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। এই সব পরিব্রাজনে তাঁর কোন সঙ্গী প্রায়ই থাকত না। তিনি স্বভাবতঃই একাকী ভ্রমণ করতেন এবং একান্ত নিঃসম্বল অবস্থায়। পরের বছর গোরখপুরের নিকট হরপুরে গিয়ে চাতুর্মাস্য-ব্রত উদযাপন করেন।

বয়সের হেতু এই সময় স্বামী ভোলানন্দ প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বামী মহাদেবানন্দকে গদীতে বসাবার জন্য তাঁর মধ্যে দেখা দেয় প্রবল আগ্রহ। সেই মর্ম্মে তিনি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখতে থাকেন বিশেষ করে বাংলা দেশে। সকলের কাছে একই কথা মহাদেবানন্দকে এনে দাও।

মোহান্ত পদে অভিষিক্ত হবার খবর স্বামী মহাদেবানন্দ আগেই পেয়েছিলেন। তাই তিনি এক পত্রে ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথকে লিখলেন—I am the disciple of a Sanayasin and not of a Mohanta. পরম গুরুর শরীর ভাল যাচ্ছে না শুনে মহাদেবানন্দ হরিদ্বার হতে বেশীদূরে কোথাও না গিয়ে কাছাকাছি পরিব্রাজন করে বেড়াতেন। একদিন যতীশচন্দ্র মিত্রের পত্র পেয়ে হরপুর হতে হরিদ্বার এলেন শ্রীগুরুর নিকটে। গুরু-শিষ্যের সেদিনের মিলন আশ্রমে এনে দেয় এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ।

১৯২৯ সালে বাংলা ভ্রমণের পর স্বামী ভোলানন্দ হরিদ্বার আশ্রমে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আশ্রমে এক ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষে সমাগত মণ্ডলধীশ্বর মহারাজগণের পুজার ভার দেওয়া হয় মহাদেবানন্দজীর উপর এবং তাঁকে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহান্তপদে মনোনীত করা হয়। তার কিছুদিন পর ৮ই মে ১৯২৯ সাল কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে হরিদ্বারে পরমগুরু ভোলানন্দ ব্রহ্মলীন হন। ১৯৩৬ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় স্বামী মহাদেবানন্দ আনন্দ আখড়ার আচার্য্যপদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁর সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহান্ত ও আনন্দ আখড়ার আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত থেকে আচার্য্য পদের মর্য্যাদা বাড়িয়ে তোলেন। এই সুদীর্ঘ সময় ভারতের নানা স্থানে বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে পরিভ্রমণ করেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। তখন তিনি হাজার হাজার শিষ্যভক্তের ভক্তি ও পুজার শীর্ষমণি। তিনি হাজার হাজার মুমুক্ষু মানুষের মনে এনে দিয়েছেন শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী, দেখিয়ে দিয়েছেন সাধন ও মুক্তির পথ।

অদ্বয় সাধনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রতি চিন্তায়, প্রতিকর্ম্মে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই তত্ত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই সার ও কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সব লেখাতেই তা প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের শেষ বছরগুলিতে বিকাশিত হয় তীব্র বৈরাগ্য। প্রভূতজ্ঞান ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন ভারতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট পথে—আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যো নিবিধ্যাসিতব্যঃ। অন্তিম দিনগুলিতে দেখা যায় সন্ন্যাস জীবনের পুর্ণপ্রাপ্তিতে আকুল আর্ত্তি পরব্রহ্মে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং মরদেহকে পবিত্র প্রবাহিনী গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবার প্রবল বাসনা।

১৯৬২ সালে কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমবেত হাজার হাজার শিষ্যভক্তগণ তাঁর উপদেশাবলীর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি আর বেশীদিন মরদেহ ধারণ করবেন না। সেই বছর ৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে উপদেশ দিবার সময় একবার হঠাৎ বলে উঠলেন—'আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণ দুর্গাপুজার সময়ই সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করেছেন। আমার পক্ষেও তাই সমুচিত হবে।

পুর্ণ কুম্ভের পর হতে তিনি ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয় হতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। জুলাই মাসের ১৮ই তারিখে শ্রীগুরুপুর্ণিমা উৎসবের পরে প্রাতঃকালীন

জলযোগ গ্রহণ বন্ধ করে দেন। তার কয়েকদিন পর রাত্রির আহারও ছেড়ে দেন এবং দুপুরের খাওয়া কমাতে শুরু করেন। তারপর একদিন সব ছেড়ে দিয়ে বাক্যালাপও কমিয়ে ফেলেন। এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে শিষ্য ভক্তগণ দলে দলে হরিদ্বার আসতে থাকেন তাঁর দর্শনের মানসে।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সাল বৃহস্পতিবার হতে শুধু পবিত্র গঙ্গাজল ছাড়া তিনি যার কিছুই গ্রহণ করেন নি। তাতে দৈহিক অসুস্থতা দেখা দিলে তাঁর অজ্ঞাতে একদিন গঙ্গাজলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মিশিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে তখনই তা ধরা পড়ে যায়। তিনি আর সে জল পান করেন নি। এমনি ভাবে শেষ মুহূর্ত্ত এগিয়ে আসে। দেবীপক্ষের মহাসপ্তমী তিথিতে সজ্ঞানে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি ব্রহ্মলীন হন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হয়ে গেল।

যদিও স্বামীজীর নশ্বর দেহের নাশ হয়ে গেছে তাঁর জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তাধারা ও উপদেশ নষ্ট হবার নয়। অনেক শিষ্য ভক্তের হৃদয়ে আজও তিনি সূক্ষ্মদেহে বিরাজমান, ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন, তাঁর বিরামহীন লেখনী আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যদর্শন থেকে ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম চিন্তার গভীরে অবাধ সরঞ্চণ করেছে, আলোক সম্পাত করেছে বহু জটিল শাস্ত্রীয় বিষয়ে। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভাষ্য ও সমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বেদ ও পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিধি, তাঁরই আশীর্ব্বাদপুষ্ট ভোলানন্দ পরিবারের মুখপত্র 'শিবম' মাসিক পত্রিকা শিষ্য ভক্তগণের পক্ষে ধর্ম্মালোচনায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

একটি পূর্ণ জীবনের অধিকারী, অধীত বিদ্যায়, ভ্রমণ অভিজ্ঞতায়, আধুনিক চিন্তাধারায়, দয়া ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ স্বামী মহাদেবানন্দের অমর জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাদি ভারতীয় জনগণের কাছে চিরকালের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

সম্পাদক মণ্ডলী

সবিনয় নিবেদন

উত্তরকালে যিনি মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ নামে সুপরিচিত হন, অদ্বৈত সিদ্ধিতে সিদ্ধ সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার পাথরাইদ গ্রামে, শনিবার ২৭শে ফাল্গুন ১২৭৮ সাল (ইং ৯ই মার্চ্চ ১৮৭২)। জপ যজ্ঞ এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শুভ আবির্ভাব তিথির শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয় ১৩৭৭ সালের ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে (ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)। জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি বর্ষব্যাপী উৎসবের যে কার্য্যসূচী গ্রহণ করেন, স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজের বিপুল রচনা সম্ভার স্মারক গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করা তার অন্যতম। স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলীর এই প্রথম খণ্ড সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের বিনীত প্রয়াস।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের অপূর্ব্ব জীবনই তাঁর বাণী। পরেশচন্দ্র লাহিড়ী নামে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে যে লোকটি পরিচিত ছিল সেই ১৯১২ সালে, ৪০ বৎসর বয়সে একদিন এক অভাবনীয় এবং অপরিকল্পিত পরিস্থিতিতে ভারতের মহাসাধক, শক্তিধর, ভোলাগিরি মহারাজের অমোঘ আকর্ষণে তাঁর পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল— পেল পরম আশ্রয়। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশচন্দ্রের সাংসারিক সকল বন্ধনই হ'ল ছিন্ন।

তারপর শুরু হ'ল অনন্য নিষ্ঠায় গুরুসেবা আর গুরু উপদেশামৃত আকণ্ঠ পান। একই সঙ্গে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হলেন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের গহনে। অতঃপর, তপোক্লিষ্ট মুমুক্ষু সন্ন্যাসীরূপে পদব্রজে পরিব্রাজন করতে লাগলেন তুষারাবৃত হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে, চলল বিরামহীন পরিক্রমা ভারতের মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে। ভোলাগিরি তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের সার্থক নামকরণ ক'রেছিলেন, মহাদেবানন্দ। তারপর একদিন তাঁর ডাক পড়ল আবার তাঁর গুরুর আশ্রমে, হরিদ্বারে। ভোলাগিরি মহারাজ, এবার লীলা সম্বরণ ক'রবেন। তাই তাঁর এই চিহ্নিত উত্তর সাধককে আশ্রমের সকল ভার অর্পণ ক'রে ভারতের সাধক চূড়ামণি ভোলাগিরি প্রবিষ্ট হলেন মহাসমাধিতে, ত্যাগ ক'রলেন তাঁর মরদেহ।

বাইশ

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল মহাদেবানন্দজীর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ভোলাগিরি আশ্রমের প্রভূত উন্নতি এবং বহুমুখী সম্প্রসারণ সাধিত হল। মূল হরিদ্বার আশ্রম এবং ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে বঙ্গদেশে, আশ্রমের শাখা প্রশাখাগুলি মুখরিত হ'য়ে উঠল পূজা, পাঠ, হোম, জাগ-যজ্ঞ, সৎসঙ্গ, সাধুসেবা ইত্যাদিতে। কলিকাতা, ব্যারাকপুর, শুকচর, মণিখালি, আগরতলা এবং অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাকা সীতাকুণ্ড, তুঙ্গেশ্বর, বরিশাল ইত্যাদি আশ্রমগুলি শাখা প্রশাখার অন্যতম। ১নং মহেশ চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতায় আশ্রম, সেবামণ্ডল, ট্রাষ্ট বোর্ড, আশ্রমট্রাষ্ট ইত্যাদিকে অবলম্বন করে একটি প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র গড়ে উঠল এবং মণিরামপুরেও (ব্যারাকপুর) গঙ্গার তীরে একটি কর্ম্মমুখর আশ্রম স্থাপিত হ'ল। এইসব আশ্রমে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে উপস্থিত হ'য়ে স্বামী মহাদেবানন্দজী পঠন পাঠন দ্বারা শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব ও শান্তির বাণী বিতরণ করতেন অকৃপণ হাতে। তাছাড়া তিনি সহর থেকে সহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিরামহীন পরিক্রমা ক'রতেন এবং পৌঁছে দিতেন শিষ্য ভক্তদের দুয়ারে দুয়ারে সেইসব অমোঘ বাণী। জিজ্ঞাসু শিষ্য ভক্তদের প্রশ্নের এবং নানা সমস্যার সমাধান করতেন দৈনিক অগণিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার—জ্ঞানের যে কোনও ক্ষেত্রকে, কী দর্শন, কী বিজ্ঞান তিনি প্রাপ্য মর্য্যাদাটুকু দিতেন—তারজন্যে তাঁকে করতে হ'ত অগাধ পড়াশুনা। এরই মধ্যে শিষ্য ভক্তগণের প্রার্থনায় এবং গুরুর নির্দেশে দ্বিধাগ্রস্থ মানব সমাজের কল্যাণে কার্য্য থেকে কার্য্যান্তরে যাবার স্বল্প পরিসর সময়েও কীভাবে অজস্র প্রবন্ধাবলী ও পুস্তক পুস্তিকায় ভারতীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃতির বাণী লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তা' ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তীক্ষ্ণ অর্ন্তদৃষ্টি ও উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে এই রচনাগুলিতে বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ ইত্যাদির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জনকল্যাণে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত হয়েছে; অন্যান্য ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনামূলক বিচারও প্রসঙ্গত স্থান লাভ করেছে। এইভাবে তাঁর জীবন কর্ম্মবহুল হলেও তিনি কিন্তু ছিলেন পরিপূর্ণ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। তীব্র সাধনায় এবং আত্মানুভূতির গভীরে প্রায়ই তিনিই ডুবে থাকতেন। তাঁরই আশীর্ব্বাদে এবং ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি) প্রচেষ্টায় ১৩৩৭ সালে আশ্রমের মুখপত্র প্রকাশিত হয় উপদেশাবলী ও শাস্ত্র আলোচনা সমন্বিত 'শিবম্' পত্রিকা, প্রথমে দ্বিমাসিক ও পরে মাসিকরূপে।

এরপর ১৯৫৯ থেকে শুরু হল তাঁর অপূর্ব্ব লীলার শেষাঙ্ক। এই জীবন্মুক্ত পুরুষের থেকে তখন কর্ম্ম স্খলিত হয়ে পড়েছে। আশ্রমের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়ে অধিকাংশ সময়ই তিনি নিমগ্ন থাকতেন সমাধিস্থ অবস্থায়। এরই ফাঁকে ফাঁকে শিষ্য ভক্তদের সমাগমও ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাঁর বৈরাগ্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। একে একে সমস্ত পার্থিব পদার্থ ত্যাগ করতে লাগলেন। অবশেষে শুধুমাত্র পবিত্র গঙ্গাজল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি উপদেশ দান করে গেছেন অবলীলায়। তাঁর শেষের কথা "আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।" একথার তাৎপর্য্য তাঁর রচনাবালীতে পাওয়া যায়। অবশেষে আত্মসাক্ষাৎকারী মহাসন্ন্যাসীর স্বরূপস্থিতির দিনটি উপস্থিত হোলো। তাঁরই নির্দ্ধারিত দিন ১৯৬২ সালে দেবীপক্ষের মহাসপ্তমী তিথিতে (১৩ই অক্টোবর) তিনি মহাসমাধিতে ব্রহ্মলীন হলেন।

গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন যে জ্ঞানলাভের ও আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায় স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের জীবনে সুস্পষ্টভাবে তা প্রতিফলিত। মহাদেবানন্দজী এক জায়গায় লিখেছেন (এতশর প্রলাপ, ২য় ভাগ—ভূমিকা) "এই সকল (মিঃ কেইথ ও ম্যাকডোনাল্ড) বেদ বক্তাগণ রচিত পুস্তক পাঠ জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিদ্যা শিক্ষাকালে বেদ চাষার গান কথাটি…পাঠ করিয়া বেদ ও বৈদিক সভ্যতায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরিচালিত লিডারগণর উপদেশানুযায়ী পথে চালিত ছিলাম। এক গুরুতর চিন্তা লাগিল—বেদ জ্ঞানরাশি, গুরুদেব বললেন। আমার হৃদয়ে যে অসভ্য চাষার গান দৃঢ়াদৃত হইয়া রহিয়াছে। …এখন যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহা বেদের অভ্রান্ত বাণী ইহা পরিষ্কার হওয়া চাই। তিনি আমার পৃষ্ঠে এক থাপ্পর দিয়া বলিলেন—"তোম ত দেবনাগরী জান্তা হায়।" বোম্বাই গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং এর নিকট হইতে একখানা "তত্ত্ববোধ পত্রিকা" ভিপিতে আনাইয়া পড়িবে। "তব মঙ্গল হোগা, যাও বেটা।" কয়েকবার হরিদ্বার গিয়া এবং কয়েকমাস করিয়া থাকিয়া এই সকল বিষয়ে সংশয় দূর করিয়া আসিলাম। আমি গুরু চরণে প্রণাম করায় তিনি বলিলেন—এক সেট সভাষ্য ঋগ্বেদ আসিয়াছে। এখন মনোযোগ করিয়া পাঠ করতঃ বেদের মহিমা প্রচার কর। তদনুসারে বেদের চর্চ্চা করি।…গুরু আজ্ঞায় সর্ব্বজনহিতায় বেদের মহিমা প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য।"

চব্বিশ

এখানে একটু সংক্ষিপ্ত বেদ পরিক্রমা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বৈদিক সংস্কৃতি জীবনকে তার পরিপুর্ণ সমগ্রতায় গ্রহণ করেছিল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভই মনুষ্য সমাজের অভীপ্সিত বস্তু একথা এতে স্বীকৃত। পার্থিব জীবনকে এবং তার পারিপার্শ্বিক জগতকে যেমন আদৌ অস্বীকার করা হয়নি তেমনই অন্য দিকে এই জীব ও জগতের অন্তরালে এমনকি দেব দেবী এবং ঈশ্বরকেও অতিক্রম করে অনাদি অনন্ত বিকারহীন, দেশ-কাল ও নিমিত্তের অতীত সৎ বস্তুকে বা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করেছিল, পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব স্থাপন করেছিল, অনুভব করেছিল। দৃশ্য এবং অদৃশ্য, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিল। আদিম জৈব চাহিদা, কর্ম্ম, মননশীলতা, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। জীবনদর্শন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বলিষ্ঠ যেখানে গ্রীক দর্শনের দ্বিধাবিভক্ত আত্মার বেদনা ও হতাশা ছিল না; ছিল না কোন রুগ্ন পাপাতঙ্ক। বৈদিক শ্লোকগুলি সৌন্দর্য্য ও আনন্দোজ্জলচ্ছটায়, কর্ম্মের প্রতি অদম্য উৎসাহে, জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও প্রেমে এবং এক অপৌরুষেয় শক্তির অমোঘ রীতিনীতি সমর্পিত বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল ছিল। মানুষ নিত্যকার অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেও ক্রমাগত তাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় লোকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসী ছিল। দৈনন্দিন জীবনে তখনকার সমাজ বাস্তববিমুখ ছিল না। বেদে স্বর্গের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মানুষের এবং আত্মার মহানতা স্বীকার করা হয়েছে (ঋ ৮।৮৩।৪) মানুষের মধ্যে দেবত্বের ঘোষণা বেদের একটি বৈশিষ্ট। "সর্ব্ব সংসিচ্য মর্ত্ত দেবাঃ পুরুষ মা বিশন্" (অঃ ১১।৮।১৩)। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও মহানতার জয়গান করা হয়েছে। (অঃ ১২।১) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়েছে তাকে সার্থক সুন্দর করার কথা বলা হয়েছে (ঋ ১০।১৮৬।১, ৯।৮৪।১ ইত্যাদি।) আবার মৃত্যুকে সত্যেরই একরূপ জ্ঞানে শান্ত সমাহিত চিত্তে বরণ করার কথা উল্লেখ আছে। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সকল বস্তুকেই একই চরম সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। 'সত্য সবং সবিতারং" (ঋ ৫।৮২।৭), "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋ ১।১৬৪।৪৬)," "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" (ঋ ১০।৯০) ইত্যাদি বহু উক্তিতে সে কথা সমর্থিত হয়। তিনি সমগ্র বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত এবং তাকেও অতিক্রম করে অবস্থিত। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে ঋগ্বেদ কেবল

ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মনুষ্য সমাজেরও প্রাচীনতম গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, সভ্যতার উন্মেষ থেকে সুরু করে তার পরিপুর্ণ বিকাশও ঐ বৈদিক যুগের মধ্যেই সংগঠিত হয়েছিল।

অন্যান্য ধর্ম্মে যাকে পিতা বা ঈশ্বর বলেই শেষ করা হয়, বৈদিক চিন্তায় তাকেও অতিক্রম করে "একম্ সৎ" বস্তু উপলব্ধির কথা আছে। লক্ষ্যণীয় যে, সেই সৎ বস্তু স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়—ধ্যান ধারণার শক্তি নিঃসীম অনন্তে, দেশকালের উর্দ্ধে এক উত্তুঙ্গ শিখরে প্রসারিত। একেশ্বরাবাদেরও উর্দ্ধে। বহু দেবদেবীর উপাসনায় ঐ ধারণা কোন অংশেই ব্যহত নয়। বহু দেবদেবীর উপাসনা সেই একই প্রান্তিক সৎ বস্তুর বহুমুখী শক্তির প্রতীক। "রূপং রূপং প্রতি রূপো বভূব" (ঋ ৬।৪৭।১৮) অধিকারী ও রুচিভেদে যে কোনও প্রতীকের উপাসনাই সেই চরম সৎ এ উপনীত হওয়ার সৌন্দর্য্যময় জনপথ। নানা নাম ও রূপের কল্পনা বিশ্বপ্রপঞ্চে সেই "সৎ বস্তুর" নানা অভিব্যক্তির কাব্যময়, শিল্পানুগ রূপ, যাকে উপলক্ষ্য করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি শিল্পবোধে আপামর সকলেই এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তিও অপূর্ব্ব আনন্দ ও রসের প্লাবনে একটি পবিত্র ইন্দ্রিয়াতীত ভাবের অভিব্যক্তিতে নিজেকে নিবেদিত করে কৃতকৃত্যতা অর্জ্জন করতে পারে। "রসোবৈ সঃ", "মধুবাতা ঋাতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" ইত্যাদি ভূরি ভূরি উক্তিতে একথা সমর্থিত।

বৈদিক সংস্কৃতি ধর্মকে একটি সুবিস্তীর্ণ ভূমিতে স্থাপন করেছিল, কোন একটি কাঠামোয় সীমাবদ্ধ করেনি। অন্যান্য অনেক ধর্মের কাঠামো এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈদিক ধর্মে এ বিপর্য্যয়ের বিশেধ অবকাশ নেই। যেমন ডারউইনের ক্রম বিবর্ত্তনবাদে বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বের হানি ঘটেছে। কিন্তু বেদানুগ পতঞ্জল সূত্রে "জাত্যান্তর পরিণাম প্রকৃত্যা পুরাত" অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মেই এক জাতির প্রাণী থেকে আর এক জাতির প্রাণীর উৎপত্তি হয়, এই উক্তিতে ক্রম বিবর্ত্তবাদের কথা বহুপুর্ব্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং ডারউইনের মতবাদকে অক্লেশে ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া যায়। স্বামী মহাদেবানন্দের রচনাবলীতে অনুরূপ বহু বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেওয়া আছে।

ধর্ম্মের ষড় অঙ্গ।

সত্য বৃহদ ঋতমুগ্রম্ দীক্ষা তপো,
ব্রহ্মণ যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি। (অঃ ১২।১।১)

প্রথম ও প্রধান অঙ্গ দুটি হল সত্য (Truth) এবং ঋতম্ (Eternal Law)।

মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।৫) বলা হ'য়েছে আত্মা "সত্যেন লভ্য"। নৈতিক ক্ষেত্রে সত্য বলতে সত্যবাদীতা, সৎপথ ইত্যাদি বোঝায়। আধ্যাত্মিক অর্থে সত্য হল 'সৎ' বস্তু অর্থাৎ ভূমা, সকল সৃষ্টির আদি কারণ, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি অনন্ত, নিরুপাধিক চরম সত্য (Ultimate Reality)। "যো সর্ব্বাদিত্যে পুরুষ সো সাবহম (যঃ ৪০।১৭)

সেই সত্যতে, সৎ বস্তুতে উপনীত হওয়ার আকুতি—আমাকে অসৎ থেকে 'সৎ' এ নিয়ে যাও (বৃঃ ১।৩।২৪) সমগ্র বেদে নানাভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। সত্য সন্ধানের অনন্ত যাত্রা। "এতা বতস্ তে বসো বিদ্যাম শূরনব্যসঃ (ঋ ৮।৫০।৯)। আমরা যেন নতুন ক'রে বারবার উপলব্ধি করি যে তুমিই সেই সৎ। কারণ এ জানার শেষ নেই। সীমাহীন অনুসন্ধান সমগ্র বেদে পরিব্যাপ্ত। সেই 'অজ' পুরুষ কে? যিনি আদি, যাঁর জন্ম নেই, যিনি অমৃত, যার পরবর্ত্তী হ'ল সকল সৃষ্টি, যিনি স্বয়ং অস্তিত্ব—শুধু তাত্ত্বিক সত্য বা প্রত্যয় নয়; সেই সত্য, যাকে পাওয়া যায় বা যা হওয়া যায়।—(ঋ ১।১৬৪।৬)। এই অনুসন্ধানের শিখরে এসে ঋষি সৃষ্টির আদিতে কি ছিল সেই পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন। একটির পর একটি স্তরকে ভেদ করে পরম ব্যোমস্থিত পুরুষ যাঁকে আশ্রয় করে সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আছেন তাঁকে জেনেছিলেন—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" (ঋ ১।১৬৪।৩৯, শ্বেঃ ৪।৮) এই মন্ত্রটি সংক্ষেপে বৈদিক দর্শনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ও সৃষ্টি রহস্যের ইঙ্গিত করে। অবশেষে সৃষ্টির আরও গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে অন্য শ্লোকেই। "না সদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং। নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ" (ঋ ১০।৯০।১)। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ অসৎ কিছুই ছিলনা। "আনীদ বাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চিনাস" (ঋ ১০।১২৯।১২)। এক চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বধয়া স্বরূপে অখণ্ড এক রসরূপে, সৎরূপে, আপনাতে আপনি ছিলেন। তদ্ব্যতীত অপর কিছু ছিলনা। আবার প্রশ্ন হল সেই সৎ যার থেকে এই বিচিত্র সৃষ্টি সে কোথা থেকে এল, এ কথা কে জানে? "ইয়ং বিসৃষ্টির্যৎ আবভূবঃ যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে বোমন্‌ৎ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ (ঋ ১০।১২৯।৭)"। যিনি অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন, তিনিই জানেন অথবা তিনিও না জানতে পারেন। অতীন্দ্রিয়তার, ধ্যানদৃষ্টির এ এক অনির্ব্বচনীয় প্রান্তিক সীমানা; ধর্ম ও দর্শনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, ভাবের চরম অভিব্যক্তি। জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অরূঢ় হয়েও অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান, তাই সমাধানকে উন্মুক্ত রাখা হ'ল। এ জ্ঞান শুনে শেখবার বস্তু

নয়—উপলব্ধির বিষয়; জ্ঞান পথের পথিক, তুমি যে দর্শন যে ধর্মেই বিশ্বাসী হও, তোমার জন্যে পথ উন্মুক্ত রাখা হোলো। ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ইত্যাদি সৌখিন আধুনিকতার সব বাছা বাছা অভিযোগ এখানে ব্যর্থ। এই উন্মুক্ততা কিন্তু অজ্ঞেয়তার নামান্তর নয়। বৈদিক ঋষিদের জ্ঞান ও ধ্যান দৃষ্টির সামনে ছিল এই প্রশ্নের সমাধান অতি স্বচ্ছ, স্থির এবং সুনিশ্চিত। ঐ বৈদিক উক্তি কোন হেঁয়ালীও নয়। সাধারণ ভাষা উচ্চাঙ্গ ভাবের বাহন হবার অনুপযুক্ত। তাকে ব্যক্ত করার জন্ম আপাত বিরোধী বা দ্ব্যর্থবোধক ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত আছে বেদ বেদান্তে পরিব্যপ্ত। বেদ বেদান্ত বুঝতে হলে তখনকার ব্যবহৃত সাংকেতিক ভাষাকে বুঝতে হবে। তা না বুঝলে ঐ চাষার গান, গ্রাম্য লোকের কবিতা এই জেনেই ফিরে আসতে হবে। তবুও প্রচলিত ভাষায় বোঝাতে হলে বলা চলে পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ সৃষ্টির আদি কথা কি করে জানবেন কারণ তিনি স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ, যেখামে জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হ'য়ে আছে। কে কাকে জানবে? প্রকৃত জ্ঞান ত কোন সম্পত্তি নয় যে 'আমার আছে' এই ভাবে ব্যক্ত করা যাবে। তখন ভাবটি হোলো 'আমি আছি।' "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি"। তাই পরম ব্যোমস্থিত পুরুষ বা সৎ (ultimate reality, existence in the nascent form) জানে একথার অর্থ হয় না। তাতে দ্বৈত এসে যায়। সেই প্রথম জগৎ কারণের অজ্ঞাতেই যেন সৃষ্টি সংগঠিত হয়েছিল এ কথা পুরাণেও উল্লেখ আছে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকালীন সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল এই কথার মধ্যে। বেদের ঐ সূক্তেই বলা হয়েছে ঋষিরা অন্তরে অনুসন্ধান করে সেখানেই দেখতে পলেন—সৎ এবং অসৎ স্বজাত, একাত্ম, বন্ধু। আপাত-বিরোধী দুইভাবের সমন্বয় করে সমস্ত অখণ্ড জ্ঞানের ভূমিকে ব্যক্ত করার এক অপূর্ব্ব কৌশল যেন একই সত্যের দুই পিঠ, দুই অবস্থা। আরও স্পষ্ট আপাতবিরোধী উক্তি দিয়ে অনির্ব্বচনীয়কে বাচনের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।২১-২৯ শ্লোকে যেখানে বলা হয়েছে, তিনিই দেখেন অথচ দেখেন না। আবার কেন উপনিষদের ২।৩ শ্লোকে পাই "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ"। শ্রুতি বলেছেন, যাঁদের কাছে ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবে অবিদিত তাঁদের কাছেই বিদিত; আর যাঁদের কাছে ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবেই বিদিত তাঁদের কাছে অবিদিত। আবার মুণ্ডক উপনিষদে পাই (২।১।২, ৩) যা থেকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজে অমূর্ত্ত, অমনস, অপ্রাণ। এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

আঠাশ

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিক তাঁদের ভিন্ন ধরণের মানসিক গঠনের জন্য মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিদের উক্তি ঠিক বুঝতে পারেন না। পাশ্চাত্য দর্শনে অস্তিত্ববাদ বা existentialism নামে এক চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়েছে যা পাশ্চাত্য ও বৈদিক ভাবধারার মধ্যে ব্যবধানকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে এনেছে। হাইডেগার, কার্লজেস্পার, জীন পল সারত্রে, আলবার্ট কামু, কির্কেগার্ড, কাফকা ইত্যাদি এই অস্তিত্ববাদের ধারক ও বাহক। এই দর্শনেও আপাতবিরোধী বক্তব্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিরিক্ত ভাবকে ব্যক্ত করার পদ্ধতি স্বীকৃত। এই মত অনুসারে অতীন্দ্রিয় লোক সর্ব্বদিকে পরিব্যপ্ত দিগন্তের মত—যেদিক থেকেই হ'ক তারদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সে পিছিয়ে যায়। অনন্ত সত্যের বা অস্তিত্বের সেই একই রূপ। তাতে পৌছতে হ'লে অনুসন্ধানের অনন্ত যাত্রা। আবার দিগন্তের যেমন বিপরীতমুখী দুই প্রান্তিক দিক, তেমন একই সত্যের বা অস্তিত্বের দুই বিপরীতমুখী প্রান্তিক অবস্থা। দেশকালের কঠিন নিগড়ে বাঁধা, যা সমগ্র অস্তিত্বের একটি অংশ মাত্র, তাতে বিরোধীভাবের একত্রিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু দেশকালের ভূমির উর্দ্ধে উঠে সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যক্ত করতে গেলে সত্যের দুই বিপরীতমুখী দিককেই স্বীকার করতে হয়। ঐভাবে বিচার করে অস্তিত্ব (সৎ) এবং শূন্যতা (অসৎ) একই সত্যের বিভিন্নরূপ ঐ ধরনের একটা বক্তব্য অস্তিত্ববাদ দর্শনে স্থাপন করার চেষ্টা দেখা যায়। এই দর্শনে অস্তি নাস্তির মধ্যে দুস্তর পথ পরিক্রমায় অনেক অনেক আংশিক সত্যকে ফেলে অবিরাম অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং এখন পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে সমস্ত খণ্ডজ্ঞানকে 'নেতি' 'নেতি' করে অতিক্রম করে সদসদ ও তৎ বিলক্ষণ ভারতীয় অদ্বৈতবাদের কথা একেবারে দুর্বোধ্য হবে না। এ কথা উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও পণ্ডিতগণ আর হয়ত বেদকে চাষার গান বলে উপেক্ষা করতে পারবেন না। অবশ্য সোপেনহাওয়ারের মত কিছু কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিক বহু পুর্ব্বেই বেদ বেদান্তের গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেছিলেন। তার ছায়ামাত্র তাঁদের দার্শনিক মতবাদে প্রতিফলিত হয়ে সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। সোপেনহাওয়ার বলতেন উপনিষদের বাণী তাঁর জীবনের সান্ত্বনা, মরনের আশ্রয়।

ভারতীয় ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ 'সত্য' (Truth) সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা হল। এবারে দ্বিতীয় অঙ্গ 'ঋত্' (Eternal law) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু

বলা আবশ্যক। 'ঋত্' অর্থাৎ নিয়ম ও শৃঙ্খলা সত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঋগ্বেদে (১০।১১০।১) বলা হয়েছে, বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে ঋত্ বা অমোঘ নিয়ম ও শৃঙ্খলারও উৎপত্তি। ঋতের ব্যবহারিক দিকে ন্যায় নীতি জড়িত। আমরা বলে থাকি রীতি নীতি। সুতরাং ধর্ম্ম সত্যবাচক ও নীতিবাচকও বটে। "ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ" (ঋ ৯।৭৩।৬)। অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঋত্ সৎবস্তু এবং নিয়ম শৃঙ্খলাকে একার্থ বোধক বলা হয়েছে, "নৃসদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্ ইত্যাদি" অর্থাৎ তিনি মনুষ্যাদি সব বস্তুতে ও স্থানে চিরন্তন নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সকলের আধিপতিরূপে অবস্থিত। অবশেষে ব্যবহারিক ন্যায়নীতি এবং মহাজাগতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশাসনকে একত্রিত করে বেদ বলেছেন যে চন্দ্র সূর্য্য যেমন অলঙ্ঘনীয় ও অমোঘ নিয়মে তাদের কাজ করে যাচ্ছে আমরা সেই নিষ্ঠার সঙ্গে, দয়া, জ্ঞান ও ঔদার্য্যের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দেব। "বিশ্বদানীং সুমনসঃ স্যাম" (ঋ ৬।৫২।৫)। চিরদিন যেন শুদ্ধ অন্তকরণ থাকতে পারি। আবার "কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী" (ঋ ১০।১১৭।৬) যে কেবল একলাই অন্ন ভক্ষণ করে সে একলাই পাপ করে। গীতায় (৩।১৩) ঐ একই কথা। যারা নিজের জন্যই ভোগ করে সেই পাপীরা পাপই ভোজন করে।

এই ঋত্‌কে আবার সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়েও দেখা হয়েছে। "দ্যুত দ্যামানং বৃহতীম্ ঋতেন ঋতাবরীম্ অরুণোপ্সুং বিভাতীম্ (ঋ ৮০।১) সুষমামণ্ডিত ঊষা অরুণোচ্ছটার পথ ধরে দিগন্ত প্রসারী রক্তিমাভজ্যোতি বিকিরণ করতে করতে এক অমোঘ অনুশাসনের সুশৃঙ্খল রীতি ঘোষণা ক'রে উপস্থিত। এই থেকে অনুভব করা হয়েছে সূর্য্য যেন ঊষার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে অনুসরণ করছে, চলে যেতে মানা করছে। কিন্তু ঊর্দ্ধে অন্তর্হিত হতে হতে ঊষা বলছে তুমি উঠে এস। এ যেন মানুষের সমস্ত মনন শক্তি, ধী শক্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান তুমি ঊর্দ্ধমুখী হও, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত।"

সত্য ও সুন্দর যে ভাবেই উপস্থিত হ'ক তাকে সৎচিদানন্দেরই অভিব্যক্তি-জ্ঞানে সেই সত্য সুন্দরের মধ্য দিয়েই প্রাণের প্রাচুর্য্য দিয়ে পরমপুরুষের উপাসনা করা হত (ঋঃ ৮।৪৩।৩১)। ধারণা করা হ'ত ঐ একই ঋত্, প্রকৃতিতে তার মহাজাগতিক বস্তুগুলিকে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় বেঁধে রেখেছে। এই রকম ভূরিভূরি উদাহরণ সমগ্র বেদে অপূর্ব্ব আর্তির সঙ্গে ধ্যান গম্ভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ধর্মের অবশিষ্ট চারটি অঙ্গ দীক্ষা, তপ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ প্রধানতঃ সৎ বা চরম বস্তু প্রাপ্তির বা অনুভূতিলাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির ক্রমিক নিয়মাবলী বা প্রক্রিয়া। এ বিষয় ঋঃ ১০।৩৭।৭, ৮।২।১৮, ১।১৭৯।৬; যঃ ১।৫, ১৯।৩০, ৯।২৯; সাঃ ২।৫।৭; মুণ্ডকোপনিষদ ১।২।৭ ইত্যাদি বহু সূত্র ও শ্লোকে উল্লেখ আছে।

যাঁরা বৈদিক সভ্যতাকে বাস্তব বিমুখ মনে করেন তাঁরা একটু অনুধাবণ করলেই বুঝতে পারবেন যে সেই সুপ্রাচীন সমাজে এখনকার অতি আধুনিক মনোভাবও চলিত ছিল, বৈদিক সমাজ সমবায় আদর্শে গঠিত ছিল। স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার ছিল, গৃহে স্ত্রী সর্বময়কর্ত্রী ও সাম্রাজ্ঞী ছিলেন "গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসোবশিনী ত্বং বিদথম্ আ বদাসি" (ঋ ১০।৮৫।২৩, অঃ ১৪।১।২০)। ঋগ্বেদে স্ত্রীর নির্বাচিত স্বামীর কথাও উল্লেখ আছে; বিবাহের পুর্ব্বে পুর্বরাগের উল্লেখ আছে; বিধবা বিবাহের কথাও উল্লেখ আছে (অঃ ৯।৫।২৭)। দাম্পত্য বিধির পর পরিবারবর্গের সুসংহতি ও তারপর সমাজ। এইভাবে স্তরে স্তরে নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধের অনুশাসনের কথা আছে। সমাজ হল, সং অজন্তি অস্মাম ইতি সমাজ। যেখানে সকলে সমান ব্যবহার পায় (ঋ ১০।১৯১।৩) সকলে মিলে মিশে উন্নতির জন্য তৎপর হয়; প্রয়োজন হলে অন্যায়ের বিরূদ্ধে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ করে। যুদ্ধও একপ্রকার যজ্ঞ—কালোস্মি লোকক্ষয়কৃত (গীঃ ১১।৩২)। সত্ত্বঃ; রজঃ, তমঃ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; উত্থান পতন প্রকৃতির নিয়ম। যেখানে সমাজ ব্যবস্থা এই ধরণের সেখানে একলা সুখ ভোগকরাকে পাপ বলা খুবই প্রাসঙ্গিক (ঋ ১০।১১৭।৬, ১০।১৯১।২, ৩); একটি সামাজিক ঐক্য বোধের স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে বলা হ'য়েছে (ঋঃ ১০।১৯।২-৪) তোমাদের লক্ষ্য হ'ক এক, তোমাদের হৃদয় হ'ক একতাবদ্ধ, তোমাদের মন হ'ক এক যাতে ক'রে সকলে মিলে মিশে একসঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারো।

সমষ্টিগতজীবন, সভাসমিতি বা বাগ্মীতার আদর ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কামনা করতো তারা যেন সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষণ দিতে পারেন (ঋঃ ১০।৭১।১০)। সভায় কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এলে বন্ধুরা তাকে অভিনন্দিত করত কারণ তার দ্বারা অন্নের সুব্যবস্থা হ'ত; অন্যায়ের প্রতিকার হ'ত। "বৃহদ্ বদেম বিদথে সুধীরা" শক্তিশালী ব্যক্তিদের সহিত সভায় যেন আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। ঋগ্বেদে আছে (১০।৭১।৬০) রাজনৈতিক সভায় যে বিতর্কে জয়লাভ করে সগৌরবে ফিরে আসে বন্ধুরা তার প্রতি অত্যন্ত খুসী হয়।

আদর্শ নাগরিক সম্বন্ধে উপদেশ আছে যে, ব্যক্তিগত গণ্ডিকে অতিক্রম করে সমষ্টিগত সমাজ জীবনে অবদান রাখবে ; পারিবারিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর ও ঊর্দ্ধে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় যত্নবান হবে, এটাই হল শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।

সমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখবে, কারণ নাগরিকদের পুরোভাগে থাকায় এ দায়িত্ব তাঁদেরই। রাজা রাজ্য চালাবেন কিন্তু সেই পরিচালনা জননেতাদের পরামর্শে এবং দূরদৃষ্টির সঙ্গে সম্পন্ন ক'রতে হবে। (যঃ ৯।২৬) এরও ঊর্দ্ধে বেদে সার্বজনীনত্ব উল্লেখযোগ্য ; রাষ্ট্রের পরও সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি বেদের উপদেশ ও অনুশাসনের কথা উল্লেখ আছে। কারণ দেবতা সকলের। ইন্দ্র, যিনি সকলের, তাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি (ঋ ৮।৯৯।৮)। আবার "ত্বম বিশ্বমনুষ যুগেন্দ্র হবন্তে" (ঋ ৮।৮৬।২২) জ্ঞানী ব্যক্তিরা দেশে বিদেশে বেদের মর্ম্মকথা প্রচার ক'রতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দেশীয়, বিদেশীয় নির্বিশেষে (যঃ ২৬।২)। নিজ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ ক'রে তারপর বিদেশীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করা হ'ত (অঃ ৭।৫২)। একতার দিকে ঝোঁক দেওয়া হ'ত যাতে সকলের মধ্যে যে ঐশী শক্তি আছে তার সঙ্গে বিরোধ না হয়। যুদ্ধ বিগ্রহেও নীতি মেনে চলা হ'ত এবং তাকে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হত। বৈদিক শাস্ত্রে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একাত্মবোধ আনার প্রচেষ্টা একটি অতি উন্নত ধরণের সমাজ ও সভ্যতার কথা ব্যক্ত করে' (যঃ ৩২।৮)। সত্যের প্রতি একটি বলিষ্ঠ ও জীবন্ত দৃষ্টিভঙ্গী, সত্য সন্ধানের জন্য বিরামহীন প্রগতি পরায়ণ প্রয়াস বৈদিক দর্শন, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই জড়জগতের তত্ত্বও বৈদিক ঋষি প্রমুখ তখনকার জ্ঞানী-গুণীদের অজানা ছিলনা। সূর্য থেকে বিস্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিবীর উৎপত্তি (ধা ১০।১১০।৯), পৃথিবী থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি (ঋঃ ৯।৮২।৪) সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহ সমূহের স্ব স্ব কক্ষপথে পরিক্রমা (ঋঃ ১।৬৫।৬, ১০।৯৯।২), সূর্য্যের আলোক চন্দ্র থেকে প্রতি-ফলন (ঋঃ ১।৮৫।১৫), পৃথিবীর গতিশীলতা (ঋঃ ৩।৩০।৯, ৫।৩২।৯, ৫।৮৪।১ ইত্যাদি, এবং আরও অনুরূপ তত্ত্ব বেদে উল্লিখিত আছে। সূর্য্যের তথা জগতের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণীশক্তি যে সকলের মধ্যে ওতপ্রোত সে বিষয়ে অবহিত হ'য়েই গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা সেই শক্তির জয়গানে বৈদিক মন্ত্র মুখর। আবার "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" মন্ত্রদ্বারা জীব ও শিবের একত্ব স্থাপিত হয়েছে। সৃজনীশক্তিতে

উত্তপ্ত সৃষ্টির প্রাথমিক পদার্থগুলি ক্রমশঃ শীতল হ'য়ে পৃথিবী জলময়ী হন তারপর বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করেন একথা বেদ উপনিষদে উল্লেখ আছে (ঋঃ ১০।১২১।৭, বৃঃ ১।২।১, ৫।৫।১ ইত্যাদি। এসবই এখন বিজ্ঞানের কথা।

বিজ্ঞানবিদগণ মানবসভ্যতার চারটি স্তরভেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন যথা ১। অস্তিপ্রস্তর যুগ ২। তাম্র পিত্তল যুগ, ৩। লৌহযুগ ও ৪। সুবর্ণ যুগ। ঋগ্বেদে এসব যুগেরই উল্লেখ আছে (১।৮৪।১৩, ১।৫২।৮, ১।৮১।৪, ১০।৯৬।৩, ১০।২৩।৩ ইত্যাদি)। ঋগ্বেদে সম্মার্জিত ভাষা শিক্ষা (১।৮।৯), জল-সেচ প্রণালী (১০।১০৫।১), সহস্র স্তম্ভ গৃহ (২।৪।২৫) ত্রিধাতুগৃহ (৬।৪৬।৯১, ঘোড়-দৌড়ের মাঠ (৯।৯৭।২০, ১০।১৫৬।১), পুত্তলিকা রঙ্গমঞ্চ (৪।৩২।২৩) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এছাড়া, রথ চালনা ক'রে যুদ্ধ, অক্ষরলিপি, গণিতশাস্ত্র, স্ত্রী শিক্ষা (গার্গী ইত্যাদি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত) এবং আরও অনেক বিষয় একটি উন্নত ধরনের সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে 'জগত মিথ্যা' এই বেদান্ত সিদ্ধান্তটি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই অনেকে বেদ উপনিষদের বাণীকে বাস্তব বিমুখ মনে করেন। এ বিষয়ে আচার্য শঙ্করের মত কিন্তু খুব পরিষ্কার। "নহি প্রত্যক্ষং অনুমানেন বাধিতুং শক্যতে" অথবা শঙ্করের আর একটি উক্তি আছে "ন চ অনুমানং প্রত্যক্ষ বিরোধে প্রামাণ্যং লভতে" আসল কথা হ'ল মানুষ তার দেহটি সম্বন্ধে যতক্ষণ বাস্তব ধারণা পোষণ করবে ততক্ষণ জগতও বাস্তব এবং সত্য। ভুলটা হ'ল আমরা আমাদের দেহ মনকে সত্য ধরে নিয়ে শুধু জগত কেই মিথ্যা ভাববার চেষ্টা করি। আচার্য্য শঙ্কর ব'লেছেন যে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারণা করতে পারে, তার স্মৃতি শক্তির বিভ্রম হ'তে পারে, জগতের রূপটি মরীচিকাবৎ হ'তে পারে, জ্ঞানের বিষয় বা অনুভূতি শক্তিতে সে সন্দিহান হ'তে পারে কিন্তু সেই সন্দিগ্ধ মানুষ নিজের বা আত্মার সত্ত্বাকে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং নিজ আত্মা যে অর্থে সত্য জগতও সেই অর্থে সত্য। নিজেকে জড় দেহ ভাবলে জগতও নিশ্চয়ই জড়ভাবে সত্য। নিজ আত্মার স্বরূপ যে পরিমাণে উপলব্ধি হবে সেই পরিমাণে জগতের সত্য মিথ্যার জ্ঞান হবে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋঃ ১।১৬৪।৪৬) বিপ্রেরা বুদ্ধিভেদে একেকেই বহুপ্রকার বলে থাকেন। চরম সত্যকে অর্থাৎ 'সৎ' বা ব্রহ্মকে যে যেভাবে ভজনা করে তার সিদ্ধি ততটুকুই হয়। যে অন্ন (matter) ভাবে

ধ্যানধারণা করে, তার সিদ্ধি জড় পর্য্যন্তই হয়। সেইরকম প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধি সেই সেই স্তর পর্য্যন্ত। ভূমাজ্ঞানে ভজনা ও সিদ্ধিই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ "যো বৈ ভূমা সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং" (ছান্দোগ্য)। এইভাবে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা, বিচার নেত্রকে অতিক্রম করে ধ্যানদৃষ্টি উন্মুক্ত হলে দেখা যাবে "জীবো ব্রহ্মৈব নাপর"; অন্যভাবে ব'লতে গেলে "একমেবাদ্বিতীয়ম।" তখন জড় মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় আত্মা ও ব্রহ্মের একতার যে উপলব্ধি হয় তাকেই বলে প্রকৃত জ্ঞান। "অভেদ দর্শনং জ্ঞানং" (মৈত্রেয়ী উপনিষদ)। এ হ'ল বিচার নেত্রে দর্শনের পরের অবস্থা; ধ্যানদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঋঃ ১।২২।২০)। এইভাবে আত্মদর্শন লাভ হ'লে বিশ্বভূবনকে স্বকীয় করা যায়, তাতেই হ'ল মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা। এই অন্তর্জগতের স্বরাজকেই ভারতের ঋষিগণ শ্রেয় ব'লেছেন। বাইরের জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতিভাষিক। মনই এর কারণ। "দৃষ্টিরেব সৃষ্টি" বৈজ্ঞানিকরাও আজকাল ব'লছেন—This world is a mental construct. এই স্বরাজ বা স্বদেশের 'স্ব' কে? 'অহং' বা জড় দেহ, মন, বুদ্ধির অতিরিক্ত যে আমি, 'নেতি' 'নেতি' করে যা অবশিষ্ট থাকে, যিনি মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই। তাই স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিকে শেষের দিকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত যে "আমি এবার স্বদেশে ফিরে যাব।"

দুঃখের বিষয় অনেকেরই বেদ পড়বার সুযোগ হয়না, যাঁদের হয় তাঁরাও অনেকে কেবল আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রভাবে। ফলে প্রকৃত তত্ত্ববোধ হয়না। বেদকে বুঝতে হলে সেই সুপ্রাচীন যুগের ভাষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে হবে। বৈদিক শব্দগুলির বুৎপত্তি ও ধাতুগত অর্থ ক'রলে সেইসব প্রাচীন ঋষিদের বক্তব্য বিষয় অনেক পরিমাণে জানা যায়। এ ছাড়া, বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রায়ই তখনকার প্রচলিত সাংকেতিক, প্রতীক, উপমা এবং রূপকের এবং নানা রহস্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত। প্রাচীন যুগে ভাবের অভিব্যক্তিতে সাংকেতিক ও রূপকের ব্যবহার অন্যান্য দেশেও চালিত ছিল এর সমর্থন প্লুটার্চের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষিগণও বলেছেন "পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ" (বৃঃ ৪।২।২)। দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী। তদানীন্তন প্রতীক এবং রূপকগুলি সমাজে সর্বজনবিদিত ছিল, তাই তার কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হ'ত না।

তবে বেদ উপনিষদাদিতে এর কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

গৌ—অধুনা প্রচলিত অর্থ গরু। বেদে গৌকে সৃষ্টির আদি প্রেরণা কামদেবের কন্যা বলা হয়েছে। কবিরা বাক (শব্দ, বাচন, জ্ঞান, চেতনা) অথবা 'বিরাজ' (ক্রম সম্প্রসারণের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি) আখ্যা দিয়েছেন (অঃ ৯।২।৫)। সুতরাং 'গো' ব্রহ্মের বাচক এবং স্পন্দন ও সঞ্চরণশীলা বিশ্বসৃষ্টির ওজশক্তিস্বরূপা (ঋঃ ১০।১১৪।৮, ১৮৯।৩)। এই অর্থে সূর্য্যের রশ্মিকেও 'গো' বলা হয়েছে (ঋ ১।২২।১৮)। গোমাতা যেমন অপত্য স্নেহে বহু শাবকের পিছু পিছু ধায় তেমনই স্পন্দিত তড়িৎচুম্বক শক্তি তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সাথে সাথে গমনশীলা (বিদ্যুৎ ভবন্তি) এই কল্পনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, গম ধাতু ডোচ্ প্রত্যয়ে 'গো' নিষ্পন্ন। বেদান্ত বাক্য গুরু থেকে শিষ্যে গমন করে এ কারণে 'গো' গোভি বেদান্ত বাক্যেঃ।" ইন্দ্রের বজ্র শত্রুর প্রতি গমন করে এইজন্য "গো"। 'গো' বেদে অঘ্না। শাস্ত্রে যেখানে গো হননের কথা আছে সে হ'ল সোমলতা হনন।

অক্ষর—ভাষার বর্ণমালায় এক একটি অক্ষর অবিভাজ্য। অক্ষরের সঙ্গে বর্ণের সংযোগ তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রত্যেকটির উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের এবং শক্তির বিকীরণ হয় তাই প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণ ইঙ্গিত করে। কয়েকটি অক্ষর এবং বর্ণের সমাবেশে এক একটি অর্থবোধ হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে নিস্পন্দ অবস্থায় প্রথম অতিজাগতিক যে অক্ষর স্পন্দিত হয়েছিল, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তাঁদের দিব্য দৃষ্টিতে তা দেখেছিলেন "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমান যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" (ঋ ১।১৬৪।৩৯)। সকল দেবতাই বা দেবশক্তিই ঐ প্রথম শব্দ স্পন্দনে ওতপ্রোত। দেবতা কোন রক্তমাংসের শরীরধারী নন। তাই দেবতাকে বলা হয়েছে 'স্পন্দ্রা'। "তস্মৎ স্পন্দ্রা জয়ন্তে, স্পন্দ্রা বৈ দেবতা" (ঋ ৫।৫২।৩, ৮)।

অগ্নি—বৈদিক মন্ত্রগুলি অগ্নির বন্দনায় মুখর। অগ্নির সকল দেবদেবীর কাছে অবাধ যাতায়াত। বৈদিক ঋষি যজ্ঞে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করতেন এবং সর্বত্রই মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত নানাভাবে অগ্নির বা তেজের উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন। সূর্য্য, তারা, বজ্র ইত্যাদির মধ্যে স্থলে জলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই তার উপস্থিতি, দেহের মধ্যেও দীপশিখার মত উত্তাপ ও শক্তিরূপে তার অবস্থিতি। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অগ্নি বা প্রাণশক্তিতে পরিচালিত।

প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নামকরণও তার থেকেই, কারণ—ইন্দ্রই 'ইন্ধ' অর্থাৎ দাহ্য পদার্থ।

বৈদিক শব্দগুলির ধাতুগত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত ভাবকে উদ্ঘাটিত করতে আবশ্যক হয়। 'ধাতু' এই কথার সঙ্গেই অন্তর্নিহিত শক্তির বিচ্ছুরিত বহিঃপ্রকাশের স্বরূপটি জড়িত। এই ধাতুগত বিশ্লেষণকে তাই কেউ কেউ বাক্যের রসায়ন আখ্যা দিয়েছেন। স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ তাঁর রচনাবলীতে প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ শব্দ এই বিশ্লেষণী প্রথায় এবং উদাহরণ সমেত বুঝিয়েছেন—সাধারণ পাঠকের অশেষ কল্যাণে।

স্বামীজী তাঁর অপূর্ব্ব মননশীলতায় নানা বিষয়ে অন্যান্য ধর্ম্ম, দর্শণ, আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, গীতাদির বাণীর তুলনামূলক বিচার করায় নব্য ভাবধারায় বিশ্বাসী পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা আশা করি।

এইভাবে নানাদিক থেকে বেদ উপনিষদাদির মর্ম্মবাণী সকল স্তরের জিজ্ঞাসু পাঠকদের উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। 'বৈদিক-যুগে', 'গীতাবোধিনী' 'শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী', 'উপাসনা', "নাসদীয় উপনিষদ" ইত্যাদি তাঁর পুর্ণাঙ্গ পুস্তকমালা। তাঁর অন্যান্য পুস্তকাবলী ছোট বড় নানা প্রবন্ধ আকারে লেখা। প্রবন্ধাবলী নামে তাঁর ছয় খণ্ড বই ছাড়াও তাঁর লেখা 'পুরাণ কথা', 'কথার কথা' (তিনভাগ), 'এতশর প্রলাপ' (দু ভাগ) ইত্যাদি বইগুলিও নানাবিষয়ে ছোট বড় প্রবন্ধের সমষ্টি। এই প্রবন্ধ সম্ভার ফুলের সাজিতে নানা রংয়ের ফুলের মত। যে সব প্রশ্ন প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে জাগে সেইসব বিষয়ের প্রবন্ধ; আবার বেদ উপনিষদের দুরূহ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রবন্ধ; কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান সকল মার্গের আলোচনা সম্বলিত জড়, জীব, ঈশ্বর; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল বিষয়ে বহু তথ্য এবং তত্ত্ব অসংখ্য প্রবন্ধ আকারে স্বামীজী সকলের কল্যাণে লিখে গেছেন। সমগ্র রচনাবলী কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত জীব ও জগতের অন্তরে, অন্তরালে এবং সকলকে পরিব্যপ্ত ক'রে এক 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' পরমাত্মা, যিনি 'একমেবা-দ্বিতীয়ম' তাঁকেই নির্দেশ ক'রছে, এবং আত্মার মহানতার কথা ঘোষণা ক'রেছে। তাঁর রচনাবলী সামগ্রিকভাবে শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ ক'রলে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম্ম, তার সার্ব্বভৌমিকত্ব ও মহান আদর্শ ও উদারতা সম্যক উপলব্ধি

করা যাবে। স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য, যা স্বামীজীর কর্ম্ম, ভগবৎ প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধির উপলব্ধ জ্ঞানে আলোকিত।

স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রতি খণ্ডে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক এবং বহু প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত থাকবে। কয়েকটি প্রবন্ধ একই ধরনের এমনকি একই নামে থাকলেও কোনটি বাদ দেওয়া হয়নি। এইসব বিষয়ে সকলের ধারণা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই হয়ত স্বামীজী একাধিকবার লিখেছিলেন। এ ছাড়াও ঐগুলির মধ্যে প্রায়ই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রতি খণ্ডের জন্য পূর্ণাঙ্গ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী নির্ব্বাচনের বিষয় নানাভাবে চিন্তা করা হয়েছে। যেমন অপেক্ষাকৃত সরলগুলি প্রথমের দিকে তারপর ক্রমশ জটিল গুলি। অথবা প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুসারে; অথবা বিষয় অনুসারে, যেমন বেদ এবং তৎসংক্রান্ত রচনাগুলি প্রথমে এবং ক্রমশ পর পর উপনিষদ ও বেদান্ত সম্পর্কীয় রচনাবলী, ইত্যাদি। কিন্তু নানা কারণে কোন একটি মাত্রকে অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি, হয়ত সমীচীনও ছিল না। প্রতি খণ্ডই যাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত হয় সেইদিক বিবেচনা ক'রে এবং প্রতিখণ্ডের আয়তন যাতে মোটামুটি একই রকমের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটি সুসামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। প্রথম খণ্ডে 'পুরাণ কথা', 'প্রবন্ধাবলীর ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড', 'অধ্যাত্মবিদ্যা', এবং 'বৈদিক যুগে' সন্নিবেশিত করা হ'ল, অন্যান্য খণ্ডগুলির পরিকল্পনা মোটামুটি এইরকম, ২য় খণ্ড—'কথার-কথা (১ম), 'প্রবন্ধাবলী (২য়)', শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী এবং 'গীতা বোধিনী'। ৩য় খণ্ড—'কথার কথা (২য়)', প্রবন্ধাবলী (৫ম)', এতশর প্রলাপ (১ম)', 'উপনিষদ রহস্য' এবং 'উপাসনা'। ৪র্থ খণ্ড—'কথার-কথা (৩য়)', 'প্রবন্ধাবলী' (১ম ও ৩য়),' 'এতশর প্রলাপ (২য়)' এবং 'বেদান্ত সোপান'। ৫ম খণ্ড—'Vedic Culture', 'Kala', 'নাসদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট" এবং সম্ভব হ'লে আরও কিছু।

পুর্ব্ব প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে যে প্রভূত মুদ্রণ প্রমাদ ছিল এবং যা এই প্রকাশকার্য্যের বিলম্বের অন্যতম কারণ সেগুলি যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকস্থানে কিছু কিছু ভাষাগত অদল বদলও করা হয়েছে; তবে অনিবার্য ছাড়া কোন পরিবর্ত্তন করা হয়নি। সেই মহাপুরুষের সকল বক্তব্যই নিজস্ব ভঙ্গীতে অটুট আছে। স্বামীজীর রচনাবলী এখনই প্রায়

দুষ্প্রাপ্য। এর জন্য আমাদের প্রকাশনার কাজ কিছুটা ব্যহত হ'য়েছে। তবে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কোন কোন সহৃদয় শিষ্য ভক্ত তাঁদের নিজস্ব কপিগুলি আমাদের কাছে সমর্পণ করায় সে অসুবিধা কিছু পরিমাণে অপসারিত হ'য়েছে। তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, উপদেষ্টামণ্ডলী, কার্য্যকরী সমিতি এবং সম্পাদনা ও প্রকাশনা উপসমিতির মধ্যে আছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাঁচকড়ি সরকার (প্রাক্তন বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট), ডাঃ ডি. পি. বসু, শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি, কার্য্যকরী সমিতি), স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ গিরি (সংগঠন সম্পাদক), শ্রীপ্রতুলচন্দ্র দত্ত (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগ্ম-সম্পাদক), শ্রীনকুলেশ্বর দাস (যুগ্ম-সম্পাদক), স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি, স্বামী নির্গুণানন্দ গিরি, শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ, শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী, শ্রীসতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীচিররঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দদাস দত্ত, শ্রীপ্রভাত মিত্র, শ্রীমৃগেন মিত্র ইত্যাদি। শতবার্ষিকী সমিতি স্বামীজীর রচিত গ্রন্থাদির প্রকাশন ও সুলভ মূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কাজের ভার এসে পড়ে প্রকাশনা উপসমিতির ও সম্পাদক মণ্ডলীর উপর। এই উপ-সমিতি ও সম্পাদকমণ্ডলী রচনাবলী প্রকাশের কাজ পরিচালনা করলেও অন্যান্য সভ্যগণ পূর্ণ সহযোগিতা ও সহায়তা দান করায় প্রকাশনার কাজ সুগম হয়েছে। সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 'শিবম্' এর সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকাশনা সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রচার পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন।

যে সব উদার ব্যক্তি এই প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্য করেছেন, যে সব সুধীবৃন্দ এই রচনাবলীর জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রাহক হ'য়েছেন তাঁদের দ্বারা আমরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আরও প্রচুর আর্থিক সাহায্য এবং

গ্রাহক আবশ্যক। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল সহৃদয় সুধীবৃন্দের কাছে আমরা দাবী ও আশা করি যে তাঁরা এই প্রচেষ্টাকে সর্ব্বপ্রকারে আনুকুল্য প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রবেন।

ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বার, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ এবং অন্যান্য যাঁরা স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের বইগুলি রচনাবলীরূপে পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

স্বামী স্বরূপানন্দ গিরি মহারাজের আশীর্ব্বচন লাভে আমরা ধন্য। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শুভেচ্ছাবাণী, আমাদের এক বিশেষ সম্পদ হ'য়ে থাকবে। শঙ্করনাথ রায় মহাশয় 'প্রাক্ ভাষণ' লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের কাছে বিশেষ করে প্রোডাক্‌সন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং এ্যাকাউণ্ট একৃজিকিউটিভ শ্রীযুক্ত মিহির মজুমদারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের শেষ নেই। তাঁরা আমাদের কাজটি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন ক'রেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

এ ছাড়াও অনেকেই আমাদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন যাঁদের নাম কেবলমাত্র স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। এরজন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি পুণ্য শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই স্মারক রচনাবলী প্রকাশের শুভক্ষণে আমরা সকলের জন্য শ্রীভগবানের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবর্ষ-
বার্ষিকী প্রকাশনা উপ-সমিতি।

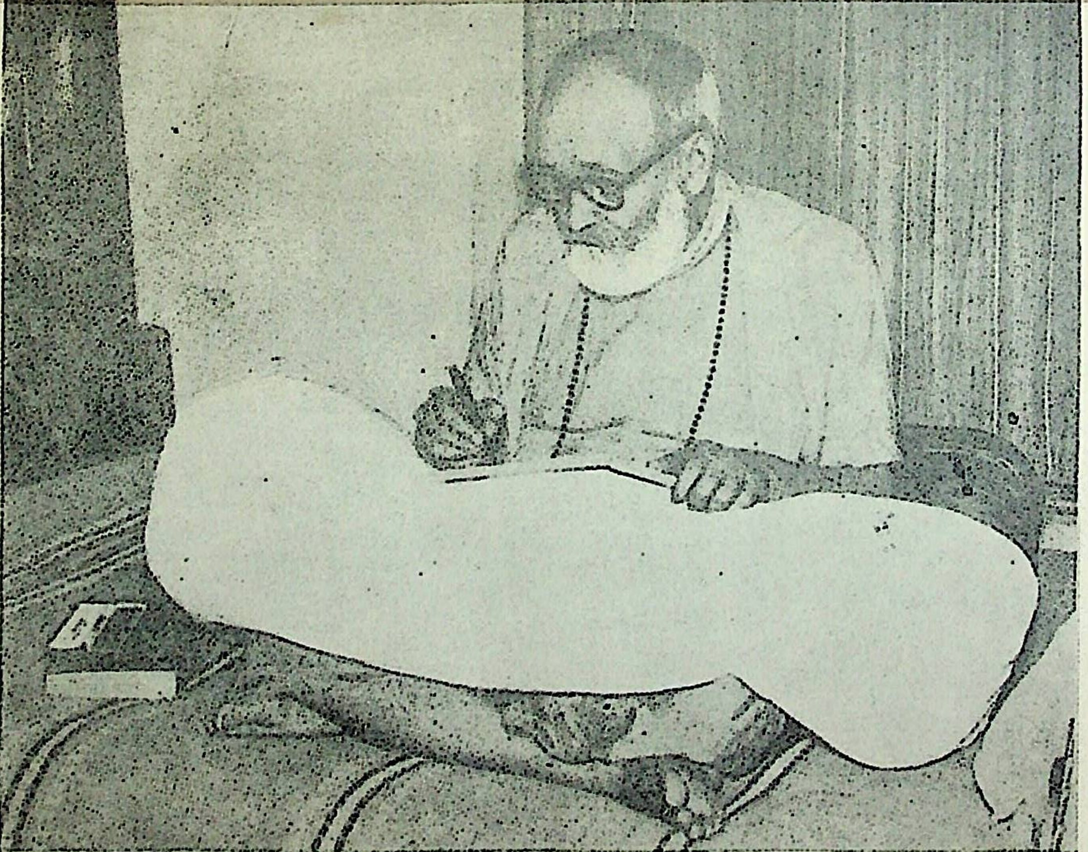
২৯শে চৈত্র ১৩৭৮
(ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৭২)
পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি
মহারাজের তিরোধান তিথি।

সূচীপত্র

১

পুরাণ কথা





শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

পুরাণ কথা

হরদ্বার

হরদ্বারকে বঙ্গদেশে হরিদ্বার বলে। তাহার কারণ হিমালয়ে কেদার জ্যোতির্লিঙ্গ এবং কণখলে দক্ষেশ্বর ও মায়াপুরে বিল্বকেশ্বর স্থিত জন্য উহা হরস্থান। বদ্রিনারায়ণ যাইতেও হরদ্বার দ্বারস্বরূপ জন্য হরিদ্বার আখ্যা দিয়া থাকেন। হরদ্বার শব্দ ইংরাজীতে Hardwar বলে। অর্থ কঠিন যুদ্ধ। মায়া ও তৎকার্য্য সহ সাধকগণ কঠিন যুদ্ধ করেন। মায়াপুর, কণখল ও জ্বালাপুর লইয়া হরদ্বার শহর। ব্রহ্মকুণ্ড কুশাবর্ত্ত হরদ্বার তীর্থ। ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গার ধারায় স্নান ও মহাশৈল মৎস্য দর্শন প্রসিদ্ধ। কুশাবর্ত্তে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিতে হয়। মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দিরেও বিল্বকেশ্বর শিব পুজন করিতে হয়। কণখলে দক্ষেশ্বর শিব ও সতী কুণ্ড তীর্থ।

হরিদ্বারে গঙ্গার দুইটি ধারা, একটি ভাগীরথী ও অন্যটি নীলধারা। নীলধারার পরপারে শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর মন্দির অতীব মনোরম। জ্বালাপুরে পাণ্ডাগণের আবাস স্থান; বাজার আছে। উক্ত দুই ধারা দক্ষেশ্বরের নিকট মিলিয়াছে। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ চৌদ্দ মাইল উত্তরে স্থিত। হরিদ্বারে থানা, রেজিষ্টারী অফিস, মিউনিসিপালিটি অফিস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট অফিস, রেলওয়ে অফিস, পোষ্ট অফিস আছে। উহা উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জিলার রুরকি সব্-ডিভিসনের অন্তর্গত। এখানে পাহাড়ের চির, দেবদার শালাদি কাষ্ঠ ব্যবসায়ের এক প্রধান স্থান। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী মেলা হইয়া থাকে। বার বৎসর পর কুম্ভমেলা হয়; যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। মায়াপুরে পিতৃপক্ষে প্রেতশিলায় পিণ্ড দান হয়। তিনটি কলেজ আছে। দুইটি স্কুল আছে। কন্যা পাঠশালা দুইটি আছে। ঋষিকুলে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় আছে। কাঙ্গরিতে গুরুকুল আর্য্য সমাজিগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। তথায় বেদ, আয়ুর্ব্বেদাদি পঠন ও পাঠন হয়। গুরুকুল কলেজ, পাঠশালা, ইউনিভারসিটি প্রসিদ্ধ। এপ্রিল মাসে তথায় সমারোহ সহ কনভোকেশনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

গঙ্গার অপর পারে নীল পর্ব্বতে চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। তাহার পাদদেশে সিদ্ধ মহাত্মা কামরাজের স্থাপিত কালী ও গৌরীশঙ্কর শিব দেখিবার

ও পুজিবার আছে। হরিদ্বারের দৃশ্য অতীব চমৎকার। হরকেপেরী অর্থাৎ হরের প্রিয় স্থান—পাকা বাঁধান; যাত্রিগণে বসিয়া গঙ্গা দর্শন ও ধ্যানাদি করিবার, গল্পগুজব করিবার বেশ উপযোগী। তথা হইতে উত্তরাকাশ মেঘমুক্ত হইলে বদ্রীকেদারের বরফাবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কুম্ভস্থানের জন্য বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট পরিসর করায় বড়ই সুন্দর হইয়াছে। হরিদ্বারের গঙ্গা হইতে কেনেল রুরকি হইয়া কাণপুর গিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। হরিদ্বার হইতে রুরকি আঠার মাইল। পথে ৯ মাইলে বাহাদুরাবাদে কেনেলের জলপ্রপাতে বিজলী সংগ্রহ হইয়া থাকে। তাহাতে হরিদ্বারাদি আলোকিত হয়। হরিদ্বারে ড্রেন পায়খানা ও জলের কল আছে, হাসপাতাল আছে।

কণখলে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় হাসপাতাল আছে। তাহাতে সাধুগণ অতিশয় যত্ন সহকারে রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একটি অতিথিশালাও আছে। মহানন্দ মিশনও অনেক কাজ করিয়া থাকেন। কণখলে সাধু আশ্রম বহু আছে। অনেক ধর্ম্মশালা আছে। হরিদ্বারে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমটি স্থাপিত আছে। হরিদ্বারে বহু সন্ন্যাসী ও পন্থিয়াগণের আশ্রম আছে। নানকপন্থিগণের নির্ম্মল ও উদাসী সম্প্রদায়ের আশ্রম বেশ বড়। গরীব দাসি নাথ, দাদূপন্থী, আকালী, কবীরপন্থিগণেরও আশ্রম কণখলে আছে।

মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দিরের পুর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম স্থাপিত। উহা পূর্ব্বে মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর বাগান ছিল। উহা লালতারা নদীর লাগ জন্য লালতারাবাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পাশ দিয়া ভোলাগিরি রোড বড় সড়কে মিলিয়াছে। এই আশ্রমে তিনটি লাল মন্দির খুব উচ্চ। মধ্যে শিব মন্দির, ইঁহার উত্তরে স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তিযুক্ত মন্দির এবং দক্ষিণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মন্দির। তৎ দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত ছোট মহাবীরের মন্দির। তৎসংলগ্ন মিষ্টি জল বিশিষ্ট ইন্দারা। এই ইন্দারার জল উত্তোলন করতঃ বাগানে জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। বড় মন্দিরত্রয়ের সম্মুখ ভাগে পাকা নাট মন্দির। চারিদিকের দেওয়াল সহ সাধুগণের থাকার পাকা কুটীরসকল স্থিত। উত্তর পূর্ব্ব ভাগে লাইব্রেরী স্থিত। ইহাতে চারি বেদ, বেদান্তদর্শন, শাস্ত্রসকল, পুরাণসকল ও হিন্দি, ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় নানাপ্রকার পুস্তক আছে। আশ্রমে দেবসেবা সাধুসেবা অতিথিসেবা নিত্যকাল করা হয়। গোশালা, ধর্ম্মশালা, পাঠশালা পরিচালিত হইয়া থাকে। বাগানে শাক সব্জি উৎপাদিত হয়।

আশ্রম হইতে ধর্ম্মশালা দুই ফার্লং দূরে স্থিত। একটি লোক আসিলে জায়গা দিবার নিয়ম নাই। ধর্ম্মশালায় ৭ দিন যাত্রিগণ থাকিয়া দেব-দর্শনাদি করিতে পারেন। তথায় মৎস্য মাংসাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। হরিদ্বারে গঙ্গায় মৎস্য মারা, পাহাড়ে ময়ূরাদি শিকার করা নিষিদ্ধ। বানর কিছু উৎপাত করিয়া থাকে, সেজন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাস আশ্রমে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা যেমন ধর্ম্মশালা গৃহস্থ যাত্রিগণের জন্য ব্যবহার হয়। সন্ন্যাস আশ্রম সংলগ্ন গুরুধাম নামক বাটী, সন্ন্যাসী না থাকিলে অতিথিগণের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা আছে। হরিদ্বারের উত্তরে ভীম-গোড়া, খরখরি, সপ্ত সরোবরাদি মহল্লা আছে। বিল্বকেশ্বর পাহাড়ের উপরে মনসাদেবীর মন্দির ও সূর্য্যকুণ্ড আছে। ভীম-গোড়ায় ভীমকুণ্ডে স্নান করে; সপ্ত সরোবরেও স্নান করে।

হরিদ্বার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত। উত্তরাখণ্ডের দ্বারস্বরূপ এই হরিদ্বার। উত্তরাখণ্ড এই ভারতবর্ষের সীমা ছিল। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয়। ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণ ভাগে দাক্ষিণাত্য। বিন্ধ্য পর্ব্বত আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণে ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরে স্থিত। আর্য্যাবর্ত্তের গাঙ্গেয় উপত্যকা উত্তরাখণ্ডের দক্ষিণ ভাগে স্থিত বলা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তরাখণ্ডের উত্তর ভাগের অন্তর্গত। উত্তর পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গারোয়াল, নেপাল এই সকল উত্তরাখণ্ডেই স্থিত।

শাস্ত্রে বলে ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতে নাই। আর্য্যাবর্ত্ত বহুকাল যবন, হূন ম্লেচ্ছাধিকার ভুক্ত থাকায় তথায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রাচুর্য্য, ভোগ-বিলাসেরও প্রাচুর্য্য থাকায় ধর্ম্মপথের যাঁহারা পথিক, বিবিক্ত দেশসেবী হওয়া যাঁহাদের অত্যাবশ্যকীয়, যাঁহাদের পাঠ্য আরণ্যক, নাম বানপ্রস্থী বা বনী, তাঁহাদের উত্তরাখণ্ড আদরণীয়।

সুদূর পাহাড়ে পর্ব্বতে রাজগণের লোভনীয় কিছু না থাকায় তথায় শাসন-তন্ত্রের নিগড় পৌছাইত না। নির্জ্জনে শান্তিতে শান্ত চিত্তে চিরশান্ত পুরুষের চিন্তায় বিভোর থাকিবার বাধা ঘটিত না। এই জন্যই উত্তরাখণ্ডের মহিমা। বন্য ফল ফুল কন্দমূলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ কামনা বাসনা ত্যাগে নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া শান্ত স্বরূপত্ব লাভ করিতেন।

দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র তীরে ডিউ, ডায়মন, গোয়া, পণ্ডিচারী, মাহী প্রভৃতিতে পাশ্চাত্যগণ আর্য্যধর্ম্ম বিঘাতক আচার ব্যবহার রীতিনীতি স্থাপনে গোলযোগের হেতু হইয়াছেন। পশ্চিমে সিন্ধুদেশ মুসলমানগণ প্রথম দখল করেন। পূর্ব্বে

ইংরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকের প্রাধান্য দাক্ষিণাত্যেই অধিক দৃষ্ট হয়।

হরিদ্বার এখন পাশ্চাত্য মতে নির্ম্মিত শহর হওয়ায় সেই বিবিক্ত দেশসেবীর পক্ষে সাধনের অনুপযোগী হওয়ায় সাধকগণ উত্তরে হৃষিকেশ, উত্তরকাশী আদি স্থানে সাধনার্থ গমন করিতেছেন। মহাভারতে দেখিতে পাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হরিদ্বারে তপস্যা করেন। তখন জঙ্গল ছিল। দাবানলে তিনি দগ্ধ হন। মদীয় গুরুদেব বিল্বকেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে পর্ব্বতগুহায় সাধনা করিতেন। এখন উহার নিকট ফরেষ্ট অফিসের লোকের যাতায়াতে মুখরিত। সে নির্জ্জনতা আর নাই। প্রবাদ—হরিদ্বারে রাত্রিবাস করিলে বংশ থাকে না। এজন্য পাণ্ডাগণ জ্বালাপুর কণখলে বাস করেন। হরিদ্বার তীর্থের কাজকরতঃ প্রতিদিন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংরাজী সভ্যতায় হরিদ্বার এখন গৃহস্থগণ দ্বারা ভরপুর। তজ্জন্য সাধন করার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

ভয়

ভী ধাতু হইতে ভয় শব্দ নিষ্পন্ন। ভয় ভীতি দুর্ব্বলের চিহ্ন। মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে বর্ণিত আছে—রাজা দুর্য্যোধন বীর শয়ান গতি লাভ করিয়া উত্তম স্বর্গ ভোগ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া তৎদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিরূপ ব্যবস্থা আপনার, আমার ভ্রাতারা এখানে নাই আর দুষ্ট দুর্য্যোধন উত্তম স্বর্গ ভোগ করে। তদুত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, স্বর্গে ঈর্ষা-দ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হয়। রাজা দুর্য্যোধন চির অভী জন্যই উত্তম স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। যে ঈশ বা সমর্থ সে ভয় পায় না, যে অনীশ বা অসমর্থ সেই ভয় পায়। যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বিষয়ে ঐতিহাসিক বলেন—নেপোলিয়ান প্রবল অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণের দ্বারা হতবল ছিন্নভিন্ন, অস্ত্রেশস্ত্রে ক্ষীণ ফরাসী সৈন্যের সেনাপতি হইয়া অষ্ট্রিয়ার প্রবীণ সেনাপতি উরুমহারের সহিত লড়িতে আসেন, তখন ফরাসী সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারেরও কম ছিল। অষ্ট্রিয়ার সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। আরকোলা নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার অস্ত্র বস্ত্র অন্নাদির ভাণ্ডার সহ ৮০ হাজার সৈন্য মজুত ছিল। নেপোলিয়ান উহা দখল করিয়া ফরাসী সৈন্যের দৈন্য নিবারণ করতঃ বলশালী করিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় তাহার সন্নিহিত স্থানে কতিপয় মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন, মধ্যে একটি পার্ব্বত্য নদী, তাহার উপর একটি কাষ্ঠের পুল আছে,

তাহাতে অষ্ট্রিয়ানগণ কামান বসাইয়াছেন। ঐ কামান দাগিলে সৈন্য পুলের উপর দাঁড়াইতে পারে না। গুলি খাইয়া নদীতে পতিত হয়। নেপোলিয়ান সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে পুল পার হইতে আদেশ দেন। সৈন্যগণ ঐ কামানের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। একজন ফরাসী সৈনিক বলিলেন—এই কার্য্য অসম্ভব ব্যাপার। নেপোলিয়ান উত্তরে বলিয়াছিলেন—'Impossible' শব্দটি ফরাসীর ভাষায় নাই। উহা রোম কর্তৃক উৎখাদিত বিজিত Latin গণের শব্দ। তৎপর নেপোলিয়ান একটি ফরাসী পতাকা হস্তে অশ্বারূঢ় হইয়া স্বয়ং পুল পার হইতে প্রস্তুত হন। তাঁহার কোন বন্ধু বলিলেন—Death is sure. তদুত্তরে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন—The bullet which shall kill Bonaparte has not yet been prepared. এই বলিয়া নির্ভীক বোনাপার্টি অশ্ব পরিচালনা করিলেন। অষ্ট্রিয়ান্ কামান দাগিল, ঘোড়া পড়িল—মরিল। নেপোলিয়ান লম্ফ প্রদানে উত্তীর্ণ হইয়া সেই কামানদাগীকে বধ করতঃ কামানের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। ফরাসী সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিল। অস্ত্র বস্ত্রাদি লাভে ফরাসী সৈন্য সুসজ্জিত হইল। ইহাকে বলে নির্ভীকতা।

আবার আধ্যাত্মিক জীবনেও সাধক মাভৈ মাভৈ করিয়া অগ্রসর হন। তেমন সাধক সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

অর্থ এই—একই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে ক্ষর ও অক্ষর দুটী পাখী বাস করে। ক্ষর নশ্বর দেহধারী ও অক্ষর কূটস্থ। গীতার ১৫।১৬ দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে কূটস্থ বৃক্ষের ফলের দ্রষ্টা মাত্র, ভোক্তা নহেন। ক্ষর ফল ভোক্তা। যদিচ একই বৃক্ষে স্থিত তত্রাচ ফল ভোক্তা। ভোগাৎ রোগভয়ং। ভব রোগের ভয়ে ভীত। আপনাকে অনীশ অক্ষম দুর্ব্বল জানি, শোক মোহাক্রান্ত। যখন গুরু সেবা করিয়া তৎ কৃপায় নিজ স্বরূপ বিষয়ে তর্ক দ্বারা বিচার করেন তখন জানিতে পারেন "আমি প্রকৃত পক্ষে ঈশ, মায়ামোহে আপনাকে অক্ষম দুর্ব্বল বলিয়া জানিতাম তখন।' যখন নিজ স্বরূপ দেখে তখন ঈশ ভাবাপন্ন হইয়া শোকাতীত হয়।

একটি গল্প আছে যে এক পুর্ণগর্ভবতী ব্যাঘ্র একদিন ছাগ আগারে প্রবেশ

করিয়া একটি ছাগ মুখে করিয়া আসিতে ছাগগণের ধ্বনি শ্রবণে ছাগরক্ষক ব্যাঘ্রকে বৃহৎ লগুড়াঘাত করিলে বাঘিনী গর্ভ ত্যাগে পলায়ন করে। ব্যাঘ্র শিশুকে ছাগরক্ষক ছাগগণ সহ পালন করেন। বাঘের বাচ্চা ছাগগণের ভ্যা ভ্যা শব্দ শুনিতে শুনিতে ভ্যা ভ্যা আওয়াজ করিতে শিখিল। ছাগগণ সহ ঘাসপাতা খাইয়া বড় হইয়া উঠিল। এই সময় এক ব্যাঘ্র সেই ছাগ বাথানে প্রবেশ করিয়া সেই ছাগ মধ্যে ব্যাঘ্রশিশুকে ভয়ে ভীত হইয়া ভ্যা ভ্যা ধ্বনি করিতেছে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিন কোন ছাগ না লইয়া সেই ব্যাঘ্র শিশুকে মুখে করিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাকে এক ছাগশিশু আনিয়া এক জলাশয়ের তীরে বসাইয়া দেখাইল—দেখ এই তোর মুখ, এই ছাগ মুখ আর এই আমার মুখ। তোর মুখ ও আমার মুখ এক জাতীয়, ছাগ সম্পূর্ণ অন্য জাতীয়। তুই ছাগ নহিস্—ব্যাঘ্র। ছাগ পশু দুর্ব্বল, সবল ব্যাঘ্রাদির আহার্য্য হয়। বাঘের বাচ্চা তৎদর্শনে বুঝিল সে ছাগ নহে বাঘ বটে। তদবধি সে ছাগ মারিয়া গর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

তেমনি, জীব আপনাকে অক্ষম দুর্ব্বল বোধে কথায় কথায় পরমুখাপেক্ষী জন্য অপরের সঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় জানিয়া সঙ্গসুখপ্রিয় হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করে। সদা দুঃখ ভয় তাহার লাগিয়াই থাকে। যখন সে সদ্গুরুর কৃপায় আপনাকে অসঙ্গ ঈশ জানে তখন তাহার শোক মোহ দূরীভূত হয়। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদই অভয়পদ—জীব সেই অভয়পদে ভয়দর্শী হয়। 'অভয়ে ভয়দর্শিনঃ।' গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দৈবী সম্পদ বলিতে গিয়া প্রথমেই অভয়ং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৃ আ ৪।৪।২৫ 'স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।' বৃ আ ৪।২।৪ 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে।'

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা)। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। স্বপ্নে দশ ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে। যখন মন বুদ্ধিও নিষ্ক্রিয় হয় তখন সুষুপ্তি। 'ন যত্র কামং কাময়তে ন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং।' সুষুপ্তি কালে রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত, সবাই—বড় সুখ পায়। উঠিয়া বলে—বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্রায় বড় সুখ। তবে ছোট সুখ কখন হয়? জাগ্রৎ ও স্বপ্নে যে সুখ মিলে তাহাই ছোট সুখ। জাগিয়াই লোকে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি

বার ভূত সহ মিশিয়া ছোট সুখের পিছনে দৌড়ায়। ইহাই মায়ার কুহক। এই সুষুপ্তিকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে, কেননা তখন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও কোন দেহজ্ঞান থাকে না। জগৎ ভাসে না বা থাকে না।

যদি কেহ বড় সুখের জন্য প্রস্তুত হও বলে, সে ভীত হয়। দেহমন বুদ্ধি সব নাশ পায়। আমার বলিয়া কেহ থাকে না। এই মহাভয় তাহাকে আবিষ্ট করে। বড় সুখ অভয় পদ হইলেও তাহাতে যাইতে ভীত হয়। এই যে দেহাত্মক বুদ্ধি ইহা মায়ার কুহকজাত।

এই সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা মনে পড়ে। একটি বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি আসাম কামরূপে সবজজ ছিলেন। কোন অতিথি আসিলেই তাহাকে যত্নের সহিত রাখিতেন ও তাহার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এক তান্ত্রিক সাধু কামরূপের যোনিপীঠে কোন বিশেষ সাধন সিদ্ধ করিবার জন্য গমন করেন। তিনি উক্ত সবজজবাবুর বাসায় উঠিলে তিনি তাঁহার নানা প্রকার সাহায্য করেন। কতিপয় মাস থাকিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। কাজ উদ্ধার হইয়াছে এখন চলিয়া যাইবেন এজন্য তিনি সবজজবাবুকে বলেন—আপনার জন্যই আমার কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে, আমি আপনাকে কিছু দিয়া যাইতে চাই। বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। একটি শব পাইয়াছি ও তিথি নক্ষত্র ভাল আছে; যদি আপনি একটি রাত্র মাত্র আমার সঙ্গে থাকিয়া সাধন করেন তবে শব সাধন লাভ করিতে পারেন। তাহাতে সবজজ রাজী হইলেন। তিনি ঐ রাত্রিতে সেই সাধক সহ শ্মশানে গিয়া শবাসনে বসেন; সাধু মাভৈঃ বাক্যে অভয় দিতেছেন। সাধু বলিয়াছিলেন, সর্প ব্যাঘ্রাদি বা কোন ভূত প্রেত দেখিয়া ভয় পাইবে না, আমি তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি আসন সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে ত্যাগ করিয়া উঠিবে না। সবজজবাবু রাত্রিভর শবাসনে বসিয়া জপ ধ্যান করিলেন। নানা ভীষণ ব্যাঘ্র ভূতাদি দেখিয়াও উঠেন নাই, সাধুর মাভৈঃ বাক্যে আশ্বস্ত ছিলেন। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে দেখিলেন যে বেলা ১০॥টা হইয়াছে, জজসাহেবের চাপরাশী আসিতেছে। অফিসের সময় আসিয়াছে মনে করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর সাধন হইল না। এমনি চাপরাশী দৃষ্টে জজের শাসন ভয়ে সব বিনাশ গেল।

শ্রুতি বলেন "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি"। দ্বিতীয় থাকিলেই ভয়। সে কোন অনিষ্ট করিতে পারে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ আনন্দস্বরূপ একাই সদানন্দ। প্রকৃতি উপস্থিত হইলেই বিকৃতি দেখা দেয়। এজন্য ঋগ্বেদে ১০।১২৯।২ মন্ত্রে অসৎ

প্রকৃতি লয়ে স্বরূপে স্থিতি বর্ণিত। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সৃষ্টি বর্ণন করিতে গিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন অসৎ প্রকৃতির সমাগমে পুরুষের বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। "সতো বন্ধমসতি।" গীতায় ১৫।৩,৪ বলিয়াছেন প্রকৃতির সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে

"অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ১৫।৩

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ। ১৫।৪

বর্ত্তমান কালে রেলে উচ্চতম শ্রেণীতে ভ্রমণকারী ধনবান্‌গণ দ্বিতীয় হইতে ভীত হন। কারণ দ্বিতীয় আসিয়া অনেককে বধ বন্ধন করিবার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

অহঙ্কার

কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, ক্রিয়া, কারণ, কার্য্য প্রভৃতি শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। এবং ব্যবহারিক জীবনে এই সব শব্দের সর্ব্বদাই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যিনি কোন ক্রিয়া করেন তিনি কর্ত্তা হন। যাহা করেন তাহা কর্ম্ম হয়। যে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ বলে। করণ দুই প্রকার। অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। যাহারা বহির্ম্মুখী, বাহিরে কার্য্যপটু তাহাদিগকে বহিঃকরণ বলা যায়। দশ ইন্দ্রিয় বহিঃকরণ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি অন্তঃকরণ। ইঁহারা অন্তরে অর্থাৎ হৃদিমধ্যে থাকিয়াই স্ব স্ব ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন। ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালনকে ক্রিয়া বলে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেও ক্রিয়া বলে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।" শব্দ ব্রহ্ম বা বেদ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন তাহাই কর্ম্ম বা ক্রিয়া বলিয়া কথিত হয়। কারণ—যাহা হইতে কার্য্যের বিকাশ ঘটে। যেমন বটবীজ কারণ, বটবৃক্ষ কার্য্য। কচি ডাবের জল কারণ—তাহা হইতে উৎপন্ন নারিকেল কার্য্য। জল কারণ—তাহা হইতে জাত শিল কার্য্য। কলিকা কারণ, প্রস্ফুটিত ফুল কার্য্য। ফুল কারণ, ফল কার্য্য।

আমি কর্ত্তা এই বলিয়া যে মিথ্যা অভিমান তাহার নাম অহঙ্কার। যাহা সংকল্প করে তাহার নাম মন। যাহা বিচার করে তাহার নাম বুদ্ধি। যাহা চিন্তা করে তাহার নাম চিত্ত। গীতায় ৩।২৭ ভগবান বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

প্রকৃতি কর্ম্মকর্ত্রী আর দেহী বলে আমি কর্ত্তা।

সিদ্ধ মুনি কপিলের মতে প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হইলে তাহা হইতে জাত বিকৃতিকে মহৎ বলে, মহৎ বিকৃতি প্রাপ্তে অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার বিকৃত হইয়া মন হয়। মন বিকৃতি হইতে পঞ্চতন্মাত্র হয়। গীতা ১৮।২৪

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌রাজসমুদাহৃতম্ ॥

রজোগুণ প্রাধান্যে অহঙ্কার হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, বল, দর্প ও অহঙ্কার রজোগুণোদ্ভব। যুদ্ধ করিলে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত হইব। যুদ্ধে দেহনাশ ঘটিবে। অনাত্ম দেহের বিনাশে আত্মারও নাশ হইবে—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে, স্বধর্ম্ম যুদ্ধ ত্যাগে অহিংসাত্মক ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মে আস্থা স্থাপনে স্বধর্ম্মে অধর্ম্ম বুদ্ধি ও ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিমূলে যুদ্ধ করিব না এমত নিশ্চয় অর্জ্জুন করিয়াছিলেন। ইহা রজোগুণাত্মক অহঙ্কারের ব্যাপার। যে জন্য ভগবান্ গীতায় ১৮।৫৯ বলিয়াছেন—যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।

মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥

অহঙ্কার সহজাত। বালকেও ক্রোধভরে বলে মাতাকে—আমি ভাত খাইব না; বালক না খাইলে সেই ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে। মাতার দেহের কোন হানি হইবে না। বালক মনে করে আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক্। এই অহঙ্কারে সে বলে খাইব না, যেন সে না খাইলে মাতার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। আমি কর্ত্তা এই অহঙ্কার। আমি কর্ত্তা নয় কেন? গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥

দেহস্থ আত্মা বা দেহীকে যে অকর্ত্তা বলিয়া দেখে সেই প্রকৃত দ্রষ্টা আর যে কর্ত্তা বলিয়া জানে সেই ভ্রান্ত দ্রষ্টা। তবে ন্যায়শাস্ত্রে আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা ইহা স্থাপন করে কেন? ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা অক্ষপাদ গৌতম যে সে নয়, প্রবীণ দর্শন-কর্ত্তা। তিনি তাহা হইলে ভ্রান্তি নিবারণ না করিয়া আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা বলিলেন কেন? আর ন্যায়শাস্ত্রের এত আদরই বা কেন? সাধারণতঃ লোকসকলে চার্ব্বাক মতেই চলিয়া থাকে। চার্ব্বাক মতে বলে—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ? সুতরাং পুনর্জন্ম না থাকায় দেহ নাশ পায় তবে সব যায়। দেহী আত্মা স্বর্গাদিতে যায় তাহাও চার্ব্বাকবাদী মানে না। যেমন অন্ন পচিয়া মাদকতার উৎপত্তি ঘটে তেমনি দেহে বায়ু তেজ জল ক্ষিতি তত্ত্বের বিপরিণামে

আত্মাভাব ঘটে। চার্ব্বাকবাদী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবাদী। আকাশ দেখা যায় না জন্য চারিভূত মানে! ঋণ করিয়া বা বল প্রকাশে অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও দেহকে সুখে রাখ, কারণ পুনর্জন্ম নাই। পর জীবনে শোধ করিতে হইবে এমন ভয়ও নাই। এই চার্ব্বাক মতবাদ দোষতুষ্ট তাহা প্রমাণ করিয়া কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা বা দেহী দেহে দেহে আছেন মোটা বুদ্ধিতেই তাহা স্থাপন হয়, এই কারণে ন্যায়কার মোটামুটি একটা দেহ হইতে পৃথক্ দেহী আছেন তাহা প্রদর্শনে চার্ব্বাকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা প্রথম ভাগ।

বুদ্ধি এইরূপে তীক্ষ্ণীকৃত হইলে বিচার দ্বারা অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা আত্মা দেহস্থ আছেন তাহা মহামুনি কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বিতীয় ভাগ।

তৎপর সূক্ষ্ম বিচারে সাব্যস্ত হয় আত্মা কর্ত্তাও নন ভোক্তাও নন। ইহাই উত্তর মীমাংসায় বা বেদান্তে স্থাপিত। ইহাই তৃতীয় ভাগ।

ভোক্তা ভোজনকর্ত্তা, ভোক্তা হইলেই কর্ত্তা হইবে। একজন রাজপুত্র বয়স এক মাস তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজছত্রাদি রাজভোগ্য পদার্থ তাহার জন্য থাকে, রিজেণ্টগণ রাজার কার্য পরিচালনা করেন। শিশু কর্ত্তা না হইয়াও ভোক্তা হইতেছে। যাহারা এই শিশুতে কর্ত্তৃত্ব দেখেন তাহারা বলেন যে এই শিশু যে মাতৃস্তন্য পান করে তাহা চুষিয়া চুষিয়া গলাধঃকরণ করে। চোষণ ও গলাধঃ-করণ দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, ইহা সে নিজেই করিয়া থাকে। সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া থাকে, নিজের হাত পা ছুঁড়িয়া থাকে, সুতরাং সে এই সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইতেছে। ক্ষুধা পাইলে রোদন করিয়া মাতাকে আহ্বান করে। রোদন ক্রিয়ার কর্ত্তা যে, মাতাকে আহ্বানও কর্ম্ম···বটে, সেইটিও সেই করিয়া থাকে। বরং রাজছত্রাদি রাজভোগ্য সে যে ভোগ করে তাহা সে জানে না। যাহা সে জানে না বুঝে না তাহার ভোক্তা বলা কথার কথা মাত্র। সে কর্ত্তা ও ভোক্তা নহে। কারণ যখন সে মাতৃগর্ভে ছিল তখন সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় নি, স্তন্য চোষণেই প্রকৃতি মাতার দেহস্থ এক নাড়ী দ্বারা শিশুর নাভি সংলগ্ন রাখিয়া শিশুর দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট করিয়া থাকে। তাহাতে শিশুর কোন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই। যখন পিতৃ দেহে বীর্য্যরূপে ছিল তখনও সে কিছু করে নাই। পিতৃদেহ ত্যাগে মাতৃগর্ভে গমনও তাহার ক্রিয়াশীলতায় ঘটে না।

বীর্য্যস্থ দেহী কোন কর্ম্ম করে না—প্রকৃতি সব করে, দেহী সদাই অকর্ত্তা—নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয়ত্ব তাহার ধর্ম্ম। যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহা কখনও ত্যাগ হয় না।

যেমন অগ্নির দহন ধর্ম্ম, জলের শৈত্য ধর্ম্ম। জল অগ্নির নির্ব্বাপক। কিন্তু দেখি এক কটাহ পূর্ণ ঠাণ্ডা জল চুল্লীর উপর রাখিয়া তাহাতে হস্ত দিলে ঠাণ্ডাই বোধ হয়। যদি ঐ চুল্লীর মধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করে তবে কিয়ৎকাল পরে সেই জলের শৈত্য ভাবটি থাকে না সেই জল খুব গরম হয়, তাহাতে অঙ্গুলি দিলে হাতে ফোস্কা পড়ে। আবার সেই জল কটাহ নামাইয়া ভিন্ন স্থানে রাখিলে, কিছুকাল পর সেই জলে হাত দিলে আর ফোস্কা পড়ে না; হাতে ঠাণ্ডাই লাগে। ইহাতে পাওয়া গেল—অগ্নি যখন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে তাহার দাহিকা ধর্ম্মসহই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অগ্নির প্রাচুর্য্যে জলের শৈত্য চাপা পড়িয়াছিল। পুনঃ অগ্নি জল ত্যাগ করিলে জলের শৈত্যের বিকাশ হয়। জলও তাহার শৈত্য ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই।

যেমন ফুটবল খেলার দুই পক্ষে ১১ জন করিয়া দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়, মধ্যে ফুটবল অচলভাবে থাকে। যদি এই উভয় দলের কেহ সেই ফুটবলকে সঞ্চালিত না করে তবে বল গোলে বা এদিকে ওদিকে যাইবে না। যথায় ছিল তথায়ই স্থির অচঞ্চল ভাবে থাকিবে। অচঞ্চলতা ফুটবলের ধর্ম্ম। যখন বহিঃস্থ কোন ব্যক্তি উহাকে লাথি মারে তখন সে দৌড়ায় ও তাহার পেছনে উভয় পক্ষ দৌড়াইয়া থাকে—তেমনি অচঞ্চল দেহী দেহে থাকে। দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এবং পঞ্চপ্রাণ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা দেহী আবৃত থাকে। সূক্ষ্ম দেহের কলাগণ আবরক। ইহাকে কেহ কেহ পঞ্চকোশ অন্তর্গত প্রাণ মন ও বিজ্ঞানময় কোশত্রয় বলিয়া থাকেন। স্থূল দেহ অন্নময় কোশ যাহা চিতায় জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়। উক্ত কোশত্রয় অগ্নিতে জ্বলে না, অস্ত্রে কাটে না, বায়ুতে শুকায় না, জলে ক্লেদযুক্ত হয় না। ইহাই পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণের কারণ। ইহা কেবল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নষ্ট হয়।

যেমন অল্পবুদ্ধি জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখে, এস্থলেও তেমনি কোশত্রয়ের মধ্যে স্থিত দেহীর ক্রিয়াশীলতা দেখে। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক পুকুরের পাড়ে কতিপয় শিক্ষিত লোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। তখন আকাশে চন্দ্রমা উঠিয়াছিল। তিনজন মেয়ে কলসী লইয়া ঐ পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন নিজ কলসীর দ্বারা পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠাইয়া জল ভরিতেছিল। তখন তটে দণ্ডায়মানা মেয়েদের একজন অন্যজনকে বলিল, "চাঁদের নাচনি দেখলো সজনি, বিমল জলের তলে।" দেখ দেখ জলের তলে চাঁদ নাচিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে গেল এবং সকলেই

দেখিল যে জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে। তখন একজন শিক্ষিত বলিল—"দেখ হে, এই মেয়ে দু'টির বড় অল্প বুদ্ধি তাই উহারা জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখিতেছে।" অন্য জন বলিল—"সবাই তো চাঁদের নাচনি দেখিতেছে! মেয়ে দুইটির কি দোষ?" সে বলিল—"আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখ যে চাঁদটী আকাশ উজলা করিয়া বিরাজমান। চাঁদ সবে ধন একটি, সে আকাশে রহিয়াছে, জলে ডুব দেয় নাই, নাচেও নাই।" তখন অন্য ব্যক্তি মেয়েদের পক্ষ নিয়া বলিল—"না গো, উহারা জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে এমন বলে নাই। চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে বলিয়াছে।" তখন অপরে বলিল—"স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ। তবে ওরা আরও বোকা। কারণ চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেই পারে না—যদি আকাশের চাঁদ আকাশে না নাচে। কারণ প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র। যদি কেহ একখানি বৃহৎ আয়নার সামনে বসিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহার প্রতিবিম্বও চুপ করিয়াই থাকে, যদি সে মস্তক হিলায় তবে প্রতিবিম্ব তখন মস্তক হিলায়, হাত পা হিলায় না। যদি বিম্ব হাত পা হিলায় প্রতিবিম্বও হাত পা হিলায়। প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র করে, এতটুকু বেশী করিতে পারে না। এখন আকাশের চাঁদ আকাশে নাচিতেছে না, সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বও নাচিতেছে না। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখ চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে।"

প্রত্যক্ষ যাহা দেখে তাহাই সত্য নহে। যেমন সিনেমায় দেখে, যত দেখে সবই মিথ্যা, প্রতীতি হয় মাত্র; বস্তু তত্ত্ব তথায় কিছু নাই। যেমন একটি বালক তাহার মাতার ক্রোড়ে বসিয়া রেলে যাইতেছে। সে প্রত্যক্ষ দেখে যে সে ও তাহার মাতা উভয়েই বসিয়া আছে, রেলের পাশে এক সারি তাল গাছ ছিল, সেই বালক দেখিল যে তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে এবং মাতাকে বলে 'মা, দেখ তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে।' বালকের জ্ঞান নাই যে গাছ অচল হয় তাহা দৌড়ায় নাই। সে নিজেই গাড়ীসহ দৌড়াইতেছে। এমনি প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা রজ্জুখণ্ডে সর্প দর্শন করিয়া ভয়ে জড়সড় হয়। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চা হয় না। বল, জল নাচিতেছে কেহ আর আপত্তি করিবে না। মেয়েরা জলের নাচনি জলমধ্যস্থ চন্দ্রের প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া ভ্রমবশতঃ বলিতেছে—'চাঁদের নাচনি দেখলো সজনি, বিমল জলের তলে'। লোকের এই জন্মগত প্রত্যক্ষে বিশ্বাস অহঙ্কার বশে হয়। আমি যাহা দেখি তাহা সত্য এই অহঙ্কার বিচারসহ নহে। বিচার দ্বারা অহঙ্কার দূর করিতে হয়।

অহিংসা

হিংসাকারীকে হিংস্র জন্তু বলিয়া থাকে। যেমন সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু অন্য প্রাণীকে হিংসা করিয়া জীবন যাপন করে। কায়মনোবাক্যে অন্যের ক্লেশ উৎপাদন করাকে হিংসা বলে। শ্রুতি বলেন—মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ। মা হিংসাৎ সর্ব্বা ভূতানি। কোন প্রাণীকে হিংসা করিও না। প্রকৃতির সৃষ্টি এমনি ধারা যে হিংসা না করিয়া জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় না। শাস্ত্রে পুণ্যশ্লোক চারিজনের বিশেষণ দৃষ্ট হয়।

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

পঞ্চতন্ত্রে বলে, "গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সুসম্ভ্রমাৎ যস্য তস্যাম্বা যদি স্মৃতিনী বদ সখে বন্ধ্যা ভবেৎ কীদৃশী।" এই বাক্যানুযায়ী পুণ্যশ্লোকগণের মধ্যে প্রথম নাম নলের, বনে গমনকালে কতিপয় দিবস আহার্য্য মিলে নাই। 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং' ন্যায়ে নল ক্ষুধার তীব্র জ্বালা নিবারণার্থ দেখিলেন যে কতকগুলি জলচর পক্ষী এক স্বল্পতোয় স্থানে আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। উহাদের ২/৪টি পক্ষীর মাংস দ্বারা উদর পুর্ত্তির জন্য নেংটা হইয়া কাপড় দ্বারাই বেড় দিলেন, পক্ষিগণ সমবেত শক্তিতে সেই কাপড়খানা লইয়া উড়িয়া গেল। নলের নেংটা হওয়াই সার হইল। রাজসিক প্রকৃতির জনগণ বিভিন্ন রসাস্বাদন জন্য নানা প্রকার আহার্য্য সংগ্রহপরায়ণ হয়েন। মাংস আহার ও তাহার প্রকার ভেদ জন্য অন্য প্রাণীর প্রাণবধ প্রয়োজন হয়।

এ সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা শ্রুতিই প্রমাণ স্বীকার করেন তাঁহারা আপনাদের রসাস্বাদন জন্য কেমনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণয় করেন। একটি শ্রুতি বিধি দিয়াছেন "অজৈর্যষ্টব্যম্"। অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। রাজস প্রকৃতি যাঁহাদের তেমন বেদবেত্তা ব্যাখ্যান দিলেন এখানে অজৈঃ শব্দে ছাগ গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ছাগ লক্ষণায় ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে। বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র পুজায় ও শেওড়াবৃক্ষের পুজায় ছাগ উৎসর্গ করতঃ ছাড়িয়া দেয়—ছেদন করে না। এখানে ছাগ উৎসর্গ করতঃ ছাড়িয়া দিবার বিধান নহে। শ্রুতি আম. হুকুম দিলেন ছাগ বধ করিয়া তাহার মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং যজ্ঞাবশেষ মাংস দ্বারা প্রসাদ পাইবে। কারণ গীতা ৩/১৩ বলে, "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পাপ কাটিয়া যাইবে।

অন্যে সাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রেরিত হইয়া বলিলেন—"যজ্ঞের প্রতিশব্দ অধ্বর ধ্বরহিংসায়াং" সুতরাং অধ্বর অহিংসাত্মক হইবে। তাঁহারা অজৈঃ অর্থ অজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্রীহি গ্রহণ করিয়াছেন। ধান্য মজুত রাখিলে ৩/৪ বর্ষ পরে ঐ ধান্যের বীজ আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়, ঐ নষ্টবীজ ধান্যে প্রাণ থাকে না, তাহা চাউল করতঃ তদ্দ্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না। তাঁহাদের প্রমাণ—মহাভারত শান্তি পর্ব্বের ৩৩৭ অধ্যায়ের এক শ্লোক—

অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজ সংজ্ঞানি বীজানি চ্ছাগং নো হন্তুমর্হথ ॥

শ্রুতি অজৈর্যষ্টব্যং শ্রুতি দ্বারা মা হিংসাৎ সর্ব্বা ভূতানি শ্রুতির বিরোধী যজ্ঞে পশু হিংসার ব্যবস্থা করেন নাই। এখানে অজ অর্থ ন+জ অজ। ন জায়তে অস্মাৎ ইতি অজ। যাহা হইতে আর জন্মাইবে না বীজীভাব আপনি বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরে বলেন অজৈর্যষ্টব্যং বাক্য ভোজনার্থ প্রদত্ত নৈবেদ্য মাত্রকে বুঝায় না। অজ অর্থে অজবাহন অগ্নি বা অজস্র জায়তে অস্মাৎ এজন্য ব্রহ্মাকে বুঝায়।

বেদে ব্রহ্মা ও অগ্নি একার্থবাচক। সুতরাং অজৈঃ অর্থ অগ্নিনা যজ্ঞ করিবে। অগ্নি উৎপাদন করতঃ তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিবে। কেবল ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিলে হইবে না। শাস্ত্রে বলে অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং। অগ্নিতে আহুতি প্রদানে যজ্ঞ করিলে তাহার ভাগ সকল দেবতাই প্রাপ্ত হন। যে জন্য বেদে নেমধিতা ইন্দ্রের নাম এবং শিবের যজ্ঞভাগ নাই বলে। নেম অর্থ অর্দ্ধেক যজ্ঞভাগ গ্রহীতা ইন্দ্র, অন্য সব দেবতা অপরার্দ্ধ হইতে যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন; নতুবা দেবগণকে বঞ্চনা করা হয়। শিবের যজ্ঞভাগ লইয়াই দক্ষযজ্ঞভঙ্গ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

অন্য কেহ বলেন—অজৈর্যষ্টব্যম্, অর্থ—অজ-চিন্তা-সহিতৈর্যষ্টব্যম্। অজ পুরুষ যার জন্ম নাই (ন+জ), স্বয়ম্ভু। বেদান্তবেদ্য পুরুষ অজ তৎ চিন্তাসহ যজ্ঞ করিবে। তাহাতে যজ্ঞ ফল বীর্য্যবত্তর হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১/১/১০ মন্ত্রে বলে—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি।"

ইংরেজীতেও কবি বলেন—Act act in the living present. Heart within and God overhead. হৃদয়ে উৎসাহ উদ্যম বল যতই থাকুক না কেন, উপরে ঈশ্বর আছেন তাহা স্মরণ রাখিয়া তাহাতে নির্ভর করিয়া

কাজ করিবে। ব্যবহারিক সত্তায় স্থিত হইলেও যমনিয়মাদি পালন করিতে হয়। যমের প্রথমটি অহিংসা। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জবং। ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চৈব যমা দশ। সত্যবাক্য বলা; অস্তেয়—চুরি না করা; ব্রহ্মচর্য্য—শব্দ-ব্রহ্ম বেদের পঠন পাঠন, গুরুজনের শুশ্রূষা, বীর্য্যধারণ (স্ত্রী-বর্জ্জন); দয়া—আমার যেমন, তেমনি অপরেরও সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে, এই বুদ্ধিতে অন্যের সহিত সম বুদ্ধি সহ ব্যবহার; আর্জ্জব—সরলতা; ক্ষমা—শক্তি-সামর্থ্য থাকিতেও অন্যের দুর্ব্ব্যবহার উপেক্ষা করা; ধৃতি—ধৈর্য্যগুণ, সহন করা। মিতাহার—আকণ্ঠ আহার না করা। পেটের অর্দ্ধেক অন্ন দ্বারা, সিকি ভাগ জল দ্বারা এবং বাকী সিকি ভাগ বায়ু দ্বারা পূর্ণ রাখিবে। শৌচ—মলিনতা বর্জ্জন; দেহের মল মলিনতা ও মনের মল মলিনতা ত্যাগ।

কেহ বলেন—আত্মা সর্ব্বগতোঽচ্ছেদ্যো ন গ্রাহ্য ইতি মে মতিঃ।
সা অহিংসা বরা প্রোক্তা মুনের্বেদান্তবাদিভিঃ॥
নিয়ম—তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্।
সিদ্ধান্ত-শ্রবণং চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো ব্রতম্॥

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর না হইয়া তাহার সহনশীলতা, অগ্নিতাপ সহ্য করা—তপঃ। যেভাবে ঈশ্বর রাখেন তাহা হইতে চিত্তবিক্ষেপ না হওয়া—সন্তোষ। বেদে পুরা বিশ্বাস স্থাপন—আস্তিক্য। স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক গ্রহীতার স্বত্বের উৎপাদন—দান। বেদের সিদ্ধান্ত কি তাহা শ্রবণ, যেন বৈদিক পন্থা হইতে চ্যুত না হই—ঈশ্বর পুজন। লজ্জা, অসৎ বিষয় আলাপনে লজ্জিত থাকা অর্থাৎ না করা—হ্রী। সৎবুদ্ধি, সত্যে মতি থাকা—মতি।

অহিংসা অর্থ হিংস্র জন্তুর ন্যায় অন্যকে হনন না করা। হিংস্র জন্তু সিংহ ব্যাঘ্র কেবল দন্ত ও থাবা দ্বারা হননাদি নির্ব্বাহ করে, এবং প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রণালীর দোষে শস্য খায় না, মাংস খায়। নব শস্য খাইলেও হিংসা হয়। পশুপক্ষী প্রকৃতির প্রেরণায় হিংসাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করে; বিচার বলে মনুষ্যের পক্ষে অহিংসা ব্রত পালন সহজসাধ্য ব্যাপার। মানুষ তাহার নখ ও দন্ত দ্বারা হিংসা করে না; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, বেসিলি ইত্যাদি ও বিষাদি গোপনে প্রয়োগ করিয়া নিজ ভ্রাতাদি আত্মীয় স্বজনেরও বধ করিয়া থাকে। এজন্য মানুষ হিংসক-শ্রেষ্ঠ পদবী পাওয়ার যোগ্য।

কাহারও মতে বুদ্ধদেব অহিংসার প্রচারক। তিনি বেদে যজ্ঞে পশু হিংসার নিন্দা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিরোধিতা করেন। কিন্তু মাংস আহারে বাধা দেন

নাই। তিনি স্বয়ং শূকর মাংস ভক্ষণে কলেরা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমানেও তিব্বত, চীন, বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ মৎস্য-মাংসাশী। যদি বৌদ্ধগণ মাংস না খাইতেন তবে কেহ তাঁহাদের জন্য কাটা মাংসের দোকান করিত না। তাঁহারা ভক্ষণ করেন, নিজ হস্তে বধ করেন না—এই তাঁহাদের অহিংসা ব্রত। বৌদ্ধ রাজগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতেন না এমন নহে। কারণ সৈনিক অহিংসাব্রতী হইলে শত্রু হইতে দেশরক্ষা সম্ভবপর নহে, তবে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাহাতে মধুরা মুত্রা (muttra) হইয়া যায়। মথুরার প্রকৃত নাম মধুরা ছিল।

কৃষিকার্য্যে গোকে তাড়নাদি করিয়া ক্লেশ দিতে হয়। আবার লাঙ্গলের ফালে কত কীট-পোকার ধ্বংস সাধিত হয় তাহাও হিংসা বটে। এজন্য কৃষক অহিংসাব্রতী হইলে দেশ খাদ্যাভাবে নাশ যাইবে। এই জন্য ব্যবহারিক সত্তায় হিংসার প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক সত্তায় অযথা অজস্র হিংসারই নিষেধক বাক্য অহিংসা। পঞ্চাশ পার হইলে বানপ্রস্থী হইয়া বনে যাইবার বিধি আছে। তৎপর সন্ন্যাস—তখন অহিংসাব্রত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষণীয়।

মানব

মানুষ বা মনুষ্যকেই মানব বলে। প্রকৃতি ত্রিগুণা, তজ্জন্য প্রকৃতির সৃষ্টিও ত্রিগুণা। রজোগুণের প্রাধান্যে সৃষ্টি ঘটে। এজন্য প্রত্যেক মানবই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট। রামায়ণে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের চরিত্র বর্ণিত। রাবণ রজোঘন মূর্ত্তি, অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও লোভ এই বৃত্তিগুলি তাঁহাতে অধিক বিকশিত। কুম্ভকর্ণ তমোঘন মূর্ত্তি—সে খায় ও ঘুমায়। বিভীষণ সাত্ত্বিক গুণবিশিষ্ট, দেব দ্বিজে ঈশ্বরে ভক্তিমান্, বিচারশীল।

যে মানব কাম ক্রোধ লোভ বশে চলিয়া থাকে সে প্রাণী সাধারণের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত। সেও একটি জন্তু। মানুষ পুষ্পপ্রিয় দৃষ্ট হয়। ফুলের মালা ফুলের স্তবক ঘরে ঘরে ব্যবহার হয়। ভারতে বহু দেবতা অর্চ্চিত হন। তাঁহাদের পদতলে, আসনে পদ্মফুল, গলে ফুলমালা; ফুল-চন্দনাদি দ্বারা দেবতার পূজা হয়। বঙ্গদেশে বিবাহের পরের পর দিন বরকন্যাকে ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়া গীতবাদ্যে সখীগণ মত্ত থাকেন। এই ফুলশয্যায় ফুলের পাপড়ির আধিক্য দৃষ্ট হয়। সুগন্ধি পুষ্পরেণুতে থাকে, সেই পুষ্পরেণু দ্বারা মধুমক্ষিকারা তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে।

মানুষ কটুকষায়াদি নানা প্রকার বস্তু আহার করে, মধুমক্ষিকা কেবল মধু

পান করে। মধু যে অতীব উপাদেয় তাহা ইংরেজী কবিতা—Money money money brighter than sun-shine and sweeter than honey; বঙ্গের প্রবাদ—'টাকারে টাকা তোর গায় যেন মধুমাখা' ইত্যাদি হইতে জানা যায়। শ্রুতিতেও মধুবাতা ঋতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রে মধুর মহিমা গায়। মধুমক্ষিকারা মোমদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে আবার সঞ্চয়ী লোকও সুখে থাকিবার জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত করে। মানুষ যেমন ব্যাঙ্কে (Bank) লক্ষ টাকা জমা দেয় তেমনি মধুমক্ষিকা ১৫-১৬ সের মধু সঞ্চয় করে। আপন নিবাসস্থান হাজার জন একত্রে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শান্তিতে বাস করে। কেহ আঘাত করিলে কামড়াইয়া শান্তি রক্ষা করে। বালবাচ্চা উৎপন্ন করে ও পোষণ করে। যদি কোন মনুষ্য মৌমাছির ন্যায় গৃহ নির্ম্মাণ, ব্যাঙ্কে জমা, বালবাচ্চা উৎপাদন ও পোষণে জীবন ক্ষয় করে তবে তাহাকে মৌমাছি হইতে উন্নত বলা চলে না। মৌমাছি জন্তু, সে ব্যক্তিও একটি জন্তু। আরও দেখা যায় পিপীলিকা, ইন্দুরাদিও আবাস নির্ম্মাণ, আহার্য্য সঞ্চয় ও বালবাচ্চা উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকে। পক্ষিগণও বাসা নির্ম্মাণ, বাচ্চা উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকে। সুতরাং উহা প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম।

উহা দ্বারা মনুষ্য উন্নত জীব হয় না। মনুষ্যের উন্নতি কিসে হয়, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সর্ব্ব দেশেই ঈশ্বরানুরাগী সাধকগণের সম্মান সমধিক। যেমন ইংলণ্ডের খৃষ্টান্ রাজা ৮ম এডওয়ার্ড পরনারী বিবাহ করিতে সচেষ্ট হইলে বিশপগণ এইরূপ ব্যবহারের শাসন জন্য রাজাকে রাজপদ ত্যাগে বাধ্য করেন। ইতালীতে পোপ্ অব রোম ঈশ্বর-ভজনী জন্যই এত সম্মানিত। মুসলমান মধ্যেও ঈশ্বর-ভজনকারিগণের খুব সম্মান পরিদৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশেও উপাসনাকারী সিদ্ধ মহাত্মাগণের অতিশয় সম্মান। রামকৃষ্ণ পরমহংস এ জীবনে লেখাপড়া না করিলেও কেবল ঈশ্বর-ভজন-সিদ্ধ জন্য কত সম্মানিত। সুতরাং ভজনে মানুষ উন্নত হয়।

মানব শব্দ—মা ও নব শব্দদ্বয়ের সংযোগে হয়। মা নিষেধে—যে নবকে নিষেধে প্রাচীনকে নিয়া জীবন যাপনে সমর্থ সেই প্রকৃত মানব। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তাঁহার কৃত সৃষ্টি হইতে প্রাচীন এবং সৃষ্ট পদার্থ নবীন। মায়িক সৃষ্ট পদার্থ নবীন তাহাতে ধ্যান না দিয়া যে সেই প্রাচীন ঈশ্বরকে লইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ সেই প্রকৃত মানব। তাহার চিত্তবৃত্তি এই প্রকার হইয়া থাকে—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণম্ ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

হে ঈশ্বর, তোমাকেই চাই, তুমিই আমার যথা ও সর্ব্বস্ব, অন্য কিছু চাই না। তুমিই সত্য, অন্য সব মিথ্যা।

প্রারব্ধ

প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইয়াছে কার্য্য যাহার তাহাকে প্রারব্ধ বলে। প্রাণী মাত্রই কর্ম্মপরায়ণ। সেই কর্ম্মের ফল শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। যেমন যাঁহারা কিছু লক্ষ্মীযুক্ত গৃহস্থ তাঁহাদের ভাঁড়ার ঘর থাকে। তাহাতে চাউল, দাইল, তৈল, ঘৃত, লবণ, চিনি, গুড়, তেঁতুল, মসলাদি ব্যবহার্য দ্রব্যসকল মজুত থাকে। সেই মজুত সামগ্রীসকলকে সঞ্চিত দ্রব্য বলা যায়। সেই সঞ্চিত সামগ্রী হইতে যে অংশ সেইদিনের ব্যবহার জন্য বাহির করিয়া দেয় যাহা সেদিন ভোগ্য হইবে তাহা প্রারব্ধ স্থানীয়। আর ক্ষেত্র হইতে যে ধান, কলাই আদি গৃহে আসে তাহা রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া ব্যবহার যোগ্য করতঃ ভাঁড়ার ঘরে জমা করিলে তাহা ক্রিয়মান স্থানীয়।

বাটির গৃহিণী বা কর্ত্রী যাঁহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে তিনিই যেমন ভোগ্যাংশ বাহির করিয়া দেন তেমন প্রাণিগণের সঞ্চিত কর্ম্মফল হইতে কোন অংশ ইহজীবনে ভোগার্থ মাতরিশ্বাদেব নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। সেই নির্দ্ধারণ কার্য্য পুর্ব্ব জন্মের মৃত্যুকালে মৃতকের চিত্তবৃত্তি অনুসারে তিনি করিয়া থাকেন, ইহাকেই বিধির বিধান বা বিধিলিপি বলে। সেই নির্দ্ধারিত কর্ম্ম কলাংশ হইতেই নূতন দেহ নির্ম্মিত হয়। যেমন দেশে ঘরে জন্মিবে যেমন রোগ শোক ভোগ্য ভোগ করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রারব্ধের ভোগ বলে।

প্রাক্তন, প্রারব্ধ প্রভৃতিকে পুর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বলে। দেবতা নিশ্চয় করেন জন্য দৈবও বলে। দেখা যায়, গরীবের ঘরে জাত ছেলে কর্ম্মফলে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক নানা অবস্থার মধ্য দিয়া জীবনযাপন করে। যেমন রামকৃষ্ণদেব গরীবের ঘরে জন্মেন। বাল্যে বিদ্যালয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্রাহ্মণের ছেলে ভ্রাতা হইতে দেবপুজা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া অল্প মাহিনায় রাণী রাসমণির কালী মন্দিরের পুজারী হন। তথায় নির্জ্জনে পুজা ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তখন আর তিনি পুজারী ব্রাহ্মণ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে জীবনযাপন করেন নাই।

বিলাতে বাগ্মী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ এদেশে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপয়িতা কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,

বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি তাঁহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার উপেদেশামৃত পান করিয়া কৃতকৃত্য হন। আবার জার্ম্মান দেশের হিটলার সামান্য সৈনিক হইয়াও নাজী পার্টির নেতা হইয়া জার্ম্মান্ দেশকে সর্ব্ব দেশের নায়ক করিবার জন্য যুদ্ধ-কার্য্যে ব্রতী হন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে অজেয় সেনাপতি হইলেও পশ্চাৎ তাঁহার পরাজয় ঘটে। তিনি আত্মহত্যা করিয়া অব্যাহতি পান, কয়েদী হন নাই। জার্ম্মান রাজ্য বিভক্ত হইয়া বিজয়ী সেনার অধীনতা-পাশে বদ্ধ হয়। জাপান সেনাপতি টোজো দুর্জয় ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া অভেদ্য সিঙ্গাপুর দিবসত্রয়ে অধিকার করিয়া অতি অল্প-কালের মধ্যে ইংরাজকে বর্ম্মা হইতে বিতাড়িত করেন। অদ্ভুত বুদ্ধিমান্ ও বলশালী হইলেও পরে জাপান যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পাশ্চাত্য জাতির সৈন্যাবাস নিজ দেশে স্থাপিত করিতে বাধ্য হন। টোজোর ফাঁসী হয়।

এমনি সব উত্থান-পতন প্রারব্ধের ফলেই হয়। এই যে সব যুদ্ধ হয়, সেনাপতিগণের প্রশংসা পৃথিবীতে ঘোষিত হয়, কত লক্ষ সৈন্য বধ হয়, তাহার হিসাব কয়জন রাখে? সেই সব সৈন্যের মাতাপিতাদের কি পুত্রশোক হয় না? তেমনি রোগ মহামারীতে দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় হয়। ইহাও প্রারব্ধ। প্রারব্ধ ব্যক্তিগত ও জাতিগত হয়, যেমন হিট্‌লারের ব্যক্তিগত ও তৎ কার্য্যে জার্ম্মান দেশ ও জাতির পতন সমষ্টিগত প্রারব্ধের ফল। এই ভারতেও সুভাষ বসু, যিনি ইংরাজের I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সেই সিভিল সার্ভিস্ ত্যাগে দেশের জন্য কর্ম্মপরায়ণ হন। তিনি নানা রাজনৈতিক মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া জেলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ জন্য নিজগৃহে চিকিৎসার জন্য প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে গৃহ হইতে নিষ্কপর্দ্দকে চলিয়া গিয়া জার্ম্মানিতে উপনীত হন। তথা হইতে এককই জাপানে যান, তথা হইতে সিঙ্গাপুরে আসিয়া ভারতীয় সৈন্যদল সংগ্রহ করেন ও তাহাদিগকে সময়োপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে বস্ত্রে ভূষিত করেন; জাপ সৈন্যসহ ভারত সীমান্তে উপনীত হন। ইম্ফলে যুদ্ধ করিতে থাকা অবস্থায় জাপানের পতন ঘটায় তিনি জাপানে যাইতে এরোপ্লেন ক্র্যাশ হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ফৌজ ভারতে ফিরিয়া আসিলে ইংরাজ বুঝিল যে এই ভারতীয় ফৌজের ভাই-বেরেদার-গণ আমাদের ফৌজে আছে, তাহারা আর ইংরাজের অধীন থাকিতে চাহিবে না। বোম্বাইয়ের সৈন্যাবাসে ও করাচীর নৌসৈন্যের অবাধ্যতা দৃষ্টে তাহারা সসম্মানে ভারতত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; কেননা তাহাদের দেশের একজন মুখ্য কবি জন

মিল্টন বলিয়া গিয়াছেন—Force with force is well ejected when the conqueror can. এই সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত বটে।

জগৎ

গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা গমনশীল তাহাই জগৎ। কোথায় গমনশীল? মৃত্যু মুখে গমনশীল। যাহা নাশবান্ বা ব্যপদেশ মাত্র তাহাই জগৎ। ব্যপদেশ বলে যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য। এই জগৎ শব্দের এই অর্থে ঈশা উপনিষদে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঈশা উপনিষদের প্রথম শ্লোকে দেখিতে পাই—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

ঈশ বা পরমাত্মা দ্বারা এই সব যাহা কিছু দৃশ্য প্রপঞ্চ বিনাশশীল জগতে তথা পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়—সকলি আত্মাদ্বারা আচ্ছাদিত। সর্ব্বব্যাপী আত্মা ওতপ্রোত-ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত। জগৎ বিনাশশীল বা আভাসমাত্র। অতএব তাহা ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ ভোগ কর। ধন কোথায় যে গৃধ বা লোভ করিবে? ধন সম্বন্ধে আমরা নব বিজ্ঞানের পাঠে জানিতেছি যে একই কার্ব্বনের এক রূপ কয়লা ও অন্য রূপ হীরক; সুতরাং কয়লা ও হীরক একই কার্ব্বনের বিকৃতি মাত্র। একই প্রটনাদি অথবা তৎপূর্ব্ব বস্তুর বিন্যাস বা বিকৃতি জন্য কোনটির নাম ইউরেনিয়াম, কোনটির নাম গোল্ড ইত্যাদি।

সিদ্ধ মুনি কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতির বিকার, তস্য বিকারে দ্রব্যসকল হইয়াছে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে; ইহা কিছু নূতন কথা নহে। যাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত তাহা কেহ গ্রহণ করিতে চায় কি? একটি গাছ-পাকা লেংড়া আম অতীব উপাদেয়। কিন্তু যদি সেই সুপক্ক আমটি ৪।৫ দিন টেবিলের উপর রাখিয়া দাও দেখিবে তাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সেই পচা আমকে কে আদর করিয়া গ্রহণ করিবে? একটি সুবর্ণের অলঙ্কার কেহ আদর করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহা পারদ বা তাম্র সংযোগে বিকৃত হয় তবে তাহা কি আদরণীয় থাকে? বিচার করিলে দেখা যায় এই পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া আসে তখন জলন্ত বাষ্পময়ী ছিল। কালে শৈত্য সংযোগে ঠাণ্ডা হইয়া বায়ু ও জলে পরিণত হয়।

সূর্য্য অদ্যাপি জলন্ত বাষ্পময়ই আছে। জলন্ত বাষ্পের কোন আদর আছে কি? পৃথিবীর গরম জল হইতে ছাকরা পড়িয়া মাটী ও মাটীর নিম্নস্থ পাথর

কয়লা, লৌহ, সোনা, রূপা, তামা, হীরা, পাথরাদি নানাত্ব ঘটিয়াছে। মূল সেই একই জলন্ত বাষ্প। আবার তেমন তেজ সংযোগে এইসব বস্তুকে জলন্ত বাষ্পে পরিণত করা যায় এবং প্রলয়ে পরিণত হইবে। আশু যাহা ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করিতেছে তাহা কিয়ৎকালের জন্য। এ জন্য এই ব্যক্ত মধ্য অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবৎ পুরাণ বলিয়াছেন—

"ন যৎ পুরস্তাদ্ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যেঽপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং।"

এই জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থায় দৃষ্ট হয় সিনেমা দৃশ্যবৎ। যখন কেহ সিনেমা হলে প্রবেশ করে বাতি জলে, হলে হাতী, ঘোড়া, উট, ব্যাঘ্রাদি কিম্বা পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, বন ঝরণাদি থাকে না কিম্বা তাহার কোন ফটোও থাকে না। পশ্চাৎ খেলা শেষ হইলে যখন বাহিরে যায় তখনও বাতি জলে সেই হলে কোন কিছু নাই। যখন বাতি নির্ব্বাপনে আঁধার গৃহ হয় তখন সব দৃশ্য প্রকাশ পায়। বস্তু তত্ত্ব নাই। আঁধারে দৃষ্ট সিনেমা দৃশ্য ব্যক্ত মধ্য অবস্থাগত, সুতরাং যখন দেখা যায় তখনও নাই। "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে।" না থাকিলেও দেখা যায়, আছে বলিয়া প্রতীত হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ কথাটি গোলযোগপূর্ণ।

জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখা যায় অথচ জলের নীচে চাঁদ থাকে না বা নাচে না কিম্বা আকাশের চাঁদ না নাচায় জলস্থ তাহার প্রতিবিম্বও নাচে না। এ স্থলেও প্রত্যক্ষ ভুয়া। রাত্রির অল্প আঁধারে রজ্জুর টুকরায় যে সর্প ভ্রম তাহাও প্রত্যক্ষ হয় বস্তুতঃ নাই। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চা হয় না। এ জগৎ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এ জন্যই আছে বলা চলে না। প্রত্যক্ষের সম্বন্ধে এজন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

চক্ষু নামক যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের হেতু, কিন্তু সেই যন্ত্রখানি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিচার্য্য। চক্ষুতে কোন কীট বা কুটা পড়িলে চক্ষু তাহা দেখে না। চক্ষুর সন্নিহিত চক্ষের পাতা দেখে না। বড় বড় অক্ষর চক্ষুর পাতার নিকট ধরিলে তাহা চক্ষু পড়িতে পারে না। অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। আমরা যে স্থানে আছি তথা হইতে ২৫ মাইল দূরে কোন পাহাড়ে বড় বড় শাল গাছ আছে যাহার উচ্চতা ৫০।৬০ ফিট, মোটা বেড় ১০।১২ হাত। তাহাতে বন্য হস্তী ব্যাঘ্রাদি বিচরণ করে। লোকের ঘর বাড়ীও আছে কিন্তু আমরা দেখি যেন একখানি নীলবর্ণ মেঘ আকাশের কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি দূরে দেখে না। চক্ষু যদি সূর্য্যের দিকে তাকায় তবে অন্ধকার দেখে অর্থাৎ অতি আলোকে দেখে না। চক্ষু যদি রাত্রিতে আঁধার গৃহে নিজ পরিধেয় শ্বেতবর্ণ

বস্ত্র দেখে তবে তাহা কালো দেখে অর্থাৎ অতি আঁধারে দেখে না। অল্প আঁধারে রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে, অতি দূরে, অতি আলোতে অতি আঁধারে দেখে না। অল্প আঁধারেও গোলমাল করে; সুতরাং ঐ চক্ষুরূপ যন্ত্রখানি সদা একরূপ দেখে না; কখন কখন সুবিধা মত দেখে। সুবিধাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না, সুতরাং সুবিধাবাদী চক্ষুও বিশ্বাস্য নহে। আবার দেখ, চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য সমুদ্রের জলকে কাল পানি বলে বা নীলাম্বু বলে, কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ যখন ভঙ্গ হয় তখন সেই জল শুভ্র দুগ্ধবৎ দৃষ্ট হয়। সাদা কাপড় পুনঃ পুনঃ সমুদ্র জলে চুবাইলেও নীল হয় না। অর্থাৎ সমুদ্রের জলে নীলিমা ব্যপদেশমাত্র; সমুদ্র জলে নীল রঙ্ নাই, যদি থাকিত তবে সমুদ্রতীরে স্থিত জনপদবাসীরা লবণ তৈয়ারীর কারখানার ন্যায় নীল কালীর কারখানা খুলিত; তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। টেলিস্কোপের দ্বারা দেখিয়া বিদ্বান্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চন্দ্রমা সূর্য্য হইতে বিশ লক্ষ গুণ ছোট। কিন্তু পুর্ণিমার দিন সকালে সূর্য্যোদয় ও সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয় দেখিতে বরাবর সমানই মনে হয়। এই যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহা ভ্রমাত্মক নহে কি? যাহা বিশ লক্ষ গুণ বড় তাহা অন্ততঃ বিশ গুণ বড় দেখুক। বিশ গুণ দূরে থাক, দুই গুণ বড় দেখুক; তাহাও দেখে না, সুতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোন কার্য্যকরী নহে।

পুনঃ সূর্য্যাস্ত বিচার কর। চক্ষু প্রত্যক্ষ দেখে সূর্য্য তাহার ধরাতে ছড়ান আলোক সব একত্রিত করিয়া আপনাতে প্রবেশ করাইয়া অস্তাচল পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হয় এবং আমরা রাত্রির অন্ধকারে পতিত হই। আজকাল টেলিফোনের দিন— ঐ সময় এডেনে টেলি কর খবর পাইবে সূর্য্য আকাশে কিরণ রাশি ছড়াইয়া বিদ্যমান; একঘণ্টা পর বোগদাদে টেলি কর তাহারা বলিবে সূর্য্য আকাশে কিরণ বিস্তৃত করিয়াই আছে; একঘণ্টা পর রোমে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে; একঘণ্টা পর প্যারিসে টেলি কর সূর্য্য কিরণ বিস্তারে বিরাজিত আছে। একঘণ্টা পর লণ্ডনে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে অর্থাৎ সূর্য্য চিরকাল আকাশে কিরণরাজি বিস্তার করিয়া থাকে কখনই কিরণ গুটাইয়া নেয় না। ইহার নাম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। এমন মোটা মোটা বিষয়ে যে গোলযোগ করে তাহার উপর বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এই জগৎ সিনেমা দৃশ্যবৎ আভাস মাত্র কি না তাহা বিচার্য্য।

চক্ষু জগৎ দেখে যদি মন সঙ্গে থাকে। যদি মন সঙ্গে না থাকে তবে চক্ষু জগৎ দেখে না। কেহ কেহ চক্ষু চাহিয়া নিদ্রা যায়। চোর গৃহে ঢুকিলে চোরের

প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই সেই খোলা চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হয়, তবে সে জাগে না কেন? চোর দেখে না কেন? মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকায় চক্ষু জগৎ দেখে না। সুতরাং মনই জগৎ দেখার হেতু। যখন যখন মন নিষ্ক্রিয় তখন তখন জগৎ ভাসে না। যখন যখন মন সক্রিয় তখন তখন জগৎ ভাসে। ডাক্তার ক্লোরফরম্ করিয়া যখন কাটে তখন সেই ব্যক্তির নিজদেহ, স্ত্রীপুত্রাদির দেহ, চন্দ্রসূর্য্যবিশিষ্ট জগৎ-দেহ জ্ঞান থাকে না। যখন হিষ্টিরিয়ায় ফিট হয় তখনও জগৎ ভাসে না। যখন গাঢ় নিদ্রা যায় তখনও জগৎ থাকে না। যখন স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থা তখন মন জাগে জগৎ জাগে। সুতরাং মনই জগৎ কারণ। গীতায়ও ভগবান্ (৯।৪,৫) বলিয়াছেন সর্ব্বব্যাপী পুরুষে জগৎ নাই, জগতে তিনি নাই। তবে অল্পবুদ্ধি জীব জগৎ ধারণ করে। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। জীব সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বাহিরে, না তাঁহার অংশ, যদি সর্ব্বব্যাপী ধারণ না করেন তবে তাঁহার অংশও জগৎ ধারণ করে না ইহা নিশ্চিত। তবুও জীব জগৎ ধারণ করে কেমনে এবং কোথায় ধারণ করে? জীব জাগ্রতে ও স্বপ্নে, মনে ও অন্তঃকরণে জগৎ ধারণ করে। মনের স্পন্দনে জগৎ, মনাদি নিস্পন্দ হয়, জগৎ থাকে না। স্বপ্নে জগৎ ভাসে তাহা সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অবভাস মাত্র, বস্তুতঃ নাই। জাগ্রতেও মন অন্তরে থাকিয়া জগৎ প্রকাশ করে জন্য উভয়ই তুল্যাতুল্য মানিতে হয়। যেমন একটি ঘোটকের দুইটী গতিশীলতা—একটির নাম কদম ও অন্যটির নাম ধাপ। তেমনি একই মনের দুইপ্রকার গতিশীলতা—একের নাম স্বপ্ন, অন্যের নাম জাগ্রৎ, এতদুভয়ই ঘোটকের গতিদ্বয়ের একতাবৎ একজাতীয় হইবে। অতএব মৃত্যুর দিকে গমনশীল অসৎ জগতের দিকে ধ্যান না দিয়া সর্ব্বব্যাপী সৎপুরুষের অনুধ্যানই কর্ত্তব্য।

জগৎ বলিতে কেবল পৃথিবী বুঝায় না। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-বিশিষ্ট সৃষ্ট সবই জগতের অন্তর্গত। জগতে কেবল একটি সূর্য্য নয়, আকাশে বহু সূর্য্য থাকার কথা টেলিস্কোপ দ্বারা দ্রষ্টাগণ বলেন। আমাদের এই সূর্য্যের ষোলটি গ্রহ। তাহার মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহ, এই গ্রহের এক চন্দ্র। বৃহস্পতি শনৈশ্চরের ও একাধিক চন্দ্র আছে। ঐ সকল সূর্য্য মধ্যে কয়েকটি আমাদের এই সূর্য্য হইতে কেহ ৬০০ গুণ বৃহৎ, কেহ ৪০০ গুণ বৃহৎ, কেহ ২০০ গুণ বৃহৎ। ঐ সকল সূর্য্যেরও গ্রহ, উপগ্রহ আছে। গীতায় একাদশে যে বিরাট পুরুষ বর্ণিত তাঁহার দেবদেহে এই সকল সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সকলও বিদ্যমান। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য ও সপ্ত পাতাল—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল,

পাতাল অর্থাৎ স্বর্গ-নরকাদি সবই সেই দেবদেহের অংশমাত্র, যেমন এই গোলাকার পৃথিবীতে সমুদ্রদ্বীপ সকল বর্ত্তমান ; এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা বর্ত্তমান তেমনি এই দেবদেহে সব বর্ত্তমান। এই সকলই বিনাশশীল। পুরুষ সহস্র সূর্য্য-তুল্য প্রভাবিশিষ্ট সত্য আর সবই নশ্বর, মরণ-ধর্ম্মশীল। পুরুষ নিত্য সত্য স্বয়ম্ভু—তাঁহাতে জগৎ ভাসে—যেমন সিনেমা হলে নানা দৃশ্য ভাসে।

বিধবা

যিনি ধববিহীন তাঁহাকেই বিধবা বলে। মা ধব অর্থও মা নিষেধে ধব পতি, যার পতি বা রক্ষক নাই তিনি মাধব। জগৎপতির কোন পতি বা রক্ষক নাই। যিনি পতি বা রক্ষক বিহীনা তাঁহাকেই বিধবা বলে। যিনি সরক্ষক তাঁহাকে সধবা বলিয়া থাকে। এই শব্দ হইতে জানা যায়, স্ত্রীগণ অবলা জন্য তাঁহাদের রক্ষক প্রয়োজন। বানরগণ দলে দলে বাস করে, তাহাদের দলপতি বানর স্বদলস্থ বানরীগণকে রক্ষণ করে। এই রক্ষণ ব্যাপারে এক দলপতি অন্য দলপতি সহ লড়িয়া প্রাণে বধও করিয়া থাকে। শুনা যায়, হস্তিরাজও স্বীয় দলস্থ হস্তিনীদের রক্ষা করিয়া থাকে। পশুপক্ষিগণের মধ্যে পুং পশু বা পক্ষী কেবল রূপেই স্ত্রীগণ হইতে শ্রেষ্ট নহে, বলেও বলীয়ান হয়। সিংহ কেশরবিশিষ্ট হয়, সিংহীর কেশর হয় না। হস্তীর দীর্ঘ দন্ত হয়, হস্তিনীর তাহা হয় না। ষাঁড়েরই ককুদ শোভা পায়, গোমাতার নয়। বানরই মস্তরাম হয়, বান্দরীর সে শোভা নাই। ময়ূরেরই পেখম হয়, ময়ূরীর হয় না। কুক্কুটের পাখা রেশমের মত চাকচিক্যবিশিষ্ট হয়, কুক্কুটীর তাহা নাই। প্রাণিমাত্রেরই যৌন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যৌন সম্বন্ধ ব্যাপারে নারীর স্থান অধোভাগেই দৃষ্ট হয়। নারীগণের কটিদেশে গর্ভাদি ধারণার্থ প্রকৃতির যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে নিম্নাঙ্গ ও মধ্যমাঙ্গের সন্ধিস্থান বৃহদায়তন হওয়ায় ও বক্ষে স্তনের স্থান থাকায় অন্য অঙ্গের পুষ্টিতার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। এজন্য দুর্ব্বলতা সহজাত বলিতে হয়। এজন্যই নারী শব্দের প্রতিশব্দ অবলা হইয়াছে।

অন্য প্রাণী হইতে মানবে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণী জন্মিয়াই উঠিতে, চলিতে, আপন আহার্য্য আহরণে সমর্থ হয় অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য আছে। মানবে পরের অধীনতা অনিবার্য্য, মানব শিশু ৯।১০ মাসের পূর্ব্বে আপনা-আপনি হামাগুড়ি দিতেও পারে না। পায়ে হাঁটিবার ব্যাপারেও পরমুখাপেক্ষিতা আছে—স্বাতন্ত্র্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থ শিক্ষার প্রয়োজন। অন্য প্রাণীর শিক্ষার্থ কোন শিক্ষালয়ের প্রয়োজন নাই।

মাতা শিশুর সর্ব্ব প্রকার সেবারত থাকেন। সদা সন্তানের সর্ব্ব প্রকার দুঃখ দৈন্য নিষেধকারিণী জন্যই মা নিষেধ শব্দ দ্বারা মা বা নিষেধকারিণী বলে। শিশু-পালন নারীগণের বিশেষ ধর্ম্ম। তাহা বাল্যকাল হইতেই কন্যাগণ শিক্ষা করিতে থাকেন। তাহাতেও কন্যাগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুশীলন কম হইয়া থাকে। ইহাও দুর্ব্বলতার কতক পরিমাণে কারণ বটে। পশুপক্ষিগণ মধ্যেও মাতা সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহা প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাহাতে জনগণের কোন হাত নাই। যাহা সর্ব্ব প্রাণী সাধারণ তাহাতে প্রকৃতি প্রেরণাই ইতর বিশেষ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শাস্ত্রকারগণ এইটী লক্ষ্যকরতঃ বলিয়াছেন—'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যে চ সুতো রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

যদি একজন বলবান্ যুবক মনে করে 'আমি স্বতন্ত্র, পরাধীন থাকিব না' তাহা তাহার পক্ষে সম্ভবপর কি না? নিজে ক্ষেত চাষ করা, ক্ষেতের ইট ভাঙ্গা, পাইট করা, ধান বপন, ক্ষেত নিড়ান, ধান কাটা, ঘাস ছাড়ান, ধানকে চাউল করা, চাউল সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভক্ষণ করা, চাউল সিদ্ধার্থ লাকড়ি চেরা; কার্পাস পাকিলে তাহা সংগ্রহ করা, তাহার বীজ ছাড়ান, তুলা হইতে সূতা করা, সূতা হইতে তাঁতে কাপড় বুনান, তৎপর সেই বস্ত্র পরিধান করা; শাক তরকারীর ক্ষেত্র করা, বীজ বপন করা, জল সেচনাদি করা, শাক পাতা কীট হইতে রক্ষা করা, শাকসব্জী উঠান, কোটাকুটী করা, রন্ধন করা, তৎপর শাক তরকারী অন্ন সহ ভক্ষণ; আবার সেই সকলের রক্ষার্থ রাখালী করা; অসম্ভব ব্যাপার। অপরের সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ চাষ করিতে গোপালন, লাঙ্গল চালন সব একা করা যায় না, বিশেষ করিয়া নিজ গৃহে বাস করিতে হইলে। গৃহের ছাউনি, বেড়াদি নির্ম্মাণ একা হয়ই না, এজন্য চাকর হউক আত্মীয় হউক সাহায্যকারী চাই। গৃহস্থের ঘর, বাহির দুইদিক্ দেখিতে হয়; যদি ঘর গৃহিণী দেখেন, বাহির নিজে দেখেন তবে শ্বাস ফেলিবার সময় মিলে। ইংরেজীতে বলে—Division of labour. এক এক বিভাগ এক একজন দেখিলে কাজ সুবিধা মত করা যায়। এজন্য কেবল নয়। প্রকৃতি সৃষ্টিতে যৌন সম্বন্ধ করিবার এমন জোর প্রেরণা দেয় যে দ্বিতীয়া না হইলে প্রাণ যেন যায়। শাস্ত্রে বলে—একাকী ন রমতে। একলা আনন্দ হয় না, ভাগীদার চাই। খেলা করিতে দুইচার জন সাথী চাই। প্রাণিমাত্রই সঙ্গপ্রিয়। সঙ্গ সুখ সার সংসার। যেমন অর্জ্জুন গীতায় বলিয়াছেন—যদি সব পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন মরিয়া যায় রাজ্যসুখ কাহাকে লইয়া করিব? এজন্য যে

যুদ্ধে সব মরিবে এমন যুদ্ধ করিতে চাই না। কৃষ্ণ বলেন সং সাজা সার সংসার। যেমন রামবাবু কোন প্রখ্যাত থিয়েটারের বড় একটর। বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, রবিবার সন্ধ্যায় রাজসিংহ একট হইবে। যিনি রাজসিংহের পাঠ একট করিবেন তিনি বেলা ৪ টার সময় ফোন করিলেন যে তাঁহার আমাশয় হইয়াছে, ঘণ্টায় ৪।৫ বার দাস্ত হইতেছে, এ জন্য তিনি আজ আসিতে পারিতেছেন না। তখন প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন রাজসিংহের পাঠটা চোখ বুলাইয়া লউন। সন্ধ্যাকালে রামবাবু রাজার পাঠ একট করিতে গিয়া সাজঘরে রাজপোষাক, রাজার যোগ্য বসনভূষণাদি পরিধান করিয়া থিয়েটারে একট করিলেন। অন্য দিন এক নাটকের রাণীর সখীর পাঠ যাঁহার নির্দিষ্ট ছিল তিনি বৈকালবেলা প্রপ্রাইটরকে জানাইলেন যে তাঁহার ছেলের কলেরা হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিবেন না। প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন, রাণীর সখীর পাঠটা দেখিয়া লউন। রামবাবু সাজঘরে গিয়া দাড়ি গোঁপ ফেলিয়া পাউডার মাখিয়া সাড়ি, চুড়ি, বালা পরিধান করিয়া নারী সাজিয়া সখীর পাঠ একট করিলেন; অন্য দিন রামবাবু মুসলমান বাবুর্চ্চির পাঠ একট করিয়াছিলেন। এখন রামবাবু কি রাজাই হইলেন, না নারী হইলেন, না মুসলমান হইলেন? কোনটাই না। যে রামবাবু সেই রামবাবুই রহিলেন। সং সাজাই সার হইয়াছে।

এইরূপ সংসারে একজন এক এক ঘণ্টায় এক এক বিষয়ে একট করেন। তাঁহার দেহ ঠিক থাকে। কখন পিতামহ, কখন পিতা, কখন স্বামী, কখন পুত্র, কখন পৌত্র, কখন ভ্রাতা রূপে একট করেন। সং সাজাই সার। নেংটা হইয়া সংসারে আসেন নেংটা দেহখানাও ত্যাগে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণের ধারাটা হইল অসঙ্গের ধারা, সঙ্গ ত্যাগে নিষ্কামভাবে সংসার করা। অথবা অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। অসঙ্গ অভ্যাসের জন্য শাস্ত্রকার একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি তিথিতে উৎসব করিবার নিয়ম রাখিয়াছেন। উৎসব পার্থিব ভোগ্য ত্যাগে উপবাসী থাকিয়া করিতে হয়। পার্থিব পদার্থের ভোগ ত্যাগ অর্থ উহাদের সঙ্গ ত্যাগ অর্থাৎ অসঙ্গের অভ্যাস। সেদিন ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের নিকট বাস করিয়া দিবা রাত্রি কাটান। আত্মীয় স্বজন ভোগ সামগ্রীর চিন্তার স্থান নাই। এই সমাজে বিধবা এই অসঙ্গ স্কুলের মাষ্টার। তাঁহারা আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়—তাঁহারা রাজসিক আহার্য্য ভোগ্য অলঙ্কারাদি ত্যাগে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে সংসারে থাকিয়াও পদ্মপত্রে জলবৎ জীবনযাপন করেন। তাঁহাদের

এই সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে উপবাসাদি করিয়া ব্রত আচরণ করে। গৃহে থাকিয়া যতি ধর্ম্ম শিক্ষা আমরা বিধবা হইতে পাই, যাহার কোন মূল্য নাই। অমূল্য ধন বিধবাগণ সমাজকে দিয়া উন্নতির পথে লইয়া যান।

মন বড় চঞ্চল

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন—matter is a stage of motion. পদার্থ মাত্রই চঞ্চলতার বিকাশ। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু সকলেই অতি দ্রুত বেগে আপন আপন কক্ষে বিচরণ করিতেছে। বিচরণ অর্থ ই স্পন্দন, কম্পন, চঞ্চলতা। বৃহস্পতি আদি গ্রহগণ স্বীয় কক্ষে অবিশ্রান্ত পথ চলিতেছে। আমাদের পৃথিবীর গতি বশে আমরা তাহাদের গতিতে বক্রতা, অতিচার, মহাতিচার দর্শন করিয়া থাকি। গ্রহ কখন কিছুকাল স্বীয় কক্ষে অগ্রসর হয়, পুনঃ কিয়ৎকাল পশ্চাৎপদ হয়—ইহা মনে করা যায় না। যেমন চির উদিত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত পরিদৃষ্ট হয় পৃথিবীর গতিবিশেষ জন্য; তেমনি গ্রহগণের শীঘ্র-মন্দাদি গতি পৃথিবীর গতি জন্যই ঘটিয়া থাকে। এই পৃথিবীর একপ্রকার গতিতে দিবারাত্র ঘটে; অন্য গতিতে ষড়্ ঋতু ঘটে। অন্য গতি জন্য ধ্রুবতারার পরিবর্ত্তন, বিষুববিন্দুর পশ্চাৎ অপসারণাদি লক্ষিত হয়। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তৎস্থিত আমরাও গতিশীল, আবার আমাদের আপন আপন স্বতন্ত্র গতিও রহিয়াছে। দেহে বায়ুপ্রবাহে প্রাণ, রক্তাদির গতি রহিয়াছে। প্রাণের গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তের গতি জন্য Blood pressure, high ও low হইয়া থাকে—ইহা সকলেই অবগত আছেন। হৃৎপিণ্ডের গতি অবিশ্রান্ত চলিয়াছে; যদি উহা ক্ষণতরেও স্থগিত হয় তবে মৃত্যু মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাকে ইংরেজীতে heart fail করা বলে তাহারই নামান্তর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়া। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রুদ্ধ হইতে দেহের মৃত্যু ঘটে। ইহাতে চঞ্চলতাই জীবন বলিতে হয়। শ্রুতি বলেন দেহ কি স্থূল কি সূক্ষ্ম সবই অচেতন প্রকৃতির বিকৃতির বিকাশ। কোন দ্রব্যের বিকৃতি চাঞ্চল্য দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ মন্থন করিলে মাখনের উৎপত্তি ঘটে। বিকৃতি ঘটে অর্থ তাহাতে কোন ক্রিয়া ঘটে। যেমন অন্ন পচাইলে তাহাতে মাদকতার উৎপত্তি ঘটে। পচন ক্রিয়ার জন্য বিকৃতি। ক্রিয়ারই নামান্তর চাঞ্চল্য। যেমন জলের চাঞ্চল্যে তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঝড় হয় অর্থ বাতাসে চাঞ্চল্য বৰ্দ্ধিত আকার ধারণরূপ বিকৃতি যুত হয়। অচেতন

পদার্থ বহিরাগত উপাধি জন্য চঞ্চল বা বিকৃত হয়। যেমন একটি সর্ষপ দানা মৃত্তিকায় রাখিয়া জল দিলে মৃৎ, জল, সৌর কিরণ, বায়ু প্রভৃতি বহিরাগত উপাধিযোগে অঙ্কুরায়িত হয়। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ সবুজ বর্ণ অঙ্কুর অপরভাগ শ্বেত বর্ণ জড় (শিকড়) হয়। শিকড়াংশ মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম আর অঙ্কুরাংশ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্ অক্সিজেনাদি টানিয়া লইয়া স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিতে সমর্থ। সর্ষপ দানা পিষিলে তৈল ও খইল মিলিয়া থাকে। আর এই উপাধিযুক্ত অঙ্কুর পিষিলে রস ও আঁশ মিলে। এইরূপে বিকৃতি বা ক্রিয়াশীলতায় স্বাতন্ত্র্য হারায়। দেহ স্থূল যাহা তাহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা রচিত কর্ম্ম জন্য সুখ-দুঃখ ভোগের আয়তন বা আশ্রয়। ইহা অস্তি (গর্ভে যখন থাকে), জায়তে (মাতৃগর্ভ ত্যাগে ভূমিষ্ঠ হয়), বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), বিপরিণমতে (বিশেষ পরিণাম, যেমন পুরুষের দাড়ি মোছ, মেয়েদের স্তনাদির বিকাশ হয়, যৌবন ফুটিয়া উঠে), অপক্ষীয়তে (জরা বার্দ্ধক্য জন্য দেহ ক্ষয় পায়), বিনশ্যতি (বিনাশ পায়)। দেহের মৃত্যু ঘটে। সূক্ষ্ম দেহখানি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন কর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগের সাধন। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি এই ১৭ কলার লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ যখন অবিমিশ্র থাকে তখন অপঞ্চীকৃত বলে। আর যখন উহারা মিশ্রিতভাবে কার্য্য করে তখন পঞ্চীকৃত বলে। পঞ্চীকৃত হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল হয়। মন প্রকৃতির বিকৃতি জন্য চঞ্চল ধর্ম্মযুক্ত। বিশেষ বুদ্ধি রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের সন্নিহিত হওয়ায় ক্রীড়াশীল হয়। পুরুষ চিৎ, সর্ব্বব্যাপী অচল নিষ্ক্রিয় এজন্য কর্ত্তা হন না, ভোক্তাও হন না। দেখা যায়, সূর্য্য কিরণ যতই প্রচণ্ড প্রখর হউক না কেন, তাহা দাহ্য বস্তু দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। যেমন কানপুর, এটাওয়া, জেকোবাবাদ, প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালে ১১৮° বা ততোধিক তাপ হয়। তখন বহু ব্যক্তি অফিসের পোষাকে রৌদ্রে চলিতে গিয়া sunstroke হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র, পকেটে দিয়াশলাই, সিগার, এই সব দাহ্য বস্তু থাকা সত্ত্বেও তাহা জ্বলে না। সেই সময় এই সব দেশে লোকে খড়ের বাংলায় ও তাম্বুতে বাস করে। যতই তাপ হউক, খড় বা তাম্বুর কাপড় জলিয়া উঠে না। অথচ সূর্য্যকিরণের সংহত সূর্য্যাভাস যাহা আতস কাচ জন্য উৎপন্ন হয় তাহাতে দাহ্য তুলা কাপড়াদি তৎক্ষণাৎ জলিয়া যায়। সূর্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সূর্য্যাভাসের কারণরূপে গৌণভাবে দহন ক্রিয়ার হেতু হয়। তেমনি বুদ্ধি-

রূপ দর্পণে উৎপন্ন চিদাভাস গৌণরূপে মনের চঞ্চলতার হেতু হয়। রজোগুণ-প্রধানে সৃষ্টি ঘটে। রজই কর্ম্মের কারণ। গীতায় ১৪।৯ বলে—

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥

রজোগুণোৎপন্ন অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রত্যেক প্রাণিদেহে বিদ্যমান; তৎ প্রেরণায় মনে করে আমি কর্ত্তা। গী—৩।২৭—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

ইন্দ্রিয়গণকে বহিঃকরণ বলে এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ কহে। সাধারণতঃ অহঙ্কার বুদ্ধিতে চিত্ত মনে একীভূত করিয়া চারিটীর স্থলে দুইটী বলিয়া থাকে। এ জন্য ১৯ কলা না বলিয়া ১৭ কলার সূক্ষ্ম দেহ বলা হইয়া থাকে। সিদ্ধ মুনি কপিলের সাংখ্য মতে প্রধানা যখন কালে ক্ষুভিতা হন, বিকৃতি প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার নাম হয় প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির বিকারে মহৎ তত্ত্ব হয়। মহতের বিকারে অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিকারে মন ও পঞ্চতন্মাত্র হয়, তাহা হইতে বিকারে পঞ্চ মহাভূত হয়। এই সৃষ্টিবাদ ও প্রধানায় ক্ষোভন, স্পন্দন বা কম্পন সহ সৃজন ক্রিয়ার আরম্ভণ বলে। যেমন বর্ত্তমান বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ protyle বা neutron এর কাঁপ চাপ ও তাপের বিভিন্নতায় বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি কল্পনা করেন। ইহাতে প্রটিল স্থলে প্রকৃতি শব্দ বসাইলেও বিষয় একই ঘটে। বিকৃতি জন্য তারতম্য ও কাঁপ চাপ তাপের তারতম্য একই কথা। শ্রুতিতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাণ মনহীন নিষ্ক্রিয় বলেন। মন প্রাণ বাক্‌হীন পুরুষ ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা কার্য্য করিতে পারেন না। এজন্য বৃ আ সপ্তান্ন প্রকরণে—মন, বাক্, প্রাণ-আত্মার অন্ন বলিয়াছেন। হুত প্রহুত, দেবতার অন্ন, স্তন্য দুগ্ধ ও ব্রীহি আদি প্রাণিগণের অন্ন। মন, বাক্, প্রাণ পুরুষে বহিরাগত উপাধি সন্দেহ নাই। যেমন সর্ষপদানা পঞ্চভূতের চাপে মূল ও অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাও তেমনি তাই। প্রবাদ বলে—পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। এজন্য একটি চিত্রও দৃষ্ট হয় ✯ এই পাঁচ কোণে পাঁচ ভূত স্থিত, মধ্যে বিন্দু অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং স্বরূপ পুরুষকে নির্দ্দেশ করে। পঞ্চকোষাত্মক দেহে পুরুষ দেহী রূপে ফাটকে আটক থাকেন। ছা ৬।২।১ খণ্ডে—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া—অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। তেমনি সৎ হইতে সৎ বা অসৎ হইতে পারে না। কারণ অসৎ যাহা তাহার

বিদ্যমানতা নাই। সৎ চিরই একভাবে বিদ্যমান থাকেন। ভগবান্ গী ২।১৬ শ্লোকে এজন্য বলিয়াছেন—'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'। অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি বলাকেই শূন্যবাদ বলে। অসতে সতের বীজ নিহিত থাকে না। কারণই বীজ ভাব। কারণ শূন্যে কার্য্য হয় না। এ জন্য সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি ঘটে না। অভাব হইতে অন্য অভাবের উৎপত্তি বলা বাচালতা। অসৎ হইতে সৎ কি অসৎ সম্ভবে না। সৎ যাহা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এজন্য সৎ খণ্ডিত হয় না। খণ্ড করিলে তাহা আর সৎ থাকে না। এজন্য বলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সুতরাং সৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হয় না। অসতের বিদ্যমানতা নাই, সতের বিনাশ নাই। সৎ এককই অখণ্ড আছেন ও থাকিবেন। দ্বৈত কষ্ট-কল্পনার বিষয়। এজন্য ঋগ্বেদে ৬।১৮।৪ মন্ত্রে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে" বাক্য রহিয়াছে। মায়া অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথমসতো সদ্ জায়তেতি বাক্যের পর ব্যবহারিক সত্তায় গুরু শিষ্য থাকিবেই, সুতরাং উহা তৎকালিক সত্য কল্পনায় শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত।" ঈক্ষণ মনের কার্য্য—বহুস্যাং বাক্য বাগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে মন, বাক্, প্রাণ তিনি বাহির হইতে গ্রহণ করিয়া আলোচনারত হইয়াছেন। মন অন্ন দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়, প্রাণ অপ দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট হয় এবং তেজ দ্বারা বাগিন্দ্রিয় কার্য্যকরী হয়। বাইবেলেও ঈশ্বর তেজ সৃষ্টির পর ক্ষিতি সৃষ্টি করেন দেখা যায়। Let there be light and there was the light. Let there be dryland and there was the dryland.

ছান্দোগ্যে তেজ সৃষ্টির পর অপ ও অন্ন (ক্ষিতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই সৃষ্টি ঘটিতে পারে না। তত্রাচ যদি সৃষ্টি স্বীকার করিতেই হয় তবে তাহার কারণ প্রকৃতি নহে, পুরুষই জগৎ কারণ। তন্ত্র শাস্ত্রে ও পুরাণে এইটি কালী মূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে—প্রকৃতি জড়। জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় নাই এজন্য চেতন সন্নিহিতে অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি ও প্রলয় কর্ত্রী হন। শাস্ত্র বলেন—"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।" চণ্ডীতে মহামায়াকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ৪/৭ অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা। চণ্ডী (১/৭৮) প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী। নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় পুরুষ শববৎ নিম্নে স্থিত উপরে মহামায়া

দণ্ডায়মানা সৃজনাদি তৎপরা। যেমন ঋগ্বেদ (১০/১২৯/৫) বলিয়াছেন "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পুরস্তাৎ।" আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত বাহিরে তাহার কৃত দৃষ্ট হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ—Self-supporting principle beneath and energy aloft. গীতায় ৮/১৮ শ্লোকে বলে—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

ইহার অর্থ—কার্য্য ব্রহ্মের দিবাকালে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ ব্যক্ত হয় এবং কার্য্য ব্রহ্মের রাত্রিকালে উহা অব্যক্তা গ্রাস করিয়া আপনাতে লয় করেন। অর্থাৎ অব্যক্তা নিষ্ক্রিয়, কার্য্য ব্রহ্ম সাক্ষাতে তাঁহার সহিত সংস্পৃক্ত থাকিয়া সৃজনাদি করেন। সাক্ষী পুরুষ শয়ান শববৎ নিম্নে স্থিত। অব্যক্তা তদুপরি স্থিত হইয়া সৃজনাদি করেন। সুতরাং ইহাকে চিত্রে অঙ্কিত করিলে কালী মূর্ত্তিই হইতেছে।

পুরুষ মায়া হইতে মন, বাক্, প্রাণ ঋণ গ্রহণে ঈক্ষণাদি কার্য্যপরায়ণ হন। ঋণ বড় পাপ। ঋণ-জালে জড়িত পুরুষ পাশাবদ্ধ মীনবৎ অবস্থায় স্থিত। এজন্য ঋগ্বেদের ১০/১২৯/৪ মন্ত্র ঈক্ষণকারী সৃজনেচ্ছু পুরুষ সম্বন্ধে খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥

যখন কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব, তখনই তিনি অসৎ মায়াজালে বন্ধন-দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। মনসো রেতঃ অর্থ মানস সৃষ্টি কৃত। সৃষ্টি মনের বিলাস মাত্র। মন যেমন স্বপ্নে রেল, প্লেন, মটর, জাহাজ, হাতী, ঘোড়া কত কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকে তেমনি সেই হৃদয়ে বসিয়াই জাগ্রতের সৃষ্টিও করে—যেমন একই ঘোড়া কখন কদমে চলে কখন ধাপে চলে। উভয় অবস্থা একই ঘোটকের ক্রিয়াশীলতা। তেমনি একই মনের ক্রিয়াশীলতায় জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থাদ্বয় ঘটিয়া থাকে। এ জন্য উহা একজাতীয় অর্থ জাগ্রত দৃশ্য প্রপঞ্চ স্বপ্নে দৃশ্যবৎ সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ মৃষা। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। এজন্য ভাগবৎ পুরাণের ১১।২৮।২১ শ্লোকে বলিয়াছে যাহা আগে থাকে না পরেও থাকে না মধ্যকালে দৃষ্ট হয়, তাহা যখন দৃষ্ট হয় তখনও থাকে না। "ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রং।" যখন মন নিষ্ক্রিয় তখন জগৎ ভাসে না যেমন মূর্চ্ছাকালে, সুষুপ্তিকালে, সমাধি দশায়, ক্লোরফরম্ করিলে।

স্বপ্ন ও জাগ্রতে মন সক্রিয় জগৎ ভাসে। সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় মনের বিলাস। সে মন চঞ্চল হইবে না, তবে কে চঞ্চল হইবে? যদি সুষুপ্তিকালের ন্যায় মনকে আসনে বসিয়া নিষ্ক্রিয় করা যায় তবেই সমাধি দশায় মায়া ও তৎকার্য্য চিরতরে অপসারিত হয়। তাহা অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা লভ্য। গীতা সেই অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য দিয়াছেন ও জাগ্রতাদি ত্রৈগুণ্য বলিয়াছেন "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যের ব্যাপার আর ত্রিগুণাতীতে নিস্ত্রৈগুণ্যে সচ্চিদানন্দ পুরুষ। এই পুরুষকে শ্রুতি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, ব্রহ্ম বলেন। সুতরাং জ্ঞান ত্রিগুণাতীতের অবস্থায় মিলে তজ্জন্য প্রথম ত্রিগুণ সহ অসঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। তমঃকে রজোদ্বারা অভিভূত করিয়া, রজঃকে সত্ত্ব দ্বারা অভিভূত করিয়া বিচার দ্বারা সত্ত্বকে ত্যাগ করা যায়। সত্ত্বগুণ ত্যাগে ত্রিগুণাতীতে স্থিতিলাভ ঘটে। মন সহ দশ ইন্দ্রিয়ের সদা একত্র হইয়া ব্যবহারিক সত্তায় নানাত্বের জন্য ব্যস্ততা অর্থাৎ চাঞ্চল্য ঘটে। সে জন্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইহাদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। চক্ষু নানাত্ব দর্শনে ব্যস্ত। কর্ণ নানাত্ব বিষয় শ্রবণে উৎসুক। নাসা সুঘ্রাণ চায়। জিহ্বা রসাস্বাদন করে। ত্বক্ স্পর্শসুখ জন্য ব্যস্ত। যৌন সম্বন্ধে যোনিতে যোনিতে স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি জন্য স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের বড়ই তোড়জোড় হইয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কমাইয়া দিয়া মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হয়। তজ্জন্য যম, নিয়ম, আসন, বস্তু চিন্তন, প্রত্যাহারাদি ব্যবস্থা আছে। বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও প্রথমাবস্থায় কোন দেবমূর্ত্তি বা গুরুমূর্ত্তি চিন্তা করা কর্ত্তব্য। উহাই বস্তু। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার অবস্তু। অবস্তুর ত্যাগ বস্তুর গ্রহণ এই অভ্যাস চাই। এতৎসম্বন্ধে অহিংসা নামক প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে তৎজন্য এই স্থলে পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক।

দেহ ও দেহী

দেহ হস্তপদাদি-বিশিষ্ট শরীরের নামান্তর। যেমন গৃহে বাসকারীকে গৃহী বলে তেমনি দেহে বাসকারীকে দেহী বলা যায়। দেহ সপ্তধাতু বা পঞ্চভূত নির্ম্মিত। চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শিরা, লোম এই সপ্ত ধাতু। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত। দেহকে কেহ বা কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দেহত্রয়-বিশিষ্ট দেখেন। দহ্ ভস্মীকরণে, ভস্মে যাহার পরিণতি তাহার নাম দেহ।

ইহাতে কেবল স্থূল দেহকেই গ্রহণ করে। কারণ ও সূক্ষ্ম চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না, কেবল জ্ঞানাগ্নিতে বিনষ্ট হয়। প্রাণ, শ্রদ্ধা, খং, বায়ু, জ্যোতি, আপ, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম এই ষোলটী প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে পুরুষের ষোড়শ কলা বলিয়া উক্ত। জীবের উপাধি। নর দেহের মধ্যে মস্তকে সহস্রার ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিস্থান, তন্নিম্নে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকাদিতে পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়স্থান। তাহার নিম্নে কণ্ঠ উদান বায়ুস্থান তাহার নিম্নে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, তাহার নিম্নে উদর বৈশ্বানর অগ্নির ক্রিয়া ও যকৃৎ প্লীহাদির স্থান। তাহার নিম্নে মলমূত্রের কারক অপান বায়ুর স্থান। এই সকল যন্ত্র দেহে স্থিত, তাহাদের যে কোনটী বিকল হইলেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়। এই দেহ অত্যন্ত মলিন। অত্যন্ত মলিনদেহে দেহী চাত্যন্ত নির্ম্মলম্। মস্তককে উত্তমাঙ্গ বলে। তাহাতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান। হৃদিতে মন বুদ্ধির স্থান। দেহী জীবাত্মার স্থানও হৃদয়। শ্বেত শ্রুতি বলেন (৩।১৩) "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।" মুণ্ডক বলেন—"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" হৃদয়ই ব্রহ্মপুর—"তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" কঠ বলেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।" ধূমহীন জ্যোতি। মৃত্যু অর্থ স্থূল দেহের নাশ। সূক্ষ্ম ও কারণ উৎক্রমণ করিয়া যথাকর্ম্ম স্বর্গাদি লোকে গমন করিয়া থাকে। জ্ঞানীর বিদেহ মুক্তি কালে দেহত্রয় লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হয়। এ জন্য শ্রুতি বলেন "দেহ দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" কেহ কেহ শরীর সাজায় সুন্দর হইবার জন্য, বিশেষ নারীগণ। স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই কুৎসিৎ এবং পুং জাতি সুন্দর। যেমন পশুরাজ সিংহ, তাহার গলে যে কেশর থাকে তাহা ফুলাইয়া যখন দাঁড়ায় তখন সিংহী হেয়ই প্রতিপাদিত হয়। যখন গজরাজ তাহার বিশাল দন্ত ও সুগঠিত দেহ লইয়া দাঁড়ায় শত হস্তিনী তথায় থাকিলেও তাহা দর্শনযোগ্য হয় না। গোরাজ ষাঁড় যখন ককুদ্ হিলাইয়া দণ্ডায়মান হয় গোমাতাগণ তখন হতশ্রী হইয়া যান। বানররাজ যখন পত্নীগণ সহ গমন করেন তখন বানর যে শ্রেষ্ঠ তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যখন ময়ূর তাহার পেখম ছড়াইয়া দাঁড়ায়, ময়ূরী তখন কোথায় থাকে! স্ত্রীময়ূরের পেখম হয় না। তেমনি কুক্কুটরাজ যখন রেশমবৎ চাকৃচিক্যশীল পক্ষ হেলাইয়া দাঁড়ায় কোথায় তখন কুক্কুটীর শোভা! যৌন সম্বন্ধ জন্য যখন পুং ও স্ত্রীর মিলন ঘটে তখন কি পক্ষী কি পশু কি নর সর্ব্বত্র স্ত্রী অধঃস্থিতা হয়েন।

পুরুষে সামর্থ্যাধিক্যও দৃষ্ট হয় যে জন্য বহু স্ত্রী এক নায়কের নায়িকা হইতে স্বীকৃত হয়।

দেহ অত্যন্ত মলিন তাহা ঈষৎ বিচারেই জানা যায়। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক বিচার করা যাক। মস্তকের সর্ব্বোপরি কেশ, যাহার জন্য কত সুগন্ধ তৈল দেওয়া, আভরণ, খোঁপার নানা প্রকারের বন্ধন, তাহাতে স্বুবর্ণ পুষ্পাদি এবং ফুলের মাল্যাদি দিয়া সাজান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব বৃথা। আমরা দেখি কাল ধূপ শলাকাতে অগ্নিসংযোগ করিলে সুগন্ধ বাহির হয়। কেন না উহা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত। মস্তকের কেশে অগ্নিসংযোগে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে জানা যায় যে কেশ দুর্গন্ধ মশলা দ্বারা নির্ম্মিত, মল-বিরচিত। তাহার নিম্নে কপালের সুচিক্কণ চর্ম্ম দৃষ্ট হয়। তাহা ঘর্ম্মাক্ত হইলে যদি নূতন রুমালে সেই ঘর্ম্ম মুছা যায় তবে সেই রুমাল দুর্গন্ধ হয় অর্থাৎ কপালের চামড়ার নিম্নে যে ময়লা পদার্থ আছে তাহা চোয়াইয়া দুর্গন্ধ ঘর্ম্মজল বহির্গত হয়। সুতরাং সেই পদার্থ মলপূর্ণ সন্দেহ নাই। তাহার নিম্নে চক্ষু ও কর্ণ ছিদ্রচতুষ্টয়, তাহাতে মল জন্মে, উহা মলের আকর। তাহার নিম্নে নাসার ছিদ্র, তাহাতে যে শ্লেষ্মা জন্মে তাহাও দুর্গন্ধযুক্ত। তাহার নিম্নে মুখের ছিদ্র, তাহা দ্বারা যে কাস-কফাদি নির্গত হয় তাহাও দুর্গন্ধপূর্ণ। সুতরাং উত্তমাঙ্গ দুর্গন্ধ মলে নির্ম্মিত। পেটের নাম মলভাণ্ড সবারই বিদিত। অতএব দেহখানিকে যতই সাবান দিয়া ধৌত কর দুর্গন্ধ দূর হইবার নয়। এজন্যই দেহের কেহ ওয়ারিশ হয় না। যেমন ভাগবৎ পুরাণে বর্ণিত দেখা যায়—

দেহ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥

দেহখানি কাহার? একজন দয়ালু ব্যক্তি রাস্তায় দুর্ভিক্ষে মৃত মাতার দেহের সমীপে ক্ষুদ্র শিশুকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করতঃ সযত্নে পুত্রবৎ পালন করিলেন। ছেলে বি.এ. পাশ করিল। সে একদিন সন্ধ্যাবেলা এক পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখানে দৈববশে এক বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিল। তাহার পকেটে একখানি চিঠি ছিল তাহাতে সেই অন্নদাতার ঠিকানাটী ছিল। এক পাহারাদার তৎদৃষ্টে সেই দয়ালু ব্যক্তিকে খবর দিল যে সেই যুবক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তখন সেই অন্নদাতা মৃতদেহ ঘরে আনেন না, লোকজনসহ সেই পার্কে গিয়া তথা হইতে দেহখানি শ্মশানে লইয়া যান। স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বদেহ বলিয়া যে সেই ব্যক্তি, তাহাকে আর খোঁজ করিয়া

পাওয়া যায় না। সে সূক্ষ্ম দেহসহ উৎক্রমণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই স্বনামা ব্যক্তি মৃতদেহখানিকে আর চায় না। যে পিতৃবীর্য্যে পুত্র হয় তাহাকে নিষেক্তা বলে—যোষিৎ যোনিতে বীর্য্য নিষেক বা ত্যাগ করে এজন্য। সেই পিতাও যদি খবর পান তিনি সর্প দংশিত দেহখানি গৃহে লইয়া যান না। শ্মশানেই লইয়া যান। তেমনি দশমাস গর্ভধারিণী মাতা—মা অর্থই সন্তানের সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৈন্য চিরতরে নিষেধকারিণী—কতই যাঁহার করুণা সহিষ্ণুতা, সেই মাতাও দেহখানি শ্মশানেই প্রেরণ করেন। মাতামহ দাদুর সঙ্গে কত রঙ্গভঙ্গে আনন্দ লাভ করেন আবার নাতিকে সম্পত্তিও লিখিয়া দেন কিন্তু দেহ সর্পাঘাতে পতিত হইলে তাহা শ্মশানেই লইতে বলেন। বলী সেনাপতি যুদ্ধে জিতিয়া কয়েকজনকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছেন। সেই কয়েদীদের 'আমার কয়েদী' বলিয়া সদাই বলেন। যদি সেই কয়েদীদের কেহ মৃত হয় তবে সে দেহে আর দাবী রাখেন না, অতি সত্বরতাসহ শ্মশানে পাঠাইয়া থাকেন। ৺কাশীধামের ব্রাহ্মণ মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্রকে ৬০৲ টাকায় খরিদ করেন। তিনি সেই বালক হইতে সর্ব্বদা কাজ আদায় করিতেন, কেহ বলিলে তিনি বলিতেন, মহাশয় আমি ৬০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছি; কিন্তু যখন সর্পাঘাতে সেই বালক দেহত্যাগ করিল তৎক্ষণাৎ সেই বালকের দেহ শ্মশানে প্রেরণ করিলেন। দেহ আমার খরিদা মাল—রাখহে, এমত আর বলেন না। হাঁ, শ্মশানের অগ্নি 'এই দেহ গ্রহণ করিব না' বলে না, বেড়িয়া বেড়িয়া অগ্নিশিখা সেই দেহকে গ্রহণ করে। মৃতদেহ অগ্নিতে দাহন না করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসিলে শৃগাল কুক্কুর তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন বেওয়ারিশ মাল দেহখানি! যতই পাকা বাটী, ইমারত পুষ্করিণী বাগান মন্দির মঠ উত্তোলন কর, যতই লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখ, যমদূত আসিলে সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। রেফুজী বা বাস্তুহারা হইতেই হইবে। স্থূলের নাশ হইয়া সূক্ষ্মদেহ পুণ্যফলে স্বর্গে যায় এবং তথায় দেবভোগ্য ভোগ করে। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি। পুণ্য ক্ষয় হইলে দেবদূত স্বর্গ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তখন মাথা রাখিবার জায়গা খুঁজিতে হয়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কর্ম্মফলে যদি নর হয়, তবে মাতার কুক্ষিতে তাঁহার মলমূত্রের থলিয়ার পার্শ্বে আঁধারে, এক থলিয়ায় হাত পা গুটিসুটি মারিয়া দশমাস যাপন করিতে হয়, পশ্চাৎ জন্মিতেই ক্রন্দন সুরু হয় এবং মর্ত্ত্যের নানা দুঃখে জীবন যাপন করিতে হয়।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এই ছয়টী দুঃখ সবাইকে ভোগ করিতে

হয়। আধি শব্দের অর্থ দৈব জন্য সন্তাপ যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, যুদ্ধাদি। জরা—বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়গণের শৈথিল্য জন্য উত্থান শয়ন ভোজন মলমূত্র ত্যাগাদিতে মহান্ ক্লেশ। ব্যাধি—যেমন বেরিবেরি, টি. বি., বসন্ত, পক্ষাঘাত, অর্শাদি রোগ। তৃষ্ণা—জল-পিপাসা। যৌবনের যৌন সম্বন্ধ জন্য লালসা অর্থ পিপাসা। ইহার শেষ নাই। দেহ অচেতন দেহী চেতন। দেহীর বস্তুতঃ দেহ সহ সম্পর্ক না থাকিলেও মায়ার কুহকে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া মনে হয়। মানবের প্রতিদিন তিনটী অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যখন দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই বার ভূত কাজ করে অর্থাৎ স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে তখন তাহা জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত হয়। আর যখন মন বুদ্ধিও কাজ করে না, চুপ থাকে তখন সুষুপ্তি, এজন্য শাস্ত্রে সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার কথায় বলিয়াছে—যদা কামং ন কাময়তে স্বপ্নং ন পশ্যতি তৎ সুযুপ্তং। তখন প্রাণ থাকিলেও দেহ শববৎ নিষ্ক্রিয় হয় জন্য ইহাকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিও বলে "আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—যাতনা বেদনা কিছুই জানি নাই।" দাঁতের বেদনা বা পুত্রশোকও তখন জাগে না। যেই মন জাগে অমনি রোগ শোক জাগে। সুষুপ্তি কালে "আমি বড় এবং সুখ" থাকে আর কিছু থাকে না; নিজদেহ, স্বজন-দেহ, চন্দ্রসূর্য্যবিশিষ্ট জগৎ দেহ তখন ভাসে না, যেন লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি সুখময় আনন্দস্বরূপ ইহা জানা যাইতেছে। যেই মন জাগে অমনি দুঃখ জাগে অর্থাৎ মনই দুঃখের পসরা বহন করে। আমি নয়।

ইহা অন্য প্রকারেও পাওয়া যায়। যখন হস্‌পিটালে সার্জ্জন ক্লোরফরম্ করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়া কাটে তখন ক্লোরফরমের প্রভাবে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের ক্রিয়া লোপ পায়। এজন্য তখন মন বলে না, কাটিতেছে, বড় দুঃখ। কিন্তু তখন আমি থাকে, আমি কেন বলে না অস্ত্রোপাচারে বড়ই দুঃখ হইতেছে? তাহার কারণ আমি সুখময়, দুঃখের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। ঘণ্টা দুই পর যখন ক্লোরফরম্ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় তখন মন জাগে, দুঃখ জাগে, এজন্য মনসহ আমি নামক ব্যক্তির কোন সংশ্রব নাই বলিতে হয়। জাগ্রতে আমি থাকে, সুষুপ্তিতেও আমি থাকে, মূর্চ্ছায়ও আমি থাকে কিন্তু বারভূত থাকে না। আমি দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্। দৃশ্য মাত্রই অচেতন। দ্রষ্টা অর্থ দর্শনকর্ত্তা। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সাধারণে মনে করে, মনই কর্ত্তা, মনের পছন্দ অনুসারেই সকলে চলিয়া থাকে!

যাহা মন করিতে চায় না তাহা করে না। মন যাহা চায় তাহাই করে। অর্থাৎ সবাই মনের গোলাম। মন কখন ক্রোধান্বিত হয়, কখন শোকার্ত্ত হয়, কখন হর্ষান্বিত হয়, কখনও কামার্ত্ত হয়। এই যে মনের পট পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার কেহ দ্রষ্টা আছে কিনা ? দেহসহ আমিনামা ব্যক্তি উহা দেখেন কিনা ? আমি দ্রষ্টা, মন দৃশ্য, এজন্যই মন অচেতন, দ্রষ্টা আমি হইতে পৃথক্। মন ফুটবলের ন্যায় অচেতন। যেমন ২২ জন খেলোয়াড় এক ফুটবলের পিছনে দৌড়ায় তেমন সকলে মনের পিছনে ধায়। মন যে অচেতন তাহা অন্য প্রকারেও জানা যায়। মনের অনেক কাজ তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তা করা প্রধান। অনেক সময় মন তুর্ব্বল হয়, অধিকক্ষণ চিন্তা করা যায় না, এবং স্মৃতিভ্রমও হয়। তখন চিকিৎসকের নিকট যায়। চিকিৎসক ঔষধ ও পথ্য নির্ণয় করিয়া দেন। সেই ঔষধ ও পথ্য খাইয়া মন সুস্থ হয় ও হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। তখন চিন্তা করিতেও বাধে না, স্মরণও থাকে। যে ঔষধ ও পথ্য খাইয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে তাহা অচেতন পদার্থ, সুতরাং অচেতন পদার্থ সেবনে মন যখন হৃষ্টপুষ্ট হইল তাহা অচেতন হইবে। যেমন একজন কতিপয় দিবস অনশনে কাটাইয়া তুর্ব্বল হইয়া তোমার দরজায় দাঁড়াইল ও বলিল, 'আমাকে কিছু খেতে দিন' ; বলিতে বলিতে কাঁদিয়া মাটীতে পতিত হইল। তুমি দয়াপরবশে তাহাকে তিন সপ্তাহ রাখিয়া অন্নজল তুধদধি খাইতে দিলে তাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইল। অচেতন অন্নজল তুধদধি খাইয়া অচেতন দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইল। তেমনি অচেতন পথ্য ও ঔষধ সেবনে অচেতন মন সুস্থ সবল হইল। আমি দেহী, মন বুদ্ধি হাত পা অচেতন দেহাঙ্গ।

আমাদের এই পৃথিবী

এই পৃথিবী যাহা বিস্ফুলিঙ্গবৎ সূর্য্য হইতে আগত তাহা আমাদের বাসভূমি। এই সূর্য্যের চারিদিকে কক্ষে কক্ষে যে সব গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে তাহাকে সৌরজগৎ বলে। অন্য সূর্য্য সকলেরও সৌরজগৎ আছে। শাস্ত্রে বলে—ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটী কোটী প্রযুষে। আমাদের পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তর্গত তাহা আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগৎ বহু হইলেও সৌরজগত্তত্ত্ব এক, এই হিসাবে ঐ সকল সৌরজগৎও আমাদের বলা যায়। আমাদের এই পৃথিবীকে লোকে অতীব বৃহৎ কল্পনা করে। সমুদ্রবেষ্টিত মহাদ্বীপকেই পৃথিবী বলে, সেই সমুদ্রকে অনেকে অপার অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই সৌর-জগতের সূর্য্য ও তাহার গ্রহগণের অবয়বের মান তুলনায় যে চিত্র অঙ্কিত হয়

তাহাতে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহকে একটী বিন্দু দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। ইহা এট্‌লাস্ পুস্তকে এষ্ট্রোনমিকাল জিওগ্রাফী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। যদি সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী নিরতিশয় ক্ষুদ্রাবয়ব জন্য একটি বিন্দু দ্বারা নির্দ্দেশিত হয় তাহা হইলে মহাদ্বীপের বেষ্টনী সমুদ্র, যাহা ¾ জল ও ¼ কঠিন মৃদংশ বলিয়া উক্ত তাহাকে ঊনবিন্দু জল বলিতে হয়। এই ঊনবিন্দু জল অপারও নহে, অনন্তও নহে। এ হেন আমাদের কঠিনাংশ মধ্যেও জল আছে কারণ মরুদেশেও টিউবওয়েল বসাইয়া জল ভূগর্ভ হইতে আনিয়া ক্ষেত্র করা হইতেছে। আমাদের দেশে কূপ ৪০ ফুট খননেই জল প্রদান করে। কোন কোন স্থলে ৪০০ ফুট গভীর কূপ হয়। আবার ততোধিক নিম্ন হইতেও জল পাওয়া যায়। সুতরাং মৃত্তিকার কঠিন আবরণ অতীব অল্প। এজন্য জলময় পৃথিবী বলিতে বাধে না।

বর্তমানেও বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে যাহার আয়তন আমাদের দেশের মেদিনীপুর জিলার সমানও নয় অর্থাৎ তাহা হইতেও কম আয়তনবিশিষ্ট। রাজাগণ রাজ্য শাসন করিতেন। ভগবান্ এই সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পতি। তাঁহার ইঙ্গিতে জগৎ চলে। বর্ত্তমানে যে মার্কিন পরিস্থিতি ঘটিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতের তৃতীয় যুদ্ধে রুশ ও মার্কিন লড়িবেন। যদি রুশ জয়লাভ করেন সমস্ত পৃথিবী রুশের ইঙ্গিতে চলিবে আর যদি মার্কিন জয়লাভ করেন তবে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার ইঙ্গিতে চলিবে অর্থাৎ তিনি এই পৃথিবীর লর্ড বা প্রভু হইবেন। ঈশ্বর পৃথিবীকে বীরভোগ্যা করিয়াছেন। ইহার মূল্য পাঁচ জুতি। যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম সে ধরা শাসন করে। এই বিষয়ে ইতিহাস বলে—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২২০) কোরিয়াবাসী চেঙ্গিস খাঁ বাহুবলে কোরিয়া জয় করিয়া চীন সাম্রাজ্য পদানত করেন; পশ্চাৎ বোগদাদের খলিফার রাজ্য গ্রাস করিয়া আট্‌লাণ্টিক হইতে পেসিফিক মহাসাগর পর্য্যন্ত দেশ তিনি ও তৎপশ্চাৎ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুবলিয়া খাঁ শাসন করেন।

আমাদের এই পৃথিবী বিশ্বজগতে একটি বিন্দুমাত্র ইহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অপার অনন্ত সমুদ্র যেমন কখন তরঙ্গায়িত কখন বা নিস্তরঙ্গ হয় তেমনি সর্ব্বব্যাপী পুরুষ কখন স্পন্দিত অবস্থায় সৃষ্টি সম্পাদন করিয়া কখন, নিস্পন্দে প্রলয় ঘটাইয়া নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হয়েন। এই দৃষ্টান্তটি অসৎ কারণ ঊনবিন্দুজল সমুদ্রের তরঙ্গের হেতু হইতেছে, বহিঃস্থ বায়ু ও চন্দ্রমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ। বহিরাগত এই উপাধি জন্য তরঙ্গ সর্ব্বব্যাপী। বাহিরে কিছু না থাকায় তাঁহাতে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষে স্পন্দন ঘটিতেই পারে না, এজন্য চিরনিষ্ক্রিয় তিনি।

আমাদের এই পৃথিবী নানা প্রকার বহিরাগত উপাধিবশে নানা প্রকার গতি-বিশিষ্ট। ইহার দৈনন্দিন গতি জন্য দিবারাত্র হয়। ইহার বার্ষিক গতি জন্য ছয় ঋতু হয় এবং তাহা দ্বারাই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এতদ্ব্যতীত মেরুদ্বয়ের কিঞ্চিদ্ গতি আছে যেজন্য ধ্রুবতারা বদলাইয়া যায়। এই সব কারণে পৃথিবীস্থ জনগণ বৃহস্পতি শনৈশ্চরাদির অগ্র পশ্চাৎ বক্রগতি অতিচার, মহাতিচার গতি দেখে। বস্তুতঃ ঐ সকল গ্রহ আপন কক্ষে ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায় গতিশীল বটে। এই গতি জন্য সূর্য্যাস্ত হয় মনে করে। অস্তকালে সূর্য্য তাহার রশ্মিজাল গুটাইয়া লইয়া অস্তাচল পর্ব্বতে প্রবেশ করেন আর আমরা আঁধারে পতিত হই। সূর্য্য সদা কাল আকাশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তারিত করিয়া বিরাজমান থাকেন, কখন স্বীয় রশ্মি গুটাইয়া লয়েন না তত্রাচ আমরা জলের চাঁদের নাচনির ন্যায় উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি। আকাশের চাঁদ জলে ডুব দেয় না যে জলের তলে চাঁদ থাকিবে বা নাচিবে। সদাই চাঁদ আকাশে থাকেন। কেহ মনে করেন চাঁদ নাচে না, জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচে। আকাশে চাঁদ না নাচিলে তাহার জলের প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে না। কারণ বিম্বের অনুকরণ মাত্র প্রতিবিম্ব করে। আয়নাতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিলেই ইহা সহজে বোধগম্য হয়। যদি তুমি চুপ করিয়া থাক, কোন অঙ্গ না হিলাও, তোমার প্রতিবিম্বও চুপ করিয়াই থাকিবে, অঙ্গ হিলাইবে না। যদি তুমি অঙ্গ নাচাও তোমার আয়নাস্থ প্রতিবিম্বও সেই অঙ্গ নাচাইবে। সুতরাং আকাশের চাঁদ না নাচায় তাহার জলস্থ প্রতিবিম্বও নাচে না। তত্রাচ চাঁদের নাচনি প্রত্যক্ষ হয়। জলের নাচনি চাঁদের প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচনি দেখিয়া থাকে। পৃথিবী সদা কম্পনশীলা তজ্জন্য তাহাতে স্থিত আমরাও সদা কম্পনশীল। সুস্থ হইয়া বসিয়া বা শুইয়া থাকিলেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, উদরস্থ আহার্যের পচন কার্য্য বন্ধ থাকে না। গীতায় (৩।৫) এজন্য বলিয়াছে—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

আমাদের পৃথিবী সদা পরিবর্ত্তনশীল—আমাদের দেহও সদা পরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবী শস্যপূর্ণা তাই আমরা ক্ষুধাতুর হইলেও কোন আশঙ্কা নাই। পৃথিবী বৃক্ষ-তৃণ-লতাদি-পূর্ণ। তাহার অভ্যন্তরও মিষ্ট জল, হীরক, কয়লা, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি দ্বারা পূর্ণ। তাই কবি বলিয়াছেন—"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"। এজন্য পৃথিবী আমাদের মাতৃস্থানীয়া। শ্রুতিও বলিয়াছেন "দ্যৌ পিতা পৃথ্বী মাতা"।

তীর্থযাত্রা

তরতি পাপাদিকং যস্মাৎ তৄ+থক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হয় তীর্থ শব্দ। যাহা দ্বারা পাপ তাপ সব নষ্ট হইয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় তাহার নাম তীর্থ। শাস্ত্র জ্ঞান হইলে পাপ ত্যাগে পুণ্য কর্ম্মে নিরতি হয়। এজন্য শাস্ত্রকে তীর্থ বলে। ন্যায়শাস্ত্রে যাঁহার জ্ঞান হয় তাঁহাকে ন্যায়তীর্থ বলে। বেদান্তশাস্ত্রে যিনি জ্ঞানী তাঁহাকে বেদান্ততীর্থ বলে। সাংখ্যশাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত তাঁহাকে সাংখ্যতীর্থ বলে। যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গাদি লোক লাভ হয় এ জন্য যজ্ঞকেও তীর্থ বলে। গুরু পাপ-তাপ-হরণকারী জন্য 'সর্ব্বতীর্থ ময়ো গুরুঃ' বলে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্‌কে বলে, তাঁহার সঙ্গ করিলে ভবসংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এ জন্য ব্রাহ্মণকে তীর্থ বলে। ব্রাহ্মণ জঙ্গমতীর্থ। গঙ্গাদি স্থাবর তীর্থ। ইন্দ্রিয়-বিজয়ী শুদ্ধচিত্তকে মানসতীর্থ বলে। এই মানসতীর্থ সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে বলে

"শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি ময়ানঘে।
যেষু সম্যক্ নরঃ শ্রুত্বা প্রযাতি পরমাং গতিম্॥
সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থং মুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধমনসঃ পরা॥
এতত্তে কথিতং দেবী মানসং তীর্থলক্ষণং।

হস্তরেখাদিকে তীর্থ বলে। দশনামী সন্ন্যাসিগণ মধ্যে একদলের নাম তীর্থ। যোনিও তীর্থসংজ্ঞক হয়। স্থাবর তীর্থ মধ্যে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকাঃ;
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ॥

অযোধ্যা শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী সরযূ তীরে স্থিত। মথুরা যমুনা তীরে শূরসেন রাজ্যের রাজধানী ছিল। মায়া—মায়াপুর হরিদ্বার ও কণখলের মধ্যে স্থিত। মায়াদেবী ও বিল্বকেশ্বরে ভৈরব আছেন। কাশী উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরে উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, গঙ্গোত্রীর পথে গঙ্গাতীরে উত্তরকাশীও বটে। গুপ্তকাশী মন্দাকিনী তীরে কেদার সন্নিহিতে স্থিত। কাঞ্চী দাক্ষিণাত্যে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী ভাগদ্বয়ে গঠিত। অবন্তী নগর বর্ত্তমান উজ্জয়িনী

বিক্রমাদিত্যগণের রাজধানী শিপ্রা নদীতীরে নর্ম্মদার নিকট। দ্বারাবতী পুরী দ্বারকা সমুদ্রতীরে, যাদবগণ মথুরা ত্যাগে বাসস্থান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে গোমতী নদীতীরে এক দ্বারকা, তথা হইতে ৭০ মাইল দূরে ভেট দ্বারকা তথা হইতে ৬০।৬১ মাইল দূরে মূল দ্বারকা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠ গোমতী তীরে বটে। এই সাতটীকে সপ্তধামও বলে। ইহারা মোক্ষদায়িকা তীর্থ। লোকে বলে সত্যযুগে পুষ্কর, ত্রেতায় নৈমিষারণ্য, যথায় শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞ করেন ও সীতা পাতাল প্রবেশ করেন,—পুরাণ পাঠে চৌরাশী ক্রোশী কুরুক্ষেত্রে নৈমিষ তীর্থ ছিল জানা যায়—দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে নাই—দান গ্রহণকে প্রতিগ্রহ বলে—করিলে কুম্ভীপাক নামক নরকে পতিত হয়। বদরীনারায়ণ, কেদার, কুরুক্ষেত্র বারাণসী, হরিদ্বার, গোদাবরী তীরে গৌতম তীর্থ (ত্র্যম্বক), প্রয়াগে ত্রিবেণী তীর্থ, রামেশ্বর প্রভৃতি প্রধান তীর্থ।

যাত্রা অর্থ গমন। যেমন জগন্নাথের রথযাত্রা—রথে গমন। জগন্নাথের স্নান যাত্রা অর্থ স্নানার্থ গমন। যাত্রার দল অর্থ গানের দল যারা গ্রামাৎ গ্রামান্তর গমনশীল। যাত্রী অর্থ যাঁহারা গমনশীল। তীর্থযাত্রা অর্থ তীর্থে গমন। তীর্থের শাস্ত্রজ্ঞের যাত্রাকেও তীর্থযাত্রা বলা যায়। দেশ ভ্রমণ না করিলে দেশাচার বিভিন্ন শিক্ষা শিল্পাদি রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবহার এই সব জ্ঞাত হওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়—

উত্তমঃ সহজো ভাবঃ মধ্যমস্তু ধ্যানাদিকং।
কনিষ্ঠঃ গ্রন্থপাঠাদি তীর্থযাত্রাধমাধমঃ॥

সহজ ভাব—জন্ম সহ যে ভাবটী আসে। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া আহার বিহার-সংহারাদি চিন্তাপরায়ণ হয় না। আপন মনে আপনি থাকে। কাহারও সঙ্গপ্রিয় নহে। কথাবার্ত্তা ধ্যানধারণাদি করে না। এই প্রকার বালকবৎ থাকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রুতি বলেন—"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ।" যাঁহারা সাংসারিক পদার্থ সব অসার জানিয়া অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যানপরায়ণ হন তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য লাভ তৃতীয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য মুনিঃ।" মননাৎ মুনি; যখন কেহ মনন করেন তখন অন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, মৌন হইয়াই গুরুবাক্যের সত্যতা নির্দ্ধারণ ও পর মতের খণ্ডন করতঃ

নিশ্চিতবুদ্ধি হন। মনন ও ত্যাগে নিদিধ্যাসনে স্বরূপানুভূতি করতঃ ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন। তীর্থযাত্রা অধমপন্থা। তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহা শুধু ব্যবহারিক সত্তার বিষয়।

পারমার্থিকে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যত্ব। শাস্ত্র বলেন—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ-সংশ্রয়ম্। যাঁহারা বাহিরে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা অধ্যাস জন্যই ঘটে মনে করেন, যাহা অন্তরে ঘটে তাহাই বস্তু, তাঁহাদের আধ্যাত্মিকবাদী বলে। তাঁহারা বলেন—

"কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তিশ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।

যেমন রামপ্রসাদের গানে বলে—

মন কি কাজ যেয়ে কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।

হৃদয়ে মাতৃমূর্ত্তি বা ঈশ্বর আছেন সেইখানেই যখন সমস্তই বিদ্যমান তখন কেন কষ্ট করে তীর্থ যাত্রা করা!

ইন্দ্রিয়ানি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥

ইহা পদ্মপুরাণের বচন। তাঁহাদের এই ধারাটি তাঁহারা শ্রুতিলভ্য মনে করেন। শ্রুতি বলেন—"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষঃ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" হৃদয়ে দিব্য ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র। আবার সেই শ্রুতিতেই বলে—

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাঃ ব্রহ্মসদনম্।"

গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন (৩।১০)—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তৎপর জ্ঞানযোগের পথে যাইবার উপযোগিতা হয়। এজন্য তীর্থযাত্রাদিতে যে চিত্ত-সংযম, দেবপূজন ও দান-ধ্যান করা যায় তাহার প্রয়োজন আছে, উহা ব্যর্থ নহে।

মৃত্যু

আমাদের এই দেহখানি পঞ্চকোশাত্মক। যেমন নারিকেলের উপরিভাগ পাতলা এক পালিশ আবরণ দ্বারা আবৃত হয়; তন্নিম্নে ছোব্‌ড়া, তন্নিম্নে

মালাই, তাহার নীচে সাদা কঠিন নারিকেল, তাহাতে জল স্থিত তন্মধ্যে প্রাণযুক্ত ফোঁপর বা শ্বাসটী থাকে। তেমনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ পাঁচটীর মধ্যে প্রাণ বা জীবাত্মা বাস করেন। যাহা চিতাগ্নিতে দগ্ধ হয় তাহা অন্নময় কোশ, তাহার পর বায়ুময় কোশ যাহাকে প্রাণময় বলে, কেননা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ প্রকারের বায়ুর ক্রিয়া দেহে পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর মনোময় কোশ—মন যাহা দ্বারা চিন্তা করে, স্মরণ রাখে, যাহা সঙ্কল্প-বিকল্প করে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ মনসহ কাজ করে। মন সঙ্গী না হইলে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য চলে না। অকারণ মন সদাই চঞ্চল। তৎপর বিজ্ঞানময় কোশ অর্থাৎ বুদ্ধি যাহা মনের উত্থাপিত বিষয় বিচার করিয়া ভালমন্দ সাব্যস্ত করে। তৎপর আনন্দময় কোশ—আনন্দময় কোশের নামান্তর কারণ শরীর। উহা ভেদ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দ ফুটিয়া থাকে এজন্য আনন্দময় কোশ বলে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশত্রয়ের একত্র নাম সূক্ষ্ম শরীর। এই যেমন একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শীতের সময় দেহকে প্রথম গেঞ্জি দিয়া আবৃত করে, তৎপর সার্ট পরিধান করে, তৎপর ওয়েষ্ট কোট পরে, তাহার উপর কোট এবং সেই কোটের উপর আল্‌ষ্টার বা ওভার কোট পরিয়া থাকে। এমনি যেমন সর্ব্ব বহিঃস্থ আবরণ আলষ্টার সবচেয়ে বৃহৎ ও মোটা হইয়া থাকে, তেমনি আমাদের দেহী পাঁচটী আবরণ ধারণ করেন। অন্নময় কোশ আলষ্টার-জাতীয়। আলষ্টার ফাটিলে বা নষ্ট হইলে আর চারিটীর দ্বারাই ভদ্রতা রক্ষা হয়। তেমনি দেহীর বহিরাবরণ অন্নময় কোশ নষ্ট হইলে অপর চারিটী কোশ বা দেহ দ্বারাই লোকে স্বর্গাদিতে ভদ্রতা রক্ষা করেন। এই অন্নময়ের নাশ বা ত্যাগকেই সাধারণতঃ মৃত্যু বলে। মৃত্যুটা বস্তুতঃ মূর্চ্ছাজাতীয় ব্যাপার। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা সংবাদে প্রশ্ন করিয়াছেন নচিকেতা—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস্যা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

যম বলিয়াছেন—

মরণং মা অনু প্রাক্ষীঃ হন্তত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ২।২।৬

(যস্ত অবিজ্ঞানাৎ চ মরণং প্রাপ্য) যাহা না জানিয়া মরণ হইলে আত্মার কি গতি হয় তাহা বলিতেছি। আর জানিয়া মরিলে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহদ্বয়

"তত্রৈব সমবনীয়ন্তে ন উৎক্রামন্তি" (বৃ আ ৩।২।১১)। ইহাই নচিকেতার যে মরণের পর জ্ঞানীর দেহত্রয় নাশ পায় ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ মহান্ ব্রহ্মে জীব একীভূত হইয়া যায়। আর অজ্ঞানীর দেহদ্বয় উৎক্রমণ করিয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে। মৃত্যু বা চিরতরে নাশ জ্ঞানীর দেহত্রয়ের ঘটে, অজ্ঞানীর স্থূলের নাশ মাত্র হয়। কর্ম্ম ফলে নানা দেহ চৌরাশী লক্ষ দেহ প্রাপ্ত হয়। বাঙলায় একটি গান আছে তাহাতে বলে—

"আমি যদি মরি ও হরসুন্দরী
দুর্গা নাম আর কেউ লবে না।"

যতক্ষণ দেহে আমি অধিষ্ঠিত থাকেন ততক্ষণ বলাবলি জপ-ধ্যানাদি। আমি (জীবাত্মা) মরি অর্থ কি? জলে যেমন বুদ্‌বুদ্ উঠে তেমনি কারণ সলিলেও বুদ্‌বুদ্ উঠে। বুদ্‌বুদ্ অর্থ এক বায়ুকণা জলের আবরণে আবৃত হইয়া ফাটকে আটক হয়। যখন সেই জলীয় আবরণ ফাটিয়া যায় তখন সেই ক্ষুদ্র বায়ুকণা মহান্ বায়ুতে একীভূত হয়। তেমনি কারণ সলিলে যে বুদ্‌বুদ্ উঠে তাহাতে এক ক্ষুদ্র প্রাণবায়ু-কণা ফাটকে আটক হয়। পঞ্চকোশাত্মক দেহই সেই বুদ্‌বুদ্। দেহত্রয় ফাটিলে সেই ক্ষুদ্র প্রাণবায়ু-কণা মুক্ত হইয়া মহান্ আত্মায় একীভূত হইয়া যায়। তাই ক্ষুদ্র প্রাণবায়ু-কণার ফাটলরূপ আবরণ ভেদ হইলেই জীবাত্মা বা আমির মরণ ঘটে। "আমি" যখন মহানে একীভূত হয় তখন আর কে কাহাকে বলিবে? কে কাহার নাম লইবে? সুতরাং আমির মরণে দুর্গানাম লইবার কেহ থাকে না। যতবার জন্মে ততবার নাম জপাদি করে। যখন আমিটা মরে তখন দ্বিতীয় না থাকায় অন্য কেহও নাম লইবার থাকে না।

বনে ফুল ফুটে

বনে ফুল ফুটে। তাহার সৌন্দর্য্যের কোন দ্রষ্টা থাকে বা না থাকে। সুগন্ধ ছড়ায় কেহ আঘ্রাণ করে বা না করে। আবার কিছুকাল পর আপনি ঝরিয়া পতিত হয়। কেন এমনটি হয়? জ্যোতিষগণ বলেন, এই সূর্য্য কুজ্ঝটিকাবৎ নেবুলা হইতে ফুটিয়া বাহির হয় আঁধার নাশে জগৎকে আলোকিত করিয়া নন্দিত করে। আবার শৈত্যসংযোগে সংকুচিত হইয়া তেজোহীন হয়। কেহ কেহ বলেন এই যে নভেম্বর মাসে নক্ষত্রপাত ঘটে, উহা মৃত সূর্য্যের পৃথিবী সন্নিহিতে শেষ লয় প্রাপ্তি ঘটে। তেমনি বালক ভূমিষ্ঠ হয় বা ভূমিতে ফুটিয়া উঠে, কিয়ৎকাল কলেবর বৃদ্ধি সহ কিছু করে আবার লয় প্রাপ্ত হয়। কেন হয়?

ছত্রাক ভূমি হইতে ফুটিয়া বাহির হয়, ছত্রাক শুভ্র শ্বেত স্তম্ভবৎ, তাহার উপরি ভাগে শ্বেতবর্ণ ঝুল ঝুলিয়া থাকে, কয়েক ঘণ্টা অতীতে ভিতর হইতেই বিস্ফোরক কোন দ্রব্য বহির্গত হয় এবং উহা ফাটিয়া কাল কাল টুকরায় পরিণত হয়। কেন এমন হয়? ময়ূরী ডিম পাড়ে তাহার কোনটা ফাটিয়া পেখমধারী ময়ূর হয়, কোনটা আবার পেখমহীন ময়ূরী হয়। কেন এমন হয়? পুরাণে দেখিতে পাই, গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়ীতে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ছিল। কৃষ্ণ দধিভাণ্ড ভগ্ন করায় যশোদা শাসনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত বৃক্ষে দড়িদ্বারা বাঁধিয়া রাখেন। কৃষ্ণ সেই বন্ধন দশা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য দড়ি টানিতে থাকেন। তাহার ফলে উক্ত যমলার্জ্জুন বৃক্ষটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইতে নল-কুবর নামক যক্ষদ্বয় বহির্গত হইয়া—কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্থাবর যোনি হইতে মুক্ত করায়—স্তব করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এখানে দেব-যোনি যক্ষদ্বয় বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হন জানা যায়। এমন হয় কেন? উত্তরে অনেক মনীষী বলেন—নাশবান্ প্রাক্তন কর্ম্মফলে নশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন ভোগ দ্বারা নাশ পাইলে নশ্বর দেহ ত্যাগে স্বধামে চলিয়া যায়। অন্যে বলেন—নাশত্বের বৈচিত্র্যেই সৃজন-কর্ত্তার মহিমা প্রকাশ পায়। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির ধারণার্থ এই সকল দ্রষ্টার সামর্থ্য জন্মে। কেহ বলেন—ইন্দ্র মায়া জন্য বহু বলিয়া প্রতীত হন। যেমন একখানি আয়নার তরঙ্গায়িত কোন অংশ সমান, কোন অংশ তেরছা কাটা, যদি তাহাতে কেহ মুখাবলোকন করেন তবে একই সময়ে সেই আয়নায় আপনার পাঁচ প্রকার প্রতিকৃতি দর্শন করেন। মুখাবয়ব তাঁহার একপ্রকার হইলেও প্রতিবিম্বে নানাত্ব দৃষ্ট হয়। কোন পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইলে সেই পুকুরের জলে তাহার তটস্থিত তাল-তমালাদি বৃক্ষের যে ছায়াপাত হয় তাহা সরল বৃক্ষের সরল প্রতিবিম্বই দেখা যায় কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ জলে তরঙ্গ উঠে তবে বৃক্ষের প্রতিবিম্বে উক্ত তরঙ্গ জন্য বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই ভাষান্তরে বহিরাগত উপাধিযোগে বিকৃতি ঘটে বলেন।

বনে ফুল ফোটে সুগন্ধি ছড়ায় তাহার জন্য বনে ভোগী সর্প, মধু-মক্ষিকা আদি—বনফুল খোঁপায় ব্যবহারার্থ আদিবাসী স্ত্রীগণকেও সৃজন করে। সুকৌশলে রচিত সৃষ্টি ব্যর্থ যায় না।

কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণের গলে বনমালা শোভা পায় তাহা বনফুলের মালা। ইহা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কারণ ভগবৎপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট বিবৃত রহিয়াছে—"স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।"

উহা মায়া নাগিনীর নাগপাশ মাত্র, মালাই নহে। মালা অর্থ সমূহ। বহু ফুল বা দানা সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইলে তাহাকে মালা বলে। যেমন ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন—

"কেন এত ফুল তুলিলি সঙ্গনি, যতনে ভরিয়া ডালা।
আর না পরিব গলে ফুলহার কেনলো তুলিলি—ভূষণ লতার।
অলি বঁধূ তার—কে আছে আমার,
আমি অভাগিনী ব্রজের বালা।"

গোপাল তাপনীয় উপনিষদেও বলে—তাঁহার কণ্ঠ অজয়া মায়ায় আক্রান্ত, বনমালায় শোভিত নহে।

কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম

ইন্দ্রিয়-নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে। যেমন চক্ষের পলক পড়ে তাহাও কর্ম্ম। নিশ্বাস বয় তাহাও কর্ম্ম। মলমূত্রাদি ত্যাগও কর্ম্ম। বালক অঙ্গুলি মুখে দেয় তাহাও কর্ম্ম। কোন কর্ম্ম ব্যর্থ যায় না। যেমন একটি বালক পুকুরের পাড়ে খেলিতেছিল সে একটি ঢিল পুকুরে ছুড়িয়া মারিল। সেই ঢিলটি যেখানে পতিত হয় তথায় যদি কোনও ক্ষুদ্র মৎস্য বা ব্যাঙের বাচ্চা থাকে তবে সে আঘাত পায়। তাহা হিংসাত্মক কার্য্য। যদিচ বালকের চিত্তে হিংসা-অহিংসা বুদ্ধি জাগে নাই। লোকে মাটী তুলিয়া গর্ত্ত করে ভাল জলের জন্য। ঢিল ছোড়ায় গর্ত্তের কিয়দংশ ভর্ত্তি হওয়ায় পুকুর খননের যে উদ্দেশ্য তদ্ বিপরীত কর্ম্ম সম্পাদিত হইল। জলের স্থিরতা নষ্ট হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। সেই তরঙ্গ পুকুরের পাড়ের মাটীতে আঘাত দিল। তথায় সে মৃত্তিকা চূর্ণীকৃতা ছিল তাহা তরঙ্গাঘাতে পুকুরে নিপতিত হইয়া ভরাট হইল। যদি তীরস্থ মৃত্তিকা কঠিন হয় তবে সেই মৃত্তিকা তরঙ্গের আঘাতে আঘাতিত হইয়া তৎপার্শ্বস্থ মৃৎপিণ্ডকেও আলোড়িত করিল বলিতে হয়। বালক কি কর্ম্ম করিল তাহা সে কি জানে? গীতায় ২।৪৭ শ্লোকে বলে—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভুর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

বালক যেমন কোন কামনা বাসনা বা ফলাকাঙ্ক্ষা করতঃ কর্ম্ম করে নাই। তেমনি অর্জ্জুনকে ভগবান বলিয়াছেন—তোমার সহজাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। "যজ্ঞার্থাৎ

কর্ম্মাণোহন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" অকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গ করিও না। এখানে অকর্ম্ম নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য পরবশে কর্ম্ম না করিয়া অবস্থিতিকে লক্ষ্য করিতেছে। যেমন কুম্ভকর্ণ কেবল নিদ্রা যায়। সুষুপ্তি ধ্যানসমাধিকেও অকর্ম্ম বলা যায়। যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় তাঁহাদের মধ্যেও দেখা যায় যদি কাহারও ভাব হয় তাহা উল্লম্ফনযুক্ত কীর্ত্তন অপেক্ষা উচ্চাবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। ভাবের সময় মন ভগবানে লাগিয়া থাকে, দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হয়। সুতরাং নিস্পন্দভাবে ধ্যান-ধারণা দেহাদি অঙ্গ সঞ্চালনযুক্ত কীর্ত্তন অপেক্ষা উপাদেয়। যজ্ঞার্থাৎ ইত্যাদি অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয়। বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ। বিষ্ণুই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। সেই বিষ্ণুপদ লাভার্থ যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর্ম্মাত্মক যজ্ঞ তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। গীতায় পুনঃ বলিয়াছেন—"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেন ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" এজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে 'অকর্ম্মে কর্ম্ম' অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা এবং কর্ম্মে অকর্ম্ম, অর্থাৎ অকর্ত্তব্যতা দর্শনই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অন্যত্র বলিয়াছেন—'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং তামাহুঃ পরমাং গতিম্। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥' কর্ম্মনাশী জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়া নিদ্রালস্যে দিন কাটান মূঢ়তা। আবার কেবল রজোগুণের বশে কর্ম্মপরায়ণ হওয়াও শ্রেয়ঃ নহে। কাম ক্রোধ লোভ বশে লোকে স্ত্রী অন্নপানাদি আপাততঃ মনোরম পদার্থের জন্য সময় ক্ষেপণ করে। তাহা অপেক্ষা—সত্ত্বগুণের যাহাতে বৃদ্ধি ঘটে—তদ্রূপ আহারাদি শুদ্ধ করতঃ চিত্তশুদ্ধি করাই মানবের কৃতকৃত্যতার পথ সুগম করে।

গুরু পূর্ণিমা

অনেকে গুরু পূর্ণিমায় উৎসব মানা কেন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পুর্ণিমা অর্থ চন্দ্রের ষোলকলাতে পূর্ণতা ঘটে যে তিথিতে তাহাই বুঝায়। পুর্ণিমা পূর্ণতা প্রাপ্তির তিথি। অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান মানবের যেদিন পূর্ণতা লাভ ঘটে সেইদিনই তাহার পক্ষে পুর্ণিমা। সেই পূর্ণতার দিন যিনি ঘটান তাঁহাকে গুরু বলে। শ্রুতি বলেন—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং। অল্পে সুখ নাই। বৃহৎ যে ভূমাখ্য ব্রহ্ম তিনিই সর্ব্ব সুখের আকর। তাঁহার প্রাপ্তিতেই মানবের পূর্ণতা-প্রাপ্তি। এবং তাহা গুরু-কৃপায় ঘটিয়া থাকে। গুরু অর্থ কি? গু অর্থ হৃদি গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন, রু অর্থ প্রকাশ করা; যিনি জ্ঞানের বাতি জ্বালাইয়া দিয়া সেই হৃদয়স্থ তিমির নাশ করেন। যেমন সূর্য্যোদয়ে নিশার গাঢ় আঁধার দূরীভূত

হয় তেমনি হৃদির অন্ধকার জ্ঞানালোকে দূরীভূত হইয়া থাকে। হিন্দিতে এক দোহা আছে তাহাতে বলে—"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতায়ে জ্ঞান করে উপদেশ। কয়লাকে ময়লা নাহি রহে যব্ আগ্ করে পরবেশ। গুরুকে শরণহি আওয়ে— তব্ হি উপজয়ে জ্ঞান। তিমির কহে:—কেইসা রহে যব্ প্রকট্ হই ভান্।"

নারায়ণ বিষ্ণুই স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ আদি-অনাদি-মধ্যান্ত-বিহীনমেকং। যাহা হইতে নিঃশ্বাস মারুৎ বৎ বেদের আবির্ভাব ঘটে। সেই নিত্য সত্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শ্রুতিই তাঁহার বাণী যাহা তাঁহা হইতে পদ্মনাভ ব্রহ্মা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা হইতে তাঁহার মানসপুত্র বশিষ্ঠ সেই জ্ঞান লাভ করেন। বিদ্‌জ্ঞান হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বেদ অর্থ জ্ঞানরাশি। মহর্ষি বশিষ্ঠ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত মন্ত্র দিব্যচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

বাল্মীকি বা ব্যাসের ন্যায় নিজে নিজে বুদ্ধিপুর্ব্বক বেদবাক্য রচনা করেন নাই। বুদ্ধিপুর্ব্বক যাহা রচিত হয় তাহা বৈকারিক জন্য ভ্রান্তিপুর্ণ হয়। যেমন গীতায় (১৩।৫, ৬) ভগবান্ বলিয়াছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥

বৈকারিক ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি নির্ব্বিকার পুরুষের খবর করিতে সক্ষম নহে। এজন্য তদতিরিক্ত শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। তৎপুত্র শক্ত্রিও বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। শক্ত্রি-পুত্র পরাশরও বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। পরাশর-তনয় বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদের মন্ত্র বিভাগ কর্ত্তা। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্বাদি বিভাগ করেন, তাহার জন্যই নাম বেদব্যাস। ব্যাস অর্থ বিভাগকারী। ইনি কলিযুগের অল্পবুদ্ধি অন্নগতপ্রাণ জীবগণের হিতার্থ বেদের পঠন-পাঠনে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুগণের জন্য মহাভারত প্রণয়ন করেন, তাহা ভাগবৎ পুরাণের ১।৪।২৫ শ্লোকে বর্ণিত আছে। পুরাণ গ্রন্থে পুরুষের মহিমা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত বর্ণনায় পূর্ণ। তাহাও বেদব্যাস রচিত। সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, পুর্ব্ব-মীমাংসা, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, পাশুপত, বৌদ্ধাদি মতবাদের দ্বারা যে দ্বৈতবাদ স্থাপিত তাহার খণ্ডনে অদ্বৈত বেদান্তবাদের স্থাপনার্থ বেদান্তসূত্র লিখিয়া গিয়াছেন। এজন্য তিনি জগদ্‌গুরু বলিয়া

গৃহীত। তাঁহারই জয়জয়ন্তী আষাঢ়ের শুক্ল পৌর্ণমাসীতে মানা হয়। আধুনিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতবাদ যাহা বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত, অচিন্ত্য ভেদাভেদাদি বলিয়া উল্লিখিত তাহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। ব্যাস পুরাণ-বক্তা জন্য সকলেরই গুরু। এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া সকলে মান্য দিয়াও থাকেন। এই জগদ্গুরুর উক্ত গ্রন্থাদি কালে বৌদ্ধাদির প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইলে ভট্ট কুমারিল ও আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধগণকে তর্কে নিরস্ত করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান যে গীতা অর্জ্জুনকে প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন ব্যাসদেব তাহাও শ্লোকে নিবদ্ধ করতঃ মহাভারতান্তর্গত করিয়াছিলেন। সেই বেদান্তসূত্র ও গীতার পুনঃপ্রচারের জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। ইনি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার পরমায়ু মাত্র ষোড়শ বর্ষ ছিল। ব্যাসদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া ঐ প্রস্থানত্রয়ের প্রচারার্থ শঙ্করের আয়ু আরও ষোড়শ বর্ষ বর্দ্ধিত করিয়া দেন। তাহাতে শঙ্কর সর্ব্ব ভারতব্যাপী ভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রচারে সক্ষম হন। ইহাও ভারতবাসীর ও জগতের হিতার্থ ব্যাসদেবের দান। এজন্য তিনি পূজ্য। ব্যাকরণ শব্দের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন করতঃ এই উভয়ের যোগজ অর্থ প্রকট করেন তাহাকে যৌগিক অর্থ বলে। পশ্চাৎ সেই যৌগিক অর্থকে লক্ষণাদি দ্বারা ঈষৎ বিশদর্থে প্রয়োগ করিলে তাহাকে যোগরূঢ়ী বলে। পশ্চাৎ সেই বিশদর্থকে সঙ্কীর্ণ করতঃ কোন অর্থে রূঢ়ী করা হইয়া থাকে। যেমন গম্ ধাতুর উত্তর ডোচ্ প্রত্যয় করিয়া গো শব্দ নিষ্পন্ন, তাহাতে যৌগিক অর্থ হইল গমনশীল। যাহা যাহা গমনশীল তাহাই গো শব্দ বাচ্য। তাহাতে প্রাণী মাত্রই গো শব্দ বাচ্য হয়। কেবল তাহাই নহে। বেদাদি শাস্ত্রে গো শব্দে যে বাণী ব্রহ্মে গমন করায় তাহাও গো। যেমন গোবিন্দ শব্দ। গোভির্বিন্দতে ইতি গ্োবিন্দ। এখানে যোগরূঢ়ী হইয়া বেদান্ত বাক্য গো। সূর্য্য গমনশীল, পৃথিবী গমনশীলা, তাহাও গো শব্দ বাচ্য। বৃষ্টির জল মেঘ হইতে পৃথিবীতে গমনশীল জন্য গো শব্দ বাচ্য। সোমলতার রস চোয়াইয়া কলসীতে গমন করে এজন্য গো। সূর্য্য-কিরণ সূর্য্য হইতে লোকান্তরে গমন করে এজন্য গো। পশ্চাৎ উহা গল-কম্বল বিশিষ্ট পশুতে রূঢ়ী হইয়া এখন গো বলিতে গরু বুঝায়। তেমনি গুরু পূর্ণিমার গুরু শব্দ ব্যাসে রূঢ়ী। পশ্চাৎবর্ত্তী কালে ভট্ট শিষ্য প্রভাকর যিনি গুরুমত খণ্ডন করেন, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে এখন কোন কোন গ্রন্থে প্রভাকরকে গুরু বলিয়াছেন।

বেদের ব যিনি জানেন না এমন ধারাপাত ও ক খ শিক্ষককেও গুরুমহাশয় বলা হইয়া থাকে। শ্রুতি অনুযায়ী যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই গুরু। শ্রোত্রীয় অর্থ যিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ যিনি জ্ঞানকাণ্ডে নিপুণ। এই উভয়বিধ বেদজ্ঞই গুরুপদ-বাচ্য হন। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, তথায় শিষ্য ব্রহ্মচর্য্য পালনে গুরুর সেবায় নিরত থাকিতেন; এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গীতায় শেষ ভাগে (১৮।৬৭) পুনঃ বলিয়াছেন।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

যিনি গুরু-শুশ্রূষা অর্থাৎ গুরু-সেবা করেন না তিনি গীতা শুনিবার অধিকারী নহেন। তাই উত্তরাখণ্ডে বলে।

"গুরুদেব বিনা নহি ভাগ জাগে,
গুরুদেব বিনা নহি প্রীতি লাগে।
গুরুদেব বিনা নহি শুদ্ধ হৃদম্।
গুরুদেব বিনা নহি মোক্ষপদম্।

যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী, বঙ্কিম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় তেমনি মহাকাব্য-প্রণেতা মহাকবির জয়ন্তী অনুষ্ঠেয়।

বিবাহ

স্মৃতিশাস্ত্রে বিবাহ প্রকরণকে উদ্বাহ-তত্ত্ব বলে। ব্যাকরণ মতে বিবাহ অর্থ বিশেষ প্রকারে বহন বুঝায়। বাহ বহনকারীকে বুঝায় যেমন কঠ শ্রুতিতে "তবৈব বাহা তব নৃত্য-গীতে"। কন্যা পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণান্তর মাতা পিতা দ্বারা প্রতিপালিত হয়। অর্থাৎ পিতামাতাই তাহার ভার বহন করেন। স্মৃতিতেও বলে 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্দ্ধক্যে চ সুতো রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥' বিবাহ অর্থ বর কন্যার ভার বহনে দৃঢ় চিত্ত। উদ্বাহ অর্থ উৎ উর্দ্ধে বহন করে। শাস্ত্রে বলে—পুন্নামনরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবঃ॥ পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতৃগণের আনন্দের কারণ হয় যে তাঁহারা পিণ্ডতর্পণাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুত্র পাশ্চাত্য দেশেও চায়, বলে Barrenness in wedlock life is distress. বিশেষ ফ্রান্স ও জার্মানির ইতিহাস বলে দেশের জন্য পুত্র চাই। হিটলার

ordinance জারী করিয়া ত্রিশ লক্ষ অবিবাহিত যুবা ও ত্রিশ লক্ষ অবিবাহিতা যুবতীর বিবাহ কমিশন নিযুক্ত করিয়া তিনমাসে পরিসমাপ্ত করেন। ফ্রান্সে বিবাহ না করিলে যুবক যুবতীকে supertax দিতে হয়। বিবাহ করিলে সেই tax মাপ হয় এবং দুটী পুত্র উৎপাদন করিলে একটির সমগ্র ভার দেশ বহন করে, অন্যটীর জন্যও কিছু tax মাপ করা হয়। বীর পুত্র না থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল শত্রু হইতে দেশরক্ষায় উপায়ান্তর নাই। ফ্রান্স তিনবার জার্ম্মান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই আইন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আশ্বিন মাসে যে দুর্গাপূজা হয় তাহার অষ্টমীর দিন স্ত্রী-পুরুষ উপবাস করে বীর পুত্রের জন্য ; উহার নাম বীরাষ্টমী। পুত্রের প্রয়োজন জন্য যৌন সম্বন্ধ অচঞ্চল করার জন্য বিবাহ প্রয়োজন। গর্ভ অরক্ষণে অভ্যস্তা বেশ্যাতে যৌন সম্বন্ধ করিলে পুত্রলাভের সম্ভাবনা নাই। পুত্র আমার চাই, এজন্য পুত্রের গর্ভধারিণীকেও চাই। পুত্রের গর্ভধারিণী সহ সহমত না হইলে পুত্র নাও মিলিতে পারে। স্ত্রীকে এ দেশে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে। তাহার কারণ—দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর একক থাকিতে সুখী হয়েন নাই, এজন্য নিজ কলেবর বৃদ্ধি করতঃ তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ পতি ও পত্নীর উদ্ভব ঘটে (বৃ আ ১।৪।৩)। অপৃথকে পৃথগ্‌বৎ ব্যবহার মাত্র। সেই মন্ত্রটী এই—স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমামেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্য-স্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥

দুই মিলিয়া এক দেহ যেমন দ্বিদলমিব। যেমন ডাইল দ্বিদলবিশিষ্ট হয়। তেমনি স্বামী স্ত্রী। দুইয়ের সম্পরিষিক্ত অবস্থায় সঙ্গম-ফলে স্ত্রী গর্ভ ধারণ করেন। উভয়েরই পুত্র সম্পদ। সেই পুত্র সম্পদের সংরক্ষণার্থ দুইয়ের একতা। যেমন ঋ ১০।৮৫।৪৭ বলে।

সমং জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সংমাতরিশ্বা সংধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥

যজমান যজমানপত্নী মিলিয়া যজ্ঞ করেন। পত্নীহীন হইয়া যজ্ঞ করা যায় না। রামায়ণে দেখিতে পাই—শ্রীরামচন্দ্র নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করার জন্য গিয়াছেন। ঋত্বিগ্‌গণ দেখিলেন সীতা সঙ্গে নাই, তখন তাঁহারা রামকে বলিলেন—পত্নী লইয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। যদি সীতা না আসেন, আপনি কোন রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সপত্নীক হইয়া যজ্ঞ করুন। রাম বিবাহ করিতে নারাজ, সীতা আনিতেও

নারাজ। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বন্ধ করিতে বলিলেন। তখন রাম মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। মহর্ষি নির্দ্দেশ দিলেন সোনার সীতা বামে করিয়া যজ্ঞ করিতে। তদনুসারে স্বর্ণ সীতা সহ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল। সপত্নী যজ্ঞ-দানাদি দ্বারা দেবার্চ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া উৎ উর্দ্ধস্থ স্বর্গাদিতে গমনে স্বর্গীয় ভোগ সম্পদ মিলে। স্বর্গভোগেও সঙ্গী চাই। ইহলোকের সঙ্গী সহ গেলে স্বর্গভোগে সঙ্গীর অভাব ঘটে না। সঙ্গ সুখ সার সংসার। অর্জ্জুন সঙ্গহীন রাজ্যভোগ চাহেন না ইহা স্পষ্টভাবে গীতায় উল্লিখিত আছে।

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।

বানরাদিতেও স্ত্রী নির্দ্দিষ্ট থাকা দৃষ্ট হয়। মনুষ্য মাত্রেরই বিবাহ করিয়া পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করার বিধি পরিদৃষ্ট হয়। বাইবেলে বলে, এডামের বামপার্শ্বস্থ অস্থিদ্বারা ঈশ্বর ইভের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া যৌন সম্বন্ধ দ্বারা পুত্রোৎপাদনার্থ প্রদান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও লিখে, শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া রাধা বহির্গত হন ও কৃষ্ণের প্রাণস্বরূপা হন। লোকে ধন-সম্পত্তি বাগানবাটী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন স্বীয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য। ভূত বা পুত্রোৎপত্তি ভাব ও পৌত্রাদি দ্বারা শ্রীবৃদ্ধিকে উদ্ভব বলে। গীতায় অর্জ্জুনের কর্ম্ম কি? প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন—'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।' ভূতের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (শ্রীবৃদ্ধি) যাহাতে করে সেই জন্য যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ তাহাকে কর্ম্ম বলে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে এই জন্যই যজমান পত্নীর আদর। পুং গর্ভ-ধারণোপযোগী যন্ত্রাদিবিশিষ্ট নহে। স্ত্রীতে ঈশ্বর গর্ভ ধারণ ও পোষণের উপযোগী যোনি-স্তনাদি করিয়া দিয়াছেন। উভয় মিলিলে তবে পুত্ররূপ রত্নলাভ ঘটিবে। বিবাহ সেই মিলনের ব্যাপারটিকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সমাবেশের পাকা রকমের বন্দোবস্ত মাত্র। যে স্ত্রী গর্ভধারণ করেন তাঁহারই স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে। দুগ্ধরূপ অমৃত ধারা ব্যতীত সন্তান বাঁচিতে পারে না। কেবল নরে নহে, পশুতেও স্তনধারা বহে। এই বিবাহ ভেদে অভেদের সৃজন-কারক। একতায় সুখ, ভেদে দুঃখ। এই দুইজনের একতা হইতে ক্রমে সর্ব্বজনের আত্মৈকত্বের বিকাশ সম্ভবে, যাহা মানবজীবনকে কৃতকৃত্য করে। পুত্রাদিতে আমার দেহাংশ বৃদ্ধি না করিয়া একই বৈশ্বানর সর্ব্বদেহের রক্ষকরূপে স্থিত, সেজন্য তাঁহার সেবা পূজন কর্ত্তব্য। উদরস্থ খাদ্যসামগ্রীকে অস্থিমাংসাদি নয় ভাগে

বিভাগ করিয়া যে বৈশ্বানরদেব সর্ব্বদেহের রক্ষক তাঁহারই সেবক আমরা—এহেন বুদ্ধি মিলনের বিশেষ হেতু হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যাঁহাদের চিত্ত ঊর্দ্ধেই স্থিতিশীল, যাহাকে গীতার ভাষায় স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়াছে, তাঁহাদের অসঙ্গের ধারায় সঙ্গপ্রিয় হইতেই হইবে এমন নিয়ম নাই।

সমাজ

ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—Society, friendship and love, divinely bestowed upon man. অর্থাৎ সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ঈশ্বর কর্ত্তৃক মানুষকে বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং উহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান স্বীকারে উহাই মানবজীবনের যথাসর্ব্বস্ব ও উহাতেই জীবন ক্ষয়ে মনুষত্ব বলা যায়। ঈষৎ চিন্তা করিলে উহা ইন্দুর, বানর, মৌমাছি, পিপীলিকাতেও দৃষ্ট হয়। চড়াই, কাক কবুতরাদি পক্ষীতে সামাজিকতা আছে স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং উহা প্রাণী সাধারণের জন্য, নরের বিশেষ অবদান এমন কিছু নহে। সঙ্গী সুখের অন্তর্গত। এই যে লোকে চিড়িয়াখানায় যায়, হাতী বানরকে কলা চানা খাওয়ায় তাহাতে কি প্রীতি লাভ সঙ্গ সুখ নাই? যাহার সামর্থ থাকে সে হাতী, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, হরিণ, কুকুর, বিড়াল পোষে, তাহাদের সঙ্গ জন্য সুখ পায় বলিয়া পোষণ করে। তোতা, ময়না, কাকাতুয়া, ময়ূরাদি পক্ষী পালন করে, পুকুর নানা প্রকার হংসাদি দ্বারা কলরবযুক্ত করে তাহাও সঙ্গসুখকারক বলিয়াই করে। ভাল ভাল গাছ বপন করে তাহাদের রূপাদি দর্শনে তৃপ্তিলাভ হয় কি না? এবং তাহা সঙ্গসুখ কি না? কেহ যদি বাগানের কোন বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গে তাহাকে গালি মন্দ দেয় কি না? উহাদিগকেও আপনার বলিয়া মমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত হয় কি না? Agriculture, horticulture, ইত্যাদি culture সমাজের উন্নতিজ্ঞাপক হয়। আমার বাড়ী আমার বাগান বলিয়া কত অহঙ্কার, কত আদর আপ্যায়ন। যিনি এই সকলের মধ্যে থাকিয়া আহার্য্য পাচন করতঃ কলেবর রক্ষা করেন তাঁহার একত্ব নিরপেক্ষত্ব চিন্তায়ও আনন্দ মিলে। সব সমান যত্ন চায় না পায়ও না ইহাও ঠিক্। কুকুর কোলে লাটপত্নীকে কি কেহ অবজ্ঞা করে? মিনিকে কোলে করতঃ বালকের কত আনন্দ! এই সব society, friendship and love এর অন্তর্গত কি না?

সম+অজ=সমাজ—যথায় সর্ব্বত্র অজ আত্মার সমত্ব বিরাজিত। দেহীরই সমত্ব, দেহের নহে। দেহের বিভিন্নতা বৈষম্য লইয়া সৃষ্টি। সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য-

যুত। যেমন একটি সর্ষপ দানা নিটোল গোল লাল চোচরা বিশিষ্ট, পিষিলে তেল-খল মিলে। তাহা মৃত্তিকায় বপন করিয়া দুদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে দেখা যায় উহার লাল চোচরাটি অপগত, গোলত্ব অপগত। উহা ঈষৎ লম্বাকৃতি হইয়াছে, উহাকে পিষিলে তেল-খল মিলিবে না—আঁশ, রস মিলিবে। কেবল এই মাত্র বৈষম্যই ঘটে নাই। উক্ত লম্বাকৃতি মধ্যেও দুইভাগ হইয়াছে—একদিকে শ্বেতবর্ণ অপর দিকে সবুজ বর্ণ। কেবল বর্ণ-বিভেদ মাত্র নহে। শ্বেতাংশ মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, অপরাংশ তাহাতে অসমর্থ। সবুজাংশ আকাশ হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন টানিয়া নিয়া স্বকলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। শ্বেতবৎ রস টানিতে অক্ষম। এইরূপ বৈষম্যপ্রাপ্তির নাম অঙ্কুরোৎপত্তি বা অঙ্কুরের সৃষ্টি। এই বৈষম্যের হেতু মৃৎ, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সংশ্রবে আসিয়া সরিষা বৈষম্য-ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহারই নামান্তর উপাধি যোগে বিষমত্ব ঘটা। কোন দেহ হ্রস্ব, কোন দেহ বৃহদায়তন হয়। যেমন মশক ও হস্তী। উভয় দেহই পাঞ্চ-ভৌতিক। উভয়ে যে চৈতন্য কণা আছে তাহা একই। জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। কাহারও দেহ পোষণে মাংসাদি চাই, কাহারও উদ্ভিজ্জই যথেষ্ট। যেমন সিংহ ও হস্তী। দেহ স্থূল ও সূক্ষ্ম হয়। দেহী চিন্ময় তাহাতে কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম দেহে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির স্থান। তাহার তারতম্য বশে যে বৈষম্য তাহা অনিবার্য্য। বুদ্ধি অধিক জন্য নেপোলিয়ান বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ হন, তাহার ছোট বড় ভ্রাতারা সেইরূপ হন নাই। এজন্য কেহ Prime Minister কেহ President হয়, কেহ Governor কেহ Governed, কেহ কেরানী, কেহ বা কুলী হয়। এই বৈষম্য সহই সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং সব সমান slogan মাত্র। কার্য্যতঃ সব ইতর-বিশেষ-যুক্ত হইবে। High and low হইবেই। কেহ plane চালক, কেহ plane যাত্রী হইবে। সমতা কথার কথা। তত্রাচ মুখে সব সমান বুলি বলিতেই হইবে। বলিবার সামর্থ্য থাকিলেও বলিতে বাধা হউক হাত তুলিতে সব সমান। এই তো সমতা হইয়া গেল। লোক বলে Golden mean। বৃক্ষ অতি উচ্চ হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া দেয়। মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষের শির ভাঙ্গে না। চোর সমাজের বড়ই উপকারক, কারণ সে ধনীর ধন অপসারিত করিয়া তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া দেয়। High low নিবারক। এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চোর না হইলেও তাহার High officerগণ যদি টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহাতে দেশ অতিশয় ধনী হইতে

পারে না। মধ্যবর্ত্তিতা রক্ষিত হয়। হিসাব-পরীক্ষক অল্পমতি জন্য চেঁচামেচি করেন। Nepotism একটা ধর্ম্ম, তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে কি? স্বসমাজ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের একসঙ্গে সুখ-দুঃখাদি ভোগের জন্য গঠিত হইয়া থাকে। সমাজের রক্ষার্থ প্রাণ দান অতি উপাদেয় গণ্য হয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সমাজও পরিবর্ত্তনশীল হইবে। পরিবর্ত্তন ভালর দিকেও হইতে পারে। কি যে ভাল আর কি যে মন্দ তাহা লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। রোমের ইতিহাসে দেখা যায় যে রোম তাৎকালিক বিভিন্ন ইতালীয় সমাজের হারাভেতে পলাতকগণের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। তাহাদের স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। লেটিনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের স্ত্রী কাড়িয়া রাখিয়া পুরুষগণকে বধ করতঃ রোমবাসী স্ত্রী-পুত্রাদি যুত হন। Roman সমাজে Patricians এবং Plebians, high and low দল হইয়াছিল। Plebianগণ অসঙ্গরূপ non-co-operation দ্বারা Patricians হইতে আপনাদের হক্ স্বত্ব আদায় করিয়াছিলেন। কালে রোম মিস্ট্রেস্ ওফ দি ওয়ার্লড হন। কোথায় সে রোম? ভেণ্ডাল ও গথ্ নামক অসভ্যগণ রোম দগ্ধীভূত করতঃ তাহার বিলোপ সাধন করে।

জগৎ অর্থ বিনাশশীল। পৃথিবীর লোকজন, ধন-ধান্য-পণ্য সবই বিনাশশীল। কোথাও সমবেত জনগণ সমাজবদ্ধ হয় আবার বিনাশ পায়; এজন্য যাহা সর্ব্ব প্রাণী সাধারণ অথচ বিনাশশীল তাহার জন্য সময় ক্ষেপ করা কেহ কেহ দোষাবহ মনে করেন। Eat drink and be merry, for to-morrow you may die। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। স্ত্রী অন্নপানাদি উপভোগার্থই মানব জীবন। যেন তেন প্রকারেণ সেই ভোগ্য ভোগই কৃতকৃত্যতা। যৌন সম্বন্ধ চাই। বিবাহাদির নিয়মাবলী মূর্খ-প্রণীত, তাহাতে আস্থা রাখাও মূর্খতা। সর্ব্বত্রই সমাজে সাঙ্কর্য্য নিবারণ জন্য বিধি-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড বা আমেরিকার সব হোটেলে non ইয়োরোপিয়ানের জায়গা হয় না। সকলকেই right of British citizenship or American citizenship প্রদান করা হয় না। বর্ত্তমান ভারতে সর্ব্ব জাতির সর্ব্ব ধর্ম্মের স্থান সমান যাহা secular শব্দে অভিহিত হয়। ইহার ফলে কি দাঁড়াইবে তাহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে নেতাগণ স্বধর্ম্মত্যাগী, যাহা বলেন যাহা করেন তাহাই শোভা পায়। রাজসভায় মেজরিটীর ভোট হস্তে থাকিলে কোন ভয় নাই। দেশে মেজরিটীর ভোট না থাকিলেও বিভিন্ন দলপতি সমবেত হইতে নারাজ জন্য অল্প ভোট যাঁহাদের তাঁহারাই শাসক হইয়াছেন।

উচ্চস্বরে স্বমত বলা দোষাবহ। Speak not raise the hand নীতিরই প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়াছে। বৈষম্য প্রকৃতি শাসন করেন। ১৭৮৯ খৃঃ রাষ্ট্র বিপ্লব ফরাসী দেশে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, Equality, Liberty ও Fraternityর ঝঙ্কারে জগৎ প্লাবিত হয়। ফলে নির্দ্দোষ রাজমস্তক গিলোটিনে দ্বিধা বিভক্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন কোর্সিকান যুবক ফ্রান্সের সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত। এমনই প্রকৃতির বিধান। সমতা মুখে বলা হয় কার্য্যতঃ অন্যরূপ দৃষ্ট হয়।

বিষয়

বিষ য যাহা তাহাই বিষয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে। বিষধর সর্প গন্ধপ্রিয়, গোরস (দুগ্ধ) প্রিয়, সর্পিনী সহ আলিঙ্গন প্রিয় এবং বংশীধ্বনি প্রিয় এজন্য সাপুড়ের হস্তগত হয়। মৎস্য গন্ধপ্রিয়, রূপপ্রিয় ইহারই জন্য ধৃত হয়। হস্তী বাদ্যপ্রিয় স্পর্শপ্রিয় বটে। স্পর্শ-সুখ লাভার্থ পালিতা স্ত্রী হস্তিনীর সঙ্গ লাভার্থ গিয়া শৃঙ্খল বদ্ধ হয়। মৌমাছি মধুপ্রিয় জন্য মধুপ নামে উক্ত হয়। সুতরাং শব্দাদি বিষয় প্রাণী সাধারণের উপভোগ্য। মনুষ্যও এই পাঁচটীর বিশেষ আদর জন্য যে দেশে যত শিল্পসম্ভার সকলি এই পাঁচটী লইয়া। কর্করী, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, ঢোলক, পাখোয়াজ, ডগি, তবলা একতারা, ত্রিতন্ত্রী, সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, ধীন, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, বংশী, ক্ল্যারিনেট, বেন্‌জো ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের এত প্রসার যে, ঐ সকল নির্ম্মাণ করতঃ বহুলোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যে গৃহে ইহার দুই চারিটী না থাকে সে অসভ্য বলিয়াই গৃহীত হয়। স্পর্শসুখের জন্যই আলিঙ্গন চুম্বনাদি। অমূল্য দেহকে শীত আতপ হইতে রক্ষার্থে কত প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হয়; বিজলীর পাখা, লেপ, তোষক, গদি, বালিশাদি সকলি স্পর্শসুখের আসবাব। রূপের প্রকাশক আলোক। অন্ধকারে রূপ ফোটে না। রূপই শোভার আধার। সেই জন্য শোভা বৃদ্ধির জন্য গৃহে দুইটী হাতীর দাঁত ঝুলাইতে হয় দুইটী বারশিং হরিণের শৃঙ্গ ঝুলায়। দুইটী মোড়ান মেষশৃঙ্গ ঝুলায়। দুইটী মহিষের শৃঙ্গ ঝুলায়। দুইটী রঙ্-করা পিত্তলের ঘড়া রাখে। দুইটী ছোট টেবিলে গ্লাস, কোচ দুইটী মিলিয়ে চার, তাজমহল রাখিতে হয়, তাহার একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত হইবে অপরটী শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত হইবে। বড় বড় অয়েল পেন্টিং, নগ্ন স্ত্রী মূর্ত্তি আদিও রাখিতে হয়। গৃহের পার্শ্বে টবে ফুল ও পাম গাছ, বারান্দায় ঝুলান রান্নাদি রাখিতে হয়। সবই শোভার্থ। রসের জন্যই গাধার খাটুনি

খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। একজন রেলের কুলী দিনরাত ডুমনী বস্তা টানে, যদি স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দেহে না থাকে তবে তেমন পরিশ্রমে সমর্থ হয় না। সেরভর বুটের ছাতু ও একটী কাঁচা লঙ্কা তাহার আহার্য্য। তাহাতেই সে স্বাস্থ্য শক্তি সামর্থ্য লাভ করে। বাবুদের পোয়াটেক্ ভাত খাইতে সিদ্ধ, ভাজা, সুক্ত, চচ্চড়ি, ডালনা, ডাইল, চপ্, ঘৃত বা মাখম, দধি, অম্ল, চাট্‌নি চাই, নতুবা ভাত পেটে যায় না। নানা রসের আস্বাদন সহ ভোজন করিতে কষ্টার্জ্জিত ধন ব্যয় হইয়া যায়। গন্ধ না পাইলেও কাহার কাহার জীবনযাপন হইয়া যায়। কিন্তু সাবান সুগন্ধ হইবে, জল সুগন্ধ হইবে, তরকারী সুগন্ধ হইবে, এসেন্স নানা প্রকারের চাই নতুবা তৃপ্তি হয় না। এই যে গন্ধাদি ইহা উপভোগ করিবার যাহার সামর্থ্য নাই সে যেন মনুষ্যই নয়। এই ভোগ প্রাণী সাধারণেরসহ সমতা আনয়ন করে। তাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় বলা চলে না। মনুষ্য মর্ত্ত্যলোকবাসী, সুতরাং জন্মিয়াছে মরিবার তরে। যেমন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—And like muffled drums are beating funeral marches to the grave। মনুষ্য মনে করে তদ্‌বিপরীতটী, যেন সে অমর হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যু অনিবার্য্য ইহা ভুলিয়াই বিষয়পঙ্ককে নিবদ্ধচিত্ত হয়। যদি কেহ বলেন যে আমরা হেথায় স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ্য পদার্থের ভোগার্থেই আসিয়াছি, তখন তাঁহাকে ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকার দিকে দৃষ্টি দিতে বলিবে। মনুষ্য খুব ফুলপ্রিয় দেখা যায়। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতার আসনে পদ্মফুল দেয়, দেবতার গলে মাল্য দেয়। পুষ্প দ্বারা দেবতার চরণ অর্চ্চন করে। ফুলমালা, ফুলের তোড়া, ফুলের আতর ব্যবহার করে। ফুলশয্যায় শয়নও উপাদেয় মনে করে। মানুষ ছনের বা টিনের ঘরে বাস করিয়াও ফুলশয্যাপ্রিয়। মধুমক্ষিকা ফুলের রেণু দ্বারা আপন গৃহ নির্ম্মাণ করে ও তাহাতে বাস করে, ফুলের মধু পান করে। আপনার পাখা বিশিষ্ট plane-এ চড়িয়া নানা স্থান ভ্রমণে আনন্দ ভোগ করে। ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই principle অদ্যাপি গ্রহণ করে নাই, হাজার একত্র বাস করে। তাহাতে সে মানুষকে পিছনে ফেলিতেছে। আবার মানুষ যেমন সঞ্চয়ী হয় মধুমক্ষিকাও তেমনি সঞ্চয়ী হয়। তাহাদের চাক ভাঙ্গিলে ১৫।১৬ সের মধু পাওয়া যায়। তাহারা বালবাচ্চা পোষণ করে, আত্মরক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে। ইহাতে যে মানুষ কেবল ভোগপ্রিয় সে মৌমাছি সহ এক-জাতীয় জীব সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম সমাজে কেহ একটি গান রচনা করেন তাহাতে বলে "বিষয় পঙ্কক আর ভূতগণ সবাই তোর পর, কেহ নয় আপন, পর প্রেমে

কেন হয়ে নিমগন ভুলিছ আপন জনে।" অচেতন দেহরূপ কলকে যে পরিচালিত করে তাঁহার চিন্তন কর। দেহখানি অতীব কদর্য্য ময়লা নির্ম্মিত। যতই সাবান মাখ, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার কর, দেহের দুর্গন্ধ দূর হইবার নহে। অদ্য কিম্বা কল্য এ হেন দেহ থাকিবে না। সুতরাং কদর্য্য দেহ পোষণ বুদ্ধি ত্যাগে দেহীর চিন্তায় রত হও—যিনি নিত্য সত্য অমৃত স্বরূপ। শব্দ ভোগার্থ মাইক, রেডিও, গ্রামোফোন, রূপের জন্য টেলিভিসন্, টেলিস্কোপ্, মাইক্রস্কোপ্ আদি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্‌যোগে আকাশে যে সূর্য্য গ্রহ চন্দ্রাদি বিচরণ করে তাহাদেরও খবর করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এই সবই বাহিরের বিষয় লইয়া ঘটিতেছে। দেহের অভ্যন্তরে যে কিছু আছে তাহার জন্য কি করা হইতেছে ? দেহের পরিচালয়িতা কে ? তিনি কোথায় অবস্থিতি করেন ? শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অধিগম্য। শুধু ইন্দ্রিয় নহে সঙ্গে সঙ্গে মনও চাই। মন বিনা কোন ইন্দ্রিয় কিছু করিতে পারে না। চক্ষু দর্শনযন্ত্র বটে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চক্ষু দেখে না, মন সহযোগে চক্ষু দেখে। চক্ষু সহ মনের যে যোগ ঘটায় সে অন্য। সেই প্রকৃত দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা সর্ব্বদেহেই স্থিত আছেন। মনও অচেতন করণ হয়, কর্ত্তা নয়। কর্ত্তা আমি। সব দেহেই আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা। ইহাতে সব আমির একতা আছে। শরীর চলে, বলে আমি যাইতেছি। শরীর দাঁড়ায়, বলে আমি দাঁড়াইয়া আছি। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। আমি চেতনই কর্ত্তা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা দেহের পরিচালয়িতা। আমিটা কে ? তদুত্তরে বলা যায়—প্রতিব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি বিভিন্ন অবস্থাগত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে যখন দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই বারভূত কার্য্য নিরত তাহাকে জাগ্রৎ বলে। যখন দশভূত কার্য্য হইতে বিরত হয় কেবল মন ও বুদ্ধি কার্য্য করে তাহাকে স্বপ্ন বলে। আর যখন মন, বুদ্ধিও কার্য্য করে না অর্থাৎ বারভূত স্কন্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তখন সুষুপ্তি। দেহের পরিচালক যে আমি-নামা ব্যক্তি তিনি বড় সুখে অবস্থান করেন। নিদ্রাভঙ্গে কি রোগী, কি শোকগ্রস্ত কি সুস্থ সবাই বলে আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমি সুখময় ; দেহের দুঃখাদি সহ সর্ব্ব সংস্রব রহিত। যেই রোগীর মন জাগে অমনি রোগ শোকাদি জনিত দুঃখ জাগে। সুতরাং মনই দুঃখের পসরা বহন করে, আমি নয়।

ইহা ক্লোরফরম্ করতঃ অস্ত্রোপচার কালেও জানা যায়। যতক্ষণ মন ক্লোরফরম্ জন্য নিশ্চেষ্ট থাকে ততক্ষণ কোন দুঃখ নাই। যখন ক্লোরফারম্

নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় মন সচেষ্ট হয় অমনি দুঃখ আরম্ভ হয়। অস্ত্রোপচার কালে আমি-নামা ব্যক্তি ছিলেন তিনি কেন বলেন না, কাটছে, বড় দুঃখ। তাহার সঙ্গে দেহের দুঃখের কোন সংস্রব নাই জন্য বলেন না। অথবা বলিবার কারণ যন্ত্রান্তরে। মন অচেতন ইহা কিসে জানা যায়? দেহস্থ চেতন-স্বভাব আমি কর্ত্তা। সর্ব্ব দর্শনের দ্রষ্টা। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্ হয়। দৃশ্য মাত্রই অচেতন। মন কখন কামার্ত্ত কখন শোকার্ত্ত কখন হর্ষান্বিত কখন বা ক্রোধান্বিত হয়। এই মানসিক অবস্থার দ্রষ্টা কে? আমি-নামা ব্যক্তিই মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা। সুতরাং মন হইতে পৃথক্। মন দৃশ্য, দৃশ্যমাত্রই অচেতন, অতএব মন অচেতন। মনের অনেক কার্য্য, তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তন করা অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মন দুর্ব্বল হইলে স্মৃতি-শক্তি হ্রাস পায়, চিন্তন-শক্তিও শিথিল হয়; তখন কাজকর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটে। তখন চিকিৎসকের শরণাগত হইতে হয়। চিকিৎসক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন। যে ঔষধ ও পথ্য খায় তাহা অচেতন। তাহার ব্যবহারে মন সুস্থ ও সবল হওয়ায় জানা যায় মন অচেতন। যাহা অচেতন তাহা চির পরিবর্ত্তনশীল। মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং, জড়। জড় মন হইতে চেতন দ্রষ্টা আমি পৃথক্ বটেন। বাহিরের ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের ব্যাপারের উপলব্ধি সম্ভবে। এজন্য বাহিরের খবর মাত্র লইবার যোগ্য ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের খবর করিতে হয়। আমি দেহমন হইতে পৃথক্ ও তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এজন্য ইহার উপলব্ধিও সূক্ষ্ম ব্যাপার। চর্ম্মচক্ষু যাহা দেখে তাহাই সত্য এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে অন্তঃকরণের ব্যাপার বিষয়ে বিচার করা ত্যাগ করে। যেমন Einstein প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্ atom তাহার mass এবং velocity লইয়াই ব্যস্ত; যে মন ব্যতীত চক্ষু দেখে না তাহার দিকে এতটুকু দৃষ্টিও দেন নাই। অচেতন মনের atom প্রতি ধ্যান দেওয়াই মনুষ্যত্ব—ইহা অস্মদ্দেশের শাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস নহে। তাঁহারা বলেন, চেতন আমিত্বের প্রতি ধ্যান দেওয়াই মনুষ্যত্ব। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণায় যিনি কৌশলী তিনিই বিষয়ী। এষণাত্রয়ও এই বিষয়পঞ্চকের অন্তর্ভুক্ত বটে। অচেতন চিন্তাই বিষয় চিন্তা। চেতনের চিন্তা অমৃতপ্রাপক জন্য বিষয় বিষ নহে।

সৃষ্টি

স্রষ্টা যে কার্য্য করেন তাহাকে সৃষ্টি বলে। স্রষ্টা সৃজনকর্ত্তা। সৃষ্টি তাঁহার কার্য্য। কুম্ভকার ঘট সৃজন করে সে ঘটের কর্ত্তা। ঘট কার্য্য। এই ঘটরূপ

কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে কুম্ভকার মৃৎপিণ্ড সংগ্রহ করতঃ কোন স্থানে স্থিত হইয়া দণ্ড-চক্রাদি করণ সামগ্রীর সাহায্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা বলে ঘটাকৃতি মৃন্ময় সামগ্রী উৎপন্ন করতঃ তাহা পোনে পোড়াইয়া ঘট নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত করে। পোনে পোড়ান কার্য্য শেষ হইবার পুর্ব্বে যদি শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা হয় তবে পর্জ্জন্য দেবতার নিকট আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাই ভগবান্ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকে বলিয়াছেন।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥

যে কোন কার্য্য করিতে হইলে এই পাঁচটী তাহার হেতু হইয়া থাকে। ১। অধিষ্ঠান—যেস্থানে কুম্ভকার অবস্থান করিয়া, উপাদান রাখিয়া, উৎপন্ন দ্রব্য রাখিয়া থাকে তাহাকে বলে। ২। কর্ত্তা—যিনি নিমিত্ত কারণ। ৩। করণ—দণ্ড, চক্র, কুমারের হস্ত, চক্ষুরাদি। ৪। চেষ্টা—বিবিধ প্রকারে করণগণের গতি নিয়মন। ৫। দৈব। এখানে উপাদান কারণ ষষ্ঠ গ্রহণ করিতে হইতেছে। উপাদান ব্যতীত কেবল নিমিত্ত কারণে ঘট ঘটিবে না।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে সৎ প্রধানা উপাদান। বৈশেষিক ও ন্যায় মতে সৎ পরমাণু উপাদান। প্রধানা ব্যাপক এবং পরমাণু অতীব সূক্ষ্ম হইলেও উভয় মতে বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি স্বীকৃত। এই প্রণালীতে সৃষ্টি বলিতে গেলে স্রষ্টা কে? কোথায় বসিয়া কি উপাদানে কি করণ সাহায্যে কি প্রকার প্রচেষ্টায় কোন্ দেবতার আনুকূল্যে সৃজন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাহা বলিতে হইবে। প্রধানা বা পরমাণু উপাদান কোথা হইতে আসিল? তাহার উৎপাদয়িতা কে ইত্যাদি চিন্তার বিষয় বটে। প্রাধানার উৎপাদকের উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন চলিতে থাকিবে, এ কারণ অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ঘটের উৎপাদক কুম্ভকার তাহার উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন চলিতে থাকিবে পুনঃ সেই অনবস্থা দোষ ঘটিবে। কোন স্থানে বসিয়া সৃষ্টি হইল তাহা বলা যায় না। যদি বল তাহাতেও অধিষ্ঠানের অনিশ্চয়তা ঘটিল। করণ সামগ্রী কোথা হইতে আসিল কেমনে কে করিল তাহা যদি অনিশ্চিত বিষয় হয় তবে ঐ মতবাদ গ্রহণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। পরমাণু বাদেও ঐ দোষ রহিয়া যায়। ঐতরেয় উপনিষদে বলে—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত

লোকান্নু স্থজা ইতি ॥ স ইমাল্লোঁকানস্থজত।" ইহাতে বিনা উপাদানে লোক-স্থষ্টি বলিতে হয়। তবে "স ঈক্ষত" বাক্য থাকায় বলিতে ঈক্ষণ করার যন্ত্র বা করণ মন ছিল। অপ্রাণ অমনার মন কোথা হইতে আসিল ? ঋগ্বেদে ১০।৭২ স্থক্তে স্থষ্টি কেমনে ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণিত আছে।

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপণ্যয়া।
উক্থেষু মান্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১।

অন্বয়—বয়ং নু দেবানাং জানা বিপণ্যয়া প্রবোচাম। বয়ং সম্মানার্থে আমি স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ আমি তোমাদিগকে দেবগণের জানা (জন্মকথা) বিপণ্যয়া বিশদভাবে নু নিশ্চয়েন প্রবোচাম বলিব। উত্তরে যুগে যঃ উক্থেষু মান্যমানেষু পশ্যা অর্থ পরবর্ত্তী কালে যে দেবগণের উক্থ মন্ত্রাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২।

অন্বয়—ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রহ্মণঃ অন্নস্য পতিঃ অদিতিঃ এতা এতানি দেবানাং জন্মানি কর্ম্মার ইব কর্ম্মকারবৎ স যথা ভস্ত্রয়া অগ্নিং সং অধমৎ প্রজ্বালয়তি। তদ্বৎ দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত। কর্ম্মকার যেমন ভস্ত্রা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করে তেমনি অদিতি হইতে এই সকল দেবতার উৎপত্তির পূর্ব্বকালে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে। এখানে অসৎ অক্ষরা। কাম কর্ম্ম বীজরূপা আসন্ন সৎ প্রসবা ক্ষরভাবাপন্ন হইলেন। "ওদনং পচতি ইতি ন্যায়েন" সৎ অজায়ত বলা হইয়াছে। ইহাই কপিলের সাংখ্য শাস্ত্র মতে সাম্য-ভাবাপন্ন প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হইয়া প্রকৃতিপদবাচ্যা হইলেন। অসৎ শূন্য কিনা ? গী ২।১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবো। ভাগবতে বলে, ন যৎ পুরস্তাৎ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যেঽপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং। অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে দ্বয়োঃ। যেমন শৈত্য তাপাভাব। অভাব জাতীয় হইলেও সংযোগে অদৃশ্য বায়ুতে স্থিত অদৃশ্য জলীয় বাষ্পরাশি উপর আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘরূপে দৃশ্যমান হয়। পুনঃ শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মেঘরূপে বিজলীযুক্ত বাষ্পরূপে আকাশে ভাসে। পুনঃ শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারারূপে পতিত হইতে থাকে। পুনঃ শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলারূপে পতিত হয়। শিলা এমন কঠিন যে তাহা দ্বারা আঘাত করিলে মনুষ্যের শিরের অস্থি ভাঙ্গিতে পারে। শৈত্যবৎ অসৎ গীতায় উক্ত। যে অসৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধ স্থাপন করেন তাহা কিছু

স্বতন্ত্র, সেই অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। কারণ অসতে সতের বীজ থাকে না। সেজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে "কথমসতঃ সজ্জায়তেতি" বাক্য দ্বারা শূন্যবাদ খণ্ডিত করা হইতেছে। তৈত্তিরীয়ে অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকরুত। এই বাক্যে অসৎ হইতে সতুৎপত্তি বলে। শ্রুতি বাক্যের সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই আছে। তাপাভাব শৈত্যের স্তর ভেদ দৃষ্ট হয় সেইজন্যই কণাদ অভাবকে সপ্তম পদার্থ গণ্য করিয়াছেন। অথচ মাণ্ডুক্য কারিকায় "অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥"

মায়া=মা+আয়া। যাহা কখন আসেনি। তাহা সৎ কি অসৎ কি সদসদ্-বিলক্ষণ তাহাও নির্ণয় হয় না জন্য অনির্ব্বচনীয়া অবিদিতা। ইহাতে মায়াবাদ খণ্ডিত। দ্বৈতবাদীর উহাই একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা "মা হিংসী পুরুষাং জগৎ" প্রার্থী। জীবজগৎ গেলে আমরা দাঁড়াই কোথা। সেজন্য শ্বেতাশ্বতরে বলিলেন—দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিঢ়াং। ভাগবতে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন—ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তং বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ (অর্থ—যাহা নিষ্প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মায় থাকা প্রতীত হয় না তাহাকেই আত্মার মায়া বলা হয়। ইহা যেমন আভাস সূর্য্য বা রাহু ছায়াবৎ ॥ সূর্য্যকিরণ যতই প্রখর হউক না কেন, দাহ্য ছন-বস্ত্রাদি দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয় নতুবা তাবুতে বা ছনের বাঙলায় কেহ থাকিতে পারিত না। অথচ আতস কাচ ধরিলে যে সূর্য্যাভাস উৎপন্ন হয় তাহা ছন-তুলাদির দহনের হেতু হয়। সূর্য্যাভাস কোন বস্তু নহে। তেমনি রাহুচ্ছায়া না দৃশ্য সূর্য্যে থাকে, না গ্রহণদ্রষ্টা পুরুষের চক্ষে থাকে, অথচ আসে যায়, গ্রহণ ঘটে। তেমনি মায়া "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"। যেমন সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্য না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়।)

নির্দ্দোষ সমব্রহ্মে ত্রিগুণা বৈষম্যা মায়ার স্থান নাই। মায়া তমঃ, পুরুষ সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ, সুতরাং "তমঃপ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ"। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরেও স্থানাভাব অথচ মায়া আত্মমায়া আখ্যাযুতা। মায়া তমোঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ সৎকে আচ্ছন্ন করিয়া অঘটন ঘটন করে।

দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩।

দেবগণের উৎপত্তি যে যুগে ঘটে তাহার প্রথম ভাগে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে। তৎপর আশা জন্মে তাহা উত্তানপদ (বিষ্ণুর) উপরে যেন

স্থিত ছিল। পূর্ব্ব মন্ত্রে অক্ষরঃ অসৎ ক্ষর-ভাবাপন্ন হয় বর্ণিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে আসন্নপ্রসবা সেই অসৎ হইতে সৎ (মূর্ত্ত) ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায়। যেমন গীতায়—অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। আশা দিক্‌কে বলে, কামনা বাসনাকেও বলে। দিক্ লক্ষিত কালকেও বলা যায়। অশ্নুতে ইতি আশা। সর্ব্বগ্রাসী কাল বলিতেও বাধা নাই। গীতায় 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়-কৃৎ' দিক্ লক্ষিত দেশোৎপত্তি কালোৎপত্তিও বলা যায়। মন দিয়াই কামনা করে। যেমন ঋ ১০।১২৯।৪ বলে কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ছান্দোগ্যে 'স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি'। বাসনানিলয় মন। শ্রুতিও বলেন, "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বদ্ধস্তু বাসনাবদ্ধঃ মুক্তস্তুবাসনাক্ষয়ে॥" বহু হইবার বাসনা চিত্তে জাগে। এই মন্ত্রে মায়া সমাগমে হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি হইয়া তাঁহার কামনা আশা বলিলে দোষ হয় না। উত্তানপদ অর্থ উৎ উর্দ্ধে তান বিস্তৃত পদ যাহার সেই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে। মধ্যাকাশে স্থিত সূর্য্যকে বিষ্ণুপদ বলে। ছান্দোগ্যে এসব সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে অসৎ সৎ অণ্ড উৎপাদন করিলে সম্বৎসর কাল পরে সেই অণ্ড ফাটিয়া উর্দ্ধ কপালখণ্ডে দ্যৌ ও অধো কপালখণ্ডে পৃথিবী হয়, মধ্যে ভুব লোকে সূর্য্য বিরাজমান থাকেন। ঋ ১০।৯০।৩ মন্ত্রে "ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি" বাক্য রহিয়াছে। ঋ ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে বলে "স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ"। আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে তাহার কৃত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। Self-supporting principle beneath and energy aloft। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথ্বী মধ্যে থাকে উপরে ফল পতনাদি দৃষ্ট হয়। অথবা যেমন কালী মূর্ত্তিতে নিষ্ক্রিয় পুরুষ নিম্নে স্থিত, দৃষ্টি নীচের হন না, আর উপরে তমঃ প্রকৃতি কার্য্যতৎপরা।

ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ন্ত দক্ষাদদিতিঃ পরি॥ ৪।

পূর্ব্ব মন্ত্রে লোকসৃষ্টি বলা হইয়াছে। এখন ভূলোকে উত্তানপদ বৃক্ষাদি জন্মিল, ভুব লোকে আশাসূর্য্য উৎপন্ন হইল। অশ্নুতে তম ইতি সূর্য্য। অথবা উত্তানপদ সূর্য্য ভুবলোকে স্থির হইলেন, ভূ ও দ্যৌ লোকদ্বয় অণ্ড কপালদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। আশা আশয়—পুণ্য কর্ম্মকারিগণ দ্যৌ লোকে আশ্রয় পাইবেন এই আশায় প্রতীক্ষা করেন জন্য আশা দ্যৌ লোক। অপ্রাণ অমনা সেই উত্তানপদ পুরুষ হইতে মায়া ; উপাধি বশে মায়া হইতে মন, বাক্, প্রাণ,

অন্নত্রয় গ্রহণে কামনা করায় ভূ ভুবাদি লোক উৎপন্ন হইল। যেমন ঐতরেয় উপনিষদে দৃষ্ট হয়—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু স্বজা ইতি। আশা কামনা। ইহার উল্লেখ ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রেও উল্লিখিত—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।" অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মিলেন। এখানে অদিতি শব্দে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বুঝাইয়াছে। কারণ ঋ ১।৮৯।১০ মন্ত্রে বলে "অদিতি-র্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্।" তমঃ সমাগমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। "তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্।" তাঁহার তপস্যায় মহিনা লীলায় আভূ কারণ দেহরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। দক্ষ কর্ম্মে দক্ষ, একাধারে স্বজন পালন লয় কর্ম্মপটু। দক্ষ হইতে দেবমাতা অদিতির উৎপত্তি ঘটিল। যেমন বৃ আ ১।৪।৩ মন্ত্রে দেখিতে পাই—স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্" পুরুষ মনু প্রজাপতি ও স্ত্রী শতরূপা। অথবা দক্ষ ও অদিতি।

অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ॥ ৫।

হে দক্ষ তোমার দুহিতা অদিতি (দেবমাতা) তাহা হইতে দেবগণের জন্ম হয়। ভদ্রা মায়াই দেবগণের বন্ধনের হেতু। দেহে দেহীরূপে পাশ বদ্ধ করে। ইহা ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত আছে—কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ভদ্রা শব্দে মায়াকে বুঝায় তাহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উত্তম চরিত্রে ৫।৬ বলে—নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্। ঐ ১৬ শ্লোকে—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। গীতায় ৪।৬ বলে—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম অদিতি।

যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংরব্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রাবো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরজায়ত॥ ৬।

হে দেবগণ, যে কারণ সলিলে তোমরা সুষ্টুভাবে শয়ান ছিলে তথায়

তোমাদের নৃত্যবৎ পদ চাপে (pressure) তীব্র রেণু আবির্ভূত হইয়াছিল। যখন সূর্য্যের উৎপত্তি ঘটে নাই তখন সূর্য্য কুয়াসা (নেবুলা) অবস্থায় নিহিত ছিলেন। বায়ুর চাপে বেগবান্ সেই কুয়াসাবস্থা ত্যাগে বিস্ফুলিঙ্গবৎ সূর্য্য স্বকক্ষে বাহির হইয়া আসেন। সেই নেবুলা অবস্থা মনুতে এরূপ বর্ণিত—আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। ঋ ১০।৮২।৭ মন্ত্রে বলে—

ন তং বিদথে য ইমা জজানান্যদ্যুস্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাচাসুতৃপ্ উকৃথ শাসশ্চরন্তি॥

এই দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য যিনি তোমাদের অন্তরে স্থিত তাঁহাকে না জানিয়া নীহার (কুয়াসা) দ্বারা আবৃত থাকায় নানাজনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করে। আশু তৃপ্তিপ্রদ কল্পিত দেবতাদির শাসনে থাকিয়া মন্ত্রাদির দ্বারা পূজন করিয়া থাকে। এই তম আবরণের কথা ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়—তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্। ঋ ১০।১৯০ সূক্তেও 'তমঃ' স্থলে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

ঋতঞ্চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত তত সমুদ্রো অর্ণবঃ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥৩

দ্বৈত প্রতিবাদক শ্রুতি বলেন—এতস্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যামৌষধয়ঃ। এই ইহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে "এই ইহা" বাক্যে যাহাকে বুঝায় তাহা আত্মা কি তমঃ গ্রহণ করিতে হয়। যদি আত্মা গ্রহণ করা যায় তবে আত্মা কারণ আর আকাশ কার্য্য হইতেছে। কারণ যাহা সূক্ষ্মরূপে থাকে তাহা কার্য্যে ফলাও হইয়া বিকাশ পায়। যেমন বটবীজে বটবৃক্ষ, বীজ কারণ বৃক্ষ কার্য্য।

আত্মা অস্তি, আত্মা ব্যাপক, আত্মা নিরবয়ব। আকাশও অস্তি, ব্যাপক ও

নিরবয়ব। এতদুভয়ে কি পার্থক্য নাই? পার্থক্য আছে। আত্মা নির্গুণ, আকাশ শব্দগুণবিশিষ্ট। যাহা কারণে নাই কার্য্যে থাকে তথায় কার্য্যে যাহা অধিক তাহা বহিরাগত বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন দুগ্ধ কারণ দধি কার্য্য। দুগ্ধে অম্লত্বাভাব অথচ কার্য্য দধিতে অম্লত্ব রহিয়াছে। সুতরাং দধির অম্লত্ব বহিরাগত। এবং ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে দুধে তেতুল দিলে দধি হয়। দধির অম্লত্ব কারণ হইতে আগত নহে উহা বহিরাগত উপাধি জাত। তেমনি আকাশের শব্দগুণ নির্গুণ কারণ আত্মা হইতে আসে নাই, উহা বহিরাগত-উপাধি জাত। আকাশ হইতে বায়ু হয় অর্থাৎ আকাশ কারণ, বায়ু কার্য্য। কারণ আকাশে স্পর্শগুণ নাই, কার্য্য বায়ুর স্পর্শগুণটী বহিরাগত হইতে বাধ্য। বায়ু কারণ, তেজ কার্য্য। তেজে রূপগুণ আছে, কারণ বায়ুতে তাহা নাই, সুতরাং তেজের রূপগুণ, বহিরাগত। তেজ কারণ, জল কার্য্য। কার্য্য জলে রসগুণ আছে, তাহা তেজে নাই, সুতরাং উহা বহিরাগত। জল কারণ, ক্ষিতি কার্য্য। ক্ষিতি কার্য্যে গন্ধগুণ আছে কারণ, জলে তাহা নাই; সুতরাং গন্ধগুণটী বহিরাগত। গুণ গুণীতে সমবেতভাবে থাকে। গুণী ত্যাগে গুণ স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করেন না। যেমন দধির অম্লত্ব তেতুল হইয়া স্বতন্ত্ররূপে আসিয়া জুটে নাই; তেতুলের অংশসহ সমবেত হইয়াই দুগ্ধে প্রবেশ করে। তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কোন বহিরাগত দ্রব্যসহ আসিয়াছে অর্থাৎ আকাশ নামক দ্রব্য শব্দগুণ সহ শব্দগুণের আধার হইতে আগত হইয়াছে। তেমনি অন্যত্র। সুতরাং উহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অনাত্মা কোন পদার্থ যাহা মায়া তমঃ বা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে আত্মা সহ আকাশের কিয়দংশে সাদৃশ্য থাকায় লোকে অল্প বুদ্ধি বশে আত্মা হইতে উৎপত্তি বলে। এই যে কিয়দংশে সাদৃশ্য, তজ্জন্যই লোকে রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজত দেখিয়া থাকে; তেমনি আত্মায় আকাশ দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা বিবর্ত্ত মাত্র, বিপরিণাম নহে। অচেতন রজ্জুতে সাদৃশ্য জন্য সর্পদর্শন স্থলে রজ্জুর কোন বিপরিণাম ঘটে না অর্থাৎ রজ্জু রজ্জুই থাকে। অথচ রজ্জু স্থলে রজ্জু হইতে ভিন্ন সর্পদর্শন ঘটে। অতস্মিন্ তজ্জ্ঞানরূপ বিভ্রম যাহাকে অধ্যাস বলে তাহাই উহার কারণ। যদি কুম্ভকারের ন্যায় বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি অনবস্থাদি দোষ-দুষ্ট জন্য ত্যাজ্য হয় তবে পরমাণু ও প্রধানা হইতে সৃষ্টিবাদিগণ ষ্টেজ্ হইতে অপসারিত হইলেন। বিশেষ পরমাণুবাদীর পরমাণু অদৃশ্য ধর্ম্মযুত ও অবিভাজ্য বলায় রাশীকৃত পরমাণু ঐ অদৃশ্যই থাকিবে—দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাইবে না।

অবিভাজ্য থাকায় পরমাণুদ্বয়ে জোড়া লাগিবার স্থানাভাব জন্য জোড়া লাগিয়া থাকার বৈশিষ্ট্যও হইতে পারে না।

প্রধানাবাদীর প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হয়। ইহাতে প্রধানার ক্ষোভন বা ক্ষরণ ভাব লাভ কালসাপেক্ষ হইতেছে। সেই কাল যদি চেতন হয় তবে ক্ষরণ কার্য্য আরম্ভণে বাধা নাই। যদি কাল অচেতন হয় তবে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত না থাকায় প্রধানা ক্ষোভিতা হইতেই পারে না। কাল অচেতন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে স্থান পায় নাই। কাল চেতন হইলে কপিলের অকর্ত্তা উদাসীন চেতন কর্ত্তা হইয়া যাইতেছেন। তাহা কপিল মতের বিরোধী কথা। এই বিচারে অন্যে বলেন, যেমন সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ গ্রহোৎপত্তি ঘটে তেমনি ব্রহ্ম হইতে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে। তাহাতে সূর্য্যে যেমন ভীষণ বেগযুক্ত জলন্ত বাষ্পরাশি সদা চলিতেছে তেমনি ব্রহ্মে ভীষণ বেগযুক্ত অণুরাশি থাকা কল্পনা করিতে হয়। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অচল নিষ্ক্রিয়। তাহার ভিতর কোন বেগ বৈষম্য নাই, সুতরাং, বিস্ফুলিঙ্গবাদও ভ্রান্তিপুর্ণ কল্পনা। অন্যে বলেন, মাকড়সাবৎ ঈশ্বর উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ। মাকড় আপন ভিতর হইতে রস দিয়া সূত্র নির্ম্মাণে তদ্দ্বারা জাল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র প্রাণী যাহা করিতে সমর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাহা পারেন না। তাঁহাকে বাহির হইতে উপাদান লইতে হইবে এ অতি অল্পবুদ্ধির কথা। অপরে তাহাতেও দোষ দেখেন, বলেন, মাকড়কে রস ত্যাগের পুর্ব্বে ওজন কর, রস ত্যাগের পর ওজন কর। ব্যয় হ্রাস ঘটে কিনা? যদি মাকড় দেহ ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বর দেহও ব্যয়ভাবাপন্ন হইবে। ঈশ্বর অক্ষয় অব্যয় থাকেন না; খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। মাকড়-সৃষ্ট জাল তাহার বাহিরে দৃষ্ট হয়। যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ তাঁহার বাহিরে থাকে তবে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন হন; পরিচ্ছিন্ন জন্য বিনাশশীল হন। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যেও থাকে না। জগৎটা অচেতন মৃন্ময়, চিন্ময় ঈশ্বর হইতে তাহার সৃষ্টি সম্ভবে না। মৃন্ময় জগৎরূপ কার্য্য প্রলয়ে কারণরূপ ঈশ্বরে লয় হয়, তাহাতে ঈশ্বর মৃন্ময় চিন্ময় হইয়া পড়েন। জগৎটা দুঃখের আগার, সুখস্বরূপ পুরুষে দুঃখের বীজ না থাকিলে দুঃখময় জগৎ হয় না। যদি ঈশ্বরে দুঃখ নিহিত থাকে তবে তিনি নিজের দুঃখই দূর করুন—স্বয়মসিদ্ধঃ কথং অন্যান্ সাধয়তি। করুণাময় দুঃখহারী হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং মাকড়ের দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিতে হইতেছে।

ঈশ্বর অমোঘবাক্। তাঁহার বাক্যে সৃষ্টি ঘটে। যেমন বাইবেলে ঈশ্বর বলেন

হউক আর হয়—Let there be light and there was the light. Let there be dry land and there was the dry land. পুরাণে দেখিতে পাই, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গো ও রাখাল অপহৃত হইলে বলিলেন—যার যেমন গো যার যেমন রাখাল হউক্ আর অমনি বিনা উপাদানে তাহা হইল। পুনঃ ব্রহ্মা গো ও রাখাল প্রত্যর্পণ করিলে দুই সেট্ গো ও রাখাল হইল ; কৃষ্ণ বলিলেন—এক সেট্ উধাও হও। এমনি এক সেট্ গো ও রাখাল উধাও হইল। তাহাদের অস্থি-চর্ম্মাদি কিছু অবশেষ রহিল না। তেমনি রাসলীলাকালে ষোড়শ সহস্র গোপীও ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ সৃষ্টি করিলেন। রাত্রিশেষে উহারা পুনঃ উধাও হইয়া গেল। কোন শেষ রহিল না। সুতরাং বিনা উপাদানে সৃষ্টি। অমনি একজন বলিলেন—সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অপ্রাণ অমনা। তাঁহার বাগিন্দ্রিয় নাই—যে বলেন অমোঘবাক্। আর যদি বাগিন্দ্রিয় থাকে তবে মন, বাক্, প্রাণ, সবই ছিল বলিতে হয় ; তাহা তিনি পাইলেন কোথা হইতে ? মন বাক্ প্রাণ ক্ষেত্রের সম্পদ্ বিকার। তিনি নির্ব্বিকার হইয়া সেই বিকার গ্রহণে অমোঘবাক্ হইলেন—কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ বাক্ শব্দ। শব্দ আকাশের গুণ। যখন ঈশ্বরে শব্দ ছিল তখন শব্দের গুণী আকাশও ছিল ধার্য্য করিতে হয়। নির্গুণ পুরুষ নির্গুণ আকাশসহ ছিলেন বলিলে লক্ষণায় পঞ্চভূতসহ ছিলেন বলিতে হয়, বাগিন্দ্রিয় পাঞ্চভৌতিক সন্দেহ নাই। যদি পঞ্চভূত ছিল তবে পরমাণুবাদীর ন্যায় বহিরাগত উপাদান সহ ছিলেন বলিতে হয়। তবে পরমাণুবাদের দোষ কি ? ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি বলায় সেই দোষ ঘটে। বিশেষ তিনি কেন এমন দুঃখময় সংসার সৃজন করেন ? নিস্পৃহ তিনি, তাঁহার এমন স্পৃহা হয় কেন ? তিনিই জীবজগৎরূপে স্থিত ; ঈশ্বররূপে সৃষ্টি করতঃ জীবরূপে ভোগ করেন। বল ভাই লীলা। আর তর্কের জায়গা নাই।

সর্ব্বব্যাপী পুরুষ একাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাহাতে নানাত্ব উৎপাদন কে করিবে ? যাঁহারা বলেন অপার অনন্ত সমুদ্রে কখন তরঙ্গ হয় কখন বা নিস্তরঙ্গ অবস্থা ঘটে। যখন তরঙ্গায়িত তখন ক্রিয়াশীল আর যখন নিস্তরঙ্গ তখন নিষ্ক্রিয়। তেমনি সেই পুরুষে যখন তরঙ্গ হয় তখন সৃষ্টি ঘটে আর যখন প্রলয় ঘটে তখন তিনি নিষ্ক্রিয় হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সমুদ্রের বাহিরে বায়ুমণ্ডল আছে, চন্দ্রমা আছে, তাঁহাদের প্রকোপে সমুদ্রে তরঙ্গ হয়। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে তেমন বায়ুমণ্ডল বা চন্দ্রমা নাই যাহা তরঙ্গের হেতু হইবে। বিশেষ সমুদ্র অপার অনন্তের দৃষ্টান্তও হয় না, কারণ সূর্য্য ও তাহার গ্রহগণের আকারে অঙ্কিত করিতে

গিয়া পৃথিবীকে একটি বিন্দুর দ্বারা লক্ষিত করে। পৃথিবী এক বিন্দুস্থানীয়, তাহাতে উপবিন্দু জল সমুদ্র, তাহা অপারও হয় না, অনন্তও হয় না। আজকাল প্লেনের, ষ্টীমারের যুগে সমুদ্র মার্কিনের হ্রদে পরিণত। দৃষ্টান্তস্বরূপে মনে কর, তোমার বাটী এক বড় নদীর তীরে। তোমার একখানি গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, টেবিল চেয়ার আলমারি আদি তৈয়ার করা প্রয়োজন। সেই নদীর উপরের দিকে বৃহৎ শালবন আছে। শালবনের ঠিকাদার তোমাকে দিবার জন্য বর্ষাকালে একটি ৪০ ফুট লম্বা ২০ ফুট বেড় শাল-বৃক্ষের টুকরা নদীর স্রোতে ভাসাইয়া আনিয়াছিল। যদি তোমার দেশে সেই শাল গাছ চিরিবার উপযোগী করাতি, হাতুড়ী, বাটালি, আদি যন্ত্র ও তাহার পরিচালক মিস্ত্রী না থাকে তবে সেই শাল কাষ্ঠ পড়িয়া থাকিবে। তোমার সাজ-সরঞ্জাম বা আসবাব তৈয়ার হইল না। তেমনি সেই পুরুষকে খণ্ড করিতে সমর্থ মিস্ত্রী ও যন্ত্রাদি না থাকায় তাহা হইতে নানা কিছু তৈয়ার হইতে পারিল না। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—একমেব অদ্বিতীয়ম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সৃষ্টি বস্তুত হয় নাই, হইবে না। তবে যে দেখা যায় তাহা এই প্রকার জানিবে—

এক পুকুরের পারে বসিয়া কয়েকজন শিক্ষিত লোক গল্পাদি করিতেছেন। সন্ধ্যা সমাগত। আকাশে চন্দ্রমা উঠিয়াছে। তিনটী মেয়ে ছোট ছোট কলসী কক্ষে পুকুর হইতে জল নিতে আসিয়াছে। পুকুরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বপাত হইয়াছে। কন্যাত্রয়ের মধ্যে একজন কলসী দ্বারা জল আলোড়িত করিয়া জল ভরিতেছিল। তখন দ্বিতীয়া তৃতীয়াকে বলিল, "চাঁদের নাচনি দেখলো সজনি বিমল জলের তলে।" সকলেই দেখিল জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে। তখন একজন বলিল, মেয়েটী বোকা। আকাশের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পায় আকাশের চাঁদ আকাশেই আছে। জলের নীচে কোন চাঁদ ডুব দিয়া নাচে নাই। তখন অপর ব্যক্তি সেই মেয়ের পক্ষ হইয়া বলিল, চাঁদ নাচিতেছে বলে নাই, চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে বলিয়াছে। তখন উত্তরদাতা বলিলেন—তবে সেই ব্যক্তি আরও বোকা। কারণ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের নিয়ম আছে। আয়নাতে স্বীয় দেহ দর্শন কর। যদি তোমার দেহ দুমিনিট নিশ্চল থাকে তবে প্রতিবিম্ব নিশ্চল থাকিবে। যদি তুমি কোন অঙ্গ নাচাও তোমার প্রতিবিম্বও সেই অঙ্গ নাচাইবে, একচুলও বেশী করিতে পারে না। তেমনি আকাশের চাঁদ নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে। যেহেতু তখন আকাশের চাঁদ নাচে নাই সুতরাং তাহার জলস্থ প্রতিবিম্বও নাচে নাই বা নাচিতে পারে না। অতএব

চাঁদের প্রতিবিম্বও নাচে নাই। তবে যে আমরা দেখি! ওগো জল নাচিতেছে বল। জলের নাচনি জলস্থ চন্দ্র প্রতিবিম্বের ঘাড়ে চাপাইয়া চাঁদ নাচিতেছে দেখিতেছ। এমনি রেলগাড়ী চলিতেছে। সেই রেলগাড়ীতে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক; তাহার কোলে তাহার তিন বর্ষ বয়স্ক পুত্র বসিয়া বিস্কুট খাইতে খাইতে দেখিল রেল রাস্তার ধারে কতকগুলি তালগাছ দৌড়াইতেছে। এবং মাতাকে বলিল—মা, দেখ তালগাছগুলি দৌড়াইতেছে। বালক বসিয়া, তার মা বসিয়া, সুতরাং দৌড়াইতেছে না। রেলের দৌড়সহ তাহাদের দৌড় চলিয়াছে ইহা না জানায় বালক তালগাছের গতিশীলতা দেখিতেছে। দেখিলেই তাহা সাচ্চা হয় না। তুমি সিনেমা হলে এক কুড়ি হাতীর procession দেখিলে। সেই হলে এত হাতীর স্থান আছে কি? হাতী, হাতীর পৃষ্ঠস্থ ঝুল, হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা দেখিলে। কিন্তু না আছে তথায় হাতী, হাতীর ঝুল বা হাওদা। দেখিলেই সত্য হয় না। তেমনি জীবজগৎ দেখিতেছ, দেখিলেই সাচ্চা হয় না।

ভাগবৎ পুরাণে বলিয়াছেন—ন যৎ পুরস্তাৎ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্। মায়ার কুহকে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ নাই। যেমন অন্ধকারে অচেতন পতিত রজ্জুখণ্ডে সর্পদর্শনে ভীত হইয়া একব্যক্তি মাটীতে পতিত হইল। লণ্ঠন আনিলে দেখিল অচেতন রজ্জুর টুক্‌রা। অচেতন রজ্জুর টুকরা চেতন সর্পে পরিণত হয় নাই। বাহিরে দৃষ্ট ঐ সর্প মিথ্যা। সর্পটী মাটীতে পতিত ব্যক্তির মনেই সৃষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। মায়ায় কুহকে মনে করিয়াছে যে বাহিরে রজ্জুতে সর্প দেখিয়াছে। এমনি জাগ্রতের দৃশ্যসকল অন্তরেই ভাসে, মনে করে বাহিরে দেখিতেছি। যেমন একই ঘোটক কখন ধাপে চলে কখন বা কদমে চলে, তেমনি একই মন কখন স্বপ্নে কর্ম্ম করে কখন জাগ্রতে কর্ম্ম করে; এতদুভয়ই একই মনের ক্রিয়াদ্বয় সুতরাং একজাতীয়ই হইবে। এবং এইরূপেই প্রতিভাত হয়, যেমন যদি কেহ স্বপ্নে ক্ষুধার্ত্ত হয় আর চিড়াগুড় খায়, ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ায় তৃপ্তি লাভ করে। যদি স্বপ্নে স্ত্রী উপভোগ করে তবে আনন্দ পায় আর যদি সর্প ব্যাঘ্র দর্শন করে তবে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। জাগ্রতে ক্ষুধার্ত্ত খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তৃপ্তি পায়। স্ত্রী উপভোগে আনন্দ পায়, সর্পাদি দর্শনে ভীত হয়। স্বপ্ন-দৃষ্ট দৃশ্যও সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ সাচ্চা। স্বপ্ন স্বল্পকালব্যাপী, জাগ্রৎ কিছু দীর্ঘ-কালব্যাপী। পুরুষ অচল অকর্ত্তা, মায়া বা প্রকৃতি কখন আসে নাই, সৃষ্টিও কাজে কাজেই ঘটে নাই, ইহাই নিকষ সত্য।

আসা যাওয়া

আসা যাওয়ার অর্থ—এই পৃথিবীতে স্থানান্তর হইতে আগমন ও কিছুকাল থাকিয়া পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া। কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই স্বর্গ, নরক ও এই ধরাতল এই তিন স্থান মানে। এবং হয় স্বর্গ, নয় নরক হইতে এখানে আগমন করে, আবার কিয়ৎকাল পর স্বর্গ বা নরকের দিকে চলিয়া যায়। স্বর্গে পরম পবিত্র ঈশ্বর থাকেন ও পুণ্যাত্মাগণ বাস করেন। নরকে পাপি-তাপিগণ যাইয়া থাকে। ইহলোক বা পৃথিবীতে কেন আসে? বিধাতা-পুরুষ পুর্ব্ব কর্ম্ম বিচারে কোথায় স্থিতি হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া দেন। সেই বিচারের ফলে আসা যাওয়া, কেহ বলেন। যেমন সুশাসিত রাজ্যে কয়েদ খানা দুইভাগে বিভক্ত হয়, একটীর নাম সাধারণ কারাগার, অপরটীর নাম সংশোধনী বিভাগ (Reformatory)। যদি অল্পবয়স্ক ব্যক্তি কাম-ক্রোধের বেগে খুনখারাপি করিয়া বসে তবে বিচারকর্ত্তা অল্প-বয়স জন্য ফাঁসি সাজা না দিয়া চৌদ্দ কি ততোধিক বর্ষ গারদে বাস আদেশ করেন। তখন এইরূপ আসামীকে সাধারণ কারাগারে না নিয়া সংশোধনী বিভাগে লইয়া যায়। তথায় পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া সেই আসামী যে বিদ্যা বাল্যবয়সে শিক্ষা করিয়াছে তাহাতেই যাহাতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হয় তেমন শিক্ষা দিয়া থাকেন। যদি দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল সংশোধনীতে ভালভাবে শিক্ষা নেয় তবে কোন ক্রিয়াবিশেষ উপলক্ষে যখন কয়েদী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হয় তখন সেই ভাল আসামীকে ছাড়িয়া দেয় এবং গৃহে গিয়া অর্থোপার্জ্জনে ও সৎ পথে চলিবার সুযোগার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ তাহাকে দিয়া দেয়। আর যদি কোন ব্যক্তি সংশোধনীতে গিয়া না শুধরায় তাহাকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করে। এই পৃথিবী ঈশ্বরের সংশোধনী গারদ। যদি এখানে আমরা সৎপথে চলি, সৎসঙ্গ করি তবে স্বর্গে স্থান দেন, আর যদি এখানে অসৎ পথে চলি, অসৎ সঙ্গ করি তবে নরকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করেন।

ঐতরেয় উপনিষদে বলে—তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। এখানে প্রভু প্রথম লোক সৃষ্টি করতঃ সেই লোকে বাস-উপযোগী জন সৃষ্টি করেন। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ। সুতরাং কারণ সলিল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করেন। এবং কারণ সমুদ্রেই ভাসাইয়া দেন। ক্ষুদ্র পিপাসা না দিয়া অমৃত তৃপ্ত করতঃ সৃষ্টি করিতে পারিতেন। ইহাতে সৃজন কার্য্য স্ববশে করেন নাই। প্রকৃতি পরবশে করিয়া থাকিবেন

এমন অনুমান করিতে হয়। পুরুষ একা ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। তখন স্বজন-বিষয়ক ঈক্ষণ তাঁহাতে আসে কেন? ঈক্ষণ করিতে মন প্রাণ চাই। মুণ্ডকোপনিষদ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছে—হ্যপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। অক্ষরা হইতে পরে পরমাত্মা—তাঁহার প্রাণ মন নাই। যে সকলের কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, তখন অক্ষরা প্রকৃতি ছিল যাহা হইতে মনাদি লইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতির পরবশ হইয়াছেন। ঋণ বড় পাপ। এজন্যই সেক্সপিয়ার বালোনিয়ানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—Neither a lender nor a borrower be. সংস্কৃতে ঋণদাতাকে উত্তমর্ণ বলে ও ঋণগ্রহীতাকে অধমর্ণ বলে। ঋণের সুদসহ আদায় জন্য উত্তমর্ণ অধমর্ণকে অধোতে পদদলিত করিয়া থাকে। ইহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে আছে। স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ। আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে তাহার কৃত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। Self-supporting principle beneath and energy aloft. এইটী ভারতীয় চিত্রকার কালীমূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়াছেন। ঋণদাতা প্রকৃতি উপরে স্থিতা অধমর্ণ পুরুষ তাঁহার পদতলে পতিত। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে এই যে মন প্রাণ গ্রহণের পর তিনি বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি এমন ঈক্ষণান্তর সৃষ্টি কামনা করতঃ মানস সৃষ্টি করিয়াছেন। Plan মনে, স্বজনের পর তদনুসারে কার্য্যারম্ভণ হইয়া থাকে। সেখানে শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন—কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শুদ্ধ চিত্তে বিচার করতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই মনস্কামনা ঘটায় সৎ পুরুষ অসতের দ্বারা বন্ধন দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। ত্রিগুণা প্রকৃতি বহুল রজসা হইয়া সৃষ্টি করেন। রজোগুণের বৃত্তি হইতেছে—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও লোভ। এজন্য সৃষ্ট প্রাণীতে রজোগুণের প্রভাবাধিক্য দৃষ্ট হয়। শুনা যায় ইয়োরোপে মধ্যযুগে রাজগণ যাহাকে ক্ষমতাধিক্য হেতু প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করিতেন তাহাকে ধরিয়া নিয়া এমন বিষম পার্ব্বত্য দুর্গে আবদ্ধ করিতেন যে ইহজীবনে আর সে গারদ ত্যাগে সমর্থ হইত না। তেমনি এই পঞ্চকোষাবৃত দেহপুরে প্রকৃতি জীবকে আবদ্ধ করতঃ ফাটকে আটক রাখে। সেইজন্য জীব সহসা ঐ দুর্গম দেহ-দুর্গ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। জীবদেহী প্রকৃতির প্রতিবিধানে সমর্থ জন্যই দুর্গমে স্থিত হইয়াছে। সংসার সমুদ্রে মহতি অর্ণবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যেমন একটী globe আছে। তাহাতে

কলিকাতা ও তাহার বিপরীত ভাগে আমেরিকার নিউইয়র্ক লিখা আছে। একটী পিপীলিকাকে যদি ঐ গ্লোবের কলিকাতাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে উহা চলিতে চলিতে সেই গ্লোবের নিউইয়র্কে গিয়া উপনীত হয়, তেমনি বিরাট পুরুষের দেহে স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকাদি স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জীব কর্ম্মফলে চলিতে চলিতে উহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পৌছিয়া থাকে। বিরাটের পাদদেশে ভূলোক, মস্তক দেশের নাম স্বঃ লোক, মধ্যদেশে ভুব লোকাদি স্থিত আছে। যেমন গীতায় ১১।১৫ শ্লোকে বলে—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

দেবদেহের সর্ব্বত্র সমান নহে। কেননা উহা মায়াদি নব বৈকারিক তত্ত্ব দ্বারা নির্ম্মিত। ভাগবতের ১২।১১।৫ শ্লোকে বলে—

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥

যেমন পৃথিবীর কোন স্থান পার্ব্বত্য জন্য উষ্ণ, কোন স্থান সমুদ্রসহ প্রায় সম লেভেলে স্থিত জন্য অস্বাস্থ্যকর জলময়। কোন স্থলে মরুভূমি। কোন স্থান সুজলা সুফলা—সর্ব্বত্র সমান নহে। তেমনি এই দেবদেহখানি কল্পিত হইয়াছে। যদি দেহখানি এক চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে এক গ্রামে যাহাদের বাড়ী তাহারা যেমন নিজেদের একস্থানবাসী মনে করে, গ্রামে যাতায়াত মনে করে না— তেমনি সেই দেহবাসী সকলকেই এক দেহস্থ জন্য একস্থানবাসী মনে করা যায়। তাহাতে দেব-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নরাদি সব একস্থানস্থ জন্য তাহাদের চলাফেরা যাতায়াত বলা হইবে কেন? কেহ বলেন যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহা কখন ত্যাগ হয় না। যেমন অগ্নির দহন ধর্ম্ম। সেই অগ্নি যখন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করে তখন সেই জলে অঙ্গুলি দিলে অঙ্গুলিতে ফোস্কা পড়ে। ইহাতে জানা যায়, অগ্নি জলে প্রবেশ করিলেও নিজ দহন-ধর্ম্মসহই প্রবেশ করে। তেমনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করিলেও স্বীয় নিষ্ক্রিয়ত্ব ত্যাগ করে না। কাল কঠিন প্রস্তর টুকরায় লৌহ-খণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটী অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহা যদি কাপড়ে লাগে তবে কাপড়াংশ জলিয়া যায়। অগ্নির যাহা স্বধর্ম্ম তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন সে ত্যাগ করে না। তেমনি হৃদি-গুহাস্থিত ব্রহ্মাংশ তাহার নিষ্ক্রিয়ত্ব ত্যাগ করে না। যেমন একটি সুগোল সর্ষপদানা পিষিলে তেল-খল মিলে, তাহা মৃত্তিকায় রাখিয়া জল দিলে অঙ্কুরায়িত হয়। তখন সেই অঙ্কুর পিষিলে তেল-খল স্থলে রস

ও আঁশ মিলে। কিন্তু সেই অঙ্কুর পাঞ্চভৌতিক উপাধি দ্বারা বিকৃতি লাভ করিলেও তাহাতে পাতা, ফুল ও ফল মিলে, তাহার স্বাদ স্বতন্ত্র। ফল পাকিলে সেই পক্ক ফল হইতে পুনরায় তেল-খল-বিশিষ্ট সুগোল সর্ষপদানা মিলে। উপাধি জন্য বিকৃতি ঘটিলেও স্বরূপ ত্যাগ হয় নাই। তেমনি ইন্দ্রিয় মন উপাধিবশে জীবাত্মা জাগ্রতে বিশ্বরূপে প্রকাশ পান। ইন্দ্রিয় ত্যাগে কেবল মন উপাধিযোগে স্বপ্ন অবস্থায় তৈজস হন, আবার মন ত্যাগে সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ হন। সুষুপ্তি-কালে কারণ শরীরের আবরণ থাকে, তাহা ত্যাগ হইলে তুরীয় অবস্থায় স্ব স্বরূপে স্থিত হন। জল বাষ্প আকার ধারণে অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্যভাবে থাকে। সেই বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উর্দ্ধে যায়, তথায় শৈত্য-সংযোগে অদৃশ্য বাষ্প শ্বেতবর্ণ অভ্র হইয়া আকাশে পৃথগ্‌ভাবে দৃষ্ট হয়। সেই অভ্রে শৈত্য-সংযোগে উহা কৃষ্ণবর্ণ বাষ্পরূপ মেঘ হয়। তাহাতে শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে উহা তরল বারিধারা হইয়া পতিত হইতে থাকে, তখন পুনঃ শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলাতে পরিণত হয়। শৈত্যরূপ উপাধিযোগে জলের নানাত্ব ঘটিলেও জলত্বের কোন হানি হয় না। তেমনি মায়া উপাধিযোগে আত্মা নানারূপে প্রতিভাত হইলেও তাহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অচ্যুৎ অচ্যুতই থাকেন। এজন্য দেহস্থ হইলে আত্মা দেহের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। ইহা গীতায় ১৩।৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" এজন্য এ দেহস্থ 'আমি'র যাতায়াত নাই। মায়ার কুহকে স্বর্গাদি লোকে আসা যাওয়া ঘটে।

বৃষ্টি

বৃষ্‌ সেচনে, বর্ষণে ধাতু হইতে বৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মেঘ শৈত্য-সংযোগে যে বারিধারা বর্ষণ করে তাহাকে বৃষ্টি বলে। যে সব স্থানে বারিধারা কম বর্ষে তথাকার লোক পুকুর হইতে জলসেচন করিয়া ক্ষেত্র শস্যশালিনী করে। ক্ষেত্র সুজলা হইলে সুফলা হয়। এইজন্য প্রবাদ আছে "আইল বরষা চাষার হইল ভরসা।" কি ভরসা? বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় ক্ষেত্র সিক্ত হইলে প্রচুর ফসল পাইব এই ভরসায় সে ক্ষেত্র চাষ করিয়া ধান্যাদি বীজ বপন করে। বেদে ইন্দ্র বর্ষণ-কর্ত্তা, তাহাকে এজন্য বৃষ বলে। বৃষ্টি কম হইলে ইন্দ্রকে দধি আদি দ্বারা পূজন করে। ইন্দ্র পূজন দ্বারা হৃষ্ট হইয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করেন। প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। পুর্ব্ববঙ্গে অনেক ধান ক্ষেত আছে, তাহাতে ১৪ হাত জল বাধে,

তাহাতে ধান নষ্ট হয় না। ধানগাছও জলবৃদ্ধির সহিত বৰ্দ্ধিত-কলেবর হয়। ধানগাছ ১৫।১৬ হাত লম্বা হইয়া থাকে, বর্ষার সময় সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া নৌকা চালাইলে বহু বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। অতিবৃষ্টি জন্য বান হইলে ক্ষেতের ধান-গাছ বানের জল কমিলে মৃত্তিকায় শুইয়া পড়ে, তাহাতে গাছ পচিয়া ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ধান ব্যতীত অন্য ফসল জলসহ বৃদ্ধি পায় না। সে সকল অতিবৃষ্টি হইলে নষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীতে যত স্থানে যত বৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে আসাম চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেশ, তাহাতে মরুভূমিও আছে, পাৰ্ব্বত্য প্রদেশও আছে, জলময় প্রদেশও আছে। এজন্য অনাবৃষ্টি ঘটিলে যেমন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তেমনি অতিবৃষ্টিও দুর্ভিক্ষের কারণ হয়। নদীসকল পাৰ্ব্বত্য প্রদেশের বৃষ্টির জলে বৰ্দ্ধিত-কলেবর হইয়া সমুদ্রগামী হয়। পাৰ্ব্বত্য প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলে নদীগর্ভ ত্যাগে তীর অতিক্রম করিয়া বহিতে থাকে, তাহাতে তীরস্থ জনপদ দুঃস্থ হইয়া পড়ে। যেমন ব্রহ্মপুত্র ও কোশীনদীর জলবৃদ্ধির জন্য ডিব্রুগড়াদি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার দ্বারভাঙ্গা জিলাদির প্রজাগণ অনেক দুঃখ পাইয়া থাকে। বিহার রঁাচি প্রদেশের বৃষ্টির জন্য দামোদর নদতীরস্থ বৰ্দ্ধমান অঞ্চল বন্যা-বহুল। ইদানীং সরকার "ডেম" নিৰ্ম্মাণে ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রবাহ নিরস্ত করিয়া দেশ শস্যশালিনী করিবার জন্য পূর্ত্ত-কাৰ্য্য করিতেছেন।

প্রকৃতির খেলা—সমুদ্রজল বাষ্প হইয়া মেঘ সৃষ্টি করে অথচ সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানে বর্ষণাভাব। মরুময় সিন্ধুপ্রদেশ আরব সাগরের তীরে স্থিত। কোথাও অতিবৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি দুঃখের হেতু হয়। এজন্য সমষ্টিগত প্রারব্ধ স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতির বিপর্যয়েরও শেষ নাই। এখন পৃথিবী যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় কোন না কোন দেশে দুর্ভিক্ষাদি লাগিয়াই আছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ লোকসংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য বোম তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাতে যৌন সম্বন্ধ জন্য সন্তানোৎপত্তি হ্রাস ঘটে এমন ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ধনহীনের পুত্রোৎপত্তির সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়; ইহাও প্রকৃতির খেলা। পুত্রোৎপত্তিও যোনিতে বীৰ্য্য সেচনে ঘটে। বৃষ (ষণ্ড)—বহু বীর্য সেচন সমর্থ জন্যই বৃষ-শব্দ-বাচ্য। বর্ষণ জন্য উৎপত্তি। বর্ষণ রুদ্ধে অনুৎপত্তি। পরিমিত বর্ষণ এজন্য কাম্য। শাস্ত্রবিধানানুসারে তিথি-নক্ষত্র-কালাদি বাছিয়া স্ত্রী গমন করিলে মিত বর্ষণ সম্ভবে।

কৃষ্টি

কৃষ্+ক্তিচ্ প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কৃষতি অন্তর্ভুবং বিদ্যালোচনা-ভ্যাসাদিভিঃ। কৃষ্টি, অর্থ—পণ্ডিত, প্রজা, জন। কৃষ্টি শব্দে অধুনা ইংরেজী culture বুঝায়। যেমন জমিন ভালরূপে চাষ করিলে ভাল ফসল মিলে, তেমনি মানব জমিন পতিত না রাখিয়া চাষ করিলে উত্তম ফল মিলে। এ জন্য রামপ্রসাদের একটী গান আছে "এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা। মন তুমি কৃষিকাজ জান না।" ক্ষেত আবাদ করিয়া ফসল উঠাইতে হইলে তাহাতে বেড়া দিয়া বহিরাগত জন্তুগণ হইতে রক্ষা করিতে হয়। তেমনি ফসল বুনার পর পুনঃ পুনঃ আগাছা উঠাইয়া ফেলাইতে হয়। মানব জমিন সম্বন্ধে ৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় "অনুশীলন" বলিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্থূল, সূক্ষ্ম, সর্ব্ব অঙ্গেরই অনুশীলন আবশ্যক ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল physical exercise করিলে অর্থাৎ ব্যায়াম কুস্তি করিলে চলিবে না, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিরও culture চাই। অনেকে মন, বুদ্ধ্যাদির cultureকেই culture মনে করেন। স্থূল দেহের culture পছন্দ করেন না। আবার অন্য কেহ স্থূল দেহের অনুশীলনার্থ কেবল ব্যায়াম কুস্তি করেন এমন নহে, ফুটবল, ক্রিকেটাদি খেলায়ও মত্ত থাকেন। সর্ব্ব দেশেই ফৌজ রাখিতে হয় এবং তাহাদের training দেওয়া হয়। সেই ট্রেনিং সময়ে তাহারা শিকারাদি দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে। প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত তল্লাস করিলে দেখা যায়-গুরুগৃহে বাসকালে বিদ্যার্থিরা শরীরটাকে সর্ব্বংসহা করিয়া ফেলিত, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্জ্জন করিত। যাঁহারা দেহের শক্তিসাধনার্থ পালোয়ান হইতেন তাঁহারাও বিদ্যার্থীর ন্যায় বীর্য্য ধারণ করিতেন। বীর্য্য ধারণ না করিলে ওজঃশক্তি জন্মে না। ওজঃ অন্তরে বাহিরে ফলপ্রসূ।

বিদ্যা জ্ঞানকরী ও অর্থকরী হইয়া থাকে। অর্থকরী বিদ্যাকেই কাম্য মনে করিয়া কেহ তাহার অনুশীলনে রত হন; জ্ঞান আনুষঙ্গিক ব্যাপার ভাবিয়া থাকেন। কেহ জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্র দেখেন। জ্ঞান ঈশ্বর অনুধ্যানে এবং বিজ্ঞান শিল্পসম্ভার বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতির বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন—'ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।' তিনি যদু মল্লিককে বলিয়াছেন—'কিরে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে কয়েকটী হস্‌পিটাল্ ও কলেজ চাহিয়া নিবি।' অর্থাৎ হস্‌পিটাল্ ও কলেজ যতই সমাজের উপকারক হউক না কেন, উহা সাধ্য বা কাম্য নহে। মানবের কাম্য কি হইবে ? এ বিষয়ে কলেজে

পাঠকালে একবার কার্শিয়াং-এর এক ইটালিয়ান্ ফাদারদের আশ্রমে গিয়াছিলাম। একজন ফাদার (ফাদার, পুত্রের পিতা নহেন। অবিবাহিত জীবনযাপনে ব্রহ্মচর্য্য পালনে জগৎপিতা বা ফাদারকে বরণ করিয়া তাহা নিয়াই থাকেন জন্য ফাদার পদবাচ্য) সহ আলাপ হইল। তিনি পাদরী সাহেব, ভগবানের নাম-প্রচারক। বিবাহ-জীবনে নাম-প্রচারে বাধা নাই। বুদ্ধি-প্রাবল্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম —'সাহেব, তোমার মেম্ সাহেব কোথায় ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'আমার মেম্ সাহেব নাই—আমি বিবাহ করি নাই।' সাহেব পক্ক-শ্মশ্রু, আমি বলিলাম —'বিবাহ না করার কারণ কি ?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'যিশু বিবাহ করেন নাই, তাঁহার ১২ জন শিষ্য সেণ্ট পল সেণ্ট জনাদিও বিবাহ করেন নাই। ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া ঈশ্বরে প্রেম করিয়াই সদা আনন্দে জীবনযাপন করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নাম নিয়া তাঁহার অনুধ্যানেই জীবন কাটাইতেছি।' তিনি আরও বলিলেন—'যদি বিবাহ করি, তবে বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য প্রতিদিন কতকটা সময় দিতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরে পরাভক্তির ব্যভিচার হয়। আবার বিবাহিত জীবনে পুত্রাদি হইলে তাহাদের জন্যও উপাসনার কার্য্য হইতে বিরত হইয়া সময় দিতে হয়। ইহা ঠিক নহে।' গীতায়ও ১৪।২৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

তবে বাইবেলে একেশ্বরবাদ মাত্র বিবৃত। অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল শ্রুতিগম্য। ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিলেও তাঁহারা কিরূপ ঈশ্বরপরায়ণ! নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণঃ পরাগতিঃ॥ শাস্ত্রে বলে—মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ম্। কারণ আহার অন্বেষণ, পুত্রাদি পালন, গৃহাদি নির্ম্মাণ, মৌমাছি, পিপীলিকা, ইন্দুরাদি প্রাণিগণও করিয়া থাকে, সুতরাং উহা মনুষ্যের বিশেষ সম্পদ্ নহে। ইহাই ইংরেজীতে society, friendship and love-এর অন্তর্গত। প্রাণী সাধারণের ইহা আছে। এজন্য উহা divinely bestowed upon man উক্তিটী অত্যুক্তি। উক্ত পাদরি সাহেব যুদ্ধ দ্বারা পররাজ্য হরণ এবং তাহার ভোগার্থ প্রজাশোষণ কৃষ্টি মনে করেন না। অথচ love for power সর্ব্বদেশে সর্ব্ব শাসক সম্প্রদায়ে জনগণের অপ্রিয় হইলেও তাহা মানবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি বলিয়া গৃহীত হয়। মাত্র বিংশ বর্ষ পুর্ব্বে যে মার্কিণ সমুদ্রবেষ্টিত নিজ বাসভূমে শান্তিতে থাকিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য করিতেন,

বাহিরে কে কি করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন মনে করিতেন না, সেই মার্কিণ রুজভেল্টের প্রেরণায় Imperialism শিক্ষায় এমন মত্ত হইয়াছেন যে, democracyই সভ্যজনোচিত Government, মুখে এই বুলি কপ্‌চাইয়া চীনের প্রজাগণের স্থাপিত democracy সংহারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদের ক্ষিপ্ত বলিলেও অযৌক্তিক হয় না। ইংলণ্ডের প্রবীণ রাজনৈতিকগণ চীনের প্রজাসভার সহিত সুব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলেও উত্তমর্ণ মার্কিণের রাজসিক শাসনে তাহা করিতে পারিতেছেন না। মার্কিণ নানা উপায়ে সকল রাজ্য আপন প্রভাবে রাখিবার জন্য কি না করিতেছে! ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা ও জাতিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা সদাই চলিতেছে। হিটলার জর্ম্মণীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজাতির পরিচালক করিবার জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয়, গৃহাদি ক্ষয় করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। কিন্তু সমষ্টিগত প্রারব্ধ বিরোধী হওয়ায় জর্ম্মাণী পরাধীন হইয়াছে, ব্যক্তি হিটলার আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নাজির লিডার হিটলার, ফেসিষ্ট্ লিডার্ মুসোলিনি, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট্ রুজভেল্ট্, রাজতন্ত্রের প্রিমিয়ার্ চার্চ্চিল্, কম্যুনিষ্ট্ লিডার্ ষ্টেলিন্ সকলেরই এক বুলি—আমার দেশ সবার নেতা হইবে। উপায়—one party rule, one man rule. বস্তুত ডিক্‌টেটর্ বা টাইরাণ্ট্ হওয়াই কৃষ্টির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি। সব সমান বুলি অহরহঃ মুখে কপ্‌চাইয়া যা কর তাই আচ্ছা। Leader অর্থ কৃষ্টিসম্পন্ন, সুতরাং রাজার নন্দিনী প্যারি যা করেন তাই শোভা পায়।

অস্মদ্দেশের অভিধানে কৃষ্টি অর্থ পণ্ডিত। গীতায় বলে—জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। পণ্ডিতম্মন্যমানা শব্দায়মান প্রজাকেও কৃষ্টি কহে। ভাল খায়, ভাল পরিধান করে, হল্লা করিয়া slogan গাইয়া দিন কাটায় সেই কৃষ্টিই কৃষ্টি। বিদ্যার আলোচন অভ্যাস করাকেই কৃষ্টি শব্দের যৌগিক অর্থে বুঝায়। বিদ্যা ও অবিদ্যা শব্দে জ্ঞান ও অজ্ঞানকে লক্ষ্য করে। যেমন ছান্দোগ্যে বলে—যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি। অধুনা ইউনিভারসিটিতে যে শিক্ষা দেয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা। প্রকৃতিকেই অবিদ্যা বলে; সেই প্রকৃতির বিশ্লেষণ মাত্র কলেজাদিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। জ্ঞান অর্থ ব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" সেই ব্রহ্মবিষয়ক শিক্ষা কোথায়? সুতরাং কৃষ্টি কোথায়? বৃহদারণ্যকে (৩৫) কহোল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব অতোঽন্যদ্ আর্ত্তম্।

ইহাই প্রকৃত কৃষ্টি।

গুরু-শিষ্য

গুরু বা কে শিষ্য বা কে? যিনি শিষ্যকে অনুশাসন করেন তিনি গুরু। যিনি গুরু দ্বারা অনুশাসিত হন তিনিই শিষ্য। অর্থাৎ গুরু-শিষ্য অর্থ অনুশাসক ও অনুশাসিত। অনুশাসন শব্দের উপর নির্ভর করতঃ সম্বন্ধটি নির্ণয় করিতে হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে একাদশ অনুবাকে দেখিতে পাই—বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। ১ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি ২ ॥

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। ৩॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্। ৪ ॥

উহার অর্থ—শিষ্যকে বা অন্তেবাসীকে বেদ অনূচ্য অর্থ অধ্যয়ন করাইয়া উপদেশ দিতেছেন। সত্যং বদ—যাহা প্রমাণ মূলে জানা আছে তাহাই সত্য তাহাই বলিবে। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে। অধ্যয়ন করিতে

৬

ভুলিবে না। বিদ্যালাভ করিয়া গুরুকে তাঁহার সন্তোষ বিধানপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা দিবে। গৃহে গিয়া বিবাহ করিবে যেন বংশহীন না হয়। মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবে না। আত্ম-রক্ষার্থ কুশল কর্ম্ম করিতে ভুলিবে না। ভূতি অর্থাৎ বিভূতি বৈভব লাভার্থ মঙ্গল কর্ম্ম করিতে ভুলিবে না। স্বাধ্যায় পাঠ ধরা ও প্রবচন অধ্যাপনা করা বিষয়ে প্রমাদ ঘটাইবে না। দেবকার্য্য,—যজ্ঞাদি দেবপূজন; পিতৃকার্য্য, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে ভুলিবে না। মাতাকে দেববৎ পূজা নমস্কার করিবে। পিতাকে, আচার্য্যদেবকে ও অতিথিকে দেববৎ সেবা করিবে। অনবদ্য অনিন্দিত শিষ্টাচার পালন করিবে। যাহা নিন্দিত তাহার আচরণ করিবে না। আচার্য্যগণের আচরিত সুষ্ঠু কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা নিন্দিত তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান তাঁহাদিগকে আসনাদি দিয়া তাঁহাদের শ্রম অপনোদনে সচেষ্ট হইবে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। শ্রী অর্থাৎ আপন বিভবানুসারে দান করিবে। সলজ্জভাবে দান করিবে অর্থাৎ সদর্পে দান করিবে না। ভিয়া দেয়ম্—ভয়ের সহিত দান করিবে। কি জানি এই দানে কোন অশিষ্টাচার ঘটিতেছে কি না এমন ভীতভাবে দান করিবে। আর যদি কর্ম্মবিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মবিষয়ে অথবা বৃত্তবিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রৌত বা স্মার্ত্ত আচারবিষয়ে সংশয় জাগে, তবে সেই স্থানে ও সময়ে যে সমস্ত বিচারশীল ব্রাহ্মণ থাকিবেন, যাঁহারা কর্ম্মতৎপর, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া করেন না অর্থাৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আচরণ করেন; অলূক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ, অক্রূর, ধর্ম্মকামা হন, তাঁহাদের আচরিত পথে চলিবে। আবার পুর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের কাহারও আচরণ সম্বন্ধে কেহ সংশয় উপস্থিত করিলে সেই দেশে ও কালে যে সমস্ত বিচারশীল ব্রাহ্মণ থাকিবেন, যাঁহারা কর্ম্মতৎপর, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া করেন না অর্থাৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আচরণ করেন; অলূক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ অক্রূর ধর্ম্মকামা হন, তাঁহাদের আচরিত পথে চলিবে। ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্য, ইহাই অনুশাসন। এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে।

কঠ উপনিষদে নচিকেতা যম হইতে তৃতীয় বর চাহিতে গিয়া বলিয়াছেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস্যা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

কোন বিদ্যা শিখিতে হইলে তাহা সেই বিদ্যাতে যিনি নিপুণ, বিজ্ঞ তাঁহার

নিকটই শিখিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যা শিখিতে যিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয় বিষয়ে নিপুণ তাঁহার নিকট শিখাই শ্রেয়ঃ। মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন—স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। ভাগবতে বলা হইয়াছে—শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে। কেবল ধারাপাত ও প্রথমভাগ পাঠনে যিনি পটু তাঁহাকে শিক্ষক বলা যায়, গুরু শব্দ প্রয়োগ ঠিক নহে। অপ-প্রয়োগে গুরুমশাই বলে। অন্যান্য শাস্ত্র পড়াইতে যিনি পটু তিনি অধ্যাপক শব্দবাচ্য হইবেন। সেই মুণ্ডকোপনিষদে শিষ্য লক্ষণে উক্ত হইয়াছে :

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

ইহাতে গুরু ব্রহ্মবিদ্ ও শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী হয়। অন্য বিদ্যা যিনি শিক্ষা দেন তিনি অধ্যাপক, শিক্ষক হন। নচিকেতা যমের নিকট যে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রশ্ন করিয়াছেন 'প্রেতে বিচিকিৎসা' তাহাও ব্রহ্মবিদ্যা। প্রেতে সন্দেহ। কেহ মরিয়া প্রেত হয় কি? কেহ জন্মেও না মরেও না প্রেতও হয় না। জন্মমৃত্যু ইহলোক পরলোক সব মায়ার কুহকে দৃষ্ট হয়। সুখদুঃখ ভোগও মায়ার কুহক জন্য। এইজন্য ভাগবৎ পুরাণে—'যদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি' বাক্য রহিয়াছে। মায়ার কুহক নিরস্ত করার জন্য সাধন ভজন করিতে হয়। গীতায় বলিয়াছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" গুরু শিষ্যকে এই মায়ার ফাঁদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন সূর্য্যালোকে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয় তেমনি মায়ার কুহক দূরীভূত হইয়া থাকে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে জ্ঞানযোগ বোধগম্য হয় না। এজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।" চিত্তশুদ্ধি করিতে আহারাদি শুদ্ধ করিতে হয়। সাত্ত্বিক আহার ভোজন, সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা, রাজসিক ভোজনাদি ত্যাগে রজোগুণী তমোগুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয় বিদ্যায় নিপুণ তাঁহার নিকট শিক্ষা নিলে ব্রহ্মবিদ্ হওয়া যায়। এজন্য হিন্দি দোহায় বলে "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ কয়লা কি ময়লা না রহে যব্ আগ্ করে পরবেশ।" যেমন কয়লাতে আগুন প্রবেশ করিলে কয়লা আর কাল

থাকে না, লাল হয়, পশ্চাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও আর কাল থাকে না, সাদা ভস্ম হইয়া যায়। তেমনি গুরু জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিলে হৃদয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজাত কুসংস্কারজনিত ময়লা দূর হইয়া যায়। গুরু প্রথম ভেদ বলেন; বিভিন্ন মতবাদ ও তাহাদের পার্থক্য বিষয়ে উপদেশ করেন এবং এ পার্থক্য ভ্রান্তিমূলক যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎসহ যাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য তাহা হৃদ-বোধ করাইয়া দেন। এতৎ বিষয়ে গীতা বলিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" ব্রহ্ম জানিতে হইলে শমদমাদি অবলম্বনে প্রশান্তচিত্ত হইয়া গুরুসেবা করিতে হয়। গুরুর নিকট অকপটভাবে নিজের সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নসমূহ করিতে হয়। প্রশ্নোত্তরে গুরু যাহা বলেন তাহা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়, যেন মন তাহা আর বিস্মৃত না হয়। এই প্রকার গুরু হইতে শ্রুত বাক্য সদা অনুশীলন করিতে হয়। অনুশীলন কালে বেদবাক্য, যাহা গুরু বলিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত এবং প্রতিপক্ষের উক্তি-সকল ভ্রান্ত ইহা মনন দ্বারা নিশ্চয় হইলে শিষ্য চুপ হইয়া যায় এবং তখন ধ্যান সমাধিতে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হয়। গুরুসেবার অর্থ গুরুর আশ্রম বা বাটীর ব্যবহারার্থ যত জল, মাটী, গোবর, কাষ্ঠ লাগে তাহা সংগ্রহ করিয়া মস্তকে বহন করিয়া আনয়ন; গুরুর ভোজনার্থ অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনা। গুরুর গো-রক্ষণ, গো-দোহন, ক্ষেত্রে জল সেচনাদি সর্ব্বপ্রকার কাজ নিজ হস্তে সম্পাদন করিলে সেবা হয়। এই সেবার সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন (বীর্য্য ধারণ) করিতে হয়। তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি হইলে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রস্থানত্রয়

প্রস্থানত্রয় অর্থ প্রকৃষ্ট স্থান লাভার্থ উপায়ত্রয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা শ্রুতি-প্রস্থান বলিয়া উক্ত হয়। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের যে ভাষ্য করিয়াছেন উহাকে ন্যায়-প্রস্থান ও ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য করিয়াছেন উহাকে স্মৃতি-প্রস্থান বলে। প্রস্থান অর্থ পথ। যেমন মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থান অর্থ রাজ্য সংসার ত্যাগে মহান্ পথে স্বর্গের পথে প্রয়াণ করেন। প্রস্থানত্রয় অর্থ পথত্রয়, যে পথত্রয় অবলম্বনে ব্রহ্মানন্দ লাভ ঘটে। বস্তুতস্তু পথমেকং। তবে বাড়াইয়া বলায় তিন বলা। যেমন তিন দেব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বহুজন-পূজিত। আবার কার্য্য ব্রহ্মে হিরণ্যগর্ভের উপাসনায়

এই তিন একীভূত হইয়া যান। তখন অজ ব্রহ্মার আদ্য অক্ষর অ, উপেন্দ্র বিষ্ণুর আদ্য অক্ষর উ, মহেশ্বরের আদ্য অক্ষর ম দ্বারা ওম্ বাক্যে একতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই তিনখানি গ্রন্থ একই বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যান-পুস্তকত্রয়। স্মৃতি অর্থ ব্যবহারিক সত্তায় যে আচারাদি অবলম্বনীয় তাহার সংগৃহীত পুস্তক। বেদসমূহে যাহা নানা স্থানে ছড়ান ভাবে আছে তাহা একত্র করতঃ উপাসকের স্মৃতিতে জাগরুক রাখার জন্য সংগৃহীত। গীতা সদা ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ, তাহা যে বেদ-উপনিষদমূলক তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক জানার জন্য শ্রুতি-প্রস্থান প্রণীত। শ্রুতি স্মৃতি যে খামখেয়াল নহে, উহা যে সব যুক্তিযুক্ত তাহা ন্যায়-প্রস্থানে প্রদর্শিত। অকাট্য যুক্তি দ্বারা দ্বৈতমতবাদের যাবতীয় গ্রন্থসকলের বিষয়সমূহ যে ভ্রান্তি আছে এবং তজ্জন্য উহা অবলম্বন যে সমীচীন নহে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বেদান্তদর্শন শাস্ত্র বেদ-উপনিষদমূলক। অন্য সব তেমন বেদনিষ্ঠ নহে। বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাণী। অন্য সকল গ্রন্থ গ্রন্থকারগণের স্বীয় স্বীয় বিচারবুদ্ধি অবলম্বনে রচিত। মন বুদ্ধি বৈকারিক যাহা নির্ণয় করিবে তাহা অবৈকারিক হইতে পারে না। পুরুষ অবৈকারিক জন্য তাহা বৈকারিক চিত্তবৃত্তির দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বৈতবাদিগণ যে প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বন করেন তাহা অতীব বৈকারিক। দর্শনেন্দ্রিয় দৃষ্ট পদার্থ সত্য এই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ মূলে অনুমান করিয়া থাকেন। দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাগণ সকলেই এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল। যদি মূলেই ভুল থাকে তবে তাহার শাখা-প্রশাখার আদর হইবে কিসে? বেদান্ত পুরুষকে এজন্য প্রমাণ-চতুষ্টয়ের বহির্ভূত অপ্রমেয় বলা যায়।

উপমান অর্থ সাদৃশ্য। আপ্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জন্য তাহার গ্রহণ। যাঁহারা মনে করেন বেদ পৌরুষেয় তাঁহারা ঋষি বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলিয়া থাকেন। তাহা ভ্রমাত্মক। বেদ ঋষিগণ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া রচনা করেন না—যেমন রামায়ণ মহাভারত বাল্মীকি ও ব্যাস স্ব স্ব বুদ্ধিপূর্ব্বক রচনা করিয়াছেন। বেদজ্ঞান ঋষিগণের শুদ্ধ চিত্তে উদ্ভাসিত হয়, তাহা দৃষ্টে পশ্চাৎ তাহা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় যেমন কেহ কেহ স্বপনে মন্ত্র পায়, ইহা স্বপ্নকালে তাহাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা স্মরণে লিপিবদ্ধ করে। যুধিষ্ঠির মহারাজের ন্যায় রাজ্য সংসার ত্যাগে মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলেন—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগেনৈকেন

অমৃতত্বমানশুঃ। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে সদ্‌গুরুর শরণাগত হইতে হয়। তথায় গুরুসেবাদি দ্বারা শ্রীগুরুর কৃপায় মহান্ ব্রহ্মপথে প্রস্থান করার যোগ্যতা লাভ হয়।

ভ্রম

ইন্দ্রিয়াদি করণের বৈকল্য জন্য পদার্থের স্বরূপের অন্যথা কল্পনা করাকে ভ্রম বলে। যেমন মনের বিভ্রম, দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রুতি-বিভ্রম, বিচার-বিভ্রম ইত্যাদি। শুক্তিতে রজত-ভ্রম, মনের ভ্রম বা স্মৃতি-বিভ্রম জাত। স্ফটিকে লালত্ব ভ্রম, লাল পুষ্পের বা বস্ত্রাদির প্রতিবিম্বপাতে ঘটে। যাহার প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা অদৃষ্ট হইলেই ভ্রম ঘটে। বিম্ব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে ভ্রমের কারণ থাকে না। হরিদ্বার আশ্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের যে মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাঁহার গলদেশে একটী বড় স্ফটিকের মালা বিলম্বিত আছে। ঐ মন্দিরের উপরিভাগে একটী জানালা আছে, তাহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা শ্বেত, পীত, লাল, নীল চারিখানি অমসৃণ কাচখণ্ড দ্বারা আবৃত। দু' প্রহরের পর ঐ জানালা দিয়া সূর্য্যের কিরণ মন্দিরে প্রবেশ করে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিখানি শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত। অতিশয় মসৃণ না হইলেও বেশ পালিশ বটে। ঐ সৌর কিরণ চারিখানি অমসৃণ কাচখণ্ড ভেদ করিয়া একই সময়ে একীভূতভাবে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গলস্থিত মালায় পতিত হয়, তাহাতে উহা স্বর্ণময় বলিয়া প্রতীত হয়। সূর্য্যকিরণ সপ্তরশ্মিযুক্ত হইলে তাহা শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। এখানে চারিটী রশ্মিযুক্ত জন্য স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হয়। যাঁহারা দার্জ্জিলিং ঘুমশৃঙ্গে যান, তাঁহারা সূর্য্যোদয়কালে হিমালয়ের শ্বেত বরফাবৃত স্থলে কাঞ্চন বর্ণবিশিষ্ট পর্ব্বতগাত্র দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্বেতে কাঞ্চনবর্ণ দর্শন-বিভ্রম মাত্র। তেমনি স্থাণুতে নর, রজ্জুতে সর্প, মরীচিকায় জল, গগনে নীলিমা, সমুদ্রে নীলিমাদি দর্শনরূপ বিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

সমুদ্রের নাম নীলাম্বু অভিধানে দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে সাদা কাপড় ধুইলে নীলবর্ণ হয় না। যেখানে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গে তথায় দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জল দৃষ্ট হয়। ইহাও এক বিভ্রম। আকাশে কখন কখন মেঘে সূর্য্যরশ্মিপাতে রামধনু দৃষ্ট হয়। উহাতে সপ্তরশ্মির সপ্তবর্ণ দেখা যায়। সেই মেঘখানা যেন মসৃণ কাচখণ্ডের ন্যায় সপ্তবর্ণ দেখায়। তেমনি চন্দ্রের সভা হয়। চন্দ্রের চারিদিকে মেঘখণ্ডগুলি এমনভাবে সজ্জিত হয় যেন চন্দ্র একটী গোল সভামণ্ডপে আছেন। সময়ে ক্ষুদ্রও

বৃহদায়তন হইয়া থাকে। খনা বলে, দূর সভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল অর্থাৎ অতিবৃষ্টির সূচক। পূর্ণিমার দিবস প্রাতে আকাশে যে লাল সূর্য্য উদিত হন এবং সন্ধ্যায় যে চন্দ্রমা উদিত হন, এতদুভয়ের আকার সমান বলিয়া চর্ম্মচক্ষে প্রতীত হয়। অথচ বিজ্ঞানবিদ বলেন, চন্দ্র হইতে সূর্য্য বিশ লক্ষগুণ বৃহদায়তন। ইহাও দৃষ্টি-বিভ্রম। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমাকাশে যে শ্বেতবর্ণ অভ্র থাকে তাহা নীল, সবুজ, পীত, রক্তবর্ণের আভাযুক্ত দৃষ্ট হয়; ইহাও এক দৃষ্টি-বিভ্রম। পূর্ণ সূর্য্যাদি গ্রহণকালে সূর্য্য চন্দ্র যেন রাহুচ্ছায়া দ্বারা আবৃত হন বলিয়া প্রতীত হয়। কোন স্থানের লোকের তাহা দৃশ্য, অন্যত্র দৃশ্য নহে অর্থাৎ সূর্য্যকে গ্রাস করে না। দ্রষ্টার নেত্রেও কোন ছায়াপাত হয় না। দৃশ্যে নাই দ্রষ্টায় নাই, অথচ ছায়া আসে যায়, যেন সূর্য্যাদিকে গ্রাস করে এমন প্রতীত হয়। ইহাও দৃষ্টি-বিভ্রম কি? এজন্য মায়ার লক্ষণে দৃষ্টান্ত স্থলে 'যথা ভাসঃ যথা তমঃ' বলিয়াছে। তম রাহুচ্ছায়াকে বুঝায়। রাহু বলিয়া কোন গ্রহ নাই যে ছায়া করে। অথচ বলে রাহুগ্রস্ত দিবাকর। সূর্য্যাস্ত আর এক বিভ্রম। সূর্য্য কখনই অস্ত যায় না বা তাহার কিরণরাশি আপনাতে গুটাইয়া নেয় না বা কোন অচলে প্রবেশ করে না; অথচ অস্তাচলে প্রবেশ করেন এমন লোকে বলে ও বিশ্বাস করে।

স্থানান্তরে গমন করিলে কাহারও কাহারও দিগ্‌ভ্রম হয়। আয়নাতে যে প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহা ডাইন বাম ও বাম ডাইন বলিয়া দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রতিবিম্ব বিম্বের ঠিক ঠিক আকৃতি নহে। আয়নাখানি তরঙ্গায়িত হইলে একই আয়নায় একই সময়ে একাধিক প্রতিমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। জলে যে প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা জলে তরঙ্গ উঠিলে বিম্ব স্থির থাকিলেও প্রতিবিম্বের রূপান্তর ঘটিতে দেখা যায়। জলে চাঁদের নাচনি, রেলগাড়ীতে বসিয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ তালবৃক্ষের দৌড়ানও পরিদৃষ্ট হয়। উহাও বিভ্রম। এমনি সব বিভ্রম দৃষ্টে বলিতে হয় যে, এই যে গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহাও বিভ্রম মাত্র। অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করিতে নাই।

উপাধি জন্য জলের এই শ্বেত জলীয় বাষ্প, এই কৃষ্ণবর্ণ মেঘ, এই তরল বারি-ধারা, এই শ্বেত শিলারূপে দর্শনবৎ বিশ্বজগৎ কি? ভাগবৎ পুরাণের ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতি মায়া ততো জীবস্য সংসৃতি।" মন হইতে আত্মার দেহ, গুণ, জীবের কর্ম্ম সৃষ্টি হয়; সেই মনই মায়া সৃজন করে, যে মায়া জীবের সংসারের হেতু। ঐ ১১।২৮।২১ শ্লোকে বলে "ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।" যাহা

পূর্ব্বে থাকে না, পশ্চাৎকালেও থাকে না, মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা যখন দেখা যায় তখনও থাকে না, যেমন রজ্জুতে সর্প, সিনেমা গৃহে দৃষ্ট দৃশ্যপ্রপঞ্চ।

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটী অবস্থাগত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যখন দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই বার উপাধি স্কন্ধে চাপে, কাজ করে তাহা জাগ্রৎ বলিয়া উক্ত হয়। যখন দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিরস্ত, কেবল মন, বুদ্ধি কাজ করে তাহার নাম স্বপ্ন। আর যখন বারভূত নিশ্চেষ্ট তখন সুষুপ্তি। এ জন্য মাণ্ডুক্যে বলিয়াছে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্।" ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্র, তাহার চতুর্থাংশ ছয় ঘণ্টা প্রত্যেক ব্যক্তি সুষুপ্তিতে আনন্দে কাটায়। বলে—আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন আমি ব্যতীত কেহ না থাকায় একাকী বড় সুখলাভ ঘটে। সেই সময় রোগশোক জন্য দুঃখ ভাসে না। যেই মন জাগে, রোগ শোক জন্য দুঃখ প্রকাশ পায়, তাহাতে মনই দুঃখের পশরা বহন করে জানা যায়, আমি নহে। আমি সুখময়। তেমনি যখন কোন সার্জ্জন কোন ব্যক্তিকে ক্লোরফরম্ করিয়া অঙ্গচ্ছেদ করে, তখন ক্লোরফরমের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত হয়। তখন উহার অঙ্গচ্ছেদের বিষয়ে মনাদি নিশ্চেষ্ট থাকে। আমিও তখন থাকে, সেই আমি তখন বলে না—বড় দুঃখ, কাটিতেছে বড় কষ্ট। যেই ক্লোরফরম্ গ্যাসটি নিঃশ্বাসসহ বাহির হইয়া যায়, মন জাগে, দুঃখও জাগে। সুতরাং আমিসহ দৈহিক সন্তাপের কোন সংস্রব নাই। আমি নির্লিপ্ত। এজন্য গীতায় ১৩।৩২ শ্লোকে বলে—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" এই উভয় কালে জগৎ ভাসে না। যেই মন জাগে অমনি জগৎ জাগে। সুতরাং মনই জগতের হেতু। জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থা, সুতরাং ব্যাপদেশমাত্রম্।

মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন। জাগ্রতেও মন নিশ্চেষ্ট হইলে জগৎ ভাসে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-ব্যাপার মন সাপক্ষে ঘটে। ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃ দেখাশুনাদি করে না। মনের সহযোগেই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং জাগ্রতের দৃশ্য দর্শনও মনের কার্য্য। সুতরাং মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন।

মন জড় পদার্থ। কারণ মন দুর্ব্বল হইলে উহাকে ডাক্তার যে ঔষধ পথ্য দিয়া হৃষ্টপুষ্ট করেন তাহাও জড়, সুতরাং মন জড়। জড় মনের সংজ্ঞা নাই। সুতরাং মন জগৎ দেখে ইহা কথার কথা। এজন্য ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে রজ্জু ও সর্পে সাদৃশ্য থাকায় অন্ধকারে

অজ্ঞানবশে ভ্রম হয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব, জগৎ সাবয়ব, ইহাতে সাদৃশ্যাভাব জন্য ভ্রম সম্ভবে না। জগৎ পাঞ্চভৌতিক, তাহার আকাশভূত নিরবয়ব, ব্যাপক। ব্রহ্ম নিরবয়ব, ব্যাপক; এই সাদৃশ্য লইয়া ব্রহ্মে আকাশ-ভ্রম সম্ভবপর। পশ্চাৎ মনঃ কল্পিত বায়ু আদির সৃষ্টি ঘটে। এই প্রথম ভ্রম সংস্কার জন্মায়, পশ্চাৎ আকাশাদি জাত জগদ্ ভ্রম সম্ভবপর হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে রজ্জুর অবয়ব সমান, আর সর্পাবয়ব মুখের দিকে মোটা লেজের দিকে চিকন। মায়া আবরণ শক্তি দ্বারা বিচারবুদ্ধি আবৃত করে; বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পসাদৃশ্য আনিয়া হাজির করে এবং মন দ্বারা সর্পাবয়ব সৃজন করে। শাস্ত্রও বলে

"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ।
হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ॥"

যেমন রজ্জুর তনু ও সর্পের তনুর একতা, তেমনি হরির তনু ও জগতের তনুর একতা শ্লোকে উল্লেখ করায় ব্রহ্মে জগৎ দর্শন বিবর্ত্তবাদের কথা ইহা স্বীকৃত হয়। জগৎই মনের বিলাস বা চিত্তবিভ্রম জন্য। ভ্রম লইয়াই আমরা আছি। ভ্রমই ভ্রম যদি, তবে সত্য কিছু আছে কি? "অস্তি"। শ্রুতি বলেন—অস্তি ইতি উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। কিমস্তি? অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখমস্তি। সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ আছেন। নেহ নানাস্তি কিংচন। যিনি ওঁ তৎ সৎ বলিয়া অভিহিত হন। তাহাই সত্য; তাহাই শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।

প্রবন্ধাবলী

প্রবন্ধাবলী

গৃহস্থ

গৃহস্থ লিখিতে গ-কার লাগে। গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গুরু, গোবিন্দ এই ছয় গ-কার সহিত গৃহস্থের সঙ্গ হইলে সাতের মিলন সুখ শান্তির হেতু হয়। গৃহস্থ কে? না, যে গৃহে স্থিত সেই গৃহস্থ। ঠাকুর দেবতাও মন্দিরে থাকেন, মন্দিরই গৃহ। সুতরাং তাঁহারাও গৃহস্থ কি? লোকে বলে "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"। শাস্ত্রে দেবগণেরও স্ত্রী থাকা বলে। লক্ষ্মীনারায়ণ, গৌরীশঙ্কর, শচীপতি ইন্দ্র ইত্যাদি। ভাগবৎ পুরাণে বলে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র স্ত্রী। বাইবেলেও গড্ দি ফাদার হোলি ঘোষ্টরূপে মেরীতে গর্ভাধান করিয়া গড্ দি সন যিশুর উৎপত্তি ঘটান। এডাম ইডেনে একা ছিলেন, ঈশ্বর তাহাকে নিদ্রিত করিয়া তাহার বামপার্শ্বের অস্থি হইতে ইভকে নির্ম্মাণ করেন ও আনিয়া এডামকে দেন। এডাম-ইভ স্বামী-স্ত্রীরূপে ইডেনের বাহিরে গৃহ নির্ম্মাণে গৃহস্থ হন, কেইনাদি পুত্র উৎপাদন করেন। দারাপত্যাদি জন ও ধন যে চায় সে গৃহস্থ। জনবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা ভারি ব্যস্ত। নারদ ব্রহ্মচর্য্য লইয়া জীবনযাপন করিতে চাহিলে ব্রহ্মা বলিলেন, যদি বিবাহ না কর শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। তাই নারদ বিবাহ করেন। যিনি গৃহস্থ হন তিনি আপনাকে পরিচ্ছিন্ন মনে করেন। কারণ গৃহ গৃহী হইতে আয়তনে বৃহৎ হয়। পরিচ্ছিন্নভাবে বাস যাহাদের প্রিয় তাহারাই গৃহস্থ। ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকের "ঈশা বাস্যং" বাক্য রহিয়াছে তাহার অর্থ কেহ কেহ করেন ঈশা আবাস্যং ঈশার আবাস বা গৃহ। জ্যোতিষে দ্বাদশ রাশিচক্রের কোন রাশি কোন গ্রহের গৃহ বলে। সিংহ রাশি রবির গৃহ, কর্কট রাশি চন্দ্রের গৃহ, মিথুন ও কন্যা বুধের গৃহ, বৃষ ও তুলা শুক্রের গৃহ। মেষ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের গৃহ। মীন ও ধনু বৃহস্পতির গৃহ। মকর ও কুম্ভ শনির গৃহ।

শাস্ত্র মানবজীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শতবর্ষ পরমায়ুর প্রথম ২৫ বর্ষ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিবে। দ্বিতীয় ২৫ বর্ষ বিবাহ করিয়া পুত্রাদি উৎপাদনে কুটুম্বাদির সঙ্গসুখ ভোগ করিবে। ইহাকে গৃহস্থাশ্রম বলে। পরে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"। তৃতীয় ২৫ বর্ষ বানপ্রস্থী হইয়া

উপাসনাদিতে জীবনযাপন করিবে। শেষ ২৫ বর্ষ সন্ন্যাসাশ্রমে পরিব্রাজক অনিকেতন হইয়া 'সর্ব্বজনহিতায়' নানাস্থানে অসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করিবে। গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। পঞ্চমহাযজ্ঞ; দেবযজ্ঞ—দেব পূজন, ঋষিযজ্ঞ—ঋষি প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন, পিতৃযজ্ঞ—মৃত পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ জলাঞ্জলি দান বা পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু তর্পণ, নৃযজ্ঞ—অতিথি পূজন। গৃহে অতিথি আসিলে তাহাকে সাদরে অন্নপানাদি প্রদানে বিশ্রামের জন্য বন্দোবস্ত করিবে। পঞ্চম যজ্ঞ ভূতযজ্ঞ—গো, শ্ব, বায়স, কীটাদির জন্য অন্ন প্রদান এবং গৃহের উন্নতি সাধন, ধনজন বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মপথে মতি রাখিবার চেষ্টা। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাং। পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মঃ ততঃ সুখম্॥ উপনিষদ বলে দ দ দ—দমন, দান, দয়া। ইন্দ্রিয় মন দমন, যথাসাধ্য জীবে দয়া ও ধন দান করিবে।

গঙ্গা

গং+গা=গঙ্গা। গগনে গায় জন্য গঙ্গা। স্বর্গঙ্গা রূপে অলকানন্দা কলকল নাদে অলকাপুরী নন্দিত করিয়া ভারতের উত্তর প্রাচীর পর্য্যন্ত গমন করতঃ হিমরূপে হিমশিখরে অবতরণ করিয়া গোমুখী পর্ব্বতদ্বারে বিনির্গত হইয়াছেন। অন্য শাখা নারায়ণের বদরী বিশালাপুরী সন্নিহিতে অলকানন্দা নামে জগতের কল্যাণার্থ সমতল ভূমি বহিয়া চলিয়াছেন সর্ব্বজলাশ্রয় সমুদ্রাভিমুখে। ভগীরথ কারণরূপ পুর্ব্বপুরুষ সগরগণের উদ্ধারার্থ ভাগীরথী নামে সাগর পতনান্তে সাগরই হইয়াছেন। আর নাম-রূপাত্মকা গঙ্গা নাই; সাগর সহ একীভূত হইয়াছেন। ত্রিপথগা গঙ্গার তৃতীয় ধারা ভোগবতী নামে পাতালে প্রবাহিত। "সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ" জন্য আপময়ী নিরাকারা বলিয়াই উক্ত হন। এজন্য মন্ত্র দেখা যায়—

সর্ব্বাকারা নিরাকারা সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
নিরাকারমভূদ্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগঙ্গাত্মনে নমঃ।

কেহ বলেন—

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধাগঙ্গেয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোঽন্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি॥

দেহস্থ ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী নাম দেওয়া

হয়। ঋগ্বেদে ১০।৭৫।৫ মন্ত্রে গঙ্গার উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে গঙ্গা উপত্যকা উল্লিখিত। যমুনা নদী হিমালয় যমুনোত্রী হইতে উদ্ভূত হইয়া তীর্থরাজ প্রয়াগে সরস্বতী গঙ্গা সহ মিলিত হইয়াছেন। ত্রিধারা গঙ্গা নামেই সাগরগামিনী। হিমালয়ের অভ্যুত্থানের পরবর্তী কালে শিবালক পর্ব্বতশ্রেণী ভূমিকম্পে উন্নমিত হইলে তৎসঙ্গে সাহারাণপুর আম্বালা রোহতকাদির ভূমি উন্নমিত হওয়ায় সরস্বতী দক্ষিণাভিমুখী হইয়া প্রভাসতীর্থ সমীপে সাগরে পতিত হইয়াছেন। ইহা নব্য জিওলজী শাস্ত্র যাহার ভারতীয় বিবরণাংশ প্রফেসার ওয়াদিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার ২৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তাহাতে গঙ্গা সরস্বতী সঙ্গম বৈদিক যুগে ছিল পশ্চাৎ ভেদ ঘটিয়াছে বিবৃত আছে।

পবিত্র ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানকালে লোক নিজ ব্যবহারে জলকে পবিত্র করার জন্য মন্ত্র পাঠ করেন। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। গঙ্গার নাম অগ্রে উল্লিখিত। পঞ্চতন্ত্রে বলে গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী যস্য সম্ভ্রমাৎ। তস্যাম্বা যদি সুতিনী বন্ধ্যা বা কিদৃশী ভবেৎ। শুনিতে পাই কোন ইংরেজ রসায়নবিদ্ গঙ্গা ও টেমস্ নদীর জল পরীক্ষা করতঃ বলিয়াছেন—গঙ্গার জলে জীবাণুনাশক শক্তি রহিয়াছে, টেমসের জলে তাহার অভাব। অনেকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান সময়ে ও রাত্রে শয়নকালে দেবতাস্মরণ করেন তাহাতে ছয়টি গ-কারযুক্ত নাম আছে। প্রথমেই গঙ্গা। গঙ্গা গীতা গায়ত্রী গো গুরু গোবিন্দ—এই ছয় নাম উচ্চারণ দ্বারা আপনাকে পবিত্রচিত্ত করেন। একটী শ্লোকে বলে গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। পুরাণে বলে বিষ্ণু গান শুনিতে শুনিতে ঘর্ম্ম-জলাপ্লুত হন, সেই জল তাঁহার পাদ বহিয়া মৃত্তিকায় পতিত হইলে গঙ্গার উৎপত্তি ঘটে। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা। কোন কোন শিবস্তোত্রে স্বর্গঙ্গা (milky way)-কে শিবের জটা বলেন। এজন্য শিব-জটায় গঙ্গা প্রবাদ রহিয়াছে "বিয়দ্ব্যাপী তারাগণ-গুণিত ফেনোদ্গম-রুচিঃ। প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে। এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪ অধ্যায় ৩১২ ও ২২৫ শ্লোকে হিমালয়কেই মহাদেবের প্রতীকরূপে নমস্কার বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। "নমঃ কাঞ্চনমালায়ৈ গিরিমালায়ৈ বৈ নমঃ। ক্ষীরোদ-সাগরাণাঞ্চ শৈলানাং হিমবান্ গিরিঃ॥ একটী স্তোত্রে আছে গঙ্গাফেনসিতা জটা। শ্বেত বরফই তাঁহার জটার শ্বেতত্বের হেতু। সেই বরফ গলিয়াই গঙ্গানদী। ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী জ্ঞানরূপিণী ও প্রবাহরূপিণী। তাহা গঙ্গার অন্তর্ভুক্ত।

যমুনা গঙ্গাসহ প্রয়াগে একীভূত। এজন্যই গঙ্গার মহিমা। ভারতবংশীয় রাজগণের রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাতটে স্থিত ছিল। মহারাজ জরাসন্ধের বংশীয়গণ রাজগীর ত্যাগে গঙ্গাতটে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গের মুসলমান বাদশার রাজধানী মুর্শিদাবাদ গঙ্গাতটে স্থিত। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষের প্রথম রাজধানী কলিকাতাও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। দিল্লী নগরী গঙ্গার উপনদী যমুনাতীরস্থ বটে। গঙ্গা হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের নানা ধাতু নানা বৃক্ষপত্রাদি রসে সিক্ত জন্য অমৃতস্বরূপ। গঙ্গার পলিমাটি গাত্রে মর্দ্দন করিলে চর্ম্মরোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই বলে "ওষধী জাহ্নবীতোয়ম্"। অন্য নদীর জলে অল্প দিনেই ছাট পড়ে। গঙ্গার জল মৃৎ ঘটে রাখিলে বর্ষাকালেও ছাট পড়ে না। গঙ্গে হর গঙ্গাধর।

গীতা

গৈ+ক্ত+আপ্ করিলে গীতা হয়। গীত অর্থ গান। যাহা ভগবানের গুণগান করে তাহার নাম গীতা। যাহা ভগবানের স্বরূপ কীর্ত্তন করে তাহাও গীতা। মহামায়া হইতে ভগ বা ঐশ্বর্য্য যখন আসিয়া যুক্ত হয় তখন তিনিও ভগবান হন। যেমন কোন ব্যক্তিতে যদি ধন আসিয়া যুক্ত হয় তিনি তখন ধনবান হন। ভগবান স্বরূপতঃ ভগহীন। মায়ার কুহক তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যেমন ভাঃ পুঃ ১।১।১ বলিয়াছে "সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"। আর মায়ার কুহকযুক্ত হইলে তাঁহার স্বরূপ যেন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। একজন গৌরবর্ণ পুরুষ অঙ্গে কাল রং মাখাইয়া আসিলে তাহাকে চিনা দুরূহ। রঙ্ বিধৌত করিলে স্বীয় গৌরবর্ণ প্রকাশ সহ রূপ ফুটিয়া উঠে। মহাভারতে আছে রাজা নল পাশা খেলায় রাজ্য হারাইয়া বনে গমন করেন, তখন তাঁহার আত্মগোপন প্রয়োজন ছিল। কর্কোটক নাগ তাঁহাকে দংশন করিলে, তাঁহার রূপ বিকৃত হওয়ায় তাঁহাকে চিনা যাইত না। তাহাতে তিনি আত্মগোপনে ঋতুপর্ণ রাজার সারথি হইয়া জীবন ক্ষেপ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। ত্রিগুণা মায়ার যত ঐশ্বর্য্য সবই ত্রিগুণা বিশেষ রজঃপ্রধান। ভগবান বশী হইলেও মায়ার কুহকে যেন মায়াধীশ ভাবটী তৎকালে প্রকট হয়। যেমন ভগবান রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বাসকালে তাঁহাদের কুটীরের সামনে এক স্বর্ণ-মৃগ দৃষ্ট হয়। সীতা তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, আমাকে এই স্বর্ণ-মৃগটী ধরিয়া আনিয়া দাও, পালন করিব। রাম সীতার প্রার্থনা পুরণার্থ বিনা বিচারে সেই স্বর্ণমৃগ ধরিতে

যান। এই অবসরে রাবণ সীতাহরণ করেন। যদিচ রাম মায়াধীশ তত্রাচ মায়ার কুহকে তিনি যে স্বর্ণমৃগ স্বষ্টি করেন নাই বা এটী মারিচ রাক্ষসের শাম্বরী মায়াবৃত অবস্থা তাহা যেন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ হৃদয়ে জাগিল না। ভগবান স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও মায়ার কুহকে সগুণবৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান বলেন প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া (৪।৬)। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ (৯।৮)। সদ্রূপে নিষ্ক্রিয় হইলেও যেন সক্রিয় হন। কর্ত্তা ভোক্তা হন। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী জন্য অচল অক্ষর অব্যয়; সচলবৎ কার্য্য করেন এমন দৃষ্ট হয়। সর্ব্বব্যাপী পরিচ্ছিন্নবৎ পরিদৃষ্ট হন। এই যে নির্গুণের সগুণ ভাব তাহা বহিরাগত উপাধি-জাত। এই সোপাধিক নিরুপাধিক অবস্থান্তরের মধ্যে কি যে ব্যাপার আছে তাহা জানার চেষ্টাকে তত্ত্বানুসন্ধান বলে। এই তত্ত্বানুসন্ধান যে গ্রন্থে আলোচিত তাহার নাম গীতা।

গির্ বাণী যেন তৎ ইতো ভবতি প্রাপ্তো ভবতি সা গীতা। তত্ত্বশব্দ তৎ+ ত্বং অর্থ—তৎ ও ত্বং এতদুভয়ের একতা স্থাপন। ত্বং জীব তৎ শিব। দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ। ইহাই ভাগবৎ পুরাণের বিষয় বলিয়া ভাগবৎ পুরাণের শেষভাগে উপসংহারে বলিয়াছেন "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্। ভাঃ ১২।১৩।১২। ত্বং জীবাত্মা তৎ পরমাত্মা এই উভয় এক। দেহে দেহে স্বতন্ত্র আত্মা নাই। একই সব দেহের দেহী। অসৎ মায়া (মা+আয়া) আসেনি, স্বষ্টিও ঘটেনি। ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ নিষ্কল অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বিহীন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। "নেহ নানাস্তি কিংচন"। ইহাই তত্ত্ব। গীতা ২।১৬ শ্লোকে অসৎ মায়া না থাকা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। গীতা ১৩।৩১ শ্লোকে বলা হইয়াছে "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে"। এই সব তত্ত্বানুসন্ধান মহাভারতান্তর্গত ভীষ্ম পর্ব্বে উক্ত অষ্টাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট গীতা, গীতা-নামের সার্থকতা দিয়াছে। মা ৯৫।২৮ বলে, "অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুত্র ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে"। দৃশ্য প্রপঞ্চ সিনেমা গৃহে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে" (ভা পু ১১।২।৩৮)। যেমন, জলের নীচে চাঁদের নাচনি বা তাহার প্রতিবিম্বের নাচনি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ চাঁদ নাচে না, জল নাচে। চাঁদের নাচনি "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"। সমুদ্রের জল নীলবর্ণ জন্য উহাকে নীলাম্বু বলে। সমুদ্রের জলে নীল আদৌ নাই। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"।

চন্দ্রের জ্যোৎস্নার কত প্রশংসা সর্ব্বদেশে কবিগণ করিয়াছেন। চন্দ্র আলোকহীন, চন্দ্রের হিম অংশু "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"। সূর্য্য সন্ধ্যাকালে আপন রশ্মিজাল গুটাইয়া অস্তাচলে গমন করেন, লোকে প্রত্যক্ষ করে পৃথিবী অন্ধকারময় হয়। সূর্য্য চিরই আকাশে কিরণজাল ছড়াইয়া আছেন। গুটাইয়া লইয়া কোন পর্ব্বতের আড়ালে লুকান না, তত্রাচ "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"। তেমনি দ্বৈত প্রপঞ্চ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। যেমন অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত না হইলেও অজ্ঞান আঁধারে সর্প বলিয়া প্রতীত হয় এবং দ্রষ্টা ভয়বিহ্বল হন এমনি অসৎ জগৎ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে। এইরূপ তত্ত্বযুক্ত গ্রন্থকে গীতা বলে।

গায়ত্রী

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। বা গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে। গয়ঃ প্রাণ। যিনি প্রাণরক্ষক তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ত্রী মন্ত্র আচার্য্য কর্ণে দিলে ব্রাহ্মণ হয়। উহা ব্রহ্মবিষয়ক মন্ত্র, ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিতে হয়। কেহ বলেন প্রাতে রক্তবর্ণা দ্বিভূজা হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণী গায়ত্রীরূপে, মধ্যাহ্নে শ্বেতবর্ণা চতুর্ভুজা গরুড়বাহনা বিষ্ণুশক্তিরূপে সাবিত্রী, সায়ংকালে নীলবর্ণা ত্রিশূলডমরুধরা অর্দ্ধচন্দ্র ভালে রুদ্রশক্তি সরস্বতীরূপে চিন্তনীয়। বর্ণভেদ সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্নে স্থিতি ও সায়ংকালে রাত্রির তমঃসমাগম দৃষ্টে হইতে পারে। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। সেখানে তিন স্বতন্ত্র শক্তিরূপে চিন্তা পৃথকত্বের পরিচায়ক। গীতায় পৃথগ্‌দর্শন রজোগুণের ব্যাপার বলিয়াছেন। ১৩৷১৬ শ্লোকে "ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ" বাক্যে এক দেবতা স্থাপিত। কেহ কেহ ২৪ অক্ষরা গায়ত্রীর অক্ষরে অক্ষরে এক এক তত্ত্ব চিন্তা করিতে বলেন। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চভূত, আত্মা ও প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। গায়ত্রী মন্ত্রটি গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলে। গায়ত্রী ছন্দ ২৪ অক্ষরা চতুষ্পদা হয়। ঋ ৩৷৬২৷১০ মন্ত্রটি ২৩ অক্ষরা ত্রিচরণা। এজন্য কেহ বরেণ্যং স্থলে বরেণীয়ং পাঠে ছন্দের ইজ্জৎ রক্ষা করেন। ঋ ১৷১৷১ মন্ত্রটিও গায়ত্রী ছন্দে রচিত "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্"॥ দেবীপুরাণে দেখিতে পাই দুর্গাদেবীর মন্ত্রে বলিয়াছেন—গয়নাদ্ গমনাৎ বাপি গায়ত্রী আছে। নারায়ণ ত্রিদশার্চ্চিতা। তন্ত্রমতে প্রত্যেক দেবতার এক একটি গায়ত্রী মন্ত্র। উপনিষদেও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন

ভিন্ন গায়ত্রী মন্ত্র দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ এই—গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ। তন্ত্র পুরাণ বা বৈদিক মন্ত্রই গুরু শিষ্যের ভবসাগর হইতে ত্রাণার্থ দিয়া থাকেন। তাহাতে দাঁড়ায়—গুরু যাহাকে যে মন্ত্র দেন তাহাই তাহার গায়ত্রী। ব্রহ্মের লিঙ্গ নাই। "অলিঙ্গব্যাপক এব চ"। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে"॥ গায়ত্রী ব্রহ্মই। পুরাণে বলে ব্রহ্মার পত্নী গায়ত্রী। ঋগ্বেদে গায়ত্রিণো অর্কিনো শব্দদ্বয়ং প্রয়োগে পার্থক্য করিয়াছেন।

গো

গম ধাতু ডোচ্ প্রত্যয়ে গো শব্দ নিষ্পন্ন। তাহাতে গো শব্দের যৌগিক অর্থ হয় যাহা গমনশীল। বৈদিক ব্যবহারেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তবাক্য গুরু হইতে শিষ্যে গমন করে জন্য গো। গোভির্বেদান্তবাক্যৈঃ বিন্দতে ইতি গোবিন্দ। ঋ ৮।২০।৮ "গোভির্বাণো অজ্যতে" গোভিঃ স্তুতিভিঃ। সোমলতার রস চর্ম্মের উপর দিয়া চোয়াইয়া কলসীতে গিয়া পতিত হয়। গমনশীল জন্য তাহার নাম গো। গোপীথায় অর্থ সোমপানায়। ঋ ১।১৯।১ ঋ ১।৬৪।১০ বৃষখাদয়ে অর্থ সোমপানায়। ঋ ৮।৪৩।১১ উক্ষান্নায় সোমযুক্ত অন্ন। বৃঃ আঃ ৬।৪।১৮ মন্ত্রে আছে "মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা"॥ এখানে মাংস শব্দ অর্থ মনোগত, ওদন অর্থ ভাত পাক করিয়া তাহাতে সর্পি ঘৃত দিয়া খাইবে। যদি ঈশ্বর অর্থ ঐশ্বর্য্যকামী হয় তবে সেই ওদনে ঔক্ষ বা বার্ষভ সংমিশ্রিত করিবে। ঔক্ষ ও বার্ষভ একই পুংগোর নাম। এস্থলে বিকল্প করিবার কোন হেতু নাই। এখানে ঔক্ষ সোমরস এবং বার্ষভ সর্ব্বৌষধীগণের অষ্টবর্গান্তর্গত কর্কটশৃঙ্গীর রস বুঝাইয়াছে। এই অধ্যায় মন্থ দিয়া যজ্ঞ করিবার অধ্যায়, এখানে মাংসের স্থান নাই। সর্ব্বৌষধীর মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করিবার বিধি ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫।২।৪ মন্ত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। বৃ আঃ ৬।৩।১ মন্ত্রেও উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বজ্র শত্রুর প্রতিগমন করে জন্য তাহার নামও গো। ঋ ১।১২১।৯ মন্ত্রে ত্বং আয়সং প্রতিবর্ত্তয়ো গোর্দিবো বাক্য আছে। আয়স.লৌহ নির্ম্মিত বজ্র গো। ঋ ৫।৩০।৭ মন্ত্রেও গবা বজ্র অর্থ প্রকাশক। নক্ষত্রগণ প্রতিদিন আকাশে বিচরণ করে। অর্থাৎ গমনশীল জন্য গো শব্দ বাচ্য। ঋ ১।১৫৪।৬ মন্ত্রে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গ। অযাসঃ। ঋ ৫।২৯।৩ মন্ত্রে তদ্বিহব্যং মনুষে গা অবিন্দব গো বৃষ্টিধারা, ৭।৩৬।১ সমৃজে সূর্য্যো গাঃ। গাঃ

বৃষ্টিধারা—আকাশ হইতে পৃথিবীতে গমনশীল। ঋ ৫।৫৬।৫ মন্ত্রেও গবাং উদকানাং অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ঋ ৬।৩৫।২ গোষু ইন্দ্র বাক্যে গো পলায়ন-পর গমনশীল শত্রু বুঝাইতেছে। ঋ ৭।১৮।১০ মন্ত্রে পৃশ্নিগাবঃ বাক্যদ্বারা গমনশীল মরুদ্‌গণকে বুঝাইয়াছে। উষা আসে যায় জন্য গো বলিয়া উক্ত। দাক্ষিণাত্যে মন্দিরের সাত-তলাবিশিষ্ট ফটককে গোপুরম্ বলে। অর্থাৎ পুর প্রবেশের রাস্তাকে গো বলে। ঋ ৭।৮৭।৪ দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণম্, গৌঃ—উষাসকল। ঋ ৮।৪৭।১২ মন্ত্রে গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায় এখানে গো অন্য পশু, ধেনু গরু। ঋ ৪।৪৪।১ অশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ। এখানে অশ্বিনীগণের রথে যোজিত অশ্ব বুঝাইয়াছে। ঋ ৭।১৮।১০ মন্ত্রে ঈযুর্গাবোন যবসাদ। এখানে গাব অর্থ মরুদ্‌গণের অশ্ব। বৈদিক ত্যাগে বৌদ্ধ যুগেও বৌদ্ধ অমর সিং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অমর-কোষের তৃতীয় কাণ্ডের নানার্থ বর্গে লিখিয়াছেন—

স্বর্গেষু পশু বাগ বজ্র দিগনেত্র ঘৃনি ভু জলে।
লক্ষ্য দৃষ্টা৷ স্ত্রিয়াং পুংসি গৌ।

যাস্কের নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে গৌরিতি পৃথিবীনামধেয়ম্। অথাপি পশুনামেব ভবতি এতস্মাদেব। এখন গো শব্দ যোগরূঢ়ী হইয়া গল-কম্বলবন্ত ধেনুমাত্র বুঝায়। মহিষের গলে কম্বল থাকে না জন্য গো নহে। ছাগ, উষ্ট্র, মহিষ, গর্দ্দভাদিও দুগ্ধ দেয়, চতুষ্পদী, গমনশীল তত্রাচ এখন তাহারা গো-শব্দ-বাচ্য নহে। গো কেবল দুগ্ধ প্রদানে জীবন রক্ষা করে এমন নহে। গোদুগ্ধ-জাত দধি, মাখন, ঘৃত, ছানা ক্ষীরাদি, রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ সবই গো-ক্ষীর জাত। গো লাঙ্গল টানে, ক্ষেত্র চষিয়া ধান্যাদি হয়। গো গাড়ী টানে, গো পৃষ্ঠে বোঝা বহন করে। গোচর্ম্মে জুতা হয়। গো-অস্থিচূর্ণ ক্ষেত্রের সার হয়। গোমাংস-ভক্ষকও আছে। গো-নাড়ী হইতে তুলাদি ধুনিবার তার হয়। গো-শৃঙ্গ হইতে চিরুণী আদি হয়। গো-ক্ষুর হইতে শিরিষ আঠা হয়। গোময় ইন্ধনের কাজ দেয়। গোময় লেপন দ্বারা নোংরা জায়গার বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। গোময় ক্ষেত্রের সার হয়। গোময় হইতে Bacteria fuz নামক ইনজেক্‌শনের ঔষধ হয়। গোমূত্র পানে কোন কোন ব্যাধি দূর হয়। শাস্ত্রে বলে, গোদেহে দেবগণের বাস। এহেন পবিত্র গো বিনাশকরতঃ দুগ্ধাভাবে বিদেশাগত দুগ্ধচূর্ণাদি ব্যবহার জন্য দেশের কোটী কোটী টাকা বাহিরে যাইতেছে। গো বেদে অঘ্ন্যা—হননের অযোগ্যা। শাস্ত্রে যেখানে গো-হনন বলিয়াছে তথায় সোমলতা হনন বুঝায়। গোহীন হওয়ায়, ঘৃত দুগ্ধ যাহা শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাহার অভাবে

ভারতীয় যুবকগণ বীর্য্যহীন মগজহীন হইয়া পড়িয়াছে। দেহ দুর্ব্বল হওয়ায় সদা নানারূপ ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইতেছে। গো সেবা কর, গো রক্ষা কর, দেশের উন্নতি হইবে। ইংলণ্ড আমেরিকায় গো-মাতারা প্রতিদিন ৩০।৩৫ সের দুধ দেয়, পাঞ্জাবে গো-মাতা ১২।১৪ সের দুধ দেয়, কেননা সে সকল দেশের অধিবাসীরা গো-সেবার জন্য প্রচুর শস্যাদি উৎপাদন করেন। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে গো-সেবার তেমন বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে গোচারণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রচুর দুধ হইত। লোকে খাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইত। রোগ কম ছিল। এখন সে সকল উঠিয়া যাওয়ায় দেশের ক্ষীণদেহ মনুষ্যগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গো রক্ষিত হইলেই মনুষ্যদেহ রক্ষিত হইবে।

গুরু

গু+রু=গুরু। গু আঁধার হৃদিগুহা, রু প্রকাশে, যাঁহার কার্য্যতায় সেই হৃদিগুহার অন্ধকার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় তিনিই গুরু। শ্রুতি বলেন— "গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" গুরুকে আচার্য্যও বলে এজন্য শ্রুতি বলেন "আচার্য্যদেবো ভব।" "শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থ কি? জ্ঞ+অন=জ্ঞান। যিনি অন জ্ঞ তিনি জ্ঞানী। আর অজ্ঞান—অজ্ঞ+অন। যিনি অন বিষয়ে অজ্ঞ তিনিই অজ্ঞান। অন কাকে বলে? ন+ন=অন। প্রথম ন অর্থ ন অস্তি কিং তৎ নিষেধক, দ্বিতীয় ন অর্থাৎ নাস্তি নহে অর্থাৎ যাঁর অস্তিতা চির অবাধিত। শ্রুতি বলেন "অস্তি ইতি উপলব্ধস্য তত্ত্ব ভাব প্রসীদতি"। চির অবাধিত সত্তাকে সৎ বলে। তৎ বিপরীতে অসৎ শব্দটি, গীতায় ২।১৬ শ্লোকে বলে নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। সতের নাশ নাই, অসতের বিদ্যমানতা নাই। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ এবং ১০।৮২।৪৫ শ্লোকে দেখিতে পাই তিনি স্বয়ং আচার্য্য হইয়া গোপীগণকে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং তাঁহারা তৎ অনুধ্যানে পঞ্চকোশাতীত ব্রহ্মলীন হন। অর্জ্জুন গীতায় 'তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব' বাক্যে কর্ম্ম করিতে নারাজ অথচ ভগবান তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নয় বলিয়াছেন। এখন কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর পশ্চাৎ "তৎ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে (২।৪৭) বলিয়া নিরস্ত করিয়াছেন।

অনধিকারীকে শিক্ষা দিবে না, দিলে অতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া থাকে। তাই গীতায় (৩৷২৬) ভগবান বলিয়াছেন—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ হিন্দি দোহায় বলে—

গুরুদেব বিন্ নহি ভাগ জাগে। গুরুদেব বিন্ নহি প্রীতি লাগে॥
গুরুদেব বিন্ নহি শুদ্ধ হৃদং। গুরুদেব বিন্ নহি মোক্ষপদং॥

যিনি চিত্তশুদ্ধি করাইয়া মোক্ষপদ দেন তিনিই গুরু। বর্ত্তমান যুগের ইউনিভারসিটির শিক্ষাদাতারা অধ্যাপক শিক্ষক হন, গুরু নহেন, কারণ তাঁহাদের শিক্ষায় চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞানলাভ হয় না। তাঁহারা অজ্ঞান অবিদ্যা জন্য যে পার্থিব পদার্থ তাহারই মাত্র বিশ্লেষণাদি শিখাইয়া আরও অন্ধ তমে লইয়া যান। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ এখানে বিদ্যা অনাত্ম দেবতাদি বিষয়ক জ্ঞান। অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজরূপা জন্য তাহাকে পাপ বলে। পাতি রক্ষতি অপ কর্ম্মফল যে সেই পাপ। হিন্দী দোহায় বলে—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
কয়লাকি ময়লা না রহে যব্ আগ্ করে পরবেশ॥

যেমন কাল কয়লায় অগ্নি প্রবেশ করিলে উহা লাল হয় পশ্চাৎ সাদা তেমনি সদ্‌গুরু প্রথমে বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ শিখাইয়া পশ্চাৎ সৎ সত্যজ্ঞান প্রদানে চিত্ত উদ্ভাসিত করতঃ আনন্দস্বরূপ করিয়া দেন। পার্থিব ও অপার্থিব অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের ভেদ জ্ঞান হইলে ব্যবহারিক পার্থিব সম্পদ ত্যাগে পারমার্থিক সৎ লাভার্থ গমন করেন। তাহাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

যিনি শ্রুতির কর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ তিনি গুরু হইতে পারেন না। সৎ যে ব্রহ্ম তৎ বিষয়ক জ্ঞানদাতাই গুরু-শব্দ-বাচ্য।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গোবিন্দ

গোবিন্দ অর্থ গোভিঃ বিন্দতে ইতি। গোভিঃ বেদান্তবাক্যৈঃ বিন্দতে ইতি গোবিন্দ। বেদান্তবাক্য-লভ্য গোবিন্দ। ঋ ১।৮২।৪ মন্ত্রে ইন্দ্রই গোবিন্দ সখাতং বৃষণং রথমধিতিষ্টেতি গোবিন্দম্। ঋ ১০।১০৩।৬ মন্ত্রে গোত্রভিদং গোবিন্দ বজ্রবাহুম্। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে। সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতু পাঠে ডুকৃঞ্ করণে বাক্যটি দৃষ্ট হয়। এজন্য কেহ কেহ ব্যাকরণ পাঠের নিন্দা দেখেন। ব্যাকরণ ও ন্যায় ব্যতীত আগম শাস্ত্র বুঝা যায় না। অতএব তাহার পাঠ আবশ্যক, ত্যাজ্য নহে। কৃ ধাতু হইতে যাহা মিলে তাহারই ত্যাগ বলিয়াছেন। কৃ+মন্ করিলে কর্ম্ম হয়। তাহার ত্যাগ বলিয়াছেন। কৃ+শতৃ কর্ত্তা হয়। কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

গীতায় আমি কর্ত্তা-ভোক্তা নহে—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ১৩।৩১
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৮।১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

এই অযথা কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

কৃ+অনট্ করিলে করণ হয়। নিজন্ত কৃ+অনট্ করিলে কারণ হয়। কৃ+ ঘ্যন্ করিলে কার্য্য হয়। কৃ+ক্ত করিলে কৃত হয়। ন কৃত অকৃত। পুরুষ কার্য্য নহেন কারণ নহেন, কৃত নহেন অকৃত নহেন, করণহীন এজন্য পুরুষকে জানিতে হইলে ঐ সকল বহিঃস্থ উপাধি ত্যাগ করা আবশ্যক। এই সকল হেতুবাদে বলিয়াছেন নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে। কৃ কর্ম্ম তাহা যাহাদের পণ বা মূল্যবান সামগ্রী অথবা কর্ম্ম করিতে দৃঢ়পণ তাহাদিগকে কৃপণ বলে। গীতায় বলে কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। ফল চায়। ভগবান বলিয়াছেন মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। ফল হেতু কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের হেতু

হয়। গীতায় (৩।৯) বলে যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। যজ্ঞার্থাৎ অর্থাৎ যজ্ঞার্থকর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না। বেদান্তবেদ্য পুরুষই গোবিন্দ, বিষ্ণু বা অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব। বেদে ইন্দ্র ব্রহ্ম। পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, ব্রহ্ম নহেন।

অর্থ

ঋ+থন্ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। অর্থ্+অল প্রত্যয়েও অর্থ হয়, অর্থ শব্দে প্রয়োজন, ধন শব্দে যাহা বুঝায় তাহাও অর্থ। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক রাজনীতি, অভিপ্রায়, হেতু, রীতি, বিষয়, ফল, কার্য্য ইত্যাদিও প্রকাশ করে। স্বার্থ, ব্যর্থ শব্দাদিও দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে চতুর্ব্বর্গ বলে। একটী শ্লোকে বলে—বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রত্বাম্। পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥ বিদ্যাকামী বিদ্যার্জ্জনার্থ গুরুসেবাদি পরিশ্রম করেন, তাহাতে বিনয় লাভ হয়। বিনয়ী পুরুষ প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। রাজার প্রিয়পাত্র হইলে ধনের অভাব থাকে না। ধনব্যয়ে যজ্ঞ, দান, তীর্থযাত্রাদি করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং। যে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে ধর্ম্ম তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ স্বর্গাদি লোকে সুখী করেন। সুখই সকলের কাম্য। কেহ বলেন ধন অনর্থকারী। শ্রুতি বলেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম"। কেহ বলেন কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নি তস্কর পার্থয়োঃ। কৃপণের ধন অগ্নিসাৎ হইয়া ভস্মীভূত হয়, নয়ত চোর ডাকাত লুণ্ঠন করে, নয়ত রাজ্যপতি কোন ছলে তাহা হরণ করে। যে পুস্তকে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বাণিজ্যাদি ব্যবহারের নীতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ থাকে তাহা অর্থনীতিশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে অর্থকে currency বলে। জলের স্রোত (current) যেমন স্থিত থাকে না তেমনি অর্থ (ধন) কোথাও স্থির থাকে না; সদাই হস্তান্তরিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মী চঞ্চলা এই জন্য একটী শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই—"আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ। নির্গচ্ছতি তদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিত্থবৎ।" পূর্ব্বে ইংরেজগণ ধনে জনে ভূসম্পত্তিতে পৃথিবীর ১ নম্বর রাজা ছিল। জার্ম্মান যুদ্ধের পর ধন-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া তাঁহারা ফলহীন বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান আছেন। এখন মার্কিনের অধমর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরেজের সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হইত না। এখন Empire শব্দ ত্যাগে United kingdom হইয়া মার্কিনের মুখ পানে চাহিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে

যখন মার্কিন ক্ষাত্রবীর্য্য-হীন ছিল কে তাহাকে গণ্য করিত! এখন ক্ষাত্রবীর্য্য জাগিয়াছে, সম্রাট পদবীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় মিশর, পারস্য, গ্রীস, রোম, কালের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। অর্থলোভেই পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আসিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়াই সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন (পলেনিয়াসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন) Neither a lender nor a borrower be. যিনি অন্যকে অর্থ দিয়া সাহায্য করেন তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলে এবং যিনি অর্থ ঋণস্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহাকে অধমর্ণ বলে। উত্তমর্ণ প্রভু হন, অধমর্ণ দাসবৎ হন। প্রভুত্বের বাড়াবাড়িতেও পতন হয়। দাসত্ব চিরকালই হেয়। ইংরেজরাজ জর্জ্জ দি থার্ডের সময়ে মার্কিনবাসী বাস্তুহারা হইয়া বাস করিতেছিল। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ রোমান কেথলিক বা প্রটেষ্টাণ্টগণ মার্কিনবাসী হন তাঁহাদের উপর টেক্সের পর টেক্স স্থাপনে প্রভুত্বের বিষম চাপে তাপিত করিলে তাঁহারা মরিয়া-হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজের প্রভুশক্তি ক্ষীণ হয় ও মার্কিন স্বাধীন হয়।

এই মরজগতে সবই বিনাশশীল। মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্ লিঙ্কলন বারনেট বলিয়াছেন—বিশ্ব এখন প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের সৃজনকালের বহ্নিস্ফুভাব বিদূরিত হইয়াছে, বিশ্ব এখন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে। আইনকানুন দুর্ব্বলের রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হইতেছে। প্রাচীন কালে দুর্ব্বলের রক্ষণার্থ আইন কার্য্যকর হইত। যে দিনান্তে দুমুঠী চানা চিবাইয়া জীবনরক্ষা করে তাহার সেই চানাতে টেক্স বসানের ধারা আইন পদবাচ্য। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া খনিজ দ্রব্য যে বিদেশে যাইতেছে সেই গর্ত্ত কোন ভগবান পুনঃ খনিজ দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিবেন? ভবিষ্যতে যে বংশধর হইবেন তিনি সেই গর্ত্তে শুইয়া জীবনযাপন করিবেন। মৃত্যুর টেক্স, জন্মের টেক্স, জীবনধারণের জন্য খাদ্যজীবীর টেক্স, জিজিয়া দিয়া প্রজা পিষিত হউক, টেক্স দিয়া বল দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। এদিকে বিলাতী রুচিকর দ্রব্যাদির জন্য অজস্র ব্যয় রাজ্যের শোভনীয় ব্যাপার। দেশের লোকের চাকরী মিলে না-মিলে কি আসে যায়, বড় বড় মাহিয়ানায় মার্কিন, জার্ম্মান expert আসিতেছে, তাহাদের জন্য officer's colony করিয়া plant চালান হইবে। চমৎকার বর্ণ বিভাগ স্থাপন। দেশের বৈদিক বর্ণবিভাগ নাশে তদুপরি নব্যধরণের colour bar স্থাপিত হইতেছে।

হয়। গীতায় (৩।৯) বলে যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। যজ্ঞার্থাৎ অর্থাৎ যজ্ঞার্থকর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না। বেদান্তবেদ্য পুরুষই গোবিন্দ, বিষ্ণু বা অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব। বেদে ইন্দ্র ব্রহ্ম। পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, ব্রহ্ম নহেন।

অর্থ

ঋ+থন্ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। অর্থ্+অল প্রত্যয়েও অর্থ হয়, অর্থ শব্দে প্রয়োজন, ধন শব্দে যাহা বুঝায় তাহাও অর্থ। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক রাজনীতি, অভিপ্রায়, হেতু, রীতি, বিষয়, ফল, কার্য্য ইত্যাদিও প্রকাশ করে। স্বার্থ, ব্যর্থ শব্দাদিও দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে চতুর্ব্বর্গ বলে। একটী শ্লোকে বলে—বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রত্বাম্। পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥ বিদ্যাকামী বিদ্যার্জ্জনার্থ গুরুসেবাদি পরিশ্রম করেন, তাহাতে বিনয় লাভ হয়। বিনয়ী পুরুষ প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। রাজার প্রিয়পাত্র হইলে ধনের অভাব থাকে না। ধনব্যয়ে যজ্ঞ, দান, তীর্থযাত্রাদি করিয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং। যে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে ধর্ম্ম তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ স্বর্গাদি লোকে সুখী করেন। সুখই সকলের কাম্য। কেহ বলেন ধন অনর্থকারী। শ্রুতি বলেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম"। কেহ বলেন কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নি তস্কর পার্থয়োঃ। কৃপণের ধন অগ্নিসাৎ হইয়া ভস্মীভূত হয়, নয়ত চোর ডাকাত লুণ্ঠন করে, নয়ত রাজ্যপতি কোন ছলে তাহা হরণ করে। যে পুস্তকে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বাণিজ্যাদি ব্যবহারের নীতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ থাকে তাহা অর্থনীতিশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে অর্থকে currency বলে। জলের স্রোত (current) যেমন স্থিত থাকে না তেমনি অর্থ (ধন) কোথাও স্থির থাকে না; সদাই হস্তান্তরিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মী চঞ্চলা এই জন্য একটী শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই—"আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ। নির্গচ্ছতি তদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিত্থবৎ।" পূর্ব্বে ইংরেজগণ ধনে জনে ভূসম্পত্তিতে পৃথিবীর ১ নম্বর রাজা ছিল। জার্ম্মান যুদ্ধের পর ধন-সম্পত্তি-বিহীন হইয়া তাঁহারা ফলহীন বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান আছেন। এখন মার্কিনের অধমর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরেজের সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হইত না। এখন Empire শব্দ ত্যাগে United kingdom হইয়া মার্কিনের মুখ পানে চাহিয়া জীবনযাপন করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে

যখন মার্কিন ক্ষাত্রবীর্য্য-হীন ছিল কে তাহাকে গণ্য করিত! এখন ক্ষাত্রবীর্য্য জাগিয়াছে, সম্রাট পদবীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় মিশর, পারস্য, গ্রীস, রোম, কালের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। অর্থলোভেই পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আসিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়াই সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন (পলেনিয়াসের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন) Neither a lender nor a borrower be. যিনি অন্যকে অর্থ দিয়া সাহায্য করেন তাঁহাকে উত্তমর্ণ বলে এবং যিনি অর্থ ঋণস্বরূপে গ্রহণ করেন তাঁহাকে অধমর্ণ বলে। উত্তমর্ণ প্রভু হন, অধমর্ণ দাসবৎ হন। প্রভুত্বের বাড়াবাড়িতেও পতন হয়। দাসত্ব চিরকালই হেয়। ইংরেজরাজ জর্জ্জ দি থার্ডের সময়ে মার্কিনবাসী বাস্তহারা হইয়া বাস করিতেছিল। যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ রোমান কেথলিক বা প্রটেষ্টাণ্টগণ মার্কিনবাসী হন তাঁহাদের উপর টেক্সের পর টেক্স স্থাপনে প্রভুত্বের বিষম চাপে তাপিত করিলে তাঁহারা মরিয়া-হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজের প্রভুশক্তি ক্ষীণ হয় ও মার্কিন স্বাধীন হয়।

এই মরজগতে সবই বিনাশশীল। মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্ লিঙ্কলন বারনেট বলিয়াছেন—বিশ্ব এখন প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের সৃজনকালের বদ্ধিষ্ণুভাব বিদূরিত হইয়াছে, বিশ্ব এখন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে। আইনকানুন দুর্ব্বলের রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হইতেছে। প্রাচীন কালে দুর্ব্বলের রক্ষণার্থ আইন কার্য্যকর হইত। যে দিনান্তে দুমুঠী চানা চিবাইয়া জীবনরক্ষা করে তাহার সেই চানাতে টেক্স বসানের ধারা আইন পদবাচ্য। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া খনিজ দ্রব্য যে বিদেশে যাইতেছে সেই গর্ত্ত কোন ভগবান পুনঃ খনিজ দ্রব্য দ্বারা পুর্ণ করিবেন? ভবিষ্যতে যে বংশধর হইবেন তিনি সেই গর্ত্তে শুইয়া জীবনযাপন করিবেন। মৃত্যুর টেক্স, জন্মের টেক্স, জীবনধারণের জন্য খাদ্যজীবীর টেক্স, জিজিয়া দিয়া প্রজা পিষিত হউক, টেক্স দিয়া বল দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। এদিকে বিলাতী রুচিকর দ্রব্যাদির জন্য অজস্র ব্যয় রাজ্যের শোভনীয় ব্যাপার। দেশের লোকের চাকরী মিলে না-মিলে কি আসে যায়, বড় বড় মাহিয়ানায় মার্কিন, জার্ম্মান expert আসিতেছে, তাহাদের জন্য officer's colony করিয়া plant চালান হইবে। চমৎকার বর্ণ বিভাগ স্থাপন। দেশের বৈদিক বর্ণবিভাগ নাশে তদুপরি নব্যধরণের colour bar স্থাপিত হইতেছে।

ব্যাকরণের কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, স্ব-এর অধীনতা তাহার নাম স্বাধীনতা। এইটি স্তোত্রে বলে রাবণ দেবগণকে স্ব অধীন করেন। গীর্ব্বাণানাং ভ্রাতং স্বাধীনং কুরুতে। তেমনি সু+অ+অধীন=স্বাধীন—যে সুষ্ঠুপ্রকারে অন্যের অধীন সেই স্বাধীন। অন্যে বলেন স্বজনের অধীনতাই স্বাধীনতা। কাশ্মীরের প্রশ্ন আপনি মীমাংসা করিব কেন? UNO-এর বিচারাধীন কর। অর্থকরী বিদ্যা উচ্চাঙ্গের বিদ্যার্জ্জনের স্থান লইয়াছে। ঋণের পর ঋণ করা কেন? চার্ব্বাক বলিয়াছেন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই। সুতরাং Welfare বলা কেন? এখন ব্যাপার এই—hobby পূরণার্থ অর্থব্যয় অপেক্ষা ভাল অর্থব্যয় আর হয় না। ইহারা সব চার্ব্বাকের মতাবলম্বী—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ। অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ রক্ষণে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ। অথচ চায় সবাই সুখ। অর্থের জন্য পিতাকে কয়েদ করা, ভ্রাতাকে বধ করা ইত্যাদি দুষ্কার্য ঘটিয়া থাকে। শব্দের অর্থ করিতে গিয়া কদর্থ অবলম্বনে কত লোক অধর্ম্ম পথে চলিয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত শ্রুতি বলিয়াছেন, "অজৈর্যষ্টব্যম্"। অজ অর্থ ছাগ করিয়া রজোঃগুণী লোভিগণ ছাগবধ করতঃ তাহার দ্বারা যজ্ঞ করে এবং যজ্ঞাবশেষ মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া পাপ বিদূরিত হইল মনে করে। কারণ শাস্ত্রে আছে, "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"। যাঁহারা সত্ত্বগুণী অহিংসাপরায়ণ তাঁহারা বলেন অজ অর্থ "ন জায়তে অস্মাদিতি"। যে ব্রীহি পুরাতন হওয়ায় তাহার বীজভাব আপনি নষ্ট হইয়াছে তেমন ধানের চাউল দিয়া যজ্ঞ করিবে। নূতন ধানের বীজ সপ্রাণ হয়। তাহার চাউল করিলে প্রাণবধ জন্য হিংসা, হয় এজন্য তাহা করিবে না। পশুহিংসা দূরের কথা উদ্ভিদের হিংসাও তাঁহারা করিতে পাপ মনে করেন। বর্ত্তমানে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ এই হিংসা-অহিংসা লইয়া তর্ক করতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। মাংসদ্বারা যজ্ঞকারী মাসপাটী ও পুরাতন ধানের চাউল দ্বারা যজ্ঞকারীগণ ঘাসপাটী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঘাসপাটীর সংখ্যা লঘু। অন্যে বলেন "অজৈর্যষ্টব্যম্" অর্থ অজবাহন অগ্নি ব্রহ্মা। যাঁহাকে অজস্র সৃষ্টিকারী জন্য অজ বলে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। "অগ্নির্দেবো-দ্বিজাতীনাম্"। অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা সর্ব্ব দেবগণকে তুষ্ট করে। ফুলদল দিয়া পূজা করিলে যাঁহার পূজা তিনিই তুষ্ট হন। অন্য দেবগণ বঞ্চিত হন। অন্য কেহ বলেন, অজ অর্থ পরামাত্মা যাহার জন্ম নাই ন+জ অজ—"অজচিন্তা-সহিতৈঃ যষ্টব্যম্"। পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া যজ্ঞ করিবে। এই জন্য অন্নপ্রাশন,

উপনয়ন, বিবাহাদি শুভকার্য্য করিতে প্রথমতঃ দেওয়ালে সিন্দুর দ্বারা স্বস্তিক চিহ্ন (卐) অঙ্কিত করিয়া বসুধারা দেওয়া হয়, পশ্চাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি, ষোড়শোপচারে দেবগণের পূজা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। স্বস্তিক প্রকাশ করে—সকল দিকেই তিনি আছেন। তাঁহার অস্তিত্ব চির অবাধিত জন্য ঋগ্বেদে তাঁহাকে অন বলে। ন+ন নাস্তি নহে অর্থাৎ যাঁহার অস্তিত্ব চির অবাধিত সৎ। সৎ জ্ঞান অনন্ত চিন্তা সহ কার্য্যারম্ভ করিলে ফল বীর্য্যবত্তর হয়। আজকাল অনেকে বেদের মর্ম্ম না জানায় সিন্দুরের একটী পুত্তলিকাবৎ অঙ্কন করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যৎ বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তৎ বীর্য্যবত্তরং ভবতি"। দক্ষপ্রজাপতি অজ পুরুষ ত্যাগে যজ্ঞারম্ভণ করায় তাঁহার যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল, ইহা পুরাণ পাঠে জানা যায়। রজোগুণী বহু আড়ম্বরের সহিত পুজাদি করায় বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়। তাহার জন্য ছলে বলে কৌশলে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়। সত্ত্বগুণী নির্জ্জনে মানস পুজায় জোর দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ধনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য এক প্রবাদ বাক্য আছে, "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। ঋষিশ্রাদ্ধে উপনিষদ্ গীতাদি যথাযথ ছন্দাদি উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ হয়। ভোজনাদি চাউল, কলা দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অর্থের প্রয়োজন সেখানে দেখা যায় না। হরীতকী দক্ষিণা যথেষ্ট। ইষ্টাপূর্ত্তাদিতে বহু অর্থ চাই। অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়াদি রজঃপ্রধান রাজগণেরই ব্যাপার। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নিজ পুত্র লব কুশ সহ যুদ্ধ হয়।

এমনি অর্থ মজুদ করিয়া যদি দান না করে, তাহা তাহার সঙ্গে যায় না। যাহার ব্যাঙ্কে কোটি টাকা আছে, পকেটে চেক বহি ও সোনার কলম আছে তাহাকেও, যম যখন ধরে, সব ত্যাগে বাস্তহারা রেফুজীর মত রিক্ত হস্তে যাইতে হয়। অর্থ দ্বারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মফল সঙ্গে যায়। বাল্যে গুরুগৃহে অতীব অল্প ভোগ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তৎপরে দারপরিগ্রহে সংসার বা গার্হস্থ্যাশ্রম ; তখন ধন চাই জন চাই তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা থাকে। এজন্য গীতা (৮৷৩) বলিয়াছেন "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"। পুত্রাদি জন ও ধন ঐশ্বর্য্য লাভার্থ যজ্ঞে যে আহুতিত্যাগ তাহাকেই কর্ম্ম বলে। এ সকলি ক্ষণভঙ্গুর অধ্রুব, এজন্য তাহা ত্যাগে ধ্রুব ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য।

জীব ও ঈশ্বর

জীব ক্ষুদ্রদেহ অল্পআয়ু অনীশ, আমি অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্ অসমর্থ এহেন বুদ্ধিযুক্ত। ঈশ্বর শব্দ ঈশ+বরচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ঈশ ঐশ্বর্য্যে, শাসনে যিনি বড় শ্রেষ্ঠ তিনি ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান বিরাটদেহ কল্পকাল স্থিতিশীল।

জীব ঈশ্বরের প্রসাদে অষ্টৈশ্বর্য্য লাভে মত্ত হইতে পারেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশকর্ত্তা। ইঞ্জিন, এক্স্‌রে, প্লেন, মটর, জাহাজ, এটমিক বোমাদি, এনাটমী, সার্জ্জারি, ইঞ্জিনিয়ারিং আদি কল-কারখানার দিকে দৃষ্টি দিলে জীবও কম নয় মনে হয়। প্লেনের crash, ইঞ্জিনের ঠোকাঠুকিতে বহুলোক মারা যায়। যন্ত্রও ২০।৩০ বর্ষ পর কার্য্য চালাইতে অপটু হইয়া থাকে। ঈশ্বরের সৃষ্টি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি কল্পে কল্পে থাকে। মানুষের নির্ম্মিত পাখায় কিয়দ্দিনের জন্য ১০।১২ জন হাওয়া পাইতে পারে। ঈশ্বরের বায়ুমণ্ডল চিরকাল কোটী কোটী জীবকে হাওয়া দিয়া আসিতেছে। জীবের ইলেক্‌ট্রিক বাল্বযোগে একটী দুইটীতে কামরা আলোকিত করে। ঈশ্বরের সূর্য্য বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে। মানবের কৃত পুকুর ইন্দারা কয়েকজনকে জল দেয়। ঈশ্বরের মেঘ নদী সমুদ্র কেমন জল দিয়া ধরণীকে শস্যশালিনী করে। ঈশ্বরের ভূমণ্ডলের শেষ নাই। মানব তাহার এক ক্ষুদ্রতম টুকরা পেলেই কৃতার্থ হয়। ঈশ্বরের খনিজ পদার্থ মানব ভোগ করে। কিন্তু খনির খাদ নূতন সামগ্রী দ্বারা পুর্ণ করিতে পারে না। ঈশ্বর জীবদেহ সৃষ্টি করেন। মাতৃগর্ভে সেই দেহকে মাতার নাড়ী সহ সংযুক্ত করিয়া তাহার পোষণ করেন। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হইবে তাহার দুই চারি মাস আগেই মাতার বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে পরিণত করিয়া দুধের ফোয়ারা তৈয়ার করিয়া দেন। বালক জন্মিয়াই সেই দুধ পান করিবে। মাতার স্তনে যে দুগ্ধ হয় তাহা বালককে দিলেই মাতার আনন্দ নতুবা স্তন্যদুগ্ধ ব্যারামের সৃষ্টি করে। মাতা সদ্যোজাত শিশুর মুখে স্তনের বোটা দিয়া কত সুখী! কিন্তু শিশু ঈশ্বরের প্রেরণায় সেই বোটাটী চুষিয়া দুধ বাহির করে এবং তাহা থুক্ করিয়া ফেলিয়া না দিয়া গলাধঃকরণ করে। বালক কেবল দুগ্ধ পান করে। ঈশ্বর তাহার দেহে থাকিয়া সেই দুগ্ধকে নয় ভাগ করিয়া থাকেন। মলমূত্র দুই ভাগ বাহির হইয়া যায়। আর সাতভাগে তাহার অস্থি মাংস মজ্জা রক্ত চর্ম্ম শিরাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বালক সবল সুস্থ দেহে আনন্দে বাস করে। সেই দেহের বৃদ্ধি ঈশ্বরই করেন। ডাক্তার ধাত্রী মাতা পিতা কেহ করে না। এইরূপ প্রাণী মাত্রেরই দেহে দেহে ঈশ্বর বাস করিয়া তাহাদের দেহরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এমন পরম কারুণিক

ঈশ্বরের চিন্তা যে নর করে না সে নরাকার পশু। এজন্য শ্রুতি বলেন, সজীবঃ কেবলঃ পশু তস্য পতিঃ পশুপতিঃ। সর্ব্বপ্রাণী দেহে নয় ভাগকারী প্রভু রহিয়া নিত্য রক্ষাকার্য্য করিতেছেন। যত দেহ তত ঈশ্বর নাই। একই ঈশ্বর সর্ব্বদেহে দেহী। ঋগ্বেদে বলে "ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতু যানি জনেষু পঞ্চসু তানি ইন্দ্র ত আবৃণে"। সকল দেহে যে সকল চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ ইন্দ্রিয়াদি আছে তাহার ব্যবহার এক ইন্দ্রই করেন। সর্ব্বদেহের দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা সেই ইন্দ্র (দীপ্তিমান) ঈশ্বর। মন ও ইন্দ্রিয়গণ করণ, কর্ত্তা নহে। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য অচেতন। দৃশ্য পদার্থ ভোগ্য, চেতন দ্রষ্টা ভোক্তা। এই ভোক্তা চেতনই ঈশ্বর ইন্দ্র। এজন্য জীবের কর্ত্তব্য যে সে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আপনাকে ধন্য করে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ নয় লঘুতম মনীষাসম্পন্ন একটী মতবাদী পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা বলেন, প্রাণীমাত্রই সুখ চায় এবং যেমন প্রাণীমাত্রই বায়ু তেজ জল বিনা প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হয় তেমনি সুখও প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থা হইতে পরে স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) প্রাপ্ত হয় এবং রোগযন্ত্রণায় ক্লান্ত, শোকগ্রস্ত শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। এই বড় সুখের সময় মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত থাকে। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। স্বপ্নে মাত্র মন বুদ্ধি কাজ করে। সুষুপ্তিতে আমি-নামা ব্যক্তি একাই থাকেন। তখন বড় সুখ হয়। সুতরাং আমি-নামা ব্যক্তি বড় সুখময়। যেই মন জাগে অমনি দুঃখ জাগে। মন দুঃখের পশরা বহন করে। সুখময় আমি করে না। যখন ডাক্তার কাহাকেও ক্লোরফর্ম্ম করিয়া অস্ত্রোপচার করেন, তখন ক্লোরফর্ম্মের প্রভাবে মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। ডাক্তার কাটে, দুঃখ হয়, তাহা মন জানে না। কিন্তু তখন আমিটা থাকে কি থাকে না, সে কেন বলে না যে কাটে তাই দুঃখ হয়। সে দুঃখের ধার ধারে না সুখময়। যেই ক্লোরফর্ম্ম নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় মন জাগে, দুঃখ জাগে। এহেন সুখময় আমি নামক ব্যক্তির দুঃখজনক মনাদির সহবাসে জলে চাঁদের নাচনিবৎ আমি দুঃখী এমন মনে হয়। সুখময়কে দুঃখ স্পর্শ করে না। এজন্য গীতায় বলিয়াছেন "তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্"। "মনের বিয়োগে দুঃখ থাকে না। সুখময় আমি থাকে। এই আমিকে সুখময় জানাই মনুষ্যের কৃতকৃত্যতা।" কিন্তু ইঁহারা স্বীকার করেন, প্রথম ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিলে এই সুখময়ত্বের ধারা হৃদয়ে জাগে না। অতএব জীবের কার্য্য উপাসনা।

অচল

অচল অর্থ ন+চল। যাহা চলে না। পর্ব্বত চলে না জন্য তাহাকে অচল বলে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চলে না এমন কিছু দৃষ্ট হয় না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু আদি সব সচল। তীব্রবেগে সব আপন আপন কক্ষে অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। আমাদের পৃথিবীও একটী গ্রহ। ইহার বার্ষিক গতি একপ্রকার, যাহাতে ইহা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। দৈনন্দিন গতি একপ্রকার, যাহাতে ইহা নাগরদোলা যেমন ডাণ্ডাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে সেইরূপ ঘুরে। আবার গণিতবিদ্‌গণ বলেন, মেরুদ্বয়েরও নাকি একটী গতি আছে। এমন গতিশীল পৃথিবীকে অচলা বলে। বৃক্ষলতা পাহাড় পর্ব্বত পশু নর সবাই পৃথিবী সহ অনবরত ঘুরিতেছে। যেমন নর-দেহে প্রাণবায়ু শির হইতে পা পর্য্যন্ত সব ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রতম নাড়ী অবিরাম এমন কি নিদ্রাকালেও চলিয়া ফিরিয়া দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। যখন নাড়ীর গতি অচল হয় তখন মৃত্যু ঘটে। মৃত দেহেরও পচন-কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া চলে, তাহার নাম জীবন। অচল হয়ত মৃত্যু। মস্তকের চুল তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পায়; সুতরাং চুলও সচল, অচল নহে। নখ বৃদ্ধি পায়; সুতরাং নিদ্রাকালেও তাহা সচল। সচলতাই জীবন। বৃক্ষলতা বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ ততক্ষণ উহা জীবিত। বৃদ্ধি রহিতে মৃত। যেমন ঘড়ির কাঁটা বসিয়া থাকে না, ধীরে অতি ধীরে চলে। সেকেণ্ডের কাঁটা খুব দ্রুত চলে। মিনিটের কাঁটা তাহা অপেক্ষা ধীর চলনশীল! ঘণ্টার কাটা অতিশয় ধীরে চলে। এমন গতিশীলা পৃথিবীকে অচলা বলে। বরং সূর্য্য কতকটা অচল কল্পিত হইতে বাধা নাই। পৃথিবীর লোকে বলে পৃথিবীকে দুই অর্দ্ধে বিভক্ত করে মহাবিষুব রেখা (equator)। তাহার ২৩°৩০′ উত্তরে কর্কট-ক্রান্তিরেখা এবং ২৩°৩০′ দক্ষিণে মকর ক্রান্তিরেখা; এই দুই রেখার মধ্যে সূর্য্য উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘুরিয়া থাকে। যখন উত্তরাভিমুখে সূর্য্য গমনশীল তখন উত্তরায়ণ (৬ মাস) আর যখন দক্ষিণ দিকে গতিশীল তখন দক্ষিণায়ন (৬ মাস)। কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, তাহা ঠিক নহে, যে ছয়মাস সূর্য্য মহাবিষুবের দক্ষিণে থাকেন তাহা দক্ষিণায়ন এবং যে ছয়মাস মহাবিষুবের উত্তরে থাকেন তাহা নাম উত্তরায়ণ। প্রতিবর্ষে দুইবার সূর্য্য মহাবিষুব রেখা অতিক্রম করেন। ঐ দিন দিবা রাত্রি সমান হয়। প্রাচীন কালে ৩০শে চৈত্র ও ৩০শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইত। বিষুব বিন্দুদ্বয়ের পশ্চাৎ গতি জন্য এখন ৯ চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইতেছে।

সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহগণ সহ হারকুলীশ (হরিকুলেশ) নামক ধ্রুব-নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন হরিকুলেশ হউক বা মৃগব্যাধ (Sirius) হউক, সকলেই গতিশীল। কেহ ধ্রুব নহে। উত্তরমেরু সন্নিহিতে একটী নক্ষত্র ধ্রুব-নক্ষত্র বলিয়া উক্ত হয়, তাহাও এখন উত্তর নির্দ্দেশক নাই, সরিয়া পড়িয়াছে। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Mist, Nebula হইতে সূর্য্যোৎপত্তি বলেন। সূর্য্য হইতে গ্রহাদির উৎপত্তি ঘটে। গ্রহ হইতে উপগ্রহ জন্মে। গ্যালাক্‌সি, ধূমকেতু প্রভৃতি এবং উক্ত মিষ্ট্, নেবুলা প্রভৃতির উৎপত্তি কে বলিবে! আমরা মনে করি, দেবগণ সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু তাঁহারাও প্রথম সৃষ্টির পরভাবী, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারাও কিছু বলিতে পারেন না। "ঋ ১০।১২৯।৬ কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ"। কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব॥ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অসাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭॥ অর্থ—কেই বা তত্ত্ব জানে কে ইহলোকে এ বিষয়ে বলিতে পারেন। এই বিষম সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ঘটিল ? পরভাবী দেবগণ তাহা জানেন না, মানুষ কি জানিবে। এই বিসৃষ্টি কিরূপে জন্মিল? উহা কেহ ধারণ করেন কি অথবা করেন না। যিনি অধ্যক্ষ পুরুষ পরম ব্যোমে বাস করেন, তিনি হয়ত জানিতে পারেন অথবা তিনিও জানেন না। হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ, তিনি সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারক। তাঁহারও উৎপত্তি আছে, সুতরাং তিনি তাঁহার উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা জানিবেন কি করিয়া? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবাণু হইতে দেবদেহাদি পর্য্যন্ত সব সচল : ইহাতে অচলের স্থান নাই। এই সকলি অচেতন জড় পদার্থ। যাহা জড় তাহা কোন আশ্রয় লইয়া স্থিত ? না সকলি নিরাশ্রয়? গীতাতে (১৬।৮) এমন লোক থাকা কল্পনায় বলিয়াছেন, "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্" ॥ যদি সূর্য্য হইতে গ্রহ উৎপত্তি হয়, কি নেবুলা হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি হয় তবে এই বিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি ও বহির্গমনের কারণ কি ? যদি কারণ ঐ বস্তুতেই থাকিয়া থাকে তবে চিরই সূর্য্যাদির উৎপত্তি হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা পাথরে লৌহাঘাতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখি। বহিরাগত শক্তিবলে উহা নির্ব্বাহিত হয়। ঘোটকের পায়ের নাল ও রাস্তার কঠিন প্রস্তরাদির আঘাতে বিস্ফুলিঙ্গ হয়। তাহা অশ্বের শক্তির প্রহারেই ঘটে। বনবৃক্ষের শাখায় শাখায় সংঘর্ষণে অনল উৎপত্তি হইয়া দাবানলের সৃষ্টি করে। শাখায় শাখায় সংঘর্ষণ বহিরাগত বায়ুর প্রকোপে ঘটে। কেহ কেহ বলেন

expansion ও contraction জন্য গতি ঘটে। বিকাশন ও সংকোচন ক্রিয়াও বহিরাগত শক্তি দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। Expansion-এর শেষ ও সংকোচনের আরম্ভ কালকেই বা কে নিয়ন্ত্রিত করে? যেমন স্ুবর্ণের পাত বিকাশন অবস্থা আর পিণ্ড সংকোচন অবস্থা। পাতকে পিণ্ডীকৃত করিতে বহিরাগত শক্তির প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পিণ্ডকে পাত করিতেও বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন হয়। রবারকে টানিয়া লম্বা করে আবার পেষণ দ্বারা ক্ষুদ্রাবয়ব করে। যদি বহিরাগত শক্তি অঙ্গীকৃত হয় তবে বলিতে হয় তাহার expanding শক্তি expanded হইয়া থাকে। তৎপর যখন contraction আরম্ভ হয় তখন পুনরায় আর উহা expanded হইবে না। তেমনি contraction শক্তি শেষ হইলে তখন stand still অবস্থা বলিতে হয়। পুং স্ত্রী যোনিদ্বয়ের সংকোচন ও বিকাশন দৃষ্ট হয়, তাহাও বহিরাগত শক্তিপ্রযুক্তই বটে। Heat expands cold contracts. এই heat ও cold-এর নিয়ন্তা কে? বস্তুতে বস্তুতে heat ও cold সদাই স্থিত থাকে। তাপ ও শৈত্য একই সময় একই স্থানে থাকে না। বিপরীত ধর্ম্ম। তাহাতেও তাপ ও শৈত্যের একের কার্য্য রুদ্ধ করিয়া অপরের কার্য আরম্ভ করানের জন্য বহিরাগত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। তাপ ও শৈত্য আপনা-আপনি বিচার করিয়া কার্য্য করে বলা আর জড়ের বিচারশক্তি থাকা একই কথা। বিচারশক্তি চেতনের। জড়ের কোন সংজ্ঞা নাই। যেমন মৃতদেহ জ্বলন্ত চিতায় দিলে উহু-আহা করে না। দেহে তখন চিৎ নাই।

মনের সংজ্ঞা থাকা অনেকে মানেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্তি তাহা সহজেই বোধগম্য। শ্রুতি ছাঃ ৬।৫।৪ মন্ত্রে বলে—অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ীবাগিতি। মন অন্নময় জন্য জড়। আচার্য্য শিষ্যকে এই কথা বলিলে শিষ্য তাহা স্বীকার করে নাই। তখন আচার্য্য শিষ্যকে ১৫ দিন অন্ন খাইতে দেন নাই কেবল জল খাইতে দেন। জল খাইলে প্রাণ যাইবে না। ষোড়শ দিবসে শিষ্যকে ডাকিয়া আচার্য্য বলিলেন শ্রুতির অমুক স্তোত্রটি বল। শিষ্য বলিল—অনাহারে মন এত দুর্ব্বল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তখন কতিপয় দিবস শিষ্যকে অন্ন আহার করাইলে শিষ্যের মনে সব মন্ত্র জাগিল। সুতরাং মন যে অন্নময় তাহা শিষ্যের হৃদ্‌বোধ হইল। সেক্সপিয়ার ইংরেজের বড় কবি; তাঁহার সময়ে ডাক্তারগণ মনের চিকিৎসা জানিত না। তাহা—Doctor! Can you cure a mind diseased?—বাক্য

হইতে জানা যায়। এখন সহরে সহরে mental hospital খুলিয়াছে, দুর্ব্বল মনের চিকিৎসা হয়। দুর্ব্বল-মন-রোগীকে চিকিৎসক ঔষধ-পথ্য দিয়া সবল সুস্থ করিয়া দেন। মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ঔষধ পথ্য চিকিৎসক দেন ও রোগী সেবন করে তাহা সবই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ মনে লাগিয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে এজন্য মন জড়। অন্য প্রকারেও দেখিতে পাই, মন কখন কামার্ত্ত হয়, কখন শোকার্ত্ত হয়, কখন হর্ষান্বিত হয়, কখনও বা ক্রোধান্বিত হয়। এই যে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দেহস্থ 'আমি'-নামা ব্যক্তি দেখেন। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক হয়। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্যমাত্রই অচেতন—এই পার্থক্য। আমি-নামা দ্রষ্টা মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা। সুতরাং আমি মন হইতে পৃথক এবং মন দৃশ্য জন্য জড়। অন্য কেহ বলেন, যাহা জড় তাহা চিরই পরিবর্ত্তনশীল (ever-changing); মনও সদা পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য মন জড়। সুতরাং জড় মনবুদ্ধি হইতে পৃথক চেতন দ্রষ্টা, চেতন দেহে দেহে বাস করে, দেহকে এবং মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। চেতন কর্ত্তা ভোক্তা। সুতরাং ক্রিয়াশীল জন্য গতিশীল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (১৩৷৩১ শ্লোক) শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। কর্ত্তা ভোক্তা নহে। আমি খাইতেছি যাইতেছি সবাই বলে, সুতরাং আমি কর্ত্তা ইহাতে কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বলেন—সন্ধ্যাবেলা কতকগুলি লোক পুকুরের পাড়ে বসিয়া কথাবার্ত্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চ বর্ষবয়স্ক একটি বালক আসিয়া পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়া গেল। তখন একজন বলিল—দেখ, জলে চাঁদ নাচিতেছে। অন্যজন বলিল—তুমি ত বোকা। চাঁদ আকাশে থাকে, এখনও আকাশেই রহিয়াছে। জলে নামিয়া ডুব দেয় নাই। নাচেও নাই। তখন অন্য একজন বলিল—উনি সাজাইয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় হইতেছে যে জলের নীচে চাঁদের যে প্রতিবিম্ব রহিয়াছে তাহা নাচিতেছে। তুমিও দেখ প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। তখন সে বলিল—তুমি একটি বোম্বাই বেকুব। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের নিয়ম—বিম্ব যাহা করে প্রতিবিম্ব তাহারই অনুকরণ করে, এক চুলও অধিক করিতে পারে না। আকাশের চাঁদ নাচিলে জলস্থ প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে, যেহেতু আকাশস্থ চন্দ্র নাচে নাই সুতরাং তার প্রতিবিম্বও নাচে নাই। প্রতিবিম্বের উপরিস্থ জল নাচিয়াছে। জলের নাচনি বল। নাচিছে জল, তুমি তাহা ভ্রম করতঃ নীচে প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া বলিতেছ চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। তেমনি বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্ব চিদাভাসের নিশ্চলতা অব্যাহত থাকিলেও তাহার আবরক মন-

expansion ও contraction জন্য গতি ঘটে। বিকাশন ও সংকোচন ক্রিয়াও বহিরাগত শক্তি দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। Expansion-এর শেষ ও সংকোচনের আরম্ভ কালকেই বা কে নিয়ন্ত্রিত করে? যেমন স্বুবর্ণের পাত বিকাশন অবস্থা আর পিণ্ড সংকোচন অবস্থা। পাতকে পিণ্ডীকৃত করিতে বহিরাগত শক্তির প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পিণ্ডকে পাত করিতেও বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন হয়। রবারকে টানিয়া লম্বা করে আবার পেষণ দ্বারা ক্ষুদ্রাবয়ব করে। যদি বহিরাগত শক্তি অঙ্গীকৃত হয় তবে বলিতে হয় তাহার expanding শক্তি expanded হইয়া থাকে। তৎপর যখন contraction আরম্ভ হয় তখন পুনরায় আর উহা expanded হইবে না। তেমনি contraction শক্তি শেষ হইলে তখন stand still অবস্থা বলিতে হয়। পুং স্ত্রী যোনিদ্বয়ের সংকোচন ও বিকাশন দৃষ্ট হয়, তাহাও বহিরাগত শক্তিপ্রযুক্তই বটে। Heat expands cold contracts. এই heat ও cold-এর নিয়ন্তা কে? বস্তুতে বস্তুতে heat ও cold সদাই স্থিত থাকে। তাপ ও শৈত্য একই সময় একই স্থানে থাকে না। বিপরীত ধর্ম্ম। তাহাতেও তাপ ও শৈত্যের একের কার্য্য রুদ্ধ করিয়া অপরের কার্য আরম্ভ করানের জন্য বহিরাগত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। তাপ ও শৈত্য আপনা-আপনি বিচার করিয়া কার্য্য করে বলা আর জড়ের বিচারশক্তি থাকা একই কথা। বিচারশক্তি চেতনের। জড়ের কোন সংজ্ঞা নাই। যেমন মৃতদেহ জলন্ত চিতায় দিলে উহু-আহা করে না। দেহে তখন চিৎ নাই।

মনের সংজ্ঞা থাকা অনেকে মানেন, কিন্তু তাহা ভ্রান্তি তাহা সহজেই বোধগম্য। শ্রুতি ছাঃ ৬।৫।৪ মন্ত্রে বলে—অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ীবাগিতি। মন অন্নময় জন্য জড়। আচার্য্য শিষ্যকে এই কথা বলিলে শিষ্য তাহা স্বীকার করে নাই। তখন আচার্য্য শিষ্যকে ১৫ দিন অন্ন খাইতে দেন নাই কেবল জল খাইতে দেন। জল খাইলে প্রাণ যাইবে না। ষোড়শ দিবসে শিষ্যকে ডাকিয়া আচার্য্য বলিলেন শ্রুতির অমুক স্তোত্রটি বল। শিষ্য বলিল—অনাহারে মন এত দুর্ব্বল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তখন কতিপয় দিবস শিষ্যকে অন্ন আহার করাইলে শিষ্যের মনে সব মন্ত্র জাগিল। সুতরাং মন যে অন্নময় তাহা শিষ্যের হৃদবোধ হইল। সেক্সপিয়ার ইংরেজের বড় কবি; তাঁহার সময়ে ডাক্তারগণ মনের চিকিৎসা জানিত না। তাহা—Doctor! Can you cure a mind diseased?—বাক্য

হইতে জানা যায়। এখন সহরে সহরে mental hospital খুলিয়াছে, তুর্ব্বল মনের চিকিৎসা হয়। তুর্ব্বল-মন-রোগীকে চিকিৎসক ঔষধ-পথ্য দিয়া সবল সুস্থ করিয়া দেন। মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ঔষধ পথ্য চিকিৎসক দেন ও রোগী সেবন করে তাহা সবই জড় পদার্থ। জড় পদার্থ মনে লাগিয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে এজন্য মন জড়। অন্য প্রকারেও দেখিতে পাই, মন কখন কামার্ত্ত হয়, কখন শোকার্ত্ত হয়, কখন হর্ষান্বিত হয়, কখনও বা ক্রোধান্বিত হয়। এই যে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দেহস্থ 'আমি'-নামা ব্যক্তি দেখেন। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক হয়। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্যমাত্রই অচেতন—এই পার্থক্য। আমি-নামা দ্রষ্টা মনের অবস্থান্তরের দ্রষ্টা। সুতরাং আমি মন হইতে পৃথক এবং মন দৃশ্য জন্য জড়। অন্য কেহ বলেন, যাহা জড় তাহা চিরই পরিবর্ত্তনশীল (ever-changing); মনও সদা পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য মন জড়। সুতরাং জড় মনবুদ্ধি হইতে পৃথক চেতন দ্রষ্টা, চেতন দেহে দেহে বাস করে, দেহকে এবং মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। চেতন কর্ত্তা ভোক্তা। সুতরাং ক্রিয়াশীল জন্য গতিশীল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন (১৩।৩১ শ্লোক) শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। কর্ত্তা ভোক্তা নহে। আমি খাইতেছি যাইতেছি সবাই বলে, সুতরাং আমি কর্ত্তা ইহাতে কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বলেন—সন্ধ্যাবেলা কতকগুলি লোক পুকুরের পাড়ে বসিয়া কথাবার্ত্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চ বর্ষবয়স্ক একটি বালক আসিয়া পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়িয়া চলিয়া গেল। তখন একজন বলিল—দেখ, জলে চাঁদ নাচিতেছে। অন্যজন বলিল—তুমি ত বোকা। চাঁদ আকাশে থাকে, এখনও আকাশেই রহিয়াছে। জলে নামিয়া ডুব দেয় নাই। নাচেও নাই। তখন অন্য একজন বলিল—উনি সাজাইয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় হইতেছে যে জলের নীচে চাঁদের যে প্রতিবিম্ব রহিয়াছে তাহা নাচিতেছে। তুমিও দেখ প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। তখন সে বলিল—তুমি একটি বোম্বাই বেকুব। বিম্ব ও প্রতিবিম্বের নিয়ম—বিম্ব যাহা করে প্রতিবিম্ব তাহারই অনুকরণ করে, এক চুলও অধিক করিতে পারে না। আকাশের চাঁদ নাচিলে জলস্থ প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে, যেহেতু আকাশস্থ চন্দ্র নাচে নাই সুতরাং তার প্রতিবিম্বও নাচে নাই। প্রতিবিম্বের উপরিস্থ জল নাচিয়াছে। জলের নাচনি বল। নাচিছে জল, তুমি তাহা ভ্রম করতঃ নীচে প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া বলিতেছ চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। তেমনি বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্ব চিদাভাসের নিশ্চলতা অব্যাহত থাকিলেও তাহার আবরক মন-

৮

বুদ্ধ্যাদির চঞ্চলতা চিদাভাসে আরোপ করিতেছে। চিদাভাসই জীবাত্মা। চিৎ অচল জন্য তাহার চিদাভাসও অচল, সুতরাং গীতার বাক্যই ঠিক। চিদাভাস চিৎ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। যাহার গতাগতি ক্রিয়াশীলতা তাহা কাহারও চিন্তনীয় বিষয় হয় না। পুকুরের জলে তীরস্থ বৃক্ষের আভাসপাত হয়। জলে তরঙ্গ হইলে বিম্বরূপ বৃক্ষ অচল হইলেও জলস্থ বৃক্ষাভাসের নানাপ্রকার চঞ্চলতা দৃষ্ট হয়। চিদাভাস সম্বন্ধেও তেমনি ঘটে সন্দেহ নাই। প্রতিবিম্বের ক্রিয়াদৃষ্টে বিম্বের অস্তিত্ব আসিয়া পড়ে। সেই বিম্ব সৎ নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী। সেই অচল অকর্ত্তা একক পুরুষের টুকরা বাহির করার যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রির অভাব জন্য নিকষ সত্য হইতেছে যে জগৎ কখনও সৃষ্ট হয় নাই। এজন্য চেতন ঈশ্বর absolute স্বীকার করার প্রয়োজন হয়। যাঁহাকে আকর্ষণকারী সঙ্কর্ষণ বা gravitation field বলা যায়।

মূর্ত্ত

পদার্থসকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ মূর্ত্ত। বাতাস আকাশ অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত চক্ষুগোচর জন্য দৃশ্য বলিয়া অভিহিত হয়। অমূর্ত্ত চক্ষুর অগোচর এই জন্য অদৃশ্য বলা হয়। চক্ষুর অগোচর পদার্থের সংখ্যা কম নহে। পরমাণু, দ্ব্যণুক অদৃশ্য। তড়িৎ, চুম্বক, মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা প্রকৃতি, চক্ষুর গোচর নহে। বিজ্ঞানবিদ যে আলোক Spectrum ব্যবহার করেন তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র চক্ষুগোচর হয়। X-ray, Gama-ray, Radio-ray, Cosmic ray, Ultraviolet ray প্রভৃতি আলোক চক্ষু দেখে না। তেমনি স্বয়ং জ্যোতির জ্যোতিও চক্ষু দেখে না। চক্ষু দৃশ্য দেখে না, দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে মাত্র। কারণ মন সহযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র কাজ করে না। তবে কি মনই দ্রষ্টা? মন জড় পদার্থ। জড় কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং মন দৃশ্যের দর্শনকর্ত্তা বা দ্রষ্টা নহে। মন করণ। মন সহায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ব্যাপার ঘটে। জড় মনের পরিচালয়িতা কে? ইহা কেনোপনিষদের প্রশ্ন। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ। "তৎ" মনের পরিচালয়িতা। তৎ শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় কারণ বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৯।৯ মন্ত্রে বলে কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তদিতাচক্ষতে। সংস্কৃতে তৎ ও ইদং দুইটি সর্ব্বনাম শব্দ আছে। তাহার ইদং ইন্দ্রিয়গোচর দৃশ্য-প্রপঞ্চকে বলে। আর ইন্দ্রিয়াতীত মনেরও অগোচর যাহা তাহা তৎপদবাচ্য। এই

তৎ শব্দ সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম-প্রকাশক। ওঁ অক্ষরটি মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, এবং তাহা হইতেও অধিক যাহা তাহা বুঝাইবার যন্ত্র বটে। ওকার দৃশ্য প্রপঞ্চ খ্যাপক। আর ৺ বক্র মাত্রা রেখা অব্যক্তা জগৎ কারণের প্রকাশক এবং (˙) অর্থাৎ বিন্দু অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে অধিক যিনি সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশক। বিন্দু নির্দ্দেশ করে যে অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখমস্তি। এই অস্তিতা সৎ শব্দ দ্বারা বুঝায়। এজন্য কেনোপনিষদে বলিয়াছে, "তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি"—বিদিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ আর তাহার কারণ সূক্ষ্ম অব্যক্তা অনুমেয়া হইলেও তাহার স্বরূপ অবিদিত। অবিদিত জন্য অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও অব্যক্তা মায়াকে লক্ষ্য করে। তদতিরিক্ত তৎ বা ব্রহ্ম। বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম। বৃংহ+মনট্=ব্রহ্ম। বৃংহ ধাতুর অর্থ বৃহৎ—যাহা হইতে বৃহৎ অন্য কিছুই নাই। মনট্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্, যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছু নাই। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী জন্য অচল। কারণ চলিতে হইলে ফাঁকা জায়গা চাই। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে ফাঁকা জায়গা না থাকায় চলা সম্ভবপর নহে অতএব অচল। যেমন ডাব নারিকেল ও ঝুনা নারিকেল। ডাব জলপূর্ণ জন্য উহা ঝাঁকিলে জল চলে না বা শব্দ করে না। ঝুনাতে জল হইতে নারিকেল পড়ায় ফাঁকা জায়গা থাকে, জল চলে, শব্দ করে। পরিচ্ছিন্নের সচলতা অপরিচ্ছিন্নের অচলতা। কচি ডাবের জলে নারিকেল বা তাহার ফোপরা অব্যক্ত অমূর্ত্তভাবে থাকে। ঝুনা নারিকেলে তাহা ব্যক্ত মূর্ত্ত অবস্থাগত হয়। আজ যাহা জলাশয়ের তরল জল মূর্ত্ত ব্যক্ত, কাল তাহা সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প হইয়া অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্য অব্যক্ত অমূর্ত্ত হইয়া থাকে। আবার অদৃশ্য বাতাস হইতে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প শৈত্য-সংযোগে পৃথক হইয়া আকাশে শ্বেতবর্ণ অভ্র বা বাদলরূপে প্রকাশ পায়। সেই শ্বেত বাদল শৈত্য-সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে পরিণত হয়। তাহাতে বিজলী চমকে। মেঘ নাদ হয় বজ্রপাত হয়। সেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘ শৈত্য সংযোগে পুনঃ জলরূপে বৃষ্টিধারা হয়। সেই বৃষ্টিধারাতে আরও শৈত্য-সংযোগে উহা শ্বেতবর্ণ শিলায় পরিণত হয়। এই শৈত্য বহিরাগত উপাধি, তৎসংযোগে জলের নানাত্ব ঘটে। কিন্তু জলত্বের কোন হানি হয় না। তেমনি মায়া-সংযোগে পুরুষ জীবরূপে নানা প্রাণিদেহে দেহিরূপে অবস্থিত হন। দেহের নানাত্ব শৈত্যের নানাত্ববৎ জানিবে। দেহের নানাত্ব ঘটিলেও দেহীর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। মূর্ত্ত সাবয়ব হয়। অমূর্ত্ত নিরবয়ব হয়। যেমন আকাশ নিরবয়ব। জল সাবয়ব। যখন জল বাষ্পরূপে অদৃশ্য বায়ুতে অদৃশ্য থাকে তখন

বাষ্পীয় অবয়ব হইতে জলীয় বাষ্পের অবয়ব বিভাগ কল্পিত হয়। মূর্ত্ত প্রপঞ্চ ও তৎ কারণ অমূর্ত্ত অব্যক্তা হইতে ব্রহ্ম পৃথক। ইহা গীতায় ১৩।১৩ শ্লোকে বলিয়াছে—অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে। সৎ মূর্ত্ত, অসৎ অমূর্ত্ত পরং ব্রহ্ম অনাদিমৎ। উৎপত্তি নাই জন্য অনাদি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার রচয়িতা আদি হয়। ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ বলা চলে না। কথাটি শ্রুতি-বিরোধী হইতেছে। ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সতোবন্ধুমসতি বাক্য ব্রহ্মকে সৎ ও অব্যক্তাকে অসৎ বলিয়াছে। সৎ অর্থ অস্তি ও অসৎ অর্থ নাস্তি। যেমন গীতায় (২।১৬) নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥ কপিল মুনির মতে প্রধানা সৎ তাহার বিকৃতি প্রকৃতি, তাহার বিকৃতি, বিকৃতির বিকৃতি সবই সৎ। বন্ধ্যাপুত্র আকাশকুসুম শশশৃঙ্গাদি অসৎ। অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়ে কণাদের পরমাণু সৎ বলিয়া গৃহীত। পরমাণু অদৃশ্য ও অবিভাজ্য। পরমাণুসমষ্টি হইতে যাহার উৎপত্তি ঘটে তাহা অসৎ। অর্থাৎ অসৎ বিনাশশীল, সৎ অবিনাশী। এই উভয় মতেই সৎ উপাদানে সৃষ্টি বলে। এবং উহা বহিরাগত উপাধি। যেমন কুম্ভকার বহিরাগত মৃত্তিকা উপাদান দ্বারা ঘটসরাবাদি নির্ম্মাণ করে। স্রষ্টার স্রষ্টা, উপাদানের স্রষ্টাদি প্রশ্নে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। এজন্য উহা ত্যাজ্য। বিশেষ যখন ক্ষুদ্র প্রাণী মাকড়সা আপন দেহ হইতে রস উপাদান দ্বারা সূত্র নির্ম্মাণ করে, তাহা দ্বারা জাল সৃজনে তাহাতে বাস করে; তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি করেন বলা ধৃষ্টতা। মোটামুটি বিচারেও উক্ত মতবাদদ্বয় দোষযুক্ত জন্য খণ্ডিত বলা যায়। প্রধানা জড়, তাহা কালে ক্ষোভিতা হইলে ত্রিগুণের বৈষম্যে সৃষ্টি হয়। কপিল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলেন, তাহার জ্ঞানেই মুক্তি, তাহাতে কালের নাম নাই। অথচ প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হয় বলায় প্রধানার ক্ষোভন কার্য্যে কালের অপেক্ষা আছে। সেই কাল যদি জড় হয়, জড় প্রধানাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কারণ এক জড় অন্য জড়ের পরিচালয়িতা হয় না। জড় কর্ত্তা হয় না। উহার দৃষ্টান্তও নাই। যদি কাল চেতন হয় তবে চেতন আত্মা উদাসীন নিষ্ক্রিয়, একথা ব্যাহত হইতেছে। কালরূপ চেতন কর্ত্তা। পরমাণুবাদীর পরমাণু স্বভাবতঃ অদৃশ্য হওয়ায় তাহারা লক্ষ একত্র হইলেও অদৃশ্যই হইবে এবং দ্ব্যণুক ত্রসরেণুর কলেবর বৃদ্ধি ব্যাপার পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে ঘটে। যদি পরমাণুদ্বয়ের সংযোগের স্থান থাকে তবে তাহা বিভাজ্য হয়। অবিভাজ্যবাদে দোষ আসিতেছে। মাকড়সার ন্যায় ঈশ্বর নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণ বলিলে এই মতবাদটিতে দোষবহুলতা পরিদৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী। যদি মাকড়সাকে রসত্যাগের পুর্ব্বে ওজন করা হয় ও রস ত্যাগের পর ওজন করা যায় তবে উহা ওজনে হ্রাস পাইবে। তেমনি ঈশ্বর হইতে জগদুপাদান অংশ বাহির হইয়া গেলে ঈশ্বর ওজনে হ্রাস পাইবেন। যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে তাহা বিনাশশীল। সুতরাং ঈশ্বরের অবিনাশিত্বের হানি ঘটিতেছে।

ঈশ্বর চিন্ময়, জগৎ মৃন্ময়। চিন্ময় হইতে মৃন্ময় জগতের উৎপত্তি ঘটিলে ঈশ্বরকে চিন্ময় মৃন্ময় বলিতে হয়। নতুবা শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। কার্য্য কারণে লয় হয়। ঈশ্বর হইতে আগত জগৎ প্রলয়ে ঈশ্বরে লয় হইবে। সুতরাং ঈশ্বর শুধু চিন্ময় নহেন। মৃন্ময় যাহা তাহা বিনাশশীল। সুতরাং মৃন্ময় ঈশ্বরও বিনাশশীল হইতেছেন। ঈশ্বর আনন্দময়। জগৎ-সংসার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অধি-দৈব ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দ্বারা জর্জ্জরিত। ইহাতে ঈশ্বরে দুঃখের বীজ নিহিত আছে বলিতে হয়। যদি ঈশ্বর দুঃখময় হন তবে তিনি আর আমাদের দুঃখ-দূরকর্ত্তা করুণাময় হইতেছেন না। নিজের দুঃখ দূর করিতে থাকুন। ঈশ্বর নিস্পৃহ; তাঁহার সৃজনে স্পৃহা আসে কোথা হইতে? তাঁহার মনাদি ইন্দ্রিয় নাই। নিজে সুখস্বরূপ হইয়া জীবরূপ প্রাণিগণকে অহরহ দুঃখে জর্জ্জরিত করেন। ভীষণ নির্দ্দয়তা কিনা? সাংখ্য ও মীমাংসাবাদিগণ ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন নাই। কর্ম্মেই সৃষ্টি হয়। চক্ষু যাহা দেখে তাহাই সত্য—এই বাদটিতেও অনেক দোষ আছে। চক্ষু মূর্ত্তিই দেখে। অমূর্ত্তে তাহার দখল নাই। Spectrum বিষয়ে বলিতে গিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে। যাহা মূর্ত্ত বলিয়া দেখে তাহার অস্তিত্ব নাই। যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্যসকল। একজন সিনেমা হলে বারটি হাতীর মিছিল দেখিল। সেই হলে ঢুকিবার ৬॥ × ৪॥ ফুটের অতিরিক্ত দরজা নাই। ঐ হল হইতে বাহিরে যাইবার রাস্তা নাই। এমন দরজা দিয়া হাতীর প্রবেশ সম্ভবপর নয়। বারটি হাতীর দাঁড়াইবার জায়গাও সেই হলে প্রচুর নহে। এমতাবস্থায় ঐ সকল কায়াবিশিষ্ট হস্তী নহে, ছায়াবাজী মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। হলে প্রবেশকালে হলে গতিবান হস্তী-ঘোটকাদি, যেমন circus-এ দেখা যায়, তেমন দেখা যায়না। যখন খেলা পরিসমাপ্তি হয়, বাতি জ্বলে, তখনও কিছু থাকে না। আঁধারে বসিয়া হাতী, ঘোড়া, রেল, প্লেন দেখে। তেমনি চন্দ্রমার জ্যোৎস্না, সূর্য্যের অস্তগমন। চন্দ্র হইতে ২০ লক্ষ গুণ বৃহদাকার এক সূর্য্যকে চন্দ্র হইতে ক্ষুদ্র বা সমান দর্শনাদি ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন হইলেও সাচ্চা নহে। চক্ষুতে কুটা বা কীট পড়িলে চক্ষু তাহা

দেখে না। চক্ষুর নিকটে বড় অক্ষরের লেখা লইলে চক্ষু তাহা দেখে না অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। দ্রষ্টা যে স্থানে স্থিত তথা হইতে ৪০ মাইল দূরে একটি পাহাড় আছে তাহাতে ৫০।৬০ ফুট লম্বা, ২০ হাত বেড়ের শালবৃক্ষ আছে, বন্য হস্তী আছে, গৃহাদি আছে। দ্রষ্টা দেখেন যেন একখণ্ড কাল মেঘ আকাশের কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি দূরে দেখে না। সূর্য্যের দিকে তাকাইলে অন্ধকার দেখে অর্থাৎ অতি-আলোকে দেখে না; অতি-আঁধারে শ্বেতবর্ণ বস্ত্রকে কৃষ্ণবর্ণ দেখে অর্থাৎ অতি-আঁধারে দেখে না। অল্প আঁধারে রজ্জুতে সর্প; খুঁটিতে নর ভ্রম করে। অতএব চক্ষু-যন্ত্রখানির উপরে নির্ভর করা চলে না। চক্ষু-যন্ত্রত্যাগে ইন্দ্রিয়গণ ত্যাগে কিসের উপর নির্ভর করিয়া চলিব। অভ্রান্ত অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যে নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। যাহা পৌরুষেয় তাহা ভ্রান্ত। কারণ লোক বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া চলিয়া থাকে। সেই বুদ্ধি যাহা হইতে উৎপন্ন তাহা ত্রিগুণাত্মিকা (illusory)।, অঘটন-ঘটনরূপে প্রতীতি জন্মায় অর্থাৎ মায়িক।

নিউটন্ বুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ডাঃ আইনষ্টাইন তাহা দোষ-দুষ্ট বলিয়াছেন। Newton absolute space মানিয়া বিচার করিয়াছেন। Einstein absolute space স্বীকার না করিয়া বিচার করিয়াছেন। যাহা কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করে অন্যে তাহা দোষদুষ্ট দেখে। এজন্য ভ্রান্তিময় বুদ্ধির বিচার ত্যাগে অপৌরুষেয় শ্রুতিগ্রহণ কর্ত্তব্য। পৌরুষেয় অর্থ যাহা কোন পুরুষ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া নির্ণয় করেন। তাহা তদপেক্ষা বুদ্ধিমান্ দোষযুক্ত দেখেন। যাহা মূর্ত্ত তাহা চক্ষুদৃশ্য। চক্ষু অতীব দুর্ব্বলযন্ত্র যাহাতে নির্ভর করা চলে না। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রমাণ-চতুষ্টয় মধ্যে চাক্ষুষ দর্শন শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তাহার উপর নির্ভর করতঃ অনুমান ও উপমানাদি প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়। যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অবিশ্বাস্য হয়, তবে মূল উচ্ছেদ হওয়ায় অনুমান-উপমানাদি প্রমাণ কার্য্যকরী থাকে না। আপ্তবাক্য অর্থ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্য সত্য এমন বিশ্বাস। প্যারিসের রসায়নবিদ্ জেন্সনের মতে কার্ব্বন গ্যাস, চারকোল, গ্রেফাইট ও ডায়মণ্ড একই কার্ব্বনের বিভিন্নরূপ; velocity, pressure এবং temperature উপাধিত্রয়ের বিভিন্নত্ব জন্য ঘটিয়া থাকে। mass বা পদার্থ যাহা তাহারই velocity, pressure ও temperature সম্ভব জলের নানাত্ব বিষয়েই ইহা আলোচিত হইয়াছে। অদৃশ্য বাষ্প শৈত্য জন্য শুভ্র, অধিকশৈত্য জন্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও ততোঽধিক শৈত্য জন্য বৃষ্টিধারা এবং আরও

শৈত্য জন্য শ্বেতবর্ণ শিলা হয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে একই Protyle বা Neutron হইতে উপাধি তারতম্যে পদার্থের নানাত্ব ঘটে। বাষ্প অমূর্ত্ত অব্যক্ত অদৃশ্য, শিলা মূর্ত্ত ব্যক্ত দৃশ্য। ভাগবতের একটি শ্লোকে বলে :

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ১২।৫।৬॥

মন স্বপ্নে সৃজন করে তাহা স্বীকৃত। জাগ্রতে করে কিনা তাহা বিচার্য্য। রজ্জু সর্প জাগ্রতে দর্শন করে। সেই অচেতন রজ্জু চেতন সর্পে পরিণত হয় নাই। অথচ সর্পদৃশ্যরূপে দেখিয়া লোকে ভীত হয়। পশ্চাৎ অপসরণ করিতে গিয়া পা মচকায়। আলো আনা হইলে, দেখা যায় রজ্জুর টুকরা পড়িয়া আছে। এই সর্প জাগ্রতেই মন সৃজিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। খুঁটিতে নর ভ্রম, সবই এই জাগ্রতে জড়ের সৃষ্টি বটে। পাহাড়ে মেঘ ভ্রম, শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে কৃষ্ণবর্ণাদি জাগ্রতেই ঘটিয়া থাকে। জাগ্রৎ দৃশ্য ও স্বপ্নের দৃশ্য বিচার করিলে দেখা যায় বিনা মনে কোনটিই হয় না। সুতরাং এতদুভয়ই একই মনের স্পন্দনদ্বয় জন্য ঘটে। যেমন একটি ঘোটক কখন ধাপে চলে, কখন কদমে চলে। এই উভয় কার্য্য একই ঘোটকের উপাধির তারতম্যে ঘটিয়া থাকে। যখন ঘোটকের লাগাম কষিয়া ধরে ও ঘোটকের বুকে বুট জুতার ঠোক্কর মারে তখন সে কদমে চলে আর যখন লাগাম ঢিল দেয়, ঠোক্কর মারে না, তখন ধাপে চলে। তেমনি মন ইন্দ্রিয়সহ কার্য্য করে জাগ্রতে আর ইন্দ্রিয়বিহীন অবস্থায় কার্য্য করে স্বপ্নে। একই মনের স্পন্দনদ্বয় একজাতীয় হইবে। ঘোটকের ধাপ ও কদম একজাতীয় ইহা স্বীকার্য্য; সুতরাং মনকৃত দৃশ্য জগৎ ও মনকৃত স্বপ্ন উভয়ই একই মনকৃত জন্য একজাতীয়। স্বপ্ন মিথ্যা জন্য জাগ্রৎও সেই জাতীয় হইতেছে। বিশেষ স্বপ্নে ও জাগ্রতে ভোগাদি একই প্রকার। স্বপ্নে ক্ষুধা লাগিলে আহার্য্যগ্রহণে তৃপ্তি হয়। স্বপ্নে স্ত্রী-উপভোগে আনন্দ দেয়। স্বপ্নে ধনাদি হানি জন্য শোক হয়। এক ব্যক্তি নানা প্রকার ভোজনসামগ্রী আকণ্ঠ ভোজনান্তে দশটার সময় পালঙ্কে শয়ন করিয়াছে। ১১॥০-টার সময় স্বপ্ন দেখিল, তাহার গৃহসহ আসবাবপত্র নদীগর্ভে ডুবিয়া গেল, সাঁতার কাটিয়া তীরে আসিয়া সব গেল জন্য শোকার্ত্ত হইয়া বিষম চিন্তান্বিত হইল। কিয়ৎকাল পর তাহার তীব্র ক্ষুধা পাইল। সে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য পাড়ায় গেল। এক বৃদ্ধা তাহাকে পোয়াভর চিঁড়া ও এক ছটাক গুড় দিল, এক লোটা জল দিল। চিঁড়া ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া জলপান করিতে করিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখে সে নিজের দ্বিতল

গৃহে শয়নে আছে। তাহার পেট ফুলিয়াছে। ক্ষুধার নামগন্ধ নাই। স্বপ্ন বলে জাগ্রৎ মিথ্যা, জাগ্রৎ বলে স্বপ্ন মিথ্যা। বিচারশীল বলেন, উভয়ই মিথ্যা। যাহার মূর্ত্তি আছে তাহার চলন সম্ভব। মন, বায়ু মূর্ত্ত কি না? ইহাদের চলন আছে। বায়ু স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্য মূর্ত্ত। জড় মন সূক্ষ্ম দেহের অংশ জন্য মূর্ত্ত বলা যায়। বেদান্ত মতে মন অন্নের সারাংশ দ্বারা পুষ্ট হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি দ্বারা অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। যাহা পাঁচমেশালি তাহা মূর্ত্তই হইবে। কারণ শরীর কাম কর্ম্মবীজ রূপা অবিদ্যা। বটবৃক্ষ হইতে বটের অঙ্কুর সূক্ষ্ম, তাহা হইতে বটবীজ সূক্ষ্মতম হইলেও মূর্ত্ত বটে। প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নে—"প্রজাপতিঃ মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িং চ প্রাণং চ। আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ; রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং যন্মূর্ত্তং চামূর্ত্তং চ; তস্মান্মূর্ত্তিরেব রয়িঃ॥"

সাম

সা+অম=সাম। সা=বাণী অম অমৃত তুল্য, ন+ম অম, ন মরণং অস্য অস্তি, যাহা মরণ-ধর্ম্মশীল নহে। অমৃততুল্য বাণী সাম। বেদ নিত্য সত্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত। বৃঃ ২।৪।১০ "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস।" ছাঃ ১।১।২ "পুরুষস্য বাগ্‌রসো বাচ ঋগ্‌রস ঋচঃ সামরসঃ" সা স্ত্রীলিঙ্গ অম পুংলিঙ্গ, এজন্য সামমিথুনৌ (দ্যাবাপৃথিব্যৌ। দ্যৌ পিতা পৃথিবী মাতা। সূর্য্য দ্যৌ লোকাগ্নি) সমভাবেন গৃহ্লাতি। এই সামের সা অংশ সা রে গা মা পা ধা নি সাতে প্রাধান্যে গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র সহ হাবু আদি যোগ করতঃ গানের উপযোগী করিয়া সাম হইয়াছে। ছাঃ ১।৬।১ ইয়মে বর্গাগ্নিঃ সাম। অর্থ ইয়ং পৃথিবী ঋক্ এবং অগ্নি সাম স্বরূপ। বাক্ অগ্নি দৈবত। অর্থাৎ যজ্ঞবেদী ঋক্, বাক্ অগ্নিস্থানীয়। প্রাণাগ্নি হোত্রে দেহস্থ বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। এজন্য ছাঃ ১।৬।৩ তদেতস্যা মৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম। ঋকে অধিরূঢ় হইয়া সাম মন্ত্র রচিত হয়। ছাঃ ১।৬।১ ইয়মেব সা অগ্নিঃ অমঃ তৎ সাম। প্রশ্ন উপনিষদের ৫ প্রশ্ন তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে। সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে। স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্।

স্বর্গে দেবগণের প্রীত্যর্থে গন্ধর্ব্বগণ নাম গান করেন। নরলোকে উদ্গাতা সাম গান দ্বারা দেব নর উভয়ের তৃপ্তি সাধন করেন। সামগানে হাবু অক্ষর দ্বয়ের বিশেষ প্রয়োগ থাকায় পুর্ব্ববঙ্গে চাষার ছেলেরা যে গালিগালাজ করে তাহাকে হাবু বলে। বোকাকেও হাবু বলে। অধুনা কীর্ত্তনের ন্যায় সামগানসহ

শ্মশানযাত্রিগণ শব বহন করিতেন জন্য সামকে কেহ কেহ অপকৃষ্ট মনে করেন। সামগান মনোহর জন্য সামের আদর। কবি বলেন, যদিও না থাকে সুর তাল জ্ঞান যদিও না থাকে রাগিণী বশে। তবুও কি কেহ নাহি করে গান আপনার ভাবে ভাসিয়া রসে। সুখের সময় দুঃখের সময় আপনা আপনি বেরোয় গান। জোর করি যদি রোধে সে সময় আকুলি বিকুলি করিবে প্রাণ।

যজ্ঞাঙ্গ স্বরূপে সাম তৃতীয়। যজুঃ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ নির্দ্ধারিত হয়। ঋক্ সহ হোতা আহুতি প্রদান করেন। সাম সহচর মাত্র। লোকসংগ্রহার্থ সাম অতি উপাদেয় উপায়। ম্লেচ্ছ রাজগণের কালে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড রুদ্ধ হইলে হরিকীর্ত্তন, কথকতা, কবি ও যাত্রা তাহার স্থান লইয়াছিল। বর্ত্তমান সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোনাদি সামের স্থান পূরণ করিতেছে। হাবুর প্রাধান্য তৈত্তিরীয়ে ভৃগুবল্লীর ১০ অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্রে এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা৩ বু, হা৩ বু, হা৩ বু॥ অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽ৩হমন্নাদোঽ-৩হমন্নাদঃ। যেমন বল হরি হরি বোল কথাটি নির্দ্দোষ হইলেও শ্মশান-যাত্রীর উক্তি জন্য horrible বলিয়া গ্রহণ করে। সামবেদের ঋষিগণ মধ্যে একজনের নাম অবস্তা দৃষ্ট হয়। ইরাণীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জেন্দাবস্তা। অর্থ জেন্দ্ ভাষায় অবস্তানামা ঋষি প্রণীত। এই শব্দের একতা দ্বারা উভয় আর্য্যগণের একতা স্থাপনে প্রচেষ্টা হইয়াছে। এবং তাহার ফলে Philology ব্যাকরণের অংশীভূত হইয়াছে। ভারতের অথর্ব্ববেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি জেন্দাবস্ত শব্দ হইয়াছে। সাম সা ও অম শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। যিনি উই, ইন্দুর, হাতী, ঘোড়া, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর, নরে সমভাবে স্থিত তাঁহার প্রকাশক শব্দের নাম সাম। গান যখন গায় তখন তাহা বিদ্বান্, মূর্খ, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সবাই সমভাবে শ্রবণ করেন। এজন্য নাম সাম। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উচ্চ-নীচাদি ভেদ থাকা সত্বেও স্বরভেদে এক সমতা রক্ষা করে যাহা তাহারই নাম সাম। এই সমতা যে গায়ক রক্ষা করিতে পারে না তাহা বিক্ষিপ্তের প্রলাপ মাত্র।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

ধৃ+মনট্=ধর্ম্ম। ধারয়তি ইতি আধত্তে পরংব্রহ্ম। ধ্রিয়তে উদ্ধ্রীয়তে ইতি ধর্ম্ম। যাহা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষকে উন্নমিত করে তাহাই ধর্ম্ম। মনু বলেন "আচারঃ প্রভাবো ধর্ম্মঃ।" বৈদিক ঋষিগণের আচার-বিচার ফলে বেদ

জ্ঞানরাশি আমরা পাইয়াছি। ধর্ম্ম—স্বভাব, গুণ বুঝায়। ধর্ম্ম জীবকে বুঝায়। জ্ঞানও বুঝায় যেমন—গীতায় ১৮।৭০, "অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥" জৈমিনি পুর্ব্বমীমাংসায় সূত্র করিয়াছেন, "চোদনালক্ষণোঽর্থঃ ধর্ম্মঃ।" বেদের প্রেরণায় কৃতকর্ম্ম ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্ম সংবাদে জ্ঞানযজ্ঞ নিস্পন্ন হয় এজন্য জ্ঞানের সংবাদ হইতেছে। গীতা ২।৭—ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। গীতা ৪।১৫—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। যখন এমন দশা হয় তখন জ্ঞান মোহযুক্ত চিত্ত বলা যায়। বৌদ্ধগণ ধর্ম্ম, সংঘ ও বুদ্ধ এই তিনের নমস্কার করেন। একেরই এই তিন অবস্থা। ধর্ম্ম জীব যখন ঋষি সংঘ জুষ্ট হয়, ঋষিগণের সেবা করিয়া বিচারপথে অগ্রসর হয়, সে কালে প্রবুদ্ধ হয় ইহাই বলিয়াছেন। যে আজ ধর্ম্ম (জীব) সেই পশ্চাৎ বৌদ্ধ বিহারের শ্রমণগণের সেবক। এক কথায় সে তাঁহাদের দ্বারা অনুশিষ্ট হইয়া বুদ্ধ হয়, জ্ঞানী হয়। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—গীতা ৪।৩৪।

হিংস্র জন্তুর স্বভাবই দুর্ব্বল প্রাণীকে বধ করিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করা। ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে। দুগ্ধ মিষ্ট, তিন্তিড়ী টক্, পলতা পাতা তিক্ত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত—ইহা বস্তুর ধর্ম্ম। কেহ সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে, কেহ রজোগুণের বিকাশক, কেহ তমোগুণে আক্রান্ত করে। যেমন ইক্ষুরস সত্ত্ব-গুণের উদ্রেক করে, আনন্দদায়ক। গাঁজা রজোগুণের বিকাশক, আফিং তমো-গুণের, নিদ্রা, আলস্য ঘটায়। দ্রব্যগুণ দৃষ্টেই আয়ুর্ব্বেদে সব পদার্থের কোন রোগে কোনটি ফলপ্রদ তাহা নির্ণয় করতঃ তাহার গুণাদি বিবৃত করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, আপদধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম। ন+ধর্ম্ম =অধর্ম্ম। ধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্মাত্মক। অধর্ম্ম পাপাত্মক। কাহারও নরবধে ধর্ম্ম, যেমন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ ধর্ম্ম। কাহারও গোবধে ধর্ম্ম, যেমন—মুসলমানদিগের কোরবাণী। কাহারও মহিষ বধে ধর্ম্ম, কাহারও ছাগ-মেষাদি বধে ধর্ম্ম। অন্য কাহারও পক্ষে এই সকলই অধর্ম্ম। কর্ম্ম ধর্ম্মও অধর্ম্মাত্মক হয়। এমন কর্ম্ম হইতে পারে যাহা ধর্ম্মও নয় অধর্ম্মও নয়। যেমন চক্ষের পলক পড়ে।

বালক জন্মিয়াই কাঁদিতেছিল, মাতা উঠাইয়া তাহার মুখে স্তনের বোঁটাটি প্রবেশ করাইয়া দিল। বালক বোঁটাটি জিহ্বাদ্বারা চুষিল, ক্ষরিত দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিল, পুর্ব্ব পুর্ব্ব সংস্কারবলেই কর্ম্ম করিয়াছে। ইহা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম? মাতার স্তন মাতা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন সুতরাং চুরি হয় নাই। মাতার

স্তন্যদুগ্ধ বালক গ্রহণ না করিলে মাতার দুঃখ ঘটিয়া থাকে। দান গ্রহণের প্রয়োজন আছে, এজন্য বলে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহণ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদে প্রথমজ তমোরূপিণী মহামায়া জগন্মাতা হইতে মন, বাক্, প্রাণ গ্রহণ করায় শ্রুতি বলিয়াছেন "সতোবন্ধুমসতি।" আচার অনুসারে যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ নিষিদ্ধ। মাতার দুগ্ধধারা পান জন্য মাতার স্নেহডোরে বন্ধন ঘটিয়াছে নিশ্চয়। Shakespeare বলেন Neither a lender nor a borrower be. লোকে বলে মায়ের ঋণ শোধ হয় না। এই দুগ্ধগ্রহণ ক্রোড়ে আরোহণ সবই দোষযুক্ত। পরমুখাপেক্ষিতা বড় দোষ। এক বালক মাতার সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিল। মাতা যখন কলসীতে জল ধরেন তখন বালক পুকুরের পাড়ে একটি ঢিল পাইয়া তাহা পুকুরে নিক্ষেপ করিল। ইহা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম? লোকে পুকুর কাটে জল ধরিবার জন্য। যদি সেই জলে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে তাহাতে জলাধারস্থ স্থানের কমতি ঘটিল। উহা পুষ্করিণীকর্ত্তনের ইষ্টবিরোধী ঘটনা ঘটিল। পুকুর ভরাট হইল। ঐ ঢিল যদি জলে ভাসমান কোন ক্ষুদ্র মৎস্যের গায়ে লাগে তবে তাহার হনন হইল। ঢিলপাত জন্য পুকুরে তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গ পাড়ে আঘাত করিল। যদি সেই আঘাত জন্য কোন মৃৎখণ্ড জলে পড়ে তবে পুকুর ভরাট রূপ দোষ ঘটিল। পুকুরের জল ঢিলের ময়লায় মলিন হইল। ইহা সে বালক জানে না, তাহার দোষ হইল কি? বালক অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। বালক অজ্ঞান বলিয়া রেহাই নাই। বিচার করিলে এই বালক বালক নহে, কতবার নরজন্ম লইয়াছে। পুরাণ ঝানু পাপী। কর্ম্মফলে সবাই কর্ম্ম করে। আবার সেই ফলে বদ্ধও হয়। "অথ য ইমে গ্রাম (গৃহস্থ) ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে ধূমমভিসং ভবন্তি।" তাহারা পিতৃলোক হইয়া সোমলোকে (চন্দ্রলোক) গমন করে। ধর্ম্ম করিলে স্বর্গে যায়। অধর্ম্ম করিলে নরকে যায়। একজন এই মর্ত্তলোকে পুণ্য করিল না, পাপও করিল না। সুতরাং স্বর্গে বা নরকে যাইবে না, নিত্য কর্ম্ম করায় প্রত্যবায় হইল না, ফলাভাব। মৃত্যু ইহলোকে থাকিতে দিবে না। অতএব সে মুক্তই হইবে। ইহলোকও নরকের এক অংশ মাত্র। সভ্য গভর্ণমেণ্ট হইলে জেলখানায় দুই বিভাগ রাখে। একটি সাধারণ কারাগার, অন্যটি সংশোধনী কারাগার। অল্পবয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘ জেল হইলে তাহাকে প্রথমে সাধারণ গারদে পাঠায় না। সংশোধনী বিভাগে পাঠায়। সেখানে তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া যাহাতে সদ্গৃহস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে

তেমন বন্দোবস্ত করে। যদি সংশোধনীতে থাকাকালীন বদমাইসী করে তবে তাহাকে সাধারণ গারদে পাঠায়। আর সংশোধনীতে যদি ভালভাবে কাজ করে তবে তাহাকে কিছু টাকা দিয়া ছাড়িয়া দেয়; সৎজীবন যাপনের সুযোগ দেয়। যদি এখানে চরিত্র সংশোধন করে তবে স্বর্গে যায়। আর যদি এখানে অসৎ কার্য্যরত হয় তবে তাহাকে নরকে পাঠায়। কবি রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন— তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস বল! এজন্য কঠ উপনিষদে নচিকেতাকে যমদেব রাজ্য, সাম্রাজ্য, দীর্ঘায়ু, পুত্রপৌত্রাদি, স্বর্গীয় অপ্সরী, স্বর্গীয় রথ, স্বর্গীয় ঘোটক, হিরণ্য মাল্যাদি দিতে চাহিলে নচিকেতা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥— মুরারে স্তৃতীয় পন্থাঃ। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন, "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" একধারা। তাহারা এখানেই জন্মে ও মরে। এখন যে নিত্য কর্ম্ম করিয়াছে প্রত্যবায় হয় নাই সুতরাং তৎফলে নরকাদি হইবে না। আবার নিত্যকর্ম্মের ফল নাই জন্য ফল না থাকায় মুক্তি অনিবার্য্য। শাস্ত্রে বলে ইহলোকে যত কর্ম্ম করে সব কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ হয় না (মৃত্যুকালে যে বিষয়ে চিত্ত ছিল সে বিষয়ক কর্ম্মফলাংশ পরজন্মে ভোগ করে।) অন্যাংশ সঞ্চিত থাকে। কর্ম্মফল ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন একজন ভাল গৃহস্থ তাহার ভোগের জন্য নানা প্রকার পদার্থ এক ঘরে মজুত রাখে। চাল ডাল, ঘৃত, তৈল, নূন, শাক, ফল, মূল, মসল্লাদি। মজুত থাকাকেই সঞ্চিত বলে। এই ব্যক্তির কয় বস্তা ফসল আসিল সে তাহা বারান্দায় রাখে, ভাণ্ডারে নেয় না। ঐ বস্তার জিনিষ ঝাড়িয়া-বাছিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তৎপর ভাণ্ডারে রাখে। যতক্ষণ ভাণ্ডারে না যায় ততক্ষণ ঝাড়া-বাছাই আদি কার্য্যার্থ বারান্দায় থাকা অবস্থায় উহা ক্রিয়মাণ অবস্থাগত। তৎপর ভাণ্ডারে গেলে উহা সঞ্চিত ভুক্ত হইল। কর্ত্তা ভাণ্ডার হইতে প্রতিদিনের ভোজনার্থ যে জিনিষ বাহির করিয়াছেন তাহাই প্রারব্ধজাতীয়। যাহা ভোগার্থ উপস্থিত তাহাই প্রারব্ধ আর কতক সঞ্চিত থাকে, এজন্য উক্ত ব্যক্তি যে পাপপুণ্য করে নাই তাহার মুক্তি হইবে না, সঞ্চিত কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে। আর সে যে বলিল নিত্যকর্ম্ম করায় প্রত্যবায় হয় নাই তাহাতে গোলযোগ আছে। তার্কিক বলিলেন, নিত্যকর্ম্ম না করায় প্রত্যবায় হয়। নিত্যকর্ম্ম না করা ব্যাপারটি কি?

ভাব জাতীয়, কি অভাব জাতীয়? যদি অভাব জাতীয় হয় তবে তাহা হইতে প্রত্যবায় রূপ ভাবের উৎপত্তি সম্ভবে না। আর যদি ভাব জাতীয় হয় তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই ফল উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। অপরে বলেন, যদি শাস্ত্রে নিত্যকর্ম্মের ফল স্পষ্ট ভাষায় নাও বলিয়া থাকেন, তত্রাচ তাহা অনুমেয়। যেমন বাজপেয় যজ্ঞের ফলশ্রুতি বলেন নাই, কিন্তু মহাফল ঘটে। অন্যে বলেন, মনুতে নিত্যকর্ম্মের ফল আছে। দেখা যায়, পঞ্চ-মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান ফলে পঞ্চসূনার পাপ বিনষ্ট হয়। সুতরাং নিত্যকর্ম্ম নিষ্ফলা নহে। কেহ বলেন, নিত্যকর্ম্ম নিষ্ফলা জন্য অকর্ম্ম। কেহ বলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম অকর্ম্ম, যখন ঐ ব্যক্তির স্বর্গাদি কামনা নাই। এজন্য নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মফল ঈশ্বরার্পণ করেন। এই ব্যক্তির তেমন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি ছিল কি? মৎস্য, হাঙ্গর, কুমীর, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ঈগল, কুরল, বাজ, চিল প্রভৃতি অন্য প্রাণীবধে তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করে। ইহারা হস্তী ঘোটক, মহিষাদির ন্যায় শস্যভোজী নহে। জীবো জীবস্য জীবনম্—ইহাদের পাপ হয় কিনা? কেহ বলেন—শাস্ত্র মনুষ্যের জন্য, ইতর প্রাণীর জন্য নহে। তবে ইতর প্রাণীর পাপ-পুণ্য নাই বলিতে হয়। বৃঃ আ ৫।১৪।৮ মন্ত্রে বুড়িল হস্তীর ন্যায় বলবান্ হইলেও প্রতিগ্রহের বোঝা বহন করিয়া বেড়াইতেন। গায়ত্রীর মুখ কি তাহা না জানায় এরূপ করিতেন। অগ্নিমুখ-গায়ত্রী যে জানে তাহার প্রতিগ্রহাদি বোঝা সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। প্রতিগ্রহ পাপের বোঝা। বালক যে মাতার দুগ্ধগ্রহণ করিল উহা প্রতিগ্রহরূপ পাপের বোঝা কিনা? জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। জড়ভরত হরিণদেহে এক জীবন অতিবাহিত করেন। নহুষ ইন্দ্রপদভ্রষ্ট হইয়া সর্প হন। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা মতে যখন কেহ চন্দ্রলোক হইতে ফিরিয়া পৃথিবীতে শস্যাদিতে প্রবিষ্ট থাকে, তাহা মনুষ্যে না খাইয়া অন্য জন্তুতেও খাইতে কোন বাধা নাই। মনুষ্য মধ্যে স্ত্রী-নপুংসকাদি খাইলে নৃজন্ম লাভ হয় না। কর্ম্মফল এমনি জিনিষ। এজন্য গীতায় বলিয়াছে—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ মায়া দূরীভূত হইলে তৎকার্য্য কাম কর্ম্মবীজ থাকে না। তবে শান্তি। অবিদ্যা কামকর্ম্ম বীজরূপা কাম-কর্ম্মের বীজ (অপ) রক্ষা করে। পাতি অপ এজন্য পা+অপ=পাপ বলিয়া উক্ত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই কর্ম্মাত্মক মায়া জন্য, তাহা ত্যাগে শান্তি। নতুবা "অবশং প্রকৃতেবশাৎ" স্থিতি মায়ার অধীনে স্বতন্ত্রতাবিহীনে "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং" ঘটিয়া থাকে।

আনন্দ কানন

স্বর্গে দুইটি কানন আছে। একটির নাম নন্দন কানন, ইহা স্বর্গের অধিরাজ ইন্দ্রের কানন। অন্যটির নাম চৈত্ররথ কানন। উহা কুবেরের উদ্যান। ভারতবর্ষে কাম্যকবন, দ্বৈতবন, দণ্ডকারণ্য (গোদাবরী তটে), খাণ্ডববন, বৃন্দাবন, অগ্রবন, নৈমিষারণ্য প্রসিদ্ধ, কারণ কানন অর্থ বন, অরণ্য। কবি গোবিন্দ চৌধুরী একটি আনন্দ কানন দেখিয়া বলিয়াছেন—আজ চল্লেম রে ভাই সেই আনন্দ কাননে; সংসারেরই লোকে যারে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে॥ আনন্দ কাননে পাখী আনন্দে সঙ্গীত গায়। আনন্দেরই ফুল আর ফল দুলছে আনন্দেরই বায়॥ নিত্যানন্দ ধাম সে যে কি শুনায় আনন্দ বই। পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী॥ ইত্যাদি। বাস্তবিক কথাটি কবির মুখে বাহির হইয়াছে স্বানুভূতি জন্য। এই সংসার ভবকারাগার বা দুঃখের সাগর তাহাতে আমরা অহরহ হাবুডুবু খাইতেছি।

প্রকৃতি কোশাত্মক গারদে আমাদিগকে ফাটকে আটক রাখিয়াছেন। যেমন একটি ফুটলা এরণ্ড বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে ফুৎকার দিলে বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলে ঘুরিতে থাকে, তেমনি আমরা সংসার-বৃক্ষের কারণ নির্য্যাস হইতে ফুটলার ন্যায় বাহির হইয়াছি। ফুটলা অর্থাৎ এক ক্ষুদ্রতম বায়ুকণা বৃক্ষনির্য্যাসের আবরণে আবৃত হইয়া ফাটকে আবৃত হইয়া ঘুরিতে থাকে। যখন সেই আবরণটি ভেদ হয় তখন সেই ক্ষুদ্রতম বায়ুকণা বাহিরের মহান্ বায়ুতে একীভূত হইয়া যায়। তেমনি মানব এই সংসার-বৃক্ষের কারণ নির্য্যাসে উৎপন্ন পঞ্চকোশাবরণে আবৃত হইয়া সংসারে ঘুরিতেছে। যখন সেই পঞ্চকোশাবরণ ভেদ হইবে তখন এই ক্ষুদ্রতম প্রাণ-বায়ুকণা মুখ্য মহাপ্রাণে একীভূত হইবে। এই পঞ্চকোশাত্মক দেহ কাটানই সাধনার কার্য। কৃষ্ণ উপনিষদে ও ভাগবৎ পুরাণে দেখিতে পাই, ভরদ্বাজ আশ্রম কাননের মুনি ও পাঠীগণ শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যানুসারে দ্বাপর যুগের ভগবানের কোমলাঙ্গের আলিঙ্গন পাইবার জন্য গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে তাঁহার কোমল অঙ্গের আলিঙ্গন লাভ করেন—যাহাকে রাসলীলা বলে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এগার বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৃন্দাবন ত্যাগে মথুরা যান। তথায় কংসকে বধ করিলে মগধরাজাধিরাজ জরাসন্ধ দশলক্ষ সৈন্যসহ শূরসেন রাজ্য ও রাজধানী মথুরা অবরোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকী প্রভৃতি বীরগণ মথুরা ত্যাগে রেফুজী হইয়া কুশস্থলীর সমুদ্রতটে পলাইয়া যান। রাস্তায় পর্ব্বত, মরুভূমি

আদি পার হইয়া গমন করেন। অন্নজলের সংস্থান না থাকায় মহারাজ জরাসন্ধ মথুরা দখল করিয়া মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আর কখনও বৃন্দাবন যান নাই। বহুকাল পরে একবার সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবগণসহ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নানার্থ আগমন করেন। বৃন্দাবনের গোয়ালারাও সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে স্নানার্থ আগমন করেন। এখানে দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটে। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুর্ব্বাবতারের স্মৃতি জাগায় সেই ভরদ্বাজের আশ্রমের মুনি তপস্বিগণকে স্বয়ং আচার্য্য হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং তদালোচনায় তাঁহারা পঞ্চ-কোশাতীতে স্বস্বরূপে ব্রহ্মলীন হন। ইহা ভাগবৎ পুরাণের ১০।৮২।৪৫ শ্লোকে বর্ণিত আছে। এই সংসাররূপ নরককুণ্ড ত্যাগে ব্রহ্মানন্দভোগ মানবজীবনের কৃতকৃত্যতা। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। দেহের নাশেই প্রাণবায়ুর মহানন্দরূপ আনন্দ কাননে স্থানলাভ ঘটে।

বেদান্ত-রহস্য

বেদান্ত অর্থ বেদের অন্তভাগ। অন্ত অর্থ শেষ ও মধ্য অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন অন্তঃকরণ শব্দে অন্ত শব্দ দেহমধ্যস্থিত করণ, মন ও বুদ্ধ্যাদি বুঝায়। বহিষ্করণ, বাহিরে স্থিত চক্ষুরাদি করণকে বুঝায়। অন্ত শব্দে শেষার্থ বহুস্থলেই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন প্রাণান্ত। অন্তেবাসী শব্দে গুরুর অন্ত সমীপে বাসকারী। বেদ শব্দ বিদজ্ঞানে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বেদ অর্থ জ্ঞানপ্রকাশক। যাহা অন্য ব্যক্তি অন্য অন্য দেশে অন্য অন্য সময়ে বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারেন তাহা অনুবাদ মাত্র। যাহা বুদ্ধির প্রকাশগম্য নহে তাহার প্রকাশেই বেদের বেদত্ব। এক সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অব্যয় নিত্য সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, দ্বিতীয় রহিত আছেন। এই সত্যের অপ্রমেয় বস্তুর যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর সেই অপ্রকাশিতের প্রকাশে বেদের মহিমা। অর্থবাদ বা অনুবাদ যাহা বেদে আছে তাহার প্রকাশে বেদের সার্থকতা নাই। বেদান্ত অর্থ বেদের অন্ত বা মধ্যস্থিত সারাৎসার তত্ত্ব। অথবা অন্য সব নেতি করিয়া অন্তে পরিশেষে যাহা থাকে তাহার প্রকাশক। অথবা বেদ অর্থ যেন যাহার দ্বারা জীবজগতের অন্ত বা পরিসমাপ্তি জ্ঞান হয়। "যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম" বেদ অর্থ জান। অন্ত সমীপস্থ দেহস্থ আত্মা পুরুষকে যাহা দ্বারা জানা যায় অথবা বেদ যাহা প্রকাশিত করতঃ অন্তঃ বা পরিসমাপ্ত। বেদের অন্ত বা শেষ কথা বা চরম উপদেশ। যেমন ঋগ্ বেদে

১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। যইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ সেই পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষ যাহাকে ঋক বর্ণনা করেন যাহাতে দেবগণ ও বিশ্ব অবস্থিত, তাঁহাকে যিনি জানেন না তাঁর ঋক্ মন্ত্র মুখস্থ করিয়া কি ফল। যিনি তাঁহাকে জানেন তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অক্ষর পুরুষের প্রকাশেই বেদের বেদত্ব। তাহাই অপ্রকাশিতার্থ প্রকাশ বলিয়া কথিত হয়। শুধু মন্ত্রবিদ্ হইলে বেদাধ্যয়ন ব্রত সম্পন্ন হয় না। তাহা ছান্দোগ্যের শ্বেতকেতু ও নারদের আখ্যানে দেখান হইয়াছে। আত্মবিদ্ হইতে হইবে। বেদের রহস্য জানিতে হইবে। সেই জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশ করার জন্য বেদান্তসূত্রে "শাস্ত্র যোনিত্বাৎ", "তৎ তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বয় করা হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্তায় যে প্রমাণ চতুষ্টয় (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্য) ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত হন না জন্য তিনি অপ্রমেয় বলিয়া উক্ত। কেবল শ্রুতি প্রমাণগম্য। শ্রুতি পাঠের সার্থকতা তৎপদবাচ্য সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে জানায়। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মলীন হওয়ায়। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ঋক্ ১০।১২৯।২ আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥ শ্বাস প্রশ্বাস বায়ু যাহা সহযোগে হয় তাহাই অন্ বা প্রাণ কার্য্য বলিয়া উক্ত। বায়ু নাই প্রাণন আছে যেমন গর্ভস্থ অণ্ডে। তেমন সেই প্রাণ স্বধয়া স্বপ্রকারে অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত অখণ্ডৈকরসরূপে এক অদ্বিতীয় তাহা হইতে অন্য অপর কিছু ছিল না। ঋক্ ১০।১২৯।৪ "সতোবন্ধুমসতি" অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। এই বন্ধন মুক্তে জীব পরমের যোগ তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।" অসতের বন্ধন জন্যই সংসারীর জীবভাবে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা আধিব্যাধি জরা মৃত্যু প্রধান। এই সংসারে জীব অক্ষম দুর্ব্বল—"অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।"

ঋক্ ১০।১২৯ ৫ মন্ত্রে "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ" যিনি স্বগত স্বজাতীয় এই প্রকার ভেদ রহিত জন্য (গীতা ৫।১৯) "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" বলিয়া উক্ত। যিনি অধঃস্থিত দৃশ্য প্রপঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত। আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা উপরে ভাসমান। ইহাই ঈশোপনিষদে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং বাক্যে উক্ত। ঋক্ ৬।৪৭।১৮ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইন্দ্র মায়াযোগে বহু রূপ ধারণ করেন। য একো জালবান ঈশত ঈশনীভিঃ। গীতায় "সম্ভবামি

আত্মমায়য়া।" যেমন বলে "হরিরেব জগৎ জগতেব হরি। হরিতো জগতো নাহি ভিন্ন তনু" তেমনি রজ্জু সর্পস্থলে রজ্জুর দেহ ও সর্পের দেহ একই দেহ, রজ্জুত্যাগে সর্প বলিয়া কিছু নাই।

ঋক্ ১।৮৯।১০ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষম্। অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতি পঞ্চজনা অদিতির্জাতম্ অদিতির্জনিত্বম্॥ অদিতি দ্যুলোক অন্তরিক্ষ মাতা (পৃথিবী) পিতা পুত্র (কারণ ও কার্য্য) বিশ্বদেবগণ অদিতি পঞ্চজনা (নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, তির্য্যগাদি যোনি) যাহা জন্মিয়াছে বা জন্মায় নাই অদিতি। যেমন গীতায়—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ (৪।২৪) তেমনি ঋক্ ৪।৪০।৫ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষ সদ্ধোতা বেদিষদতিথি-র্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

রহস্য যাহা রহসি অর্থাৎ নির্জ্জনে গুরু শিষ্যকে উপদেশ করেন। উপ সমীপে নি নির্জ্জনে সদ্ বাস। এইজন্য উপনিষদ্ অর্থই রহস্য। সামান্যতঃ মন্ত্রতন্ত্রে যে উপদেশ প্রদত্ত তাহার বিশুদ্ধ গুহ্যতম ভাব প্রকাশ করে যাহা তাহাই রহস্য। যেমন গীতায় (৯।১,২) "ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।" "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।" গীতা ৪।৬ অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ যদিও আমি অজ (যাহার জন্ম হয় নাই, যাহা হইতে কিছু জন্মায় না) অব্যয়, আত্মা (সর্ব্বগত), ব্যয়রহিত, অবিকারী ভূতগণের ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য মহিমায় সকলের শাসক বা নিয়মিতা অব্যাকৃতা প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ মায়াদ্বারা জীবজগৎরূপে প্রকাশবান হই। ভাগবত ১২।১১।১৩ অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ। ভাঃ ১২।১১।১১ স্বামায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ। গীতা ৪।১৮ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ যিনি কর্ম্মে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অকর্ত্তব্যতা এবং অকর্ম্মে (ধ্যান সমাধিতে) কর্ত্তব্যতা দেখেন তিনি মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই সমগ্র কর্ম্মকৃৎ। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করা প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম বা আসুরী সম্পদ। তাহা ত্যাগে দৈবী সম্পদকে যিনি ধারণ করেন তিনিই বুদ্ধিমান। "দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" গীতা ১৬।৫॥ ঈশ উপনিষদও বলেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" পার্থিব সম্পদ বর্জ্জিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ॥ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ যার সমস্ত আরম্ভণ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত তিনি কর্ম্মসকল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা

দ্বারা দগ্ধ করতঃ পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যা কাম-ধর্ম্মবীজ মানবকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে; পশু-ভাবান্বিত করে। জ্ঞানাগ্নি প্রজলিত হইলে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ করে। তখন জীবও স্বস্বরূপ (ব্রহ্ম) লাভ করে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ গীতা ৪।২৪॥

জড় কর্ম্ম, অগ্নিযুক্ত জড় কাষ্ঠের ন্যায় জ্ঞান অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। কাষ্ঠ ও অগ্নির একত্রাবস্থানবৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্রাবস্থান কর্ম্মের নাশহেতু হয়। এজন্য জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। ব্রহ্মবিদ্ সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দেখেন। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু তাঁহার দৃষ্টিতে পড়ে না এজন্য আপনিও ব্রহ্মই হয়েন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অর্পণ জড় ঘৃত, জড় অগ্নি আদি সকলই তিনি ব্রহ্মরূপে দেখেন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যাক্তি কর্ম্ম মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বনে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। যেমন কঠ শ্রুতিতে—

যদাপঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ কঠ ২।৩।১০॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় নিশ্চল অকর্ম্ম তখনই পরমাগতি ব্রহ্মে স্থিতি ঘটে। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ গীতা ৪।৩৩॥ জ্ঞানময় যজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর। অখিল সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞান অগ্নিতে ভস্ম হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। যতক্ষণ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভর্জ্জিত না হয় ততক্ষণ কর্ম্মজন্য স্বর্গ নরক ও ইহলোকে গতাগতি। যেমন ভর্জ্জিত বীজে বৃক্ষোৎপন্ন হয় না তেমনি জ্ঞানাগ্নি ভর্জ্জিত কর্ম্মফল নূতন দেহ উৎপন্ন করে না। অখিল অর্থ কারণ ও সূক্ষ্মদেহরূপ কর্ম্ম তাহা জ্ঞানাগ্নিতেই ভস্ম হয়। ইহাই বস্তুতঃ মরণ তখন জীবভাবে দ্রষ্টা নাই আর জগৎ দৃশ্যও নাই কেবল ব্রহ্মই অস্তি॥ গীতা (৪।৩৬) অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ পাপী হইতেও যে পরম পাপী সে জ্ঞানরূপ ভেলা যোগে বৃজিনং এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়॥ গীতা ৬।২৩॥ তং বিদ্যাদ্দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। বাক্যে অবিদ্যা সংযোগকেই দুঃখ সংযোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ গীতা ৪।৩৭॥ যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ সমিদ্ধ (প্রজ্বালিত) অগ্নি যেমন কাষ্ঠস্তূপ ভস্মরাশিতে পরিণত করে তেমনি জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসকল (সঞ্চিত ও আগামী) দগ্ধ করে। তৎ স্বয়ং

যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪।৩৮ ॥ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধিরূপ সিদ্ধিলাভ করতঃ কালে আত্মাকে জানে। এইটি পুনঃ গীতা ১৮।৫০ শ্লোকে "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।" বাক্যে বলিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয় না; মুমুক্ষু হইতে হয়। অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা থাকা চাই। যে সকল শাস্ত্র একেশ্বরবাদেই পরিসমাপ্ত কিংবা আত্মা স্বীকার করে না, তাহাদের দ্বারা জ্ঞান সম্ভবে না। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞান। ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য নহে। উহা মায়া বিজৃম্ভিত।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ৪।৩৯ ॥ যে তৎপর (তৎ বাচ্য ব্রহ্মপরায়ণ) সংযতেন্দ্রিয়গ্রাম, গুরুবেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধাশীল তাহারই জ্ঞান লাভ হয়। তৎপর না হইলে হয় না। জ্ঞানলাভে চিরশান্তি ॥ আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ গীতা ৪।৪১ ॥ আত্মবান পুরুষকে কর্ম্মবন্ধনযুক্ত করিতে পারে না। জ্ঞানবানই আত্মবান। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম্ম ছারখার হয়। কর্ম্মবন্ধন করিবে কি ?

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ গীতা ৪।৪২ ॥

অতএব হৃদয়স্থ অজ্ঞানজনিত সংশয় জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করতঃ মায়ার স্পর্শযোগ বিদূরিত করতঃ জীব পরমেশ্বরের যোগসাধন কর। ইহা

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। কঃ ১।৩।১৪ ॥ বাক্যে উপদিষ্ট।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ গী ৯।৪ ॥

আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিরাটরূপে ত্রিভুবনব্যাপী দেহও পরিচ্ছিন্ন। ঋ ১০।৯০।৩ বলে পাদোঽস্যবিশ্ব-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। গীতায় (১১।১৫) "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্" বর্ণিত। ঈশা উপনিষদের "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং-জগৎ" বাক্যে লক্ষিত। গীতায় ২।২৮—অবক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ গীতা ৮।১৮ ॥ অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ গীতা ৮।২১ ॥ অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং ॥ গীতা ৮।২০ ॥ পরস্তস্মাত্ত ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। গীতা ৭।২৪ ॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং

মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ গীতা ৭।২৪॥ নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ঐ সব স্থলে অব্যক্তের মায়া উপাধি যোগে ব্যক্ত ভাব বর্ণিত আছে। ঐ যে ব্যক্ত মধ্য অবস্থা তাহা অনিত্য। তাহাই আবরণ যেমন ঈশার ১৫ মন্ত্রে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। যোগমায়া বা তমের আবরণ। আবরণ অপসারণে সত্য বস্তুর দর্শন। সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত নই।

গীতা ৯।৪ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে ইহাই যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য। ভূতগণের ধারণ করি কিন্তু ভূতে স্থিত নই। ভূতে ভাবন বা রক্ষণ করি বটে। রজ্জু সর্পকে ধারণ করে কিন্তু রজ্জু সর্প নয়। সর্প রজ্জুতে নাই। রজ্জু সর্পকে ধারণ করে, রক্ষা করে। সর্পরজ্জু নয়। রজ্জুসর্প যেমন তমাবৃত হইয়া থাকে তেমনি জগৎ দৃশ্য ও তমাবৃত বুদ্ধিতে দেখে। উভয়েই তুল্য আপেক্ষিক বা তাৎকালিক সত্য।

গীতা ৯।৮ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ মদধীনা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানরূপে বশ করতঃ প্রকৃতি (কর্ম্মফল) অবলম্বনে ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করি॥ গীতা ৯।৯ ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ সেই কর্ম্মসকল আমাকে বন্ধন করে না কারণ আমি উদাসীন সাক্ষিভাবে আসীন, কর্ম্মে আসক্তিহীন।

জড় প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্তা নয়। অধিষ্ঠিত চেতনই সৃষ্টির কারণ। যেমন সাধারণ সূর্য্যকিরণ দাহ্য বস্তুসকল দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয়। খড়, তুলা, কাগজ, কাপড়, কয়লা সহজে দহনযোগ্য হইলেও জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র সৌর কিরণ জন্য আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে না। কিন্তু Magnifying Lens (আতস কাচ) ভেদ করিয়া যখন রশ্মি আভাস-সূর্য্য বা সূর্য্য প্রতিবিম্ব রচনা করে তাহা তৎক্ষণাৎ সকল দাহ্যবস্তু দহন করে। তদ্বৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাস ক্রিয়া করে। চিৎ নিষ্ক্রিয়।

সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে দেখিতে পাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যিনি তিনিই "তৎ" শব্দবাচ্য। তিনি জড়বুদ্ধ্যাদির প্রেরয়িতা, ঋষি তাঁহারই ধ্যানরত। এই তৎশব্দ তাঁহাকেই লক্ষ্য করে যিনি ইন্দ্রিয়াতীত। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা ইদং শব্দবাচ্য। যথা ঈশোপনিষদে "ঈশা বাস্যংমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং

জগৎ” বাক্যে প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা ইদং তাহা পরিচ্ছিন্ন নাশবান বা অনিত্য তাই শ্রুতি অনিত্য ত্যাগের জন্য “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” আদেশ করিয়াছেন। যাহা ব্যক্ত তাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা কার্য্য, কারণ অব্যক্ত সূক্ষ্ম। যাহা কার্য্য তাহা কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। যাহা কার্য্য নহে তাহা অকর্ম্ম। অকর্ম্ম হইতে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবে কি?

ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে, যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত তখন অকর্ম্ম, যেমন chloroform কালে মূর্চ্ছা অবস্থায় বা সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) কালে। গাঢ় ধ্যান সমাধি অবস্থাও অকর্ম্ম অবস্থা বটে। যাহা ততত্তম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী তাহা অচল হয়। কারণ চলিতে হইলে যে চলিবে তাহার বাহিরে স্থান থাকা আবশ্যক। অচল জন্য নিষ্ক্রিয়, নিষ্ক্রিয় জন্য নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকার জন্য অব্যয় অক্ষয়, এজন্য নিত্য। যদি নিত্যবস্তু নিষ্ক্রিয় হয় তবে তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। অথচ এই নিত্যবস্তু ইন্দ্রিয়াতীত জন্য তৎশব্দবাচ্য। সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তাও তৎ শব্দবাচ্য দেখিতে পাইতেছি। তাহা হইলে “তৎ” মধ্যে কর্ত্তা-অকর্ত্তার ভেদ আছে বলিতে হয়। ত্রিভুবন ব্যাপক দেহ সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা বিরাট পুরুষ মায়াবৃত জন্য পরিচ্ছিন্ন দেহ। পুরুষ শব্দার্থ পুর্ণং অনেন সর্ব্বং অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি পুরুষ শব্দবাচ্য। এই প্রসিদ্ধ “পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে। পুর্ণস্য পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাব শিষ্যতে” মন্ত্রে অদঃ ও ইদং শব্দ দ্বারা দুইটি পুর্ণ লক্ষ্য করে। পুর্ণ হইতে পুর্ণের উৎপত্তি এবং সময়ে পূর্ণ (যিনি উৎপত্তিমান) তাঁহার পুর্ণত্বের কারণ বিদূরিতে উৎপত্তিকালের পূর্ব্ববর্ত্তী যে পুর্ণ (যিনি মূল) তিনিই অবশেষ থাকেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তা তিনিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান তাই পূর্ণশক্তিমান পূর্ণভগবান পূর্ণ বলিয়া অভিহিত। সর্ব্ব পুর্ণ অচল অকর্ত্তা হইতে মায়া উপাধিযোগে পুর্ণ ভগবান কর্ত্তার কার্য্য ব্রহ্মের উৎপত্তি করিতে হয়। যেমন ঋগ্বেদে “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।” অথবা, গীতায় “সম্ভবামি আত্মমায়য়া।” এই মায়াকে তম, তুচ্ছ্যা, অসৎ, প্রবতি ঋগ্বেদে ১০।১২৯ নাসদীয় সূক্তে বলা হইয়াছে।

ঋষি অঘমর্ষণ দৃষ্ট ঋগ্ (১০।১৯০) মন্ত্রে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঋগ্ বেদ ১০।৭২।৫ মন্ত্রে “ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ” বাক্যে “ভদ্রা” বলিয়াছেন। মুণ্ডকে “অন্ন” শব্দ প্রযোজিত। চণ্ডীতে “নিদ্রা” ও “ভদ্রা” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; অন্যত্র অব্যাকৃতা প্রকৃতিকে, আত্মা বলিয়াছে, ও গীতায় ৬।২৩ শ্লোকে দুঃখ শব্দ দ্বারা মায়া লক্ষিত হইয়াছে।

মায়াযোগে সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্ত্তার উদ্ভব ঘটে বলায় "যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই নাশ আছে" এই ন্যায়ে পূর্ণশক্তিমান ভগবানও বিনাশশীল বলিতে হয়। যিনি নিজে বিনাশশীল তাঁহার সৃষ্ট জীবজগৎ নিত্য হইবে বলা ধৃষ্টতা মনে হয়। ঋগ্বেদে তম আবরণে আবৃত হইয়া প্রথম ভগবানাদির উৎপত্তি ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। সৃষ্টিপ্রিয় ঋষি এজন্য বলিয়াছেন, "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।" শ্বেতাশ্বতর ॥ কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—এই জীবজগৎ নিত্য সুষুপ্তিকালে লয় হইতেছে, তথাপি কেহ উহার নিত্যত্ব কল্পনা করিতে বিরত হইতে চাহে না।

বহুল রজসে বিশ্বের উৎপত্তি। এজন্য সংসারে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ যুক্ত জনবাহুল্য অনিবার্য্য। রজোগুণ, ভেদের কারণ। এজন্য সবাই ভেদ বা সৃষ্টিপ্রিয়। বীজ হইতে মূল ও অঙ্কুর উদ্গমসহ রূপভেদই বৃক্ষ সৃষ্টি বলিয়া উক্ত। পুরাণে এই সৃজনপ্রিয়তা ও তদ্ বিরোধী একে লয়কারী মতবাদদ্বয় লইয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশের আখ্যানটি রচিত। দক্ষ প্রজাপতি প্রজাসৃজনে দক্ষ বলিয়া দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। সৃজন কর্ম্ম জন্য কর্ম্মপ্রবণ। কর্ম্মই ইহ-জীবনে উন্নতিবিধায়ক। কর্ম্মই পরলোকে সুখদায়ক। অতএব কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করিয়া থাকেন অন্যে তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। সেজন্য সর্ব্বসাধারণ অনিত্য কাম কর্ম্মপরায়ণ হয়েন। নিত্যসত্য বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যায়। অজ ব্রহ্মতত্ত্ব আর কেহ চিন্তা করেন না। তাহার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কর্ম্ম অজ্ঞান কাম কর্ম্মবীজ রক্ষিতা অবিদ্যাপ্রসূত। অনিত্যে আসক্ত অজ্ঞানাবৃত চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞানের স্থান রহিল না। তাই উমা ব্রহ্মবিদ্যা বলে দেহরক্ষা করিলেন। সত্যের নাশ হয় না স্বপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় আপনি প্রকট হয়েন। বীরভদ্রের ভদ্র বা মঙ্গলপ্রদ জ্ঞানের হুঙ্কারে দক্ষের কর্ম্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" তখন নিদ্রাযুক্ত কর্ম্মী দক্ষের চৈতন্য হইলে অজ ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার মুণ্ডে স্থানলাভ করিল। তেমনি অন্নপূর্ণা পূজায় সিসৃক্ষু পুরুষ "একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ং ঐচ্ছৎ।" বৃ আ ১।৪।৩॥ প্রপঞ্চ উপশমে যে অদ্বৈত শিব থাকেন তিনি কেবল একলাটি। যেমন শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। ৪।১৮॥ তখন দ্বিতীয় কিছু না থাকায় ধন, অন্ন বা ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই। "ন কিঞ্চনমিষৎ" তখন মহামায়া মনবাক্‌প্রাণ অন্নরূপে তাহার তৃপ্তিবিধান করেন। যাহা মুণ্ডকে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে" বাক্যে অভিহিত। ইহা অসম্ভূতি (অব্যাকৃতা প্রকৃতি) উপাসনা। ইহাতে জীবরূপ শিবের ভোগ বহিরাগত জানা যায়।

তিনি যদি একা অখণ্ড একরসরূপে বিরাজিত তখন দ্বিতীয়া মায়া কোথা হইতে আসে? ভাগবত পুরাণে তদুত্তরে বলেন, "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে যো।" ১১।২৮।২২ ॥ যেমন রাহু-দৈত্য কর্তৃক গ্রাসিত না হইলেও গ্রহণকালে লোকে রাহুগ্রস্ত দিবাকর দেখে। এও তেমনি একটা কিছু ঘটে। অবিদ্যমান অথচ দৃষ্ট হয়। ইহা সম্ভবপর কিনা? বায়স্কোপের গৃহে হাতী, ঘোড়া, পাহাড়, সমুদ্র, রেলগাড়ী, ষ্টীমারাদি অবিদ্যমান অথচ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে নীল রং না থাকিলেও নীলাম্বু বলিয়া অভিহিত। সূর্য্য অস্তকালেও আপন রশ্মিসকল সংহত না করিলেও উদয়কালে পুনঃ বিস্তার না করিলেও উদয়াস্ত স্বীকৃত। চন্দ্র রশ্মিবর্জ্জিত তাহা অমাবস্যার চন্দ্রে জানা যায়। শুক্লদ্বিতীয়ার চন্দ্রের রশ্মির উপরে আলোক হীনমণ্ডল দৃষ্ট হয়। তত্রাচ চন্দ্র শীতাংশু বলিয়া অভিহিত। মরীচিকায় জল না থাকিলেও জলযুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয়। জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বের নাচনি·চন্দ্র নিশ্চল হইলেও দৃষ্ট হয়। শুক্তিতে রজত না থাকিলেও রজতভ্রম উপস্থিত হয়। খোঁটাতে (স্থাণু) নর ভ্রম, রজ্জুতে সর্পাদি দৃষ্ট হয়। না থাকিলেও আকাশে নীলিমা দৃষ্ট হয়। এমনি অবিদ্যমানোঽপি অবভাসের বাহুল্য লক্ষিত হয়। এই যে জীবজগদ্ভাব তাহা সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীনতম ঋগ্বেদে ১০।১২৯ সূক্তের মন্ত্রে বলে, কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দম্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মণীষা ॥৪॥ ক্রান্তদর্শী মনীষিগণ শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বকালে তিনি তমোযোগে কামনা করিলেন বহু হইব তৎপর মানস সৃষ্টি করিলেন। এই যে তমোযোগে সৃষ্টি কামনা ও সৃজন ব্যাপারের আরম্ভণ ইহা সৎ পুরুষের অসৎ দ্বারা বন্ধন। বন্ধন কাপড় দিয়া গাঁটটি বাঁধার ন্যায়ও হয়। আবার রশিদ্বারা বন্ধনবৎও হইতে পারে। আবার গলে গামছা দিয়া বন্ধনবৎ, মালা দ্বারা বন্ধনও সম্ভবে। যেমন গর্ভাবরণ, গৌরী পট্টাবরণ, গলে সর্পবৎ বা মালাবৎ মায়ার বন্ধন—কৃষ্ণগলে যে মালা বনমালা বলিয়া কথিত হয় তাহা ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে "স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।" বাক্যে স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যাইতেছে। শিবগলে সর্প বা লিঙ্গ মধ্যে গৌরীপট্ট তম বা অসতের বন্ধনই বটে। প্রকৃতিরূপিণী রমণীর আলিঙ্গনও হস্তপাদাদি দ্বারা বন্ধনই বটে। যুগল মিলনে উহা প্রকটিত। উক্ত সূক্তের ৬।৭ মন্ত্রে

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

কেবা তত্ত্ব জানে, কে ইহা বলিবে, কোথা হইতে জাত, কেনই বা এই সৃষ্টি হয়। দেবগণও পশ্চাৎ উৎপন্ন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বকালের সৃষ্টির বিষয় কি প্রকারে বলিবেন। ৬॥ এই সৃষ্টি যাহা হইতে হইয়াছে তাহার অধিষ্ঠান কি ছিল বা ছিল না? হে পুত্র, যিনি পরম ব্যোমে থাকেন অধ্যক্ষপুরুষ তিনি যদি জানেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। ৭॥ এই সূক্তের ১।২ মন্ত্রে মহাপ্রলয়ে সর্ব্বলীন এক অদ্বৈত তত্ত্ব থাকা বর্ণিত। তৃতীয় মন্ত্রে তমের আবির্ভাব ও তমাবরণে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের (সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কর্ত্তার) উৎপত্তি বর্ণিত। চতুর্থ মন্ত্রে সতের অসৎ কর্তৃক বন্ধন কথিত। পঞ্চম মন্ত্রে রেতোৎপন্নজীব ও অজীব উৎপত্তি কথিত এবং আনুষঙ্গিক "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।" বাক্য আছে। স্বং আধত্তে অর্থাৎ স্বপ্রকারে স্বস্ব রূপে নিম্নে ছিলেন এবং প্রকৃতি উপরে প্রকাশমান দৃশ্য প্রপঞ্চরূপে স্থিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ Self-supporting principle beneath and energy aloft. যেমন কালীমূর্ত্তিতে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণী তম বা প্রকৃতি উপরে ভাসমান এবং শুদ্ধ অজ পুরুষ নিম্নে অলক্ষিতে স্থিত। এইরূপে বর্ণনান্তর ৬ষ্ঠ মন্ত্রে সৃষ্টির সাক্ষী না থাকা উক্ত। কারণ কোথা হইতে কেমনে জাত তাহারও বক্তা নাই অর্থাৎ সৃষ্টির প্রমাণাভাব। দেবগণ অনেকটা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা পর ভাবী জন্য সৃষ্টির সাক্ষী হইতে পারেন না, অপরে কি বলিবে। ৭ম মন্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তার অধিষ্ঠান বা আধার অন্বেষণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—হয়ত অধিষ্ঠান ছিল না। অর্থাৎ গীতায় ভগবান যেমন বলিয়াছেন—অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্। ১৮।১৪॥ কর্ম্ম করিতে এই পাঁচটি একান্ত প্রয়োজন। সৃষ্টি ও কর্ম্ম, তাহার ও কর্ত্তার অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা, দৈব বা কর্ত্তা দেখা যায় না

সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার নিত্য নিরবয়ব। তাঁহার করণ নাই "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। কর্ত্তা নাই দৈবেরও অভাব তিনি একক। চেষ্টা করিতে ফাঁক বা অবকাশ নাই। সর্ব্বব্যাপী জন্য তাহা সম্ভবে না। অতএব সৃষ্টি পুরুষ-কৃত নহে। কেবল "তৎ" অন অস্তি নানা নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারেও সৃষ্টি হয় নাই। যদি জ্ঞাতসারে হইত তবে "ন বেদ" অর্থাৎ জানে না বলে কি প্রকারে? অর্থাৎ সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষের অজ্ঞাতেই কি বিশ্বের

উৎপত্তি ঘটে ? দ্বিতীয়ের অভাব জন্য তিনি জানেন না। থাকিলেও পুরুষ তিনি জানিতেন। ব্রহ্ম শুভ্র শুক্র এজন্য তাহাতে তমের স্থান নাই। তম ও প্রকাশের একত্র অবস্থান অসম্ভব। ব্রহ্মের বাহিরে স্থান নাই। এজন্য ভাগবতকার "অবিদ্যমানোঽপি অবভাষতে দ্বয়ো" বলিয়াছেন।

প্রকৃতি বা মায়া কোথা হইতে আসে কোথায় ভাসিয়া যায় তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না। এজন্য অনির্ব্বচনীয়া। ঋগ্‌বেদ তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন, তুচ্ছ পদার্থের অনুসন্ধান কেহ করে না বা করা সমীচীন মনে করে না। অসৎ বিলয় হইয়া যায় জন্য "তৎ" চিন্তা না করিয়া কিসে লয় হয় তৎ চিন্তা কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি-চিন্তকের সৃষ্টিকর্ত্তা কি কুম্ভকারের ন্যায় উপাদান করণাদি সংগ্রহ করেন ? সেই উপাদান ও করণাদি কার সৃষ্টি, কর্ত্তারই বা স্রষ্টা কে ? এসব প্রশ্ন উঠিলে অনবস্থা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি মাকড়সার ন্যায় নিজ হইতে উপাদান দিয়া সৃষ্টি করেন তাতে ব্যয় বিকার অনিবার্য্য। অথচ পুরুষ অবিকারী অব্যয়। যাহা নিরবয়ব তাহা উপাদানযোগ্য কিনা বিবেচ্য। নিরবয়বের কোন অংশের বিকৃতি লাভে জীব হয় কি ? চিন্ময় হইতে মৃন্ময় জগৎ হয় কি ? জড় জগতের উপাদান সেই নিরবয়বে বিদ্যমান না থাকিলেও জগৎ ভাসে বিপরিণামে নহে অধ্যাসে। ইহাতে জড় জগৎ সৃজন অসম্ভব হইয়া পড়ে; যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে থাকা বলায় শূন্যবাদে লইয়া যায়। আর যদি প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টি বলা যায় তবে গীতায় যে ভগবান বলিয়াছেন—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬ ॥

এই বাক্যানুসারে ক্ষেত্রাংশ মন ইচ্ছাদি হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক বলিতে হইতেছে। শ্রুতিও "সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" বলায় অমনা অনিচ্ছ হইলেও ইচ্ছা করেন বলিতে হয়। বিশেষ সংসার দুঃখালয়। তাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন কেন ? দুঃখের বীজ তাঁহাতে থাকিলেই দুঃখময় তাহা হইতে আগত বলা যাইতে পারে। নতুবা যাহা কারণে নাই তাহার কার্য্যে প্রকাশ, ইহা কিরূপ সম্ভবে ? ইহাতে কার্য্যকারণ ভাব ব্যর্থ বা, কথার কথা হয়। ইচ্ছা ক্ষেত্রের ধর্ম্ম জন্যই উহা ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম নয় বলিতে হয়। তবে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়

তাহা আরোপিত মাত্র। এজন্য গীতায় প্রকৃতি ত্রিগুণ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করেন বলা হইয়াছে। এবং পুরুষের ইচ্ছা প্রকৃতি কর্ত্তৃক আরোপিত মাত্র। তথাহি গীতা ৩।২৭ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ৫।১৪ ॥ এজন্য জীব-জগৎ মায়িক বলিতে হয়। স একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ এক উদ্ভবে সম্ভবে চ। অর্থাৎ জীব-জগৎ ভাবে ঐন্দ্রজাল খেলামাত্র। তাহাতে উহা স্বপ্নদৃশ্যবৎ প্রাতিভাসিকমাত্র হইতেছে। জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয়ই মন স্পন্দন মাত্র। যখন মন লীন থাকে, যেমন chloroform, মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি, সমাধিকালে তখন জীব-জগৎ ভাসে না। যখন মন স্পন্দনযুক্ত বা ক্রিয়াশীল হয় তখনই জগৎ জীবভাব। সুতরাং মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত হয় বলিতেই হইবে।

জীব দেহধারী হয়। দেহে দেহে জীব দেহধারী হয়। সেই আবরণে আবৃত দেহিসকল পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হয়। এই যে আবরণ তাহার স্তরভেদ কল্পিত হয়। স্থূল দেহ যাহা দহনে ভস্মরাশিতে পরিণত হয় তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মদেহ যাহা পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিযুক্ত ; তাহার অবস্থিতি। তন্মধ্যে কারণ শরীরস্থিত. এই কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে। তাহাতে দেহী স্থিত। স্থূলদেহকে অন্নময় কোষ বলে। সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গশরীর মধ্যে আবার তিনটি স্তরভেদ আছে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া অভিহিত। এজন্য পঞ্চকোষাতীতে দেহীর অবস্থান। এই যে আবরণ বা কোষ-পঞ্চক তাহা অজ্ঞানপ্রসূত, দেহীর স্বরূপ দর্শনের অন্তরায়। এজন্য এই অজ্ঞান বিমোচনে উপাধি বিমোচন বা মুক্তি বলে। ইহা ঈশা উপনিষদে ১৫।১৬ মন্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাই। "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।" জ্ঞানরূপ সত্য অজ্ঞানাবরণে আবৃত। তাহা দূর করিলে সৎ স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই যে দেহে দেহে আবৃত সত্য তাহাকে অহং বলা হয়। এই অহং জীবাণু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে বিরাজিত। এই যে ধরাতলস্থিত জীবসকল তাহাদের মধ্যে অবকাশ বা ফাঁক জায়গা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থান ত্রিভুবনব্যাপী বিরাট দেহের অন্তর্ভুক্ত বটে। তন্মধ্যেও দেহী আছেন। সুতরাং দেহিসকলের সমষ্টি একীভূত এক বিরাট অহং পাওয়া যাইতেছে। অহং অর্থ ন হং। যাহা ন হন্তি গচ্ছতি অর্থাৎ অচল। সর্ব্বব্যাপী জন্যই অচল।

ঘটাকাশ ও মহাকাশবৎ ঘটের আবরণ কিয়ৎকাল আকাশকে পৃথগ্‌বৎ প্রতীয়মান করে। ঘট নাশে বা আবরণ উন্মোচনে একই অখণ্ড আকাশ। তদ্বৎ দেহনাশে বা দেহাবরণ উন্মোচনে একই বিশ্বব্যাপী আত্মা থাকেন। যাহা ঈশা উপনিষদে "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি" বাক্যে স্ফুট। বক্তাতে যাহা অহং পদবাচ্য শ্রোতাতে তাহা ত্বং পদবাচ্য। ত্বং ও অহং শব্দদ্বয় দেহস্থ দেহীকে আত্মাকেই লক্ষ্য করে। এজন্য তত্ত্বমসি মহাবাক্যে ও অহং ব্রহ্মাস্মি মহাবাক্যে কোন পার্থক্য নাই। তৎ ও ত্বং পদার্থের আবরণ উন্মোচনে বা উপাধিনাশে একই সত্যস্বরূপ বিরাজমান থাকেন। তৎ শব্দবাচ্য হিরণ্যগর্ভ সোপাধিক ত্বং পদবাচ্য জীবও সোপাধিক উভয়ের উপাধি বর্জ্জনে একই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবশেষ থাকেন। যেমন রৌপ্যমিশ্রিত স্বর্ণখণ্ড ও তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণখণ্ডদ্বয়। রৌপ্য ও তাম্র উপাধি বিদূরিতে উভয়ত্র বিশুদ্ধ স্বর্ণ পিণ্ড বিরাজিত থাকে। ইহাকে তৎ ত্বং পদার্থের শোধন বলা যায়। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভও মায়া আবরণরূপ গর্ভে স্থিত। ক্ষুদ্র জীব মায়ার কোষ আবরণে আবৃত, আবরণ হালকা বা পুরু এই ইতর বিশেষ। যেমন পাতলা বাম্বের বেষ্টনী ও মোটা ডুম বেষ্টনী আবৃত আলোকদ্বয়। ইহাই ভাষান্তরে মায়ার শুদ্ধসত্ত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্বে জীব বলা হয়। দেহী সে আবরণ হইতে পৃথক তাহা সুষুপ্তি অবলম্বনে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সুষুপ্তিকালে মন, বুদ্ধির ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া থাকে না। প্রাণের মাত্র ক্রিয়া থাকে। তাই উহারা প্রাণে লীন হয় বলা যায়। মনের কার্য্য স্মরণ রাখা ও চিন্তন, তাহা গাঢ় নিদ্রাকালে থাকে না। গৃহদাহ-জনিত হানি বা ঘোড়দৌড়ে লক্ষ টাকা লাভ কিছুই মনে থাকে না। তখন দেহী সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে লীন হয়, বড় আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু আনন্দময় কোষের আবরণ থাকায় কিছুই জানি না বলিয়া থাকে। এই সময় দেহী কেবল একলা থাকেন উপাধি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার রহিতে। সুতরাং ঐ সকল আত্মা বা অহং এর ধর্ম্ম নয়। উহা মায়ার আবরণে স্থিত। মায়ার আবরণ হইতে অহং-নামা ব্যক্তি স্বতন্ত্র। মায়ারই স্পন্দন অহং নিষ্ক্রিয় আবরক জলের স্পন্দন লক্ষ্য না করিয়া যেমন জলমধ্যস্থ চাঁদের নাচনি দেখে এও তেমনি মনের স্পন্দন আত্মায় আরোপ করিয়া থাকে। জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয়ই মনের স্পন্দন জন্য অবভাসিত হয়। কারণ যখন মন নিষ্ক্রিয় তখন জগৎ ভাসে না। মনের ক্রিয়াসহ জগতের অবভাসন সমসাময়িক। যদি একথা সত্য হয় তবে মন স্পন্দন জন্য যে স্বপ্নদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা ও জাগ্রতের দৃশ্য একজাতীয় পদার্থ। স্বপ্ন প্রাতিভাসিক হইলে জাগ্রৎও প্রাতিভাসিক

সন্দেহ নাই। স্বপ্নে ভয়, ভোগ, তৃপ্তি ও জাগ্রতে ভয়, ভোগ, তৃপ্তির তুল্যা-তুল্যতা অবশ্য-স্বীকার্য্য, কালের স্বল্পতা দীর্ঘতা জন্য বিভেদ ঘটে।

জীব ও জগৎ যুগপৎ আসে যায়। জীব জগতের দ্রষ্টা। যখন সুষুপ্তিতে জগৎ ভাসে না, তখন জীবভাবও থাকে না। জীব-চৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যে একীভূত হয়। এজন্য "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলে। অর্থাৎ মায়ার আবরণ জন্য জীব ও জগৎ ভাব। আবরণ বিদূরিতে জীব ও জগৎ আবরণ সহ লয় পায়। ইহা ঈশা উপনিষদে ১৫।১৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট দেখা যায়। জীব জগৎ ভাব পরিচ্ছিন্ন ভাব সচল ভাব। অচল ব্রহ্মে সচলতার স্থান হয় না এজন্য ঐ সচল ভাব উপাধিগত বলিতে বাধ্য।

এই যে সোপাধিক অবস্থা উহা সাধারণতঃ ব্যবহারিক সত্তা বলিয়া ও নিরু-পাধিক অবস্থা পারমার্থিক সত্তা নামে অভিহিত হয়। উহা কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গ নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়া গীতায় কথিত। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞান-রোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্। বেদে এই উভয় অবস্থার বিষয় চিন্তিত হইয়াছে। কর্ম্মমার্গে ও ব্যবহারিক সত্তায় যেরূপ ব্যবহারাদি কর্ত্তব্য তাহা মন্ত্রাত্মক সংহিতায় বিবৃত আছে। এবং জ্ঞান পথে যাহারা চলিবেন তাহাদের জন্য ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্যবহারিক সত্তার সহায়ে সূত্র ও স্মৃতি শাস্ত্রাদি রচিত হইয়াছে। বেদান্তে চিত্তশুদ্ধির জন্য মন্ত্রাত্মক বেদাংশের উপযোগিতা স্বীকৃত। তৎপর মুমুক্ষু জ্ঞানপথের পথিক হইবেন। জ্ঞান অজ্ঞান-নাশক। অজ্ঞান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রাণী সাধারণ সংসারে গতাগতি করে। গীতা ৯।৮ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ত্রৈগুণ্য বিষয় ত্যাগে নিস্ত্রৈগুণ্যে যাইবার ব্যবস্থা যাহা গীতায় ভগবান উপদেশ করিয়াছেন। তাহাই কর্ম্মত্যাগে জ্ঞানপথের ব্যবস্থা করিয়া উল্লিখিত হয়। যাহা প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম তাহা গীতায় আসুরী সম্পদ বলিয়া অভিহিত। অসুর অর্থে কেবল দৈত্য না বুঝিয়া প্রাণী সাধারণও বুঝিতে হয়। ইহার যৌগিক অর্থ অসু প্রাণ যাহার আছে সেই অসুর। প্রাণী সাধারণ সর্ব্বদা আহার অন্বেষণে রত। অর্থাৎ দেহ পোষণই তাহাদের ব্যাপার। পিপীলিকা মধুমক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। গৃহ বা আবাস নির্ম্মাণে তৎপর, আত্মরক্ষার্থ কামড় দিতে পটু। যৌন সম্বন্ধ করতঃ পুত্রাদি উৎপাদন ও তাহাদের রক্ষণ জন্য সদা নিযুক্ত। এক স্থানে বাসের অসুবিধা হইলে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপনও করে। আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে। ইন্দুরাদিও ঐরূপ

আবাস নির্ম্মাণাদিতে তৎপর দেখা যায়। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে society, friendship and love বলে তাহা প্রাণী সাধারণের ধর্ম্ম। উহাতে যাহাদের জীবন কাটে তাহারা আসুরী সম্পদে মত্ত। মানবে এই আসুরী সম্পদ ব্যতীত দৈবী সম্পদও প্রদত্ত হইয়াছে। মানব ঐ দৈবী সম্পদ অর্জ্জন করিলে দেবতুল্য হইতে পারে। মনুষ্য সর্ব্বত্র কার্য্যাদি জন্য চারি শ্রেণীভুক্ত দেখা যায়, যেমন ইংরাজীতে missionary, military, merchant, manual labourer. ইহাই সংস্কৃতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নামে অভিহিত। দেবপূজন, জপতপ মিশনারীগণে দৃষ্ট হয়। দৈবী সম্পদ বা জ্ঞান চর্চ্চা ইহাদের ব্রত। মিলিটারী সমাজকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করে, শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে। ইহাতে খাঁটি মিলিটারী ও সেমিমিলিটারী বা সিভিলিয়ান বিভাগ দৃষ্ট হয়। আর মার্চ্চেন্ট শিল্পসম্ভার নির্ম্মাণে ও বিক্রয়ে পটু। অর্থশাস্ত্র ইহাদের করতলগত। Labourer হাতে-কলমে কাজ করে যন্ত্রবৎ। এই শেষ-ত্রয় আসুরী সম্পদ লইয়া ব্যস্ত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটিই ইন্দ্রিয়াকর্ষক পদার্থ। ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনই উপভোগ বা সুখলাভ বলিয়া অধিকাংশ জনবর্গই উহাতে রত হইয়া থাকে। সর্প বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সাপুড়ের নিকটস্থ হয় ও ধৃত হয়। বন্য হস্তী স্পর্শসুখরত হইয়া পালিত হস্তিনীর সঙ্গসুখার্থ আসিয়া ধৃত হয়। রূপের জন্য পতঙ্গবৎ বহু ব্যক্তি দেহ-বিক্রেত্রীর ফাঁদে পড়িয়া নাশ পায়। রসের জন্য মৌমাছি গুড়ের দোকানে গুড়ভাণ্ডে দেহরক্ষা করে। গন্ধের জন্য মীন বঁড়শী গিলিয়া ধৃত হয়। সুতরাং মানব ও অন্য প্রাণীতে এই ভোগলিপ্সা তুল্যাতুল্য রাখিতে হয়। বাদ্যযন্ত্রাদি শাল-আলোয়ানাদি সুদৃশ্য চিত্রকলা শিল্পসম্ভার গৃহের শোভাবর্দ্ধক। রসাল খাদ্যাদি ও সুগন্ধিদ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া বহুলোক জীবিকা অর্জ্জন করে এবং শিল্প কারুকার্য্যাদি সভ্যতারও পরিচায়ক বটে। তত্রাচ উহা বিলাসসামগ্রী বলিয়াই গণ্য হয়। ভোগবিলাস জাতির বিনাশের হেতু হয় এমন ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। এইসব কর্ম্মজাত জন্য কর্ম্মপথের পাথেয়। যতই উপাদেয় হউক না কেন, ইহারা আসুরী সম্পদের অন্তর্গত। ইহার ত্যাগেই জ্ঞানপথ লভ্য তাহা "Italian fathers" উপাধিক মিশনারীদিগেরও চির ব্রহ্মচর্য্যাদি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলেন "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বং আনশুঃ॥ সকাম কর্ম্ম ভোগবিলাস ত্যাগ ও উপাসনা কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বেদবেদ্য পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহা বেদান্ত শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের যথার্থ নির্দ্ধারণ ও প্রতিপক্ষের

মতবাদ খণ্ডন, তৎপর নিদিধ্যাসন অবস্থায় ব্রহ্মানন্দে স্থিতি। এই যে উপাসনা তাহা ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥ মন্ত্রে উল্লিখিত, তাহাতেই সর্ব্বতোভাবে চিত্তের স্থিতি। তাহা ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না রাখাই ব্রত। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। এতাবৎ প্রার্থনাবাক্য কামনাত্মক বলা চলে না। ইহা নিষ্কাম প্রার্থনা বলিয়াই শাস্ত্রে অভিহিত। পুনঃ পুনঃ তৎ চিন্তনং তৎ কথনং অন্যান্য তৎ প্রবোধনংকেই জপ বলে। এবংবিধজপাৎ সিদ্ধিলাভ ঘটে। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মন। যখন মনে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই বিষয়পঞ্চক ভাসে না তাহাই ধ্যানসংজ্ঞক। ইহাই কঠশ্রুতি যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥—বাক্যে বলা হইয়াছে। জপ ও ধ্যানে আরূঢ় হইতে হইলে তাহার শুদ্ধির প্রয়োজন। মনে সত্ত্ব, রজ, তম বৃদ্ধিকর আহার্য্য পদার্থসকল দৃষ্ট হয়। যেমন মিশ্রি, চরস ও আফিং। যদ্যপি তিনটিই উদ্ভিদজাত, মিশ্রির সরবত হৃদ্য ও সত্ত্বগুণবর্দ্ধক, চরসে দম দিলে রজোগুণ বৃদ্ধি পায়। অহিফেন সেবনে আলস্য, তন্দ্রা উপস্থিত করে। কিংবা মাষ মসুর মুগ ডাইল। মাষ শ্লেষ্মাদি বর্দ্ধক, মসুর রজোগুণবর্দ্ধক ও মুগ ত্রিদোষনাশক এজন্য পিঁয়াজ-রসুনাদি রজোগুণ বর্দ্ধন জন্য বর্জ্জনীয়। সূক্ষ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রিয়তর হইলেও সত্ত্বগুণাত্মক নহে জন্য ঐগুলির বর্জ্জন বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অতীব আবশ্যক। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) আহার-শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। গ্রন্থি রজোগুণের হয়। বিরজ হইলে বিপাপ্মা হইয়া স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ সম্ভবপর হয়॥

কর্ম্মে পঞ্চাঙ্গ

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

অধি আশ্রয় ষ্ঠান অর্থ স্থান। আশ্রয়স্থান কোন পদার্থ বিনা আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। সুতরাং যখন কেহ দেবতা আছেন বিশ্বাস করে তখনই তাহার অধিষ্ঠান কি তাহার সন্ধান করে। যেমন বিষ্ণুর ধ্যানে বিষ্ণু আছেন সরসিজ আসনে। ব্রহ্মা আছেন কমলাসনে। শিব পদ্মাসনে। সরসিজ অর্থ সরসি জাত। সরসি জলাশয় তাহাতে জাত যে সুন্দর পুষ্প তাহাই সরসিজ।

কমল অর্থ কং জলং তস্য মলং। জলের মলে কমল জন্মে। এই জল কোন জল? জল অর্থ জন্ম ও লয় যাহাতে হয়। কারণ সলিলে বুদ্‌বুদবৎ দেহের উৎপত্তি ও লয় ঘটে। তাহারই নামান্তর অব্যাকৃতা, অনন্ত, শেষ, অব্যক্তা, একার্ণব। বিষ্ণু বিষয়ে চণ্ডীতে বলে—

'যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবী কৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥'

কেশব অর্থও তাই—কে জলে শববৎ নিচেষ্টভাবে স্থিত। অনন্ত শয়নে হের নারায়ণে। অনন্ত সর্প বিষ্ণুর আসন বা অধিষ্ঠান। ভাগবৎ পুরাণে ১২।১১।১৩ শ্লোকে বলে, অব্যাকৃতমনন্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ। কার্য্যব্রহ্ম গর্ভরূপিণী মায়াতে অধিষ্ঠিত। গীতায় ৪।৬ শ্লোকে বলে, প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। মহামায়াই প্রকৃতি। যেমন চণ্ডীতে চতুর্থ মাহাত্ম্যে সপ্তম শ্লোকে বলে, অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে ৭৮ শ্লোকে—

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।
প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী॥

শিবের অধিষ্ঠান হয় না। সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ। শিব কে? "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।" অদ্বৈত তিনি অধিষ্ঠান থাকিলে দ্বৈত হইয়া যান। মহামায়াই কালী, তাঁহার অধিষ্ঠান শবরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষ। যাঁহার অধিষ্ঠান আছে তিনি পরিচ্ছিন্ন, সসীম। যাঁহার অধিষ্ঠান তাঁহা হইতে অধিষ্ঠান বৃহদায়তন হইবে। সর্ব্বব্যাপীর আবার কোথা হইতে অধিষ্ঠান আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবে? সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে জায়গা নাই। সর্ব্বব্যাপী অশরীর সর্ব্বত্র সম সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত। তাহাতে ত্রিগুণাবৈষম্যযুতা প্রকৃতির স্থান নাই। প্রকৃতি তম কাল, স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ সহস্র-সূর্য্য-সমপ্রভ জ্যোতিষ্মান্। তম ও প্রকাশের একত্র অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং পুরুষ কাহারও আশ্রয় নহে। তবে দ্বৈত প্রবণচিত্ত ব্যক্তিগণের কল্পনাশক্তির দ্বারা "ব্রহ্মাশ্রয়া মায়াঃ সন্তি" বলিতে তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্ত। মায়াই পাপ—পাতি অপঃ কর্ম্মফলং ইতি পাপঃ। অবিদ্যা কাম-কর্ম্মবীজরূপা এজন্য পাপ। শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন অপাপবিদ্ধং শুদ্ধং অস্নাবিরং অব্রণং। সূক্ষ্ম কণ্টকবৎ অশরীর পুরুষ দেহে অলক্ষিতভাবে বিদ্ধ হইয়া থাকেন। লোমকূপে অদৃশ্যমানবৎ অলক্ষিতভাবে থাকেন। কারণ শুদ্ধ স্নায়ুবিহীনের সূক্ষ্ম স্নায়ুতে যেমন সূক্ষ্ম ব্রণ অলক্ষিতভাবে থাকে না তেমন

থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। ব্রহ্ম কাহারও অধিষ্ঠান না হইলেও দ্বৈতবাদী বলেন, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বকারণ কারণং। ব্রহ্ম কারণ বা কার্য্য নহেন তাহা কঠ উপনিষদে নচিকেতার প্রশ্ন হইতে জানা যায়। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যদ্ তৎ পশ্যসি তদ্ বদ॥ কৃতকার্য্যও অকৃত কারণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যিনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতে অন্য কার্য্য, কারণ হইতে অন্য বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে অন্য তাহার কথা বল। মহামায়া সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বকারণ হইতে বাধা নাই তবে শ্রুতি বলেন "নেহ নানাস্তি কিংচন।" শ্রুতি নানার্থ প্রকাশক সর্ব্ব-শব্দের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। নানা বা সর্ব্ব বলিয়া যাহা লোকে বলে তাহা মায়ার কুহকে বলে। যেমন সিনেমা হলের দৃশ্য বস্তুতন্ত নাই অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। তেমনি মায়া ও তাহার নানা কার্য্য হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না ইহাই নিকষ সত্য। সুতরাং অধিষ্ঠান বা আশ্রয় দ্বৈত প্রবণ চিত্তের কপোল-কল্পিত কথামাত্র। ঈশ্বর কোথায় বসিয়া কোন উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন করণ সামগ্রী লইয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন, কোন দেবতার আনুকূল্য চাহেন এবং সৃষ্ট পদার্থ কোথায় রাখেন? তখন এ লোকসৃষ্টি হয় নাই। কোন সময় সৃষ্টি করেন, কি প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন, তাহা কে বলিবে? যাহা বলা যায় না তাহা ঘটিবার পর কারণ অনুমান করে। অনুমানকারীর সংখ্যাধিক্য জন্য এক একজন এক এক মত বলেন এবং নিজের মত স্থাপনার্থ অন্যের মতবাদ দূষণ করেন তাহাতে কোন মতই টেকে না। যেমন ছয়জন লোক সাইকেল চড়িয়া সন্ধ্যার পর পাড়াগাঁয়ের অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া পর পর আসিতেছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, সামনে একটা সাপ। দ্বিতীয় জন আসিয়া দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, সাপ নয় জলধারা। তৃতীয় আসিয়া বলিলেন, সাপ বা জলধারাও নয়, সভায় মালার ছড়াছড়ি হইয়াছিল কেহ সেই মালার এক টুকরা এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। চতুর্থ জন বলিলেন, তাহা নয়, একটা লতার টুক্রা। পঞ্চম বলিলেন, লতার টুক্রা বা সাপ নয়, উহা কোন রাখালের বাছুরের দড়ির টুক্রা। এমন সময় একজন লণ্ঠন হাতে তথায় আসিলেন। দেখা গেল কাহারও অনুমান সত্য নহে। উহা সৌরকিরণে মাটি ফাটিয়াছে তাহার লম্বা ফাটল। এমনি সৃষ্ট জীবের প্রথম সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল তাহার জন্মের পুর্ব্বেকার কথা কিরূপে জানিবে, কারণ যাহার নিকট জানিবে তিনিও পরভাবী সুতরাং সৃষ্টির বিষয় চিরকালই পর্দ্দার আড়ালে থাকিবে।

কর্ত্তা

যঃ করোতি স কর্ত্তা। যিনি কোন কার্য্য করেন তিনি কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। কর্ত্তাহীন কার্য্য হয় না। কর্ম্ম থাকিলে তাহার কেহ কর্ত্তাও নিশ্চয় থাকিবে। এই পৃথিবীতে অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সর্ব্বত্র চেতন কর্ত্তা হয়। এজন্য নৈয়ায়িক সৃষ্টি বা প্রপঞ্চরূপ কার্য্য দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, চেতন আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। সাংখ্যকার কপিলমুনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না, ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন। ভোক্তা শব্দের অর্থই হইতেছে ভোগ্য পদার্থ ভোগের কর্ত্তা। ভোগ ক্রিয়ার কর্ত্তা ভোক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে বলেন, যেমন একজন বালককে এক অপুত্রক রাজা পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বালক রাজ্যের কর্ত্তা নহে। রাজভোগ ভোগ করে। এমনি কর্ত্তা না হইয়াও ভোক্তা হয়। অন্যে বলেন, একটি সদ্যোজাত শিশু জন্মিয়াই রোদন-পরায়ণ হইয়াছে। মাতা তাহাকে উঠাইয়া তাহার মুখে স্তনের বোঁটাটি দিলেন। সে বোঁটাপ্রাপ্তে তাহা চুষিয়া দুগ্ধ নির্গতকরতঃ তাহা গলাধঃকরণ করিয়া শান্ত হইল। এখানে বালক নিজ বুদ্ধিতে চোষণ কার্য্য ও গলাধঃকরণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে কিনা? স্তন্যপায়ী পশুগণও জন্মিয়াই মাতৃস্তন্য চুষিয়া পান করিয়া থাকে; নিমেষ, উন্মেষ, স্বপন, শ্বসন, বিসর্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মও বালক করিয়া থাকে তবে সে কর্ত্তা হইবে না কেন? রাজ্যের পরিচালন কর্ত্তা সবাই হয় না। বালকও হয় না। কপিল মুনি কর্ত্তৃত্ব অস্বীকারে ভোক্তৃত্বটি গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত ভোক্তৃত্বটিও স্বীকার করেন না। গীতায় ১৩৷৩১ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন —"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" শরীরস্থ জীবাত্মা কোন কর্ম্ম করেন না তার ফলভোগও করেন না। তিনি অকর্ত্তা অভোক্তা। তদুত্তরে প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন এই যে গুরুশিষ্য বক্তা, শ্রোতা, বক্তার আসন, শ্রোতার আসন, অশন, ভোজনাদি চলিতেছে তাহার কোন কর্ত্তা নাই বলিলেই তাহা গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সদ্যোজাত বালক কর্ত্তা ভোক্তা আর উনি বলিলেন, না শরীরস্থোঽপি ইনি কর্ত্তা ভোক্তা নন। শরীরস্থ দেহী কর্ত্তা ভোক্তা নন। তবে কর্ত্তা কে? কর্ত্তা চেতন হইবে, অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন। অচেতন জন্য প্রকৃতি কর্ত্তা হইতে পারিতেছেন না। সাংখ্যের প্রধানারও সক্রিয় হইতে কালের অপেক্ষা আছে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ চেতন হইয়াও কর্ত্তা নহেন। যদি প্রকৃতি বা পুরুষ কর্ত্তা নহেন তবে তৃতীয় কে আছে যে কর্ত্তা হইবে? যদি কর্ত্তা না থাকে তবে কার্য্য সম্ভবে

না। তবে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপ সৃষ্টি কার্য্যটি বিনা কর্ত্তায়ই নির্ব্বাহ হইয়াছে বলিতে হইতেছে। অর্থাৎ কর্ত্তাহীন কার্য্য বলা চলে না। অতএব এই কর্ত্তাহীন কার্য্যরূপ জগৎ বস্তুতঃ পক্ষে হয় নাই। ইহা রজ্জু সর্পবৎ অবিদ্যমান হইলেও সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অবিদ্যমান। তুমি, আমি, গুরু, শিষ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বন, পর্ব্বত, সমুদ্র, দেবতা, এঞ্জেলাদি কিছুই নাই। উৎপত্তি ঘটে নাই। যেহেতু কর্ত্তা নাই। আমরা কেউ নয়। আমার দেহ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মন, কিছুই জন্মায় নাই। চমৎকার কথা। ডাল আছে, চাল আছে, ডেগ্ আছে, অগ্নি আছে, চুলা আছে, লবণ আছে, ঘৃত-মসল্লাদি আছে, কর্ত্তা না থাকায় ইহাদের সংযোগে খিঁচুড়ী হইতে পারিতেছে না। সংযোজনার্থ কর্ত্তা চাই। পাচক কর্ত্তা থাকিলে খিঁচুড়ী ঘটিবে। নতুবা শ্রী হরি। দ্বৈত চিত্তে সব নানা প্রসব করে। ঋ ১০।৮১।১ মন্ত্রে বলে—ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতান্যসীদৎ পিতানঃ। আমাদের পিতা (রক্ষাকারী) ঋষি প্রলয় যজ্ঞের হোতা স্বরূপে এই বিশ্বভুবন আপনাতে আহুতি প্রদানে বিনষ্ট করেন। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে—ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস। অবাত (বায়ুদ্বারা প্রাণী জাত প্রাণন করিয়া থাকে)। বায়ুহীন অন মৃত্যু ও কাল গ্রাস করিয়া একাকীই স্ব-স্বরূপে ছিলেন তাহা হইতে অন্য অপর কিছু ছিল না। মৃত্যু অব্যক্তা প্রকৃতি, অমৃত হিরণ্যগর্ভ কার্য্যব্রহ্মদেব ও কাল খণ্ড প্রলয়ে থাকে যেমন গীতার ৮।১৮ শ্লোকে—অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। কার্য্য কারণে লয় হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে কার্য্য-ব্রহ্মের দিবাকালে ব্যক্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয়। পুনঃ কার্য্যব্রহ্মের রাত্রিকালে সৃষ্টি অব্যক্তা গ্রাস করিয়া জীবজগতের মৃত্যুস্বরূপিণী প্রলয় ঘটায়। এই প্রলয়ে গ্রাসকারিণী মৃত্যুরূপিণী অব্যক্তা থাকে, কার্য্যব্রহ্মও রাত্রিকাল থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঋক্ মন্ত্রে এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়া অন (ন+ন=অন) যাহার অস্তিত্ব কখনও নাস্তি হয় না। 'ন' নাস্তি অর্থ অস্তিত্ব চির অবাধিত। অন সর্ব্বগ্রাস করিয়া একাকী থাকেন, তাঁহার সত্তা চির অবাধিত। সর্ব্বব্যাপীকে কে গ্রাস করিবে? দ্বিতীয়াভাবাৎ। জগৎটা "মনসো বিলাসং" ভা পু ১১।১৩।৩৪। মন নাই যখন জগৎ নাই তখন। মন সক্রিয় স্বপ্নে ও জাগ্রতে হয়, জগৎ ভাসে। ক্লোরোফরম্ করিলে, মূর্চ্ছাকালে, সুষুপ্তিকালে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, জগৎ ভাসে না। দ্বৈতপ্রবণ চিত্তে জগৎ থাকা কল্পিত হয় এবং সত্য বলিয়া গৃহীতও হয়।

যেমন একজন ৩।৪ বর্ষের বালক পুনঃ পুনঃ পুকুরের দিকে যায়, মাতা তাহাকে বলিলেন, খোকা পুকুরের পাড়ে যেও না সেখানে ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে। মাতার কথায় আস্থাবান্ খোকা আর পুকুরের পাড়ে যায় না। সেখানে ঘোগ আছে কামড়াবে। কেবল এই খোকা পুকুরপাড়ে যাওয়া বন্ধ করিল না, উহার সমবয়স্কগণ সকলেই বিশ্বাস করিল পুকুরের পাড়ে ঘোগ আছে কামড়াবে। এই ঘোগ থাকার ন্যায় বিশ্ব আছে বলে। বিচারশক্তিহীনের জন্য জগৎ আছে। বিচার বড় কঠিন; যেমন এক পুকুরের পাড়ে কতক যুবক বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিল। সন্ধ্যাকালে আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলের নীচে দেখা যাইতেছে। এমন সময় দুইটি বালিকা জল লইবার জন্য তথায় আসিয়া উপনীত। সঙ্গে একটি চতুর্থবর্ষের বালক আসিয়াছে। বালক আসিয়াই পাড়ে একটি মাটির ঢেলা পাইল আর তাহা দিয়া জলে ঢিল মারিল। ঢিল মারায় জল তরঙ্গায়িত হইল আর জলের তলে চাঁদ নাচিতে লাগিল। সবাই ইহা দেখিল। এক বালিকা অপরকে বলিল—দেখ, জলের নীচে চাঁদ নাচিতেছে। এই কথা এক যুবকের কানে আঘাত করিল। সে বলিল—মেয়ে দুইটি বড় বোকা। আকাশের চাঁদ আকাশেই রহিয়াছে, মাথা উঁচু করিলেই দেখা যাইতেছে। চাঁদ সবে ধন একটি, তাহা জলে ডুব দেয় নাই যে জলের তলে চাঁদ নাচিবে। অপর এক যুবক মেয়েদের পক্ষ লইয়া বলিল—ছেলেমানুষ কথাটা সাজাইয়া বলিতে পারে নাই। তাহার বলিবার অভিপ্রায় এই যে চাঁদের প্রতিবিম্ব জলের নীচে নাচিতেছে। তখন প্রতিপক্ষ বলিলেন, তুমি একটি বোম্বাই বেকুব। বিম্ব না নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে না। একারণ আকাশের চাঁদ না নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলের নীচে নাচিতে পারে না। যেহেতু এখন আকাশের চাঁদ নাচে নাই। সুতরাং তাহার প্রতিবিম্বও নাচে নাই। তবে যে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। উহা ভুল; উপরিস্থ জল নাচিতেছে, সেই নাচন আবৃত প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচন বলা। তেমনি মনোময় কোষে আবৃত আত্মাতে আবরক মনের নাচন বা ক্রিয়াশীলতা আরোপিত হয়। আত্মা ক্রিয়াশীল নহে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাহার প্রতিবিম্বও নিষ্ক্রিয় হইবে। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস সচল সক্রিয় হইতে পারে না। কর্ত্তা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"॥ অশুভ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে কর্ম্মে

অকর্ম্ম অকর্ত্তব্যতা দেখে ও অকর্ম্মে সমাধিতে কর্ম্ম কর্ত্তব্যতা দেখে সেই প্রকৃত দ্রষ্টা, ইহা ভগবান্ খোলাভাবে বলিয়াছেন গীতার বহুস্থলে। বিশেষ ১৩।২৯ শ্লোকে বলিয়াছেন—প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ১৮।১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ চেতনও কর্ত্তা নয়, এজন্য কেহ চেতন সান্নিধ্যে প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলেন। যেমন চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহের ক্রিয়াশীলতা। নিষ্ক্রিয় পুরুষ পড়িয়া আছেন, তাহাতে সংস্পৃষ্ট থাকিয়াই প্রকৃতি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন। যেমন কালীমূর্ত্তি।

করণ

যাহা দ্বারা কর্ত্তা করে তাহাকে করণ বলে। যেমন বৃদ্ধ চশমা দ্বারা দেখেন, চশমা করণ। যেমন কুম্ভকার দণ্ড ও চক্র দ্বারা কর্ম্ম করেন, দণ্ড চক্র করণ। যেমন কেহ রুটি বানাইবে তজ্জন্য থালা, লোটাতে জল, বেলুন, চাকতি, চিমটা, তাওয়া, চুলা ও অগ্নির ব্যবহার করেন। ইহারা সব করণ, করণ কভু কর্ত্তা হয় না। করণ অভাবেও কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কারণ অভাবে হয় না। হাতে অল্প অল্প আটায় জল মিশ্রিত করিয়া গুটি করিয়া গোবরের ঘুটিয়ার আগুনে সেঁকিয়া লইতে পারে। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। রুটি বানাইতে আটা কারণ। ঘট শরা বানাইতে মৃত্তিকা কারণ। ইহাকে উপাদান কারণ বলে। কেবল উপাদান কারণে কার্য্য হয় না। নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা চাই।

চেষ্টা

করণের ব্যবহার জানা থাকা চাই। করণের ব্যবহারের পার্থক্যের নাম চেষ্টা। একই জিনিষ তৈয়ার করিতে কখন বল প্রয়োগ চাই, কখন স্বল্প বল প্রয়োগে হয়, কখন টিপ্‌টোপে কাজ সারিতে হয়। ইহারই নাম 'বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা।'

দৈব

দৈব অর্থ যাহার কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। অথচ ঘটনা ঘটে তখন অদৃশ্য কারণকে দৈব বলে; যেমন—ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ। দেবতার আনুকূল্য লাভ দৈববল। যেমন কুম্ভকার মাটির বাসন সব তৈয়ার করিয়া পোনে পুড়িতে দিয়াছে তখন যদি শিলাবৃষ্টি হয় তবে সব চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন সে পর্জ্জন্যদেবের আনুকূল্য-প্রার্থী হয়। প্রারব্ধকেও দৈব বলে অদৃশ্য জন্য। পূর্ব্ব-

জন্মের কর্ম্মফল দৈব হইলে ঈশ্বরের ও প্রারব্ধ-বশতা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলেই এই অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব চাই। ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন বাইবেল বলে। কার্য্যব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে থাকেন শুনি, যখন ব্রহ্মলোকের সৃষ্টি হয় নাই তখন কোথায় থাকিতেন? ঈশ্বর সৃজন করেন যাহা তাহা কোন স্থানে রাখেন সুতরাং তিনি পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা বিনাশশীল হইয়া থাকে। যাহা বিনাশশীল তাহার উৎপত্তিও ঘটে। তবে পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উৎপত্তি কে করিল? সেই উৎপাদকের উৎপাদক কে? ইত্যাদি প্রশ্ন অনবস্থা দোষ উপস্থিত করে। কেহ বলেন ঈশ্বরের বাক্যে সৃষ্টি ঘটে। তাহাতে ঈশ্বরের মন ও বাগ্ ইন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। মন বাক্ কখন সৃষ্ট হইল বা কে দিল? বাক্য শব্দরাশি, সেই শব্দ আকাশের গুণ। গুণ গুণীতে সমবেত থাকে সুতরাং আকাশ তখন ছিল। মন অন্নময় কারণ মন দুর্ব্বল হইলে ঔষধ পথ্য আর তাহাতে মন সুস্থ ও সবল হয় সুতরাং ঔষধ পথ্য রূপ অন্ন মনের উপাদানভূত। বাগিন্দ্রিয় তৈজস, তবে ঘৃতাদি তেজ ছিল। অর্থাৎ অন্ন, তেজ, আকাশ তখন ছিল, যখন ঈশ্বর বাক্ বলিলেন। পঞ্চভূত সৃষ্টির পর বাক্য বলিলে বাক্যে সৃষ্টি কি পঞ্চভূতের সৃষ্টি তৎবিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তারপর তিনি সর্ব্বপুর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই তবে অভাব পুরণার্থ লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার কোন্ অভাব পুরণার্থ তিনি এই বৈষম্যপুর্ণ দুঃখময় সংসার সৃষ্টি করিলেন? যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে প্রকাশ পায় না। এজন্য তাঁহার কার্য্যে দুঃখ থাকার কারণ তাঁহাতে দুঃখের বীজ নিহিত আছে বলিতে হয়। ঈশ্বর চিন্ময়, তাঁহা হইতে মৃন্ময় জগতের উৎপত্তি কেমনে হয়, অথবা মৃত্তিকার সূক্ষ্ম উপাদান ঈশ্বরে আছে নতুবা শূন্য হইতে সৃষ্টি বলিতে হয়। সৃষ্টি বিনাশশীল, তিনি অবিনাশী। অবিনাশী হইয়া বিনাশের দুঃখ ভোগার্থ কি তিনি জগৎরূপে স্থিত হইয়াছেন? বাক্যে সৃষ্টি অর্থ এই যে তিনি বিনা উপাদানে সৃষ্টি করিলেন। যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর হইতে রস দিয়া সূত্র করতঃ জাল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করে তেমনি নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ ঈশ্বর হইতে মরণ ধর্ম্মশীল জগৎ অমৃতস্বরূপ দেবতা হইতে আসিল।

স্পর্শ

স্পর্শ—স্পৃশ্ + অল্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ত্বক্ (চর্ম্ম) স্পর্শেন্দ্রিয়ের আধার। স্ত্রী-পুত্রাদির স্পর্শ অত্যন্ত সুখদায়ক বলিয়া লোকে তাহাদের সঙ্গসুখ পাইবার জন্য

লালায়িত হয়। গীতায় ২।১৪ শ্লোকে বলে—মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ। এখানে স্পর্শাঃ অর্থ স্পৃশ্যন্তে ইতি বিষয়াঃ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রা। মাত্রা অর্থ মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে আভিঃ শব্দাদিবিষয়াঃ ইতি ইন্দ্রিয়। স্পর্শ জন্য এটা শীত, এটা উষ্ণ বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণে সুখ; কর্কশ শব্দে দুঃখ হইয়া থাকে। স্পর্শের ফলে লজ্জাবতী লতা জড়সড় হয়, যেন দুঃখবোধ করে। কণ্টকাদির সংস্পর্শে দুঃখ হয়। সুরূপ দেখিলে আনন্দ হয়, কুৎসিৎ রূপ দেখিলে দুঃখ হয়। সুমিষ্ট রস সুখকর, তিক্ত দুঃখকর। সুগন্ধ সুখদায়ক, দুর্গন্ধ দুঃখকারক হয়। মাত্রা-স্পর্শাঃ অর্থ ইন্দ্রিয়সহ বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। মাণ্ডূক্য কারিকার অদ্বৈত প্রকরণে ৩৯ শ্লোকে বলে,

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥

অলাত শান্তি প্রকরণের ২ শ্লোকে বলে,

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্ব্বসত্ত্বসুখোহিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্॥

অস্পর্শ অর্থ মায়ার স্পর্শবিহীন। যেমন ভাগবত পুরাণে ১।১।১ শ্লোকে বলে, সদানিরস্তকুহকং। গী ৬।২৩ বলে, তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্॥ দুঃখের সংযোগের সংস্পর্শে দুঃখময় সংসারে গতাগতি (সংসৃতি), সেই সংযোগের বিয়োগ ঘটিলে জীব পরমের যোগ বা একতা।

যোগিভিঃ অর্থ অনাত্মদেহ ও পার্থিব সম্পদের জন্য অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যাদি লাভার্থ যে যোগ অনুষ্ঠিত হয় সে যোগের যোগিগণ অস্পর্শ যোগকে দুর্দ্দর্শ মনে করেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই যদি গেল তবে আর কি রহিল? আত্মনাশই ঘটে মনে করিয়া ভীত হন। বিচারে অসমর্থ জন্য আপনাকে অনীশ জানিয়া তপ-উপাসনাদি দ্বারা লভ্য পদার্থেই আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন। এজন্য বেদান্তের সর্ব্ব সন্ন্যাস তাঁহাদের ত্যাজ্য। তাঁহারা ঈশা উপনিষদের "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" বাক্যে বুঝিয়া থাকেন তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভুঞ্জীথাঃ ভোগ কর। নতুবা ঈশ্বর কুপিত হইবেন। তিনি কত কত সুকৌশলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয় সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা ভোগার্থ তদপেক্ষা সুকৌশলে ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তদপেক্ষা আরও অধিক কৌশলে মন ও বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সকল যদি ব্যবহার

না করা যায় তাহা হইলে ঈশ্বরের শ্রম ব্যর্থ করার জন্য ঈশ্বর নিশ্চয় কোপ করিবেন। অতএব তাঁহার শ্রম-সার্থকার্থ রূপরসাদি ভোগ কর। মাত্রা ও স্পর্শ সহ সংস্পর্শ-রহিত করার নাম অস্পর্শযোগ। এইজন্য অস্পর্শযোগে দ্বৈতবাদী ভীত হন। শুনিতে পাই, এক প্রকার ঘড়ি তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চাবি দিতে হয় না, হাতের স্পর্শলাভেই ঘড়ি চলিয়া থাকে। তেমনি জড় প্রকৃতি সৃজনকর্ত্রী বলা মূর্খতা, সেজন্য প্রকৃতি চেতন নিষ্ক্রিয় পুরুষদের সঙ্গে পদস্পর্শে চেতিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কার্য্য করে। যেমন কালীমূর্ত্তিতে দৃষ্ট হয়। মহামায়াই প্রকৃতি তাহা সপ্তশতী চণ্ডীতে দেখা যায়—দেবগণ স্তব করিতেছেন "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।" অব্যাকৃতা প্রকৃতি সূক্ষ্মা জগতের কারণরূপে অনুমেয়া কিন্তু তাহার স্বরূপটি অবিদিত। এজন্য কেন উপনিষদে বলিয়াছে তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। তৎ ব্রহ্ম বা আত্মা বিদিত দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে অন্য এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণ অবিদিতা অব্যাকৃতা হইতে অধিক। তাহার অর্থ বিদিত অবিদিত যাহা তাহা অনুমেয় তাহা হইতে যাহা অধিক তাহাই তৎ। অর্থাৎ অব্যাকৃতা ও তৎকার্য্য ত্রৈগুণ্য। আর তৎপুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্য। ইহা ওঁ যাহাকে প্রণব বলে তাহা হইতে জানা যায়। প্রণবে তিনটি ভাগ দৃষ্ট হয়। এক (ও) কার তদুপরি (ঁ) বক্র রেখারূপ মাত্রা তাহা হইতে পারে (০) বিন্দুস্থিত। ওকার আবার তিনভাগে বিভক্ত। সর্ব্বনিম্নের বক্রতা তমোগুণের মধ্যস্থ গ্রন্থিটি রজোগুণ ও তদুপরি বক্রাংশ সত্ত্বগুণের প্রকাশক। ত্রিগুণা প্রকৃতির সৃষ্টিকেই দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে। রজোগুণ সত্ত্ব ও তমাংশকে গ্রন্থি দ্বারা সংহত রাখে। এই রজোগুণের গ্রন্থিই হৃদয়গ্রন্থি যাহার বিষয় শ্রুতি বলেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" বক্রমাত্র সূক্ষ্ম কারণরূপা অব্যাকৃতা যাহা অনুমেয়া হইলে স্বরূপ অবিদিত। তৎপর যে বিন্দু তাহা কিছু আছে এই অস্তিতার জ্ঞাপক। তাহা অনুমেয়া হইতেও সুসূক্ষ্ম, যেমন গীতার ৮।২০ শ্লোকে অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। বিন্দুটি যাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী তাহা অনুমেয় নহে। প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অতীতে স্থিত জন্য অপ্রমেয় বলিয়া উক্ত হন। বিন্দুটি যে অস্তিত্বের ব্যাপক তাহা কি? কিমস্তি? কঠশ্রুতি বলেন "অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্"। অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। (০) বিন্দু তৎ যিনি তাঁহার প্রকাশক। বিন্দুটিতে যাইতে হইলে বিদিত অবিদিত সিঁড়ি দুইটি পার হইতে হয়। ছাদে উঠিলে আর বাঁশের সিঁড়ির প্রয়োজন থাকে না। সিঁড়ি ছাদ নহে। বাঁশের সিঁড়িটি ছাদের কারণ নহে

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কর্ম্মকাণ্ড বাঁশের সিঁড়ির স্থানীয় হইয়া শ্রুতিতে স্থান পাইয়াছে। এজন্য জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। কর্ম্ম বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজ ব্যাপার। ত্রিগুণা প্রকৃতির অধীন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। প্রকৃতি স্ব-অধীনে রাখার জন্য পঞ্চকোশ ও সঙ্গরূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ রাখেন। সেই বদ্ধভাব হইতে মুক্তিকেই মোক্ষ বলে। যেমন একটি জলবুদ্‌বুদ্। বুদ্‌বুদে এক ক্ষুদ্র বায়ুকণা জলের আবরণে আবদ্ধ থাকে ফাটকে আটক থাকার মত। সেই জলীয় আবরণ ভেদ হইলে সেই মুক্ত বায়ুকণা যেমন মহান্ বায়ুতে মিলাইয়া যায় তেমনি কারণ সলিলের বুদ্‌বুদ্‌রূপ এই দেহে প্রাণবায়ুকণা ফাটকে আটক থাকে। যখন দেহত্রয় ভেদ হয় তখন ক্ষুদ্র প্রাণবায়ুকণা মহান্ প্রাণে মিলাইয়া যায়। মায়ার সংস্পর্শে সংসাররূপ কারাগারে স্থিতি। বঙ্গীয় এক কবি গাহিয়াছেন—তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস্ বল্। এই কয়েদখানায় যাহাতে আর না আসিতে হয়। স্পর্শ অর্থই দুয়ের পরস্পরের সঙ্গলাভ। সঙ্গ স্নেহডোরে বন্ধন করে। ইহাকে মায়াপাশ বলে। মায়াপাশ ছেদনই সাধন। তজ্জন্যই লোকে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়। গীতায় ৪।৩৪ শ্লোকে

‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

সংসার

সম্+সৃ+ঘঞ্ প্রত্যয়ে সংসার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সৃ ধাতুর অর্থ গতৌ। ইহলোকে পরলোকে গতাগতি লাগিয়াই আছে, এজন্য সংসার বলে। ভাঃ পুঃ ১২।৫।৬ বলেন

“মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ।”

প্রাণিগণের দেহসকল তাহাদের মধ্যে যে সকল গুণ থাকে যেমন রাবণে রজঃ, কুম্ভকর্ণে তমঃ, বিভীষণে সত্ত্বগুণ পরিদৃষ্ট হয়। জীবাত্মা যে সকল কর্ম্মফলে ইহলোকে পরলোকে সুখদুঃখাদি ভোগ করে তাহা মনের সৃষ্টি, সেই মনই “অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে”; যে মায়া তাহার সৃষ্টি করে এবং সেই মায়ার পরবশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তৎকালে ইহলোকে পরলোকে গতাগতিরূপ সংসার হয় তাহারও উৎপত্তি ঘটায়। যেমন হাঁটা শিখিয়াছে ছেলে বারবার পুকুরের দিকে যায়। তাহা নিবারণার্থ মা বলিলেন, খোকা পুকুরের দিক্

যাস্‌নে, তথায় এক ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে। মাতার কথায় পুকুরের পাড়ে ঘোগ আছে বুদ্ধি নিশ্চয় হওয়ায় সেও তাহার সাথী-সঙ্গে আর পুকুরের ধারে যায় না, ঘোগ আছে কামড়াইবে। ইহাকেই বলে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস। বস্তুতঃ ঘোগ কিছু নাই বা আসে নাই। তত্রাচ তাহার স্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাস এজন্য ভাঃ পুঃ ২।৯।৩৩ শ্লোকে দেখিতে পাই—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়তে ন প্রতীয়তে চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

যাহা বিনা প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্ব্বব্যাপী আত্মায় প্রতীত হয় না, তাহাই আত্মার মায়া যেমন সূর্য্যাভাস, চন্দ্রাভাস বা রাহুগ্রস্ত দিবাকর বা চন্দ্রমা। আভাস কোনও বস্তু নহে অথচ নিষ্প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। রাহু চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে না অথচ প্রতীতি হয় যেন গ্রাস করে। যাহা নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মে নাই তাহাই তাঁহার মায়া। যেমন জঙ্গলে বানর আছে, বাঘ আছে, সেই জঙ্গল একজন ইজারা নিল। সেই জঙ্গলের বাহিরে একজনের খেত আছে। বানর আসিয়া ক্ষেত্রস্থ ফসল নষ্ট করিল, কি বাঘ আসিয়া সেই ক্ষেত্রপতির ছাগল মারিল। সেই ক্ষেত্রপতি যেমন বলে যে ওগো ভাই ইজারাদার, তোমার বাঘে বা বানরে আমার সব নষ্ট করিয়া গেল। বাঘ বা বানর যেমন ইজারাদারের বাঘ বা বানর, তেমনি আত্মার মায়া বলা হইয়া থাকে। এই কথাটি ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮ বলিয়াছেন—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্ম সংকল্পবিকল্পকং মনো বুধোনিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥

দ্বৈত না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন সিনেমা-হলে দ্বাদশটি হাতীর এক মিছিল দেখা গেল। তথায় হাতীর প্রবেশ নির্গমনের দ্বার নাই। দ্বাদশ হাতীর অধিষ্ঠানের যোগ্যতা সে হলের নাই। অথচ প্রতীত হয় যেন আছে। পুরুষের বুদ্ধিতে যেমন স্বপ্নে মনোরথ জাগে যেই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের ক্রিয়ায় স্বপ্ন মনোরথের উৎপত্তি হয়। যাহা বুধগণ সমাধিতে নিরুদ্ধ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হন। পুনঃ ১১।২৮।১৭ শ্লোকে বলিয়াছেন—

অমূলমেতদ্ বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃ প্রাণ শরীর কর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥

মন বাক্ প্রাণ শরীরকর্ম্মাদি বহুরূপে প্রকাশ পায় তাহার কোন মূল নাই। মূলহীন কর্ম্মরূপ বৃক্ষ। মায়া মূলবলে সেই মায়া কভু নাই আয়া। তীক্ষ্ণ জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ও উপাসনা দ্বারা ছিন্ন করিয়া মুনি যিনি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এইটি সদা মননপরায়ণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকার বৃত্তিযুক্ত অতৃষ্ণ (কামনা বাসনারূপ তৃষ্ণারহিত) এই গাং (পৃথিবীতে) বিচরণ করেন। ভাঃ পুঃ ১১।২৮, ২১, ২২,—

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্ ॥ ২১ ॥

যাহা পূর্ব্বে থাকে না পশ্চাৎকালেও থাকে না মধ্যে দেখা যায় তাহা যখন দেখা যায় তখনও থাকে না। যেমন অজ্ঞান আঁধারে রজ্জুখণ্ডে সর্পদর্শন। যেমন লোকে সাপ দেখিয়া ভয়ে মৃত্তিকায় পতিত হয় তখনও সর্প তথায় থাকে না। অবিদ্য-মানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজস সর্গ এষঃ। ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি, ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥ ২২ ॥ যে না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয় সেই মায়ার বিকার এই রজ জন্য সর্গ, অতঃ এই কারণে কার্য্য ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় অর্থ শব্দাদি তন্মাত্রসকল আত্মা মন সেই বিকারের চিত্রমাত্র স্বয়ং জ্যোতি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং বিভাতি। "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ।" দ্বৈত অর্থই সঙ্গপ্রিয়তা। সৃষ্টি চিন্তক যেমন চিন্তাধারা পোষণ করেন তাহা শ্রুতি দেখাইয়াছে। একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমামেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্। এজন্য লোকে বলে সঙ্গসুখসার সংসার। যেমন গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন, যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ইত্যাদি। অপরপক্ষ বলেন, সং সাজা সার সংসার। যেমন রামবাবু একজন বড় actor কোন থিয়েটারে কাজ করেন। একদিন এক নূতন রাজ-চরিত্র দেখাইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। সন্ধ্যার পর থিয়েটার সুরু হইবে শ্যামবাবু অন্য actor রাজার পার্ট একৃট করিবেন। দুপুরবেলা তাঁহার কলেরা হইল, ফোন করিলেন আমার দ্বারা আজ একৃট করা চলিবে না, আমি শয্যাশায়ী। তখন প্রোপ্রাইটার রামবাবুকে বলিলেন, আপনি রাজার পার্টটা একৃট করে দিন। সাতটায় রামবাবু সাজঘরে গেলেন, তাঁহাকে রাজপোষাক পরাইয়া দিল, তিনি সিংহাসনে বসিয়া রাজা সাজিয়া একৃট করিবেন। অন্যদিন এক চরিত্রে রাণীর সখীর পার্ট যিনি একৃট করিবেন তিনি বিকালে ফোন করিলেন, আমার পুত্র শয্যাশায়ী, আমি ডাক্তার নিয়ে বিব্রত, আমি আজ

আসিতে পারিব না। প্রোপ্রাইটর রামবাবুকে বলিল, রামবাবু পার্টটা ক'রে দিন। রামবাবু যথাসময়ে সাজঘরে গেলে তাঁহাকে স্ত্রীলোকের পোষাক-অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিলে তিনি সখীর পাঠ একৃট করিলেন। অন্যদিন এক প্রহসনে যে বাবুর্চির পার্ট একৃট করিবে তাহার থিয়েটার হলেই বমি হইল, তখন রামবাবু মুসলমান বাবুর্চির বেশে সজ্জিত হইয়া সেই পার্ট একৃট করিলেন। এখন রামবাবু কি রাজা হইলেন বা মুসলমান হইলেন? কিছু না। যে রামবাবু সেই রামবাবুই রহিলেন—সং সাজাই সার হইয়াছে। এমনি সংসারে কেহ পিতামহ, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ মাতামহ, কেহ মাতুল, কেহ মামাত ভাই, কেহ কাকা, কেহ দাদা, কেহ মাসী, কেহ পিসী সাজে; কখন কোন ব্যক্তি পার্ট একৃট করে। কারণ একই ব্যক্তি কাহারও পিতামহ, কাহারও পিতা, কাহারও কাকা, কাহারও দাদা, কাহারও মামা, কাহারও দাদু হইতে পারে। সময়মত সে ভাবধারায় কথাবার্ত্তা বলে, চলা-ফিরা করে। যখন যমে ধরে তখন কেউ কারও নয়। ইহারই নাম সং সাজা সার—সংসার। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,

"অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥"

আজকাল মেজরিটির দিন। মেজরিটি যাহা বলে তাহাই ঠিক। মাইনরিটির কোন আওয়াজ কেহ শুনে না। অরণ্যে রোদন। ঈশ্বরপরায়ণ জনসংখ্যা বর্ত্তমান যুগে মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি। ঐশ্বরিক কথা-শুনিবার কেহ নাই তবুও যদি কেহ বলে তবে গ্রীক দেশের জ্ঞানী সক্রেটিসকে বিষপানে মারে, যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুসিফাই করে, মহম্মদকে মক্কা ত্যাগে পলাইয়া যাইতে হয়। সভাসমিতিতেও স্বাতন্ত্র্য মতবাদ ত্যাগে সুশীলটির মত ভোটের সময় মেজরিটির দিকে হাত তুলে। জীবন ধন্য হইবে। স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগের জন্য এই ভবে আসা। তদ্‌বিষয়ে তৎপর হও। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভোগ্য ভোগাদি ভোগ করিতে থাক, নতুবা ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইবে। ঈশ্বর, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি সুখের সামগ্রীসকল কেমন নিপুণতা সহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই ভোগ্য ভোগার্থ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মন বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ সে মন ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি ভোগ্য ভোগ না করেন তবে ঈশ্বরের সৃজন ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। তাঁহার সৃষ্ট ভোগ্য ভোগার্থ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ভোগের দ্বারাই সার্থকতা লাভ করে

নতুবা সব পণ্ডশ্রম হইয়া পড়ে। অতএব Eat drink and be merry for tomorrow thou shalt die. সংসার শব্দেই বলে সং সম্যক্ প্রকারে সার বস্তু হইতেছে সংসার। স্ত্রীসঙ্গ সারকরতঃ পুত্র-কন্যাদি উৎপাদনে তাহাদের সঙ্গসুখভোগ কর, মানবজীবন কৃতকৃত্য হইবে। অন্যথায় ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইবে। এই ত সংসার। যেমন লোকে বলে আমরা সংসারী জীব, অর্থ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসার আশ্রমে গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী। যাঁহারা অসঙ্গ পথের পথিক তাঁহারা বলেন, সঙ্গ দোষাবহ। দ্বিতীয়াদ্বৈ বিভেতি। স্ত্রী পুত্র অর্থের জন্য স্বামী পিতাকে মারধর করার কথা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত। সমাধি নামক বৈশ্যকে স্ত্রী-পুত্র মারিয়া বাটি হইতে বাহির করিয়া দেয়। বুদ্ধের সমসাময়িক অজাতশত্রু পিতৃহন্তা, বিম্বিসারকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন। কংস, আওরংজেব পিতাকে কারাগারে রাখিয়া পৈত্রিক সিংহাসন দখল করে। পুরাণ বাইবেল—প্রথম মানব Adam-এর পুত্র Caine তাহার ভ্রাতা Abel-কে হত্যা করে। সংস্কৃত ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থই শত্রু। শল্যপর্ব্ব শেষ হইলে যখন দুর্য্যোধনের পক্ষে মাত্র কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা জীবিত, তিনি অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া যোগবলে হ্রদজলাভ্যন্তরে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির হ্রদতটে উপস্থিত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশার্থী দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন—হে দুর্য্যোধন, তুমি জল হইতে উত্থান কর, তোমাকে বধ না করিলে আমার যুদ্ধে জয়লাভ ঠিক ঠিক হইতেছে না, এবং অন্যায় যুদ্ধে তাঁহার প্রাণবধ করেন। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণ ও কুন্তী কর্ণকে স্বপক্ষে লইবার জন্য যখন প্রস্তাব করেন যে তুমি কুন্তীতনয় মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তুমি সিংহাসনে বসিবে, যুধিষ্ঠির যুবরাজ থাকিবেন। তখন কর্ণ যে অর্জ্জুনের ভ্রাতা তাহা অর্জ্জুন নিশ্চয় জানিতেন। প্রথম ইন্দ্রের দ্বারা কর্ণের বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণে কর্ণকে বধ করা হয়। তৎপশ্চাৎ যখন তাঁহার রথের চাকা মৃত্তিকায় প্রোথিত হয় এবং অস্ত্রত্যাগে কর্ণ দুইহাতে রথ উঠাইতে প্রচেষ্ট, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করেন। যে সংসারে এইরূপ ভীষণ ব্যবহার তথায় সদাই ভয় হয় কে কাহাকে কখন মারে। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। দ্বৈত ত্যাগে অভয় পদ প্রাপ্তি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এই ছয় প্রকারের দুঃখ ঘরে ঘরে লাগিয়াই আছে। ক্ষুধার জালায় কাতর হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র চণ্ডাল গৃহ হইতে কুকুরের মাংস চুরি করেন। ক্ষুধার জালায় পুণ্যশ্লোক নলরাজা জলচর পক্ষী ধরিয়া আহার করিবার অভিপ্রায়ে লেংটা

হইয়া কাপড় দ্বারা পক্ষী ধরিতে সচেষ্ট হন। পক্ষিগণ সেই বস্ত্রখণ্ড লইয়া উড়িয়া যায়। তৃষ্ণা জল পিপাসা। পুরাণে লিখে যে যুবনাশ্ব পুত্রার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বনের তাপসগণ দ্বারা করাইলে তাপসগণ রাণীর গর্ভধারণ উপযোগী জলমিশ্রিত মন্ত্র এক এক ঘটে রাখিয়া দেন। রাজা রাত্রে পিপাসায় কাতর হইয়া আশ্রমে জল না পাইয়া সেই যজ্ঞীয় ভাণ্ড হইতে জলপান করেন, তাহাতে রাজার পেটে পুত্র উৎপন্ন হয়। পেটের পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া পুত্র নির্গত হইলে সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানের তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। উপায়ান্তর না থাকায় ইন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপাসনা করেন। ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠামৃত পান করাইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। যৌবনে স্ত্রী পুং উভয়ের পরস্পর যৌন সম্বন্ধ করিবার তীব্র তৃষ্ণা হয়। তাহা এমন তীব্র হয় যে তজ্জন্য রক্ত-পাতাদি ঘটিয়া থাকে। সংসারী হইলে সংসারের ব্যয়-নির্ব্বাহক ভবিষ্যতের উপকারক টাকার পিপাসা হয়। রাজ্যপিপাসাও তদন্তর্গত। আধি অর্থ অধিদৈব জন্য তাপ, যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারী, যুদ্ধাদি বিপ্লব। ভারত-পাকিস্তান রূপ বিপ্লবের যে মহাদুঃখের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা সবাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ব্যাধি—যেমন অর্দ্ধাঙ্গ বাতে অবশ হয়, বেরি বেরি রোগে কত যুবক যুবতী অন্ধ হইয়া যায়। টি.বি.-তে পরিবারে হাহাকার উঠে। থ্রম্বোসিস্ আদি ব্যারাম। জরা বার্দ্ধক্য জন্য দেহের বৈক্লব্য। অন্ধ হয়, বধির হয়, অথর্ব্ব হয়, বিষম দুর্গতি ঘটে, মৃত্যু কেহ চায় না। মৃত্যু রাজা-প্রজা কাহাকেও ছাড়ে না। এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসার ভবকারাগার। এই দুঃখের কথা কবি গাহিয়াছেন—তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস্ বল? যাহারা বিচারবুদ্ধিহীন পশুর ন্যায় তাহারা মনে করে বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি।

অনস্য অন্নং

এই বাক্যটি ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫।২।১ মন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয—স (প্রাণঃ) হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতি ইতি যৎ কিংচিদ্ ইদং আশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদ্ অনস্য অন্নং অনোহ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হবা এবং বিদি কিংচন অনন্নং ভবতি ইতি ১। স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতি ইতি আপ ইতি। বৃ আ ৬।১।১৪ মন্ত্রে—মে কিং অন্নং কিং বাস ইতি যদিদং কিংচ আশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যঃ তৎ তে অন্নং আপো বাস ইতি। ন হ বা অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পতিগৃহীতং য এবং এতদ্ অনস্যান্নং বেদ। তদ্ বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া

অশিষ্যন্ত আচামন্তি অশিত্বাচামন্তি এতমেব তদনম্ অনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে। মুখ্য প্রাণই অন্ শব্দবাচ্য।

এ বিষয়ে উভয় উপনিষদে এক আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। এক সময়ে চক্ষু, কর্ণ, মন, বাগাদি সহ প্রাণের বিবাদ উপস্থিত হয় যে ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রত্যেককেই বলেন আমি শ্রেষ্ঠ। মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গেলে তিনি বলিলেন যে দেহত্যাগ করিলে দেহ পাপীয় (পাপতম) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ। তখন একে একে চক্ষুরাদি দেহত্যাগে উৎক্রমণ করেন। কিন্তু সংবৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া দেখেন দেহের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তখন প্রাণ উৎক্রমণার্থ তৈয়ার হন। ইন্দ্রিয়গণ দেখিল যে প্রাণসহ তাহাদিগকেও উৎক্রমণ করিতে হয়। প্রাণ সহ মনাদি বন্ধনযুক্ত। তখন ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন, প্রাণ তুমি উৎক্রমণ করিও না, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন প্রাণ বলিলেন, তবে তোমরা আমার জন্য বলি (উপহার) আহরণ কর। তাহারা বলিল, তোমাকে বলিস্বরূপে অন্ন ও বাস দিব। তখন প্রাণ বলিলেন, কি অন্ন কি বাস দিবে? উত্তরে ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছেন, কুকুর, শকুন, কীট, পতঙ্গ যে যা আহার করে সবই তোমার অন্ন। এবং আপ তোমার বাস। এজন্য ব্রাহ্মণাদি আহারকালে উপস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দেন। এজন্য ইহার নাম প্রাণাগ্নি হোত্র। ভোজনের পুর্ব্বে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া প্রাণের আস্তরণ স্বরূপে জল দিয়া আচমন করেন এবং ভোজন শেষে পুনঃ জল দিয়া আচমন করতঃ "আপোপিস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া প্রাণকে বাস দ্বারা যেন আচ্ছাদন করেন। বসিবার বা শয়নের আসনকে আস্তরণ বলে। যেমন চণ্ডীতে ১।৬৭ বিষ্ণু "আস্তীর্যশেষমভজৎ", ভাগবতে ১২।১১।১৩ অব্যাকৃতমনন্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ। কেহ বলেন, বাস অর্থ বাসগৃহ, ছা. উপনিষদে বলে "আপোময় প্রাণঃ", এজন্য আপ প্রাণের অন্ন। আপ কর্ম্মফলকেও বলে। কর্ম্মফলে পঞ্চকোশাত্মক আবরণে আত্মা অবস্থিত হয়েন। তাহাই আপরূপ বাস। অন্যে বলেন, মায়ারূপ কারণ-সলিলে যে চিৎ পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হয় তাহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার দেহ মায়াবরণই বাস। সেই জলই তাঁহার আসন ও আবরণ। বালককে শয্যায় শয়ন করাইয়া মশা-মাছি না পড়ে এজন্য আবরণ পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। হিরণ্ময় আবরণে যেন সর্ব্বব্যাপী সত্য আবৃত হন। বিষ্ণুকে "নমস্তে জলশায়িনে" বলিয়া পুজাবিধি আছে। সব দেহে একই মুখ্য প্রাণ কর্ত্তা ও ভোক্তা। একই আত্মা সর্ব্বদেহে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা—গীতায় ভাষায়

ক্ষেত্রজ্ঞ। যেমন ঋ ৩।৩৯।৯ বলে, "ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যানি জনেষু পঞ্চসু তানি ইন্দ্র ত আবৃণে" একই ইন্দ্র পরমেশ্বর সর্ব্ব প্রাণিদেহে যত কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দর্শনাদি করিয়া থাকেন। অন কে? এই আখ্যানে প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বলি গ্রহণ করিতেছেন অন্ন ও বাস। অনই প্রাণ, প্র+অন্ =প্রাণ, অপ+অন=অপান, সম+অন=সমান, বি+অন=ব্যান, উৎ+অন =উদান, জ্ঞ+অন=জ্ঞান, অন্‌কে জানিলেই জ্ঞান, অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান, না জানিলে অজ্ঞান, ন+ন=অন। প্রথম ন অর্থ ন অস্তি কিং। দ্বিতীয়ে ন—এবং ন তু। অর্থাৎ নাস্তিতা যাহার কভু ঘটে না, তিনিই অন সৎ চির অবাধিত সত্তা যিনি। ছান্দোগ্যে ৩।১৪ মন্ত্রে বলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" তজ্জলান্ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদে তৎজ, তৎল তৎঅন্ হয়। জ জন্ম ল লয় ও অন্ অস্তিত্ব স্থিতিশীলতার জ্ঞাপক। ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিংচনাস॥" এই মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন, তর্হি তদানীং প্রলয়কালে মৃত্যু, অমৃত ও কাল ছিল না। বায়ুহীন অন কেবলমাত্র এক স্ব স্বরূপে ছিলেন তদ্ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না। এখানে মৃত্যু শব্দে অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। যেমন গীতার ৮।১৮ শ্লোকে উক্ত, অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ কার্য্যব্রহ্মের রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে অব্যক্তা জীবজগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটাইয়া থাকেন। অব্যক্তা দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ। প্রলয়ে কার্য্য কারণে লয় হয়, যেমন ঘটভঙ্গ ঘট ঘটের কারণ মৃত্তিকায় লয় হয়। গীতায় উক্ত শ্লোকানুসারে প্রলয়ে জগতের মৃত্যুস্বরূপিনী অব্যক্তা, কার্য্যব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ দেবতা এবং দিবারাত্রাত্মক কালের লয় ঘটে না। ঋকের মন্ত্রে তাহাদের লয়ে কেবল অন থাকেন। এই সকল যেন অন গ্রাস করেন। ইহারা অনের অন্ন। আশ্বভ্য আকীট পতঙ্গের অর্থ শকুন, কুকুর, কীট, পতঙ্গ দেহে একই প্রাণ বর্ত্তমান। সবার অন্নসমষ্টিবিশিষ্ট জগৎই অনের অন্ন। কারণ অন্নমাত্রই পাঞ্চভৌতিক। ঘুণ কাঠ খায়, কেচুয়া মাটি খায়, গর্ভিণীরা খোলা খায়, বৃক্ষাদি মৃৎসার গ্রহণ করে। ঔষধে স্বর্ণাদির ব্যবহার হয়। পুরাণে দেখি কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে মুখব্যাদান করিতে বলিলে মৃত্তিকা স্থলে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখেন। চতুর্দ্দশ ভুবন তাঁহার গ্রাস বা অন্ন। এখন প্রাণ শব্দ অন শব্দের স্থান লইয়াছে। বৃ. আ. শাকল্য সংবাদে দেখা যায় এক দেবতা কে? প্রাণ ব্রহ্ম তৎ যিনি। দুই দেবতা

কে কে? প্রাণ ও অন্ন। অর্থাৎ গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ। কার্য্যব্রহ্ম পুরুষ ও প্রকৃতিই অন্ন। অত্তি ইতি অন্ন যে প্রলয়ে সব অত্তি ভক্ষণ করে সেই অন্ন। যাহা কেহ ভক্ষণ করে সেও অন্ন। অন প্রাণকে বুঝাইয়াছে। প্রাণই আত্মা। বৃ. আ. সপ্তান্ন প্রকরণে মন, বাক্, প্রাণ, আত্মার অন্ন বলিয়াছে। যে আত্মা—দেহী মন বাক্ রূপ অন্নকে গ্রাস করিতে সক্ষম সেই অমনি সমাহিত অবস্থায় স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মন বাক্ প্রাণ উপাধি জন্যই জীবত্ব। অসৎ মায়া হইতে সেই পুরুষ মন বাক্ প্রাণ ঋণগ্রহণ করেন অমনি তিনি উত্তমর্ণ হইতে অধমর্ণে স্থিত হন। ঋণদাতা, মায়া উত্তমর্ণ এবং ঋণগ্রহীতা, নিষ্ক্রিয় পুরুষ অধমর্ণ হন। সঙ্কেতে শবোপরি শিবাস্থাপনে দৃষ্ট হয়। উত্তমর্ণ শিবা উপরে এবং অধমর্ণ শবরূপী শিব অধোতে স্থিত। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে তাই বলিয়াছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥" অসৎ মায়া হইতে সেই মন বাগাদির গ্রহণ অমনি সিসৃক্ষু হওয়া এবং মানস রেতঃপাতরূপ কার্য্যলিপ্ত হইয়াছেন শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার করিয়া ক্রান্তদর্শী মনীষিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। এই যে তাঁহার সৃজনেচ্ছা তাহা অসতের দ্বারা সতের বন্ধন নিবন্ধন-ই ঘটিয়াছে। অন "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিংবচন।" ইহা পুর্ব্বে উদ্ধৃত ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

আশা

অশ্নুতে ইতি আশা। সর্ব্বগ্রাসীই কাল আশা। আশা অজানা বস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা। আ+অশ্+ঙ+আ দ্বারা আশা শব্দ নিষ্পন্ন। অশ্ ভক্ষণে গ্রাস করা। আশা দিক্‌কেও বলে। ঋগ্বেদে ১০।৭২।৩ মন্ত্রে দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত। তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তান পদস্পরি॥ যে যুগে দেবগণের উৎপত্তি ঘটে তাহার প্রথমে (অর্থাৎ দেবগণের উৎপত্তির পুর্ব্বকালে) অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ প্রথম লোক সৃষ্টি, পশ্চাৎ তাহাতে যাঁহারা বাস করিবেন তাঁহাদের সৃষ্টি হয়। গীতা ৮।১৮ বলে, অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। অহঃ অর্থ দিবারাত্রি। দিবরাত্রিই কাল তাহার আগমনের পর ব্যক্ত সকলের অভিব্যক্তি হইয়া থায়ক। ঋ. ১০।১৯০ সূক্তে প্রথম অব্যক্তা রাত্রির আবির্ভাব তৎপর সমুদ্রার্ণব (কারণ সলিল) যথায় সব একীভূত জন্য চণ্ডীতে "একার্ণবীকৃতে"

পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে অধিসংবৎসরাখ্য প্রজাপতি কালের উদ্ভব বলিয়াছেন। সেই সব সদাধার (মূর্ত্তির আশ্রয়) হইতে আশার উৎপত্তি হয়। তাহা উত্তানপদের উপরিস্থিত। উত্তান অর্থ উৎ+তান ঊর্দ্ধে বিস্তৃত। ঋ. ১০।৯০।৩ মন্ত্রে বলে, পাদোঽস্য বিশ্ববিভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। সেই পুরুষের এক পাদে বিশ্ব ভুবন আর অমৃতস্বরূপ তিন পদ দিবি লোকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই পুরুষের বিস্তৃত পদের উপরে আশার স্থান হইল। ঋ. ১০।১২৯।৫ বলে 'স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।' স্ব স্বরূপে স্থিত পুরুষ নিম্নে অদৃশ্য রহিলেন আর উপরে প্রযতির আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইল। Self-supporting principle beneath and energy aloft। সূত্র যেমন মণিগণের ভিতর থাকিয়া মণিগণের আশ্রয় হয় তেমনি সূত্রাত্মা সর্ব্বাশ্রয়। বর্তমান বিজ্ঞানবিদের Gravitation field.

সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুই উত্তানপদের উপরে আশা জাত হইল। যেমন পায়ের উপর গোদ হয় ইহাও তেমনি। নির্ব্বিকারের বিকৃতি। "সদের সোম্য ইদমগ্র আসীৎ।" দৃশ্যপ্রপঞ্চকেই ইদং বলে। দৃশ্যপ্রপঞ্চ যখন ছিল না তখনও কাল ছিল। কালই আশা। সৃষ্টি জগৎ প্রপঞ্চকে কাল গ্রাস করে। যেমন গীতা ৮।১৮ শ্লোকে—রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। যখন কার্য্যব্রহ্মের দিবা হয় তখন অসৎ হইতে সৎ জগৎ হয়। আবার যখন কার্য্যব্রহ্মের রাত্রি হয় তখন অব্যক্তা অসৎ বিশ্ব জগৎকে গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটায়। দিন ও রাত্রিরূপে কাল উভয়ত্র উপস্থিত। লোকে লিখে, আশা করি আপনারা সব ভাল আছেন। এখানে ভাল আছেন কি মন্দ আছেন তাহা জানা নাই—তবুও ভালর আশা।

ব্রহ্মা সৃষ্টিবৃদ্ধিকল্পে সনকাদি চতুষ্টয়কে সৃজন করিলেন। তাঁহার আশা ছিল ইহাঁরা সৃষ্টি বৃদ্ধি করিবেন। সেই আশা ফলবতী না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার ভ্রূমধ্য হইতে নীল লোহিতবর্ণ কুমার রুদ্রের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা আশা করিলেন ইহা হইতে তাঁহার মনের মত সৃষ্টি ঘটিবে। তিনি রুদ্রকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। নীল লোহিত তাঁহার নিজের ন্যায় প্রজা সৃষ্টি করিলেন। "সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জ্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ॥" ভাঃ ৩।১২।১৫॥ তখন ব্রহ্মার শঙ্কা হইল এই প্রজা দহন করিবে, তখন নীল লোহিতকে (রুদ্র) প্রজা সৃষ্টি হইতে বিরত করিলেন॥ অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম। মায়া সহ দহন্তীভির্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ॥ ভাঃ ৩।১২।১৭॥ অজ্ঞাত বিষয়ের ইচ্ছা আশা। এখানে তাহার উৎপত্তি ও ভঙ্গ প্রদর্শিত। এজন্য শাস্ত্রমুখে অবধূত বলে "আশা

হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" ভাঃ ১১।৯।৪৪ ॥ আশাই পরম দুঃখ, আশাত্যাগই পরম সুখ ॥

সংবৎ ও শকাব্দ

বিক্রম সংবতের নববর্ষ। প্রশ্ন উঠে কে এই বর্ষের কর্ত্তা, কেন এইটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? সংবৎ ইং ৫৭ খৃঃ পুর্ব্বকালে স্থাপিত। ইহার ১৩৫ বর্ষ পর শকাব্দটি আরম্ভ হইয়াছে। বড় ঘন ঘন অব্দারম্ভ করা কেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই ৫৭ খৃঃ পুর্ব্ব হইতে ৭৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কি কি রাজ্যের কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহার ফলে এই অব্দদ্বয়ের সৃষ্টি ঘটে।

সুঙ্গবংশের শেষ নরপতি দেবভূতিকে অপসারিত করিয়া কণ্ববংশীয় বাসুদেব ৭২ খৃঃ পুর্ব্ব অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপুত্র ভূমিত্র ৬৩ খৃঃ পুর্ব্ব অব্দে পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৪৪ খৃঃ পুর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বাসুদেব ৯ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ভূমিত্র সেই রাজ্য সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত করিয়া ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে সংবৎ অব্দ স্থাপন করেন। গ্রীকগণ বক্ত্রিয়া হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত প্রদেশ রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের মৃত্যুর বিংশ বর্ষ মধ্যে অধিকার করিয়া ফেলেন। কুশনবংশীয় শকরাজ কুজলু কদ্‌ফিসেস্‌ ৪০-৭৮ খৃঃ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবে রাজত্ব করেন। তৎপূর্ব্বেই গ্রীকগণ পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কণ্ববংশীয় ভূমিত্র এই কার্য্যে জয়ী হওয়ায় তাঁহার বিক্রমে গ্রীক শক্তি হীনবল ও পরাস্ত হওয়ায় বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হয় ইহা বলা যায়। কুশনবংশীয় দ্বিতীয় ওয়েমা কদ্‌ফিসেস্‌ পাঞ্জাব হইতে পুর্ব্বদিকে গতিশীল হইলে অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজ লম্বোদর (যিনি ৭৪-৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন) তাঁহার গতিকে বাধা প্রদান করেন এবং ওয়েমা পরাস্ত হইয়া শৈব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার টাকার পৃষ্ঠে নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায় এবং তৃতীয় কুশনরাজ কণিষ্ক ওয়েমার ১১০ খৃঃ মৃত্যু হইলেও সিংহাসনস্থ নহেন। ১২০ খৃঃ কণিষ্ক সদলবলে আসিয়া উপনীত হন এবং যমুনা-তীর পর্য্যন্ত দখল করেন। অন্ধ্রবংশীয় লম্বোদর দশ বর্ষ রাজ্য শাসন করেন বলিতেই হইবে। যেমন গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস্‌ মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা হতবল হইয়া তাঁহাকে কন্যা ও আফগানিস্থানাদি প্রদান করেন; তেমনি ওয়েমা কদ্‌ফিসেসের অবস্থা বুঝিতে হয়। এজন্য মগধাধিপতি লম্বোদরী শকারি শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন বলা কর্ত্তব্য। অশ্বমেধযাজী সুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র গ্রীক সেনাপতি মিরিয়াণ্ডারকে (যিনি অযোধ্যা পর্য্যন্ত দখল করেন) ১৭৫ খৃঃ পুর্ব্বাব্দে

পরাজিত করেন। পুষ্যমিত্রের আরব্ধ যবন-বিতাড়নরূপ কার্য্যে ত্রিবিক্রম উপাসক কণ্ববংশের স্থাপয়িতা বাসুদেব ও তৎপর তৎপুত্র ভূমিত্র ৫৭ খৃঃ পূঃ পরিসমাপ্ত করিয়া বিক্রম সংবৎ প্রবর্ত্তিত করেন। এই কণ্ববংশের শেষ নরপতিকে ২৭ খৃঃ পূঃ বিনাশকরতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত অন্ধ্রগণ পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত মগধ রাজ্য দখল করিয়া পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবাদ

বর্ত্তমান বৌদ্ধ দর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচলিত। বৌদ্ধগণ ধম্ম, সঙ্গ ও বুদ্ধ এই তিন দেব মানেন। ক্ষণিকবাদী ঘনপটল ইব জগৎ বলেন। বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণ কার্য্যারম্ভে এই তিনের নমস্কার করেন। ধম্ম শব্দ পালি ভাষায় সংস্কৃত ধর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ। বেদে ধর্ম্ম জীবকেও বুঝায়। সে যদি সংঘস্থ শ্রমণগণের সঙ্গ সেবা করে, তবে কালে প্রবুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবের লিখিত কোনও পুস্তক নাই। তাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী সভায় মিলিত শিষ্যগণ যিনি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া ত্রিপিটক ধর্ম্মপদ আদি নামধেয় হইয়াছে। পশ্চাৎকালে মনীষাসম্পন্ন বৌদ্ধগণ অনেক প্রকার মতবাদ সহ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। প্রথম বৌদ্ধগণ চারি-ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হন। ১। বৈভাষিক, ২। সৌত্রান্তিক, ৩। যোগাচারী বা বিজ্ঞানাত্মবাদী, ৪। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী।

পশ্চাৎ ৩য় ও ৪র্থ সম্প্রদায় প্রবল হইয়া তন্ত্রাদি ভক্তিবাদের গ্রন্থগ্রহণে মহাযাননামা হন। আর ১ম ও ২য় সম্প্রদায়কে হীনযান বলিয়া অভিহিত করেন। বৈভাষিকগণ বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অন্তরে বিজ্ঞেয় বস্তু আছে স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্য বস্তু না থাকিলেও অন্তরে অনুমেয় বিজ্ঞেয় বলেন। বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানমাত্র সৎ বলিয়া গ্রাহ্য করেন। অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মাধ্যমিকগণ সর্ব্বশূন্যবাদী। সাধারণতঃ শ্রমণগণ প্রাতে নিত্যপাঠ করেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং।" যাহা পূর্ব্বক্ষণে ছিল তাহা পরক্ষণে থাকে না জন্য ক্ষণিক পদার্থে লক্ষণ বলা চলে না। কারণ বস্তু সহ তাহার লক্ষণও লোপ পায়। এজন্য পদার্থমাত্রকে স্বলক্ষণ বলে। বুদ্ধের জীবন পাঠ করিলে এইরূপ বুঝিতে হয় যে তৎকালে রাজগণ ধনিগণ রাজসূয়, অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয়, বিশ্বজিতাদি যজ্ঞ বহু আড়ম্বর সহ অশ্বাদি পশুবধ করিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। সাধারণ নির্ধন এইসব

অনুষ্ঠানে বঞ্চিত থাকিত। এজন্য বুদ্ধদেব যজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়া বেদের অশ্বমেধাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই এই মত প্রচার করেন। উপনিষদোক্ত দ দ দ ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলেই করিতে পারে এজন্য ইন্দ্রিয় দমন জীবে দয়া অর্থাৎ হিংসা ত্যাগ ও যথাসাধ্য শ্রমণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই মানব-জীবন কৃতকৃত্য হয় ইহা প্রচার করেন। এবং সংস্কৃত ভাষা ত্যাগে লৌকিক পালি ভাষায় কথাবার্ত্তা ও কার্য্যাদি নির্ব্বাহই যথেষ্ট এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু দেবতাপূজন বেদান্তবেদ্য পুরুষের অনুসন্ধানাদি ঔপনিষদিক চিন্তাধারা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার উক্তি বলিয়া ধম্মপদে যে সকল পালি ভাষায় দোহা আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ্য বগ্গে আত্মার চিন্তন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদই বটে। সেইজন্য তাঁহার একনাম অদ্বয়বাদী। সাধারণ জনগণ যে মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিত তিনি তাহার নিষেধ করেন নাই। এবং নিজের পূর্ব্বজন্ম বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, তিনি রোহিত মৎস্য ও কচ্ছপ দেহ ধারণ করতঃ জনগণের ভোগার্থ নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং আহার্য্য বিষয়ে অহিংসা ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই। "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং।" এক অবদানে দেখিতে পাই শত্রুগণ শাক্য কন্যাগণের হস্তাব্জ ছেদন করিয়াছিল। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ তাহাদের মর্ম্মবেদনায় দয়াপরবশে শচীদেবীর চিন্তা করেন। শচীদেবী আসিয়া সেই কন্যাগণকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের হস্তাব্জ পুনঃ উদিত হইল। ১০৮ অবদানে বলিয়াছেন, আমি ভগবতী শঙ্করীকে ভক্তিসহকারে তুষ্ট করিয়াছি। গিরিজা শঙ্করী স্বয়ং অমৃত কলসী হস্তে ধারণকরতঃ তথায় আগমন করেন। ইহা হইতে বুদ্ধদেব পুজনবিরোধী ছিলেন না বুঝা যায়। পশ্চাৎকালে মহাযান সম্প্রদায় প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর অর্চ্চনা করেন। ধ্যানস্থ শিবস্থলে ধ্যানস্থ বুদ্ধ ও শঙ্করী স্থলে জ্ঞানরূপিণী নীল সরস্বতী বা তারার উপাসনার্থ শিবশক্তি যে গ্রন্থের উপজীব্য সেই তন্ত্রশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। বেদে সরস্বতী জ্ঞানরূপিণী ঋগ্বেদে, যথা ১।৩।১২ মন্ত্রে "মহোঅর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা, ধিয়ো বিশ্বাবিরাজিত।" ১২॥ অদ্বৈত পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার শিবস্বরূপ। শাস্ত্রে মদনভস্ম করিয়া শিব ধ্যানস্থ হন আর বুদ্ধ মারের দর্প চূর্ণ করিয়া সম্বোধি হন। এজন্য অদ্বৈতবাদী বুদ্ধ যে শিবস্থানীয় ও জ্ঞানপ্রদাত্রী শঙ্করী তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের উপাস্য হন। নালন্দার খোদাইতে যে সকল সামগ্রী মিলিয়াছিল তাহার মধ্যে সুবর্ণময় মার দেবীর মূর্ত্তি মিলিয়াছিল। বুদ্ধদেব দেবাদিপূজন বিরোধী ছিলেন না তাহা সুখ বাগ্গে দেখা যায়। "সুসুখং বত জীবাম যে সং নো নত্থি কিঞ্চনং পীতিভকখা ভবিস্সাম দেবা আভস্সরা যথা"

২০০ [আমরা (বুদ্ধগণ) সুখে বাস করিতেছি আমাদের কোন কিঞ্চন (বাসনা) নাই। আমরা আভাস্বর দেবতাদের ন্যায় প্রীতিভোজী হইব।] শচী ও শঙ্করীর উপাসনা তিনি স্বয়ং করিয়া ফল পাইয়াছেন। ধম্মপদের ব্রাহ্মণ বগ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রশংসাবাক্য দৃষ্ট হয়। সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি ঝায়িপতি ব্রাহ্মণো চতুরঙ্গ বল সমন্বিত ক্ষত্রিয় প্রদীপ্ত হয় আর ধ্যানাদি অষ্টাঙ্গ অভ্যাসে ইন্দ্রিয়গণের বলক্ষয়ে ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হয়। পকিন্নবগ্গে (প্রকীর্ণগগ) "মাতরং পিতরং হন্ত্বা রাজানো দ্বেচ খত্তিয়ে রটবং সানুচরং হন্তা অনীঘো যাতি ব্রহ্মানো॥ মাতরং (তৃষ্ণা) পিতরং (অহঙ্কার) হন্ত্বা (হত্যা করিয়া) দুই ক্ষত্রিয় রাজদ্বয়কে রটবং (স্বরাষ্ট্রবলং) সানুচরং হন্ত্বা অনীঘো (অনঘ নিষ্পাপ) ব্রাহ্মণ জাতি বিচরণ করেন। দুই ক্ষত্রিয় রাজা হইতেছে জগতের শাশ্বততত্ত্ববাদী উচ্ছেদ দৃষ্টিবাদী সর্ব্ব উচ্ছেদ যায় কিছুই থাকে না। কঠ শ্রুতির "নায়মস্তি ইতি চৈকে" এই মতবাদী। আত্মা থাকে, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর। এইটি চিত্তে দৃঢ় হইলেই নিষ্পাপ হয়। এই জগৎ শাশ্বত, মৃত্যুর পর কিছু থাকে না—এই চিন্তাধারা পোষণ পাপ। ভিক্ষু বগ্গে একটি দোহা আছে। পাঘো জুবস্খলা ভিকৃখু পসন্নো বুদ্ধ সাঘনে, অধিগচ্ছে পদং সন্তং সখারূপ সমং সুখং। ৩৮১। অর্থ—জীব (ধর্ম্ম) প্রমোদবহুল ভিক্ষুগণের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া প্রসন্ন সন্তং (নিষ্পাপ) হইয়া সুখময় বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হয়। সংঘ শব্দটি "ঋষিসংঘজুষ্টং" বাক্যে শ্বেতাশ্বতরে দৃষ্ট হয়। মাণ্ডুক্যের অদ্বৈত প্রকরণের প্রথম শ্লোকে উপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মোজাতে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ধর্ম্মজীবজাত ব্রর্ম্ম (কার্য্যব্রহ্মের) উপাসনা আশ্রয় করিয়া থাকে। পরব্রহ্মের উপাসনা হয় না। তাহা কেনোপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে, "নেদং যদিদং উপাসতে"। বুদ্ধ অর্থ প্রবুদ্ধ জাগরিত। মায়া মোহ, নিদ্রাদি অপগতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ হয়। যদি জীব কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করতঃ ঋষি সংঘের সেবারত হইয়া কি কর্ত্তব্য অবধারণে সাধুসঙ্গ করে, তবে সে কালে প্রবুদ্ধ হয়, জ্ঞানলাভ করে।

ঈশ্বর চিন্তন

ঈশ্ + বরচ্ প্রত্যয়ে ঈশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ঈশ ঐশ্বর্য্যে বা শাসনে। যিনি ঐশ্বর্য্যবান্ শাসনকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের চিন্তন ঈশ্বর চিন্তন হইতে বাধা নাই। ঈশ্বরও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্যের পুর্ব্বে চিন্তন করেন। স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। আর ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তনও ঈশ্বর চিন্তনার্থ হইতে পারে। ঈশ্বর ঈক্ষণ করেন কখন যখন তিনিই কেবল ছিলেন। অন্য কিছু ছিল না।

ঐতরেয় উপনিষদে দেখিতে পাই আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিংচ ন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ন সৃজা ইতি। ঈশ্বর বর আর যাহা তিনি সৃষ্টি করেন তাহা অবর। বাইবেলেও দেখি ঈশ্বর প্রথম স্বর্গ ও এঞ্জেল সৃষ্টি করেন। এঞ্জেলগণ তাহা হইতে অবর ঈশ্বরাদেশে আর্ক এঞ্জেল উজ্জীবিত মৃন্ময় পুত্তলিকার নিকট হাঁটু না গাড়ায় ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন। ঈশ্বর প্রথম যে মনুষ্য সৃষ্টি করেন তাহার নাম আদম ও তাহার স্ত্রী ইভ। ঈশ্বরের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ ছিল। তাহা অমান্য করিয়া ফল খাওয়ায় ইডেন-ভ্রষ্ট হইয়া কৃষ্যাদি কর্ম্মে জীবনযাপন করিবে আর সব মরণ-ধর্ম্মশীল হইবে আদেশ করেন। আদমরে দুই পুত্র—কেইন ও আবেল। কেইন কৃষিজীবী হয় এবং আবেল মেষপালক হয়। একদিন ঈশ্বর তাহাদের গৃহে আসেন। তখন কেইন তাহার ক্ষেতের উৎপন্ন ভাল শস্য ঈশ্বরকে নিবেদন করেন আর আবেল একটি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ মেষ-মাংস নিবেদন করেন। ঈশ্বর মেষ-মাংসের প্রশংসা করেন। কেইন অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার ভ্রাতা আবেলকে বধ করে। হাম বড়া আমি বুদ্ধিমান্ কেহই তাহার তুল্য নহে এই অহমিকা (অহংকার) প্রাণী মাত্রেই আছে। কারণ সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য সম্পাদন। যেমন একটি নিটোল গোল সর্ষপ দানা আছে। তাহা মৃত্তিকায় রাখিয়া দুইদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে দেখা যায় সেই লাল দানার লালত্ব আর নাই। তাহার গোলত্ব বিদূরিত। উহা ঈষৎ লম্বা-ভাবাপন্ন শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। খুব তীব্র দৃষ্টি দিলে সেই লম্বা শ্বেত বস্তুর একধারে ঈষৎ সবুজ রেখা পরিদৃষ্ট হয়। লাল গোল সর্ষপ দানা পিষিলে তেল ও খৈল মিলে। আর এই লম্বা শ্বেত বস্তু পিষিলে আর তেল বা খৈল মিলে না। তৎস্থলে রস ও আঁশ মিলে। কেবল এই বৈষম্যই নহে। ঐ শ্বেতাংশকে মূল ও সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। এই যে মূল ও অঙ্কুরের সৃষ্টি হইল একই সর্ষপ দানা হইতে তাহা বিষম বৈষম্যপুর্ণ। মূল মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণে স্ব কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে। সবুজাংশ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন অক্সিজেন টানিয়া নিয়া আপন কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। যদি পালটাইয়া দেও তবে উহা মরিয়া যাইবে কারণ অঙ্কুর মৃত্তিকা হইতে রস টানিতে অক্ষম, মূল বায়ু হইতে অক্সিজেনাদি টানিয়া নিতে অসমর্থ। ইহার নাম অঙ্কুরোদ্গম বা অঙ্কুর সৃষ্টি। তৎপশ্চাৎ অঙ্কুর বিস্তারলাভে পত্র, কাণ্ড, শাখাদি ভেদ-ভাবাপন্ন হইবে। ফুলে ফলে সুশোভিত হইবে। পত্রের স্বাদ স্বতন্ত্র, হলদে ফুলের স্বাদ স্বতন্ত্র, ফলের স্বাদ স্বতন্ত্র। বৈষম্যের পর বৈষম্য ঘটে, আর নাম রূপ ভেদ

হইয়া সৃষ্টি প্রসারিত হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বর্গীয় দেব, এঞ্জেলাদি অমর ধর্ম্মশীল স্বর্গসুখভোগী মরণ-ধর্ম্মশীল দেবতা, যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নরাদি স্বর্গীয় হইলেও ভিন্নতা তীব্র।

পৃথিবীতে নর, পশু-পক্ষী উদ্ভিজ্জ জলজ তীর্য্যগাদিতে কত বিভেদ তাহা, বলা যায় না। বৈষম্যই সৃষ্টি। সমতার বিপরীত বৈষম্য। এঞ্জেল ঈশ্বর হয় না। মর্ত্ত্যবাসী ঈশ্বর হইবে কি? ঈশ্বরের মত ঐশ্বর্য্য ও শাসনক্ষমতা অন্যের নাই। এজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু জর্জ্জরিত জীব ঈশ্বর-চিন্তন করে। দুঃখের লাঘবার্থই করে ঈশ্বরসৃষ্ট মানব। "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। প্রত্যেক মানুষ বাল্যকাল হইতেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। নিজের দেহের রক্ষণার্থ যাহা প্রয়োজন পশু-পক্ষীর ন্যায় তাহা আপনি করিয়া নিতে পারে না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। জনে জনের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পতি তাঁহার উপর নির্ভর করিলে সব কিছু পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ঈশ্বর চিন্তা করা।

যেমন শিশু কাঁদিয়া মাকে ডাকে তেমনি ঈশ্বরকে ডাকিলে তাঁহার কৃপায় আশা পূর্ণ হওয়ায় আর রোদনের হেতু থাকে না। বালক জন্মিয়াই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া রোদন করে। যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষণার্থ মাতৃ-বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভে সন্তান আসিলে পাঁচ মাস পরেই স্তনে দুগ্ধ জন্মিতে থাকে। মাতা সেই স্তনের বোঁটাটি রোদনপরায়ণ বালকের মুখে প্রবিষ্ট করাইলে ঈশ্বরের প্রেরণায় সেই শিশু স্তন্যাধার চুষিয়া যে ঈষদুষ্ণ পাতলা দুধ নির্গত হয় তাহা বিচারপূর্ব্বক গলাধঃকরণ করে। থুক করিয়া ফেলিয়া দেয় না। দুগ্ধপান করিয়া সে আশাপূর্ণ হওয়ায় রোদন ত্যাগে হর্ষান্বিত হয়। যিনি এই বালকের দেহ নানা প্রকারে সৃজন করিয়াছেন তিনি বালক যে দুগ্ধ পান করিয়াছে তাহা ১০।১২ ঘণ্টা পর নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বালকের শরীরের পুর্ণতা বিধান করেন। উক্ত নয় ভাগের দুই ভাগ মলমূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়। অন্য সাত ভাগের কোন অংশ অস্থি, কোন অংশ মজ্জা, কোন অংশ মাংস, কোন অংশ স্নায়ু যাহা দ্বারা অস্থি মাংস আটিয়া একত্র থাকে, কোন অংশ রক্ত, কোন অংশ চর্ম্ম-লোমাদিতে পরিণত করিয়া শরীর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করেন।

এই নয় ভাগ যিনি করেন তাঁহাকে অস্মদ্দেশে বৈশ্বানর অগ্নি বলে। প্রতি

প্রাণিদেহেই এই বৈশ্বানর দেব যে যাহা আহার করে তাহা এই নয়ভাগে বিভক্ত করেন। গীতা ১৫।১৪ শ্লোকে বলে যে ভগবানই এই বৈশ্বানররূপে দেহে বাস করেন ; সর্পে, সিংহে, গর্দ্দভে, মেষে, কাকে, বকে, মৎস্য কুমীরের দেহে থাকিয়া নয়ভাগ করেন। এইভাবে সর্ব্বদেহে ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) পুরুষ থাকেন। যে জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" বাইবেলেও আছে, ঈশ্বর মৃন্ময় পুত্তলিকা সৃষ্টি করিয়া তাহার নাসায় ফুৎকার দেন। তাহাতে অব্যক্ত ঈশ্বরাংশ সেই দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা উজ্জীবিত হয়, এবং দেহস্থ ঈশ্বরাংশকে পুজার জন্য ঈশ্বর এঞ্জেলগণকে আদেশ করেন। একজন ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার আদেশানুসারে সেই মৃন্ময় পুত্তলিকার নিকট হাঁটু গাড়িয়াছিল। শ্রুতি বলেন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" প্রাচীনতম শ্রুতি হইতেই নব্য বাইবেলে উহা গৃহীত হইয়াছে। এহেন ঈশ্বর স্রষ্টা রক্ষাকর্ত্তা সদা সঙ্গে থাকেন এজন্য ঈশ্বর চিন্তনীয়, সন্দেহ নাই। যিনি মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকে একটী নাড়ী দ্বারা মাতৃদেহ সহ সংযোজিত করিয়া উহার পুষ্টিসাধন করেন—তিনিই ঈশ্বর, চিন্তনীয় বটেন।

দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতাগণ বিচারবুদ্ধিতে বলেন, প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দার্শনিকগণ অধিকাংশই নিরীশ্বরবাদী হন। Dr. Einstein কৃত Relativity বিষয়ক গণিত দর্শনে absolute অস্বীকৃত হয়। Newton absolute মানিতেন। এজন্য তাহা কুসংস্কার বলিয়া ত্যাজ্য হইতেছে।

অস্মদ্দেশে সেশ্বর ও নিরীশ্বর এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক পরিদৃষ্ট হন। কর্ম্মবাদী পূর্ব্বমীমাংসক জৈমিনী কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা বলেন। অকর্ত্তা ভোক্তা আত্মা, প্রধানা হইতে সৃষ্টিবাদী কপিল ইঁহারা ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন না। চার্ব্বাক-বাদী, বিজ্ঞানাত্মবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ ইঁহারাও ঈশ্বর বা আত্মায় বিশ্বাসী নহেন। আমাদের শাস্ত্র বেদানুগ। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য, তাহাতে ঈশ্বরচিন্তা বিষয়ে কি বলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

ঋষিগণ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দুইটি ধারাতে চলিয়াছেন দেখা যায়। ঋগ্বেদে বহু দেবতার স্তবস্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। তত্রাচ ঋ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বলে ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

ঋ ৮।৫৮।২ বলে, এক এবাগ্নির্ব্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ। একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্॥

ঋগ্বেদে মোটামুটি ইন্দ্রই পরমেশ্বর। ঋগ্বেদে অর্দ্ধেকের উপর তাঁহারই স্তুতি দ্বারা পুর্ণ। কিন্তু বিশেষভাবে ঋক্ মন্ত্রাদি পাঠ করিলে রুদ্রই সর্ব্বপ্রধান। ঋগ্বেদে এইজন্য স্তুতির প্রতিশব্দ রুদ্রিয়া অর্থাৎ রুদ্রবিষয়ক। রু শব্দে দ্রু গতৌ শব্দ বা স্তুতি যাহার প্রতি গমন করে তিনিই রুদ্র। ঋ ১।৭২।৪ মন্ত্রে পাই— আরোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্ররুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ। বিদন্নবর্ত্তাঃ নেমধিতা চিকিত্বান্ অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্॥ অন্বয়—বৃহতী (মহতী) রোদসী দ্যাবা-পৃথিব্যোর্মধ্যে অগ্নিং স্বয়ং জ্যোতি পুরুষং উপলভ্যম্পাতা যজ্ঞিয়াসঃ (দেবাঃ) প্ররুদ্রিয়া জভ্রিরে। নেমধিতা (সর্ব্বেষাং দেবানাং অর্দ্ধভাগেন ধীয়তে, ধার্য্যত ইতি ইন্দ্রঃ) ইন্দ্রেন সহিতো মর্ত্তঃ মরুৎগণঃ পরমে পদে (স্থানে) তস্থিবাংসং স্থিতবন্তং অগ্নিং চিকিত্বান্ জানন্ বিত্তৎ অলভত।

এজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছে, "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" মাণ্ডুক্য উপনিষদে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।" শ্বেতাশ্বতরে—যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এক কেবলঃ।" রু প্রকাশে দ্রু দ্রাবণে যাঁহার কার্য্যতায় মায়া ও তৎ কার্য্য দ্রব হইয়া যায়, লয় পায়, তিনিই রুদ্র। পশ্চাৎ ইন্দ্রের প্রাধান্য হইয়াছে। এজন্য পুর্ব্বে উদ্ধৃত একদেব বলিতে প্রথমেই ইন্দ্র শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋ ১।৭।৭ মন্ত্রে বলে, তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিনঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং॥ ঋ ১।৬।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রই সূর্য্য ৯।৬৩।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রই বিষ্ণু, ৪।৫৪।৫ মন্ত্রে ইন্দ্রই সবিতা। ইহাই একদেব-বাদের অন্য প্রমাণ। ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, মিত্র ইহারা দ্বাদশ আদিত্যের নাম মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। একই সূর্য্য স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র।

ঋ ১।১১৫।১ মন্ত্রে সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ বলিয়াছেন, তাঁহার তিন চক্ষু— মিত্র, বরুণ ও অগ্নি। ঋ ৫।৩।১ মন্ত্রে অগ্নিজাত হইতেই বরুণ নাম হয়। সমিদ্ধ হইলে মিত্র নাম হইয়া থাকে। সাধারণ নাম অগ্নি। এজন্য ঋ ১।১।১ মন্ত্রে বলে, অগ্নি উপাসককে প্রদান জন্য রত্ন ধারণ করে। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং॥ অগ্নির পুজন করিলে তিনি পুরের হিতকারী পুরোহিত দেব যজ্ঞের হোতা নামক ঋত্বিক্। তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন, যেমন গীতায় বলিয়াছেন, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। স্বয়ং জ্যোতি পুরুষই অগ্নি। কেহ বলেন, অগ্নি কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক। কার্য্য ব্রহ্মের মহত্ত্ব ধারণা করা দুরূহ জন্য অগ্নি প্রতীকে উপাসনা। যেমন ভূগোলে পৃথিবী প্রতীক (Globe) হিরণ্যগর্ভের তিনটি বিশেষণ। তিনি জ্যোতির্ম্ময়,

মায়াবৃত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা। যেমন তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে দেখিতে পাই—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম। মায়া আবরণেই হিরণ্যগর্ভের কার্য্যব্রহ্মের দেহ। অগ্নিতে জ্যোতিঃ আছে। ধূমাবৃত অগ্নি হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হয়। হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষার্থ তরবারি, তীর-ধনুকাদি নির্ম্মিত হয়। বেদনা হইলে ও শীত হইলে অগ্নির তাপে বেদনা কমে ও দেহ গরম হইয়া রক্ষা পায়। নেপোলিয়ান তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া মস্কো যান। অগ্নির উপযোগী কাষ্ঠাদি বা শীতবস্ত্রাদির অভাবেই লক্ষাধিক সৈন্য মারা যায়, অগ্নি এইজন্য হিরণ্যগর্ভের প্রতীক। ঘরে ঘরে সাক্ষাৎ দেখিয়া পূজা করিয়া আনন্দলাভ হয়। এইজন্য বলে অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং হৃদি দেবো মনীষিণাং প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ। বৌদ্ধগণ প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর মূর্ত্তি ও বুদ্ধদেবের পাষাণ মূর্ত্তি পূজা করিলে ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রতীক কালীমূর্ত্তি রচনা করেন। কালী নামটি অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম জিহ্বা। অগ্নি লেলিহান হইলে আহুতি দিবার বিধি। ভস্মে আহুতি দিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সেজন্য কালীর লেলিহান জিহ্বা লাল। সর্ব্বাঙ্গ কালো রঙে আবৃত ও ধূমাবরণ-স্থানীয়। গাত্রে সর্ব্বত্র লাল রঙের ডোরা দেওয়া। তাহা ধূমাবরণ মধ্যে অগ্নিস্থিত তাহারই দ্যোতক। চারি হাতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করিতেছেন। অগ্নি জড় এজন্য শুভ্র নিষ্ক্রিয় চিন্ময় পুরুষকে সাক্ষী করিয়া তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া সৃষ্ট করেন। দেখান হইয়াছে নিষ্ক্রিয় পুরুষ সর্ব্বব্যাপী। যেখানেই পা রাখ তাঁহার অঙ্গ মধ্যেই হইল। কেহ কেহ বলেন, কালীমূর্ত্তি সাধ্যমূর্ত্তি। প্রকৃতি যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারিণী, তিনিই সাধ্য, কি শুভ্র নিষ্ক্রিয় পুরুষই সাধ্য? অন্নপূর্ণা সাধ্য, কি ভিখারীটা সাধ্য? গীতায় ৮।১৮ শ্লোকের চিত্রাঙ্কন করিলে কালীমূর্ত্তি হয়। সাধনপ্রণালী গীতা ২।৭১ শ্লোকে উক্ত—বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ইহা চিত্রে অঙ্কন করিলে ছিন্নমস্তারূপ সাধনমূর্ত্তি হইয়া পড়ে। ছিন্নমস্তামূর্ত্তিটি এই যুবক-যুবতী আলিঙ্গনা-বস্থাগত। তদুপরি দেবী দণ্ডায়মানা। এক হস্তে শানিত অস্ত্র, অন্য হস্তে একটি কাটা মুণ্ড ধারণ করিতেছেন। নির্ম্মমভাবে নিজ মুণ্ড কাটায় নির্ম্মম ও যে মুণ্ডটি কর্ত্তিত হইয়াছে তাহা রূপক। অহঙ্কারের মুণ্ড কাটা হইয়াছে। ছিন্ন গ্রীবা হইতে বহু ধারায় রস নির্গত হইতেছে। আর একধারা হস্তস্থিত কাটামুণ্ড পান করিতেছে। এখানে বিচার্য্য বিষয় এই—যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন সুখ হইতে বড় সুখ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাই। সেই সুখকে উপাসক পদদলিত করিয়া

দাঁড়াইবেন যেমন দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। যে নিজের মুণ্ড কাটিতে পারে সে যে নির্ম্মম দেহাত্মক বুদ্ধিত্যাগী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মস্তকটি যে কাটা হইয়াছে তাহা দেহস্থ মুণ্ড নহে। কারণ দেহস্থ মুণ্ড কর্ত্তন করিলে সেই মুণ্ড কাটা দেহের হস্তে থাকিতে পারে না, মাটিতে গড়াইয়া পড়িবে। আর কাটামুণ্ডও ধারা পান করে ইহাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইহা রূপক কাটা, অহঙ্কারের মুণ্ডচ্ছেদ বলিয়াছে। যেমন ভাল সোডাওয়াটার যখন বোতলে থাকে, চুপচাপ থাকে, যদি তার ছিপি খোলে তবে জল লাফাইয়া উচ্ছ্বসিত হয়। প্রতি হৃদে 'রসো বৈ সঃ' পুরুষ থাকেন। সেই রসের ধারা উচ্ছ্বসিত হয় না যে পর্য্যন্ত অহঙ্কারের ছিপিতে রুদ্ধ থাকে। যেই অহঙ্কারের ছিপি বিদূরিত হয় অমনি শতধারে অমৃতের ধারা বহে। যে সাধক সেই একধারা পান করে আর তার সখা-সখীরাও বঞ্চিত হয় না, তাহারাও রসধারা পান করে। এই পর্য্যন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কথা বলা হইল।

অতঃপর পারমার্থিক বিষয়—পূর্ব্বে যে নিষ্ক্রিয় সর্ব্বব্যাপী সাক্ষী পুরুষের কথা হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারই সাধক। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আর্য্যগণ অসভ্য ছিলেন, তাহাদের দেবতার ধারণা নাই, হয় নাই। মেঘের গর্জ্জন, বজ্রপাত, বর্ষণাদি প্রভৃতিকে পূজন করিতেন। প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। তাহাতে পশ্চাৎবর্ত্তীকালে উপনিষদে যে সব অদ্বৈতবাদ আছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তবে সিনেমা হলে দৃষ্ট পদাবলী যেমন না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি ব্রহ্মে জগৎ বিবর্ত্তে প্রতীত হয়। বস্তুর স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিয়াও যদি অন্য বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন লোকে দেড় হাত রজ্জুর টুকরা অন্ধকারে দেখিয়া সর্প মনে করতঃ ভীত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়। যখন সর্প দেখিয়াছে তখনও রজ্জুই আছে, অচেতন রজ্জু সচেতন হয় নাই। তেমনি চিন্ময়ে মৃন্ময়তাবৎ দর্শন। যেমন ঐন্দ্রজালিক (যাদুকর) খেলা দেখায় তেমনি ইন্দ্র মায়া অবলম্বনে বহু হন। ঋ. ৬।৪৭।১৮ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইন্দ্র মায়াদ্বারা এক হইলেও বহুরূপে প্রতিভাত হন। যেমন একখানি আয়না তার গ্লাসখানি সমান সমান নহে উচ্চাবচ concave ও convex আছে। কতক অংশ সমানও (plane) আছে। তাহাতে মুখ দেখিলে একই সময়ে ৪।৫ প্রকার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোনটা ঠিক ঠিক সমান, কোনটা খুব লম্বা, কোনটা খুব চেপ্টা ইত্যাদি। আয়না বৈষম্যপূর্ণ, বহু মুখ দৃষ্ট হইল। তেমনি ত্রিগুণীমায়াতে প্রতিবিম্ব চিতের বহুত্ব। যেমন একটি

পুকুরে স্থির জলে চন্দ্রের একটিমাত্র প্রতিবিম্বপাত হয়। যদি পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠে তখন একটি একটি করিয়া চন্দ্র-প্রতিবিম্বসকল দৃষ্ট হয়। পুনঃ জল স্থির হইলে সেই সব এক প্রতিবিম্বে মিলাইয়া যায়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও তেমনি। পুকুরের পাড়ে যে সব তাল, খেজুর, নারিকেলাদির গাছ থাকে পুকুরের জলে ঠিক তেমনি প্রতিবিম্ব দেখা যায়। যদি জলে তরঙ্গ উঠে তবে সেই সব প্রতিবিম্ব যেন জড়াইয়া রূপান্তরিত হইতেছে মনে হয়। অথচ তীরস্থ বৃক্ষসকল যেমন তেমনি থাকে। তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে বিচারে সাব্যস্ত হয়। প্রত্যক্ষ ও বিচারলভ্য সিদ্ধান্তে গোলযোগ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কতিপয় ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা পুকুরের পাড়ে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল, এক বালক আসিয়া জলে এক ঢিল ছুঁড়িল। তখন চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে প্রত্যক্ষ হয়। একজন বলিলেন, আমাদের সবে ধন নীলমণি একটি চাঁদ আছে, তাহা আকাশের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাইতেছ যে আকাশেই আছে। সুতরাং চাঁদ জলের নীচে গিয়া নাচে নাই। অন্য জন বলিল, চাঁদ নাচে নাই ইহা ঠিক কিন্তু চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে ইহা অভ্রান্ত। তখন প্রতিপক্ষ বলিল, বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় আছে। বিম্বের অনুকরণমাত্র প্রতিবিম্ব করে। চাঁদ আকাশে নাচিলে তাহার প্রতিবিম্ব জলে নাচিতে পারে। যখন আকাশের চাঁদ নাচে নাই তখন জলস্থ প্রতিবিম্বও নাচে নাই। তেমনি নিশ্চল পুরুষে সচল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়। বিবর্ত্তবাদে রজ্জুসর্প ভ্রমস্থলে লম্বা রজ্জু ও সর্পের দেহ সহ কতকটা সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যে সর্পভ্রম হয়। এখানে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম স্থলে ব্রহ্ম অব্যক্ত, জগৎ ব্যক্ত। পুরুষ নিরবয়ব, জগৎ মায়ার সাদৃশ্য কোথায় যে ভ্রম ঘটিবে? প্রতিপক্ষ বলেন, সাদৃশ্য জন্য আদিতে এক ভ্রম ঘটে। তৎপর বিপরিণামে পুর্ব্বোক্ত জলস্থ বৃক্ষ-প্রতিবিম্বের রূপান্তরবৎ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। দ্বৈতবাদীর সৃষ্টিতত্ত্ব এই যে প্রথম আকাশ জন্মে, পশ্চাৎ বায়ু, তৎপশ্চাৎ অগ্নি (তেজ), তৎপর অপ্‌, তৎপর ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। যদি তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে "তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।" তখন সাদৃশ্য উপস্থিত। ব্রহ্ম নিরবয়ব, ব্যাপক ও অস্তি। আকাশও নিরবয়ব, ব্যাপক ও অস্তি। এই সাদৃশ্য অবলম্বনে ব্রহ্মে আকাশ ভ্রম হইতে বাধা নাই। বিবর্ত্তের পথে কিন্তু বিচার্য্য আকাশের শব্দগুণ আছে। ব্রহ্ম নির্গুণ সুতরাং যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তাহা আসিতে পারে না-ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যেমন দুধ হইতে দধি হয়। দুগ্ধে অম্লত্ব নাই বরং তদ্‌বিপরীত শর্করা আছে। দধি অম্লযুক্ত। এখানে দধির অম্লত্ব তেঁতুলজাত। তেঁতুলের সূক্ষ্মাংশ

দধিতে প্রবিষ্ট হইয়া দধিকে অম্লগুণবিশিষ্ট করিয়াছে। কারণে যাহা নাই তাহা যদি কার্য্যে প্রকাশ পায় তবে বুঝিতে হইবে উহা বহিরাগত উপাধি বশে ঘটিয়াছে। যেমন তেঁতুল বহিরাগত উপাধিযুক্ত হওয়ায় দধিতে অম্লত্ব ঘটিয়াছে, তেমনি আকাশের শব্দটি তেঁতুলের ন্যায় বহিরাগত বলিবে। কারণ ব্রহ্মে নাই কার্য্যে রহিয়াছে। অতএব আকাশ সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মে কারণ স্বীকার করিলেও শব্দগুণের জন্য বহিরাগত তৃতীয় পদার্থের অপেক্ষা রহিয়াছে। গুণ গুণীতে সমবেত থাকে, গুণীর সঙ্গে গতাগতি করে। তেমনি সেই শব্দগুণ যাহাতে আছে এমন তৃতীয় বহিরাগত উপাধিকে মায়া বলে। যদি শব্দগুণ বাহির হইতে গুণীর অংশ সহ আসিয়া থাকে তবে আকাশ ও তৎ শব্দগুণ উভয়ই সেই প্রকৃতি হইতে আগত। তেমনি আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশে স্পর্শগুণ নাই সুতরাং বায়ুর স্পর্শগুণ বহিরাগত। তেমনি বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। অগ্নিতে রূপ আছে বায়ুতে রূপ নাই সুতরাং তেজের রূপ বহিরাগত। তেমনি জল হইতে অপ্, অপে রস আছে তেজ নাই। সুতরাং অপের রস বহিরাগত। তেমনি ক্ষিতির গন্ধ রসে নাই সুতরাং পৃথিবীর গন্ধ বহিরাগত। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নির্গুণ পুরুষ হইতে আসে নাই, তৎপরিস্থিত কোন প্রকৃতি হইতে আগত। সুতরাং প্রকৃতি হইতে প্রপঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি বলাই সমীচীন। ব্রহ্ম হইতে নহে। অব্যক্ত ব্রহ্মের বিকৃতি সম্ভবে না। বিকৃতি হইয়া বিপরিণাম নাম লাভ করে। প্রকৃতির বিকৃতিতে জগৎ। সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বিপরিণাম নহে। ব্রহ্মে জগৎ যাঁহারা দেখেন তাঁহারা বিবর্ত্তে দেখেন বলিতেই হইবে। প্রকৃতি বা মায়া নির্দ্দোষ সমব্রহ্মে থাকে না। তাঁহার বাহিরেও স্থানাভাব অতএব তাহার "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে"।

ঋ. ১০।১২৯ সূক্তে এই সৃষ্টিটা কোথা হইতে হইল? প্রশ্নোত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদ যত আ বভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা বেদ।"

ইহার অর্থ—কেই বা তত্ত্ব জানে কেই বা বলিবে? কোথা হইতে এই সৃষ্টির উৎপত্তি ঘটিল, কেই বা সৃষ্টি করিল? দেবগণ ও সৃষ্ট তাঁহাদের জন্মের পুর্ব্বের কথা তাঁহারাই বা কি জানিবে? সুতরাং অল্পবুদ্ধি মানব জানিবে কি প্রকারে? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ (অক্ষ অধি আশ্রয়করতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক অর্থাৎ যাঁহার

ইঙ্গিতে জগৎ চলে) পরমব্যোমস্থিত পুরুষ তিনিই কি ব্রহ্মাণ্ডের ধারয়িতা অথবা তিনি ধারয়িতা নহেন। গীতায় ৯।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন, ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। তিনি ভূতে নাই ভূত তাহাতে নাই। তিনি এ সৃষ্টি কি তাহা জানেন অথবা তিনিও জানেন না। অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞাতেই জগতের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে, 'ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপর কিং চ নাস।'

এই সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্যু ছিল না। অমৃত ছিল না। দিবারাত্রিকাল ছিল না বা কালের চিহ্ন সূর্য্যাদি ছিল না। তবে কি ছিল? শূন্য নয়, বায়ুহীন অন স্বস্বরূপে একাই অখণ্ডৈকরস ছিলেন তাহা ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না। মৃত্যু অর্থ অব্যক্তা প্রকৃতি যিনি প্রলয়ে জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান। এজন্য তিনি জীব-জগতের মৃত্যু স্বসৃষ্টিনী। অন্যত্র শ্রুতিও বলেন—অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। অসৎ তমই মৃত্যু বলিয়া উক্ত। অন অর্থ (ন+ন) ন অস্তি ইতি ন। অর্থাৎ যাহার অস্তিতা কখনও নিষেধিত হয় না অর্থাৎ চির অবাধিত সত্তা সৎ। অমৃত হিরণ্যগর্ভ দেবতা (অজরামরা দেবাঃ) এবং দিবারাত্রকাল। সাধারণ প্রলয়ে এই মৃত্যু (অব্যক্তা) অমৃত (হিরণ্যগর্ভ) ও কাল থাকে। যেমন গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে" —প্রলয়ে সাক্ষী কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার রাত্রিকাল লইয়া অবস্থিতি করেন। অব্যক্তা জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় ঘটান। সুতরাং এই তিনটি প্রলয়ে লয় হয় না।

ঋগ্বেদোক্ত মহাপ্রলয়ে এই তিনটি লয় পায়। কেবল অন থাকেন। সৎ থাকে, অসৎ লয় পায়। যেমন গীতা ২।১৬ বলে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" এই শ্লোকে বেদান্তের যাহা মূল মুখ্যমন্ত্র সেই বাক্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে। উপনিষদ বলে, সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্। পাইতেছি অদ্বিতীয় একজন গীতার ভাষায় "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" নির্দ্দোষ অর্থাৎ দোষ পাপ মায়াবিহীন, সর্ব্ববৈষম্যবিহীন পুরুষ একমাত্র ছিলেন। স্বচক্ষের প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সূর্য্য, চন্দ্র, পর্ব্বত, সাগর, বৃক্ষলতা, তৃণ, দেব, যক্ষরক্ষ, তির্যক্ প্রাণিগণ রহিয়াছে। অশনা পিপাসায় কাতর হইয়া অন্নচিন্তায় বিভোর। গুরু শিষ্য রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে কথাবার্ত্তা বলিতেছে অথচ ইহা নাই, মুখে বলিলেই হইল। ভাগবৎ পুরাণ বলিতেছে—মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্

কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ" জগৎ মনের বিলাসমাত্র। কেননা যখন মন নিষ্ক্রিয় হয় তখন জগৎ ভাসে না। যেমন সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও ক্লোরফরমকালে। আর যখন মন জাগে তখনই জগৎ জাগে জাগ্রতে ও স্বপ্নে এতদুভয়ই মনের ক্রিয়াদ্বয়। সুতরাং একই কর্ত্তা ক্রিয়াদ্বয় একজাতীয় হইবে। তাই জাগ্রৎ দীর্ঘ স্বপ্ন।

আমরা দেখি আজকাল সিনেমা হলে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত "আনন্দমঠ"নামা উপন্যাস ফিল্ম হইয়া অভিনীত হইতেছে। আজকাল বঙ্কিম কে তাহা জানে না। তাহারা মনে করে যে আনন্দমঠে স্বাধীনতার যুদ্ধ বন্দে মাতরম্ আদি যাহা জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে দেখিতেছি উহা সত্য ঘটনা। যাঁহারা তত্ত্ব জানেন তাঁহারা জানেন যে বঙ্কিমের মনের সৃষ্টি ঐ আখ্যান। সেই মনের সৃষ্ট বিষয় লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। তেমনি দেখি একটি চারি বর্ষের বালক বাহিরে পুকুরের দিকে যাইতে চাহে। মাতা কত পাহারা দিবেন। তিনি এইটি বারণার্থ বলিলেন—খোকা শুনিয়াছ যে ঐ পুকুরের পাড়ে ঘোগ বাসা করিয়াছে, তথায় যাইলে ঘোগ কামড়াইয়া মারিবে। সেই মাতার কপোলকল্পিত ঘোগের বিষয় সত্য বিশ্বাসে নিজে ত পুকুরের পাড়ে যায়ই না, তাহার অন্য সমবয়স্কদের মধ্যে এই বাক্য প্রচার করিয়া সকলেরই পুকুরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। এমনি দ্বৈতপ্রবণ কেহ মনে সৃষ্টি করিয়া বলিল—হাঁ, অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। কোন কথা ফেলা যায় না। কেহ না কেহ তাহা সৃজন করিয়া দল বাঁধে। বিচার কে করিবে? সকলেই জাগতিক সুখের অভিলাষী। মৃত্যুভয়ে ভীত আপনি অক্ষম দুর্ব্বল একজন শক্তিমানের সাহায্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই—তাই ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ হইয়া থাকে।

বেদ

বেদ শব্দ বিদ্ জ্ঞানে ধাতু নিষ্পন্ন। বেদ জ্ঞানের আকর বা খনি। অবস্তু নেতি করিয়া বস্তু মিলে জন্য অবস্তু কি তাহাও বেদে চর্চ্চিত হইয়াছে। এ জন্য বেদ বিজ্ঞান ও জ্ঞান পুর্ণ। ইহাতে বিংশ শতাব্দির ডাঃ আইনষ্টিনের মতবাদের কিয়দংশ পরিদৃষ্ট হয়। বেদ জ্ঞানরাশি। ব্যাকরণে বিদ্ ধাতুর নানা অর্থ দৃষ্ট হয়— "বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে বিন্তে বিদ বিচারণে। বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে।" বেদ শব্দ বিদ্ ধাতুর অন্য অর্থ হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা ব্রহ্ম বস্তুতে বিচরণ করে তাহাই বেদ। যাঁহার সত্তা চির অবাধিত তাঁহারই

মহিমা বেদ প্রচার করেন। আনন্দস্বরূপের ভূমানন্দলাভের হেতু জন্য বেদ বেদ। ব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য দ্বারা লভ্য নহে। কেবল শ্রুতি প্রমাণমূলক। এজন্য কঠ বলিয়াছেন—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। প্রমাণ-চতুষ্টয় অবলম্বনে যাহা স্থাপিত হয় তাহা সবই অবস্তু অচিৎ। তৎ সম্বন্ধে—সুপ্রসিদ্ধ ভাগবৎ পুরাণে ১১।২৮।৪ বলে—কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যা বস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। অবস্তু দ্বৈতে কিছু ভদ্র অভদ্র নাই। কারণ যাহা বাক্যে বলে, যাহা মনে চিন্তা করে তাহা সবই অনৃত।

ঋচ (ঋক) শব্দের শেষ বর্ণ 'অ', যজু শব্দের শেষ বর্ণ 'উ' এবং সাম শব্দের শেষ বর্ণ 'ম' লইয়া ব্রহ্মের প্রতীক ওঁ গঠিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে বলে—"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ, যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে। অর্থ—যে অক্ষর পুরুষকে জানে না তাহার সমগ্র ঋগ্বেদের ১৫,০০০ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল হইল? যে অক্ষর পুরুষে বিশ্বদেবগণ বাস করেন, যিনি সেই অমৃতস্বরূপকে জানেন তিনি অমৃত হইয়া যান। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ভাঃ পুঃ ১১।৭।৭ শ্লোকে বলে—যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমানঞ্চ বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্।" বর্ত্তমানে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মনবুদ্ধি দ্বারা অবস্তুর বিশ্লেষণরত। এবং তাহাতেই দুর্লভ মানবজীবন কৃতকৃত্য মনে করেন। তাঁহাদের Equation বা Formula যতই জটিল হউক না কেন, তাহার জন্য মেঘ জল বর্ষণ করে না, পৃথিবী শস্যশালিনী হয় না, রাজ্য রক্ষিত হয় না, প্রজা রক্ষিত হয় না। অথচ তাঁহাদের সেই মনোময় জিনিষ লইয়া তাঁহারা ব্যস্তসমস্ত থাকেন। ব্যর্থ শ্রমরত হয়েন। দেহাদির উৎপাদক রক্ষক যিনি তৎ চিন্তনে বিমুখ হন। শ্রুতি এই আত্মহনোজনগণের চ্যুতি হইতে আত্মরক্ষার্থ আত্মবান্ করিতে যত্নবান্। ইহাই শ্রুতির মহিমা। কেহ কেহ বলেন শ্রুতির অর্থ এই—বৈদিক যুগে অক্ষরলিপি-জ্ঞান ছিল না। সব কথা কানে শুনিয়া মনে রাখিত এজন্য শ্রুতি। ইহা যে ঠিক নহে তাহা ঋগ্বেদের ১।১৬৪।২৪ মন্ত্র দৃষ্টে জানা যায়—গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেন সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকং। বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ—অর্থ সপ্তছন্দ :—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুব্, বৃহতী, ত্রিষ্টুভ, পংক্তি, জগতী এই সাতছন্দ অক্ষর গণিয়া লিখিত। ঋ ১।১১২।২ মন্ত্রে শিষ্য পণ্ডিতের নিকট শিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। ঋ ৪।২০।৮ ইন্দ্র শিক্ষার নেতা। ঋ ১০।৭১ সুক্ত শিক্ষাবিষয়ক তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছে, যে মার্জ্জিত ভাষা শিক্ষা না করে সে লাঙ্গল

চালায় বা তাঁত বুনিয়া খায়। বেদান্তের মহামন্ত্রদ্বয় "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" এবং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥" ইহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।২ মন্ত্র হইতে গৃহীত। "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস" এই মন্ত্রের স্বধয়া তদেকং হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং এবং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস বাক্য হইতে নেহ নানাস্তি কিঞ্চন আসিয়াছে। তস্মাৎ হ অন্যৎ ন অপরঃ কিঞ্চন আস। তৎ একং স্বধয়া স্বস্বরূপেণ ছিলেন। ইহাই বেদ জ্ঞানরাশি।

কাল

ব্যাকরণে কাল সম্বন্ধে বলে 'কলয়তি ইতি কালঃ'। কালয়তি বা, কলয়তি মানে ধারয়তি, কালয়তি কলা বিস্তার করে। যেমন বটবীজ কালে শাখা-প্রশাখাদি কলা বিস্তার করে। কালয়তি নিক্ষিপতি অর্থে যে কাল বিশ্ব ধারণ করে। সেই কাল বিশ্বকে গ্রাস করতঃ স্বীয় কুক্ষিতে নিক্ষেপ করে। ইহাতে ধারণ, পোষণ ও বিনাশ তিন যাহা হইতে ঘটে তাহাকে কাল বলিতেছে। যখন পরমপুরুষ একক অবস্থান করেন তখন কাল, দিক্, দেশ যাহা পরিচ্ছিন্ন কারক তাহা থাকে না। যেমন ঐতরেয় উপনিষদে বলিয়াছেন—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥"

আত্মা তখন একাই ছিলেন; অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহা ইদং উৎপত্তির পূর্ব্বকালে। অন্য কিছু না থাকায় কাল, দিক্, দেশও ছিল না জানা যায়, দেশ না থাকিলে দেশের অধিবাসী থাকিতে পারে না। দেশ বা লোকই সেজন্য তিনি প্রথম সৃজনের ইচ্ছা করিলেন। দেশ না থাকা ও দেশ থাকা অবস্থাদ্বয় কালের জ্ঞাপক, 'স ঈক্ষত' বাক্যে ঈক্ষণ সৃজনের পূর্ব্বকালে ঘটিয়াছিল। ঈক্ষণ কাল ও লোক সৃজন মধ্যেও কাল বিরাজিত। শ্রুতি বলেন—

পরমাত্মার প্রাণ মনাদি নাই। 'অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।' ঈক্ষণ করিতে মন চাই। সৃজন করিব বলিতে বাগিন্দ্রিয় চাই, সৃজন করিতে উপাদান চাই, করণ চাই। এই সময় কাল উপস্থিত আছেন ইহা বলা অধিক। মন, বাক্, প্রাণ, কাল, উপাদান, করণ কোথা হইতে আসিল তাহাও চিন্তনীয়।

পুরুষ অর্থ 'পূর্ণং অনেন সর্ব্বম্ ইতি' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। "নির্দ্দোষং হি সমং

ব্রহ্ম” সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত জন্য সম। নির্দ্দোষ অর্থ দোষবিহীন। অর্থাৎ দোষ ও ভেদভাব বিবর্জ্জিত যাহা তাহাতে যদি দোষ ভেদ দৃষ্ট হয় তবে তাহা বহিরাগত উপাধির জন্য বলিতে হয়। সর্ব্বব্যাপী জন্য—অন্তর বাহির নাই। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরেও উপাধির স্থানাভাব। তত্রাচ উপাধি আছে বলিতে হয়। নতুবা জীব জগৎ বিশিষ্ট আমরা দাঁড়াই কোথায়? এই অসম্ভব সম্ভব ঘটাইবার জন্য (মা+আয়া) মায়া স্বীকার্য্য। এ কারণ বলে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া। পুর্ব্বে উদ্ধৃত মন্ত্রে ‘অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ’ বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করায় এক অক্ষর উপাধি স্বীকৃত যাহার পরে সেই পুরুষ। কেন উপনিষদও বলে, “তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি”। সেই পুরুষ দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া বিদিত, তাহা হইতে অন্য ও যে প্রপঞ্চের কারণ অক্ষর অব্যক্তা তাহা হইতে অধিক। ইহাতে অক্ষর অব্যক্তা উপাধি স্বীকৃত রহিয়াছে। পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর জন্য ইন্দ্রিয়াতীত কেবল নহে কালাতীত বলিয়াও অভিহিত। অবাঙ্ অমনা পুরুষ যে মন ও বাক্যদ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছেন তাহা সেই অক্ষর অব্যক্তা হইতে আগত বলিতে হয়। অক্ষরা যখন অক্ষরিত, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জন্য বহুত্ব রহিতাবস্থা। যখন ইনি ক্ষরিতা বা ক্ষোভিতা হন তখন গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটে, রজঃ ক্ষরিত হয় জন্য রজোগুণের প্রাধান্য। এই ক্ষরিতা অবস্থা হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায়। ঋ ১০।৭২।১-৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পুর্ব্বে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥ ২ ॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥ ৩ ॥
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥
যদ্দেবা অদঃ সলিলে সুসংবদ্ধা অতিষ্ঠত।
অত্রাবো নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরজায়ত ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রহ্মণঃ অন্নস্য পতিঃ অদিতিঃ এতা এতানি দেবানাং জন্মানি কর্ম্মার ইব কর্ম্মকারবৎ স যথা ভস্ত্রায়াং অগ্নিং সং অধমৎ প্রজ্বালয়তি তদ্বৎ দেবানাং পুর্ব্বে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত ॥ ২ ॥

দেবানাং যুগে প্রথমে দেবোৎপত্তেঃ পূর্ব্বকালে অসতঃ সৎ অজায়ত। তৎ আশা অনু অজায়ন্ত তৎ উত্তানপদঃ উপরি ॥ ৩ ॥

ভূর্জজ্ঞে উত্তানপদঃ ভুবঃ আশা অজায়ন্ত। অদিতেঃ দক্ষ অজায়তঃ দক্ষাৎ উ অদিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥

হে দক্ষ অদিতিঃ হি অজনিষ্ট যা তব দুহিতা। দেবা তাং অনু অজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥

যৎ যদা দেবাঃ অদঃ সলিলে সুসংবদ্ধা অতিষ্ঠত। অত্র অবঃ নৃত্যতাম্ ইব তীব্রো রেণুঃ অজায়ত ॥ ৬ ॥

অদিতি হইতে সব উৎপত্তি বর্ণিত। অদিতি অর্থ অখণ্ড, দিতি অর্থ খণ্ড। বেদে অদিতি দেবমাতা। অক্ষরাবস্থায় স্থিতা বলিয়াই অখণ্ডিতা। সূক্ষ্ম অংশ বিনির্গত হইলেই খণ্ডিতা বা ক্ষরিতা। যেমন অক্ষরণশীল কন্যাবস্থা ও রজঃক্ষরণ আরম্ভ হইলেই ক্ষরিতা—গর্ভধারণের যোগতা লাভ করে। কর্ম্মকারেরা ভস্ত্রাযন্ত্র সাহায্যে কয়লাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধাতুখণ্ডকে ব্যবহারোপযোগী করে, তেমনি ব্রহ্মণস্পতি অদিতিতে যোষিৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গর্ভধারণের উপযোগী করেন। এই ঘটনা দেবগণের পূর্ব্বযুগে ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ অব্যক্তা অসৎ, সৎ ব্যক্ত জগৎ প্রসব করিবার যোগ্যা হয়েন। এইটি "ওদনং পচতি" এই ন্যায়ে বলা হইয়াছে। একজন আলুভাতে ভাত রাঁধিবার জন্য হাঁড়ি চুলায় চাপাইয়াছেন, জল ঈষৎ গরম হইতে তাহাতে আলু দিয়াছেন, এখনও ধোয়া চাউল থালিতে রহিয়াছে, কয়েক মিনিটের পর জলে ছাড়িবেন, এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি করিতেছেন? তিনি বলিলেন, ভাত রাঁধিতেছি। হাঁড়িতে ফুটন্ত গরম জলে চাউল ছাড়িবার সময় হয় নাই। তত্রাচ চাউল ছাড়িলে ভবিষ্যতে ভাত হইবে এ জন্য ভাত রাঁধিতেছি বলা। ওদন অর্থ ভাত। এইটি "ওদনং পচতি" ন্যায় বলিয়া উক্ত হয়। এখানে অদিতি প্রকৃতি অব্যক্তভাব ত্যাগে ব্যক্ত জগতের কারণ হইতে যাইতেছেন। আসন্নসৎ-প্রসবিনী জন্য অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি" বাক্য রহিয়াছে। তাহাতে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ যে অসৎ তাহাতে সৎ-এর বীজ নাই। সুতরাং তাহা হইতে সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার। কেবল ইহাই নহে। অসৎ হইতে অসৎ-এর উৎপত্তিও সম্ভব নহে, কারণ অসৎ অভাবরূপা, তাহা হইতে অন্যভাব বা অভাব

ঘটিতে পারে না। তেমনি সৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি ঘটিতে পারে না। কারণ সৎ-এ অসৎ-এর বীজ নাই এজন্য সৎ হইতে অসৎ ঘটিতে পারে না। সৎ যদি দুই ভাগ হয় তবে উভয়েই পরিচ্ছিন্ন হয়। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা বিনাশশীল হয়। সৎ অবিনাশী অক্ষয় অব্যয়, তাহাতে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না। নির্ব্বিকারের বিকার বলা প্রলাপোক্তি মাত্র।

তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রে দেবগণের যে যুগে উৎপত্তি ঘটে সেই যুগে তাঁহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি ঘটে। এইটি আসন্না প্রসব-কারিণীর সৎ প্রসব। সৎ অর্থ ভাবাপন্ন হওয়া, মূর্ত্তিমান্ হওয়া। অসৎ অব্যক্ত ও সৎ ব্যক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দ পল্লীর "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত"। গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে আছে—

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥"

কার্য্য সূক্ষ্ম কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ কারণেই লয় হয়।

উত্তানপাদের উপরে আশার উৎপত্তি ঘটিল। কেহ কেহ বলেন, উত্তানপাদ অর্থ ভূমি বা বৃক্ষ, উৎকৃষ্ট রূপে পাদ মৃত্তিকায় বিস্তারিত করে এজন্য বৃক্ষ বা তদাশ্রয় ভূমিই সংসার বৃক্ষ। বৃক্ষাদির ধারয়িতা ভূ উপরেই অন্তরীক্ষ ধ্রুবলোক স্থাপিত। কেহ কেহ বলেন, লোক সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই প্রথম ঔষধির উৎপত্তি ঘটে, যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতার স্তনে দুগ্ধের ক্ষরণ পরিদৃষ্ট হয়।

আশা অশ্নুতে ইতি ব্যাপ্নুতে। গ্রাসকারীকে আশা বলে। কাল গ্রাসকারী। কাল, দিক্ ও দেশ দ্বারাই মায়া সব পরিচ্ছিন্নবৎ করে। কেহ বলেন, উত্তানপাদ অর্থ বিষ্ণু। বামনরূপী বিষ্ণু ত্রিপাদ বিস্তৃত করিলে ত্রিভুবন আক্রান্ত হয়। ঋ ১০।৯০।৩ শ্রুতি মতে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" বাক্যে দিবি বিস্তৃত পদ পাওয়া যাইতেছে। বে বেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু যেন সর্ব্বমিদং ততম্। সেই সর্ব্বব্যাপীকে যেন আবৃত করিয়া দিক্ কালাদিস্থিত। ঋ. ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ"—Self-supporting principle beneath and energy aloft. যেমন ভূমধ্যস্থিত আকর্ষণী শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, উপরে পতনক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়। স্বধাই মাধ্যাকর্ষণ। এজন্য কৃষ্ণশব্দবাচ্য। কর্ষতি ইতি কৃষ্ণ। যিনি চিৎ অচিৎ সব কিছু স্ব স্ব কক্ষচ্যুত না হয়, আকর্ষণ করিয়া স্বরূপে স্থিতিশীল করেন সেই অচ্যুত কৃষ্ণই আকর্ষক। পাশ্চাত্ত্য নব্য জ্যোতিষ বলে, এই সূর্য্য তাহার গ্রহ-উপগ্রহাদি বেষ্টিত হইয়া

Hercules-নামা fixed star-কে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এখন টেলিস্কোপের প্রভাবে বহু নব সূর্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাহাদের কেহ কেহ আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা ২০০-৬০০ গুণ বৃহৎ। এই সূর্য্যগণও গ্রহ-উপগ্রহাদি বেষ্টিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষে বিচরণ করিতেছে। তাহাদেরও কোন fixed star-কে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব। ঋ. ৯।৮৬।১৯ ও ১০।১৪৯।১ মন্ত্রে সূর্য্যের মহাকর্ষণরূপ সঙ্কর্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন বর্ণিত আছে। ঋ. ১০।১৪৯।১ মন্ত্রটি এই সবিতা—যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ। অরম্ণাৎ= অরময়ৎ সুখেন অবস্থাপয়তি। অস্কম্ভনে পতন-প্রতিবন্ধকং আলম্বনং স্কম্ভনং। তদ্ রহিতে স্থলে দ্যাম্ অপি অদৃংহৎ দৃঢ়ীকৃতবান্। যথা অধো ন পততি তথা আত্মীয়ৈ এব উপায়ৈঃ অবস্থাপিতবান্ ইত্যর্থঃ। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে শ্রুতি "সূত্রাত্মা" বলেন। গীতায় ইহা সূত্রে মণিগণা ইব বাক্যে বলিয়াছেন। ইহাই মাধ্যাকর্ষণকারক দেবতা। ইহাকে gravitation field বলিতে বাধা নাই। উক্ত Hercules-এর অর্থ সংস্কৃতে হরিকুলেশ। হরিকুলেশ কৃষ্ণই সব আকর্ণ করিয়া স্থিতিশীল করেন। কৃষ আকর্ষণে গ্রহগণের কক্ষ বক্র। কেহ সেই বক্র কক্ষচ্যুত হয় না, দেবনরাদিও তাঁহারই কার্য্যতায় স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় না সেইজন্য তিনি অচ্যুত। উত্তানপদ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইল। কালে ভুবলোক উৎপন্ন হইল। অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটিল এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম হইল। কাল সূর্য্যোদয়ান্ত দ্বারা নিরূপিত হয়। দিবারাত্রি বিভাগ হয়। সেই সূর্য্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতি ৩।১৯ বলিয়াছেন, আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্। তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌঃ। অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ। সূর্য্যরূপ কাল সহ দ্যৌ ও পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটিল। অন্তরীক্ষে সূর্য্য স্থিত। ত্রিভুবনের উৎপত্তি বলা হইল। সূর্য্যের উৎপত্তি সহ কালের উৎপত্তিও বলা হইল। কাল উৎপত্তিশীল বলিয়া বিনাশশীলও বটে।

শ্রুত্যন্তরে অদিতি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন ঋ. ১।৮৯।১০ মন্ত্রে অদিতির্দ্যৌর-দিতিরন্তরিক্ষমদিতি মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবাদিতি পঞ্চজনা অদিতি র্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে দক্ষ কর্ম্মদক্ষ প্রজাপতি কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ঘটিল। যেমন ঋ. ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে ইহার উৎপত্তি

বর্ণিত। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতম্ সলিলং সর্ব্বমাইদং তুচ্ছ্যেনাভ্-পিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্। তাঁহার তপস্যার মহিমায় আভূকে (সর্ব্বব্যাপীকে) আচ্ছন্ন করিয়া তম প্রথমজের সৃষ্টি ঘটাইলেন। ইহারই নাম অদিতি হইতে দক্ষের উৎপত্তি। এবং দক্ষ হইতে আদিতির উৎপত্তি। বৃ. আ. ১।৪।৩ মন্ত্রে বলে "স বৈ নৈব, রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, পতি মনু বা দক্ষ। পত্নী শতরূপা বা অদিতি। হে দক্ষ, তোমার দুহিতা সেই অদিতি তিনিই দেবগণের মাতা। পশ্চাৎ তিনি দেবগণের সৃজন করিলেন। এইজন্য এই ভদ্রাকে অমৃত বা দেবগণের বন্ধন আবরণী বলে। সংসার বৃক্ষে বন্ধনের হেতুস্বরূপা বলে। ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মণীযা।" ভদ্রা মহামায়ার নামান্তর। তাহা মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর উত্তর চরিত্রে ৫।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতা স্ম তাম্। যখন দেবগণ সেই ব্যাপক কারণ সলিলে সুষ্ঠুরূপে ভাসিতেছিলেন তখন তাহাদের নৃত্যবৎ রেণুর উদ্ভব ঘটে। পদচাপ বা Pressure-জন্য রেণু mass-বিশিষ্ট atom ও velocity জাত হয়। রেণু Atom তীব্রগতি velocity। পরিচালয়িতা ব্যতীত জড়ের সম্ভবে না।

অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় না নিশ্চিত হইলে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। তবে এই চন্দ্রসূর্য্যাদিবিশিষ্ট জগৎ এবং তাহাতে বাসকারী আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথাই বা যাইব? ঠিক এই প্রশ্ন প্রাচীনকালে ঋষিদিগের মনেও উঠিয়াছিল তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ বিবৃত আছে, ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১ ॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

ইহাতে ওঁ মঙ্গলাচরণার্থ প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পর আলাপ-আলোচনার কালে বলিলেন—ব্রহ্মই কি জগৎ কারণ? কেন এই প্রশ্ন উঠিল? কারণ কঠ উপনিষদে বলে, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ পুরুষ কৃত কার্য্য ও অকৃত কারণ হইতে অন্য, বিলক্ষণ। যদি ব্রহ্মই কারণ হন তবে তিনি কি নিমিত্ত, উপাদান উভয় প্রকার কারণ? যেমন মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে রস উপাদান দিয়া সূত্র নির্ম্মাণে জাল রচনা করে। অথবা কেবল নিমিত্ত কারণ, যেমন কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণের নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকা উপাদান কারণ। তেমনি ব্রহ্ম শুধু নিমিত্ত কারণ হইলে জগতের উপাদান কারণ কি? আর যদি ব্রহ্ম কোনই কারণ না হন তবে কি কার্য্যরূপ আমরা ও আমাদের আবাসভূমি জগৎ কারণহীন কার্য্য? কার্য্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং কারণেই পুনঃ লয় হয়। যেমন ঘট মৃৎ উপাদানে নির্ম্মিত হয়। ঘট চূর্ণ করিলে পুনঃ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। তবে কি আমরা অব্রহ্মে লয় পাইব? কি হেতু জীবনধারণ করিয়াছি? জীবনধারণই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? জীবজগৎ চিৎ-অচিৎময়। চিৎব্রহ্ম কারণ না হইলে জীবদেহের দেহী কি চিৎ নহে? বিশ্বের চিদাংশ চিতেই লয় হইবে ও অচিৎঅচিতে লয় হইবে। যদি ব্রহ্ম কারণ না হন তাহা হইলে চিৎ অচিতে লয় হইবে কি? আমরা কি নিরাশ্রয়? আমরা যে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তাহারই বা হেতু কি? গীতা ৯।৪,৫ শ্লোকে বলে—যিনি সর্ব্বব্যাপী, "যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্," তিনি সর্ব্বভূতকে ধারণ করেন না। তাঁহাতে ভূতগণ নাই, তিনিও ভূতগণে নাই। তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়। এজন্য চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণ গাঢ় ধ্যানে ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন, দেবতার আত্মশক্তি স্বকীয় সত্ত্ব রজঃ তমাদি গুণে আবৃত হইয়া নিগূঢ়ভাবে স্থিত আছে। কালে আত্মাদি যুক্ত হইলেই আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্ভবে। সুতরাং আর ভয় নাই। সুখ-দুঃখের তিনিই হেতু। কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত যে সকলের উল্লেখ হইয়াছে ইনি তাহাতে অধিষ্ঠিত। যদি ইহাতে সংশয় কর তবে অনবস্থা দোষে পতিত হইবে। তখন হয় কাল, নয় স্বভাব, নয়ত নিয়তি নতুবা যদৃচ্ছা ভূত কারণ মানিতে হইবে। পুরুষ (জীবাত্মাই)

কি ভূতযোনি, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। ইহাদের একে যদি সৃষ্টি না সম্ভবে, তবে ইহাদের সংঘাত জন্য সৃষ্টি বলিতে হইবে। জীবাত্মা অনীশ নিজেই সুখ-দুঃখে জর্জ্জরিত, তিনি স্রষ্টা হইতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ সংশয় নিরাকরণের ব্যবস্থা করুন। কালই যদি জগৎ কারণ বল তাহাতে বাধা দৃষ্ট হয়। কাল কি? কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। কাল বৈকারিক পদার্থের বিকার জন্মাইয়া বিপরিণাম করিতে পারে। নির্ব্বিকার পুরুষ বিকার জন্মাইবার সামর্থ্য রাখে না। জড়াংশের বিকৃতি ঘটে দৃষ্ট হয়। চিদাংশের বিকৃতি ঘটান সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ঋক্ মন্ত্রে কালে অসৎ অক্ষর অব্যক্তা ক্ষরিতা হইয়া ব্যক্ত জগৎকে প্রসব করেন বর্ণিত হইয়াছে। বিনাশশীল কাল অচেতন, চেতনের উদয়ে লয়প্রাপ্ত হয়। যেমন ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ"। কাল absolute নহে, তমের সহ আসে, পুনঃ তমর সহ বিলীন হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ঋকে কাল পূর্ব্বভাবী, পশ্চাৎদেশ space বা লোকসৃষ্টি বলে। কাল ও দেশই তমের পরিচ্ছিন্ন করিবার যন্ত্র বা করণদ্বয়। তাহা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলা রজোগুণের প্রভাবেই বলে। একত্ব দর্শন সত্ত্বগুণের ও পৃথক্ দর্শন রজোগুণের ব্যাপার, ইহা গীতার ১৮।২০,২১ শ্লোকে বর্ণিত আছে—সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥ পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

Time ও space unbounded-কে bounded-বৎ করে। গণিতশাস্ত্রে circle ও ellipse bounded আর parabola ও hyperbola unbounded বলিয়া গৃহীত হয়। অথচ universe absolute নহে—পরিচ্ছিন্ন। আমাদের শাস্ত্রে পুরুষ অনন্ত অসীম। আর সকলি সসীম। মায়া বা তম বা প্রকৃতি যে নামই দাও উহা পরিচ্ছিন্ন। ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ যেন পুরুষকে পরিচ্ছন্ন করে। ঐতরেয় উপনিষদ বলে—আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ আত্মা একাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। ইদং পদবাচ্য দেশ বা লোক ছিল না সেই কালে। সুতরাং দেশ বা লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে কাল চিন্তনীয় বিষয় ছিল। এজন্য Time, space-এর পূর্ব্বভাবী। ইহাতে Time-এ space-কে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পুরুষ (নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম) সম সরল আর প্রকৃতি বিষম বক্রা। কঠ শ্রুতিতে "অবক্রচেতসঃ" বাক্য রহিয়াছে। তাহাতে জানা যায় বক্রা প্রকৃতিতে সবই বক্র। যেমন গ্রহ,

নক্ষত্র, পত্রপুষ্পাদি। চিত্ত যদি অবক্র না হয় তবে সে সমের ধারণা করিতে সক্ষম হয় না। রজ্জু যতক্ষণ সরল থাকে ততক্ষণ বন্ধনযোগ্য হয় না। বক্র হইলেই বন্ধনকারী হয়। রজোগ্রন্থিই বক্রার বন্ধন। কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, বল, দর্পাদি রজোগুণের বৃত্তি মানুষের বিচার-শক্তিকে গ্রাস করে—"মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥"—গীতা ৩৩৭। কামের দ্বারাই বন্ধন করে, ইহা ঋ. ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই। কামস্তদগ্রে সমর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি। যখন তাঁহার কামনা হইল বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব, তখনই অসতের দ্বারা সৎ-এর বন্ধন ঘটিল। বক্রা প্রকৃতির রাজ্যে সরল কিছুই নাই। আলোর গতিরেখা পর্য্যন্ত বক্র। শাস্ত্রে ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য বুঝাইবার জন্য যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা ওঁ। এই ওঁকারের তিনটি ভাগ। দুইভাগ বক্র তদূর্দ্ধে বিন্দু স্থিত। অস্তিতাজ্ঞাপক বিন্দু নিস্ত্রৈগুণ্যে। যিনি অস্তি তাহা মন বাক্যের অতীতে অতীব সূক্ষ্ম বলিয়া বিন্দু দ্বারা লক্ষিত। কিমস্তি? অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং—অস্তি ইহারই প্রকাশক। ওকার দৃশ্যপ্রপঞ্চের প্রকাশক। উহার উপরের বক্রাংশ সত্ত্বগুণের, মধ্যের গ্রন্থি রজোগুণের ও নিম্নের বক্রাংশ তমোগুণের দ্যোতক। ওকারের উপরে যে বক্ররেখা তাহা দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণ যে অব্যক্তা প্রকৃতি তাহার প্রকাশক। বক্র রেখাংশ হইতে bounded circle, ellipse-ও হইতে পারে, unbounded parabola কি hyperbola-ও হইতে পারে। কি যে স্বরূপ তাহা অবিদিত জন্য কেন উপনিষদে বলিয়াছে "তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি।" উহা সৎ কি অসৎ, কি সদসৎ বিলক্ষণ তাহা বলা যায় না বলিয়াই অবিদিতা, অনির্ব্বচনীয়া অচিন্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। অচেতন পদার্থ চেতন দ্বারা চালিত হইয়া চেতনবৎ কাজ করে। যেমন (machine) যন্ত্রাদি।

সংস্কৃতে কাল শব্দ চেতন পুরুষকেও বুঝায়, যেমন গীতায় ১১।৩২ শ্লোকে বলে, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" সেই মহাকালই একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। কাল হইতে উৎপত্তি কালেই লয় হয়। গীতার ১৩।১৬ শ্লোকে বলে—ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।

অচেতন কাল যাহাকে time বলে তাহা হইতে বিলক্ষণ। যেহেতু অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই, সুতরাং কাল সৃজন করে বলা যায় না। সৃষ্টিতে সৌরকিরণও অবক্র নহে। লতাপাতা তৃণগুল্মাদি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর বৈষম্য ও বক্রতায় পূর্ণ। Dr. Einstein গ্রহকক্ষের বক্রতা উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, পর্ব্বত

গহ্বরাদির জন্য ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে ভূলোকের উর্দ্ধে পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বলোক, সোমলোক, বিদ্যুৎলোকাদি আছে বলিয়াছে এজন্য পর্ব্বতাদির উচ্চনীচতার জন্য কক্ষের বক্রতা ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। পূর্ব্বের উদ্ধৃত ঋক্ মন্ত্রে দেবগণ কারণ সলিলে (নেবুলা জাতীয়) নৃত্য করায় তাঁহাদের পদচাপের (pressure) জন্য atom ও velocity-র উৎপত্তি হয় বলে। যখন ট্রেন চলে তখন সেই ট্রেনস্থিত যাত্রিগণেরও দেহে গতি উৎপন্ন হয়। তেমনি এই সচল দেহের অণুসকলও গতিবিশিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ব্যান বায়ু সপ্ত ধাতুর অণু লইয়া শরীরের ক্ষত পূরণের জন্য সদাই ক্রিয়াশীল। ইহা প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের ষষ্ঠ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। দেহে ৭২,০০০ সূক্ষ্ম নাড়ী বিদ্যমান। ইহাও রেণুর নৃত্য, ইহা যেমন ব্যষ্টিতে তেমনি সমষ্টিতে বিরাট্ পুরুষের দেহে ঘটিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতে যে higher dilution করে তাহাতেও সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম atom-এর দ্বারা রোগের প্রতিক্রিয়া ঘটান হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদের সূচীকাভরণ বা injection-ও atomic বিষয়ক ব্যাপার বটে।

ত্রিগুণা প্রকৃতি বৈষম্যে সৃষ্টি করে। প্রকৃতির বিকৃতির বিকৃতি তস্য বিকৃতিতে জগৎ, সমতা প্রকৃতির কুষ্ঠিতে মিলে না। যেমন একটি সর্ষপদানা লাল রঙ গোলাকৃতি তেল-খোল-বিশিষ্ট। তাহাকে মৃত্তিকায় স্থাপন করতঃ দুই দিন জল দিলে চতুর্থ দিন দেখা যায় যে, তাহার উপরের লাল রঙের ছোবড়া উঠিয়া গিয়াছে। গোলাকৃতি স্থলে ঈষৎ লম্বাকার হইয়াছে। এখন উহা পিষিলে তেল-খল স্থলে রস ও আঁশ মিলিবে। কেবল এইমাত্র বিকৃতি ঘটে নাই। ঐ লম্বাকৃতি পদার্থে দুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে। একাংশ শ্বেতবর্ণ, অপরাংশ সবুজবর্ণ। শ্বেতাংশকে জড় বা মূল বলে। সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। শ্বেতাংশ মূল মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, আর সবুজাংশ আকাশ হইতে নাইট্রোজেন, অকৃসিজেনাদি টানিয়া লইয়া আপনাকে হৃষ্টপুষ্ট করিতে সমর্থ। যদি শ্বেতভাগ উপরে রাখিয়া সবুজকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করা যায় তবে উহা মরিয়া যাইবে। কারণ উহা সবুজ মৃত্তিকা হইতে রস টানিতে অক্ষম ও শ্বেত আকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। সর্ষপদানার এই যে বিকৃতি বা বৈষম্য উপস্থিত হইল ইহার কারণ মৃৎ, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত রূপ বহিরাগত উপাধি। সর্ষপ বৃক্ষরূপে পরিণত হইল, ডাঁটা, পাতা, হলদে ফুল, সবুজ ফল হইল। প্রত্যেকের স্বাদ বিভিন্ন, রসের বৈষম্য জন্যই বলিতে হইবে। ফল পাকিলে খোসা ছাড়াইলে উপাধি অপগতে পুনঃ সেই

তেল-খল-বিশিষ্ট লাল রঙের সর্ষপদানা আসিয়া হাজির। ইহাতে জানা গেল যে, কোন বস্তু তাহার স্বরূপ ত্যাগ করে না। উপাধিবশে atom, velocity বা motion আদি নানাত্ব। ইহা বিবর্ত্ত না পরিণাম? বস্তর স্বরূপচ্যুতি না ঘটিয়া যদি অন্য বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন মৃৎ ও ঘট। তেমনি মায়া উপাধিবশে জীব জগতে নানাত্ব। নতুবা পুরুষ একক, অক্রিয়, তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ। গীতায় বলে—"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" ঋ ১০।৭২।৮ বলে, অদিতি আট পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপ্তসূর্য্য সপ্তাশ্ব মেরু সন্নিহিত দেশে সাত মাস আলোক প্রদান করেন। পাঁচ মাস রাত্রি থাকে। অষ্টম মার্ত্তণ্ডকে তিনি সর্ব্বোপরি নিক্ষেপ করেন। সেই মার্ত্তণ্ড বিশ্ব জগৎ ধারণ করেন। ঋ. ১।১১৫।৬ "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" অন্যত্র সূর্য্য দ্বাদশসংখ্যক দৃষ্ট হয়। আত্মরূপী সূর্য্য জগতের স্থিতির হেতু। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি সৌরজগৎ আছে। ইনি এই সকলের স্থিতির হেতু। ইনি absolute এবং fixed। আর সব গতিশীল পরিচ্ছিন্ন। বক্রার কুক্ষিগত বক্র কক্ষে পরিচালিত। অপরিচ্ছিন্ন এই জ্যোতির্ম্ময় ধারকই মাধ্যাকর্ষণে আকর্ষিত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন। ইহাকেই নব্য বিজ্ঞান Gravitation field বলিয়াছেন। ইনি unbounded মায়াদ্বারা bounded-বৎ প্রতীত হন। বক্রা মায়ার বক্রতার শেষ নাই। ইনি "ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটি কোটি প্রসূযে।" এজন্য জলন্ত Galaxy এই সৌরজগৎ ত্যাগে চলিয়া গেলে heat death জন্য মহাপ্রলয়ে সব "একীভবতী" হইলেও ভয় নাই। সেই অমৃতস্বরূপ পুরুষ আছেন, তাঁহার শান্তিবর্ষণে সব প্রশান্ত হইয়া অমৃতের ধারা বহিবে। সশঙ্কিত চিত্ত Barnett বলিয়াছেন—There will be no light, no life, no warmth, nothing but perpetual and irrevocable stagnation. Time itself will come to an end. মহাপ্রলয়ে এইরূপই ঘটে। ভাঃ পুঃ ৩।১১।৩০ ত্রৈলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা।

ঋগ্বেদে ১০।১২৯।২ মন্ত্রে মহাপ্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাসকারিণী অব্যক্তা প্রকৃতি ছিল না, হিরণ্ময় দেবতা ছিল না, দিবারাত্রি-কারক কাল ছিল না। কেবল অন ছিলেন। (ন+ন) নাস্তি নহে চির-অবাধিত সত্তা সৎ। স্বধা-স্বম্ আধত্তে অর্থাৎ স্বপ্রকারে স্ব স্বরূপে ছিলেন। মায়া প্রভাবে নব কায়ার পুনঃ সৃষ্টি ঘটিতে বাধা নাই! শ্রুতিবাক্যে আস্থা করিলে সেই অভয় পদে স্থান পাইবে সন্দেহ নাই।

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বৈষম্যার বৈষম্য ত্যাগে যতই একতাপূর্ণ নিয়মাবলী করিতে চাহেন ততই নূতন বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে এবং তজ্জন্য Neutron, Proton, Electron, Photon, Probabilities আদি নামের সৃষ্টি করিতেছেন। আলোক কেহ কেহ Waves এরূপ দেখেন, কেহ Particles রূপে দেখেন, এজন্য অন্যে তাহাকে Wavicles বলেন। অর্থাৎ কি যে তাহা বলা যায় না। সৃষ্টিটা মোটের উপর সুশৃঙ্খল বলা হইলেও ত্রিগুণা মায়ায় স্বরূপের যে শৃঙ্খল তাহার শেষ নাই বলিয়া অবিদিতা। তাঁহারা Mass ও Velocity-তে Illusory ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। Principle of Indeterminacy বলিয়াও পুনঃ ·000000000000000000000000006624 নামা Plank's Constant গ্রহণ করিয়া যেন সামঞ্জস্য বিধানে প্রযত্নশীল। ইহাতে মনে করিতে হয় যে Quantum Theory গ্রহণকারিগণ বলিতে চান যে ঈশ্বর বা প্রকৃতি সৃষ্টিকালে এই Constant-টি স্মরণ রাখিয়া সৃষ্টিকার্য্যরত হইয়াছিলেন। কালে লোকেরা সেই Constant ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গণিতাচার্য্যগণ বর্ত্তমানে তাহা ধ্যান-যোগে জানিয়া তাহার পুনঃপ্রচার করিলেন। যেমন গীতায় ৪।১, ২, ৩ "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥

আমেরিকার লিঙ্কন বারনেট নামা প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ১৯৫২ সনে The Universe and Dr. Einstein নামক এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে Einstein এক foreword লিখিয়াছেন। সেই পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছেন—Plank had no evidence for such an assumption for no one knew anything (then and now) of the actual mechanism of radiation. But on purely theoretical grounds he concluded that each quantum carries an amount of energy given by the equation E=h, v where v is frequency of the radiation and h is Plank's Constant, a small but inexorable number. যাহার কোন দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ নাই তাহার উপর নির্ভর করিয়াই Law of Quantum and Relativity স্থাপিত। পূর্ব্বে উল্লিখিত Wavicles আদি শব্দে যাহা formula number যাহা illusory তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলী predict করা হইয়াছে। শত inorganic পদার্থের মধ্যে hydro-

gen ও uranium—এই দুয়ের atom মাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। Freaks of nature তাহাতে কত আছে, তাহা অপরীক্ষিত থাকিলেও exception proves the rule—আইনানুসারে পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সুসজ্জিত হইয়াছে। Organic Chemistry Metaphysician-এর Metaphysics-এর জন্য পৃথক্ রাখা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি জড়—ইহা বেদে সুস্পষ্ট। মন সম্বন্ধে ঈষৎ চিন্তা করিলেই তাহাতে সন্দেহ থাকে না। মনের বহু কার্য্য থাকিলেও চিন্তন ও স্মরণ তাহার বিশেষ বৃহৎ ব্যাপার। মনের স্মৃতিশক্তি ও চিন্তনশক্তির হ্রাস হইলে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণও রোগীকে ঔষধ পথ্য দিয়া মানস রোগ আরোগ্য করেন। অর্থাৎ মন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া পুনঃ স্মরণ-চিন্তন-কার্য্য অবাধে করিতে পারে। যে ঔষধ ও পথ্য দ্বারা মন হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহা জড় অচেতন। সুতরাং মন জড় অচেতন। অন্যরূপেও দেখা যায়। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্যমাত্রই অচেতন। মন কখন কামার্ত্ত হয়, কখন ক্রোধান্বিত হয়, কখনও বা হর্ষান্বিত হয়। এই যে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার কেহ দ্রষ্টা আছে কিনা? আমি-নামা ব্যক্তি এইসকল অবস্থান্তর দেখেন বলিয়া সেই দ্রষ্টা দৃশ্য মন হইতে পৃথক্। এবং মন দৃশ্য বলিয়া জড় অচেতন—ইহা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। যাহা জড় তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। মনও পরিবর্তনশীল সুতরাং মন জড়। সাংখ্যকার সিদ্ধমুনি কপিল মনের বিকৃতিজাত পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত বলিয়াছেন। জড় মনের বিকৃতি জড় পঞ্চভূত ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি অবস্থাগত হয়। তাহা হইতেছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যখন দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই বারোটি উপাধি ঘাড়ে চাপে তখন জাগ্রত। যখন দশজন নিরস্ত, কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে তখন স্বপ্ন। আর যখন মন বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট তখন সুষুপ্তি। তখন আমি-নামা ব্যক্তি একক বড় সুখে থাকেন। সকালেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলেন, বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। যাহারা শোকার্ত্ত বা রোগার্ত্ত তাহাদেরও তখন রোগ শোক থাকে না। উঠিয়া বলেন, বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, বেদনা যাতনা কিছুই জানি নাই। অর্থাৎ আমি-নামা ব্যক্তি সুখময়। যখনই মন জাগে, রোগ শোক সঙ্গে সঙ্গেই জাগে। অর্থাৎ মনই দুঃখের পশরা বহন করে, আমি নয়। ইহা অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যখন কাহাকেও সার্জ্জন ক্লোরোফরম্ করিয়া কোন অঙ্গচ্ছেদ করেন তখন ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাবে দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং রোগী জানে না যে অঙ্গচ্ছেদ করিতেছে, বড় দুঃখ যাতনা পাইতেছে—যেই ক্লোরোফর্ম্ম নিঃশ্বাসসহ বাহির

হইয়া যায়, মন জাগে—দুঃখ আরম্ভ হয়। তখন আমি-নামক ব্যক্তি থাকিলেও দুঃখভোগ করে না। ইহাতে জানা যায় যে মন দুঃখের পশরা বহন করে—আমি নয়। এজন্য গীতায় ১৩৩১ শ্লোকে আছে—শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। এই জড় মন জড় দেহের দুঃখের হেতু। তাহার atom সমীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? তাহার দিকে আদৌ ধ্যান না দিয়া সর্ব্বজাগতিক atom ও system-এর সার্ব্বজনীন নিয়ম সুশৃঙ্খলার বিধান জারি করাটা সমীচীন মনে হয় না। Einstein Gravitation field এবং Electromagnet field আদি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বৈদিক ধারায় সর্ব্বাধিকারী সঙ্কর্ষণ দেব বা কৃষ্ণ স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ; এবং সদা বৈষম্যযুক্তা মায়া Electromagnetic আদির বৈষম্যকারিণী বলিলে সহজ হয়। পুরাণে কৃষ্ণের চারি দেহ মধ্যে সঙ্কর্ষণ পাতালে থাকিয়া পৃথিবী ধারণ করেন ও কালে তাঁহার মুখানলে দহন করেন—এমত বর্ণিত আছে। ইলেকট্রিসিটির Alternating Current ও Direct Current দ্বয়ে বৈষম্য। Neutron-এ Proton ও Electron রূপ বৈষম্য, Mass ও Velocity-র রূপ বৈষম্য, Light, Heat, Force, Magnet আদি বৈষম্য। বৈষম্যা মায়া বা প্রকৃতি সর্ব্ববিকৃতির আধার হইতে ঘটে বলিতে বাধা দেখি না। Light is life. যেথায় light কম, তথায় life দৃষ্ট হয় না। যেমন মেরুদ্বয়ের সন্নিহিত প্রদেশ চির-বরফাবৃত। কোন তৃণবৃক্ষ-লতাদি নাই। Vacuum বা Void আলোকহীন। তথায় life আছে কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন না, আছে Atom বা System. যে গতিশীল তাহার start কে দিল? চেতন কর্ত্তা হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। সুতরাং সেই জ্যোতিঃ এই সকলকে গতিশীল করতঃ কক্ষচ্যুতি নিবারণ করে। Ray বিষয়ে বিজ্ঞানবিদ্ মতে Spectrum দৃশ্যে চক্ষুগ্রাহ্য অংশ অতীব অল্প। চক্ষু ক্ষীণশক্তি ইহা স্বীকৃত। Gama Ray, Ultraviolet Ray, Radio Rays, X-Rays, আদি চক্ষু দেখে না। যন্ত্রে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া ঘটে তাহা রজ্জুসর্পবৎ, মন দেখে কি চক্ষু দেখে ইহাও চিন্তনীয়। স্বল্প-দর্শনশক্তি চক্ষু দেখে বলিয়া প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ মন দিয়াই দেখে। যন্ত্রে তেমনই দর্শন ঘটে। চক্ষু দ্রষ্টা কিনা তাহাও বিচার্য্য—আমি ব্যক্তি চশমার ন্যায় চক্ষু করণের ব্যবহারকর্ত্তা। Atom ও Mass-বৎ Electricity ও Magnet-ও illusory বলিতে হয়। তেমনি time and space কেহই absolute নহে। মায়াও absolute নহে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার time হয়। তাহার past ও

future-এর forelock কেহ ধরিতে সক্ষম নহেন। তাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূতও বটে। শুধু বর্ত্তমান লইয়াই আমাদের ব্যাপার চলে। সেই বর্ত্তমান কত লম্বা জানিবার জন্য ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার দিকে তাকাইলে দেখি ঐ কাঁটার বিচরণ ক্ষেত্র ৬০টি বিভাগে বিভক্ত। ঐ কাঁটাটি যথায় স্থিত তাহার বাম দিকের অঙ্কনগুলি past করিয়া কাঁটা বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে এবং ডাইনের অঙ্কনগুলি ভ্রমণ করা বাকী আছে, তাহা ভবিষ্যতের হিস্যার অন্তর্গত। কাঁটাটি কোথাও দাঁড়ায় না। যেখানে অবস্থিত সেইটি উক্ত ভূত ভবিষ্যতের সীমা রেখা বলিতে বাধ্য। সুতরাং উহা একটি imaginary point বা রেখা মাত্র। যেমন Equator পৃথিবীকে দুই ভাগ করে। আবার বর্ত্তমান শব্দটি উচ্চারণ করিতে গেলে "ব" বলিতেই উহা past-এর হিস্যাগত হইয়া যায়। "র্ত্ত" তখন পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শায়িত। বর্ত্তমান এতখানি লম্বা। যদি বর্ত্তমান illusory হয় তবে আমরা দাঁড়াই কোথা? Newton absolute-বাদী, Einstein absolute স্বীকার করেন না। সব বক্র—ইহা Einstein-এর স্বীকার্য্য। শাস্ত্রে বক্রা মায়াকে (কুটিলাকে) কূট বা illusory বলে। কুহকিনী বলিয়া পদার্থসকল না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়, উহা মায়ার কুহক মাত্র। সিনেমা হলের দৃশ্য না থাকিলেও প্রতীত হয়। ভাগবৎ পুরাণের প্রথম শ্লোকে সত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন "সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ সর্ব্বব্যাপী। ঈশা বাস্যং। সব পদার্থের অন্তরে থাকিয়া যময়তি জন্য অন্তর্যামী বলা হয়। ইহা বৃঃ আঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, যাহাকে মধু ব্রাহ্মণ বলে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মধু, রস, ব্রহ্মেরই নামান্তর। মন বুদ্ধি ক্ষেত্রের সম্পদ। বিকার জন্য তাহা দ্বারা যাহা চিন্তিত হয় তাহাও বিকার বা প্রলাপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং (ছা উপ ৬।১।৪)। অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শ্রুতিই গ্রহণ কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলেন, মায়া জন্য নানাত্ব। বস্তুতঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়াছেন। Time, Space, Electricity Magnetism, Wavicles, Electron, Proton, Photon, Probabilities ইত্যাদি নানাত্ব মায়াকৃত বলিলে লাঘব হয়। গৌরব হইতে লাঘবের শ্রেষ্ঠতা বিদ্বান্‌গণ বলিয়া থাকেন।

Mr. Lincoln Burnett তাঁহার পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছন যে, Dr. Einstein's theory of Relativity rests on the assumption

that somewhere in the universe matter is being formed. Although it is true that the amount of matter in the universe is perpetually changing. The change appears to be in all in one direction towards dissolution. All the phenomena of matter, visible and invisible, within the atom and in outer space indicate that the substance and energy of the universe are inexorably diffusing like vapor through the insatiable void The sun is slowly but surely burning out, the stars are dying embers and everywhere in the cosmos, heat is turning to cold, matter is dissolving into radiation and energy is being dissipated into empty space.

এজন্য বর্ত্তমানে প্রলয়াবস্থাগত জগৎ বিষয়ে অপ্রযোজ্য Dr. Einstein's theory লইয়া চর্চ্চা বা বিচার পণ্ডশ্রম মাত্র।

কৈবল্যোপনিষৎ

কৈবল্যোপনিষদ্‌বেদ্যং কৈবল্যানন্দতুন্দিলম্‌।
কৈবল্যগিরিজারামং স্বমাত্রং কলয়েঽহ্বহম্‌॥

কৈবল্য-নামা উপনিষদ্‌ বেদ্য জানা আবশ্যক। কৈবল্য অবস্থাটী যাহাকে কেবলীভাব বলে তাহা তুন্দিল মোটা বৃহত্তম ভূমাখ্য আনন্দস্বরূপ। কেবলী-ভাব অর্থ অসঙ্গত্ব। অসঙ্গতা লাভই বেদ বাণীর মূল। কেননা অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ, যাঁহার প্রকাশে বেদ মহিমান্বিত বলিয়া "শ্রুতিঃ প্রমাণং" বাক্যের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। যেমন গিরিজা গিরিজাত নদীগণের সমুদ্রই একায়তন তেমনি গির্‌ বাণী জাত ওঁকার যাহা কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক তাহার একমাত্র আয়তন। অথবা গিরিজা পার্ব্বতী যাহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনি গিরিজার আরাম স্থান। পুরাণ যাঁহাকে পার্ব্বতী বলেন তিনি অব্যক্তা প্রকৃতি। তাঁহার যাহা লয়স্থান তিনি অসঙ্গ আত্মা। যেমন ঋ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তর্হি। ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ—আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস। সাধারণ প্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় পায় তখন কাল অব্যক্তা প্রকৃতি ও ব্রহ্মা থাকেন যেমন গীতা ৮।১৮ তে বর্ণিত আছে। মহাপ্রলয়ে মৃত্যু যে তম বা অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতি ও অমৃতস্বরূপ কার্য্যব্রহ্ম ও কালেরও লয় ঘটে। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য নামরূপে বিহায় অস্তং গচ্ছতি। যেমন নদীসকল নামরূপ ত্যাগে সমুদ্রকে পাইয়া অস্তমিত হয় তেমনি পুরুষে অব্যক্তা প্রকৃতি অস্তমিত হয়, অসঙ্গপুরুষ একাই থাকেন। প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। অন্বহং (অনু+অহং) আমি অনুদিন সেই স্বমাত্রকে চিন্তা করি।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ আমাদের উভয়কে (গুরু ও শিষ্য, শিষ্যদ্বয়, পুরোহিত ও যজমান) এক সঙ্গেই রক্ষা কর, সমান ভোগ্য প্রদান কর; সমবীর্য্যযুক্ত কর। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজযুক্ত হউক। কেহ যেন আমাদের বিদ্বেষ্টা না হয়। দ্বৈতে দ্বেষ্টাদি ঘটে। দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি। ত্রিতাপ শান্ত হউক।

প্রথম খণ্ড

ওঁ অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনমুপসমেত্য উবাচ, অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদাসদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্। যথাচিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্॥

ওঁ অর্থ—অ+উ+ম যথায় একীভূত তাহা।

অজস্র সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার নাম অজ, তাঁহার আদি অক্ষর অ। রক্ষাকর্ত্তা উপেন্দ্র বিষ্ণুর নাম, তাঁহার আদি অক্ষর উ। এবং সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরের আদি অক্ষর ম। এই—ত্রিদেব কার্য্যব্রহ্মের সৃজন, পালন ও সংহার শক্তিত্রয়; সেই কার্য্যব্রহ্মে একীভূত থাকে। এজন্য ওঁকার কার্য্যব্রহ্মের প্রতীক। অন্যে বলেন, অস্তির অ উপলব্ধির উ মোদের ম লইয়া ওঁ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি এই কঠ শ্রুতির অনুবাদ ওঁ অক্ষরে অভিব্যক্ত। সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ অস্তি, এই উপলব্ধিই মোদ আনন্দপ্রদ। অস্তি সৎ, উপলব্ধি চিৎ এবং মোদ আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করে। ওঁ কি? তৎ প্রকাশই কৈবল্য শ্রুতির উদ্দেশ্য। ওঁ-এর শ্রুতিতে এত আদর কেন? ওঁ এই আকৃতি তৎকে সরলভাবে প্রকাশ করে। বিন্দু অস্তিত্বের চিহ্ন। এই বিন্দু অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতন পুরুষের অনির্দ্দেশ্য পরম সুখস্বরূপের নিস্ত্রৈগুণ্যে স্থিতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের নির্দ্দেশক। তাঁহার অস্তিত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিহ্ন। বক্ররেখা তাহার আবরক অবিদিতা প্রকৃতির দ্যোতক। ওকার বিদিতা, ত্রিগুণা প্রকৃতির প্রকাশক চিহ্ন। ইহার উর্দ্ধাংশ সত্ত্বগুণ, মধ্যের গিরু রজের ও নিম্নে তমের গুরুত্বের প্রকাশক। "তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি" (কেন)। এজন্য শ্রুতিতে বিদিতা অবিদিতার স্থান রহিয়াছে। অথ অর্থ অনন্তর। কিসের অনন্তর? চিত্তশুদ্ধি হইয়া বিবেক বৈরাগ্য উদয়ের অনন্তর। ভাষান্তরে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পর। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মু ১।২।১২। এক অশ্বলায়ন (গৃহ্যসূত্রকর্ত্তা)। অশ্বল (জনকের হোতা) তদ্বংশীয় অশ্বলায়ননামা ব্রাহ্মণকুমার বা, ভগবান্ পারমেষ্ঠি প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করান। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সদ্গণ যাঁহার সদা সেবা করেন অথচ নিগূঢ় বিদ্যা। যোগমায়া সমাবৃত জন্য সকলের নিকট প্রকাশ পায় না। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ— গী ৭।২৫। যাহা অধ্যয়নে বিদ্বান্ অচিরেই সর্ব্বপাপক্ষয়ে পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত

হন। ভগ অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্য (ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান)। যিনি এতদ্যুক্ত তিনিই ভগবান্ শব্দবাচ্য। ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। বিদ্যা জ্ঞান ও অবিদ্যা অজ্ঞান। দেবতাদি-বিষয়ক খণ্ডজ্ঞানকেও বিদ্যা বলা যায়। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছে কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি মু ১।১।৩। ছা ৬।১।৩ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।

পুরুষ—অর্থ পূর্ণং অনেন সর্ব্বম্ ইতি। অথবা পুরি শয়নাৎ, দেহ পুরে অন্তর্যামিরূপে শয়ান যিনি তিনিই পুরুষ। অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি হইতে পর শ্রেষ্ঠ জন্য পরাৎপর বলা হইয়াছে অথবা পরতন্ত্র কার্য্যব্রহ্ম হইতে পরে স্থিত। ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর প্রকৃতি যাহাকে ব্যক্তা ও অব্যক্তা বলে তাহা হইতে অধিক জন্য পরাৎপর। তদ্‌বিদিতাদথ অবিদিতাদধি (কেন)।

তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২।

পিতামহ পরমেষ্ঠি ভগবান্ অশ্বলায়নের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে উহা শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগ অবলম্বনে জ্ঞাত হওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা, প্রজা উৎপাদন দ্বারা বা ধন দ্বারা লভ্য নহে। কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্বলাভ ঘটে। ত্যাগ অর্থ ঈশায় উক্ত "তেন ত্যক্তেন"। নশ্বর ইদং সর্ব্বং ত্যাগে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ত্যাগে। শ্রুতি বলেন, অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ। বৃ আ ১।৫।১৬। দেবোদ্দেশে যে যজ্ঞাদি ইষ্টকার্য্য কৃত হয় তাহা ধনসাধ্য এবং পূর্ত্ত কর্ম্মও ধনসাধ্য। এজন্য ধনেন অর্থ ধনসাধ্য ইষ্টপূর্ত্তাদি কার্য্য। "ধনাদ্ধর্ম্মঃ ততঃ সুখম্।" গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস শ্রদ্ধা। ভগবান্‌কে লাভার্থ যে ব্যাকুলতা তাহা সহ একতানতাই ভক্তি। সা পরানুরতিঃ ঈশ্বরে। সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৩।

এই মন্ত্রের শেষাংশ মুণ্ডকের ৩।২।৬ মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

নাক অর্থ স্বর্গ। কং সুখং, ন কং অকং, ন অকং নাকং। স্বর্গের পরে। ভূলোকে সুকর্ম্ম করিয়া স্বর্গে যায়। গীতা ৮।২৮ বলে অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ স্বর্গাদি পরিচ্ছিন্ন অতিক্রমে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে স্থিতি।

যিনি হৃদিগুহায় অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান থাকেন যাহাতে যতিগণ প্রবিষ্ট হন। ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে যইত্তদ্ বিদুঃ ত ইমে সমাসতে। গী ১৮।৫৫ ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্। বেদান্ত বিশেষ প্রকারে যে জ্ঞানস্বরূপের কথা বলেন তাহাতে যিনি অসন্দিগ্ধচিত্ত সেই শুদ্ধচিত্ত যতিগণ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, শুদ্ধজলে শুদ্ধজলবৎ, ব্রহ্মে একীভূত হয়েন। ব্রহ্মই ব্রহ্মলোক তাহাতে, পর অন্তকালে, পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি 'পরাং' ঋতাৎ অর্থ পরাং প্রাপ্য ঋতাৎ কর্ম্মফলাৎ সর্ব্বে মুচ্যন্তি—পরকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মফল হইয়া মুক্ত হয়। অন্তকাল অনেক ঘটে তবে যে অন্তকালে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহও লয় পায় তাহাই পরান্তকাল। শ্রেষ্ঠ অন্তকাল যখন পরশত্রু যে মায়া, তাহা লোপ পায়, তাহাই পরান্তকাল মায়াতীত অবস্থা; কেহ বলেন, পর কার্য্যব্রহ্ম, তাঁহার অন্তকালে অর্চ্চিরাদি পথে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে যান তাঁহারা ব্রহ্মলোকে বাস করতঃ পুনঃ ইহলোকে আসেন না, ব্রহ্মের দেহরক্ষা সহ তাঁহাদের সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ লয়ে ব্রহ্মস্বরূপ হন। ইহাকে ক্রমমুক্তিবাদ বলে।

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ। ৪ ॥

নির্জ্জনদেশে সুখে আসনে স্থিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে গ্রীবা ও শির দেহসহ সমভাবে রাখিয়া ধ্যান করিতে হয় ॥

অন্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্। ৫ ॥

আশ্রম চারিটি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। মনুষ্যজীবন শতবর্ষায়ু। তাহা চারিভাগে বিভক্ত, ২৫ বর্ষ করিয়া এক এক আশ্রম হয়। অন্ত্য বা শেষ সন্ন্যাস তাহাতে স্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিরোধ করতঃ ভক্তিভরে স্বগুরুকে নমস্কার করিবে। বিরজ অর্থ রজোগুণহীন অর্থাৎ তম এবং রজকে অভিভূত করিয়া যখন চিত্ত সত্ত্বগুণে অন্বিত হয় তখন শুদ্ধচিত্ত হয়। বিশোক অনীশ ভাবই শোকের কারণ "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্য-মীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।৪। যখন আমি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ নহি, জানে তখন বিশোক। সর্ব্বব্যাপী জন্য বিশদ, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে হৃৎপদ্ম আছে তাহাতে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ" বিরাজমান চিন্তনীয়।

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিং।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দরূপমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥

লোকে মন দ্বারা চিন্তা করে। যিনি মনের অগোচর তিনিই অচিন্ত্য, মন

বুদ্ধি বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ, নির্ব্বিকারে তাহার স্থান নাই। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎপ রতঃপরঃ।" মু। বিকার অচেতন ক্ষেত্র, তাহার কোন সংজ্ঞা নাই। মন বুদ্ধিও অচেতন, তাহাদের অগোচর সেই পুরুষ। অব্যক্ত, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; স্বপ্রকাশ অবাক্ পুরুষ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ পান না, গীতায় বলে "অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ, অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।" অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে বিদিতা প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাহির হয়। যেমন কচি ডাবের জলে নারিকেল দৃষ্ট হয় না। তখন উহাতে নারিকেল ও তাহার শাঁস অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে। তেমনি ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তায় অব্যক্তভাবে থাকে বলা হয়। কালে যেমন নারিকেলাদি বাহির হয় তখন ব্যক্ত হয়। যিনি চিরই অব্যক্ত তাঁহার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পিত মাত্র। মায়াযোগে পুরুরূপ হন, বহু হন। অর্থাৎ দেহধারী জীবরূপে অনন্তরূপ হন। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ঋ ৬।৪৭।১৮। শিবং মঙ্গলং আনন্দং। প্রশান্তং সর্ব্ববিক্ষেপশূন্যং। বিক্ষেপ রজোগুণের ব্যাপার অর্থাৎ বিরজ হন। অমৃত অমরণশীল। ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মই যোনি সর্ব্বকারণকারণং। অথবা ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার উৎপত্তি স্থান। অথবা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তাঁহার যোনি "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। অথবা তিনি শব্দব্রহ্মের যোনি যথা গীতায় "ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং"। সর্ব্বব্যাপী জন্য অপরিচ্ছিন্ন। তাঁহার আদি মধ্য অন্ত হয় না। সর্ব্বব্যাপী "একং অখণ্ডৈকরসং।" কেবল একলা দ্বিতীয়রহিত। বিভু ব্যাপক চিদানন্দ চিৎজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। অরূপ (রূপ পরিচ্ছিন্নেরই হয়) জন্য অদ্ভুত।

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৭।

উমা ব্রহ্মবিদ্যা তৎসহায়ে ইহাঁকে জানা যায়, কেন উপনিষদেও পাই "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীং। সা ব্রহ্মেতি হোবাচ।" উ ক্লেশ মা নিষেধে যিনি ক্লেশনাশিনী। সাংসারিক দুঃখে ক্লিষ্ট জীব ব্রহ্মবিদ্যা সহায়ে আনন্দধামে উপনীত হয়। পরম ঈশ্বর শাসনকর্ত্তা বা পরম ঐশ্বর্য্যশালী যোগমায়ার ঐশ্বর্য্যে প্রভু প্রকৃষ্ট ভূ সত্তা যাঁহার। যাঁহার সত্তায় সব সত্তাবান্। যাঁহার ইঙ্গিতে জগৎ চলে নিয়ন্তা। ত্রিলোচনং ত্রয়ীরূপ লোচনত্রয়-যুক্ত, ত্রিলোক ত্রিকাল দ্রষ্টা। ঋ ১।১১৫।১ মন্ত্রে বলে "চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ"। নীলকণ্ঠং দ্যৌমস্তক অন্তরিক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ পুরুষের কণ্ঠস্থান নীল আকাশ বটে বা তম বা মায়া সর্পের দ্বারা গলে যে বন্ধন তাহাই নীলত্ব বলিয়া উক্ত। প্রশান্ত

প্রকৃষ্ট শান্তির স্থান। কঠ বলেন "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেৎ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।" শান্ত আত্মা পরমাত্মা। ভূতযোনি জগৎকারণত্বাৎ। সর্ব্বসাক্ষী গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে বলে, ব্রহ্মার ব্রহ্মদিবসে অব্যক্তা হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার রাত্রিতে বিশ্বজগৎ সেই অব্যক্তায় লয় হয়। সুতরাং কার্য্যব্রহ্ম সাক্ষী মাত্র, যিনি তমের পরে স্থিত। অসৎ অব্যক্তা প্রকৃতিই তম অবিদিতা। কেন বলেন "তদ্ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি।" মুনিগণ ধ্যান করতঃ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরং ॥ তৈ॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নি স চন্দ্রমাঃ ॥ ৮।

এই মন্ত্রে বলে একই সর্ব্বরূপে, ঋ ১।১৬৪।৪৬ মন্ত্রে যেমন বলে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঋ ৮।৫৮।২ বলে "একং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্"। ঋ ৬।৪৭।১৮ "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। বেদে কার্য্যব্রহ্ম একই, তিনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তা। সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর স্বতন্ত্র দেবতাত্রয় নহেন। ইহা গী ১৩।১৬ শ্লোকে "ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" বাক্যে সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। ইন্দ্র ঋগ্বেদে পরব্রহ্ম। অক্ষয় অব্যয়। পরমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বরাট্ সম্রাট্, স্বাধীন স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহে। বৃ আ ৩।৯।৯ একদেব যিনি তাঁহাকে প্রাণ, ব্রহ্ম ও তৎ বলিয়াছেন। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে "আনীদবাতং" বাক্যে অন প্রাণ। ছা ৩।১৪।১ তজ্জলানিতি বাক্যে তৎজ তৎল তৎ অন বলিয়াছে। অনতে প্র, অপ্, সম, বি, উৎ উপসর্গযোগে পঞ্চ প্রাণ হইয়াছে। কাল পরিচ্ছিন্ন কারক বটে। গ্রসিষ্ণু অর্থে সংহারকর্ত্তা কাল বুঝায়। গী ১১।৩২ শ্লোকে "কাল" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ।" অগ্নি তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় জন্য জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পুরুষকে অগ্নি বলা হইয়াছে। ঋ ২। ১।১১ মন্ত্রে অগ্নিই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। চন্দ্রমা নক্ষত্রগণ মধ্যে রাজা স্বরূপ। গী ১০।২১ নক্ষত্রাণাং অহং শশী।

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৯।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যা কিছু দৃষ্ট হয় সকলই সেই সনাতন পুরুষ, তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত হয়। মুক্তির আর কোন উপায়ান্তর নাই। যেমন অজ্ঞান আঁধারে অচেতন রজ্জুখণ্ডে সর্প দৃষ্ট হয় তেমনি ব্রহ্মে

অজ্ঞান আঁধারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হয়। হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরি তো জগতো নহি ভিন্ন তনু। অভিন্নতনু হওয়ায় বিবর্ত্তবাদ বলা হইয়াছে। যেমন রজ্জুসর্প স্থলে রজ্জুর তনু ও সর্পের তনু এক তনু এখানেও তেমনি জানিবে।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ১০।

ইহা গী ৬:২৯ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বভূতে যে আত্মা আছেন এবং সর্ব্বভূত যে আত্মায় অবস্থিত সেই আত্মা ও ব্রহ্মের একতা জানিলেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অন্য কোন উপায়ে নহে। সর্ব্বভূতে আত্মা অন্তর্যামিরূপে স্থিত এবং সর্ব্বভূত সর্ব্বব্যাপী আত্মায় স্থিত। এই অন্তর্যামী আত্মা ও সর্ব্বব্যাপীর একত্বই বেদান্তের সার কথা। ভাঃ পুরাণ ১২।১৩।১২ বলে, "সর্ব্ববেদান্তসারং যৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।"

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাপং দহতি পণ্ডিতঃ ॥ ১১।

যেমন যজ্ঞের অগ্নি অরণি ও উত্তরারণি নামা শমীকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মাকে অরণি ও ওঁকারকে উত্তর অরণি মন্থন করিলে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবগণ ওঁকার অবলম্বনেই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। সেই জ্ঞান পাপকর্ম্মকে ভস্মীভূত করে; গী ৪।৩৭ "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"। কঠ উপনিষদে ওঁকার (ব্রহ্মপ্রতীক) অবলম্বনের প্রশংসাবাক্য রহিয়াছে। মুণ্ডকে ওম্ই অক্ষরপুরুষ বলিয়াছে। মুণ্ডকে "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" বাক্য আছে। পণ্ডিত অর্থ বিচক্ষণ, বিচারশীল। গী ৪।১৯ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।

স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥১২।

জীব মায়ার কুহকে মুগ্ধচিত্ত হইয়া শরীরধারণে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে। বিচিত্র স্ত্রী অন্ন পানীয় ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু ভোগ করতঃ জাগ্রতে পরিতৃপ্ত হয়।

স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ ১৩।

পুরুষ সর্ব্বব্যাপী এজন্য তম মায়াদি যাহা স্বীকৃত হয় তাহা পুরুষ আশ্রয়ে স্থিত জন্য পুরুষের সম্পদ্রূপে উক্ত হয়। এজন্য স্বমায়য়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গী ৪।৬ "প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া" বাক্য রহিয়াছে।

আত্মা একরস সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত, তাহাতে মায়া বা তমের স্থান নাই। বিশেষ আত্মা সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ হওয়ায় "তমঃপ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ" ন্যায়ে তমোহীন আত্মা। জীবলোক স্বমায়াকল্পিত (অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে হ্বয়ো ভাঃ পু ১১।২।৩৮)। তাহাতে স্বপ্নকালেও জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুষুপ্তিকালে মনবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার বিলয় হইলেও তম দ্বারা অভিভূত জীব সুখস্বরূপ হয়। লোকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বলে, বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানি না গো। তখন সেই দৈনন্দিন প্রলয়ে সব লয় হওয়ায় কেবল আমি ও বড় সুখ থাকে আর তমাবরণ থাকে যে জন্য বলে কিছুই জানি না। এজন্য আমি সুখস্বরূপ বলা যায়। গী ৮।১৮ শ্লোকে যে প্রলয় বর্ণিত তাহাতে কার্য্যব্রহ্ম ও অব্যক্তা প্রলয়ে থাকেন জানা যায়। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে যে মহাপ্রলয় বর্ণিত তাহাতে সাধারণ প্রলয়ে যে সর্ব্বগ্রাসী অব্যক্তা বর্ণিতা সেই মৃত্যুরূপী তম ও তমাবরণে জাত কার্য্যব্রহ্মও থাকে না এমন বর্ণিত আছে।

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততঃ সুজাতং সকলং বিচিত্রম্ ॥ ১৪।

যে জীব সুষুপ্তিকালে "স্বপিতি" অবস্থাগত হন, অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয় ঘটিলে স্বরূপগত হন পশ্চাৎ তিনিই পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হন। স্বম্ অপি ইতো ভবতি গতো ভবতি আত্মস্বরূপং প্রাপ্তো ভবতি ইতি স্বপিতি। সুষুপ্তিকালে স্বসুখ স্বরূপে স্থিত হয়। প্রলয়ান্তে কর্ম্মফলে পুনঃ সৃষ্ট হয় অর্থাৎ জাগরিত হইয়া পুরত্রয়ে ক্রীড়া করেন। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহত্রয়ে ক্রিয়াশীল হন, এবং মায়া জন্য, বিচিত্র ভোগজাত উৎপন্ন হয়।

অপারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিঁল্লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ১৫।

ইহার শেষ ছত্র মুণ্ডক উপনিষদের ২।১।৩ মন্ত্র। যিনি অখণ্ড জ্ঞানরূপে স্থিত, যাঁহার পার নাই, যিনি আনন্দস্বরূপ, যাঁহাতে পুরত্রয়রূপিণী অব্যক্তা লয় পায়; সেই পুরুষের সাক্ষাতে অব্যাকৃতা হইতে প্রাণমন সব ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূত যাহা বিশ্বের ধারণকারিণী তাহার উৎপত্তি ঘটে। এতস্মাৎ বাক্যে এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজন্য যাহা

দেখা যাইতেছে সেই প্রকৃতি হইতে। পুরুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন এজন্য অব্যাকৃতা বুঝিতে হইবে। গীতায় বলে "অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।"

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং স ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥ ১৬।

যিনি বিশ্বজগতের মহৎ আয়তন (আশ্রয়) সর্ব্বভূতের আত্মা পরব্রহ্ম তিনি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর নিত্য। হে অশ্বলায়ন, তুমিও সেই ব্রহ্মই হও। ইহাতে বস্তুতঃ ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপদিষ্ট "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যই উল্লিখিত হইয়াছে।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭।

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি কালে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞভাবে স্থিতিকালে যে সকল দৃশ্য প্রপঞ্চিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহা ব্রহ্মই, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম এবং আমিই সেই ব্রহ্ম ইহা জ্ঞাত হইলে মায়ার সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে। অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্য যাহা বৃ আ ১।৪।১০ উল্লিখিত তাহাই এখানে বলা হইল।

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদা শিবঃ ॥ ১৮।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিনলোকে যে ভোগ্য পদার্থ আছে তাহার ভোক্তা ও ভোগ-ক্রিয়া যে ঘটে তাহা প্রকৃতিকৃত, চিৎ জ্ঞানস্বরূপ আমি তাহার দ্রষ্টা শিব নিত্য সাক্ষী মাত্র। আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মহাবাক্যটী উল্লিখিত। সাক্ষী কর্ত্তা হয় না। নিরপেক্ষ দ্রষ্টাকে সাক্ষী বলে। শিব নিত্য অর্থ চির অবিকৃত, ভাঃ পুঃ ভাষায় "সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

আমাতে সকল উৎপন্ন হয় আমাতে সব প্রতিষ্ঠিত, আমাতে সব লয় হয়, আমিই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্যটীর অনুবাদ। বৃ আ ২।৫।১৯ দ্রষ্টব্য। ক্ষুদ্র জীব জগৎ ধারণ করে ইহা গী ৭।৫ 'জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' বাক্য হইতে পাওয়া যায়। সর্ব্বব্যাপী ("যেন সর্ব্বম্ ইদং ততম্") তিনি জগৎ ধারণ করেন না ইহা গীতা ৯।৪,৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। "ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ" "ন চ মৎস্থানি ভূতানি" "ন চ ভূতস্থো"—বাক্যে উক্ত হইয়াছে। "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" ইহা যোগমায়ার কুহকে সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্যবৎ না থাকিলেও প্রতীত হয়। অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ জীব জগৎ ধারণ করে। জীবত্ব

অর্থ আত্মা (দেহ) ইন্দ্রিয়মনযুক্ত হওয়া। মন ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব মনের ক্রিয়ায় জগৎ ধারণ করে। পঞ্চকোষ মধ্যে মনোময় কোষ জীবের মধ্যবর্ত্তী আবরণ। সেই আবরকের ক্রিয়াশীলতা আবৃত নিষ্ক্রিয় জীবে আরোপিত হয়। যেমন চাঁদের নাচনি দেখে জলের নাচনিতে। মন যখন নিষ্ক্রিয় যেমন ক্লোরফরম্ করিলে, মূর্চ্ছাকালে, সুষুপ্তিকালে তখন জগৎ ভাসে না। মন যখন ক্রিয়াশীল তখন জগৎ ভাসে স্বপ্নে ও জাগ্রতে। একই মন দুই প্রকার ক্রিয়াশীল হয়। মনের স্বাপ্নিক ক্রিয়াশীলতা প্রাতিভাসিক। একই ঘোটকের কদম ও ধাপ্‌গতিদ্বয় যেমন একজাতীয় তেমনি একই মনের ক্রিয়াশীলতাদ্বয় জন্য জাগ্রতের ক্রিয়াশীলতা ও স্বপ্নের ক্রিয়াশীলতা একজাতীয়। একজাতীয় জন্য এতদুভয়ই প্রাতিভাসিক হইতেছে। জগৎ মনের বিলাস।

দ্বিতীয় খণ্ড

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥ ১।

আমি ক্ষুদ্র জীব নহি। অল্প নহি। আমি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহান্, আমিই বিচিত্র বিশ্বরূপে পরিদৃষ্ট হই। যেমন অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্প পরিদৃষ্ট হয়। এস্থলে বিবর্ত্তবাদ বর্ণিত। আমি পুরাণ পুরুষ। আমিই হিরণ্ময় ঈশ, আমিই প্রপঞ্চোপশমে শিবমদ্বৈতম্। প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (মাণ্ডুক্য)। যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ (শ্বেত)। ঈশ শব্দ ঈশোপনিষদের প্রথম শব্দ। হিরণ্ময় জ্যোতির্ম্ময় জন্যই হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। হিরণ্যবর্ণ পুরুষ মায়াকৃত গর্ভে অবস্থিত। মায়ার এই গর্ভরূপ আবরণই কার্য্যব্রহ্ম বিরাটের দেহ। সেই দেহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিত্রিত। যেমন গী ১১।১৫ শ্লোকে বর্ণিত।

অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ সংশৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্ ॥ ২।

সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্কল অশরীর। "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্।" সেই পুরুষ এজন্য হস্তপদাদিবিহীন হইলেও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট। যেমন বিজলী, বায়ু হস্তপদহীন হইলেও বহুশক্তিমান্। সেই পুরুষ ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞানের আকর। দর্শন, শ্রবণাদি জন্য যে জ্ঞান হয় তাহা তাঁহারই প্রকাশস্বরূপে দেহে স্থিতি জন্য প্রকাশ পায়। অলক্ষণা অবিদিতা হইতেও

অধিক হওয়ায় তিনি রূপরঙ্ বিহীন, তিনি স্বয়ংবেদ্য, তাঁহা ব্যতীত সবই অচিৎ এজন্য যাহা অচিৎ তাহা তাঁহাকে জানিতে পারে না। আমি নিত্য সৎ। গী ২।১৬ নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ॥ তিনি সৎ অস্তি আর সব অসৎ অস্তিত্বহীন।

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ৩।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ (কঠ ১।২।১৫)। বেদান্তসূত্রে বলেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তৎ তু সমন্বয়াৎ"। ঋ ১।১৬৪।৩৯ বলেন ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ বেদ সকল সমভাবে এই অহংপদবাচ্য পুরুষের প্রকাশেই মহিমান্বিত। আমি বেদান্ত কর্ত্তা। আমিই বেদবিদ্। পুণ্যপাপের জন্য আমার নাশ নাই। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদ্" তিনি পাপপুণ্য কর্ম্মের অতীত। প্রাকৃতিক কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানস্বরূপকে জানা যায় না। কর্ম্মনিষ্পন্ন হয় যে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা তাহা তাঁহাতে নাই। এজন্য অকর্ত্তা অকর্ম্মা নিষ্ক্রিয় তিনি।

ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি ন চানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্ ॥ ৪।

পঞ্চভূত বা পাঞ্চভৌতিক যাহা তাহা অসৎ মায়ার কুহকমাত্র অর্থাৎ তাহার বিদ্যমানতা নাই। তিনি একাই আছেন। বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত যিনি অন্তর্যামিরূপে কল্পিত তিনিও অকল অদ্বিতীয়। অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রতীতিমাত্র। ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮ অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে দ্বয়োঃ।

সমস্ত সাক্ষিং সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ৫।

সৎ মূর্ত্ত, অসৎ অমূর্ত্ত, ব্যক্ত অব্যক্ত বিদিত অবিদিত যাহা তিনি তদ্-বিহীন। অবিদ্যমান অসতের কুহক নিরস্তে তিনি সুতরাং দৃশ্যাভাবে সাক্ষী বলা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করার জন্য মাত্র। শুদ্ধ তাঁহাকে জানিলে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

যঃ শতরুদ্রীয়মধীতে সোঽগ্নিপুতো ভবতি স বায়ুপুতো ভবতি স আত্মপুতো ভবতি স সুরাপানাৎ পুতো ভবতি স ব্রহ্মহত্যায়াঃ পুতো ভবতি স সুবর্ণস্তেয়াৎ পুতো ভবতি স কৃত্যাকৃত্যাৎ পুতো ভবতি তস্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবত্যিত্যাশ্রমী সর্ব্বদা সকৃদ্বা জপেৎ ॥ অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনম্। তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং পদমশ্নুতে কৈবল্যং পদমশ্নুতে ইতি ॥

যিনি শতরুদ্রী (রুদ্রের শত স্তুতি) অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নিপূত বায়ুপূত আত্মপূত হন, সুরাপান ব্রহ্মহত্যা সুবর্ণচুরি আদি পাপ হইতে পূত পবিত্র হন। যাহা দৈনিক কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত তাহা না করার জন্য প্রত্যবায় হইতে পূত হন। অতএব এই নেতিবিচারে সর্বত্যাগে অবশেষ যিনি সেই মুক্তির হেতুকে অবলম্বন করিয়া সংসারাশ্রমী সর্ব্বদা এই কৈবল্য উপনিষৎ সমগ্র জপ করিবেন ইহার দ্বারা জ্ঞানলাভ করতঃ সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ পাইবেন।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা উপনিষৎ। গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দটী "ঈশা" থাকায় ঈশা উপনিষৎ নাম হইয়াছে। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। আঠারটী মন্ত্রাত্মক এই অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত। মহর্ষি দধীচি ইহার দ্রষ্টা, ব্রহ্মবিষয়ক জন্য বিনিয়োগ নাই। বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যকাদি ভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। সংহিতায় কর্ম্মকাণ্ডই বিশেষভাবে বর্ণিত থাকায় সংহিতা বলিতে লোকে কর্ম্মকাণ্ডই বুঝিয়া থাকে। ঈশা উপনিষৎ সংহিতার মধ্যে ভুক্ত থাকায় ইহা সবিশেষ মহিমান্বিত। অধিকাংশ উপনিষৎ আরণ্যক ও ব্রাহ্মণাংশ হইতে গৃহীত। উপনিষৎ শব্দের অর্থ বেদের রহস্য। যেমন ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে বলে ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তবিদুস্ত ইমে সমাসতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ মন্ত্রসকল বিনিযোজিত হয়। সকল সংহিতায়ই কর্ম্মবিষয়ক মন্ত্রের আধিক্য। সেই মন্ত্রসকলের ছন্দ, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ সহ অর্থজ্ঞান যাঁহাদের থাকে তাঁহারা মন্ত্রবিদ্। আর অক্ষর পুরুষবিষয়ক মন্ত্রসংখ্যা স্বল্প। যে মন্ত্রসকল তদ্‌বিষয়ক তাহা বেদের সারমর্ম্ম বা রহস্য সম্বলিত, তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে বলে আত্মবিদ্। আত্মার প্রকাশক জন্যই বেদের মহিমা। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। সেই জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশক জন্য বেদকে বেদ বলে। বিদ্ জ্ঞানে। উপনিষৎ অর্থ কেহ বলেন, উপ সমীপে গুরুসমীপে বসিয়া নি নির্জ্জনে নিশ্চিতরূপে বেদের রহস্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া মায়ার কুহক বিদূরিত হয় যে গ্রন্থদ্বারা তাহার নাম উপনিষৎ। মানবদেহ দেহী লইয়া জীবনযাপন করে। তন্মধ্যে দেহখানি মায়া ও অষ্টতত্ত্ব বিনির্ম্মিত। অষ্টতত্ত্ব—পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। গী ৭।৪ দ্রষ্টব্য। এই নবতত্ত্ব নির্ম্মিত দেহ-

রক্ষার জন্য সদা লোক কর্ম্মরত হয়। দেহীর কোন সন্ধান রাখে না, কিন্তু মানবের (মা+নব) যাহা মানবত্ব তাহার অর্থ হইতেছে নবতত্ত্বকে মা বা নিষেধকারিত্ব। যে এই নবতত্ত্বকে নিষেধ করিয়া দূরীভূত করতঃ দেহীর স্বরূপ উপলব্ধি করে সে-ই প্রকৃত মানব। মানবজীবনের লক্ষ্য বা স্বরূপ কি? তাহা জানাই মনুষ্যত্ব। অন্যান্য প্রাণী দেহরক্ষণেই জীবনযাপন করে। ভোজনানুসন্ধানই তাহাদের জীবন। মানব ভোজনব্যাপারে থাকিয়াও ভজনরত হইয়া স্বরূপ উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে সে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর বশগ হয়। আর উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে এই জন্মমৃত্যুর বন্ধনাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। উপনিষৎ এই মুক্তিপথের সহায়ক। এজন্য ঈশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার্থ ঈশা উপনিষদের মন্ত্রার্থ নিশ্চয়ে যত্নশীল হইতেছি।

ঈশা শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত। শুক্লযজুর শান্তি বাক্যটি এজন্য প্রথম পাঠ করিতে হয়। তাহা এই—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এই মন্ত্র বৃঃ আ ৫।১।১ মন্ত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই, এই মন্ত্রে দুইটি পূর্ণ বলে, এক অদঃ পূর্ণ ও অপর ইদং পূর্ণ। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা ইদং শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়, আর যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহা অদস্ বা তৎ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লোকে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামক লোকত্রয় প্রমাণ প্রয়োগে বুঝিয়া "আছে" বলিয়া স্বীকার করে। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্য ইদং পদবাচ্য। চক্ষু দেহাভ্যন্তরস্থিত মন বুদ্ধিকেও দেখে না, বহিঃস্থ বাতাস আকাশও দেখে না। এজন্য ইন্দ্রিয়াতীত কিছু নাই বলা চলে না। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ পরিচ্ছিন্ন স্থানত্রয়, তৎস্থিত দেব, যক্ষ, নরাদিও পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা অপরিচ্ছিন্ন কিছু আছে ইহার ইঙ্গিত করে। সেজন্য তাহা পরিচ্ছিন্ন শব্দবাচ্য। যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহা অদঃ বা তৎ শব্দ দ্বারা বুঝান হয় এবং যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা ইদং-শব্দগম্য। এই পূর্ণদ্বয় মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন অদঃপূর্ণ হইতে পরিচ্ছিন্ন ইদং-পূর্ণ বাহির হইয়া থাকে। যেমন ডাব নারিকেল প্রথমাবস্থায় কেবল জলপূর্ণ থাকে, তাহা কালে পরিণত হইলে তাহা হইতে নারিকেল বাহির হইয়া আসে। ডাবের জলের সর্ব্বাংশ নারিকেলে পরিণত হয় না। পরিচ্ছিন্ন নারিকেলের বাহিরেও জল থাকে। তেমনি ইদংপূর্ণের বাহিরেও অদঃপূর্ণ থাকেন এজন্য

শ্রুতি বিস্ফুলিঙ্গবৎ সৃষ্টির ইঙ্গিত করেন। ইহাই পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে বাক্যে বলা হইয়াছে। শাস্ত্র বলে মায়া আবরণে আবৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ইদংপূর্ণের উৎপত্তি ঘটে। যেমন ঘটের আবরণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ কল্পিত হয়। ঘটরূপ আবরণ বা ঘটদেহ চূর্ণীকৃত হইলে আর ঘটাকাশ বলিয়া কিছু থাকে না, মহাকাশই অবশেষ থাকে। তেমনি ইদংপূর্ণের মায়া আবরণ-রূপ দেহ অপগতে অদঃপূর্ণ অবশেষ থাকেন। ইদংপূর্ণ পুরুষ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাপী দেহ। স্বঃ মস্তক বলিয়া কল্পিত, ভুবঃ বপু ও ভূঃ পাদ। অদঃপূর্ণ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন মহাকাশবৎ এবং ইদংপূর্ণ ঘটাকাশবৎ পরিচ্ছিন্ন। নবধ দধীচি ঈশা উপনিষদের দ্রষ্টা। আঙ্গিরস অথর্ব্বাতনয় দধীচি, যিনি দেব হিতে নিজ অস্থি বজ্রনির্ম্মাণার্থ প্রদান করেন। ঋগ্বেদে ইনি অগ্নির স্থাপয়িতা বলিয়া উক্ত (ঋ ৬।১৬।১৪)। ইনি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা প্রদান করায় ইন্দ্র ইঁহার মস্তক ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় পুনঃ প্রবর্গ্যবিদ্যা দ্বারা তাহা সংযোজিত করেন।

ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১

ওঁ শব্দ পরব্রহ্ম ও কার্য্যব্রহ্ম উভয়কেই বুঝায়। যিনি অদঃপূর্ণ সদা নিরস্ত-কুহক, নিষ্ক্রিয় তিনি পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। আর যিনি ইদংপূর্ণ পরিচ্ছিন্ন মায়া সমাগমে মায়া আবরণে আবৃত তিনি কার্য্যব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা। কার্য্য-ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভও বলে। কারণ হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মায়ার আবরণ রূপ গর্ভে স্থিতিশীল বলিয়া কল্পিত হন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঁকার (অ+উ+ম) অক্ষরত্রয়াত্মক গ্রহণে এই রূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কঠ উপনিষদের "অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।" মন্ত্র হইতে কেহ প্রসন্নতাকে মোদ গ্রহণে অস্তির অ, উপলব্ধির উ এবং মোদের ম লইয়া ওঁকার গঠন করেন। কেহ বা অজ ব্রহ্মের আদ্য অক্ষর অ, বিষ্ণু উপেন্দ্রের উ এবং মহাদেবের ম দিয়া ওঁ বলেন। অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব একীভূত হন সেই কার্য্য-ব্রহ্মেরই প্রতীক ওঁ। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় কার্য্যব্রহ্মের বিভূতি মাত্র। গীতায় ত্রৈগুণ্য ত্যাগে নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এবং ত্রৈগুণ্যা প্রকৃতি বিদিতা ও অবিদিতা এই দুই ভাগে বিভক্ত বলেন। শাস্ত্রে সৃষ্টিকালে অব্যক্তা হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি ঘটে, এবং প্রলয়কালে আবার অব্যক্তায় লয় হয় বলেন। ব্যক্ত অবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জন্য বিদিত। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়ের অগোচর

জন্য অবিদিতা। এই বিদিতা ও অবিদিতার পরে নিস্ত্রৈগুণ্যের স্থান। পরমাত্মা পরমপুরুষই নিস্ত্রৈগুণ্য নির্গুণ। কেন উপনিষদে বলে "তদ্‌বিদিতাদথ অবিদিতাদধি।" কেহ কেহ এই ওঁকারের বিভাগত্রয় দেখেন। নির্গুণ পুরুষ "অনির্দ্দেশ্যং পরমং সূক্ষ্মং ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ," তাহা বিন্দুদ্বারা প্রদর্শিত। বক্ররেখা মাত্রা অবিদিতা প্রকৃতিস্থানীয়া এবং ওকার বিদিতা প্রকৃতির প্রকাশক। ত্রিগুণা প্রকৃতি ওকারের উপরের বক্রাংশ সত্ত্বগুণ, মধ্যের গ্রন্থি রজের (হৃদয় গ্রন্থি), নিম্নাংশ তমের নির্দ্দেশক। এই ওঁ যাঁহার প্রতীক, অভিধা তিনি সর্ব্বব্যাপী ঈশ। ঈশ শব্দ ঈশ শব্দের তৃতীয়ার পদ। অর্থ ঈশদ্বারা। বাস্যং অর্থ আচ্ছাদনীয়ং। বস্ত্রের তন্তুবৎ ওতপ্রোতভাবে আচ্ছাদিত। ডিম্বের খোসাবৎ নহে। এই জন্যই বাস্যং বলা। কি আচ্ছাদিত? ইদং সর্ব্বং। ইদং কি প্রকার পদার্থ? যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগৎ অর্থ বিনাশশীল, জগত্যাং অর্থ পৃথিবীতে। গীতায় ৯।৪ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। এই নশ্বর জগৎ যাহা ইদং পদবাচ্য তাহা সব ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। ঈশা অব্যক্ত। জগৎ ব্যক্ত। জগৎ নশ্বর। ঈশ অবিনাশী। অচিৎ জগৎ দেহ। ঈশ চিৎ দেহী। দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীবাত্মা বলে। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলে। নশ্বর জগৎ দুঃখের আগার। ঈশ আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" যে হেতু জগৎ সংসার ক্ষণভঙ্গুর দুঃখালয় তেন হেতুনা অতএব তাহা ত্যাগে যাহা নিত্য আনন্দময় সেই ঈশে চিত্ত তন্ময় করতঃ ভুঞ্জীথাঃ ব্রহ্মানন্দ ভোগ কর। মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্। ধন কোথায় যে তাহাতে গৃধ্ (লোভ) করিবে? পার্থিব সম্পদমাত্রই মায়ার কুহকে সৃষ্ট হয় বস্তুতঃ নাই, যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য। অজ্ঞান আঁধারে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ কেহ বাস্যং না নিয়া আবাস্যং পাঠ নেন। তাহাতে ইদং জগৎ ঈশের আবাস স্থান বলা হয়। গৃহ গৃহী হইতে বৃহৎ হয়। গৃহী পরিচ্ছিন্ন হন। তেমনি ঈশ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তেন অর্থ "তেন হেতুনা" না নিয়া ঈশ্বরপ্রদত্তেন বলেন। ঈশ্বর কি দুঃখের পশরা দিয়া কল্যাণময়? যাহা ঈশ্বর তোমায় ভোগ করিতে দিয়াছেন তাহা ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ করিও না। পৃথিবীর ধনে তৎ-নিবাসী সব লোকেরই সমান অধিকার। কিন্তু যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম সে-ই পৃথিবী ভোগ করে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ঈশ সর্ব্বব্যাপী জন্য অচল হইবে, কারণ চলিতে বাহিরে ফাঁকা স্থান থাকা প্রয়োজন। এখানে তাহার

একান্তভাব। অচল জন্য নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় জন্য নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকার জন্য অক্ষয়, অব্যয়। অব্যয় জন্য নিত্য। নিত্য জন্য সত্য। ঈশ ধাতু শাসনে এবং ঐশ্বর্য্যে ব্যবহার হয়। শাসন শব্দ দ্বিত্বসূচক। শাসক ও শাসিত দুই থাকা প্রয়োজন। ঐশ্বর্য্য বহিরাগত হয়। যেমন অষ্টৈশ্বর্য্য বহু তপস্যা দ্বারা লাভ করিতে হয়। কথায় বলে, ঐশ্বর্য্যবান্ অর্থ ঐশ্বর্য্যযুক্ত যেমন ধনবান্ ধনযুক্ত। যুক্ত শব্দও দুই নির্দ্দেশক, একের সহ অন্যের সংযোজন। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" অর্থ যোগমায়া সাহচর্য্যে লব্ধ ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর অর্থ বর শাসনকর্ত্তা বা বর ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ঈশ সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় অখণ্ডৈকরস। তথায় ভেদের দ্বৈতের স্থান নাই। তেন ত্যক্তেন বাক্যে অচেতন জগত্যাং জগৎ ত্যাগ বুঝায়। জগৎ কাহারও রচিত? সুতরাং কর্ম্ম, তাহা ত্যাগে চিৎ জ্ঞানস্বরূপকে গ্রহণ কর বলায় কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-দ্বয়কে বলা হইয়াছে। কর্ম্মের আরম্ভণ ইন্দ্রিয়ের কৃত হয়। উহা দোষযুক্ত বন্ধনের হেতু। সুতরাং প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্তি করতঃ নিবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হও এই আদেশ শ্রুতি করিতেছেন ইহা বুঝিতে হইবে।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥

হে নর, যদি ইহলোকে থাকিয়া ঈশানুধ্যানরূপ জ্ঞানপথের পথিক হইতে আপনাকে সক্ষম মনে না কর তবে তোমার শতবর্ষ আয়ুষ্কাল বৈদিক কর্ম্ম করিয়াই জীবনযাপন করিবে। অশাস্ত্রীয় পথে চলিবে না। পশুগণের জন্য কোন শাস্ত্র নাই। শাস্ত্র মানবের জন্যই হয়। এজন্য মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসীর সবারই শিরোধার্য্য অমূল্য সম্পদ। কিন্তু কর্ম্মমাত্রই দোষাবহ কারণ ত্রিগুণা প্রকৃতি পরবশে কর্ম্ম কৃত হয়। অসৎ প্রকৃতির প্রেরণায় যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা বন্ধনদশাগ্রস্ত কয়েদীর কার্য্যবৎ। এজন্য শ্রুতি কর্ম্মের কামনা ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহা অসৎ কর্ত্তৃক সতের বন্ধনমাত্র। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা। শ্রুতিবাক্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সত্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। পরমপুরুষের মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি কলা নাই। নিরবয়ব নিষ্কলের ক্রিয়াহেতু মন নাই, তবে কামনা কর্ম্মে স্পৃহা ঈক্ষণাদি অসম্ভব। তবে যদি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে মন ইন্দ্রিয়াদি

গ্রহণ করেন তবে তৎ সাহায্যে "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" বলিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিবাদী তাঁহাদের প্রকৃতির সম্পদ মন বাক্ প্রাণাদি বিকার যদি সেই নির্ব্বিকার পুরুষ গ্রহণ করেন তবে কর্ম্মরত হইতে পারেন। ধনহীন সেই পুরুষ ঋণ না করিলে প্রকৃতির সম্পদ পাইতে পারেন না। ঋণ গ্রহণ করিলে তিনি প্রকৃতির ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। একারণ ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ, সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। সুতরাং কর্ম্ম করিলেই মায়ার ফাঁদে পা পড়ে, তাহা বন্ধনের হেতু হয় জন্য দোষাবহ। একারণ শ্রুতি বলিতেছেন, কর্ম্ম করিবে লেপ লাগিবে না, মাছ ধরিতে জলে নামিবে কাঁদা লাগিবে না এমনটী সম্ভবপর নহে। কর্ম্ম করিলেই পাপের লেপ লাগিবে। অজ্ঞান অবিদ্যারূপ পাপ সহযোগেই কর্ম্ম করা, লেপ লাগিবে না ইহা হয় না। গীতায় বলে "রজঃ কর্ম্মণি ভারত।" কর্ম্মমাত্রই রজোগুণের ব্যাপার সুতরাং ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতি পরবশে কর্ম্ম ঘটায় দোষ অনিবার্য্য। এই জন্য এখানে শ্রুতি বলিলেন যে এমন কোন উপায় হইতেই পারে না যে লেপ লাগিবে না। কোন মতবাদী বলেন যে নিষ্কাম কর্ম্মব্যতীত অন্য উপায়ে কর্ম্ম করিলে লেপ লাগিবে। বেশ কথা, তবে নিষ্কাম কর্ম্ম রজোগুণ ত্যাগে ঘটে কি রজোগুণ সহকারে ঘটে? নিষ্কাম কর্ম্ম যদি সাত্ত্বিকও হয় তত্রাচ তাহা ত্রৈগুণ্যে, নিস্ত্রৈগুণ্য অকর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য, ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ করিয়াই ঘটিয়া থাকে। গী ৯।২১ এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে। (গী ৮।২৮) বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্। অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩।

যাহারা আত্মহননকারী ব্যক্তি তাহারা প্রেত্য দেহত্যাগের পর, পরলোক গমনকরতঃ অন্ধ তমসাবৃত অসূর্য্যলোকে গমন করে। কালী মূর্ত্তির উপাসক আপনাকে কালী চিন্তনে শুভ্র নিষ্ক্রিয় পুরুষকে পদাঘাতে হনন করেন বৈকি!

আত্মহননকারী কে? হনন কেবল অস্ত্রদ্বারা হয় না। বাক্যবাণেও হনন হয়। যদি কোন ব্যক্তিকে কোন কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার আর কোন খোঁজখবর না নেয় এবং সে অনশনে মরে তাহাও হনন নয় কি? পুরাণে

ব্যাসের উক্তি বলিয়া একটি শ্লোক আছে তাহাতে বাক্যবাণে হননের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহা এই—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবন্ যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যস্তদখিলগুরো মেঽপরাধস্ত্রয়ম্।

হে ভগবন্, অরূপ অব্যক্ত তোমার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পনা করিয়া সেই ব্যক্ত রূপের ধ্যান করায় স্বরূপচ্যুতি ঘটান রূপ অপরাধ হইয়াছে। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর জন্য অনির্ব্বচনীয় সেই তোমার স্বরূপ স্তুতিরূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি। তুমি সর্ব্বব্যাপী; দেহমন্দিরে না দেখিয়া যেন তোমার স্থিতি কেবল ধামচতুষ্টয়েই সম্ভব বুদ্ধিতে তীর্থযাত্রা করিয়াছি তাহাতে সর্ব্বব্যাপিত্বের হানিকরতঃ পরিচ্ছিন্ন করিয়াছি এই অপরাধত্রয় ক্ষমা কর।

এই যে দেহস্থ দেহী তিনি তথায় পঞ্চকোষাবৃত গৃহে কারারুদ্ধ আছেন, যদি তাঁহার স্মরণ মনন না করে তবেই কারাগৃহে অনশনে মৃতের হননবৎ হনন হইতে পারে। বাক্যবাণে দ্বৈতী ও স্মরণমননাভাবে ভোগী এবং "নান্যদস্তীতি" বাদী কর্ম্মী আত্মহননকারী বলিয়া উক্ত হন। গীতায় ভগবান্ ন্যান্যদস্তি বাদীর কথায় বলিয়াছেন, কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ইষ্টপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গে যায়, দেবভোগ্য ভোগ করে। সেই স্বর্গ সদাই দীপ্তিমান্ বলিয়া দিব্ লোক বলিয়া উক্ত। এখানে শ্রুতি বৈদিক কর্ম্মকারী অসূর্য্যলোকে যায় বলিলেন। আবার অন্ধতমাবৃত বিশেষণ দিয়াছেন। অসূর্য্য অর্থ সূর্য্যহীন। স্বর্গ সূর্য্যহীন নহে কারণ পুরাণে বলে সূর্য্য দ্যোলোকাগ্নি, যেখানে সূর্য্য সদা আলোক প্রদানে রত, সে স্থানকে অন্ধতমাবৃত অসূর্য্যা বলা কেন? হাঁ, যাহারা নরকে যায় তাহাদের নরক অন্ধতমাবৃত স্থান হইতে পারে। স্বর্গগমনকারী পুণ্যাত্মা অসূর্য্যদেশে যায় —কথাটা কেমন লাগে। ঈশ যে ব্রহ্ম তিনি জ্যোতির্ম্ময় শ্রুতি বলে। কোথাও "বরেণ্যং ভর্গঃ!" কোথাও বা "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" কোথাও "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" কোথাও বা "স্বয়ংজ্যোতিঃ" বলে। গীতা ১১।১২ বলে, দিবি সূর্য্য-সহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ পুরুষ সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী হওয়ায় তথায় এই চণ্ডাংশু সূর্য্যও সেই বৃহত্তম আলোকে আর পরিদৃষ্ট হন না। এজন্য তুলনায় অসূর্য্য। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সেই সহস্র-সূর্য্যসমপ্রভ পুরুষই হইয়া যায়। আর যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা এই হীনপ্রভ সূর্য্য

যথায় আলোক দেয় সেই স্বর্গে যায়। স্বর্গকে ভোগভূমি বলে। দেবগণেরও কামক্রোধাদি দৃষ্ট হয়। ভোগ রজোগুণে। জ্ঞানী বিরজ নিস্ত্রৈগুণ্যে স্বস্বরূপে স্বতন্ত্র। কর্ম্মী কর্ম্মফলবশে গতাগতিপরায়ণ, ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতির পরবশে অস্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রকৃতির এক নাম যেমন মায়া যেমনি ঋগ্বেদে নাম দিয়াছে রাত্রি ও তম। যাঁহারা সদাই সেই তমের রজোতম গুণাক্রান্ত, তাঁহারা অন্ধতমে স্থিত সন্দেহ নাই। যাঁহারা সত্ত্বগুণে স্থিত তাঁহারাও অবিদ্যাকাম কর্ম্মবশ অস্বতন্ত্র জন্য সদোষ তম দ্বারাই পরিচালিত হন। এজন্য শ্রুতি কর্ম্ম ও জ্ঞানের তুলনা করিয়া অসূর্য্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পুর্বমর্শৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধতি ॥ ৪ !

ঈশ ব্রহ্ম অনেজদ্ চলনহীন অচল নিষ্ক্রিয়, এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্। পৃথিবীতে চলনশীল অনেক পশুপক্ষী আছে। মন সবচেয়ে দ্রুতগামী গণ্য হয়। এজ্ কম্পনে হইতে এজৎ শব্দ, অর্থ কম্পন-ক্রিয়াযুক্ত। ন এজৎ অনেজৎ নিষ্ক্রিয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও মনের অগোচর। মন তাঁহাকে পায় না। এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে দ্রুতগামী মন যেখানে যায়, যাইয়া দেখে যে তাহার পুর্ব্বেই পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া স্থিত আছেন। যেন পুরুষ মন হইতেও দ্রুতগামী। ইন্দ্রিয়গণ দূর দূরের পদার্থের খবর রাখে কিন্তু তাহারাও ব্রহ্ম সহ একই সময়ে যাত্রা না করিয়া, তথায় ব্রহ্মকে রাখিয়া যেখানে যায়, যাইয়া দেখে ব্রহ্ম তাহাদের অতিক্রম করিয়া পুর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত রহিয়াছেন। দেবাঃ অর্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ। ইন্দ্রিয়গণ অচেতন। যাহা অচেতন তাহা স্বতঃ গমনাগমন করিতে পারে না। ফুটবলের মত কেহ চালায় তবে চলে। ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়ের প্রতি গমন করে ঐ সকল অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের বলেই চলে। দেবাঃ অর্থ ইন্দ্রিয়গণও বলা চলে। যেমন লোকে বলে ফুটবল গোলে গেছে। অত্যেতি অর্থ অতিক্রম করিয়া গত। তিষ্ঠৎ অর্থ স্থিতিশীল। ব্রহ্ম অচল জন্য চিরই স্থিতিশীল হইলেও যেন মন ইন্দ্রিয়াদি সহ কে আগে যায় দৌড় খেলেন, ইহা সর্ব্বত্রগ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী ইহাই বুঝাইবার জন্য কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। ইহা রসিকতামাত্র। শেষাংশে আছে তস্মিন্ অপঃ মাতরিশ্বা দধতি, মাতরিশ্বা বায়ু দেবতা, মাতরি আকাশে শ্বনতি ইতি মাতরিশ্বা। বায়ু শব্দ হিরণ্যগর্ভের

নামান্তরও হয়। বায়ু বাতাস অচেতন, পঞ্চপ্রাণ অচেতন, প্রাণবায়ু চেতন। প্রাণবায়ুর নাম বেদে অন। বৃ আ—৩।৭।২ মন্ত্রে বলে বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং। সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভই কার্য্যব্রহ্ম, তিনি একাধারে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা। কর্ম্ম করান এবং কর্ম্মফল দিয়া থাকেন। যেমন গীতা ৭।২২ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত-স্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ এখানে ময়ৈব অর্থ আমি কৃষ্ণ কার্য্যব্রহ্মই কর্ম্মফল নির্দ্ধারক। সর্ব্বব্যাপী কর্ম্ম করেন না, করানও না, ফলও দেন না। ইহাও গীতায় ৫।১৪,১৫—ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ মায়া-কবলিত কার্য্যব্রহ্ম কর্ম্ম করান, ফলও প্রদান করেন। তাঁহাকেই শ্রুতিতে মাতরিশ্বা বলিয়াছে। অপ কর্ম্ম কর্ম্মফল। যজ্ঞাগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহার ফল জলীয় বাষ্পবৎ সূর্য্যে থাকে এবং বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপ-তিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ। বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ দধাতি প্রদান করেন। তস্মিন্ তমাবৃত জীবকে।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫।

তৎ সেই পুরুষ ক্রিয়াশীল হন, তিনি ক্রিয়াশীল হন না। তিনি অতিদূরে স্থিত, তিনিই নিকটে। তিনি এই সবারই অন্তরে স্থিত, এই সবার বাহিরে স্থিত। এজতি ক্রিয়াশীল কম্পিত। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় অচল। যখন মায়াদি উপাধিযুক্ত হন তখন অল্পবুদ্ধি জনগণ মনে করে যে তিনি অচ্যুত হইলেও স্বস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া যেন ক্রিয়াশীল হইতেছেন। এইটী গীতায় ১৩।২৯ শ্লোকে বলিয়াছে, প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ যেমন অল্পবুদ্ধি জলের নীচে চাঁদের নাচনি দেখে। যে দেখে সে জানে না যে জলের তলে কোন চাঁদ থাকে না। চাঁদ আকাশে থাকে। চাঁদের প্রতিবিম্ব জলের নীচে দৃষ্ট হয় মাত্র। এবং প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র। আকাশের চাঁদ না নাচিলে তাহার জলস্থ প্রতিবিম্ব নাচে না, নাচিতে পারে না। স্বচক্ষে জলে চাঁদের নাচনি দেখিতেছে। এখানে তরঙ্গায়িত জলের নাচনি চন্দ্রপ্রতিবিম্বে আরোপিত করিয়া চাঁদের নাচনি দেখিয়াছে। তেমনি অচ্যুতের ক্রিয়াশীলতা অজ্ঞানবশে কল্পনা করে মাত্র। তিনি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং নিকট দূর সর্ব্বত্রই আছেন। চেতন অচেতন যত কিছু দৃষ্ট হয় সবারই মধ্যে তিনি অবস্থিত

আছেন। যদি না থাকেন তবে সর্ব্বব্যাপী হন না। মৃত দেহেও থাকেন। ইতি-পূর্ব্বে ন দেবা আপ্নুবন্ বাক্যের ব্যাখ্যানে ইন্দ্রিয় মনাদি জড় তাহা বলা হইয়াছে। তাহাতেও সর্ব্বব্যাপী আত্মা স্থিত আছেন এজন্য প্রত্যেকেরই অন্তরে বাহিরে তিনি—একথা বলা হইয়াছে।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬।

যিনি সর্ব্বভূত আপনাতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন তারপর আর বিজুগুপ্সা অর্থাৎ ভেদভাব জন্য নিজ-পরবুদ্ধি ঘৃণার ভাব থাকে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা উক্ত। দেহ আত্মা নহে, মায়িক। আত্মা নিত্য সত্য। যিনি আমি এই বস্তুটী সর্ব্বব্যাপী চিৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজদেহস্থ আত্মা সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় সর্ব্বভূতস্থ আত্মা সহ একতা দর্শন করেন। মশা, মাছি, পিপীলিকা, কাক, কুকুর, সর্প, ব্যাঘ্র, বৃক্ষলতা সর্ব্বজীবদেহে একই আত্মা, এই বুদ্ধি জাগিলে নিজদেহস্থ আত্মা, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা চণ্ডাল দেহস্থ আত্মা স্বতন্ত্র নয় এইটী চিত্তে ভাসে। এক এই জ্ঞান হওয়ায় ঘৃণা করিবেন কাহাকে? দেহ শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ হইতে পারে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, মধ্যম হইতে পারে, সবল দুর্ব্বল হইতে পারে কিন্তু সবই পাঞ্চভৌতিক, ইহাও একত্ব। পাঞ্চভৌতিক দেহ অসৎ প্রাতিভাসিক হইলেও তৎস্থিত আত্মা সৎ এক, ইহাই সমদর্শন। সম অর্থ এক সমান বলিয়া দর্শন। সমান অর্থই এক। যেমন প্রসিদ্ধ দ্বাসুপর্ণা মন্ত্রে সমানে বৃক্ষে বাক্য আছে তথায় সমান অর্থ একই বৃক্ষে। কৈবল্য বলে, সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ ১০। গীতায় ৬।২৯ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। বেদান্তের সারকথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতা তাহা এখানে বলা হইয়াছে।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭।

যখন সর্ব্বভূতে স্থিত আত্মাই পরমাত্মা জ্ঞান হয় তখন সেই একত্বদর্শী ব্যক্তির শোক মোহ কোথায়? অর্থাৎ থাকে না। দ্বিতীয় জন্যই শোক মোহ; যেখানে দ্বিতীয়ের অভাব সেখানে শোকের স্থান কোথায়? গীতায় বলে, পণ্ডিত জীবিত বা মৃতের জন্য শোক করেন না। দ্বিতীয়াভাবাৎ। যদি বল নিজ

দেহের পীড়াদি জন্য শোক হইতে পারে। সেখানে যাহার শোক তাহা হইতে দেহ অপৃথক্ আছে জ্ঞানেই মোহ ঘটে। ঋ ৩।৩৭।৯ মন্ত্রে বলে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যানি জনেষু পঞ্চষু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। এক ইন্দ্র সর্ব্বপ্রাণিদেহস্থ হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দর্শনাদি কার্য্য করেন জন্য তিনি একাই সর্ব্বত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা। এমনি একত্বদর্শন ঘটিলে শোক হয় না। দৃশ্যপ্রপঞ্চ অসৎ মায়িক তজ্জন্য শোক নাই। একা যিনি তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন?

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮।

সেই পুরুষ সর্ব্বত্রগ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। শুক্র শুভ্র জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, অকায় অশরীর সূক্ষ্মদেহহীন, অব্রণ বিকার-ব্রণরহিত, অস্নাবিরং স্নায়ুরহিত স্থূলদেহ-হীন, শুদ্ধ মলরহিত কারণ দেহই মায়ামল তদ্‌বর্জ্জিত। অপাপবিদ্ধম্ পাপস্পর্শ-রহিত, মায়াই পাপ তদ্‌বর্জ্জিত। কবিঃ ক্রান্তদর্শী, মনীষী মনীষাসম্পন্ন, পরিভূঃ সর্ব্বোপরিস্থিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ম্ভূঃ জন্মরহিত অনুৎপন্ন। শাশ্বতীভ্যঃ সনাতন, সমাভ্যঃ কালাখ্য প্রজাপতিগণকে যাথাতথ্য যাহার যেমন কর্ম্ম তদুচিত অর্থ দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া অলক্ষিতভাবে থাকেন। যেমন ব্রণ চর্ম্মের নীচে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে বদ্ধ দূষিত রক্তবিন্দু থাকে লক্ষিত হয় না পশ্চাৎ শক্ত হইয়া বাহির হয়, তেমনি ব্রহ্ম স্নায়ুতে থাকে এজন্য তাহা নিষেধার্থ অব্রণ অস্নাবির শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিম্বা লোমকূপে মলবৎ অলক্ষিত থাকে। এজন্য শুদ্ধ শব্দ ও পদতলে যেমন সূক্ষ্ম কণ্টক বিদ্ধ হয় লক্ষিত হয় না তেমনি অলক্ষিতভাবেও থাকে না ইহা বুঝাইবার জন্য অপাপবিদ্ধম্ বলা হইয়াছে। কবি ক্রান্তদর্শী ইত্যাদি বিশেষণ কার্য্যব্রহ্মের দ্যোতক। কার্য্যব্রহ্মই প্রজাপতি-গণকে সৃষ্টি করতঃ যাহার যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ঋ ১০।৪৯।১ মন্ত্রে আছে ইন্দ্র প্রজাপতির জন্য যজ্ঞপদ্ধতি করিয়াছেন। গীতায়ও আছে, সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ (৩।১০)॥ কার্য্যব্রহ্ম প্রমাণগম্য অনুমেয়। তাহা জ্ঞাত হইলে, সূক্ষ্মতম পরমাত্মা বলিলে জিজ্ঞাসুর পক্ষে ব্রহ্ম জানার সুবিধা হয়, নতুবা অতি সূক্ষ্ম লৌকিক বুদ্ধিতে ধরে না। এজন্য বেদান্তসূত্রও ব্রহ্ম লক্ষণ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়াছেন। উহা কার্য্যব্রহ্মেরই লক্ষণ। অপ্রমেয় বস্তুকে এই প্রমাণগম্য কার্য্য-

ব্রহ্মরূপ প্রতীক দ্বারা বুঝান সহজ, এজন্য শ্রুতি পরমব্রহ্মের বর্ণন সহ কার্য্যব্রহ্মেরও বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯।

যিনি অবিদ্যার উপাসনা করেন তিনি তৎফলে অন্ধতম লোকে গমন করেন। আর যিনি বিদ্যার উপাসনা করেন তিনি আরও গাঢ়তর অন্ধকারে গমন করেন। সাধারণতঃ অবিদ্যা অজ্ঞান ও বিদ্যা জ্ঞানকে বলে। এখানে অবিদ্যা অর্থে ভূত প্রেত পিত্রাদি উপাসনা রূপ কর্ম্ম এবং বিদ্যা দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা দেবযজন বুঝাইয়াছে, কারণ বৃ আ ১।৫।১৬ মন্ত্রে বলে, কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ। যাঁহারা পিত্রাদির তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা সময়ে উপদিষ্ট হইলে অল্পেই সৎচিন্তাপরায়ণ হন। আর যাঁহারা বিদ্যারত তাঁহাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্য অহংকার, আমি শাস্ত্র জানি উনি আর কি বুঝাইবেন এই অহংকার চিত্তে অতীব দৃঢ় থাকায় সদ্‌বিষয়ক উপদেশ সহসা গ্রহণ করিতে পারেন না, ফলে চির অজ্ঞান অন্ধকারে থাকেন। যেমন পুর্ব্বমীমাংসায় যাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধালু তাঁহারা জ্ঞানবিষয়ক শ্রুতি অব্যবহার্য্য অর্থবাদ বলিয়া তাহাতে ধ্যান দেন না। গী ২।৪২ বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তি ইতিবাদিনঃ ॥ যেমন মণ্ডন মিশ্রাদি।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০।

কেহ বলেন, দেবযজনাত্মক বিদ্যাদ্বারাই কৃতকৃত্যতা, কেহ বলেন, ভূতপিতৃযজনাত্মক অবিদ্যাতেই কৃতকৃত্যতা, আমরা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণের মুখে এরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের আর্য্যসমাজিগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করেন না, দেবযজ্ঞ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস তাহাতেই শাস্ত্রবাক্য রক্ষিত হয়। যাঁহারা কংগ্রেসের কর্ম্মী তন্মধ্যে অনেকে পুর্ব্বমৃত মহাত্মাদের স্মরণার্থ উৎসব করেন, দেবযজন করা প্রয়োজন মনে করেন না। তেমনি রুচিভেদে মতভেদ বরাবরই আছে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১১।

শ্রুতি বলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা উপাসনা অর্থাৎ দেব ও পিতৃ যজন এই দুই উপাসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অসৎ অবিদ্যাই মৃত্যুশব্দবাচ্য। বৃ আ ১।৩।২৮

ভূতপ্রেত যজন, অগ্নিহোত্রাদি অবিদ্যা জন্য হইলেও স্বাভাবিক কর্ম্ম যাহা জায়স্ব ম্রিয়স্ব গতিপ্রদ জন্য মৃত্যুশব্দবাচ্য তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবোপাসনারূপ বিদ্যাদ্বারা দেবলোকের আনন্দামৃতভোগ লাভ করে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২।

যিনি অসম্ভূতি উপাসনা করেন তিনি অন্ধতম লোকে যান, আর যিনি সম্ভূতি উপাসনারত তিনি আরও গাঢ় অন্ধতমে যান। অসম্ভূতি প্রকৃতি। সম্ভূতি হিরণ্যগর্ভ, তমাবরণে যাঁহার উৎপত্তি। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্। আভূ সর্ব্বত্রস্থিত পুরুষ যখন তুচ্ছ্যা তম দ্বারা আবৃত হইলেন তখন তাঁহার তপস্যার মহিমায় একের প্রথমজের হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হইল। হিরণ্যগর্ভ কার্য্যব্রহ্মের উপাসনায় অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে। প্রকৃতি উপাসনা সম্বন্ধে এক শ্রুতিবাক্যে বলে "তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।" প্রকৃতিলীন অবস্থায় ব্যথাহীন শান্তিলাভেচ্ছু প্রকৃতি উপাসনা করেন। পৌরাণিক অন্নপূর্ণা উপাসনাও প্রকৃতির উপাসনা। নির্ব্বিশেষ পুরুষ অন্ন বা প্রকৃতি হইতে মন, বাক্, প্রাণ রূপ অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা প্রকৃতি উপাসক তাঁহারা অল্পেই ভ্রমাত্মক বুদ্ধি ত্যাগে সৎ পথে যাইতে সমর্থ হন। আর যিনি সম্ভূতি উপাসনায় অণিমা লঘিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করেন তিনি কায়-ব্যূহাদি যোগে এক দেহকে বহু করিতে সক্ষম, আকাশে, অগ্নিমধ্যে বিচরণে সক্ষম, আপনাকে প্রায় ঈশ্বরই মনে করেন। সেই যে দৃঢ় অহঙ্কার জন্য মোহ তাহা বিদূরিত করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা ত্রৈগুণ্যে প্রকৃতি পরবশে থাকাই বেশ মনে করেন। তাঁহাদের নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। এজন্য শ্রুতি বলিলেন, প্রকৃতি উপাসকের সহ তুলনায় আরও গাঢ় অন্ধতমে যান।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩।

কেহ বলেন, অসম্ভূতি উপাসনা দ্বারাই কৃতকৃত্যতা। অন্যে বলেন, না, সম্ভূতি উপাসনা দ্বারাই কৃতকৃত্যতা। আমরা এমন মতবাদ পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি।

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।

এখানে অসম্ভূতি শব্দের অকার ছন্দের জন্য লোপ করিয়া সম্ভূতি লিখা হইয়াছে। সুতরাং সম্ভূতি স্থলে অসম্ভূতি গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি বলিলেন, সম্ভূতি (বিনাশ) উপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্য অধর্ম কামাদি দোষজাত রূপ মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অসম্ভূতি উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলীনরূপ অমৃত ভোগ করিয়া থাকে। সম্ভূতির উৎপত্তি আছে বিনাশও আছে। তম সমাগমে উৎপত্তি, তম অপগমে নাশ। যেমন ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥

মৃত্যু যে তম তাহা ছিল না, সেজন্য অমৃতস্বরূপ দেবতা হিরণ্যগর্ভও ছিলেন না। রাত্রি দিন বা তৎচিহ্নও ছিল না অর্থাৎ কালাভাব হইয়াছিল। তখন বাতহীন অন স্ব স্ব রূপে একাই ছিলেন অন্য কিছু ছিল না। এ জন্য সম্ভূতিকে বিনাশ বলা হইয়াছে। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারী বলিয়াও বিনাশ বলা যাইতে পারে। বিনাশ তাঁহার কার্য্য, কার্য্য কারণ অভেদে প্রয়োগ।

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫।

হিরণ্যবৎ চাকচিক্যময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে পুষন্‌দেব, আপনি তাহা খুলিয়া ফেলুন, আমি সত্যধর্ম্মী সত্যের স্বরূপ দর্শন করিব।

এই বাক্য হইতে পাওয়া যাইতেছে যে সত্যধর্ম্মী সত্যদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি পুষণের উপাসক। পুষন্ দেবতার ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী, এই উপাসক (অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ) আপনাকে অক্ষম দুর্ব্বল জানেন। আপনি ঢাকন উঠাইতে অসমর্থ বুঝিয়া পুষন্ দেবতাকে বলিতেছেন, হে দেব, এই আবরণ উন্মোচন করুন। আমি সত্যবস্তু দর্শন করিব। উপাসক রজোগুণে স্থিত। কারণ আবরণ অচেতন পাত্র। আপনি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্ জীব, পুষন্ দেবতা সর্ব্বশক্তিমান্, আর একজন সত্যবস্তু রহিয়াছেন তাহা তাঁহার অনবগত। গীতায় ১৮।২১ শ্লোকে বলে, পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ রজোগুণী ব্যক্তি এষণাত্রয়সমন্বিত হইয়া থাকে। লোকৈষণাবশে কোন উপলক্ষে বিদ্বান্‌গণের সভা করাইয়াছিল, তথায় শুনিয়াছে যে এই যে সব দেবতা সচরাচর উপাসনা করা হয় তাঁহাদের অতিরিক্ত এক সত্যবস্তু আছেন "অনৃতেন হি প্রত্যুঢাঃ" (ছা ৮।৩।২)। এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর তাহার কৌতূহল হইয়াছে যে এই ঢাকা সত্যবস্তুর ঢাকন উঠাইয়া দেখিতে হইবে। আপনাকে

দুর্ব্বল মনে করেন অথচ রজোগুণের অহঙ্কার বল দর্প বেশ আছে, এজন্য অন্য কাহারও সাহায্য নিতে যান নাই, আপনার চিরদিনের অর্চ্চিত, ফলদানসমর্থ পুষন্ দেবতার নিকট চুপি চুপি আবদার করিলেন, হে দেব, এই যে সত্যবস্তু আবৃত আছে তাহার আবরণ উন্মোচন করুন। পুষন্ হইতে সত্যবস্তু স্বতন্ত্র, বিদ্বদ্‌গণ-প্রশংসিত, কিন্তু রজোগুণী উপাসকের মনে তজ্জন্য পুষণে যে তাহার অগাধ বিশ্বাস তাহা কমে নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই চাকচিক্যময় আবরণ। তম আবরণ বিষয়ক ঋক্ পুর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো। যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬।

এইবার উপাসক সত্ত্বগুণান্বিত বুঝা যায়, কেননা সব দেবতা সত্যেরই বিভূতি বা অংশ-সম্ভব এই একেশ্বরবাদ তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছে। গীতা ১৮।২০ বলে, সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥

সেই সাত্ত্বিকবুদ্ধি উপাসক সত্যকেই প্রার্থনা করিতেছেন, এখনও আপনাতে অক্ষম জ্ঞান আছে। সত্ত্বগুণও ত্রিগুণা প্রকৃতিরই গুণ। তাহাও বুদ্ধির আবরক, সম্পূর্ণ মোহ দূর করে না। এজন্য অক্ষমতা। হে সত্যদেব, তোমার স্বরূপ যে তেজোময় ও সপ্তবর্ণ রশ্মিযুক্ত হিরণ্ময় আবরণাচ্ছাদিত রহিয়াছে তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উন্মোচন করুন, দূর করুন, সংবরণ করুন, আপনার যে কল্যাণ তমোরূপ তাহা দর্শন করিব। পুষণাদি দেবরূপ সত্যের মায়া বিভূতি তাহা অকল্যাণকরই বটে। সত্যপথে চলার বিঘ্নস্বরূপ। বিদ্যা উপাসনার নিন্দা পুর্ব্বেই করা হইয়াছে, "ভূয় এব তে তম" লোকে গমন করায়। পুর্ব্বমন্ত্রে উপাসক রজোগুণী ছিলেন। এমন্ত্রে তিনি সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত। এইটীতে বুঝা যায় যে রজোগুণী আপনার কৌতূহল পুষন্ দেবতা হইতে নিবৃত্ত না হওয়ায় তিনি কোন সজ্জনের পরামর্শ নিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শে আহারশুদ্ধি আদি সাধন করিয়া (শ্রুতি বলে আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ) শুদ্ধচিত্ত সাত্ত্বিকবুদ্ধি হইয়াছেন। সত্ত্বগুণও চোর প্রকৃতির চর এজন্য সত্ত্বগুণকেও ত্যাগ কর, তবে নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিবে। সদ্‌গুরুর সেবা দ্বারা শ্রবণ মনন করিলে তবে আত্মদর্শন সত্যদর্শন সম্ভবপর। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। সাধন দ্বারা সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইলে নিদিধ্যাসনে জানিবেন যে যোঽসৌ অসৌ পুরুষঃ তাহা ও

আমার অন্তরে স্থিত পুরুষ এক। সেই সেই সূর্য্য চন্দ্রাদি বিরাট দেহে যে পুরুষ ও এদেহে যে পুরুষ সেই একই পুরুষ। এই দেহস্থ আমিনাম, পুরুষই সর্ব্বত্র স্থিত। একই সত্যস্বরূপ সর্ব্বদেহে বিরাজমান। দেহ মায়িক মায়া অন্তর্হিতে আমিই সেই সেই পুরুষ এই সর্ব্বব্যাপী অহং জ্ঞান উপস্থিত হয়। সোঽহমস্মি আমিই সেই সত্য যাহা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল তাহা এখন উন্মোচিত। অমৃত মায়া আবরণে আবৃত ছিল। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ইহজীবনেই ত্রিগুণাতীতে নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞানস্বরূপে একীভূত হওয়া যায়।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭

এইটী ঋ ২।৫।৯মন্ত্র; দেহস্থ প্রাণবায়ু অনিল স্বীয় আবাস-স্থানচ্যুত হইল অথবা পরিচ্ছিন্নেরই আবাসস্থান হয়, সর্ব্বব্যাপীর নয়। দেহস্থ দেহী সর্ব্বব্যাপী অচল কখনও স্বরূপচ্যুত হয় না জন্যও অনিল বলা যায়। ইনি অমৃতস্বরূপ। শরীর দেহ এখানেই ভস্মে পরিণত হইবে। ওঁ স্বরূপকে চিন্তন কর। হে ক্রতো মন কৃতকার্য্য স্মরণ কর। কর্ত্তব্য কার্য্য স্মরণ কর। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (গী।৮।৬)।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮।

হে অগ্নিদেব আমার কৃত কর্ম্মসকল জান, তদনুসারে রায়ে ঐশ্বর্য্যের সুপথে আমাকে নিয়ে চল। কুটিলের পাপের সহ যুঝিয়া তাহাকে দূর করিয়া সুখের পথে নেও। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। ফুলদল দিয়াই মাত্র পূজা হয় না। বাক্য-পুষ্পেও হয় আবার শুধু নমস্কারেও হয় যেমন সুধীগণের নমস্ বাক্যেই উপাসনা হয়। এই 'অগ্নে নয়' মন্ত্রটী ঋ ১।১৮৯।১ সুক্তে দৃষ্ট হয়।

রায়ে অর্থ ধনে। স্বর্গস্থিত পরমেশ্বরই পরম ধন তৎ দিকে বা স্বর্গের ভোগসুখরূপ রায় ধন ভোগার্থ সুপথে নিয়ে চল। পঞ্চদশ ও যোড়শ মন্ত্রে জ্ঞানী ইহলোকেই অভয়পদ ব্রহ্মানন্দ পায় দেখান হইয়াছে। এখানে কর্ম্মযোগীর অদৃশ্য অপুর্ব্বতা লাভ ও তৎফলে অদৃষ্ট স্বর্গে গমনে ও চিত্তে ভয় কি জানি সুপথ

লাভ ঘটিবে কিনা। যেখানে ভয় সেখানে শান্তি কোথায়? এইটী পরিস্ফুট করিবার জন্য ১৭।১৮ মন্ত্রে চিত্রটী অঙ্কিত হইয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ॥

অধ্যাস

অধি+আস=অধ্যাস। যাহা আছে তাহা আস শব্দে প্রকাশিত। তাহা হইতে অধিক কিছু দর্শনের নাম অধ্যাস। যেমন রজ্জুখণ্ড পতিত আছে তাহাতে সর্পদর্শন। অচেতন রজ্জুখণ্ডে চেতন সর্প দর্শনকালে রজ্জুর রজ্জুত্বের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না অথচ তাহাতে অরজ্জু সর্পের সর্ব্বাঙ্গদর্শন ঘটে। এবম্প্রকার দৃশ্য দর্শনকে বিবর্ত্তবাদ বলে। শ্রুতি বলেন, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন তাহাতে তদতিরিক্ত মায়া তম বা প্রকৃতি বা তৎকার্য্যদর্শন অধ্যাস। ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮ বলে, অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে দ্বয়োঃ। গীতায় ৮।১৮ বলে, অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ অহঃ ও রাত্রি দিবারাত্র কাহার? গী ৮।১৭ বলে, ব্রহ্মের অহোরাত্র। অহোরাত্র ছিল অর্থ তখন কাল ছিল। অব্যক্তা ছিল। কার্য্যব্রহ্ম ছিলেন। দিবায় বিদিতা প্রকৃতি বা দৃশ্যপ্রপঞ্চ ছিল। অর্থাৎ এই প্রলয়ে কার্য্যব্রহ্ম, অব্যক্তা প্রকৃতি ও কাল থাকে। ঋ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে মহাপ্রলয় বর্ণিত। তাহাতে বলে, ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥ অব্যক্তা প্রকৃতিতে সব লয় হয় জন্য অব্যক্তা প্রকৃতি বিশ্বজগতের মৃত্যুস্থান, এজন্য মৃত্যুশব্দবাচ্য। বৃ আ ১।৩।২৮ মন্ত্রে জপার্থ প্রার্থনাবাক্য বলিয়াছেন, অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ইতি। স যদা আহ অসতো মা সদ্গময় ইতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় অমৃতং মাং কুরু ইতি এব এতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময় ইতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় অমৃতং মম কুরু ইতি এব এতদাহ মৃত্যোর্মামৃতং গময় ইতি ন অত্র তিরোহিতম্ ইব অস্তি। তমই মৃত্যু। উক্ত ঋক্ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অর্থ তম বা অব্যক্তা প্রকৃতি ছিল না। দেবতাকে অমৃত বলে, অমৃত পরিচ্ছিন্ন ইব কার্য্যব্রহ্মও ছিল না। রাত্রিদিন অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কারক কালও ছিল না। অর্থাৎ গী ৮।১৮ শ্লোকের প্রলয়ে যে তিনটি ছিল ঋগ্বেদের মহাপ্রলয়ে সেই তিনেরও প্রলয় ঘটিয়াছে। তখন অন কেবল একাই স্ব স্বরূপে ছিলেন, দ্বিতীয় অন্য আর কিছু ছিল না। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬।২।১ সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং—বাক্যে বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে

৪।১৮ মন্ত্রে যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ। মাণ্ডুক্য (৭) প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। কঠ—নেহ নানাস্তি কিংচন। এই যে একের স্থলে দ্বিদর্শন, যেমন নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়া তিথির এক চন্দ্রে একাধিক দর্শন করে তদ্বৎ ভ্রমাত্মক বা অধ্যাস। অতস্মিন্ তজ্জ্ঞানং-কে অধ্যাস বলে। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তৎ জ্ঞান। যেমন শুক্তিখণ্ডে রজত-দর্শন। পথে পতিত শুক্তিখণ্ডের শুভ্রতাতে রজতবৎ আভা দৃষ্টে পুর্ব্বদৃষ্ট রজতের শুভ্রতার স্মৃতি জাগায় তৎপ্রেরণায় ইদং রজতং বুদ্ধিতে শুক্তিখণ্ডকে উত্তোলন করতঃ হস্তে গ্রহণ করে। ইহারই নাম অবস্তুনি বস্তুজ্ঞান। পশ্চাৎ এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া ইহা শুক্তি, রজত নহে বলিয়া সেই ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি উহা ত্যাগ করে। এজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পুর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" অধ্যাসের লক্ষণ করিয়াছেন। অধ্যাস রূপে ভ্রান্তি-সাদৃশ্য জন্য ঘটে। রজ্জুসর্প স্থলে রজ্জুর ক্ষীণলম্বাকৃতি, সর্পদেহেরও ক্ষীণলম্বাকৃতি এই সাদৃশ্য। রজ্জুবিষয়ে অজ্ঞানতা, রাত্রির অন্ধকার, এই সকলের সমবায়ে অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্পের স্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া ভ্রমোৎপাদন করিয়া থাকে। রজ্জুর সর্ব্বাংশ সর্ব্বত্র একরূপ সম হইলেও ভ্রান্ত দ্রষ্টা তাহাতে মস্তক পুচ্ছাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্নাকৃতিবিশিষ্ট হইলেও তৎসমূহের অস্তিত্ব কল্পনাবলে পুর্ণ করিয়া জীবিত সর্পের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকেন। তেমনি সর্ব্বত্র সম ব্রহ্মে বিচিত্র ভেদযুক্ত জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। বলে হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনু। রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জু ও সর্পের এক অভিন্ন তনু তেমনি নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মে সদোষ বিরূপ বিচিত্রাবয়ব জগতের এক অভিন্ন তনু বলে। এজন্য ইহা বিবর্ত্ত বা অধ্যাস বলিয়া উক্ত হয়। ইহাতে আপাততঃ সাদৃশ্যাভাব জাগে। পঞ্চভূতাত্মক জগৎ অব্যক্তা প্রকৃতিজাত। ব্রহ্ম পুরুষ সাক্ষী মাত্র। ইহা পুর্বোক্ত গী ৮।১৮ শ্লোক হইতে জানা যায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। এই প্রথম সৃষ্ট আকাশ সহ আত্মার সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বব্যাপী আত্মা নিরবয়ব, সৎ (অস্তিতা চির অবাধিত)। মায়িক আকাশও ব্যাপক, অবয়বহীন, অস্তি বলিয়া উক্ত হয়। এই সাদৃশ্যে অবিদ্যা কুহকে ব্রহ্মে শব্দগুণযুক্ত আকাশ ভ্রম হইতে বাধা নাই। আকাশ ভ্রম ঘটিবার পর বিবর্ত্তত্যাগে প্রকৃতির পরিণতিতে বায়ু তেজ অপ্ অন্ন সৃষ্টি হইতে পারে। এজন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। আরম্ভণের কাল নিশ্চয় সম্ভবপর

নহে জন্য অনাদি প্রাকৃতিক সৃষ্টি, অধ্যাসও অনাদি। এইটী বেদান্তসূত্রের ভাষ্যভূমিকায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণো তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরাং ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ ইতি অতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িনি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয় গোচরস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চ বিষয়স্য অধ্যাসঃ।

অনুবাদ—বিষয় ও বিষয়ী ভোগ্যবিষয় (ইদং শরীরং ক্ষেত্রং) ও কর্ত্তা ভোক্তা বিষয়ী (ক্ষেত্রজ্ঞ)। তাহা সর্ব্বনাম শব্দের যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত হয়। বিষয় অচেতন তম অজ্ঞান, বিষয়ী চেতন স্বয়ংজ্যোতি জ্ঞান-স্বরূপ। এজন্য ইহারা তম ও প্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবযুক্ত। যাহা বিরুদ্ধ প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহাদের পরস্পর একরূপতা তাদাত্ম্যভাবে স্থিতি অর্থাৎ একত্র সমাবেশ অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মও অতিশয় পৃথক্ থাকায় তাহাদেরও ঐক্য সম্ভবপর নহে। সুতরাং অস্মদ্ (অহং আমি পদবাচ্য) প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশিত চেতন বিষয়ী ও যুষ্মদ্ প্রত্যয় (ত্বং তুমি ইদং শব্দবাচ্য) দ্বারা প্রকাশিত অচেতন বিষয়ে যদি একতা করে তাহা অধ্যাসবশেই করে। এখানে যুষ্মদ্ শব্দ ত্বং (তুমি) শব্দ দ্বারা লক্ষিত দেহকে বুঝাইয়াছে। যদ্যপি তত্ত্বমসি মহাবাক্যে ত্বং তুমি ও অস্মদ্ শব্দ লক্ষিত অহং বা আমি একই জীবাত্মাকে বুঝায় এবং এবম্প্রকারের উভয়াত্মক ত্বং অহং তৎলক্ষিত আত্মার সহিত অভিন্নতার প্রকাশক হয়, তত্রাচ যুষ্মদ্ শব্দ এখানে প্রসিদ্ধ জন্য ইদং স্থানে ত্বং বা যুষ্মদ্ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইদং দেহ ত্বং পদান্তর্গতই সচরাচর দৃষ্ট হয়। অস্মদ্ বা অহং দেহস্থ কর্ত্তা ভোক্তাকে বুঝাইয়া থাকে। লোকে সচরাচর দেহ দেহীকে একত্র করিয়া আমি বা তুমি শব্দ দ্বারা বুঝিয়া থাকে। এজন্য যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচর বাক্য দ্বারা দেহ দেহীর তাদাত্ম্যে অভিন্নভাবেরই যেন প্রকাশক।

তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণঃ তদ্ধর্ম্মাণাং চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুমযুক্তম্। এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে চেতন বিষয়ী ও তাহার ধর্ম্মসকল যদি বিষয়ে প্রয়োগ করে তবে তাহাও অধ্যাস জন্য মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত।

তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চ অধ্যাস্য ইতরেতর অবিবেকেন অত্যন্তবিবিক্তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য "অহমিদং" "মমেদং" ইতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ॥

এইরূপ অধ্যাস মিথ্যা হইলেও একের ধর্ম্ম অন্যে অন্যের ধর্ম্ম অপরে অবিবেক বশে অধ্যস্ত করিয়া অত্যন্ত পৃথক্ যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী তাহা মিথ্যা জ্ঞান নিমিত্ত হইলেও লোকে সচরাচর অহমিদং মমেদং ইত্যাদি বাক্যে সত্য ও মিথ্যা বিজড়িত করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকে ইহাই অনাদি সিদ্ধ ব্যবহারিক সত্তা বলিয়া প্রচলিত।

আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। জিজ্ঞাসু বলেন, এই অধ্যাসনামা পদার্থটী কি? তদুত্তরে বলা যায়, পূর্ব্বদৃষ্ট কোন পদার্থের স্মৃতি জন্য পরবর্ত্তী কালে পদার্থান্তরে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের যে অবভাস দৃষ্ট ও গৃহীত হয় তাহাকে অধ্যাস বলে।

তং কেচিৎ অন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কেচিৎ তু যত্র যদধ্যাসঃ তদ্-বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যে তু যত্র যদধ্যাসঃ তস্য এব বিপরীত-ধর্ম্মত্বকল্পনাং আচক্ষতে ইতি॥

সৌত্রান্তিক মতে অন্যত্র অর্থাৎ বাহ্যে বাহিরে অন্য ধর্ম্মের জ্ঞান ধর্ম্মের অধ্যাস বলেন। শুক্তিতে রজতের জ্ঞানাকারের অধ্যাস বলেন। সৌত্রান্তিক মতে সদ্‌বাহ্য বস্তু থাকা স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানবাদী বাহ্য সৎ বস্তু থাকা স্বীকার করেন না, তথাপি অনাদি অবিদ্যা বাসনা আরোপিত বাহ্য বস্তু অলীক বলেন। তাহাতেই জ্ঞানাকারের আরোপ বলেন। কোনমতে এক পদার্থে যদি অন্য পদার্থের ধর্ম্ম বিশেষ প্রতীত হয় তবে তাহাকে অধ্যাস বলেন। কেহ বলেন, যাহাতে যাহার অধ্যাস ঘটে তাহার সহিত তাহার পার্থক্য প্রতীতির অভাব থাকে তজ্জন্য ঐরূপ ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় জন্মে। যেখানে যে অধ্যাস ঘটে তাহা বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ না করায়ই ভ্রম ঘটে। অন্যে বলেন, যাহাতে অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনা করে, ইহাই অধ্যাস।

সৌত্রান্তিক মতে অধ্যাস লক্ষণে অসন্তোষ জন্যই বিবাকা গ্রহণরূপ লক্ষণ করিতেছেন। ইনি বলেন, বিজ্ঞান আকারতা রজতাদেঃ অনুভবাৎ বা ব্যবস্থা অপি এত অনুমানাদ্বা। ইহা রজতের নিষেধও নয়, ইদন্তার নিষেধও নয় কিন্তু বিবেকের অগ্রহণ জন্য ইদং রজতং এই ব্যবহার। রজতার্থীর ইহা রজত এই প্রত্যয় জন্য পুরোবর্ত্তী দ্রব্যে প্রবৃত্তি। ইহা ঠিক নয়। রজত স্মরণ জন্য শুক্তি গ্রহণ করে। রজত ও শুক্তির ভেদের অগ্রহণ জন্যই ঘটে।

সর্ব্বথাপি তু অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকে-ঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদ্ অবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদ্ ইতি।

এই সকল মতবাদের দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, সকলের মতেই একে অন্যের ধর্ম্মের অবভাস কথাটী স্বীকৃত। লোকের অনুভবে দেখা যায় শুক্তিকা রজতবৎ অবভাসতে। নেত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন একচন্দ্রে দ্বি চন্দ্র দর্শন করে।

কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়ঃ তদ্ধর্ম্মাণাম্? অবিষয় প্রত্যগাত্মায় বিষয় ও তদ্ ধর্ম্মের অধ্যাস কি প্রকারে সম্ভবে?

সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি; যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে ন তাবদয়ম্ একান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ।

অনুবাদ—যে সকল পদার্থ পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সেই বিষয়েই লোকের বিষয়ান্তরের ধর্ম্ম অধ্যস্ত হয়। যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর ইদং যে বিষয়, তদ্‌রহিত যে অহংপদবাচ্য প্রত্যগাত্মা, তাহাকে লোকে অবিষয় বলে। তাহাতে অধ্যাস সম্ভবপর কি? শুক্তি প্রভৃতি বিষয় পরাধীন প্রকাশ তাহাতে রজতাদি ভ্রম বা অধ্যাস সম্ভবপর। তদুত্তরে বলা যায় যে এই যে আত্মা ইনি অহং প্রত্যয়ের গম্য বিষয় নহেন, তবে অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, অন্তর আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এজন্য ইদং ধর্ম্মারোপের বহির্ভূত নহেন, আরোপ সম্ভবপর। কারণ ইনি একান্ত অবিষয় ইহা বলা চলে না।

ন চ অয়মস্তি নিয়মঃ—পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালা তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ॥

অনুবাদ—এমন কোন নিয়ম বাঁধা নাই যে পুরোবর্ত্তী প্রত্যক্ষ বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হয়, অন্যত্র অধ্যাস হইবে না। অহং প্রত্যয়ও অজ্ঞান জন্যই বটে সুতরাং ভ্রম সম্ভবে। যেমন অপ্রত্যক্ষ আকাশে বালকবুদ্ধিতে তল (কটাহতল) ও (নীল) মলিনাদি অধ্যস্ত হয় তেমনি অপ্রত্যক্ষ প্রত্যগাত্মায় অনাত্মধর্ম্ম আরোপ সম্ভবপর। বিবেককালে অনধ্যাস বটে। তখন পরমাত্মা বিজ্ঞেয় নিরুপাধিক ও নিরংশ হইলেও জীবভাবে অল্পবুদ্ধি তাহা সোপাধিক ও কলাংশযুত মনে করিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। অহংপদবাচ্য জীবাত্মার জীবভাব অবিদ্যাকল্পিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত কখনও গর্ভ বা কোশ বদ্ধ হন না বা হইতে পারেন না, তত্রাচ জীবভাব ব্যবহারিক সত্তায় সর্ব্বস্বীকৃত। অধ্যাসও সুতরাং অনিবার্য্য। কেহই অহং অস্বীকার করেন না। আমিকে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষই

করে এমনভাবে ব্যবহার করে। মৃৎস্পর্শী গোলাকার দিগ্‌বলয়বৎ এই ভ্রম জানিবে। তেমনি আত্মাতে বুদ্ধ্যাদি ও তাহাদের ধর্ম্মেরও অধ্যাস হয়।

তমেতমেব লক্ষণং অধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে। তদ্‌বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসঃ তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বাণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে।

এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত সেই অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিদ্যা মনে করেন। এবং বিচারদ্বারা অধ্যাস নিরূপণে তৎত্যাগে বস্তুস্বরূপ নির্ণয় করাকে বিদ্যা বলেন। ইহা নিশ্চিত হইলে যেখানে যে অধ্যাস হউক না কেন, তাহার দোষগুণ দ্বারা সৎ সেই পুরুষ কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃষ্ট হন না। যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পস্থলে সর্পের দোষগুণ রজ্জুকে স্পর্শ করে না।

তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মনাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়-ব্যবহারালৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ।

সেই এই অবিদ্যা জন্য আত্মা অনাত্মায় পরস্পর অধ্যাস লইয়াই সকল প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার চলে। লৌকিক ও বৈদিক বিধি জন্য কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি তাহা অধ্যাসমূলক জানিবে। বেদ এক, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি কাণ্ড ভেদ জন্য কোন ইতর-বিশেষ নাই। উভয় কাণ্ডই যথাকালে প্রয়োজনীয়। কোন অংশ অব্যবহার্য্য বা ব্যর্থ নহে। এজন্য গীতায় ১৬।২৪ বলিয়াছে—তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ গী ৪।১২—কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ গী ৭।২২—স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ইত্যাদি। পুর্ব্ব মীমাংসাবাদিগণ বলেন, জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদোক্ত পুরুষবিষয়ক মন্ত্র অব্যবহার্য্য, বিনিয়োগহীন, অর্থবাদ মাত্র। কর্ম্মকাণ্ডই প্রকৃত বেদ, তদনুসারে কর্ম্ম করিলেই মানব কৃতকৃত্য হয়। "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ"। বেদের এক খণ্ড অস্বীকৃত হইলে সমগ্র বেদ দোষযুক্ত হইয়া যায়। এজন্য বেদান্তবাদিগণ উভয় কাণ্ডেরই অর্থবত্তা বলেন।

সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।

অনুবাদ—সকল বিধি-নিষেধাত্মক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, বন্ধমোক্ষাদি পরগ্রন্থ, সকলি অবিদ্যাজনিত অধ্যাসমূলক। মায়িক জীবাবস্থায় জীবের ব্যবহার জন্য মাত্র। গী ৭।৫—জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। প্রত্যক্ষ বিষয় সমুদয়

প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণসকল অবিদ্যাবৎ সমাজবদ্ধ জীবের শাসন জন্য শাস্ত্রসকল অবিদ্যামূলক বলা, সে আবার কেমন কথা !

উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষু অহংমমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণ-প্রবৃত্তেরনুপপত্তেঃ।

অনুবাদ—তাহার উত্তর এই—দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে অহং মম অভিমানরহিত হইলে প্রমাতৃত্ব সম্ভবে না। প্রমাতৃত্ব-রহিতে অপ্রমেয়ে প্রমাণপ্রবৃত্তিও সম্ভবে না। জীবভাব লইয়া প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি ব্যাপার। অহঙ্কারবশে "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" "যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" অহঙ্কার অপগতে প্রমাণ আদি কি স্থাপন করিবে। মন ইন্দ্রিয়াদি লয়ে স্বরূপে স্থিতি অবস্থায় অকর্ম্মাবস্থা, তখন প্রমাণের স্থান কোথায় ? ব্যবহারিক সত্তায় প্রমাণে প্রবৃত্তি, প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার।

ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণে-ন্দ্রিয়াণাং ব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিদ্ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ অসতি অসঙ্গস্য আত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি।

অনুবাদ—সুষুপ্তি ও সমাধি দশায় যখন ইন্দ্রিয় ব্যবহার থাকে না তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। কর্ম্মপ্রচেষ্টা অধিষ্ঠানসাপেক্ষ। যেমন গী—"প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দেহী অধিষ্ঠানে স্থিত অবস্থায়ই ঘটিয়া থাকে। যখন দেহাত্মক বুদ্ধি থাকে না তখন কোন ব্যবহারই সম্ভবে না, করণ কর্ত্তা হয় না। যতক্ষণ জীবভাবে কর্তৃত্ব, ততক্ষণ করণেরও ক্রিয়াশীলতা। অর্থাৎ অধ্যস্ত আত্মার জন্য ক্রিয়াশীলতা, তদভাবে নিষ্ক্রিয়তা। দেহ ইন্দ্রিয়ের নিয়মন্ত্রিতা আত্মা অন্তর্যামী সর্ব্বত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা হয়। জড়দেহাদি কর্ত্তা হয় না। এই সকল করণাদি যখন নাই তখন আত্মা অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় প্রমাতৃত্বহীন। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃপরঃ। যখন অসৎ তম বা মায়া হইতে মনবাক্ প্রাণ গ্রহণ করে তখন বলে "বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" এজন্য ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে "সতো বন্ধুমসতি" বাক্য দ্বারা শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন। অপ্রমাতৃত্ব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব রহিতাবস্থায় ঘটে। তখন অপ্রমেয়, কোন প্রমাণ-প্রয়োগে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

তস্মাদবিদ্যাবদ্ বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ। ইতি।

অনুবাদ—এই হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি ও শাস্ত্রসকলে যে বিধিব্যবস্থা তাহা

অবিদ্যাবিদ্ বিষয়সকল মাত্র। অজ্ঞান অধ্যাসমূলক। যতক্ষণ প্রকৃতি-পরবশতা ততক্ষণ শাস্ত্রাদির ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে। গী—যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন এবং সেই কর্ম্ম শাস্ত্রমূলক হওয়া চাই।

পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্ত্তন্তে অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুং অয়ম্ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখী ভবন্তি ইতি। এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্ত্তন্তে, অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানী ও পশ্বাদিতে ব্যবহার বিষয়ে কোন পার্থক্য বা বিশেষ নাই। যেমন পশ্বাদি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি শ্রবণে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শব্দাদি শ্রবণে তাহা প্রতিকূল জানিয়া আহারাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। আর যদি শব্দাদি অনুকূল মনে করে তবে আহারাদি কার্য্যে অগ্রসর হয়। যেমন যদি কেহ দণ্ড উদ্যত করিয়া অগ্রসর হয় তবে সেই পশু আমাকে মারিবে এই ভয়ে ভীত হইয়া পলায়। আর যদি হরিৎবর্ণ তৃণ হস্তে ডাকে তবে তৃণ আহারার্থে সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়। তেমনি মানুষও যদি উদ্যত খড়্গহস্ত ক্রূর দৃষ্টি সহ ক্রোধপ্রকাশক বাক্য শ্রবণ করে তবে পলায়। আর যদি প্রিয় বচনাদি শ্রবণ করে তবে অগ্রসরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পশু ও মানুষে প্রমাণ-প্রয়োগ-ব্যবহার তুল্যাতুল্য।

পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোঽবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে। শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসংবন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি ন বেদান্তবেদ্যম্ অশনায়াদ্যতীতম্ অপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদম্ অসংসার্য্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—পশু আদি প্রাণিগণের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার অবিবেক বা অবিদ্যামূলক অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। বিবেক জ্ঞান উপদেশমূলক হয়, তাহা পশুর নাই, সুতরাং এতদুভয়ের ব্যবহার সমান রূপ দৃষ্ট হওয়ায়, জ্ঞান উৎপত্তি হইয়াছে যে পুরুষ ও পশুর কার্য্যকালের ব্যবহার তুল্যাতুল্য। অর্থাৎ

অধ্যাসমূলক ইহা নিশ্চিত। শাস্ত্রীয় কার্য্যাদি ব্যবহারে, যদিচ শাস্ত্রীয় জ্ঞান বুদ্ধিপূর্ব্বকই ঘটে, তথাপি আত্মার ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয় না। তত্রাচ উহা অজ্ঞানমূলক, বেদান্ত বিজ্ঞান তাহাদের নাই। শাস্ত্রীয় ব্যবহারে যিনি অধিকারী তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত নহেন, অশনায়াদি ধর্ম্মরহিত নহেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি ভেদভাব বর্জ্জিত নহেন, অসংসারী অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা নাই। গী—অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎপরিমাগিতব্যম্।

অনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চ। প্রাক্ তথা ভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্‌বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথাহি "ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণ্যাত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ—কর্ম্মযোগ আত্মতত্ত্ব বা জ্ঞান লাভের বিরোধী ও অনুপযোগী। জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। সেই আত্মতত্ত্ব লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো (বৃ আ ১।৫।১৬)। গী—যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। গী—সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। শাস্ত্রীয় ব্যবহার অধ্যাসমূলক। কামকর্ম্মবীজ অবিদ্যা অজ্ঞান নাশে জ্ঞানোৎপত্তি এজন্য শাস্ত্রীয় কর্ম্মাদিও অবিদ্যামূলক। ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি, ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, গৃহস্থাশ্রম, অষ্টম বর্ষে উপনয়ন বিধি, অশুচি-অবস্থাদির ব্যবস্থা ও ব্যবহার অধ্যাসমূলক সন্দেহ নাই। যদি ঐ সকল ভ্রমাত্মক না হইত তবে বেদান্তবেদ্য পুরুষকে জানার জন্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের ব্যবস্থা হইত না। এষণাত্রয় বর্জ্জন বিধি হইত না। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তের বন্ধনও তাহা হইতে মুক্তিলাভ? অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয়ে মায়া বা তমের স্থান ও কর্ম্মের প্রসার কপোলকল্পিত নহে কি?

অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিরিতি অবোচাম। তদ্ যথা পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মনি অধ্যস্যতি, তথা দেহধর্ম্মান্ স্থূলোঽহং, কৃশোঽহং, গৌরোঽহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লঙ্ঘয়ামি, চেতি।

অনুবাদ—যাহা যাহা নহে তাহাতে তদ্‌বুদ্ধিই অধ্যাস ইহা বলা হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুত্র ভার্য্যাদির শরীর বিকল (ক্লিষ্ট) হইলে বলে আমি বিকল হইয়াছি, তাহারা সকল (অক্লিষ্ট) হইলে বলে আমি সকল ; এইরূপ বুদ্ধি অনাত্মায় বাহ্য ধর্ম্মের অধ্যাস নহে কি? তেমনি দেহধর্ম্ম আমি স্থূল, আমি

কৃশ, আমি গৌর, আমি বসিয়া, আমি চলিতেছি, আমি লঙ্ঘন করিব ইত্যাদি অধ্যাসবশেই বলে। সর্ব্বব্যাপী আমি অচল নিষ্ক্রিয় অপরিচ্ছিন্ন। তাহাতে সচলতা, সক্রিয়তা, পরিচ্ছিন্নতার আরোপ যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তথা ইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মূকঃ, কাণঃ, ক্লীবঃ, বধির অন্ধোঽহমিতি। তথা অন্তঃকরণ-ধর্ম্মান্ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্।

অনুবাদ—তেমনি ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম আত্মায় অধ্যস্ত হয়। আমি মূক, আমি কাণ, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি অন্ধ ইত্যাদি। তেমনি অন্তঃকরণ ধর্ম্ম অধ্যস্ত হয়। আমি কামনা করি, সংকল্প করি, সন্দেহ করি, অধ্যবসায় করি ইত্যাদি।

এবং অহংপ্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি অধ্যস্য, তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্‌বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষু অধ্যস্যতি।

অনুবাদ—এবম্প্রকারে অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার অন্তঃকরণকে স্বপ্রকাশ অশেষ মায়া ও তৎকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মায় অধ্যাস করে। আবার সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্ব অবভাসক প্রত্যগাত্মাকে তদ্‌বিপরীতে অন্তঃকরণে তাদাত্ম্য সহ অধ্যাস ঘটায়। মন বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতায় কার্য্য হয়, বলে আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, অথচ অহংপদবাচ্য পুরুষ সদা নিষ্ক্রিয়। মন চায় না, মন চলে না ইত্যাদি। যেন মনই কর্ত্তা।

এবম্ অয়ম্ অনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

অনুবাদ—এইরূপে এই অনাদি অনন্ত চিরন্তন মিথ্যা প্রত্যয়রূপ অধ্যাস-জনিত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তন, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন।

অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।

অনুবাদ—এই অনর্থের হেতু যে অধ্যাস তাহার উচ্ছেদের জন্য একমাত্র আত্মা আছেন, দ্বিতীয় নাই, এই মতপ্রচারক যে আত্মবিদ্যা তৎপ্রতিপাদনার্থ বেদান্তশাস্ত্র সকলের আরম্ভণ হইয়াছে।

যথা চ অয়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্য ইদম্ আদিমং সূত্রম্—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩। তৎ তু সমন্বয়াৎ। ৪। ঈক্ষতের্না শব্দম্। ৫।

অনুবাদ—সকল বেদান্তশাস্ত্রের অর্থাৎ বেদ, উপনিষদাদির প্রতিপাদ্য বিষয়

একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব। দ্বৈত অধ্যাসজনিত তাহা শারীরক মীমাংসায় দেখাইব। যে বেদান্ত মীমাংসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমি ইচ্ছুক, তাহার আদি সূত্রটি হইতেছে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। তাহার অর্থ—অথ অনন্তর অতঃ যেহেতু প্রপঞ্চ নশ্বর সে জন্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য। কেহ বলেন, পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন অনন্তর, কেহ বলেন, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবার পর। তৎপর সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহাতে নিষ্ক্রিয় সর্ব্বগত পুরুষের কথা না বলিয়া সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা কার্য্যব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। কেন না, শিষ্য জিজ্ঞাসু অল্পজ্ঞ, একবারে অতি সূক্ষ্মে বুদ্ধি প্রবেশ করিবে না, এ জন্য যেমন ভুগোল-শিক্ষক গোলক দ্বারা পৃথিবী বুঝাইয়া থাকেন, তেমনি সূত্রকার পরব্রহ্মের প্রতীক হিরণ্যগর্ভকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পশ্চাৎ বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পরিপক্ক হইলে মায়ার আবরণ উন্মোচনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মার কথা বলিবেন। তৃতীয় সূত্রে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ও চতুর্থ সূত্রে "তৎ তু সমন্বয়াৎ" বলিয়া অপ্রমেয় পুরুষকেই লক্ষিত করিয়াছেন। কার্য্যব্রহ্ম অপ্রমেয় নহেন। প্রমাতৃত্ব একেবারে নিষেধ করিলে শিষ্যের মতি ভ্রষ্ট হইতে পারে। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ "নান্যদস্তি ইতিবাদিনঃ" কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বেদে অপ্রমেয় পুরুষের কথা যাহা মিলে তাহা অর্থবাদ অব্যবহার্য্য ইত্যাদি বলিয়া তৎচিন্তনে ব্যর্থ সময় ক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন। প্রমাণচতুষ্টয়ের অতীতে অপ্রমেয় পুরুষ আছেন ইহা কেবল শ্রুতিগম্য। এজন্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ও তৎ "তু সমন্বয়াৎ" অপ্রমেয় পুরুষের কথাই লক্ষ্য করে। পঞ্চম সূত্রে জড় প্রকৃতির ঈক্ষণাদি নাই বলায় প্রকৃতি সৃষ্টি করে না বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় জন্য কর্ত্তা নহেন, তবে সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ এলো কোথা হইতে? কর্ত্তাহীন কর্ম্ম অসম্ভব।

এজন্য গী ৪।১৬ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। এবং গী ৪।৬ বলেন, অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ। তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ (গী ৪।১৩)। শ্রুতি অক্ষর পুরুষের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্রে ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তৎবিদুস্তইমে সমাসতে॥ ছান্দোগ্যে বলিয়াছে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঋ ১০।১২৯।১ ন মৃত্যুরাসীদমৃতাঃ ন তর্হি ন রাত্র্যং অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস। কঠ

বলিয়াছেন, সর্ব্বে বেদা যৎপদমানমন্তি। নেহ নানাস্তি কিংচন। শ্বেতাশ্বতরে বলে, যদাংতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিশব এব কেবলঃ॥ ভাগবৎ পুরাণে ১২।১৩।১২ বলে, সর্ব্ববেদান্তসারং ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্। ভাঃ পুঃ ১১।২।৩৮ অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে দ্বয়োঃ। সিনেমাহলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক মাত্র না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। রজ্জু অচেতন কিন্তু তাহাতে যেমন চেতন সর্প অজ্ঞান আঁধারে দৃষ্ট হয় তেমনি সর্ব্বভেদহীন নির্দ্দোষ সমব্রহ্মে বিচিত্র বিশ্বজগৎ প্রতিভাত হয়। তাহারও কারণ অজ্ঞান আঁধারই বটে। তমঃ-প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। সহস্রসূর্য্য-সমপ্রভ স্বয়ংজ্যোতি ব্রহ্ম, তাঁহাতে তমের স্থান নাই। অথচ তমোযোগে সৃষ্টি। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় কি অধিষ্ঠানে সৃষ্টিকর্ম্ম করিলেন? গী ৪।৬ ভগবান বলিলেন, প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া। মায়ার কুহকে জগৎ ভাসে। এজন্য ভাঃ পুঃ ১।১।১ বলিয়াছে—সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ দৃশ্যপ্রপঞ্চ অধ্যাসবশে দৃষ্ট হয়। তাহার ত্যাগের জন্য যে প্রচেষ্টা তাহাকেই সাধন বলে। ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সৃষ্টিবিষয়ক কামনা ও মানস রেতঃপাতকে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়াছেন। এই বন্ধন মোচনকে মুক্তি বলে। অর্থাৎ অধ্যাস হইতে মুক্তি। অলমিতি বিস্তরেণ॥

দেবীসূক্ত

ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত ১০।১২৫ সূক্ত

বাগাম্ভৃণী ঋষি, বাগ্‌দেবতা, জগতী ও ত্রিষ্টুপ ছন্দ—ঃ।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥১।

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেবগণ (ইহাদিগকে গণদেবতা বলে) দ্বারা বিচরণশীল। অর্থাৎ এই গণদেবগণ সদাই আপন কর্ত্তব্যপালনার্থ আমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিচরণশীল হন; অথবা আমার শক্তিতে বিচরণ সমর্থ হন। তাঁহাদের বিচরণেই আমার বিচরণ। বেদে মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এই উভয় একত্র স্তুত হন এজন্য উভয় শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। আমি মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাগ্নী ও অশ্বিদ্বয়কে ভরণ করি। যেমন গীতায় ভূতভৃৎ, ভূতভর্ত্তৃ শব্দের প্রয়োগ ভগবানে প্রযুক্ত, তেমনি এখানে প্রয়োগ। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। অম্ভৃণনামা ঋষি কন্যা বাগ্‌ ব্রহ্ম-বেত্তাহন।

আমি কার্য্যব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা পাতা ধাতা। ব্রহ্মবিদ্‌ও আপনাকে সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপে একাত্মভূত দেখেন। এজন্য অহং শব্দ প্রয়োগ। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ "অহং বৈশ্বানরঃ," "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যাদি বলিয়াছেন।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমূত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২।

আমি সোমযজ্ঞের সোমলতা হননে সোমরসরূপ অমৃত ধারণ করি। ত্বষ্টা পূষণ ও ভগ ইঁহারা আদিত্য। ইঁহাদিগকে (ভৃং ভরণে ধারণপোষণয়োঃ) ধারণ করি। ইহা গীতার একাদশে যেমন বিরাট দেহে স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব ধৃত হয় তেমনও হইতে পারে। ব্রহ্মব্যাপী জন্য সর্ব্বাশ্রয়। আমিই সোমরস দ্বারা, হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সুষ্ঠু প্রকারে করি, হুতান্নপ্রদানকারী যজমানকে যজ্ঞফল প্রদান করি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩।

রাজা যেমন রাজ্যের যত মূল্যবান্ সামগ্রীর প্রাপয়িতা রত্নভোক্তা, তেমনি আমি। আমি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যযুক্ত। যজ্ঞভাগ গ্রহণকারিগণের মধ্যে প্রথমা মুখ্যা, জন্য দর্শনীয়া, যে হেতু আমি সর্ব্বত্র স্থিত সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট। সে জন্য দেবগণ আমাকে বহুরূপে ভজন করেন।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪।

যে অন্ন খায়, যে দর্শন করে, যে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন করে, যে উক্ত বিষয় শ্রবণ করে, ঈং ঈদৃশ অন্তর্যামিরূপে স্থিত আমা কর্ত্তৃকই ঐ সকল ঘটে। অর্থাৎ আমিই ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। আমি একাই সর্ব্বদেহে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা। আমার অমননকারী যাহারা তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ক্লেশ সহ জীবন ক্ষয় করে। হে শ্রুত (যিনি গুরুমুখে মহাবাক্যাদি শ্রবণ করিয়াছেন), শ্রদ্ধালু তেমন তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ছান্দোগ্যে আছে "শ্রদ্ধস্ব"।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫।

দেব ও মনুষ্য সেবিত ব্রহ্মবিদ্যা স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ আমি বলিতেছি—সেই আমি কেমন? যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র (তীক্ষ্ণধী) করিয়া ব্রহ্মা করি বা সুমেধা করি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬।

ব্রহ্মদ্বেষী হিংসকের হননার্থ অর্থাৎ ত্রিপুরাসুরের বধার্থ রুদ্রের ধনুতে জ্যারোপণ করি। আমি জনহিতায় সংগ্রাম করি। দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া ইহাদিগকে ধারণ করি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধণ্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততোবিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বো তামূন্দ্যাং বর্ম্মণোপ স্পৃশামি ॥৭।

আমি বিরাট দেহের মস্তকস্থানীয় দ্যৌ, যিনি জগতের পিতা বলিয়া উক্ত। ঋগ্বেদে দ্যাবাপৃথিবী জগতের পিতা মাতা। তাঁহাকে প্রসব করিয়াছি। (প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরং)। জলবন্ত সমুদ্র অর্থাৎ কারণ সলিলরূপে প্রকৃতি বা মায়া আমার যোনিস্বরূপ। যেমন গীতায় মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ সৃষ্টির পর বিশ্বভুবন সৃজন করতঃ তাহাতে ধারকরূপে স্থিত আছি। সেই এই দ্যৌ লক্ষিত সৃষ্টি আমার বিরাট দেহে বর্ম্মবৎ আমার স্পর্শে স্থিত রহিয়াছে।

অহমেব বাতইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভুব ॥ ৮।

আরম্ভমানা অর্থাৎ সৃষ্ট, বিশ্বভুবনে বায়ুবৎ আমি প্রবাহিত হই। বায়ু যেমন অন্তরে বাহিরে শ্বাস প্রশ্বাস সহ প্রবাহিত হয়, তেমনি আমি বিশ্বের অন্তরে বাহিরে স্থিত হই। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে আমি মাত্র পরিচ্ছিন্ন ইদং পুর্ণ পুরুষটী। তাই বলিতেছেন দ্যাবাপৃথিবীরও আমি অদঃ পুর্ণরূপে বিরাজিত। যেমন কেনোপনিষদে বলিয়াছেন, তদ্‌বিদিতাদথ অবিদিতাদধি। বিদিতা প্রকৃতি বা দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে অন্য, অবিদিতা অব্যক্তা যাহা হইতে বিদিতা উৎপন্ন হয়। যেমন—গীতায় অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অহরাগমে। সেই অব্যক্তা হইতেও অধিক অর্থাৎ পরে পুরুষ। অব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। আমিই সেই সনাতন পুরুষ। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।

রাত্রিসূক্ত

ঋ ১০।১২৭ সূক্ত কুশিক ঋষি রাত্রির্বা ভারদ্বাজী, গায়ত্রী ছন্দ

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধিশ্রিয়োঽধিত ॥ ১।

যেমন ঋ ৩।৩৭।৯ মন্ত্রে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতোয়ানি জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত

আবৃণে। পঞ্চজনপদে যত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয়, হে শতক্রতো, তাহাতে ইন্দ্রই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ইন্দ্রই তাহার ব্যবহারকর্ত্তা। অর্থাৎ সর্ব্বদেহে ইন্দ্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা। তেমনি এখানে আয়তী আগতা রাত্রি দেবী পুরুত্রা অক্ষভিঃ ব্যখ্যৎ। সর্ব্বচক্ষু দিয়া দেখেন। বিশ্বাঃ শ্রিয়ঃ অধিঅধিত, লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা বিশ্বের ধন বলিয়া কল্পিত তাহা হইতে অধিক ধন তিনি ধারণ করেন। আয়তী তিনি সেই ধন সহ (রত্নধাতবং ঋ ১।১।১) যজমানের নিকট আসেন। ঋ ১০।১৯০ সূক্তে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত। ততো সমুদ্রার্ণব" বাক্যে রাত্রি তম বা যোগমায়া সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যধারিণী, যেমন অন্নপূর্ণা সর্ব্বপ্রকার অন্নদাত্রী।

ওর্ব্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২।

ঋ ১০।১২৯।৫ তিরশ্চিনো বিততোরশ্মিরেষা। অধঃ ঊর্দ্ধ তির্য্যক্ সর্ব্বত্র তাঁহার রশ্মিসকল বিস্তৃত হইল। অমর্ত্ত্য (অমর) দেবী হইতেই সৃষ্ট উরু বৃহৎ, এখানে ব্যাপক, অন্তরিক্ষ বা আকাশ, ও অপ্রা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু (অপ্রা অনায়াসেন প্রাপ্তি যাহার সেই বায়ু, বায়ুর প্রাপ্তি চেষ্টা করিতে হয় না)। উদ্বতঃ উর্দ্ধগতি অগ্নি, নিবতঃ নিম্নগা জলও তৎসৃষ্ট। তিনিই চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি দ্বারা তমঃ বাধতে তম নাশ করেন।

নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩।

রাত্রি দেবীর স্বসারং (ভগ্নি) উষসং উষার, আয়তী আগমনে অর্থাৎ ব্যুষ্টি উষার আগমনে, নিরু নিঃ নাস্তি রু প্রকাশ যস্মিন্, প্রকাশহীনতম, অন্ধতম, অস্কৃতা অসংস্কৃতা অলক্ষণা তমঃ অপেৎ অপগত হয়। এবং উহ আসতে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জাগ্রত হয়। রাত্রিতে সব শববৎ থাকে। রাত্রি অপগতে মনবুদ্ধি জাগ্রতে লোকসকল ক্রিয়াশীল হয়।

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪।

অদ্য নঃ আমাদের প্রতি, সা প্রসীদতু, যস্যা তে যামন্, তোমার ত্রিযামা রাত্রির যাম সকাশে, বয়ং আমরা নি অবিক্ষ্মহি নিশ্চিতরূপে অবস্থান করি। যেমন বয়ঃ পক্ষী বৃক্ষে নিশ্চিন্তে বাস করে।

নিগ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫।

গ্রামাসো গ্রামবাসী মনুষ্য, পদবন্তো (পশু), পক্ষিণঃ, অবিক্ষত ক্ষতহীন অবস্থায় অর্থাৎ সুখে, নি নিবিশন্তে নিবাস করে। কুলায় স্থিত শ্যেনবৎ আস—আসীন হন ধ্যানী, চিদর্থিনঃ জ্ঞানার্থী নি নিবিশন্তে। রাত্রে সব সুখে নিদ্রা যায়। নিদ্রার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হয় না, সুষুপ্তি আপনিই দেহ অধিকার করিয়া দেহীকে স্বরূপে স্থিত করে। স্বপিতি স্বং অপি ইতো ভবতি। অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করায়।

যা বয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেন মূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬।

হে উর্ম্মে হে জননী যা বয়া হৃদয়ে স্থিতা অর্থাৎ যে সুপর্ণ হৃদয়ে আছে, সে বৃক্যং বৃকীতুল্য হিংস্র লোভমোহাদি, বৃকতুল্য মহাশন কামক্রোধাদি, স্তেনং চৌরবৎ সদ্‌বুদ্ধি হরণকারী অহঙ্কারকে দেখিয়া মহাভীত হইয়াছে তাহাদিগকে দূর কর। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭।

পেপিশৎ ঘোর, কৃষ্ণং, ব্যক্তং তমঃ, মা (মাং) উপ অস্থিত (উপস্থিত) হে উষঃ, ঋণেব, ঋণগ্রস্তের বন্ধনদশাবৎ দুর্দ্দশাকারী সেই তমকে যাতয় দূর কর। ইহা ঋ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে "সতো বন্ধুমসতি" বাক্যে উক্ত হইয়াছে। সৎ অসৎ তমের বন্ধনে ঋণজালে বদ্ধ হইয়াছে।

উপতে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮।

হে দিবের দুহিতা রাত্রি, দুগ্ধের আকর গরুর ন্যায় সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের আকর তুমি, নঃ স্তোমং বৃণীষ্ব আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর, তৎফলে উপজিগ্যুষে সেই ধনদোহনে জয়লাভ করিব।

সদাচার

সদাচার সৎ আচার। আচার আচরণ ব্যবহার অর্থে প্রয়োগ হয়। মনু বলেন "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ"। যিনি সদাচার স্বয়ং আচরণে শিক্ষা দেন তাঁহাকে আচার্য্য বলে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করেন না। শাস্ত্র অর্থ বেদ। আর্য্য অর্থ পূজনীয়। তাহার লক্ষণে বলে—কর্ত্তব্যমাচরন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠন্তি প্রকৃতাচারে স তু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥ সৎ আচার অর্থ

সজ্জন আচরিত আচার। কেহ বলেন, সৎ হইতে আগত আচার। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৫।৪।১১ মন্ত্রে বলে "অরেঽস্যমতোভূতস্য নিঃশ্বসিতং এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা"। ঋ ১০।৪৯।১ মন্ত্রে ইন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি যজ্ঞ পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি। ঋ ১।৩১।৪ অগ্নি মনুকে স্বর্গের কথা বলেন। ঋ ৮।৬৩।১ মন্ত্রে পিতা মনু ইন্দ্রলোকের উপায়স্বরূপ কর্ম্মপ্রণালী দেবগণ হইতে প্রাপ্ত হন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।২।১০।২ যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তৎ ভেষজং। ব্রহ্মা মনুকে উৎপন্ন করেন। মনু প্রজাসকল উৎপন্ন করেন। এজন্য মনু প্রজাপতি পিতা বলিয়া এবং ব্রহ্মা পিতামহ বলিয়া উক্ত হন। মনু প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাগণের ব্যবহার সম্পাদনের জন্য যে আচারপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন তাহাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতা (মনু স্মৃতি) নামে অভিহিত হয়। গীতায় ৩।১০ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ ব্যোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ এ বাক্যেও প্রজাপতি মনু নির্দ্দেশক। ঋগ্বেদে সপ্তম মনু বৈবস্বৎ বলিয়াছেন ঋ (৮।৩০।৩) যেন পিতা মনু হইতে আগত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। মনুসংহিতায় শাসন, বিচার ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ আছে। ঋ ১।১৬৪।৫০ মন্ত্রে বলে, যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। ইহার অর্থ যজ্ঞপুরুষের চিন্তাসহ দেবগণ যজ্ঞ করেন তাহাই সৃষ্টিতে প্রথম ধর্ম্মাচরণ। যজ্ঞেন অর্থ যজ্ঞপুরুষেণ প্রেরিতঃ সন্‌ও হয়। যজ্ঞেন অর্থ অগ্নি দ্বারাও হইতে পারে। যজ্ঞেন অর্থ জ্ঞানযজ্ঞেনও হইতে পারে। কারণ শ্রুতিতে যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। ঋ ১০।৯০।৬ মন্ত্রে "যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত" বাক্য দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ দেবগণ পুরুষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া হবিঃ দ্বারা যে যজ্ঞ বিস্তার করেন। ঋ ১০।৯০।১৫ মন্ত্রে আছে "দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।" ইহার অর্থ দেবগণ যে যজ্ঞ বিস্তার করেন তাহাতে পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করেন। শ্রুতি বলেন, জীব এব কেবলঃ পশুঃ। "সতো বন্ধুমসতি"। পুরুষকে জীবরূপী করিয়া অসৎ মায়াডোরে পশুবৎ বন্ধন করেন। কর্ম্মবন্ধনে শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হন। জীবরূপ পশুকে সংসার অনলে আহুতি দেন। এজন্য বৃ আ ১।৪।১০ মন্ত্রে আছে—অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা (মনুষ্যানাং) পশুরেবং স দেবানাম্। ইহার অর্থ, আর যিনি আত্মা ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করেন, ঐ সকল অন্য, আমি অন্য এমন চিন্তাধারা মনে পোষণ করেন সেই ভেদবাদী স্বরূপ জানেন না। যেমন মনুষ্য মধ্যে পশু-পালক পশুকে পরিচালিত করে, তেমনি ইনি

দেবগণ দ্বারা পশুবৎ পরিচালিত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদ ১।১।১০ নানা তু বিদ্যাচাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি ইতি।

এ বিষয়ে পুরাণে এক আখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি দক্ষ দেবতা, সৃষ্টি-কার্য্যে দক্ষ মহান্ কর্ম্মযোগী। তিনি মায়ামোহে অহঙ্কারপরবশে পরম শিব-তত্ত্বের অবজ্ঞা করতঃ যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত হন, এ কারণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়। পশ্চাৎ সদুপদেশে সতের চিন্তা শিবতম জানিয়া অজ পুরুষের চিন্তাধারা মুণ্ডে স্থান দিয়া কর্ম্ম পরিসমাপ্ত করেন। ইহাতে অজ পুরুষের চিন্তাসহ যজ্ঞ করা অর্থটী সমীচীন বোধ হয়। শ্রুতিতে উপদেশ আছে "অজৈর্যষ্টব্যম্।" কেহ এই শ্রুতি অনুসারে অজ অর্থ ছাগ বুঝিয়া ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। এই বাক্য অনুসরণে সজ্জনের আচরিত পন্থা অবলম্বনে যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ইহাতে সর্ব্ব পাপ নাশ হয়। এইরূপ বিশ্বাসের মূল হইতেছে—শ্রুতির আদেশে হননে হননজনিত পাপ লাগে না। তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

কেহ অজসংজ্ঞাপ্রাপ্ত পুরাতন ধান্য যাহার প্রজনন শক্তি আপনাআপনি নাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার দ্বারা যজ্ঞ করেন তাহাতে হিংসা সম্ভবে না। এবং বলেন যে ছাগবধ এই শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৩৩৮ অধ্যায়ে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই—অজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতিযদ্ বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগংনোহন্তুমর্হতঃ॥ অন্যে বলেন ব্রহ্মার নাম অজ। ঋ ২।১।১ অগ্নিকে ব্রহ্মা বলিয়াছে। এজন্য এখানে অজৈঃ অর্থ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অর্থাৎ কেবল পত্রপুষ্পাদি দ্বারা নয়। অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং। ঋ ১।১।১ অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবঋত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥ আবার কোন মতে অজৈঃ অর্থ অজচিন্তাসহিতৈঃ যষ্টব্যম্। "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান অবিপশ্চিতের কার্য্য। গী ২।৪২। এজন্য বুঝিতে হয় যে অজ পুরুষের চিন্তন উত্তম অধিকারীর ব্যাপার হইলেও কর্ম্মে অধিকারী সেই মুখ্যতত্ত্বকে ভুলিবেন না। কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠেয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে তৎপশ্চাৎ জ্ঞানযোগে প্রবেশের অধিকার হয়। ইহা গীতায় ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। গী ৫।১১ যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ গী ৫।৭ যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ গী ৬।১২ উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। গী ৪।৩৮

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ গী ১৮।৪৫ স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥ গী ১৮।৫০ সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ॥ ছান্দোগ্য বলে ৭।২৬।২ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। আহারশুদ্ধি তুই প্রকার। এক স্থূল দেহের আহার্য্য, সাত্ত্বিক হইলেই তাহা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। অপর সূক্ষ্ম দেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণীয় সামগ্রী অর্থাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ ভোগে বিরাগ। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়োরেবাঽভিবর্দ্ধতে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের অর্থ হইতে নিরস্ত করাই সূক্ষ্মের আহারশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি অর্থ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করতঃ সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি করান। এ বিষযে মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে যিনি প্রবেশাধিকার চাহেন তাঁহার প্রথম যে সব অনুষ্ঠান বা আচার আচরিতব্য তাহা বড়ই উপযোগী। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং। ক্ষমা ধৃতিমিতাহরঃ শৌচং চেতি যমা দশ। অহিংসা কোন প্রাণীকে বধ বা ক্লেশ প্রদান না করা, ইহাতে মৎস্য মাংস আণ্ডা আহার ত্যজ্য হয়। ব্রহ্মচর্য্য-বিন্দুধারণ সহ গুরুসেবা। তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যদানেশ্বরপুজনম্। বেদান্তশ্রবণং চৈব হ্রী মতিশ্চ জপো ব্রত ইতি দশ নিয়মাঃ ॥ আসনসম্বন্ধে গীতায় ৬।১১ বলে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ পবিত্র স্থানে আসন পাতিবে যেন আসনের পিড়া না নড়েচড়ে। পিড়া অতিশয় উঁচু হইবে না আবার অতিশয় নীচু হইবে না, তত্থপরি কুশাসন পাতিয়া অজিন (মৃগছাল), তাহার উপরে উণীকাপড় পাতিয়া বসিবে। আসন অতিশয় ক্ষুদ্র হইবে না যেন বসিলে দেহের কোন অঙ্গ পা আদি মাটিতে না লাগে। ইহার তাৎপর্য্য, পশমী কাপড় মৃত্তিকার বিজলী হইতে রক্ষা করে। আসন পাতলা হইলে হাঁটুতে লাগে তাহাতে মন ধ্যেয়কে ত্যাগে হাঁটুতে গেল, তথা হইতে টুক্ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে। যদি বেশী পুরু হয় তবে তম আলস্য তন্দ্রা আনয়ন করিবে। বসার কায়দাকেও আসন করা বলে। আসন বহুপ্রকারের হয়। পায়ের মাংসাদি জন্য কাহারও কোন আসন উপযোগী হয়। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, বদ্ধপদ্মাসন, ভদ্রাসন, রাজাসন ইত্যাদি যার যে আসনে দু'তিন ঘণ্টা বসিলে হাটুতে বেদনা বা কোন যণন্ত্রা হয় না তাহাই তাহার পক্ষে শোভনীয় আসন। নিত্য পুজায় বসিবার নিয়ম এই যে গৃহের যে স্থানে বসিবে প্রতিদিন সেই স্থানে পুর্ব্ব বা উত্তর

মুখী হইয়াই বসিবে, নতুবা স্থান বা মুখ বদলাইলে দৃশ্য বদলান জন্য মন বাহিরে চলিয়া যায়। দৃষ্টেরেব সৃষ্টিঃ। কোন নূতন কিছু দেখিলেই তাহার ভালমন্দাদি বিচারে মন লাগিয়া যায়, আপন ইষ্ট বিষয় তখন দূরে সরিয়া পড়ে। একজনের আসনে অন্য ব্যক্তিকে বসিতে না দেওয়াই ভাল। মন ইষ্টে একাগ্র করিতে এইগুলি খুঁটিনাটি বিষয় অপ্রয়োজনীয় নহে।

প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের সংযমন। প্রাণবায়ুকে সংযত করিলে প্রাণের বন্ধনে বদ্ধ মনও সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়। মনকে ইষ্ট বস্তুতে স্থাপিত করিতে দু'চারিটী প্রাণায়াম বেশ উপাদেয় পন্থা। প্রাণায়ামের নেশা আছে; সেই নেশার ঝোঁকে বেশী মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে হৃদ্‌যন্ত্রাদিতে গোলযোগ ঘটিতে পারে। প্রাণায়ামের মাত্রা হইতেছে ১।৪।২। এক নাক বন্ধ করিয়া এক সেকেণ্ড বায়ু পুরণ করিলে চারি সেকেণ্ড পর্যন্ত উভয় নাসা রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক করিয়া অর্থাৎ উদর-রূপ কলসে আবদ্ধ রাখিতে হয় পশ্চাৎ অপর নাসাদ্বারে দুই সেকেণ্ডে রেচক কার্য্য। ঝট্ এক সেকেণ্ডে বায়ু ত্যাগ করিতে নাই তাহাতে ফুস্‌ফুসে আঘাত পাইতে পারে। যে নাক দিয়া বায়ু পুরণ করা হয় তাহার বিপরীত নাক দিয়া বায়ু ত্যাগ করিতে হয়। অতিশয় ধীরে ধীরে দুই সেকেণ্ডে বায়ু ত্যাগ করিবে। কোন ভয় থাকিলে নাক ধরিয়া পুরকাদি না করিয়া স্বল্প প্রাণায়াম করিলেও চলিতে পারে। শ্বাস টানার পর একদমে ৩২ বার কোন দুই অক্ষরী নাম (শিব, হরি, বিষ্ণু, রাম ইত্যাদি নামের যে কোনটী) উচ্চারণ করিবে। দুইতিনবার এইমত এক দমে নাম করিলেই যেটুকু প্রাণ সংযত হয় তাহাতেই কাজ চলিতে পারে।

প্রত্যাহার—ইষ্ট চিন্তন ত্যাগে যে মন বাহিরে চলিয়া যায় সেই মনকে বিচার দ্বারা ফিরাইয়া আনা। এবিষয়ে নিয়ম এই স্বল্প প্রাণায়াম করা। অথবা উপাংশু জপ করা। উপাংশু জপ অর্থ জিহ্বা ওষ্ঠাদি না কাঁপাইয়া কণ্ঠস্থানে উচ্চারণ করা যেন উচ্চারিত মন্ত্রটী নিজ কর্ণে শুনা যায়। অথবা ত্রাটক করা। কোন সবুজ রঙের ক্ষুদ্র পত্রাংশ চন্দন দিয়া দেওয়ালে চক্ষু বরাবর স্থানে লাগাইয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, ইহাতে চক্ষু দিয়া বেশ জল ঝরিয়া গিয়া মন প্রশান্ত হয়। অথবা বিচার করা—হে মন তুমি যথায় গিয়াছ ঐ স্থানে ঐ রূপে (হরিরেব জগৎ জগদেব হরি বুদ্ধিতে) আমার ইষ্টদেব অবস্থান করিতেছেন। মন, জল স্থল অনলে অনিলে—যেখানেই যায়, তথায়ই সর্ব্বব্যাপী আমার ইষ্টদেব সেই সেই রূপে অবস্থিত, তুমি বাহিরে যাইতে পার নাই বা পারিবে না। এইটী অভ্যাসার্থ শিব সম্বন্ধে অষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা রহিয়াছে। শিব কিছু অবিষ্ণু নহেন

বা বিষ্ণু অশিব নহেন। একেরই সহস্র রূপ ও সহস্র নাম। বেদে পুরুষের অলিঙ্গত্ব জন্য স্ত্রী পুং নপুংসকাদি ভেদ গৃহীত হয় না। যেমন কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকালী। কৃষ্ণই রাধা সমীপে কালী হন। যেমন গীতায় একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন কৃষ্ণ ভীষ্মাদির মস্তক চর্ব্বণ করিতেছেন দেখিয়া পালক বিষ্ণু ভক্ষক নহেন সুতরাং এই ভক্ষক অন্য কোন দেবতা হইবেন ধারণায় প্রশ্ন করিলে কৃষ্ণ তারস্বরে —কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ এই বাক্যে তাহার জবাব দিয়াছেন। পুনঃ ১৩।১৬ শ্লোকে অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ বাক্যে বিভিন্ন দর্শন ভ্রান্ত, অবিভক্ত দর্শনই প্রকৃত দর্শন বলিয়াছেন। পুনঃ গী ১৮।২০, ২১ শ্লোকে বলিয়াছেন, একত্বদর্শন সত্ত্বগুণের এবং পৃথক্ দর্শন রজো গুণের প্রাবল্যে ঘটে। যে নামেই ডাক সেই এককেই ডাকা হইতেছে। এই বুদ্ধি জাগিলে আর মন বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়া আক্ষেপের কারণ থাকে না। এই ধারণা পাকা হওয়ার নাম ধারণা। একে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান রূপেরও হয় অরূপেরও হয়। যে পর্য্যন্ত জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎ রূপেরই ধ্যান, যখন জ্যোতি দর্শন ঘটে তখন জ্যোতির সাক্ষাৎ জ্যোতি ত্যাগে ব্যাপক জ্যোতির দিকে মন দিবে। সাক্ষাৎ জ্যোতিতে রঙের ধারা থাকে। ব্যাপক জ্যোতি যেমন দিবাকালে গৃহমধ্যে যে দর্শনাদি হয় তাহা ব্যাপক জ্যোতি জন্য ঘটে তাহাতে কোন রূপ রঙের ধারা নাই, অরূপ। অরূপেই অব্যক্তের দিকে লইয়া যায়। ইহাই চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং জ্ঞানযোগের পাঠাগারে প্রবেশের নিদর্শন-পত্র।

গীতায় ৪।১৮ শ্লোকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম

গীতায় ৫।৮, ৯ বলে, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

দর্শনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, তাহা ইন্দ্রিয়গণ করে, তত্ত্ববিৎ জানেন, তৎসহ তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ তিনি অকর্ত্তা। সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় পুরুষই তাঁহার আবরক দেহে অবস্থিত। কোন বস্তু কখনও তাহার স্বভাব ত্যাগ করে না। এজন্য যিনি "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি" বলিয়া উক্ত, তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব কদাপিত্যাগ হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রকৃতিই ইন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। যেমন গী ৩।২৭ শ্লোকে বলে, প্রকৃতেঃ

ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন ও করান। মলমূত্রাদি ত্যাগ করা, ঔষধ পথ্যাদি সেবন করা, শিশ্নোদরপরায়ণ হওয়া, পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম করা, যজ্ঞাদি ইষ্টাপূর্ত্ত সবই ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার, সবই কর্ম্ম। গী ৩।১৪, ১৫ যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম-সমুদ্ভবঃ॥ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। বাক্যে শব্দব্রহ্ম বেদ হইতে কর্ম্মোৎপত্তি বলে এবং শব্দব্রহ্ম অক্ষরব্রহ্ম হইতে জাত বলিয়াছেন। ইহাতে বেদমূলক যজ্ঞাদি কর্ম্মই মাত্র কর্ম্মসংজ্ঞিত হইতেছে। গী ৮।১ অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম, তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, ভূতভাবোদ্ভব-করো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। যাহাতে ভূতগণের ভাব উৎপত্তি ও উদ্ভব শ্রীবৃদ্ধি করে এজন্য যে অগ্নিতে আহুতির বিসর্গ, ত্যাগ, আহুতি প্রদান, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইহার সহিত ৩।১৫ "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" বাক্যের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। গী ২।২৭ ও ১৩।৩০ বলে, প্রকৃতি গুণত্রয় দ্বারা কর্ম্ম করে এবং পুরুষ অকর্ত্তা। প্রকৃতির বিকারজাত ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি। ত্রিগুণা প্রকৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারই কর্ম্ম হইতেছে। গী ৮।৩ শ্লোকে যে বিসর্গ শব্দের প্রয়োগ আছে তাহাতে উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য যজ্ঞাগ্নিতে যে আহুতি প্রদান তাহাই কর্ম্ম বলা হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম-জাত যজ্ঞাদি কর্ম্মই এখানেও বলা হইল। যজ্ঞাদি কর্ম্মও ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার। বিসর্গ অর্থ প্রলয় গ্রহণে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কার্য্যব্রহ্মের কর্ম্মত্রয় বলা যাইতে পারে। তাহাতেও বিসর্গ আহুতি প্রদান হইয়া থাকে। কারণ সংহর্ত্তা প্রলয়ে সব আপনাতে আহুতি প্রদান করেন। যেমন প্রাণাগ্নি হোত্রে অন্ন গ্রাস বৈশ্বানরাগ্নিতে আহুত হয়। ঋ ১০।৮১।১ য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ॥ বাক্যটী এ বিষয়ে অতীব সুস্পষ্ট। ন+কর্ম্ম অকর্ম্ম গ্রহণে—যখন ইন্দ্রিয়-ব্যাপার থাকে না তখন অকর্ম্ম বলিতে হয়। গী ২।৪৭ মা সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি বাক্য আছে যাহার অর্থ আলস্যপ্রবণ হইয়া কর্ম্মত্যাগ করিবে না, বা কর্ম্মসন্ন্যাসে চিত্ত দিও না। সুষুপ্তি ও সমাধিতে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার থাকে না, তখন অকর্ম্মাবস্থা। এই অকর্ম্মাবস্থায় জ্ঞানস্বরূপের অনুভূতি ঘটে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার কালে তাহা যোগমায়ার তমাবরণে আবৃত থাকে। এজন্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপারনিষ্পন্ন কর্ম্ম অজ্ঞান-কৃত। অকর্ম্ম জ্ঞানপ্রকাশক। এজন্য কঠ উপনিষদে বলিয়াছে—যদা পঞ্চাব-তিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ জ্ঞান-লাভই পরমা গতি। ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলিলে যাহা ইন্দ্রিয়াতীত

তাহা অকর্ম্ম হয়। ইন্দ্রিয়াতীতে মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা প্রকৃতি। অব্যক্তাৎ অব্যক্ত সেই সনাতন পুরুষ। অব্যক্তা অবিদিতার অধিক যে পুরুষ তাহাও ইন্দ্রিয়াতীত। স্বসমকালীন দেশ সমাজ সংক্রান্ত ব্যাপার, প্রাচীনকালাগত রীতি, নীতি, আচার-পদ্ধতি নিজবুদ্ধি বলে বিচারজনিত বিবেক বিরোধী ব্যাপার, বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করে। যেমন গীতায় প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের উক্তি হইতে জানা যায়। অর্জ্জুনও ২।৭ শ্লোকে বলিয়াছেন "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ" হইয়াছি। এজন্য কবিগণেরও কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে মোহ হয় বলা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়াতীতে অক্ষরা অর্থাৎ অক্ষোভিতা প্রকৃতি এবং অক্ষরব্রহ্মও আছেন। প্রকৃতি অচেতন, ব্রহ্ম চেতন হইলেও নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। প্রকৃতি কখনও ক্ষরিত হন। ব্রহ্মের কদাপি ক্ষরণ নাই। সর্ব্বত্রই চেতন কর্ত্তা দেখা যায়। চেতন স্বভাবতঃ অকর্ত্তা। অচেতনও অকর্ত্তা। এমন অবস্থায় কর্ম্ম ঘটে কোথা হইতে? এই মহান্ সংশয় ক্রান্তদর্শিগণেরও মোহজনক হয়। কোথাও বলে, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। কোথাও বলে, কার্য্যব্রহ্ম একাধারে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। গীতার ৮।১৮ শ্লোকে বলে, অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ইহাতে সৃজনে ও প্রলয়ে অব্যক্তা প্রকৃতি ও কার্য্যব্রহ্ম থাকেন। তন্মধ্যে অত্তি সর্ব্বম্ ইতি অন্ন অর্থাৎ প্রকৃতিই সংহর্ত্তা ও প্রকৃতিই সৃজনকারিণী। কার্য্যব্রহ্ম সাক্ষিস্বরূপ হন। আবার ঋগ্বেদে ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে, ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি। ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপর কিঞ্চনাস। এখানে মৃত্যু বা সংহর্ত্তা ও অমৃতস্বরূপ কার্য্যব্রহ্ম এবং কালও লয় পাইয়াছে। অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি যে লয়কারিণী তাহারও লয় ঘটাইয়াছে। তখন অন (প্রাণব্রহ্ম) স্বস্বরূপে কেবলমাত্র একক থাকেন, অন্য কিছু থাকে না। এই মহাপ্রলয় যিনি ঘটান সেই প্রসিদ্ধ দেবই শিবমদ্বৈতম্। মাণ্ডূক্যেও বলে, প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শ্বেতাশ্বতরও বলে, যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ॥ যখন অদ্বৈতভাব ঘটে তখন দ্বৈতের অভাব অনিবার্য্য। দ্বৈতভাব অকর্ম্ম। দ্বৈতেই সৃজনাদি কর্ম্ম। অদ্বৈতভাবটী নিত্য হওয়ায় দ্বৈতের ঘটনই কভু ঘটে না। অর্থাৎ দ্বৈত অল্পজ্ঞের কপোল-কল্পিত মাত্র। শিব সর্ব্বগ্রাসীও নয় প্রলয়ও ঘটান না এজন্য গী ৭।৫ বলে, জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গী ৯।৪, ৫, বলে, সর্ব্বব্যাপী জগৎ ধারণ করে না। ঋ ১০।১২৯।৭ও তাহাই

বলিয়াছে। নিষ্ক্রিয়ত্বই অকর্ম্ম হইলে অক্ষরা অব্যক্তা প্রকৃতিও নিষ্ক্রিয় জন্য অকর্ম্ম হইতে বাধ্য। অবিদিতা প্রকৃতিতে ক্রিয়াভাবে কর্ম্ম নাই ও হয় না, কেন না নিষ্ক্রিয় চেতন চেতায় না। পুরুষও নিষ্ক্রিয় অকর্ম্ম। সুতরাং কর্ত্তার অভাবে কর্ম্মাভাব বলিতে হয়। তত্রাচ কর্ম্ম, উহা তবে অকর্ম্মজাত বলিতে হয়। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তদুৎপত্তি বলা ও শূন্যবাদে স্থিত হওয়া একই কথা। এজন্য শ্রুতি সৃষ্টি মায়িক বলিয়াছেন। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে (ঋ ৬।৪৭।১৮)। মায়া অঘটনঘটনপটীয়সী, অঘটন-ঘটনে সৃজনকর্ম্ম ঘটে। অক্ষোভিতা প্রকৃতিকে ক্ষোভিতা করে কে? যিনি ক্ষোভিতা করেন তিনি চিৎ কি অচিৎ? অচিৎ অচিৎকে ক্ষোভিতা করে না, অচিৎ কর্ত্তার দৃষ্টান্তাভাব। চিৎ নির্ব্বিকার অকর্ত্তা, ক্ষোভনকর্ম্মের কর্ত্তা নহেন। এজন্য সৃষ্টিবিষয়ে কখন বলে প্রকৃতি করে, কখন বলে পুরুষ করে অর্থাৎ কেহই করে না। ভাল, সব যদি চিতে পূর্ণ তবে অচিৎ থাকে কোথায়? অচিতের থাকিবার স্থানাভাব। চিৎ স্বয়ংজ্যোতি, সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ। অচিৎ তম। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। অখণ্ডৈকরস পুরুষে ভেদের স্থান নাই। এজন্য "ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি" বলা যায় না। এজন্যই কর্ম্ম কি? কোথা হইতে আসিল? কেমন করিয়া আসিল ইত্যাদি মোহকর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কর্ম্মের এহেন অবস্থা দৃষ্টে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (২।৪৯), দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়। ঈশায় কর্ম্মের ত্যাগে ঈশানন্দ ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছে। ঋ ১০।১২৯।৩ তমকে তুচ্ছ্যা বলিয়া তৎচিন্তন ব্যর্থ সময়ক্ষেপ বলিয়াছেন। জ্ঞান হইতে কর্ম্ম অতিশয় নিকৃষ্ট যেহেতু তুচ্ছ। অথচ গী ৩।৮ বলেন, কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।

গী ১২।২ শ্লোকেও অব্যক্ত উপাসনা হইতে ব্যক্তমধ্য পুরুষের উপাসনা যুক্ততম বলিয়াছেন। অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞান হইতে ত্রৈগুণ্যের কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, অর্জ্জুন "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব" বাক্যে কর্ম্মে দোষ দেখিতেছেন। অথচ অর্জ্জুন কর্ম্মেরই অধিকারী এজন্য "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" ন্যায়ে কর্ম্মের প্রশংসা করিতে হইয়াছে। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। যেমন মেট্রিক পাশ করিলে কলেজে ভর্ত্তি করে নতুবা নয়, তেমনি শুদ্ধচিত্তেরই জ্ঞান-কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা হয়। চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে গী ৪।৩৮ বলে, তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। গী ১৮।৫০ বলে, সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। এখানে সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয় না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। কর্ম্মদ্বারা

সাক্ষাদ্‌ভাবে জ্ঞানলাভ হয় না। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভের পর কিছুকাল তত্ত্বানুসন্ধান ফলে জ্ঞানলাভের উপায় ঘটে। শুদ্ধচিত্ত হইলে বিচার করিবার সামর্থ্য হয়। বিচার ফলে আত্মানাত্ম মধ্যে কি গ্রহণীয় কি ত্যাজ্য তাহা নির্দ্ধারিত হয়। যাহা নশ্বর অসৎ তাহা ত্যাগের বুদ্ধিকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য হইলে এই দুস্তর ভবসাগর পার কে করিবে? যখন এই চিন্তার উদয় হয় তখন সদ্‌গুরুর নিকট যায়। তথায় গুরুসেবা সহ বাস করিয়া পরিপ্রশ্নদ্বারা শ্রবণ-মনন করে। তৎপর নিদিধ্যাসন যোগে জ্ঞানলাভ ঘটে। এই যে সেবা-শ্রবণ-মননাদি তাহাও কর্ম্ম। এই কর্ম্মরূপ উপাধি দূর করা চাই। স্বর্ণে তাম্রাদি খাদ থাকে; তাহা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ করিলে খাদ নষ্টে বিশুদ্ধ স্বর্ণ অবশেষ থাকে, তেমনি সেবাদি উপাধির জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শুদ্ধ স্বরূপে স্থিতিলাভ ঘটে। এজন্য "কালেন" শব্দের প্রয়োগ। এই সব অনুষ্ঠান বহু সময়সাপেক্ষ—অনেক জন্মে ফলে। গী ৪।৩৭ ভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ কর্ম্ম যদি কর্ত্তব্য অর্থে গৃহীত হয় এবং অকর্ম্ম অর্থ অকর্ত্তব্য হয় তবেও কিংকর্ত্তব্যতারূপ দ্বৈধীভাব দূর করিতে হয় জন্য কবিজনেরও মোহ বলা হইয়াছে। কর্ম্ম চেষ্টা, অকর্ম্ম নিশ্চেষ্টভাব। এজন্য সমুচ্চয় সম্ভবে না। কর্ম্ম প্রাকৃতিক, অকর্ম্মরূপ নিশ্চেষ্টভাব বা নিষ্ক্রিয়তা পুরুষের স্বরূপ। কর্ম্ম পরিচ্ছিন্নেই সম্ভব। অপরিচ্ছিন্ন নিশ্চল জন্য কর্ম্ম করিবার যোগ্য নহেন অর্থাৎ অকর্ম্ম। পরিচ্ছিন্নতা অজ্ঞানবশে। অকর্ম্ম পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে। প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইয়া রজোবহুলা হইলে সৃষ্টি ঘটে। সৃষ্টি অর্থ কর্ম্ম। গী ১৪।১২ বলে, লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ গী ১৪।৯—সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মের আরম্ভণ, কর্ম্ম নিষ্পাদন সকলি রজোগুণপ্রভব। কর্ম্ম রাজসিক হউক বা সাত্ত্বিক হউক, তাহা রজ ব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থাকেই বিরজ বলে। কেহ বলেন, শাস্ত্রে নিত্যকর্ম্ম করিলে কোন ফললাভ ঘটে এমন উক্তি দৃষ্ট হয় না। ফলহীন নিত্যকর্ম্ম সুতরাং অকর্ম্ম-পদবাচ্য। অপরে তাহার প্রতিবাদ করতঃ বলিয়াছেন যে নিত্যকর্ম্মের ফল উক্ত না হইলেও ফলদ বটে, যেমন বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল অনুক্ত হইলেও ফলদ হয়। কেহ বলেন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠানে পঞ্চসূনার পাপ দূর হয়, ইহা মনুসংহিতায় উক্ত। সুতরাং নিত্যকর্ম্মের ফল আছে। কেহ বলেন, নিত্য-

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে ইহা শাস্ত্রোক্ত বাক্য। অতএব প্রত্যবায় নিবারক জন্য নিত্যকর্ম্ম ফলদ হইতেছে। নতুবা প্রত্যবায়জনিত যে পাপ তাহার ফলে দুর্ভোগ অনিবার্য্য। এইরূপে যাহা দুর্ভোগ নিবারক তাহা নিষ্ফল বলা চলে না। অপরে বলেন, নিত্যকর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায় হয় বলিতেছ তাহা স্বীকৃত মতবাদ হইলে তুমি শূন্যবাদে উপস্থিত হইতেছ। কেননা নিত্যকর্ম্মের অনারম্ভণ ভাবপদার্থ বলিতে পার না। তাহা অভাব-পদার্থ হওয়ায় সেই অভাব হইতে প্রত্যবায়রূপ ভাবপদার্থের উৎপত্তি ঘটে বলিতেছ। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধী। শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, কথম্ অসতো সজ্জায়তেতি। অসৎ অভাব তাহা গীতা ২।১৬ শ্লোকে বলে—নাসতো বিদ্যতে ভাবো। আচার্য্য রামানুজ নিত্যকর্ম্ম অফলপ্রদ জন্য, অকর্ম্ম শব্দার্থ দ্বারা নিত্যকর্ম্মকে বুঝায় বলিয়াছেন। তাহার সঙ্গতি সুধীগণের বিচার্য্য বিষয়। কেহ নিষ্কাম কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলেন। এই নিষ্কাম কর্ম্ম শব্দে ফলহীন নিত্যকর্ম্মও অন্তর্ভুক্ত বটে। কারণ নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ম্মফলত্যাগী সুতরাং তদ্‌কৃত কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলা যায়। কর্ম্ম সকাম বা নিষ্কাম হউক, কর্ম্ম বটে। সুতরাং রজোগুণপ্রভব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই মতবাদী নিজ বাক্য বলেই স্বমত স্থাপনে প্রয়াসী। কারণ কর্ম্মের আরম্ভণ মাত্রই সদোষ। ভগবান্ গীতায় ১৮।৪৮ বলিয়াছেন, সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি-রিবাবৃতাঃ। গী ৩।৯ বলিয়াছেন, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ।

যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ তদর্থ কর্ম্ম করিলে বন্ধন হয় না, অন্য সর্ব্বত্র কর্ম্ম বন্ধনাত্মক। গী ৪।২৩—যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে। এখানে যজ্ঞ অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ আচরণে কর্ম্ম লয় পায়। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী পুরুষেরই নামান্তর। সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে গুরুসেবা-শ্রবণ-মননাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। সুতরাং এখানে যজ্ঞার্থাৎ অর্থ জ্ঞানযজ্ঞার্থ পাওয়া যাইতেছে। ইহা মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিবৃত আছে—পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবা-ভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্, প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই "কালেনাত্মনি বিন্দতি" বাক্যের

ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। 'নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন' কথাটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এখানে অকৃত শব্দের অর্থ অকর্ম্ম পুরুষ, কৃত কর্ম্ম দ্বারা লভ্য নহেন বলিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। মুণ্ডকে অন্যত্র বলিয়াছে, ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। ইহা অতি সংক্ষেপে কঠ ও মুণ্ডকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি অন্য সব ত্যাগে কেবল আত্মাকেই বরণ করে সেই আত্মদর্শন লাভ করে। ইনি প্রবচন মেধা, বা বহু শাস্ত্র শ্রবণ জন্য লভ্য নহেন। কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধি কেহ বলেন যে ইহার অর্থ—আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন (পছন্দ করেন) তিনিই আত্মার দর্শন লাভ করেন, প্রবচন মেধা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণে লভ্য নহেন। তাঁহারা "যমেবৈষ বৃণুতে" বাক্যের অন্বয় করেন যম্ এব এষ (আত্মা) বৃণুতে, এবং বলেন যে যাঁহারা যম্ (আত্মানম্) এব এষ (উপাসকঃ) বৃণুতে এইরূপ অন্বয় করেন তাঁহারা নিরতিশয় কষ্টকল্পনায় ঐরূপ করেন। এখানে কোন্ অন্বয়টী শাস্ত্রসম্মত তাহা বিচার্য্য বটে। এই যে আত্মা লভ্য তাহা কি প্রকার বস্তু এবং তাঁহার পক্ষে পছন্দ অপছন্দ করা সম্ভবপর কিনা, তাহা দ্রষ্টব্য। কঠ উপনিষদে, বলে অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তদ্ পশ্যসি তদ্বদ॥ আত্মা সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, মনপ্রাণহীন, নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। তাঁহার প্রিয় বা দ্বেষ্য কেহ নাই। কাহাকেও পাপ বা পুণ্য দেন না। গী ৯।২৯—সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গী ৫।১৪, ১৫—ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ যিনি নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অকর্ত্তা তিনি কাহাকে পছন্দ কাহাকে অপছন্দ করা রূপ কার্য্যের কর্ত্তা হইবেন বলা কি যুক্তিযুক্ত? যদি বরণ করেন, দর্শনরূপ ফলপ্রদানে রত হন, তবে পক্ষপাতাদি দোষদুষ্ট হইবেন। সূর্য্য সবকে সমান কিরণ দান করেন। আর সেই কল্যাণপ্রদ পরম দয়ালু কাহাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন বলা চপলতা বই আর কি বলা যায়! ব্রহ্ম যে অকর্ত্তা ইহা গীতায় বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে। আমরা কঠ উপনিষদেও দেখি—নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে। ইদং সর্ব্বং ত্যাগে যিনি সেই পরমাত্মাকেই বরণ করেন তিনিই ঈশায় ব্রহ্মানন্দ ভোগী হন বলা হইয়াছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"।

নচিকেতা দীর্ঘায়ু, পুত্রপৌত্র, রাজ্য, সাম্রাজ্য, স্বর্গীয় রথ, অপ্সরাদি, দেবভোগ্য সব ত্যাগ করিয়াই জ্ঞানস্বরূপকে বরণ করেন। নচিকেতা তদ্ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না, বরণ করেন না। যে অন্য কিছু বরণ করে সে তৎকে পায় না। যেমন লোকে বলে ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব। বরণ করা পছন্দ করা সাধকের হাতে, তিনি কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবেন, কি তিনি বহু দেবযাজী হইবেন কি একদেব যাজী হইবেন? এজন্য কঠ উপনিষদে অন্যত্র বলিয়াছেন—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সং পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে—ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া প্রেয় ত্যাগে শ্রেয়কে বরণ করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর আকুলতা ব্যাকুলতা প্রচেষ্টা প্রার্থনাদি সতত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত একাগ্র হইলেই ব্রহ্মলাভ সম্ভবে। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হইলে ব্রহ্মলাভ ঘটে। আত্মা কাহাকেও বরণ করেন না বা করিবার উপযোগী যন্ত্রতন্ত্রও তাঁহাতে নাই। তিনি নির্ব্বিশেষ। মুণ্ডকে বলিয়াছে যে অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা তিনি কি প্রকারে কাহাকে পছন্দ করিবেন? ঋ ১০।৭১।৪ মন্ত্রে বলে—উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচং উতত্বঃ শৃন্বন্ন শৃনোতি এনান্। উতো তস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্যং উশতী সুবাসাঃ। অর্থ—এই আত্মাকে (বাচং অর্থ শ্রুতিবাক্যগম্যং অপ্রমেয়পুরুষং) দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষকে গুরুবাক্য শ্রবণে মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করা যায়। যেমন উত্তম বস্ত্রাবৃত নারীর দেহস্বরূপ দৃষ্ট হয় না, যদি কোন পুরুষ সেই নারীকে পত্নীত্বে বরণ করে তবে সেই নারী যেমন সেই বরণকারী পতিকে বস্ত্রাপসারণে স্ব অঙ্গ দেখিতে দেন তেমনি যে ব্যক্তি সেই পুরুষকেই বরণ করে সে তাঁহার দর্শন পায়। বরণ করা কি ভাবে তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মা দন্তরতরং যদয়মাত্মা (বৃ আ ১।৪.৮)। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ইহা ঈশার 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাক্যের অনুবাদ। সর্ব্বধর্ম্ম অর্থ সর্ব্বকর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মক ত্যাগে অথবা সর্ব্ব বিষয় যাহা ধর্ম্ম বা বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হয় তাহা ত্যাগে ব্রহ্মপরায়ণ হও। গী ৪।৩৭—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। গী ৪।৩৩—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। গী ৪।১৯—জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। কর্ম্ম করা চিত্তশুদ্ধির জন্য। গী ৫।১১—যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং

ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। আত্মশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি তাহার অর্থ তম রজ অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ করা। সত্ত্বগুণ ও মায়িক ত্যাজ্য। তবে ত অকর্ম্মে নিস্ত্রৈগুণ্যে স্থিতি।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ইহা অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ। ইহাতে ওঁকার ব্যাখ্যাত। মুক্তিক উপনিষদে ইহার খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যথায় বলিয়াছেন কেবল মাণ্ডূক্য পড়িলেই ব্রহ্মবিদ্ হওয়া যায়। ওঁ এই একাক্ষরমন্ত্র ব্রহ্মের প্রকাশক অভিধা। বহু শ্রুতি ওঁকারের মহিমা গাহিয়াছেন, ওঁকার কার্যব্রহ্মের প্রতীক। কঠ বলিয়াছেন, "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওঁম্ ইতি—"এতৎ" ॥১।২।১৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥১।২।১৬। প্রশ্নে বলে "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ ইতি"—। ছান্দোগ্যে বলিয়াছে, তৎ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেব-মোংকারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণোংকার এবেদং সর্ব্বমোঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। ২।২৩।৩। ওঁকার অ, উ, ম্ অক্ষরত্রয়বিশিষ্ট। এই অ, উ, ম্ যে ভাবে অর্থ প্রকাশ করে তাহা লইয়া নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, ওঁকারের উপরিস্থিত বিন্দু অনির্দ্দেশ্য সুখস্বরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্বজ্ঞাপক। মাত্রা বক্ররেখা অব্যক্তা প্রকৃতি এবং ওকার বিদিতা প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। ত্রিগুণা প্রকৃতিদ্বয়ের পরে নিস্ত্রৈগুণ্যে ব্রহ্ম। ওকার সত্ত্ব রজ তম তিন ভাগে বিভক্ত। উপরের বক্রাংশ সত্ত্ব, মধ্যের গ্রন্থি রজোগুণের গ্রন্থি ও নিম্নে তম স্থিত। ইহা কেন উপনিষদের "তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি" বাক্যের ব্যাখ্যান মাত্র। কেহ বলে কঠ উপনিষদোক্ত অস্তি ইত্যেব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি। এই বাক্যের প্রসীদতি অর্থ মোদতে। অস্তির অ উপলব্ধির উ এবং মোদের ম এই তিন লইয়া ওঁকার। অন্যে বলেন, ব্রহ্মা অজ স্রষ্টা, বিষ্ণু উপেন্দ্র পাতা ও মহাদেব মহেশ্বর সংহর্ত্তা। এই তিন দেবের আদ্যক্ষরে অজের অ, উপেন্দ্রের উ এবং মহেশ্বরের ম একীভূত করিয়া ওঁ। অর্থাৎ এই দেবত্রয় যেখানে একীভূত তিনিই ওঁ পদবাচ্য। এই ত্রিদেব কার্য্যব্রহ্মের বিভূতি বা সৃজন, পালন ও সংহার শক্তিত্রয়। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র এই সবই ওঁকারের ব্যাখ্যান মাত্র। কার্য্যব্রহ্মই ওঁকার বটে। তেমনি মাণ্ডূক্যে এই অ, উ, ম্ অন্যরূপে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের শান্তি বাক্যে ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ

শৃনুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা যাহা ভদ্র মঙ্গলপ্রদ তাহাই শ্রবণ করি। যজনশীল আমরা যাহা ভদ্র তাহাই দর্শন করি। স্থির তনু সহ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণকে স্থির নিশ্চল করতঃ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নিশ্চল করিয়া আসীন হইয়া দেবগণের সন্তোষবিধান করি। আমাদের জীবন দেবহিতকর বৈদিক কর্ম্ম করিয়াই যেন ব্যয়িত হয়। যেমন ঈশায় "কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

বৃদ্ধশ্রবা বহু কীর্ত্তিমান্ বা অন্নশালী ইন্দ্র নঃ আমাদের মঙ্গল করুন, বিশ্ববেদা পুষন্দেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। তৃক্ষ্পুত্র অরিষ্টনেমি আমাদের মঙ্গলেচ্ছু হউন। বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। ত্রিতাপনাশার্থে তিনবার শান্তি শব্দের উচ্চারণ করিতে হয়।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং। তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥১।

ওঁ এই যে একাক্ষর তাহা অক্ষরপুরুষের সূচক। যৎ যাহা ওঁকারে বীজভাবে স্থিত তাহাই শাস্ত্রে মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণত। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যাহা প্রকটিত হয় তাহা ওঁকারেরই বিশ্লেষণ মাত্র। আর অন্য যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও ওঁকারেরই অন্তর্ভুক্ত জানিবে। অর্থাৎ ওঁকার অক্ষরটী যাহার বাচক তিনি সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম সর্ব্বকারণকারণ। তিনি ত্রিকালাতীত, কালপরিচ্ছিন্ন পদার্থ। তিনি অপরিচ্ছিন্ন। বৃ আ—৪।৫।১১ অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ প্রথম ওঁ উচ্চারণ করেন তাহার বিশ্লেষণে কেবল শাস্ত্র নয় বিশ্ব জগতের উৎপত্তি ঘটে। যেমন বাইবেলে লিখে ঈশ্বর বলেন—Be and it is, তেমনি তিনি ওম্ বলায় শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি ঘটে। দিক্ দেশ কাল জন্মায়।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ।২।

যেমন ছান্দোগ্যে ৩।১৪।১ বলে সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। পুরাণে হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ! হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ ॥ হরিতেই রজ্জুতে সর্পবৎ জগৎ ভাসিতেছে। অয়ম্ এই যে দেহস্থিত

আত্মা কর্ত্তাভোক্তা ইনি্ই সর্ব্বব্যাপী নিক্ক্রিয় নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। মায়ার কুহকে সক্রিয় বলিয়া বোধ হয়। ভাগবৎ পুরাণে ১।১।১ বলে, সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি। গী ১৩।২৯ বলে, প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি। বস্তুর স্বভাব কখনও ত্যাগ হয় না। যেমন বিজ্ঞান বলে H এবং O বায়বীয় পদার্থ। তাহা H_2O রূপে জল হয়। সেই জলে H এবং O তরলভাবে থাকে। ইহা ব্যক্তমধ্য অবস্থা মাত্র। জলে বিজলী চালাইলে জলের তরলত্ব আর থাকে না, H ও O পুনঃ স্বকীয় বায়বীয় রূপ ধারণ করে। তেমনি দেহস্থিত আত্মার কর্তৃত্বাদি ব্যক্তমধ্য অবস্থা। ব্যক্তমধ্য অবস্থা যেমন আঁধারে অচেতন রজ্জুতে চেতন সর্পদর্শন। আলোক আনিলে সর্প থাকে না, রজ্জুমাত্র দৃষ্ট হয়। রজ্জু চিরই রজ্জু তাহাতে সর্পদর্শন অন্ধকার যতক্ষণ অজ্ঞান যতক্ষণ ততক্ষণ। ততক্ষণ মাত্র সর্পেরও স্থিতি। যাহা পুর্ব্বে থাকে না পরে থাকে না মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহা মধ্যেও থাকে না। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা। আদাবন্তে যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা। নির্ব্বিকার পুরুষ বিকারগ্রস্ত হইয়া সক্রিয় হয় না। অজ্ঞান আঁধারে অল্পজ্ঞ জীব মনে করে যেন উহা সক্রিয় সবিকার। সেই আত্মা চতুষ্পাৎ বলিয়া কল্পিত হন। চতুষ্পাদ অর্থ গোবৎ চারিটী পা-বিশিষ্ট নহে। যেমন চারিটী চৌয়ানী (সিকি) মিলিলে টাকা হয় তেমনি চতুষ্পাদ। ঋগ্বেদে বলে ১০।৯০ সূক্ত ২।৩ মন্ত্রে পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। ।২। এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩। সর্ব্বব্যাপী পুরুষই এই সকল যাহা অতীত ও বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়। ইনি অমৃতস্বরূপ দেবগণের ঈশান নিয়ন্তা। যৎ অন্নেন অতিরোহতি। এই যে পুরুষ ইনি অন্নসংযোগে জীবজগৎ-রূপে উৎপন্ন হন। যেমন গীতায় প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া॥ অথবা ইনি অন্নকে অব্যক্তা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্থিত। অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মহিমা অর্থাৎ বিভূতিমাত্র। ইহা হইতেও অধিক সেই পুরুষ। ত্রিভুবনব্যাপী দেহ বিরাট্, ইদং পুর্ণ পুরুষ যিনি, তাঁহা হইতে অদঃ পুর্ণ পুরুষ অধিক। ইঁহার একপাদে বিশ্বভুবন ও ভূতগণ, অন্য ত্রিপাদ অদৃশ্য দিব্‌লোকে স্থিত, অর্থাৎ আমরা তাঁহার অতি অল্পই দেখি। আমাদের ইন্দ্রিয়াতীতে অনন্ত পড়িয়া আছে। ইংরাজীতে There are many things in Heaven and Earth Horatio that are not dreamt of in your philosophy. তাহাও ইহাই প্রকাশ করে।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ।৩।

অচ্যুত সর্ব্বব্যাপী পুরুষ তম বা মায়া বা প্রকৃতি সংযোগে স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই বহু হন। যেমন জলের শৈত্যসংযোগে স্বরূপত্যাগ না হইয়াও অদৃশ্য বাষ্প, দৃশ্য শ্বেতবর্ণ বাষ্প (শ্বেতঅভ্র) কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্য বাষ্প (মেঘ), জল বৃষ্টিধারা, পুনঃ কঠিন শ্বেতবর্ণ শিলারূপে নানাত্ব ঘটে। নানাভাবে স্থিত জীবজগৎ সেই অচ্যুত পুরুষে মায়াযোগে নানারূপে প্রতীত হয়। এজন্য শ্রুতির নেহ নানাস্তি কিংচন বাক্য বাধিত হয় না। ঋগ্বেদে ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে বলিয়াছে ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। এই বহুত্ব লইয়াই দ্বৈতের ব্যবহারিক সত্তা, গীতার ভাষায় ব্যক্তমধ্য অবস্থা। এই ইদং পূর্ণ-সৃষ্টিস্থিতিলয়কারক ব্যক্তমধ্য অবস্থাকে কার্য্যব্রহ্ম বলে। কার্য্যব্রহ্ম আবার বহুদেবরূপে প্রতিভাত হন। এই তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্লোকত্রয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রের উল্লিখিত পাদবিভাগ দেখাইতেছেন। সেই পুরুষ কালভেদে জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস এবং সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞরূপে বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল হন। তাঁহার জাগ্রতের ভাব তৃতীয়ে বর্ণিত। এই ব্যক্তমধ্য অবস্থায় পুরুষ শিরহস্তাদিযুক্ত নরাকার হন। তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১৮ খণ্ডে বর্ণিত। শির, চক্ষু, প্রাণ, দেহ, বস্তি, পাদ ও মুখ এই সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ। তথায় ইহার নাম বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। ইহাকে বৈশ্বানর বিদ্যা বলে, উহা কৈকয়রাজ অশ্বপতি ভাষিত। পুরুষ ষোড়শকলাবিশিষ্ট হইলেও বৈশ্বানর বিদ্যায় সপ্তাঙ্গ বিশেষরূপে উক্ত জন্য সপ্তাঙ্গপুরুষ কথাটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এখানে মাণ্ডুক্য ঋষি এতদনুসরণে সপ্তাঙ্গ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জাগরিত স্থানে বিশ্ব-অবস্থায় বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণ যাহারা বাহিরের জিনিষই দেখে এবং তাহাই দেহী সমীপে উপস্থিত করে। তখন দেহী তাহা লইয়াই ব্যাপৃত হন। এই বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চই বিশ্বজগৎ বলিয়া উক্ত হয়। এজন্য তাহার দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষকে বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব বা বৈশ্বানর বলে। ইনি সপ্তাঙ্গ যাহা উপরে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণচতুষ্টয় এই উনবিংশ মুখ অর্থাৎ প্রকাশ-দ্বার। বহিঃস্থ স্থূল দৃশ্যের ভোক্তা।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪।

স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যসকলের অন্তরেই উদয় হয় এবং অন্তরেই লয় হয়। এজন্য তাহা সূক্ষ্ম তেজোময় প্রবিবিক্ত পদার্থ মাত্র। তেজোময় জন্য তৈজস বলে। এই

তৈজস প্রবিবিক্ত বিশ্ব যিনি রচনা করিয়া ভোগ করেন তিনি প্রবিবিক্তভুক্। ভোক্তাকেও তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ বলে। যাঁহার জ্ঞান অন্তরের বিষয় লইয়া পরিসমাপ্ত হয়। তৈজস হইলেও নরাকার এজন্য সপ্তাঙ্গ উনবিংশ মুখ বলা।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্, সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। ৫।

এই শ্লোকে জাগ্রৎস্বপ্ন হইতে পৃথক্ সুষুপ্তির অবস্থা যাহাকে অঘোরনিদ্রা বলে তাহার লক্ষণ বর্ণিত। সুষুপ্তি অবস্থায় কোন কামনা বাসনা চিত্তে জাগে না অর্থাৎ চিত্ত তখন নিষ্ক্রিয় বা লয়প্রাপ্ত। যখন জাগে কামও জাগে। সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্ন-দৃশ্যও লয়প্রাপ্ত হয় এজন্য উহাকে কেহ কেহ দৈনন্দিন প্রলয় বলে। প্রলয়ে সব একীভূত হয় অর্থাৎ ইহা দেব, ইহা যক্ষ, ইহা কিন্নর কি নর কি তির্য্যক্, ইহা বৃক্ষ কি লতা, ইহা সাগর কি পর্ব্বত, ইহা পৃথিবী কি স্বর্গ, ইহা চন্দ্র কি সূর্য্য কি নক্ষত্র, ইহা বায়ু কি আকাশ, ইহা তেজ কি জল এমন ভেদভাব তখন বিলীন হয়, সব একাকার অতীব সূক্ষ্মনামরূপবিহীন অলক্ষণ অব্যক্ত বা অব্যাকৃত ভাব মাত্র। এজন্য এখানে বুদ্ধির বিস্তার বা স্ফুরণ নাই, বুদ্ধি জড় সংকীর্ণ ঘনীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত। এই সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে বলে, বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানি না গো। তখন মন-ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ালোপে দৈহিক সুখ বা ক্লেশবোধও থাকে না। কারণ উহা মানসিক ব্যাপার। অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে মনও সুপ্ত বা লুপ্ত। স্বপ্নে সবই মনের ব্যাপার। কারণ তখন কেবল মন ক্রিয়াশীল বা জাগে। দুঃখ ক্লেশ মানসিক ব্যাপার, তাহা না থাকিলেও বড় সুখে ছিলাম এরূপ অনুভূতি থাকে সুতরাং তৎকালে কেবল আনন্দ ও আমি থাকে আর কিছু থাকে না। সুতরাং তৎকালীয় পুরুষ আনন্দভুক্ হন। সপ্তাঙ্গ নহেন, কারণ অঙ্গ তখন প্রলয়গত।

চতুর্থ পাদে স্ব স্বরূপে স্থিতি বর্ণিত। তাহার অর্থ মায়া অপগত অবস্থা। মায়া চির থাকে না তাহা গীতায়ও বলে। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ত্রিগুণা প্রকৃতির শাসন-নিগড় বা ত্রৈগুণ্যাবস্থা ত্যাগ হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্যে বন্ধন-মুক্ত অবস্থায় স্ব স্ব রূপে স্থিতি হয়। এই স্বরূপাবস্থাকে চতুর্থ পাদ বা তুরীয় বলে।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম। ৬।

এই তুরীয় পদস্থ পুরুষ সকলের ঈশ্বর নিয়ন্তা ইনি সর্ব্বজ্ঞ। অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইনি অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরে হৃদিগুহায় বাস করিয়া মনবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিকে পরিচালিত করেন। ইনি যোনি কারণ বীজভূতাবস্থা। কার্য্য নহেন, ইঁহার নির্ম্মাতা উৎপাদক কেহ নাই। ইনি জগৎযোনি জগৎ কারণ। জগৎ কার্য্য। ভূতগণের প্রভব ও অপ্যয় (বিনাশ) ইহা হইতে ঘটে। যেমন গীতায় ৯।১৮ প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গী ১৩।১৬—ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ উৎপত্তি হইলেই মৃত্যু ঘটে, মধ্যে কিছুকাল, যতই স্বল্প হউক, থাকে তাহাকে স্থিতিকাল বলে তখন রক্ষিত হয় বলা যায়। পুর্ব্ব ও পশ্চাতের উল্লেখ করায় মধ্য আপনি লক্ষিত হয় জন্য এখানে (৬ মন্ত্রে) স্থিতির উল্লেখ নাই। যাহা আদিতেও অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত তাহার নাম ব্যক্ত-মধ্য অবস্থা। কার্য্যব্রহ্মের অবস্থাটীও ব্যক্তমধ্য অবস্থা তাহা অপগতে স্বরূপে অবস্থান, তাহা সপ্তমে বর্ণিত।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ৭॥

স্বপ্নে তৈজস অবস্থায় যাহা জানা যায় তাহা অন্তরের জিনিষ জন্য তদ্ বিষয়ক জ্ঞান অন্তঃপ্রজ্ঞ শব্দবাচ্য। জাগ্রতে বিশ্ব-অবস্থায় যাহা জানা যায় তাহা বাহিরের জিনিষ জন্য তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান বহিঃপ্রজ্ঞবাচ্য হয়। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ কালের মধ্যে তন্দ্রাদি অবস্থা যদি স্বতন্ত্র কল্পনা করা যায় তাহা না জাগ্রৎ না স্বপ্ন অথচ উভয়ের ভাব থাকে। এজন্য তদবস্থার জ্ঞান উভয়তঃপ্রজ্ঞ বলা যায়। সুষুপ্তিকালে কিছু জানি না অবস্থায় বুদ্ধি ঘনীভূত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার বা স্ফুরণাভাব, তদবস্থায় জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হয়।

প্রকৃত সত্য বস্তু স্বপ্ন, জাগ্রৎ, তন্দ্রা, নিদ্রা এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের অতীতে। প্রজ্ঞতা কোন বিষয় বিষয়ক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, অদ্বিতীয় অবস্থায় এ হেন প্রজ্ঞতা সম্ভবে না, এজন্য "ন প্রজ্ঞং", অপ্রজ্ঞ অজ্ঞান তাহাও নহে। কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ। অদৃষ্টং দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। লক্ষণায় সর্ব্বেন্দ্রিয় অগ্রাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। অব্যবহার্য্যং ব্যবহারের অযোগ্য। দ্বৈতবাদী মীমাংসকাদি মতে বেদ কেবল কর্ম্মপর গ্রন্থ, তাহাতে কোন কোন স্থানে

দু'চারিটী জ্ঞানপর মন্ত্র দৃষ্ট হয় তাহা অব্যবহার্য্য অর্থবাদ মাত্র। মহাভারতে যেমন ব্যাসকূট দৃষ্ট হয় বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণীকরণের জন্য ইহাও তদ্বৎ। অর্থাৎ জ্ঞানযোগ কথার কথা। এজন্য উহাতে ধ্যান দিবে না। উহার চিন্তনে ব্যর্থ সময় নষ্ট হয় মাত্র। কর্ম্ম ব্যতীত বেদে "ন অন্যৎ অস্তি" ইহাই নিকষ সত্য। ব্যবহারে যাহা সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যথা যজ্ঞাদি। অতএব অব্যবহার্য্য অর্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মে অপ্রয়োজনীয়। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিম্বা হস্তদ্বারা গ্রহণযোগ্য নহে অশরীরী জন্য। অলক্ষণ লিঙ্গ বা চিহ্ন বিহীন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয় বর্জ্জিত নিষ্ফল পুরুষ অলিঙ্গ। যেমন মহিষ ও গোতে কি প্রভেদ? মোটামুটী প্রভেদ অল্প। কিন্তু গো-জাতির যে গলে গলকম্বল থাকে তাহা মহিষে থাকে না এজন্য উহা গোত্বের বিশেষ লক্ষণ। অগ্নি ধূমধ্বজ। এমন কোন লক্ষণ বর্জ্জিত। নির্ব্বিশেষ সর্ব্বপ্রকার ভেদবিহীন জন্য অলক্ষণ বলা হইয়াছে। অচিন্ত্যং মনের অগোচর যাহা তাহা অবিদিত জন্য নির্ব্বচনের অযোগ্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। অব্যপদেশ্যং নাম কুল বংশাদি বর্জ্জিত অগোত্র, অজ্ঞ অথর্ব্ব, পুরাণ পুরুষ তাহার বংশ কুল নাই অকূল। একাত্ম—আত্মা শব্দটী অত সাতত্য গমনে ধাতুনিষ্পন্ন জন্য ইহার অর্থ সর্ব্বত্রগ। এক অর্থ একরস, অভেদ জন্য অখণ্ড অর্থাৎ অদ্বিতীয়। প্রত্যয়সারং, শ্রুতি অপৌরুষেয় অভ্রান্ত, তাহাতে অগাধ বিশ্বাস থাকিলে দ্বৈতহীন অদ্বৈতবাদ যাহা সারাৎসার তাহা চিত্তে স্থান পায়, তাঁহাতে প্রত্যয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সারপ্রাপক। সেই শ্রুতি যাহাকে সার বলেন তাহাই সারবস্তু, অন্য সব কদলীবৃক্ষের খোলবৎ অসার অসৎ। প্রপঞ্চ যাহা পাঞ্চভৌতিক দৃশ্যরূপে প্রতীত হয় তাহা চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায় জন্য অশান্তি ঘটায়। তাহার উপশম হইলেই শান্ত শিবমদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশ পায়। কঠ উপনিষদে পাই, যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞান-মাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। গীতায়ও বলেন, বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি-মধিগচ্ছতি। শিব শব্দার্থ মঙ্গল। যাহা মঙ্গলপ্রদ তাহাই আনন্দপ্রদ। শিব অর্থ সর্ব্বানন্দ, ইহাই তুরীয় পদ। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের পর চতুর্থ। ইনিই পরমাত্মা ইনি বিজ্ঞেয় অর্থাৎ যাহা অজ্ঞাত তাহা জানিবার প্রয়োজন আছে।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্, পাদা মাত্রাঃ মাত্রাশ্চ পাদাঃ। অকার উকারো মকার ইতি। ৮।

পূর্ব্বে বর্ণিত কালবিশেষে ব্যক্তমধ্য অবস্থাগত কর্ত্তা ভোক্তা সবিশেষ ও তুরীয়ে যিনি নির্ব্বিশেষ আত্মা তিনি যে বর্ণ বা অক্ষর আশ্রয়ে প্রকাশিত হন সেই অক্ষরের নাম ওঁ। শব্দ, পদ, বাক্য সকল অ আ ই ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়া অর্থযুক্ত বাক্যরূপে পরিণত হয়। শব্দ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক হয়। পশু-পক্ষীর ডাককে অব্যক্ত ধ্বনি বলে। মনুষ্য বর্ণসংযোগে যে শব্দ উচ্চারণ করে তাহা অর্থসংযুক্ত হয়। এই অদ্বিতীয় শিব বা অদ্বৈত তত্ত্বকে যদি অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয় তবে সেই বর্ণাত্মক শব্দ হইতেছে ওঁকার। এই ওঁ অক্ষরও মাত্রাযুক্ত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও ব্যঞ্জন এই চারি প্রকার মাত্রা হয়। হ্রস্ব একমাত্রা, দীর্ঘ দ্বিমাত্রা ও প্লুত ত্রিমাত্রাযুত, এবং ব্যঞ্জন অর্দ্ধমাত্রাকে বলে। ওঁ যে ব্রহ্ম তাহার চারিপাদবৎ এই অক্ষরেরও চারিপাদ আছে—অ, উ, ম ও তুরীয় পাদ। এই পাদই মাত্রা, মাত্রাই পাদ। ওম্ উচ্চারণে অ উ ম মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও অর্দ্ধমাত্রা সহ উচ্চারিত হয়। এই কারণই পাদ মাত্রা, মাত্রা পাদ বলা।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা, আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯।

যেমন ব্রহ্মের চারি পাদের মধ্যে প্রথম পাদের নাম বৈশ্বানর তেমনি ওঁকারের প্রথম মাত্রা হইতেছে অকার। এই প্রথম সামান্য জন্য অকার বৈশ্বানর-স্থানীয়। কেননা এতদুভয়ের সাদৃশ্য আছে। বিরাট্ বৈশ্বানর ত্রিভুবনব্যাপী দেহ অর্থাৎ ব্যাপক। আপ্ত অর্থাৎ ব্যাপ্ত। অকারও তেমনি সর্ব্ববর্ণে ব্যাপ্ত। যেমন ক্+অ=ক। শ্রুতি বলেন, "অকার বৈ সর্ব্বা বাক্" অকার বর্ণের প্রথম বর্ণ।

বৈশ্বানরও চারি পাদের প্রথম পাদ। কাল গণনায় লোকে বলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রতের ক্রিয়াশীল আত্মাকেই বৈশ্বানর নামে অভিহিত করা হয়। স্বপ্নে তৈজস দ্বিতীয়, সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞ তৃতীয় এবং তুরীয় চতুর্থ পাদ। যিনি ইহা জানেন তাঁহার সর্ব্ব কামনারও প্রাপ্তি হয় এবং সমাজে আদি অর্থাৎ প্রথম হন।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা।

উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০।

স্বপ্ন-স্থান তৈজস। উকার তৈজসস্থানীয়, কেননা উকার অ ও ম্ এই উভয়ের সংযোজক মধ্যবর্ত্তী। যেমন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী স্বপ্ন। এজন্য

তৈজস ভাব বিশ্ব ও প্রাজ্ঞ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বিশেষ উকার অকার হইতে উৎকৃষ্ট। অকারে অভাব, অপ্যয় উকারে উত্তম, উৎপত্তি। অকার এক নম্বর বর্ণ, উকার পঞ্চম বর্ণ। অকার অধোদেশ, উ উর্দ্ধদেশ সূচক। অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে প্রাধান্য লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে উহাদের মধ্যস্থান হইতে মহেশ্বরের লিঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উর্দ্ধ ও অধোদেশে গমন করিয়া ইহার ইয়ত্তা না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। অ কেবল হ্রস্ব, উতে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন অবস্থা মিলে। তাই উকারের উৎকর্ষ। যিনি ইহা জানেন তাহার জ্ঞানবান্ সন্তান-সন্ততি হয়। তিনি সমাজে উত্তম হন, তাঁহাকে শত্রু মিত্র সমানেই সম্মান করে। অথবা বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বা নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ইহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা।
মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১।

সুষুপ্তস্থান-স্থিত প্রাজ্ঞনামা জীবাত্মা তৃতীয়। অ উ ম মধ্যে মও তৃতীয়। মিতে পরিমাপে অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (প্রলয়স্থান) স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার পরিমাপক। এতদুভয় অবস্থাই বিনশ্বর দুঃখপ্রদ। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নেও ভোজনে তৃপ্তি, স্ত্রীআদি ভোগে সুখ, ব্যাঘ্রাদি দৃষ্টে ভয় হয়। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয়, জাগ্রতে তাহারা সক্রিয়। স্বপ্নান্তে সুষুপ্তি, সুষুপ্তি অন্তে জাগ্রৎ। দুই দুঃখদায়ক নশ্বরের মধ্যে আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ স্থিত। মিতে ওজন করে। যেমন দাঁড়ি-পাল্লার দুই দিক্। দুইটি পাল্লার একদিকে যে দ্রব্য ওজন করে তাহা রাখে ও অপর দিকের পাল্লায় ওজন-জ্ঞাপক প্রস্তর বা লৌহপিণ্ড দেয়। দুইদিকের পাল্লা সম-সূত্রে হইলে পরিমাণ জানা যায়। তেমনি প্রাজ্ঞ তুলাদণ্ড, বিশ্ব ও তৈজস যাহা দ্বারা তৌল করা হয়। বিশ্ব ও তৈজসের ক্রিয়াশীলতা সমান, কারণ উভয়েই সমান প্রাতিভাসিক ও সম-ক্রিয়া-উৎপাদক। অপীতের্ব্বা অর্থ অপীতি অপ্যয় বিনাশ, প্রলয়ে সব একীভবতি, সব সমতা প্রাপ্ত হয়। অ উ উচ্চারণ কালে একীভূত হয় মকারে। বিশ্ব, তৈজস প্রাজ্ঞে একীভূত হয়। এই সামান্যতা দৃষ্ট হয় প্রাজ্ঞ মকারে। মিনোতি জানাতি ইদং সর্ব্বং যিনি এই মকার তত্ত্ব জানেন তিনি এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চের অসারতা জানিয়া অপীতি দেহান্তে ব্রহ্মলীন হয়েন। অপীতি সর্ব্ব লয়, ময়

কার্য্য ব্রহ্ম ও অব্যাকৃতা প্রকৃতির লয়। সেই লয় স্থানই পরব্রহ্ম, তিনি অদঃ পূর্ণ ॥

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ, ॥ ১২।

যতক্ষণ প্রকৃতি হইতে গৃহীত মন বাক্ প্রাণ থাকে ততক্ষণ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তৃত্ব কার্য্যব্রহ্মত্ব। যখন প্রকৃতি বা মায়া অপসারিতা হয় তখন প্রকৃতির ধন বা অন্ন (মন বাক্ প্রাণ) প্রকৃতি স্বীয় অঞ্চলে বাঁধিয়া অঞ্চল গুটাইয়া প্রস্থানপরায়ণা হন, তখন মন বাক্ প্রাণ না থাকায়, কার্য্যব্রহ্মের দেহ যে মায়ার আবরণ তাহা না থাকায়, কার্য্যব্রহ্মত্ব রূপ অবস্থা লয় হইয়া যায়। ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে একীভূত হওয়ার মত ইদং পূর্ণ ব্যক্তমধ্য কার্য্যব্রহ্মভাবাপন্ন আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হইয়া যায়। তখন তাহার কর্ত্তৃত্বাদিরও কোন অস্তিত্ব থাকে না। এহেন নির্ব্বিকার অবস্থা, নিষ্ক্রিয় অবস্থার জন্য ব্যবহারের তথায় স্থান নাই। যেমন গীতায় (১১।১৫) পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে, সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্। বিরাট্ দেহে স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। বিরাট্ দেহখানি মায়াময়, মায়াগৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারময়ো বিরাট্। নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ (ভাগবৎপুরাণ ১২।১১।৫)। মায়ার আবরণই বিরাট্ দেহ, তাহাতে চিত্রিত ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত দেহ জাত। মায়ার অঞ্চলরূপ আবরণ গুটাইয়া মায়া চলিয়া গেলে আঁচলে অঙ্কিত বিচিত্র চিত্রসকলও আর থাকে না। এই সকল বিচিত্র চিত্রেরই নামান্তর দৃশ্যপ্রপঞ্চ, তাহা উপশমে ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত হন। সেই স্বরূপাবস্থাই শিবমঙ্গল, তাহাকেই বেদান্তশাস্ত্র অদ্বৈত বলে। সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা যিনি জানেন। অর্থাৎ ওঁকার রূপীর ও আত্মার স্বরূপ জানেন অর্থাৎ ওঁকারেই আত্মার উপলব্ধি করেন। চতুষ্পাদ ওঁকারই চতুষ্পাদ আত্মা আত্মনা শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে। যেমন ঋগ্বেদে আছে, ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে। গীতায়ও বলে ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

দেব ও মানব

দেব শব্দ দিব্যতি ইতি দিব্+অচ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। দিব্যলোকবাসী ও উজ্জ্বল এজন্য দেবসংজ্ঞা। মনুর অপত্য ইতি মানব। অমরকোষে অমরা নির্জ্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ। এবং মনুষ্যা মানুষা মর্ত্ত্যা মনুজা মানবা নরাঃ॥ এই পাঠ আছে। দেবতা অমর স্বর্গলোকবাসী এবং মানব মর্ত্ত্য মরণ ধর্ম্মশীল দুঃখময় ইহলোকবাসী। দিবি বা স্বর্গের বর্ণনা কঠ উপনিষদে আছে—স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা২শনায়া-পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। "ন তত্র ত্বং" অর্থ তুমি যে যম বা মৃত্যু তারও ভয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে দেবগণ সূক্ষ্ম দেহধারী বলে, দেবদেহ মন্ত্রময় এমন কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এবং দেবগণ মন্ত্র দ্বারা বর্দ্ধিত হয়েন। ঋ ১।৩১।১৮ এতেনাগ্নে ব্রহ্মণাবাবৃধস্ব শক্তী। বায়ু পুঃ ৬৭ সর্ব্বে মন্ত্রশরীরাস্তে স্মৃতা মন্বন্তরেম্বিহ। ৪। আর মর্ত্ত্যলোকে অশনায়া পিপাসা শোক তাপ জরা মৃত্যুভয় সর্ব্বদাতরে কি রাজা কি প্রজা সকলেরই লাগিয়া আছে। ত্রিদশা দেবতার সদাই তৃতীয় দশা যৌবন অবস্থা থাকে। প্রথম বাল্য তৎপর কৌমার তৎপশ্চাৎ যৌবন ও বার্দ্ধক্য মানবের হইয়া থাকে। দেবা বিবুধাঃ বিশেষ জ্ঞানযুক্ত আর মানব অল্পজ্ঞ অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। মানবের ষট্‌দশা—অস্তি, জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি। যখন মাতৃগর্ভে তখন অস্তি। যেজন্য জরৎকারুর পুত্রের নাম আস্তীক। জরৎকারুর পত্নীত্যাগকালে পত্নী কাতর প্রার্থনা করিলে ঋষি বলিয়াছিলেন অস্তি (গর্ভে)। গর্ভে থাকাকালে নাভিদ্বার দ্বারা মাতৃদেহ হইতে বায়ু, জল, অন্ন, রস গ্রহণ করে। তৎপর জায়তে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইতেই নাসাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে থাকে, চক্ষু দিয়া সব দেখিতে থাকে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে। এদিকে নাভিদ্বার রূপ নাড়ীচ্ছেদ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া ক্রন্দন-পরায়ণ হয়। ভূমিষ্ঠ সন্তান কাঁদিয়া উঠিলেই পার্শ্ববর্ত্তী জনেরা আনন্দ ধ্বনি করে, জীবিত সন্তান প্রসূত হইয়াছে। তখন মাতা দয়া করিয়া রোদনপরায়ণ শিশুকে ভূমি হইতে উত্তোলন করতঃ স্তন্যপান জন্য নিযুক্ত করে, তবে দুগ্ধপানে ক্ষুন্নিবারণে রোদন হইতে নিবৃত্ত হয়। এই যে ক্ষুৎপিপাসাদি দেহে প্রবেশ লাভ করিল তাহা যাবজ্জীবনের তরে। প্রতিনিয়ত এই ক্ষুধাদিজনিত ক্লেশ চলিতে থাকিবে। অশক্ত জন্য পরমুখাপেক্ষিতা আরম্ভ হইল। মানব অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে যাইতে পরাধীন। পশুগণের

তেমন নয়। গো-বৎস জন্মিয়াই আপনি উঠে, আহারাদি অন্বেষণ-পরায়ণ হয়। পশুর ন্যায় রোমাবৃত বা পক্ষীর ন্যায় পালকাবৃত না হওয়ায় শীতাতপ হইতেও নর-বালকের যাতনা উপস্থিত হয়। মানব যখন কৈশোর ত্যাগে যৌবনে পদার্পণ করে তখনও নিজ মুখ পৃষ্ঠাদিদেশ নিজে দেখিতে পায় না। হিংস্র প্রাণী হইতে ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদাই সহায় চাই। আবার যৌবন অপগতে বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইলে হস্তাদি অঙ্গ শিথিল হওয়ায় সম্পূর্ণ পরাধীন হইতে হয়। এইজন্য মানব-জীবন দুঃখের জীবন, সংসার দুঃখময়। ক্ষুৎপিপাসা উপশান্ত করিতে গিয়া মানব চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি নানা দুষ্কার্য্যে রত হয় আবার কেহ বা অন্যের দাসত্ব স্বীকার করে।

পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমানে যে ব্যবহারশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহাতে সামঞ্জস্য দেখা যায় না। তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে Complete surrender to God as servant অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দাসত্ব স্বীকার্য্য। ব্যবহারিক সত্তায় ও অন্নের জন্য দাসত্ব প্রচলিত ছিল ও প্রকারান্তরে এখনও আছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Equality, Liberty ও Fraternity সাম্য মৈত্র ও স্বাধীনতার দুন্দুভিনাদে জগৎ আলোড়িত। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন বাইবেলে আছে—God created man in his own image. God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. God planted a garden Eastward in Eden to grow every tree that is pleasant and good for food. God planted the tree of life also in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil. God put the man into the garden of Eden to dress it and to keep it. God commanded of every tree of the garden thou mayest freely eat. But of the tree of knowledge of good and evil ; thou shalt not eat of it. The serpent beguiled Eve by these words. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened and ye shall be as God, knowing good and evil. When Adam slept God took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof and made He a woman and brought her unto the man. They were both

naked and were not ashamed. Being beguiled by Satan (Serpent) Adam did eat the fruit of knowledge. God coming to know this said, for dust thou art and unto dust shalt thou return. Lord made coats of skins and clothed them. And the Lord God said : Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also the tree of life, and eat, and live for ever, therefore the Lord sent him forth from the garden of Eden to till the ground, so He drove out the man and He placed at the east of the garden of Eden a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. "Genesis chaps I & II. ইহাতে স্বর্গাদি লোক ও দেবগণ এঞ্জেলাদি হুরীগণ (অপ্সরা) মানবসৃষ্টির পূর্ব্বেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছিল। এই যে মৃদ্ রজ হইতে নরদেহ সৃষ্টি ও তাহাতে জীবনদান এই আখ্যান সহ তৈত্তিরীয় উপনিষদের সৃষ্টিতে কতকটা সাদৃশ্য আছে। প্রথমে পঞ্চভূত সৃষ্টি, তৎপর দেহাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন বর্ণিত আছে। এই বাইবেলীয় সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা যে মানব গবাদি পশুবৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ ইডেন উদ্যানের মালীর কাজ করে। বাগান রক্ষা করে। ইডেন উদ্যান এঞ্জেলাদির উপভোগ্য থাকে। উপাদেয় ফুল-ফলে সদা সুশোভিত থাকে। অর্ব্বাচীন মধ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে প্রাচীন বাইবেলের অনুজ্ঞা স্বীকৃত। তাহাতে দেখিতে পাই ঈশ্বর বলিতেছেন (সুরা ১৫)—We created man of dried clay, of dark loam moulded; and Djinn had we before created of subtle fire. Remember when thy Lord said to the Angel : "I create man of dried clay, of dark loam moulded. And when I shall have fashioned him and breathed of my spirit into him, then fall ye down and worship him." And the Angels bowed down in worship all of them, all together, save Eblis, he refused to be with those who bowed in worship. "O Eblis", said God, "wherefore art thou not with those who bow down in worship ?" He said "It beseemeth not me to bow in worship to man whom

thou hast created of clay, of moulded loam". He said "Begone thou hence thou art a stoned one, And curse shall be on thee till the day of reckoning. And who thrill with dread at the chastisement of their Lord. সূরা ৭০।২৫ বাক্যে আছে, That of goodliest fabric we created man. ৯১ সূরায় আছে and breathed into it its wickedness and piety. ৫১ সূরাতে আছে, "I have not created Djinn and men, but that they should worship me. সূরা ১৫, And fear God and put me not to shame. সূরা ২৬, Will ye not fear God ? Angel Gabriel spake to prophet.

আদি মানব কৰ্দ্দম হইতে জাত জিন ও এঞ্জেলাদি অগ্নি হইতে জাত। সদা এতদ্ উভয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এই জন্যই সৃষ্ট। উপাস্য-উপাসক ও প্রভুদাস ভাব একজাতীয়। দেবাদিতে তেজ বা ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট। এখানে ইবলিস্ আদিম মানবকে ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপে হাঁটু গাড়িয়া পুজা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে, তাই ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন। এই শত্রুতামূলে সে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করে। বাইবেলের উক্তিতে আছে, ঈশ্বর বলিতেছেন, এই আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ায় আমাদের মতন একজন সুখদুঃখাদি জ্ঞানবান্ হইয়াছে। কি জানি পাছে জীবনবৃক্ষের ফলও খায় তবে অমর হইবে। এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইডেন হইতে আদি মানবকে বিতাড়িত করিলেন ও উক্ত বৃক্ষের চারিধারে জ্বলন্ত তরবার অবিরাম চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। মর্ত্ত্যেই হৌক আর স্বর্গেই হৌক মানব তাহার চির দাস চিরই উপাসক। অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। মনুষ্য দেবতা হয় অমর হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়। অস্মদ্দেশে এহেন প্রভুর ইচ্ছায় সৃষ্টিবাদ প্রচারক অর্ব্বাচীন আচার্য্যগণের অসদ্ভাব নাই। তাহাতেও জীবের নিত্যদাসত্ব স্বীকার্য্য। মুক্তিতেও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। দাসত্বেই তাঁহাদের বড়াই। তাঁহারা অচিন্ত্য শক্তি অবিদ্যা, তৎকৃপায় বাধিত হয় স্বীকার করেন। যাহা অচিন্ত্য তাহা কি নির্ব্বচিত হইতে পারে? না অনির্ব্বচনীয়? তাহা বাধিত হয়, ইহা তৎকৃপায় ঘটে। তিনি জ্ঞানস্বরূপও বলেন। জীব মুক্তিলাভে তাঁহার সমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, মিশিয়া যায় না। ব্রহ্মসাগরে ভাসে। অথচ সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং তিনি। তাঁহাতে জীব যে ভাসে তাহা উপাধি কি না? জীবকে শিব করিবার, আপনাতে

লয় করিয়া নিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন, ইহা বলা হইতেছে কি না? ঐতিহাসিকগণ বলেন, ৭১২ খৃঃ বিন কাশিম সিন্ধু দেশ জয় করেন। পরে মুসলমান খলিফা হারুণ অল রসিদ ও তৎপুত্র খলিফা মামুনের সময় হইতে ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও অধিবাস আরম্ভ হইয়াছে। মামুন গুজরাট জয়ের পর রাজপুতনার চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা খোমান তাঁহাকে পরাস্ত করেন। হারুণ অল রসিদ ৭৮৬-৮০৯ খৃঃ পর্য্যন্ত খলিফা ছিলেন। মামুন ৮১২-৮৩৬ পর্য্যন্ত খলিফা ছিলেন। এই সময় সিন্ধু প্রদেশ ও গুজরাট তাঁহাদের হস্তগত হয়। সুলতান মামুদ খৃঃ ১০০১-১০২৪ মধ্যে ভারতের মন্দির ও নগরাদি লুণ্ঠন করেন। মহম্মদ ঘোরী খৃঃ ১১৯০-১২১২ মধ্যে ভারতে আসেন ও কতকাংশ অধিকার করেন।

ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহাত্মা রামানুজ আচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কোন ঐতিহাসিকের মতে আচার্য্য রামানুজ খৃঃ ১০১৭ হইতে ১১৩২ পর্য্যন্ত ছিলেন। অর্থাৎ বিন কাশিমের সিন্ধুদেশ জয়ের ৩০০ বর্ষাধিক পশ্চাৎ তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। অন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তৎপরবর্ত্তী কালে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হন। ১৩৪৭ খৃঃ বাহমনী রাজ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে দশজন দরবেশ ইসলাম প্রচারক দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, এমত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। খৃষ্টের পূর্ব্বে গ্রীক ও রোমানগণ সহ ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি জন্য গতাগতি চলিয়াছিল। গ্রীক শিল্পাদিধারা ভারতে এবং ভারতীয় দর্শনের ভাবধারা গ্রীক দর্শনকে অনুপ্রাণিত করে জানা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, মহাত্মা যিশু কাশ্মীরে আসিয়া বেদান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং বাইবেল বা কোরাণের ভাবধারা ভারতীয় অর্ব্বাচীন গ্রন্থে প্রবেশ করা আশ্চর্য্য নহে। "না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ" বিধিটি তিন ধর্ম্ম গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। কোরাণ সুরা ৫।৪, বাইবেল Rev. Ch. 11 14, 20 Verse দ্রষ্টব্য। ঋগ্বেদে দস্যু বা দাস অতীব ঘৃণার্হ পদবীর লোক। শ্বেতবর্ণ আর্য্য কৃষ্ণবর্ণ দাস হইতে বা দাস-ভাবের কিছুই পছন্দ করিতে পারেন না। ঋ ৭।৫।৬ ও ঋ ১০।৪৯।৩ মন্ত্রে দস্যুকে আর্য্য নাম হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, বিবৃত আছে। ঋগ্বেদের ঋষি যে উপাসনা করিতেন তাহা কিরূপ চিত্তবৃত্তি সহকারে সম্পাদিত হইত তাহা ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রালোচনা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে জানা যাইতে পারে। ঋ ১।৩১।১৮, ২।২১।২ ৫।৩১।৪, ৮।২৬।৯, ৯।১০১।৩, ১০।১২০।৫ মন্ত্রে পাই, মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতার তেজ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ছা উপ ৩।৬।১-এ

আছে ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তি এতদেব অমৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। এই মন্ত্রে অমৃতের কথাই বলে। ঋ ৩।৩১।৯, ৪।২।১৬, ৯।১১৩।১০ মন্ত্রে স্তোত্র দ্বারা অমরত্ব লাভার্থ অঙ্গিরাগণ যজ্ঞকার্য্যে সমাসীন।

ঋ ৭।৭৬।৪ মন্ত্রে অঙ্গিরাগণ কবি গূঢ় জ্যোতির্লাভে দেবগণসহ একত্র প্রমোদিত হন। ঋ ৫'৪১।৪, ৮।১২।৬ মন্ত্রে আপ্ত্যব্রিত দেবগণের প্রীতিপ্রদ কার্য্য করতঃ দেবগণের সাহচর্য্য প্রাপ্ত হন। ঋ ১।২০।১,৮ মন্ত্রে ঋভুগণ (ঋভু, বিভু ও বাজ) আঙ্গিরস স্থধন্বার পুত্রগণ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১০।১৫।৯ পিতৃগণ যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত তাঁহাদের আহ্বান কর। ঋ ১০।৬৩।১০ মন্ত্রে আমরা যেন দেবত্ব প্রাপ্ত হই। ঋ ১০।৫৬।৩ তুমি সূর্য্যের সহিত একীভূত হও। ঋ ১০।৭৭।২ মরুৎগণ মনুষ্য ছিলেন, পুণ্য দ্বারা দেবতা হইলেন। ঋ ৭।৫২।১ আমরা আদিত্য আমরা অদিতি (অখণ্ড) হইব। ঋ ৮।১৯।২৫ মর্ত্ত্য আমি যেন অমর্ত্ত্য হইয়া যাই। হে ইন্দ্র ত্বে অপি অভূম। ঋ ২।১১।১২ হে ইন্দ্র, আমি যেন তোমার সাযুজ্য লাভ করি। ঋ ১।৩২।৫ মন্ত্রেও সাযুজ্য লাভের কথা আছে। তৈ উপ ২।৮ ও বৃ আ ৪।৩।৩২ "কর্ম্মদেবানামানন্দ" শব্দ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভকারিগণের আনন্দ উল্লিখিত। বৃ আ ৪।১।২ মন্ত্রে "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" বাক্য আছে। দেবতা চিন্তা করিতে করিতে ইহলোকে দেবভাব লাভে মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া থাকে। স্বর্গে আনন্দ-ভোগার্থে কর্ম্ম করা ঋ ১০।৯৭, ১০।১৪।৮, ১০।১৪।১, ৯।৮৮।২, ৮।৭৫।১৬, ১।১১০।৭, ১।৩২।৫, ১।১৫০।৩, ৩।২৯।৮, ২।২৮।৩ ইত্যাদি মন্ত্রে পাওয়া যায়। ঈশা উপনিষদেও "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" বাক্যে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষসহ একতা বলে। ইহাই অমৃতত্ব লাভ। ঋ ১।১১৫।১ "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" মন্ত্রে সূর্য্যই আত্মা বলিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রও সূর্য্যকেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্তা এবং বুদ্ধির প্রেরয়িতা বলিয়াছে। সহস্রসূর্য্যসমপ্রভ সেই পুরুষকে এ জন্যই সূর্য্য বলা। ঋ (১।১৬৪।৩৯) মন্ত্রে "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।" যিনি সর্ব্ব দেবগণের অধিষ্ঠান পরম ব্যোমস্থ অক্ষরপুরুষকে জানেন না, যাঁহাকে জানিলে বিদ্বান্ তাঁহাতেই নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাঁহার ঋক্ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল? বেদ সেই অক্ষরপুরুষের প্রকাশ জন্য "অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক" বলিয়া খ্যাত। যেমন ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্বেতকেতু চারি বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া চতুর্ব্বেদী অভিমানে দ্বিবেদী ত্রিবেদী কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতেন না। কিন্তু ব্রহ্ম-

বিদ্যা জানিতেন না, পশ্চাৎ মহর্ষি উদ্দালক আরুণি হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭ অ) নারদ অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা জানিয়াও দুঃখিত হইয়া সনৎকুমার হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে জীবন সার্থক করেন। ইহাতে অক্ষরপুরুষকে জানা ও ব্রহ্মস্বরূপ লাভে তাহাতে পরিনির্ব্বাণই বেদের তাৎপর্য্য। মানব-জীবনের স্বারাজ্য লাভে কৃতকৃত্যতা। বাইবেলের ঈশ্বর মানবকে স্বারাজ্য লাভে অমরত্ব হইতে বঞ্চিত করতঃ পশুজীবন যাপনে চিরদাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ রাখিতেছেন। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রাপ্তিরূপ অমৃতত্বলাভই মানব-জীবনের অভিপ্রায় বলেন। দেহধারী মাত্রেরই দেহে একদেহী বা তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আছেন। যিনি অন্তর্যামী, দেহরূপ দেবালয় তাঁহাকে ধারণ করেন। তাহাই পাশ্চাত্য শাস্ত্রে life বা জীবন বলিয়া উক্ত। দেহ দেবালয়, তৎস্থিত পুরুষ ঈশ্বর পূজ্য—এই শিক্ষা দিবার জন্য বাইবেলে আদিম পুরুষের নিকট এঞ্জেলগণের হাঁটু গাড়িয়া পূজনের ইতিবৃত্তটী এখন ধামা-চাপা রহিয়াছে। এই প্রতি দেহে সেই পুরুষ বা অমৃতের দর্শনে দেবগণ ও দেবসদৃশ মানবগণ তৃপ্ত হন। তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবিব চক্ষুরাততম্। বর্ত্তমানে ও ধ্যানকালে দেবতাকে ধ্যাতার হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিয়া থাকে। ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের একতা ঈশা উপনিষদে "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" বাক্যে দেখাইয়াছেন। যাহা প্রতি দেহে ব্যষ্টি তাহারই সমষ্টিগত ঈশ্বর। দেবতা একই, ঘটাকাশ মঠাকাশবৎ দেহে দেহে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়। John Ch. 17 V. 21 বলে That they all may be one, as thou father art in me, and I in thee, that they also may be one in us. See also John Ch. 17 V. 23 and Romans Ch. 12 V. 5, So we being many, are one body in Him and everyone member of one of another. নাম রূপ কল্পিত মাত্র। ঋগ্বেদেও বলিয়াছে (১।১৬৪।৪৬) একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। ঋ ১০।১১৪।৪,৫ সুপর্ণং বিপ্রো কবয়োবচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি ।৫। একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে ।৪। বাইবেলেও সেণ্ট জনের (৫।৭) The Father, the Word and the Holy Ghost and these three are one বলিয়াছে। কিন্তু জীব সহ একতা বলে না, সুতরাং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্থান বেদ ভিন্ন অন্য তন্ত্রে নাই, তথায় দাসত্বেরই মহিমা প্রতিপাদিত। কেবল বেদান্ত "অহং

দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত-স্বভাববান্” এই বলে। অর্থাৎ Ever free never slave বেদান্তের মূল ভূমিকা। সর্ব্বব্যাপী পুরুষসহ জীবের একতা সমতা Equality, liberty দ্যোতক। নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মের সহিত সমানতাই যে জীবের স্বরূপ ইহারই বিকাশ বেদান্তশাস্ত্র করিয়াছেন। স্বরাজ্য লাভে স্বাধীন জীবের ব্রহ্মস্বরূপতায় কৃত-কৃত্যতা। সুতরাং দাসোঽহং কথা অবৈদিক হইতেছে। বেদান্তসূত্রে ২।৭।৪৩ সূত্রে অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়তে। এখানে জীবব্রহ্মের বিস্ফুলিঙ্গবৎ অংশ কল্পনা কিম্বা স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ উক্ত? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শঙ্কা উঠাইয়া স্বামি-ভৃত্যবৎ নহে বলিয়াছেন। জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ, এজন্য একরূপতা, শ্রুতিও যুক্তি মূলে স্থাপন করিয়াছেন। এবং অথর্ব্বনের এক শাখার মন্ত্রে ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈবেমে কিতবাঃ। অর্থাৎ দাশ, দাস, কিতব সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। এজন্য স্বামি-দাসভাব হইতেই পারে না, জীবত্বই ঔপাধিক বলিয়াছেন। জীবের নিত্য দাসত্ব কথাটী ভগবান্ শঙ্করের প্রায় অর্দ্ধ সহস্র পরবর্ত্তী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভব আচার্য্য শঙ্করের জীবমানেই বিন কাশিম বোগদাদের খলিফার আদেশে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেদে আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি তৈ ২।৯। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যে ইত্যাদি তস্য ভয়ং ভবতি তৈ ২।৭। দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি বৃ আ ১।৪।২। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। (বৃ আ ৪।৪।২৫)। অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসীতি অভয়ং বেদয়সে। বৃ আ ৪।২।৪। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে নির্ভয় হয়, আর দাসভাবে চিত্তে সদা ভয়। কখন প্রভু বা ক্রুদ্ধ হন। বৈকুণ্ঠের দ্বারিগণকেও বৈকুণ্ঠচ্যুত হইতে হয়। বৈকুণ্ঠেশ্বরকেও বৈকুণ্ঠচ্যুত হইতে হয়। যোগবাশিষ্ঠে রাজা অরিষ্টনেমিকে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে স্থান দিতে চাহিলে অরিষ্টনেমি জিজ্ঞাসা করেন যে স্বর্গে কোন ভয় আছে কিনা। তাহাতে ইন্দ্রদূত বলেন যে স্বর্গ হইতে পতন-ভয়, উত্তম ও অধম স্বর্গের অধিবাসীতে বিজিগুপ্সারূপ ভয় এবং একই স্বর্গে স্পর্দ্ধার ভয় আছে। রাজা বলিলেন, আমি স্বর্গে যাইব না, অভয়ানন্দ চাই। দাসভাব সম্বন্ধে বৃ আ ১।৪।১০—য এবং বেদাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্যহ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে, আত্মা হ্যেষাং স ভবতি অথ যোঽন্যাং দেবতা-ওপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ এবম্ একৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্তি একস্মিন্নেব

পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ। অর্থ—যিনি আমিই ব্রহ্ম এরূপ অবগত হন তিনি সর্ব্বাত্মক হন। দেবগণ তাঁহার আভূতি (ঐশ্বর্য্য) নাশ করিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবতাদিগেরও আত্মস্বরূপ। যে ব্যক্তি নিজ উপাস্য দেবতা হইতে আপনাকে পৃথক্ দেখেন এবং পৃথক্ বুদ্ধিতে আত্মচিন্তন ত্যাগে অন্য দেবতার উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারেন না। গবাদি পশুগণ যেমন পালকের উপকারী তেমনি বহুপশুস্থানীয় অজ্ঞগণও দেবতার প্রিয়কারী। বহু পশু দূরের কথা, একটী পশু হস্তচ্যুত হইলে যেমন পালকের দুঃখ হয় তেমনি মনুষ্য দেবার্চ্চন ত্যাগে আত্মবিৎ হয় তাহা দেবগণের প্রীতিপ্রদ নহে। মহাভারতে মানব নহুষ স্বর্গে দেবগণের রাজা হন বিবৃত দেখা যায়। দাসভাব সম্বন্ধে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের সনৎ সুজাত উপপর্ব্বে ৫৫ অধ্যায়ে বলে "মা তে ব্রাহ্মীলঘুতা মাদধীত প্রজ্ঞানং-স্যান্মাম ধীরা লভন্তে। অর্থ—আমি ব্রহ্ম এই ভাব হইতে আমি লঘু অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্, আমি সেই সর্ব্বশক্তিমানের দাস এমন ভাব চিত্তে না উপস্থিত হয়। ব্রহ্মস্বরূপ আমি এই প্রজ্ঞাতে যাহার ধী নিশ্চিতভাবে যুক্ত সেই প্রজ্ঞান লাভ করে। উহার টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন। অতঃ ব্রাহ্মী বাক্ তে তব অহং মহানপি ইতি বদতঃ লঘুতাং নীচত্বং মাদধীত মা ভবতু অহং দাসোঽপি ইতি মা ব্রূহি। নারদ উপনিষদে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি যে বিদুস্তে পশবঃ। দেবতা অন্য আমি অন্য যে বলে সে পশু। মহাভারতে শিশুপালের জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম দেহ কৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হয় বর্ণিত আছে। বাইবেলের ২২ রিভিলিসনে যাহারা শাস্ত্র অমান্য করে তাহাদিগকে For without are dogs বলিয়াছেন। জেরাথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল হইতে বহু প্রাচীন। তাঁহাদের দেবতাকে অসুর বলে এবং ভারতীয় আর্য্যগণের ইন্দ্রাদি দেবতায় তাঁহারা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। অঙ্গিরামন্যু অহুরমজদার পরম শত্রু। অসুর নিজ ভক্তগণের জন্য ক্রমে ক্রমে যোলটী উপাদেয় স্থান নির্ম্মাণ করেন আর দেবোপাসক অঙ্গিরামন্যু উহার প্রত্যেকটীর বিনাশ সাধন করেন। বাইবেলে একমাত্র ইডেন রক্ষাই ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অসুর অঙ্গিরামন্যুকে চিরতরে বধ করিতে অসমর্থ ছিলেন। তেমনি বাইবেলের ঈশ্বর সয়তানকে চিরতরে বধ করিতে অসমর্থ দেখা যায় এবং তাহার কার্য্য রোধ করিতেও সক্ষম নহেন। নতুবা সয়তান ইডেনে প্রবেশ করে কিরূপে? ঈশ্বরের যাহারা ইচ্ছা তাহা তদ্রূপে নিষ্পন্ন কেন হইবে না? বাইবেলে আর একটী কথা যে "হয় স্বর্গ নয় নরক"? অপরাধ

স্বল্পই হউক আর গুরুতরই হউক্। যাঁরা যিশুর জন্মের পুর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছে তাহারা যিশুকে ঈশ্বরপুত্র স্বীকার করিতে পারে না। অথচ তাহাদের জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। বা যাহারা সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিয়াছে, যিশুর কথা দেশের দূরবর্ত্তিতা জন্য জানিতে সুবিধা হয় নাই তাহাদেরও নরক হইবে—ইহা সুব্যবস্থা মনে হয় না। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচারে নানা প্রকার দণ্ড ও নানা লোকে স্থিতির ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয়। সুবৃহৎ পৃথিবীতে মাত্র দুইজন প্রচারক এক ক্ষুদ্র দেশে থাকিয়া যাহা বলিলেন তাহাই যথেষ্ট মনে হয় না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রচারক থাকা ও তাঁহাদের বাক্যানুসারে যাহারা চলিবেন তাঁহাদের সহিত একটি সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে কি? সুরা ১০-৪৮ বাক্যে And every people had its apostles বাক্য থাকিলেও সুরা ৬-১৫৭ বাক্যে—The Scriptures were indeed sent down only unto two peoples (i. e., Israel and Arabs)—উহা খণ্ডিত মনে হয়। ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্রে ঈশ্বর অভয়পদ, তথায় আনন্দ বই ভয়ের কারণ নাই। ভয়ে আনন্দ শুষ্ক হইয়া যায়। পিতাকে পুত্র প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া ভীতির চক্ষে দেখিলে, পিতা পুত্রের জীবন শোভনীয় হয় না। বাইবেলে John. Ch. V. 18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear, because fear has torment. He that feareth is not perfect in love. শ্রুতি বলেন—আত্মা প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ বৃ আ ১।৪।৮। John Ch. V—15 V. Love not the world neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে যে এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা পূজন নিষেধ দেখা যায় তাহা পুর্ব্বোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক বাক্য হইতে কিছু অধিক নহে। বাইবেল আদি শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ অন্তর্গত একেশ্বরবাদই মিলে, অদ্বৈতবাদ মিলে না। একেশ্বরবাদে ও অদ্বৈতবাদে আকাশ-পাতাল ভেদ। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, তাহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই, তাই এই দুঃখাগার বিশ্ব তাঁহার সৃষ্ট নহে বলিতেই হইবে। কারণ যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না। এই জগতে যাহা কিছু আনন্দ মিলে তাহা সেই আনন্দস্বরূপের আভাস। দুঃখ বহিরাগত উপাধির জন্য, জীব তাম্রখাদযুক্ত সুবর্ণবৎ। অগ্নিতে তাম্র-মিশ্র

সুবর্ণ দিলে তাম্র জলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণ অবশেষ থাকে। তেমনি সোপাধিক জীবভাব জ্ঞানাগ্নিদগ্ধে উপাধিলয়ে বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ প্রকটিত হয়। তখন জীব সেই আনন্দস্বরূপে লীন হইয়া যায়, যেমন শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তম্। যেমন শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশিয়া যায়, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয় হয়।

সৃষ্টি দুঃখময় তাহা বহিরাগত উপাধি-জাত। সেই উপাধি লয় করিয়া, তিনি সবকে আপনাতে আনন্দস্বরূপে একীভূত করিতে সামর্থ্য রাখেন না—ইহাই দ্বৈতবাদ। অথচ দ্বৈতবাদী বলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। বাইবেলের আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোক্তা এডাম জীবনবৃক্ষের ফলাস্বাদ না করায় মৃত্যু-বশগ হয়। জগতের সব মানব তাহারই পাপে মৃত্যুবশতাপন্ন হইয়া কবরস্থ হয়। পশ্চাৎ Doomsdayতে কবর হইতে উত্তোলিত করতঃ দ্বিতীয়বার জীবনদান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান (Second creation) করিবেন, পশ্চাৎ তাহার স্বর্গ বা নরক হইবে বলে। যাহাদের দেহ কোন গ্রাহ ভক্ষণ করে বা অগ্নিসাৎ করে তাহার কি হইবে তাহার বিচার দেখা যায় না। ইংরেজ কবির যে উক্তি—Dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul—উহা প্রাচীন বাইবেল সম্মত বলা যায় না। যে অপরাধ করিল তাহার শাস্তি নয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির সৃষ্টি হইল শাস্তিভোগের জন্য। কথাটা বিচারে এইরূপ দাঁড়ায়। Second creation কথা অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সুরা ৫৩।৪৮, সুরা ১৩।৫, New creation in সুরা ৫০।১৪ দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের ৫৬ সুরার ৬১ লাইনে from producing you again in a form which ye know not বাক্য আছে তাহার অর্থ কি পুনরায় নূতন কোন জীবদেহ ধারণ? বা মৃত ব্যক্তির আত্মা মৃত দেহে পুনর্যোজন বলিয়াছে? যদি পুরাণ আত্মা নবদেহে স্থাপন করেন তবে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আর যদি নূতন আত্মা নূতন দেহে ধারণ করে তবে যে পাপ করে তার শাস্তি হয় না, পাপ না করিয়াই অন্যকৃত কর্ম্মের জন্য অন্যে দণ্ড ভোগ করে। মৃতদেহ Doomsday পর্য্যন্ত থাকা সম্ভবপর নহে। এইজন্যই New creation কথাটা বলিয়াছে। উহাতে সুরা ৯১।৮ বলে And breathed into it its wickedness and its piety. সুরা ৭৪।৩৪ Thus God misleadeth whom He will; and whom, He will doth, He guideth aright; সুরা ৮৭।৩ Who hath fixed their destinies and guideth them ইত্যাদি বাক্য হইতে এডামের ফল খাওয়া যদি তাঁহারই ধার্য্যমতে হয় তবে এডামের

কি দোষ? "Doomsday" যেদিন সেদিন স্বর্গ গলিবে, পর্ব্বত চূর্ণ হইবে এমন কথা সুরা ৭০।৮, ৯ ও অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট হয়। যদি স্বর্গ গলে তবে ঈশ্বর ও এঞ্জেল ও হুরীগণের কি অবস্থা হইবে? তাঁহারা নির্দ্দোষ, তাঁহাদের স্থানভ্রষ্ট হওয়া কেন? এমন প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়।

দেবতা একাধিক এই যে বুদ্ধি অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি তাহা মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিজাত। বিক্ষেপ রচনা করে ও আবরণ বুদ্ধি মোহিত করে। ঈশা উপনিষদে ইহার সুস্পষ্ট বিবৃতি দেখা যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব সুষ্ঠু বিচারে জগতে একজন মঙ্গলময় সত্যস্বরূপ আছেন জানিয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়। তখন সে সেই সত্য স্বরূপের দর্শন জন্য আপনার অল্পজ্ঞতার দৃঢ়তাবশতঃ উপাস্যদেবতা, যিনি উপাসক হইতে বহু শক্তি শালী, তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে যে আবরণে সত্যের স্বরূপ আবৃত তাহা উন্মোচনার্থ। এখানে ভেদবুদ্ধিবশে সে চারি বস্তু দেখিতেছে—দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য, সহায়ক ও আবরণ। তৎপর সে বুঝিতে পারে যে সহায়ক দেবতা ও সত্যস্বরূপ যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা একই বটে। তখন দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য ও আবরণ এই তিন ভেদ দর্শন করে। তৎপর জ্ঞানোন্মেষে অবিদ্যা আবরণ দূর হইলে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য এই ভেদ মাত্র থাকে। পশ্চাৎ দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যে লয় হইয়া "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" রূপ একত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই কৈবল্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৯ ব্রাহ্মণে শাকল্য প্রশ্ন করিয়াছেন, কত্যেব দেবা। কয়জন দেবতা? তদুত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন নিবিদে ৩৩৩০৩ দেবতা বলে। পুনরায় শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়জন দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ৩৩ দেবতা। পুনঃ শাকল্য জিজ্ঞাসা করেন, কয়জন দেবতা, তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, ৬ জন দেবতা। পুনঃ প্রশ্নে বলেন ৩ দেবতা, পুনঃ প্রশ্নে ২ দেবতা বলেন, পুনঃ প্রশ্নে অধ্যর্দ্ধ (দেড়) দেবতা বলেন, পুনঃ প্রশ্নে বলেন এক দেবতা। তৎপর প্রশ্নকর্ত্তা উপরত হন। এই যে অধ্যর্দ্ধ দেবতা বলা কেন? যাঁহারা সৃষ্টিবাদী তাঁহাদের মতে সেই এক দেবতা মায়া উপাধিযোগে যেন উপচীয়মান হন "যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" বৃ আ ১।৪।৩। তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্ন অভিজায়তে। (মুণ্ডক)। সেই অধ্যর্দ্ধ অবস্থা হইতে দুই দেবতা প্রাণ ও অন্ন বা পুরুষ ও প্রকৃতির উৎপত্তি। তাহাকে শিব শিবা, বিষ্ণু রমা ইত্যাদি যে নাম ইচ্ছা দেও। দ্বৈতবাদী মনে করেন যে তাঁহার দেবতা তাঁহারই ন্যায় পতিপত্নীভাবে সৃষ্টি করেন। বাইবেলে

যীশুকে ঈশ্বরপুত্র স্বীকার করে। মেরীতে হোলী ঘোষ্ট বীর্য্যাধান করেন। পাশ্চাত্য অর্ব্বাচীন শাস্ত্র ইহা স্বীকার করেন না, তন্মতে ঈশ্বর অজ। সুরা ১১২।৩ He begeteth not and He is not begotten. সুরা ১৯।৩৫ It beseemeth not God to beget a son. He only saith to it Be and it is. In সুরা ৬।১০১ He hath no consort should he have a son. ইত্যাদি হইতে অপত্নীক ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিনা উপাদানে সৃষ্টি স্বীকৃত দেখা যায়। এই যে নিত্য নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকারের উপচীয়মান হওয়া বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া তাহা বিকার ভাব কিনা? যদি নির্ব্বিকারের বিকার হয় তাহা বন্ধ্যাপুত্র সম বলিতেই হইবে। মায়া উপাধি জন্য যেন "লেলায়তীব" বলিয়া মনে হয়। এই মায়া যে লেলায়মান দেখে তাহারই চক্ষে লাগিয়া আছে। সুতরাং মায়া জীবাশ্রয়া। ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতির্ম্ময়। তম প্রকাশের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নয় জন্যই ব্রহ্মাশ্রয়ে মায়া থাকিতে পারে না। মায়াই তম আবরণ ও বিক্ষেপযুতা। এই বেদান্তের মায়াবাদ প্রাচীন বাইবেলে না থাকিলেও নূতন বাইবেলে আছে বলিতে হয়। James Ch. 4. V. 14. For what is your life? It is even a vapour that appeareth for a little time and then vanisheth away. ঋ ১০।৮২।৭ নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চ।

Paul :—Hebrew Ch. 11. V. 3. The worlds were framed by the word of God, as that things which are seen were not made of things which do appear. বাক্ সৃষ্ট জগৎ উপাদান-বিহীন। যেমন পুরাণে কৃষ্ণ সৃষ্ট গোপী ও কৃষ্ণ এবং রাখাল ও গো সৃজিত হয় বর্ণিত আছে।

Jude—19. V. These be they who separate themselves, sensual having not the spirit. 1. John 2 Chap. 16 V.—For all that is in the world the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. (মায়িক জগৎ)। দেহাভিমান, রূপ, মদ, গর্ব্ব এ সকল মায়িক, পারমার্থিক নয়। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।

1. John—Ch. 5. 8 V. And there are three that bear

witness in earth, the spirit, the water and the blood, and these three agree in one. সর্ব্বব্যাপী পুরুষ one জীবাত্মা spirit, অপ্ (কর্ম্ম) কারণ সলিল water এবং স্থূল দেহ blood বুঝাইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ মায়াযোগে অবভাসিত হয়।

1. John— Ch. 5.13 V. Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his spirit. জীব ও পরমেশ্বরের একতা। অন্তর্যামিরূপে in us, বসতি দেবদেহে বাসুদেবরূপে।

Mathew Ch. 10. V. 20. For it is not Ye that speak, but the spirit of your Father which speaketh in you. যদ্ বাচাহনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম। (কেন)। ঋ ৩।৩৭।৯ ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যাতে জনেষু পঞ্চসু। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। ইন্দ্রই সর্ব্বদেহস্থ ইন্দ্রিয়সকল ব্যবহার করেন তিনিই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা সর্ব্ব দেহে।

Mathew Ch. 10. V. 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. নায়ং হন্তি ন হন্যতে। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

John. Ch. 15 V. 15 Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called friends; for all things that I have heard of my Father, I have made known into you. দাসভাব ত্যাগে সম সখ্যভাবই গৃহীত হইয়াছে। সমত্বং যোগ উচ্যতে। সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

17. John. 21 V. That they all may be one, as thou Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।

17. John. 22 V. That they may be one, even as we are one. জীবঃ এব কেবলঃ শিবঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।

23 V. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one. তৎ ত্বম্ অসি। সোঽহমস্মি। 14. John 11 V. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

20 V. At that day Ye shall know that I am in my

Father, and Ye in me and I in you. একত্বমনুপশ্যতঃ। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। অভেদে পরমাত্মনি।

5 Ch. 35 V. He was a burning and a shining light—সহস্র-সূর্য্যসমপ্রভঃ।

3 Ch. 18 V. He that believeth on him is not condemned but that believeth not is condemned. ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।

19 V. And this is condemnation, that light is come into the world, and man loved darkness, rather than light, because their deeds were evil. জানে দৈবীসম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। অজ্ঞানের পথে তত্রাচ চলে।

3 Ch 6 That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. কাম-কর্ম্ম বীজরূপা অবিদ্যাজাত জগৎ। পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ।

I Ch. I V. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. (শব্দ) ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

4 V. In him was life ; and the life was the light of men. স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

5 V. And the light shineth in darkness and the darkness comprehended it not. জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে। অচিতের সংজ্ঞা নাই।

10 V. He was in the world and the world was made by him and the world know him not. যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ।

11. V. He came unto his own, and his own received him not. (যক্ষ) তেভ্যোহপ্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।

1 John. I Ch. 13 V. Which were born not of blood, not of the will of flesh, not of the will of man but of God. প্রকৃতি জড় স্রষ্টা নয়, জীব স্রষ্টা নয়, ঈশকল্পিত জগৎ।

14 V. And the Word was made flesh, and dwelt among us (and we behold his glory, the glory as of the only begotten of the Fathar) full of grace and truth.

Paul Hebrews 12 Ch. 10 V. For they (father of our flesh) verily for a few days, chastened us after their pleasure, but he for our profit that we might be partakers, of his holiness.

1. Thessalonians 5 Ch. 5 V.

Ye are all children of light and the children of the day, We are not of the night nor of darkness. তমসো মা জ্যোতির্গময়।

1. Colossians 12 V.

Be partakers of the inheritance of the saints in light.

13. V. Who hath delivered us from the power of darkness.

2. Ch. 5 V. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit. ন চ মৎস্থানি ভূতানি, ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ।

3 Ch. 10 V. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.

I. Ch. 17 V. He is before all things, and by him all things consist. বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি।

19. V. For it pleased the father that in him should all fulness dwell. পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

2. Peter 1 Ch. 4 V.

By these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

5 V. Add to your faith virtue and virtue knowledge. শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

19 V. That ye take heed, as into a light that shineth in a dark place. জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্ব্বিষয়গোচরে। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তম্।

2. Ch. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved for ever. ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

1. Peter 2 Ch 7 V. Who hath called you out of darkness into his marvellous light. আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

11 V. Abstain from flesh by lusts, which war against the soul. যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনঃ।

3 Ch. 4 V. But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible. হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশোকম্।

18 V. Which liveth and abideth for ever, that he might bring us to God being put to death in flesh but quickened by the spirit. নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

Paul Hebrew 2 Ch. 11 V. For both he that sanctifies and they who are sanctified are all of one.

3 Ch. 6 V. But Christ as a son over his own house, whose house are we, দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তঃ।

4 Ch. 10 V. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ। অকর্ত্তারং স পশ্যতি।

12. V. Dividing asunder of soul and spirit, ধ্রুবং অধ্রুবেষু ইহ ন প্রার্থয়ন্তে।

Paul Hebrew 10 Ch. 20 V. Through the veil that is the flesh. দেহাবরণং হিত্বা। হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

15 V. And truly if they had been mindful of that country from whence they come out they might have had opportu-

nity to have returned, সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ ধাম পরমং মম।

12 Ch. 9 V. Fathers of our flesh, Father of our Spirit. James 1 Ch. 4 V. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire wanting nothing. স আপ্তকামো ভবতি। কামচারো ভবতি।

4 Ch. 8 V. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, purify your hearts. যং এব এষ বৃণুতে তেন লভ্য। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।

4 V. Whoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God, যদা হি এব এষ এতস্মিন্ উৎ অরং অন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

Philippians, 3 Ch. 3 V. We worship God in the spirit and have no confidence in the flesh, পিণ্ডং ত্যক্ত্বা দেবং চিন্তয়।

Act 17. 28 V. For in him we live and move and have our being, For we are also his offspring, বিরাটস্য দেহে বিচরন্তি সর্ব্বে।

29 V. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device,

Roman 7 Ch. 17 V. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me, প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।

Roman 17 Ch. 23 V. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. দৈবীসম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

8 Ch. IV. Walk not after the flesh, but after the spirit. তমেব একং জানীথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথঃ।

2 V. Law of the spirit of life in Christ hath made me free from the law of sin and death.

3 V. Condemned sin in the flesh.

6 V. For the carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace. অসতো মা সদ্গময়। মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

9 V. But ye are not in the flesh, but in the spirit, if so be that the spirit of God dwell in you. ন ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

14 V. For as many as are led by the spirit of God, they are sons of God.

15 V. For ye have not received the spirit of bondage again to fear. মায়াপাশে ছিন্নে ন পুনরাবর্ত্ততে। অভয়ং প্রাপিতোঽসীতি।

16 V. The spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. অমৃতস্য পুত্রাঃ।

21 V. Because the creation itself also shall be delivered from the bondage of corruption, into the glorious liberty of the children of God. মুক্ত সেই যে জগতে কাহাকেও বদ্ধ দেখে না। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।

22 V. The whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. ভব দুঃখ কারাগার।

26 V. The spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as he ought. অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। নেদং যদিদমুপাসতে।

Roman 8 Ch. 28 V. All things work together for God to them that love God.

30 V. Whom he did predestinate them he also justified, and whom he justified, them he also glorified.

10 Ch. 2 V. They have a zeal of God, but not accroding to knowledge, যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।

12 Ch. 1 V. Ye present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God. শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সং যমাগ্নিষু জুহ্বতি।

5 V. So we being many are one body in Him and everyone members one of another, আস্তম্বব্রহ্মপর্য্যন্ত বিশ্ব বিরাট্‌দেহে বিরাজিত।

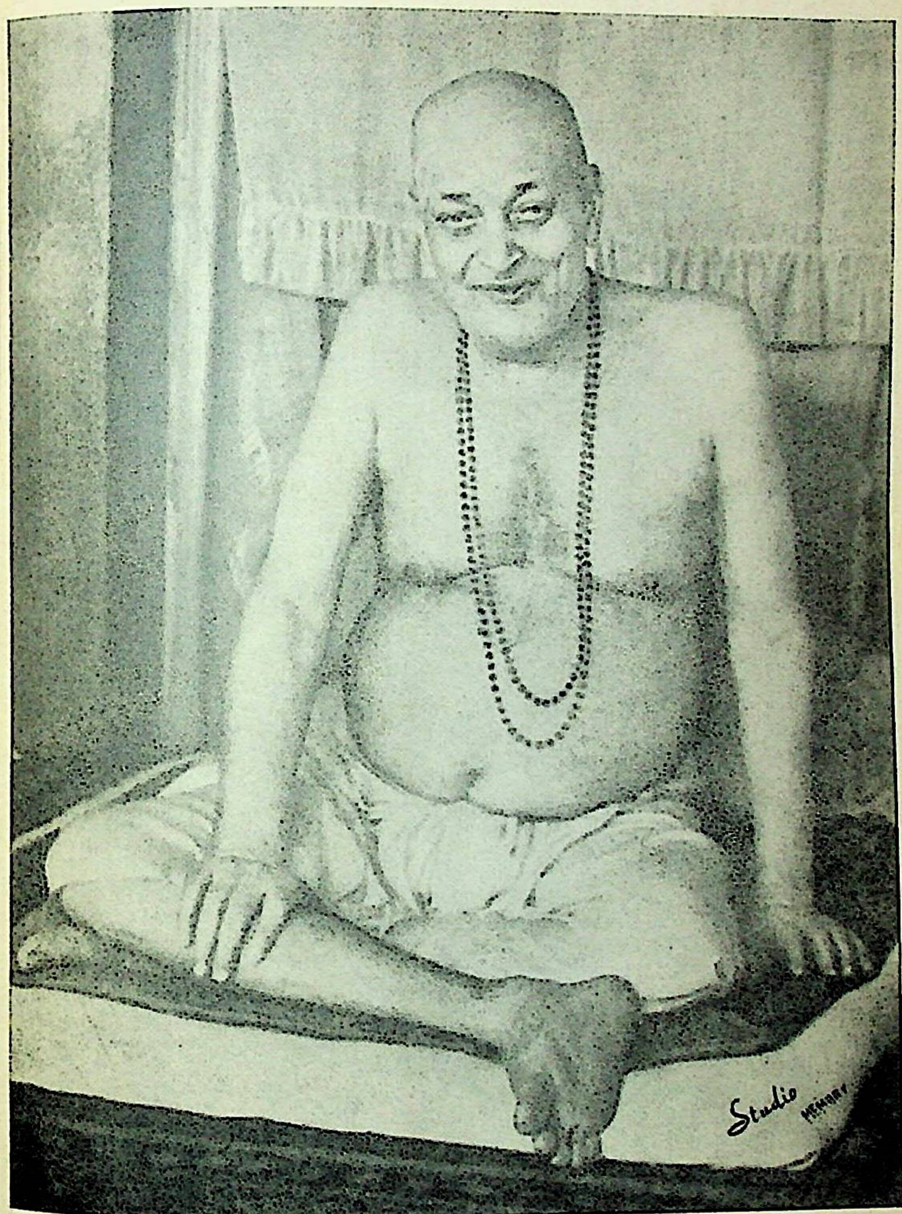
13 Ch. II V. Now it is high time to awake out of sleep, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

12 V. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armour of light. সদানিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

এই সকল বাইবেলের বাক্য হইতে বিশেষ নব্য বাইবেলে সেণ্ট পল ভাষিত হিব্রু ১১।৩ বাক্য জগতের প্রাতিভাসিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মায়া তম আবরণে আবৃত করে জন্য পাপবিদ্ধতা (Sin) এবং সেণ্ট জনের বাক্যে জীব ও পরমের একত্ব রূপ অদ্বৈততত্ত্ব আভাসিত। অর্থাৎ দেবই মানব। মানব স্মৃতিভ্রংশ দেবতা। স্মৃতি আগতে মানব বলে অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্। সে অবিদ্যা বশে অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। মানব তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বাস্তহারার ন্যায় ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছে। পুনঃ তদ্ বিষ্ণুর পরম পদ পেলেই তার ঘোরাঘুরি শেষ হইবে। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এই স্মৃতিভ্রংশ অবস্থাটী শিবের অন্নপূর্ণার নিকট অন্নভিক্ষা-বিষয়ক পৌরাণিক চিত্রে বিশেষ চিত্রিত। শিব স্ব স্বরূপে সর্ব্বপূর্ণ নিস্পৃহ অকর্ত্তা, অভোক্তা শান্ত। তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভ্রান্ত চিত্তে ভোগ্যের জন্য যাইতেছেন, কোথাও অন্ন নাই "মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্" ঈশা। অন্ন কোথায় যে তিনি গৃধ করিবেন? পশ্চাৎ মহামায়া অন্নপূর্ণা তাঁহাকে অন্ন দিতেছেন এবং তিনি তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন যাহা ঈশোপনিষদে তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি বাক্যে উক্ত। যখন স্ব স্বরূপে স্থিত তখন কোথায় অন্ন বা অন্নপূর্ণা? মহামায়া তমাগমে তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভি-জায়তে (মুণ্ডক)। মায়ামোহে জীব ভোগ্য প্রতি ধাবিত। মোহাপগতে স্ব স্বরূপে দেবত্ব লাভ করে। জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যং ঈশং অস্য মহিমানং ইতি বীতশোকঃ। কি বৃদ্ধ কি বালক কি যুবক কি যুবতী প্রত্যেক ব্যক্তির

চিত্তে অভিলাষ জাগে যে যদি নিরাবিল সুখভোগ করিতে পাইতাম। সেই নিরাবিল সুখভোগের জন্য আমার দেহখানা অটুট থাকিত। অকস্মাৎ নানা বিপদ উপস্থিত হয়, যদি পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিতাম তবে কিছু তৈয়ার হইতে পারিতাম। যদি সকলেই আমার ইচ্ছানুসারে চলিত এবং আমার উপর কেহ ডাণ্ডা না ঘুরাইতে পারিত, তবেই জীবন কৃতকৃত্য হইত। ঈষৎ চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই পাঁচটী ঈশ্বরেই দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর নিরাবিল সুখস্বরূপ, ঈশ্বর অজর অমর, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; ঈশ্বর প্রভু তাঁহার ইচ্ছায় জগৎ চলে এবং ঈশ্বরের উপর যমও ডাণ্ডা ঘুরাইতে সক্ষম নহেন। মানুষ অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্, সদাই পরমুখাপেক্ষী; তাহার পক্ষে এই আশা দুরাশা মাত্র। এই পাঁচটী লাভ অর্থ যে সে ঈশ্বরই হইতে চায়, ঈশ্বরের অধীন হইতে চায় না। সর্ব্বদেশের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ঈশ্বরের শাসনাধীনে ঈশ্বরের কৃপায় সর্ব্ব প্রাণী সাধারণ জীবনধারণ করে। এজন্য উপাসকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করাই মানব-জীবনের কৃতকৃত্যতা। ইহা সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য। বেদান্ত তাহা বলে না। বেদান্তবাদী বলেন, ওগো মানবের চিত্তে এই ভাব-পঞ্চক জাগে কেন? জাগায়ই বা কে? যেমন সুষুপ্তিকালে আনন্দভোগের অনুভূতি জাগ্রতে জাগে এও তেমনি। সে কখনও উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে তাই তাহার অনুভূতি জাগে। মানব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তভাবে ছিল, মায়ার কুহকে আপনাকে বদ্ধ মনে করে; প্রকৃতির পরবশ বলিয়া মনে করে। গুরুকৃপায় মায়ার কুহক দূরীভূত করিয়া নিজ প্রকৃত স্বরূপ লাভের জন্য তাহার চিত্তে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে। সে মায়াদি নব তত্ত্বকে বিদূরিত করিয়া স্বপদে দাঁড়াইবার সামর্থ্যযুক্ত বটে। অনীশ ভাব দুর্ব্বলচিত্ত দ্বৈতবাদীর কল্পনা-জাত। দ্বৈত তুচ্ছ্য এমন বুদ্ধি জাগাইলে, দ্বৈতভাব ভেকের লেজবৎ আপনি খসিয়া যায়। পুরুষ স্বপদস্থ হয়। যেমন তুচ্ছ কাকবিষ্ঠা গঙ্গাজল দিয়া ঝাটাইয়া দূর করে তেমনি ভক্তিগঙ্গাজল ও জ্ঞানরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা তুচ্ছমায়িক ভোগ-বুদ্ধি দূর করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তভাবে স্থিতিশীল হন। দেবত্ব লাভ করেন।

অধ্যাত্মবিদ্যা



শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

ওঁ

অধ্যাত্মবিদ্যা

প্রথম বল্লী

অধ্যাত্মবিদ্যা

আত্মাকে অধিকৃত করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বা বেদান্ত বলে। গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবান্ "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (১০।৩২) বলিয়া ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অধ্যাত্মজ্ঞান বা বিদ্যাজ্ঞান সংজ্ঞাভুক্ত হইয়াছে। এই বিদ্যার লক্ষ্য আত্মা বা সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম যাহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না।

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্।
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥" শ্বেতাশ্বেতর ১।১২

এইই জানিবার বিষয়, ইনি নিত্য, প্রতিঘটে আত্মারূপে স্থিত, ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতম্।
মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি॥" ছান্দোগ্য ৬।৩

"যাহা শুনিলে শ্রবণাতীতকে জানা হয়, মনের অপ্রাপ্যকে মনন করা হয়, যাহা বুদ্ধির অগোচর তাহা জ্ঞানগোচর হয়, এমন যে বস্তু তাহাই জানিবার বিষয়।

ব্রহ্ম ও আত্মবোধ

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য; দৃশ্যজগৎ প্রপঞ্চাদি আকাশকুসুমবৎ অলীক বা ইন্দ্রজালিকের কার্য্যের ন্যায় ভিত্তিহীন; ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা সদ্গুরু অধিগম্য ও স্বানুভব সিদ্ধ। বঙ্গদেশে অনেকে বেদান্ত পাঠ ও উহার আলোচনা করেন। তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানসংজ্ঞকই নহে। তৎ সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন।

"পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মম্।
প্রাধীতশাস্ত্রোঽপি ন চাত্মবোধঃ॥" (মণিরত্নমালা ২৯ শ্লোক)

পশুরও পশু কে? যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না বা যাহার শাস্ত্রাধ্যয়ন সত্ত্বেও আত্মবোধ বা অনুভূতি হয় নাই।

সদ্‌গুরু কে ?

সদ্‌গুরু কে ? তদুত্তরে শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন :—

"গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" মুণ্ডক ১।২।১২

শ্রোত্রিয় (গুরুকুলে বাস করিয়া যিনি সাঙ্গবেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন) ও ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রহ্মই হইয়াছেন) এমন গুরুর নিকট সমিৎ কাষ্ঠ হস্তে গমন করিবে।

"তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপশমাশ্রয়ং ॥" ভাগবত ১১।৩।২২

অতএব একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী (জিজ্ঞাসু), শব্দব্রহ্ম (বেদ) তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভব-সমর্থ, ক্রোধাদির অবশীভূত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" গীতা ৪।৩৪

প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরু সেবার দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।

তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সুদামার সঙ্গে সন্দীপন মুনির কাঠের বোঝা বহিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করেন। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেব হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তাহার ফলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করায় গীতার সৃষ্টি।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" গীতা ২।৭

তজ্জন্য শুকদেব রাজর্ষি জনকের ও ঔদ্দালক আরুণিতনয় নচিকেতা যমরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই উপাখ্যান অবলম্বনে কঠোপনিষদের সৃষ্টি।

সদ্‌গুরু মিলা দুর্ঘট

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥" গীতা ৭।৩

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, যত্নকারী সিদ্ধগণের সহস্রের মধ্যে, কেহ আমাকে পরমাত্মরূপে ঠিক জানিতে পারেন। সিদ্ধ অর্থ যাঁহাদের কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়াছে। কর্ম্ম করিতে করিতে

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং তখন সদ্গুরুর আশ্রয় লইলে আত্মদর্শন অতীব সুগম হয়।

পরন্তু সদ্গুরুর সংখ্যা বড়ই অল্প। "কিং দুর্লভং ? সদ্গুরুরস্তি লোকে। সৎসঙ্গতি ব্রহ্মবিচারণা চ।" (প্রশ্নোত্তরী ২৮) ইহলোকে কি দুর্লভ ? সৎগুরু, সৎসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচার। এইরূপ সৎশিষ্যও দুর্লভ। এজন্য পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রবাদ আছে "গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক"।

প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই কম। দুঃখশোকাদিজনিত মর্কট বৈরাগ্য হইতেই বহু ব্যক্তি সন্ন্যাস লইয়া থাকে। ব্যবসা হিসাবেও অনেকে ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে।

মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা

"ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ।"

সাংখ্য প্রবচন ৪।৩২।

যেমন উপাস্য দেবতার অর্চ্চনাদির দ্বারা দেবদর্শন লাভ হয় কিন্তু তদ্দ্বারা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লাভ হয় না তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভ করিলেও মনুষ্যজীবন ধন্য হয় না ; কেবল আত্মদর্শনেই মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে ৮২ অধ্যায়) গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে একনিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইবার বহু বর্ষ পর, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত ও আলিঙ্গিত হইয়া কৃষ্ণকে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে চিন্তন করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ে জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনে এইটী স্পষ্টীকৃত হয়। তিনি কালিকা দেবীর দর্শন এবং তৎসহ আলাপনাদি করিলেও উপাস্য সিদ্ধি লাভের পর হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ও সর্ব্বশেষে তোতাপুরী হইতে সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়া আত্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য না হওয়া যায় তাবৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াতরূপ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(গীতা ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক হইতেও (অপ্রাপ্তজ্ঞান) জীবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু আমাকে (পরব্রহ্মকে) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

দ্বিতীয় বল্লী

সৎশিষ্যের লক্ষণ

"তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং..............॥ (বিজ্ঞান নৌকা)

তপস্যা (কায়িক ক্লেশাদি সহন, উপবাস, প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতানুষ্ঠান), যজ্ঞ (জ্ঞান, দান, জপ, যজ্ঞাদি), দান (সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সমর্পণ) দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া রাজপদ প্রভৃতি তুচ্ছ মনে করতঃ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে যে তত্ত্ব পাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন শিষ্য বাস্তবিক দুর্লভ নহে কি ? কঠোপনিষদে দেখিতে পাই সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা যমরাজকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যমরাজ তাহাকে বালক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাজ্য, দীর্ঘায়ু ও বহু ধনরত্নাদি দিতে চাহেন। নচিকেতা তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই, সেইজন্য যমরাজ তাঁহার ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও লালাবাবুর ত্যাগের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শিষ্য হইতে চাহিলেই সৎশিষ্য হওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। নতুবা সদ্‌গুরু সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয় না। পরমহংসদেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজির আবির্ভাবে বাংলা ধন্য হইলেও কয়জন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন ? সৎশিষ্যের লক্ষণ শ্রুতিতে এইরূপ পাওয়া যায়।

"তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১৩)।

প্রশান্তচিত্ত, শমাদি সংযুক্ত, সমিৎপাণি শিষ্যকে, গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সম্পূর্ণভাবে (তন্, মন্, ধন্ দিয়া) গুরুসেবা ও তদ্‌বাক্য পালনতৎপর, ইন্দ্রিয় ও তদ্‌বৃত্তি বশীভূত হওয়ায় প্রশান্তচিত্ত, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা,

সমাধান, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষত্বাদি গুণযুক্ত, বেদ-বেদাঙ্গাদি পাঠে অক্ষর-পুরুষ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। আচার্য্য ভগবানেরই স্বরূপ।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" (ভাগবত)।

আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে।

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" (মনু ২য় অধ্যায়)

যিনি শিষ্যকে উপনয়নে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞের বিধিসমূহ, ও গূঢ়ার্থের সহিত বেদ ও উপনিষদাদির শিক্ষা প্রদান করেন সেই ব্রহ্মবিদ্‌ই আচার্য্য।

যাঁহার মন ব্রহ্মবেত্তার চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়াছে তিনি ত্রিভুবনের পূজাস্পদ। সদ্‌গুরুর পদযুগলে সকল তীর্থের সমাবেশ জানিয়া তাঁহার চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল তীর্থের জলে স্নান করা হয়। শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে দেহরূপিণী ধরা তাঁহাকে উৎসর্গিত করা হয়। ইহাতে সমস্ত পৃথিবীদানের পুণ্যলাভ হয়। ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের সঙ্গলাভার্থ যত পদ হাঁটিয়া যাওয়া যায় প্রতি পদবিক্ষেপে তত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এক গুরু পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হয়। "ন গুরোরধিকং" গুরুর চেয়ে বড় নাই।

সামান্য বিত্ত হইতে ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্ত কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ বৈরাগ্যের সীমা। শম—মনের নিগ্রহের দ্বারা বাসনার নিরাকরণ। দম—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ দ্বারা বহির্বিষয় হইতে দূরে থাকা। উপরম—স্বধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয়-ভোগের বিস্মৃতি। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। শ্রদ্ধা—গুরু বেদান্তাদি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। সমাধান—চিত্তের একাগ্রতা। অপি চ

"তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥"

যাহাদের তপস্যার দ্বারা পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, ও বিষয়াসক্তি রহিত হওয়ায় চিত্ত শান্ত হইয়াছে এমন যে মুমুক্ষু (মোক্ষ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার তীব্র ইচ্ছাবিশিষ্ট) তাহাদের আত্মবোধের অধিকার জন্মে।

তৃতীয় বল্লী

গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা

অনেকে মনে করে গুরুকরণের কোন প্রয়োজন নাই। সত্য পথে চল। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে চাষা হইতেও গুরু লাগে। কেমন ভূমিতে কোন্ সময় কোন্ ফসল হয়, কোন্ বীজ কি প্রণালীতে বপন করে, কোন্ শস্যে কি পরিমাণ কোন্ জাতীয় সার দেয়, এমন কি হালের মুঠি ধারণ শিখিতেও গুরু লাগে; শিল্প বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারেই যখন গুরুর সাহায্য প্রয়োজন তখন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ের জ্ঞান যে গুরুর সাহায্য বিনা হইতেই পারে না তাহা তাহাদের হৃদয়ে আদৌ জাগে না। গুরু শব্দ প্রয়োগ না করিলেও বহুদর্শী বিজ্ঞজনের সাহায্য সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে আবশ্যক। "গু" অর্থ—অন্ধকার বা অজ্ঞান—"রু" অর্থ—প্রকাশ। যেমন সামান্য বিষয় হউক না কেন, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা অন্ধকার নিরাকরণ কারক যিনি তিনিই গুরু। তুমি নূতন স্থানে গেলে। রামের বাটী যাইবে। রামের বাটী সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। একটী রাখাল বালক তোমাকে রামের বাটীর রাস্তা দেখাইল। রামের বাটী সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিল—অজ্ঞতা দূর করিয়া দিল। সে এ বিষয়ে তোমার পথপ্রদর্শক বা গুরুই জান। গুরু শব্দ ব্যবহার না কর, পথ-প্রদর্শক, বিজ্ঞ বা বিচক্ষণের মত নেওয়া বল, উহাই গুরুগ্রহণ, গুরুকরণ। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অবধূত বলিয়াছেন তাঁহার ২৫জন গুরু; তন্মধ্যে কাক, কুকুর, চিল ইত্যাদিও আছে। যাহা হইতে যেটুকু শিখা যায় তজ্জন্য সে গুরু। যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সে তদ্বিষয়ে গুরু।

সাধনার আবশ্যকতা

অনেকে মনে করেন, সদ্গুরু যদি মিলিল তবে আর কি? সাধন নাই, ভজন নাই, গুরু উপসন্নের কথাটি নাই, গুরুবাক্যে অহৈতুক বিশ্বাস পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যাটি আমলকবৎ হস্তগত হওয়া চাই।

"ভজন পূজন সাধন বিনা
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা।

বাঙ্গালার লোক এতই অভিমানী ও আলস্যপ্রিয় যে, সে কত বিজ্ঞ, কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু অধিকারী সে বিষয়ে চিন্তা করিবে না। এ কথা সর্ব্বদা জাগরূক থাকা চাই যে গুরু যাহা বলেন তাহা যেন অটুট রহে।

নতুবা পুর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত না হওয়ায় সে গুরুর অন্য উপদেশ গ্রহণের যোগ্যই হয় না। দেখ, চুম্বক লোহাকে কেমন আকর্ষণ করে। ছোট সূচটী পর্য্যন্ত লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে ঢলিয়া পড়ে,—এতই আকর্ষণ। যদি ঐ সূচটি মৃত্তিকা লেপন করিয়া চুম্বকের গায়ে ধর, চুম্বক উহাকে আর টানিবে না। তদ্বৎ পঙ্কিল হৃদয়ে আসিলে গুরু তাহাকে টানিতে পারেন না। শুধু 'গুরু রক্ষা কর' বলিয়া চেঁচাইলে কি ফল। পিতা ছেলের পড়ার জন্য বই কিনিয়া দিতে পারেন, মাহিনা দিয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ছেলের স্মৃতিতে বিদ্যা গাঁথিয়া দিতে পারেন না। ছেলের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিতে পারেন, কিন্তু বধূকে প্রীতির চক্ষে দেখা না দেখা পুত্রের উপর নির্ভর করে। নিজে পুরুষার্থ না দেখাইলে পুত্রমুখ দর্শনরূপ সুখ অসম্ভব।

"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥
সাধূপদিষ্টমার্গেণ যন্মনোঽঙ্গবিচেষ্টিতম্।
তৎ পৌরুষং তৎ সফলমন্যতুন্মত্তচেষ্টিতম্॥"

যোঃ বা, মু মু ৪।৮, ৪।১১

হে রঘুনন্দন, সর্ব্ব প্রযত্নের সহিত সম্যক্ পৌরুষ দেখাইলে সংসারে সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে সফলকাম হওয়া যায়। সাধুগণ উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে চলাই প্রকৃত পুরুষকার; তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে, অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টামাত্র।

গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস

শিষ্য গুরুবাক্য বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপন না করিয়া অম্লান বদনে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন শিষ্য নিজ বুদ্ধিবৃত্তির চালনার দ্বারা গুরুবাক্য অবহেলন করেন। একদিন এক শিষ্যকে স্বামীজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ) এক রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করার কালে বলিলেন, অমুক দোকানে ভাল পুরী আছে তাঁহা আনিয়া জলযোগ কর। কিন্তু তাঁহার সেই শিক্ষিত শিষ্য সেই দোকানে যাইয়া ঘৃতে ভাজা টাট্কা পুরী পরিত্যাগ করতঃ বাসি রসগোল্লা আনিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি খাইতেছ?' শিষ্য অম্লান বদনে উত্তর করিল 'রসগোল্লা'। তখন স্বামীজি বলিলেন, 'আমি পুরী আনিতে বলিলাম রসগোল্লা আনিলে কেন?' তদুত্তরে শিষ্য উক্ত দোকানের

পুরীতে ঘৃতের ভেজাল, মক্ষিকা-দংষ্ট্রতা, ছুতিস্পর্শতা প্রভৃতি নানা দোষের বর্ণনা করিল। সদ্‌গুরুর দৃষ্টিতে উহা যে অমৃতময় হইয়াছে এইরূপ চিন্তা অহঙ্কারপরবশে তাঁহার হৃদয়ে স্থানও পাইল না। আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া এতই অভিমান ও ভাবী অসুস্থতার জন্য এতই প্রযত্ন যে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, সদ্‌গুরুর বাক্যে অবহেলা করিলই করিল। এইরূপ শিষ্যের গুরু হইতে কোন বস্তুপ্রাপ্তির আশা যে সুদূরপরাহত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু মুখে গুরু বলিলে কোন ফল নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" গীতা ৪।৪০।"

গুরূপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়; সংশয়াত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।

প্রারব্ধ ও পুরুষকার

প্রত্যেক জীব প্রারব্ধ বশে কাজ করে। প্রারব্ধকে অম্লান বদনে ভোগ করিতে রাজি হয় না কেন? প্রারব্ধ স্বকৃতব্যাধি পুর্ব্ব পুরুষার্থেরই ফল। ইহজীবনে ভুল করিলে তজ্জন্য যেরূপ ভুগিতে হয় ইহাও তদ্রূপ পুর্ব্বজীবনের ভুলজাত। পুরুষার্থ বেশী হইলে উহা ক্ষীণ হয়। অতএব নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও।

"তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যম্ সুপৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্॥"

যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয় ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে।

দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং প্রাক্তনোঽদ্যতনৈর্গুণৈঃ
দৃষ্টান্তোঽত্র হ্যস্তনস্য দোষমাদ্যগুণৈঃ ক্ষয়ঃ॥

প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয় তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

"অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থকর্ত্তৃবলবৎ তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ।"

শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিলেও যথায় অনিষ্ট হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্টজনক পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তোমার প্রবল। তখন অতি দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায় যাক্, আমি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবই স্থির করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবে। ইহাতে ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই হইবে। ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের বাক্য।

সাধনা করিতে গিয়া অনেকে অমুকের মত ত আমার হইতেছে না ইত্যাদি চিন্তায় হতাশভাবে বহু সময় বৃথা ব্যয় করেন ও উদ্যমে শিথিল হন; তাহা উচিত নহে। এক জীবনে কয়টী বৎসর মাত্র। তাহাতে জীবন কৃতকৃত্য করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন দ্বারা যে যত অগ্রসর তাহার তত সত্বর উন্নতিলাভ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের মৃত্যুর সময় যাহার চিত্তে বিষয়চিন্তা ছিল তাহার চিত্ত তত বিষয় প্রবণ হইবে এবং যিনি ঈশ্বরচিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার চিত্ত উপাসনাদিতে স্বতঃই ধাবিত হইবে। ভগবান্ তাই গীতায় বলিয়াছেন

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" গীতা ৮৷৬।

পূর্ব্বজন্মের সাধন থাকিলে এ জন্মে অল্প সাধনেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনরাশি সঞ্চিত আছে তাঁহাদের পক্ষে

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

এই কথাটী সার্থক হইয়া থাকে। সাধন সাহায্যে পূর্ব্ব হইতেই হৃদয় নির্ম্মল না হইলে সাধুসঙ্গ দ্বারা হঠাৎ জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না।

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥" (মহাভারত)

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্রে ধাবিত হয়।

ধ্রুব, বিদুর প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মার্জিত সাধনই প্রধান সহায় ছিল।

পার্থিব উন্নতির জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় চাহিও না

অধ্যাত্মবিদ্যার জন্যই সদ্গুরুর আবশ্যক। মোকদ্দমা জিতিতে হইলে আইনজ্ঞ গুরু, অসুখ আরোগ্য করিতে হইলে ডাক্তারই গুরু, পার্থিব বিষয়ের গুরু পার্থিব ব্যবহারে পটু হইবে। পারমার্থিক গুরুর পরমার্থ জ্ঞান থাকা চাই।

অনেকে পার্থিব উন্নতির জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় চাহে। ইহার কারণ, কোন কোন মার্গভ্রষ্ট যোগী বিভূতিমার্গ পর্যন্ত পৌছিয়াই রোগ মুক্ত করা, স্বর্ণ প্রস্তুত করা অথবা পুত্রেষ্টি যাগাদির দ্বারা পার্থিব ইষ্টসাধনের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাকে পার্থিব গুরু বলিয়াই জানিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে সে যে কাহারও পার্থিব উন্নতির সাথী হইবে না ইহা সহজ-বোধগম্য। প্রকৃত জ্ঞানীর দয়া-মায়া থাকে না। উহা বন্ধনের লক্ষণ। কাহারও বা শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতামাত্র অবশিষ্ট থাকে। মায়িক স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরস্থিত সুখদুঃখের নিরাকরণ জন্য দয়া-মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু যে সন্ন্যাসী সে ঐ সকল শরীরের অস্তিত্বে বিস্মৃতি আশ্রয় করে। তবে ব্যবহারিক সত্তায় যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ বালকবৎ বা উন্মাদের ন্যায় দেহের ধর্ম্ম শুধু রক্ষা করে।

চতুর্থ বল্লী

গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই

বাল্যকালে হৃদয় সুমার্জ্জিত কাষ্ঠ বা প্রস্তরফলকবৎ দাগ মাত্র গ্রহণের উপযুক্ত থাকে; তখন যেরূপ সরল বিশ্বাসে শিশু সব উপদেশ গ্রহণ করে তেমনিভাবে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করা চাই, তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। শিশু খেলিতে খেলিতে পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত পাইয়া রক্তদর্শনে কাঁদিয়া মায়ের নিকটে গেল, কর্ম্মে নিযুক্তা জননী আঘাত সামান্য দৃষ্টে ও কর্ম্মে ব্যাঘাত না হওয়ার জন্য বলিয়া দিলেন যা 'ফু' দিয়াছি; 'পিপড়ি' (বেদনা) সারিয়াছে। অমনি সরল বিশ্বাসে 'পিপড়ি' সারিয়াছে বলিয়া শিশু দৌড়িয়া খেলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেদনাবোধও রহিত হইল। গুরুবাক্যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

অসুস্থ ছেলে বারংবার ভাণ্ডার ঘরে যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, 'খোকা, ঐদিকে যেয়ো না, জুজু আছে।' খোকার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঐদিকে জুজু আছে, সে আর সেই দিকে যায় না। ঐ ছেলের ব্যারাম সারিলে পিতা একদিন বলিলেন, "খোকা ভাণ্ডার হইতে কমলা লেবু লইয়া আয়।" খোকা বলিল, "না, ওদিকে আমি যাব না, জুজু আছে।" তখন পিতা চাকরকে বলিলেন, "যা ত লাঠি লইয়া জুজুকে মারিয়া ফেলিয়া আয়।" চাকর ভাণ্ডার ঘরে গিয়া বেড়াতে আঘাতকরতঃ একটা কিছু গামছা ঢাকা দিয়া লইয়া গিয়া বলিল, জুজু মারিয়া

ফেলিয়াছি। শিশু তখন নির্ভয়ে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিল। এইরূপ জলন্ত বিশ্বাস না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না।

শৃগাল ও রাজার গল্প

এক রাজা শিকারে গিয়া এক শৃগালকে লক্ষ্য করিলেন। শৃগাল বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! আমাকে মারিলে চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে।" রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে? তবে ত আমিও মরিব।" শৃগাল বলিল, "হাঁ মহারাজ! তুমি মরিলে চৌদ্দ ভুবন কোথায় থাকে? সংকল্পই চৌদ্দ ভুবন। সংকল্প না থাকিলে চৌদ্দ ভুবন থাকে না।"

"ঈক্ষণাদ্যা প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তা সংসারো জীবকল্পিতঃ॥" (পঞ্চদশী)

তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব। তৎপর তিনি সূক্ষ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইহাই ঈশ্বর কল্পিত সৃষ্টি। জাগ্রত স্বপ্ন হইতে মুক্তিলাভ পর্যন্ত অবস্থায় যে বিশ্বপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই সংসার জীবেরই কল্পিত।

রাজা শৃগালের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কল্পিত জগৎ ত্যাগে উহার মূল সৎকে আশ্রয় করিয়া সেই বনেই রহিয়া গেলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন রাজ্যপাট শিকারাদি, সবই স্বপ্নবৎ অলীক কল্পনাপ্রসূত।

গুরুমুখে শ্রুত বাক্যে এইরূপ বিশ্বাস চাই, ও উহা ধারণা করা চাই, নতুবা শুনিয়া কোন ফল নাই। উপরোক্ত উদাহরণে শৃগালবাক্যে রাজা বুঝিলেন যে কোন জ্ঞানী উহাতে প্রবিষ্ট আছেন। তাই উহার বাক্যে, জগৎ কল্পিত বিশ্বাস করিয়া, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানীর স্থূলদেহ ত্যাগ সহকারে, লিঙ্গ ও কারণ শরীরদ্বয়ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিদেহ মুক্তি কহে।

জ্ঞানী জানে, চৌদ্দ ভুবন মায়ার খেলা; স্বপ্নবৎ অলীক। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ মনসংকল্পে জগৎ সৃষ্ট; সেইজন্য দেহাত্মক বুদ্ধি দূর হইলে কল্পিত ভুবনও লয়-প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য জ্ঞানীর চক্ষে রাজার ভৌতিক দেহেরও কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম অখণ্ড, কাজেই রাজার কোন খণ্ড আত্মা নাই বা থাকিবে না; সুতরাং জ্ঞানোদয়ে রাজার সম্পূর্ণ বিনাশ। চৌদ্দ ভুবনের নানা কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইলে, পুনর্জ্জন্ম না থাকায় সর্ব্বতোভাবে পরিচ্ছিন্নত্বের লোপ হইবে। দেহাদি ভাব যে ব্যবহারিক সত্তা তাহার একান্ত বিলোপ, এইরূপ বুঝিয়া রাজার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে শৃগাল-দেহস্থিত ঐ জ্ঞানীর বাক্যের শ্রবণ, মনন ও

নিদিধ্যাসনে রত হইয়া রাজ্যাদি ত্যাগ করিলেন। শৃগালরূপী হইলেও জ্ঞানী জানিয়া, তদ্বাক্য গুরুবাক্য জ্ঞানে বিশ্বস্তচিত্তে রাজ্যাদি এষণাত্রয় ত্যাগে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইলেন।

বহুরূপীর গল্প

এ সম্বন্ধে আরও শুন—কোন এক রাজার বাড়ীতে এক সাধু বহুরূপী সাজিয়া আসিয়াছিল। তিনি অন্যান্য সাজ দিবার পর রাজা ও রাণী বাঘের সাজ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি তাহাতে পুনঃ পুনঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও বলিলেন, ব্যাঘ্র অতি দুঃস্বভাবযুক্ত; তদনুকরণ জন্য সাজ ব্যবহার ভাল নহে। রাজা ও রাণীর জেদ হওয়ায়, সাধু বাঘ সাজিয়া আসিয়া খেলিতেছেন ও ছুটাছুটি করিতেছেন এমন সময়ে রাজকুমার বাঘের গোঁফ্ ধরিয়া টানিতে গেলে, ব্যাঘ্রভাবে ভাবিত বহুরূপী রাজকুমারের গাত্রে থাবার আঘাত করিলেন। রাজকুমার পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরীতে কান্নাকাটি লাগিল। তখন বহুরূপী বাঘের সাজ ত্যাগ করিয়া, রাজার নিকট আসিলে, সাধুতে বিশ্বাসী রাজা বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করা যায়?' সাধু উত্তর করিলেন, 'মহারাজ! আপনার ত বাক্যে আস্থা নাই। পুনঃ পুনঃ বলিলেও আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সাজ দিতে বাধ্য করিলেন। আপনাকে আর বলিব কি? যদি বিশ্বাস করেন ত এখনও ছেলে বাঁচিতে পারে।' রাজা আশ্বাস পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি করিলে বাঁচিতে পারে? তদুত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন, এই মৃতদেহ এখানেই থাকুক, কেহ যেন স্পর্শ না করে। কল্য নারায়ণ সাজ ধরিয়া আসিব। যদি তখন নারায়ণ-ভাবে পূজা করিয়া চরণামৃত মুখে দেন ও সিঞ্চন করেন, তবেই বাঁচিবে। রাজা ও রাণী তৎশ্রবণে সাধুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপনকরতঃ, তথায় মৃতদেহ প্রহরীবেষ্টিত রাখিয়া অনিদ্র রহিলেন এবং নারায়ণ পূজার সবিশেষ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস প্রভাতে স্নানাদি করিয়া, নারায়ণ পূজার উপকরণ লইয়া, নারায়ণরূপী সাধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে, ব্যাকুল হৃদয়ে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সাধু 'নারায়ণ' সাজিয়া আসিলেন। তখন রাজা ও রাণী ভক্তিগদ্গদ চিত্তে তাঁহাকে স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া তৎপাদোদক মৃত বালকের মুখে ও গাত্রে সিঞ্চন করিলেন। রাজপুত্র নিদ্রাভঙ্গে উত্থানের ন্যায় উত্থিত হইলে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না।

তাহারা রাজা ও রাণীর বিশ্বাস-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও সাধুসেবা করিতে লাগিল। বিশ্বাসের এমনি মহিমা।

সাধুবাক্য অবিতথভাবে পালন করিলে, অল্প কালে কিরূপ মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার গল্প শুন।

'মনের কথা শুনিবি না' গল্প

এক স্থানে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছিল। উহা কোন ধনীর গৃহে হওয়ায়, কৃষকদিগের পক্ষে সেখানে আসিয়া সাধুদর্শন দুঃসাধ্য ছিল। এক কৃষক ঐ গৃহের পার্শ্ব দিয়া নিজ ক্ষেত্রে যাতায়াত কালে প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ সাধুর সঙ্গ করিতে দেখিত। ইহাতে তাহার প্রাণে সাধুসঙ্গ করার তীব্র অভিলাষ জন্মিল। সে ঐ বাটীর বাহিরে সাধুকে দেখিতে পাইলে তাহার উপদেশ শ্রবণে নিজেকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। একদিন সে দুই কাঁধে হাল, মস্তকে বীজের ঝাঁকা ও হাতে বলদ দুইটীর বন্ধন-রজ্জু ধরিয়া ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল ঐ মহাপুরুষ ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। কৃষক তাড়াতাড়ি দড়ি ছাড়িয়া, করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাধুর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষিত হইলে তিনি দাঁড়াইলেন। কৃষক, বহুদিনের সাধ পুরাইবার সুযোগ না ছুটিয়া যায় এই আশঙ্কায়, শিরের বোঝা ও কাঁধের হাল না নামাইয়াই, আবেগ ভরে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল। কৃষকের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এরূপ অশিক্ষিত লোককে কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন, "দেখ্, যদি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকার করিস্ তবে উপদেশ দিই।" কৃষক বলিল, "ঠাকুর, উপদেশ পালনে যদি প্রাণও যায় তথাপি তোমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।" কৃষক এই কথাগুলি এমনই দৃঢ়তা ও প্রেমভরে বলিল যে সাধু বুঝিতে পারিলেন পুর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে ইহার এই সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শুধু এই কথাটি বলিলেন, "যা, মনের কথা শুনিস্ না।" কৃষক এই আদেশ শিরোধার্য্য করিলে, সাধু চলিয়া গেলেন। তখন কৃষকের মন বলিল "এখন ত তোর সাধুসঙ্গের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, কাঁধের ও মস্তকের বোঝা নামা।" সে বলিল, তোর কথা শুনিব না। তখন মন যুক্তি দেখাইয়া বলিল, ছেলে পিলে মানুষ করিবি ত হাল জুড়িবার

জন্য বলদ ধরিয়া আন। বীজ বুনিবার সময় ত যায়। চাষা বলিল, না, মনের কথা শুনিব না। মন বলিল, চাষ না করিলে সংসার করিবি কি করিয়া। চাষা উত্তর করিল, এই ষাট বৎসর ধরিয়া তোর কথামত চলিয়া আসিয়াছি, আজ গুরুদেবের কথা শুনিব, চাষ করিব না। চাষা তামাক খাইতে ভালবাসিত। মনে হইল তামাক খায়; কিন্তু তখনি উহা মনের কথা ভাবিয়া, উহা হইতে বিরত হইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাতে কাঁধের লাঙ্গল নামাইয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে গুরুবাক্য রক্ষায় অচল, অটল। মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইয়া দিল, বসিল না। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। সে মনের কথা শুনিল না। সেই সঙ্কল্পও ত্যাগ করিল। বিলম্ব দেখিয়া তাহার স্ত্রী আসিয়া কত অনুরোধ করিল। তাহার মন স্ত্রীর সহিত গৃহে যাইতে অস্থির করিয়া উঠাইল। কিন্তু মনের কথা সে শুনিবে না। সে কিছুতেই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। পূর্ব্বের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ হইল। মন তাহাকে শৌচকর্ম্ম করিবার জন্য বলিল, সে মনের কথা শুনিল না। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাহার বাহ্য ও প্রস্রাব হইয়া গেল। সে শৌচ করিতে গেল না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। জল পর্য্যন্ত পান না করায় তাহার প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। গুরু-বাক্যে অটল রহিল। তাহার এই দৃঢ়তায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীকে তাহার জন্য পেয় ও আহার্য্য লইয়া যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মীদেবী তদ্রূপ করিলে, চাষা সেই পেয় ও আহার্য্য কিছুতেই গ্রহণ করিল না। কারণ ঐ পেয় ও আহার্য্য দৃষ্টে তাহার মন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে; সে ঐ লোলুপ মনের কথা শুনিবে না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন লক্ষ্মীদেবী তাহাকে বলিলেন, আমার কথা না শুনিলে তোর ভাল হইবে না। চাষা বলিল, মা, আমার মন তোমার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কি করি, গুরুদেবের আদেশ, "মনের কথা শুনিবি না।" প্রাণ যায় সেও ভাল, গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিব না। তুমি অসন্তুষ্টা হইও না। এই ব্যাপার দেখিয়া, লক্ষ্মী বিস্মিতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন এবং ভগবৎসমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান্ স্বয়ং চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আহার্য্য হস্তে সেই চাষার নিকট উপস্থিত হইলেন। চাষা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ? ভগবান্ বলিলেন,

দেখিতেছিস্ না! আমি স্বয়ং বিষ্ণু; তোর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; তোকে বর দান করিতে আসিয়াছি। তুই যাহা চাইবি তাহাই তোকে দিব। ধন, জন, পুত্র, পরিজন যাহা কিছু আবশ্যক হয় মাগিয়া লও। আর এই সুরসাল, সুগন্ধপুর্ণ আহার্য্য অমৃতস্বরূপ, ইহা গ্রহণ কর। দেবতার দিব্য মূর্ত্তি, অমৃতনিস্যন্দিনী বাক্য ও আহার্য্যের সুগন্ধ তাহার মন মুগ্ধ করিল। তিন দিন উপবাসী থাকায়, পেয় গ্রহণ জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মন বলিল, অমৃত গ্রহণ করিয়া তোর জীবন ধন্য কর; কিন্তু গুরুর উপদেশ "মনের কথা শুনিবি না"। তখন চাষা ভগবান্‌কে বলিল, ঠাকুর, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তোমাকে, তোমার বর বা আহার্য্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাই না। কারণ মন উহা পাইতে লোলুপ হইয়াছে। আমি মনের কথা শুনিব না। ভগবান্ দেখিলেন, চাষা সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় অচল, অটল।

ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে গুরুবাক্যে আস্থা রাখার জন্য বহু প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, "গুরু যাহা বলেন তাহা ত শুনিবি?" সে বলিল, "হাঁ, গুরু যাহা বলেন তাহা শুনিব"। তখন ভগবান্ স্বয়ং গুরুর গৃহে গমন করতঃ তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সাধু চাষাকে বলিলেন, "ধন্য তোর সাধনা, আজ তোর পুণ্যবলে আমি ভগবদ্দর্শন লাভ করিলাম। এখন যা, স্নান করিয়া আয়।" চাষা স্নান করিয়া আসিলে, গুরু শিষ্যে ভগবদর্চ্চনকরতঃ কৃতার্থ হইলেন এবং গুরুবাক্যে চাষা তখন সেই আহার্য্য গুরুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হইল।

নিরক্ষর চাষার প্রাণে "ন গুরোরধিকং" বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই সে ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত আহার্য্য লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল। গুরুতে এমনি দৃঢ়নিষ্ঠা চাই। এই চাষা মনের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, অমনি তাহার নির্ম্মল হৃদয় ভগবদাসনের উপযোগী হইয়াছে ও ভগবদ্দর্শন মিলিয়াছে।

পঞ্চম বল্লী

শরীর কি?

এ শরীর কি? শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চ ইতি শরীরম্। পুনশ্চ, "দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ যাহা শীর্ণাদি ভাববৈলক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়া বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি যুক্ত হয়। পুনশ্চ, দহ ধাতু অর্থ পোড়াইয়া ফেলা; দেহ অর্থ যাহা ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ ও শরীর উভয় শব্দই ক্ষণভঙ্গুরত্বজ্ঞাপক।

এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে আধ্যাত্মিক (দৈহিক ও মানসিক কারণে জাত), আধিভৌতিক (ব্যাঘ্র তস্করাদি ভূত অর্থাৎ প্রাণিকৃত) ও আধিদৈবিক (ভূমিকম্প, দাবানল, বন্যা, অশনিগাতাদি জন্য), এই ত্রিবিধ দুঃখে দগ্ধ হইয়া যে বিচার করে, সে দেখিতে পায় যে, মাতৃরক্ত ও পিতৃবীর্য্যরূপ মল দ্বারা পরিপুষ্ট এই শরীর কেবলমাত্র মল, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতির আশ্রয়স্থল। দেহের প্রতি রন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। ব্রণাদি হইলে উহাকে যেরূপ মলম ও পট্টি দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রণসদৃশ এই দেহকেও অন্নরূপ মলম ও বস্ত্ররূপ পট্টি দ্বারা পোষণ করিতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি ও পরে ক্ষয় হইতে থাকে। বাল্যে যে ভাব ছিল যৌবনে তাহা আর নাই, আবার যৌবনের কান্তিটুকু বার্দ্ধক্যের জরার সহিত মিলাইয়া যায়। শ্মশানের ভস্মরাশিতেই ইহার পরিণতি।

সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য

যিনি আত্মজ্ঞানের অভিলাষী, তিনি সংসারের বিত্তাদি লাভ জন্য গুরুর নিকট প্রার্থী হন না। তাঁহাকে সাধনচতুষ্টয়ের আশ্রয় লইতে হয়। সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, মান, অপমান ইত্যাদির দ্বন্দ্ব সহ্য করাই ধর্ম্মপথের প্রধান অনুষ্ঠেয়। সাধনচতুষ্টয় দ্বারা সূঁচের ন্যায় পরিষ্কৃত না হইলে, চুম্বকরূপী সদ্‌গুরু টানিবেন কেন? পরম পুরুষার্থস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ, ব্রহ্মচর্য্যাদি, তপস্যাচরণ ও সাধন সাপেক্ষ। যাহার ব্রহ্মচর্য্য নাই তাহার আবার সাধন কি? ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার ধারণা-শক্তির বহির্ভুত। শ্রুতিতে আছে,

"তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ; যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম" ইতি (প্রশ্নোপনিষৎ ১।২)।

দ্বাদশ বর্ষের অধিক তপোনুষ্ঠানকারী সেই শিষ্যদিগকে পিপ্পলাদ ঋষি বলিলেন, তোমরা আবার আমার কাছে থাকিয়া এক বৎসর সবর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধাসহকারে (গুরু ও বেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক) আচরণ কর। পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে স্বীয় শক্তি অনুসারে তাহার উত্তর দিব।

পুনশ্চ—তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ (প্রশ্নোপনিষদ্ ১।১৫)।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা যাহাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। ছান্দোগ্য শ্রুতির অষ্টম অধ্যায়ে আছে যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ১০১ বৎসর

ব্রহ্মচর্য্যের পর আত্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপিচ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্।" (ছান্দোগ্য ২।২৩।১)।

ধর্ম্মের তিনটী শাখা—প্রথম যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন; দ্বিতীয় তপস্যা, চান্দ্রায়ণাদি ; তৃতীয় আচার্য্য কুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান।

অপিচ,—"অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে।" (ছান্দোগ্য ৮।৫।১)

ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ। যিনি জ্ঞাতা (ব্রহ্ম) তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই জানা যায়। ব্রহ্মচর্য্যই ইষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মরূপী ইষ্টকে জানা যায়।

অস্ত্রলাভের জন্য অর্জ্জুন যখন স্বর্গে যান তখন তাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি উর্ব্বশীর কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে অক্ষম হয়েন। অবশেষে উর্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ফলে ঐ ক্লীবত্ব সুখের কারণ হইয়াছিল। অপিচ,—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥" (মুণ্ডক ৩।১।৫)

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়। আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। উহারা উপরতির কারণ ও ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যের হেতু। বীর্য্যরক্ষণ পক্ষে সিদ্ধাসন (অর্থাৎ গুহ্যমূলে বাম পায়ের গোড়ালি রাখিয়া বসিলে যে আসন হয়) অতীব উপযোগী। শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম বীর্য্যরক্ষণের সহায়তা করে। কখন কোন যুবতী দর্শনে চাঞ্চল্য হইলে, বুক ডন ও দৌড়ানাদি শারীরিক শ্রম করিলে উহা নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য আচরণের সময় পথে এমনভাবে চলা উচিত যে, স্ত্রীলোকের নিম্নার্দ্ধ ব্যতীত উপরার্দ্ধে দৃষ্টি পতিত না হয়। আহারের সময় ইহা মিষ্ট, ইহা তিক্ত, এরূপ আলোচনা না করিয়া, ঔষধ সেবনবৎ আহার গ্রহণ করিবে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবে। অতিরিক্ত আহার অবিধেয়। খাদ্যদ্বারা অর্দ্ধাংশ, জলদ্বারা চতুর্থাংশ ও বায়ুর ক্রিয়ার জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ রাখিবে। গুরুজন উপস্থিত হইলে তাঁহাদের প্রণাম ও আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকিবে।

প্রাণবায়ু

বায়ুই প্রাণ। উহাতে স্থিত অম্লজান যোগে জীবনরক্ষা ও পরিপাকাদি হয়। সুতরাং বায়ুর জন্য স্থান রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্থূলদেহে ভোগ সাধনের জন্য যে সব ইন্দ্রিয়াদি বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) কালে যখন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত থাকে, তখনও প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। ইহার বিশ্রাম নাই। ইহার বিশ্রামই মৃত্যু। এই প্রাণবায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করিলে তদ্দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন সময় ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে কে বড় এ বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা মীমাংসার জন্য প্রজাপতি সন্নিধানে গমন করেন। প্রজাপতি বলিলেন, "যস্মিন্ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠ-তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠঃ।" অর্থাৎ—তোমাদিগের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হেয়) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ। তখন একে একে চক্ষু প্রভৃতি সকলে উৎক্রমণ (শরীর ত্যাগ) করিলেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শরীর ত্যাগে, শরীর কখনই ধ্বংস পথে যায় নাই বা অন্য ইন্দ্রিয়েরও কার্য্য স্থগিত হয় নাই। সর্ব্বশেষে প্রাণ উৎক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ হইতেছে দেখিয়া, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং উৎক্রমণ করিও না বলিয়া প্রাণকে অনুরোধ করিলেন।

প্রাণায়াম

প্রাণের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিবার শক্তি আছে। তাই প্রাণায়াম উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। "প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি।" ইতি (মনু ২।৭৫) অর্থাৎ তিনবার প্রাণায়ামের দ্বারা দেহ পবিত্র হইলে ওঁকার উচ্চারণের যোগ্য হয়। অপিচ,

"দহ্যন্তে ধ্যায়মানানাম্ ধাতুনাম্ হি যথা মলঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গাদ্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্।" (যোগদীপিকা)।

যেমন অগ্নি তাপে সুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মল হয় তদ্বৎ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়দোষ দগ্ধ হয়। প্রাণায়াম দ্বারা অনুরাগাদি দোষ দহন করিয়া ধারণার দ্বারা পাপ,

প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ, কাম, ক্রোধাদি বিনষ্ট হয়। এই ধ্যান, ধারণাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে কর্ম্মের শেষ হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যাশ্রয়ে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের বিকাশ হয়।

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে" (গীতা ৫।১১)

যোগীগণ বিষয়সংসর্গ ত্যাগে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

মানব জীবনের সফলতা

অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ দ্বারা মনুষ্যজীবন ধন্য করিতে হইলে এই তিনের আবশ্যক। মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ম্। এই তিনটির একটিরও অভাব হইলে আত্মদর্শন বা পরমপুরুষার্থসাধন সম্ভবপর নহে। সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মনুষ্যদেহ পরিপোষণ মনুষ্যত্ব নহে। যাহা প্রাণী সাধারণ হইতে মানুষের বিশেষ সম্পত্তি তাহাই মনুষ্যত্ব।

বাস্তবিক পক্ষে আমিত্বসূচক বস্তু সাড়ে তিন হাতেই পরিচ্ছিন্ন নহে। ঘটে ঘটে যে 'অহং' বা আমি ইহাই সর্ব্বব্যাপী আত্মা।

ঈশা বাস্যং। (ঈশোপনিষদ্) ঈশা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত। একই সময়ে, একই স্থানে, একের অধিক বস্তু থাকিতে পারে না। ইহা গণিতশাস্ত্রে স্বীকার্য্য। কাজেই সমস্ত ঈশাধিকৃত হইলে ঈশা ব্যতীত পদার্থের স্থান কোথায়? এজন্য আকাশবৎ আত্মা অখণ্ড, অসঙ্গ ও অচল। নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া অখণ্ড; দ্বিতীয়-বিহীন বলিয়া অসঙ্গ এবং নিজের অতিরিক্ত স্থানাভাব হেতু অচল। এইটি ধারণা করিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। মানুষের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, অগ্নিপক্ব দ্রব্যাহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্রাবরণ প্রথম লক্ষিত হয়। সমাজ, একতা, সহানুভূতি, সঞ্চয় ও গৃহনির্ম্মাণাদি অন্য প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। এমন কি, পরোপকার এবং প্রতিহিংসাও অন্য প্রাণীতে দেখা যায়। পদার্থবিদ্যা, শিল্প, কলা, প্রভৃতি শিক্ষা, বস্ত্রাদি প্রস্তুত, মনুষ্যত্বের বিকাশক এক অঙ্গ বটে; কিন্তু উহা অতি হীন অঙ্গ। বিচার, দান, সন্তোষ, আস্তিক্য, সংযম ও সৎসঙ্গ এই সব মনুষ্যের উচ্চাঙ্গীয় বিশেষত্ব। এই সকল দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষঃ চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥ (যো. বা. মু. প্র)

অধ্যাত্মবিদ্যা-মন্দিরের মোক্ষদ্বারে চারিজন প্রহরী আছে। শম, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ। **শম**—মনের নিগ্রহ। এক ব্রহ্মই সৎ আর সকলই অসৎ

সৎএর গ্রহণ ও অসতের ত্যাগ; আত্মা নিত্য, জগৎপ্রপঞ্চ অনিত্য, এইরূপ যুক্তিমূলক প্রসঙ্গকে **বিচার** বলে। **সন্তোষ**—যদৃচ্ছা লাভেই তুষ্টি, অর্থাৎ লাভ কিংবা লোকসানে কোন আপশোষ নাই। যাঁহার সদ্বস্তু লাভ হইয়াছে তাঁহার সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ বা **সাধুসঙ্গ**। সাধুর আবহাওয়ায় বাস করিয়া, ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। সাধুদের বাক্য অবিচারিত ও অম্লানচিত্তে পালন করিতে হয়। নতুবা উহা ফলোপধায়ক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা ঋষির সঙ্গ করিয়াছিলেন। ঋষিবরের যখনই যাহা অভিরুচি হইত তিনি অম্লানবদনে তাহা যোগাইতেন। একদিন গরম পায়স ভোগার্থ উপস্থিত করিলে, ঋষিবর উহা কৃষ্ণকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণজী দ্বিধা না করিয়া স্বীয় গাত্রে ঐ গরম পায়স লেপন করিলেন। কোমলাঙ্গী রুক্মিণীদেবীকে রথে জুড়িয়া কশাঘাত করিতে করিতে প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া লওয়া অতিশয় হইলেও সর্ব্বংসহা ধরণীর ন্যায় অম্লানচিত্তে কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। উক্ত পায়স লেপনের ফলে কৃষ্ণের দেহ বজ্রসদৃশ হইয়াছিল। পদতলে পায়স না লেপন করায় তাহা কোমল ছিল এবং সেইস্থানে বাণ প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগের কারণ হইয়াছিল।

মহারাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ায় যাইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গ করিয়াছিলেন ও তৎকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানক্রিয়ার স্বীকৃত দক্ষিণাদানার্থ অম্লানবদনে স্ত্রী, পুত্র ও পরে আত্মদেহ বিক্রয় করিয়া চণ্ডালের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই হেতু বৈদিকযুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনও স্মৃতিপটে জাগরিত আছেন।

মুমুক্ষুর অধ্যবসায়

আমি অজ্ঞানাবরণে মুগ্ধ হইয়া আছি, এইটী যে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাহার অপসারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছে সেই মুমুক্ষু। তাহাকে কি প্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয় এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের যে উক্তি আছে তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ। যথা—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক্; ত্বক্, অস্থি, মাংস, প্রলয় প্রাপ্ত হউক, তথাপি বহুকল্পে দুষ্প্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ না করিয়া এই আসন হইতে দেহ বিচলিত করিব না।

উপরোক্ত বিষয়ে এক চাষার গল্প আছে। ক্ষেত্রে জল না পাওয়ায় ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, এক চাষা নিকটবর্ত্তী নদী হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্র পর্য্যন্ত জল আনয়ন জন্য মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। দ্বিপ্রহরে আহারের সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করায়, গৃহস্থপত্নী ছোট পুত্রটীকে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইল। কৃষক ঐ পুত্রটীকে বড় স্নেহ করিত। অন্যদিন হইলে সে পুত্রকে কোলে করিয়া কতই আদর করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। কিন্তু আজ তাহার বুদ্ধি ক্ষেত্রের নালায় নিবদ্ধ। সে বলিল, পুত্র, গৃহে যাও, আমার দেরী আছে। ছেলে আব্দার করিলে, মৃত্তিকা-খণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া নিজ কার্য্যে যোগ দিল। পুত্রের মমতা আর নাই। অপরাহ্ণে কৃষকপত্নী অধীরা হইয়া নিজে সেখানে আহার্য্য ও তামাক ইত্যাদি লইয়া গেল। তখনও নদীর জল নালায় আসার সামান্য বাকি। ঐটুকু শেষ করিলেই হইয়া যায়। কৃষকপত্নী আদরে ও আবেগে কতই ডাকিল কিন্তু তাহার বাক্য কৃষকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার মন তখন নদীর জলে আবদ্ধ। তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নালায় জল আসিতে আরম্ভ করিল তখন সে তীরে উঠিয়া তাহার স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া বলিল, "আর কি—আগে তামাক আন।" কৃষকপত্নী তামাক দিলে সে তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ-দৃশ্য আনন্দে দেখিতে লাগিল ও পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, কি পাক হইয়াছে, ছেলে খাইয়াছে কি না ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিল। মুমুক্ষু জীব এই প্রকার নির্ম্মম হইয়া একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন।

বিশ্বামিত্র রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কত সাধনার ফলে মহর্ষিত্ব লাভ করেন।

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (গীতা ৬।৪৫)

অনেক জন্ম তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে পরমা গতি লাভ হয়। মহাপুরুষ সংশ্রয় অর্থ সংসারের যৎ যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া, অবসর মত একটু আধটু সৎসঙ্গ করা নয়। তাহাতে মহাপুরুষের সঙ্গ হয় বটে, কিন্তু নিষ্কপট নির্লোভভাবে সংশ্রয় করা হয় না। তনু, মন্, ধন্ সমস্ত শ্রীগুরুর চরণে অর্পণই সংশ্রয়। অর্থাৎ বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া, অধ্যাত্মবিদ্যালাভে প্রয়াসী হইয়া, সাধুর

আব্‌হাওয়ায় বাস। কারণ, বিষয়কর্ম্মজনিত অবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা পরস্পর-বিরোধী। দুই নৌকায় পা দেওয়া চলে না। তবে অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া যদি সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তবে ভক্তিমার্গে থাকা যায়। তাহাতেও সাধুসঙ্গ হয়। একেবারে না করার চেয়ে সময়ে সময়ে মহাপুরুষসঙ্গ ও দানাদির দ্বারা উপকার হয়। উহাতে ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইতে থাকে। এবং ২।৪ জন্মের পর মোক্ষবুদ্ধি হইতে পারে। ইহাও সৌভাগ্য।

"গৃহস্থো দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতি ফলং লভেৎ" ইতি উক্তম্ (আত্মানাত্মবিবেকঃ।৩)।

গৃহস্থ প্রতিদিন বেদান্তশাস্ত্রাদির বিচার এবং ভক্তিসহকারে গুরুশুশ্রূষা করিলে, কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রতের অশীতিগুণ ফললাভ করে। এজন্য আত্মানাত্ম-বিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

স্ব স্বরূপ জ্ঞান—ছাগ ও বাঘার গল্প

সাধারণ সংসারী ও জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে, ছাগ ও বাঘের উপাখ্যান অতি উপাদেয়। এক গর্ভবতী বাঘিনী এক ছাগলের খোয়াড়ে আহার অন্বেষণে প্রবেশ করে। রাখালগণ তাড়া করায় ভয়ে লাফাইয়া পলায়নকালে, বাঘিনীর প্রসব হইল। বাঘিনী ছানা ফেলিয়া পলাইল। বালকগণ ঐ ব্যাঘ্রশিশুকে পালন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রশিশু ছাগলের দুধ খাইত। ছাগলের দলে থাকিয়া তাদৃক্ অনুকরণে ডাকিত ও চরিয়া বেড়াইত। ছাগলের দল দৌড়াইলে সেও দৌড়াইত। ঐ দলে থাকিয়া থাকিয়া তাহার সংস্কার এমনই হইয়াছিল যে, সে আপনাকে ছাগ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিছু দিন পরে এক বনের বাঘ ঐ ছাগলের দল আক্রমণ করিতে আসিলে ছাগলগুলি দৌড়াইতে লাগিল। সেই ছাগবাঘও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইল। উহাকে ঐরূপ শব্দ করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া, বনের বাঘ, আশ্চর্য্যবোধে, নিজ আহারের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ঐ ব্যাঘ্র-শাবককে ধরিয়া লইয়া, এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কেন ছাগশিশুর ন্যায় ব্যবহার করিস্?" শিশু উত্তর করিল, আমি ছাগশিশু। বনের বাঘ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সে বাঘ, ছাগ নহে। কিন্তু সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্রশিশু কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন বনের বাঘ বলিল, জলের ধারে যাইয়া নিজের আকৃতি দেখ। ছাগবাঘ জলের নিকটে গিয়া

নিজের আকৃতি দেখিতে লাগিল। বনের বাঘ প্রশ্ন করিল, 'তোর কান কেমন ?' বাঘশিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'ছাগলের মত লম্বা।' বাঘ বলিল, 'জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া উত্তর দাও।' তখন বাঘশিশু দেখিল, তাহার কান ছাগলের ন্যায় লম্বা নহে। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল, 'তুমি আমার কান কামড়াইয়া লইয়াছ, তাই ছোট দেখাইতেছে।' বাঘ বলিল, 'তোর কানে বেদনা আছে কি ?' কিন্তু কানে বেদনা নাই দেখিয়া বুঝিতে পারিল, বনের বাঘে তাহার কান কামড়াইয়া লয় নাই। এইরূপ ক্রমে নিজের ল্যাজ, মুখ, পা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার চেহারার সহিত ছাগলের চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই, পরন্তু বনের বাঘের সহিত পুরা সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে বুঝিতে পারিল, সে ছাগ নহে, সত্যই বাঘ। এইরূপে তাহার স্ব স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া বনের বাঘ তাহাকে লাফাইতে, গর্জ্জন করিতে, মাংসাহার করিতে শিখাইল। ইহার পর একদিন ছাগবাঘ বনের বাঘকে সঙ্গে করিয়া সেই ছাগলের খোঁয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। রাখালগণ তাহাকে দেখিয়া মনে করিল যে সে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, একজন নূতন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া উভয়কেই খোঁয়াড়ে স্থান দিল। তাহারাও চুপ করিয়া শুইয়া রহিল এবং রাখাল শুইলে পর বহু ছাগ বধ করিয়া পলায়ন করিল। পথে বনের বাঘ ছাগবাঘকে বলিল, আর লোকালয়ে যাইও না। যাইলে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এক্ষণে তুমি বনের বাঘ। বাঘশিশু স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া বনে প্রবেশ করিল। এস্থানে বাঘ—গুরু, ইন্দ্রিয়াদি—ছাগ ও জল—শাস্ত্র।

সংসারী ও জ্ঞানী

সংসারী ও জ্ঞানীতে যে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বেশ বুঝা যাইবে।

যে পিপীলিকার ঘোড়ার আস্তাবলের নিকট বাস সে ঘোড়ার লাদস্থিত ঘাসকণাদি খাইয়া জীবনধারণ করে। তাহার মুখ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ঘোড়ার লাদের দুর্গন্ধ রস শুকাইয়া লাগিয়া থাকে। একদা ঘোড়ার আস্তাবলবাসী একটি পিপীলিকা, তাহার আহার্য্য লাদের কণার খুব প্রশংসাদি করিয়া, মিশ্রির কারখানাবাসী, উপাদেয়, সুমিষ্ট, মিশ্রিখাদক পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিশ্রি-খাদক পিপীলিকা নিমন্ত্রণে গেলে, তাহাকে অতি যত্নের সহিত কতক ঘোড়ার

লাদার কণা খাইতে দিলে, সে তুর্গন্ধে তাহা মুখে দিতেই পারিল না। তৎপরে মিশ্রির কারখানাস্থ পিপীলিকা, তাহার খাদ্য মিশ্রিরসের বহু প্রশংসা করিয়া, ঘোড়ার আস্তাবলের পিপড়াকে পাল্টা নিমন্ত্রণ দিলে, সে আসিয়া প্রথমতঃ মিশ্রিরসের কোন আস্বাদই পাইল না। ইহাতে মিশ্রিখাদক পিপীলিকা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখে ও দাঁতের গোড়ায় ঘোড়ার লাদ লাগিয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে মিশ্রিখাদক পিপড়া তাহাকে জলাদি দিয়া বলিল, "জী, ভাল করিয়া তোমার মুখ ও দাঁত ধুইয়া তার পরে খাও দেখি?" ঘোড়ার লাদের পিপড়া মুখ পরিষ্কার করিয়া যেই মিশ্রি খাইল অমনি বুঝিল যে বাস্তবিকই উহা অমৃত। সে যে এতদিন এই ন্যক্কারজনক লাদ খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, এমন অমৃতের সন্ধান পায় নাই, তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপ সংসারীর প্রথম প্রথম বেদান্ত-পথে চলিতে মন সরে না। গুরুকৃপায় অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইলেই বুঝিতে পারে যে সে কি নরকেই ডুবিয়া আছে।

জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভেদ, এই জ্ঞান দাসভাবে হইতে পারে না! যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ আনন্দ-ঘন ব্রহ্মভাবই যে স্বকীয় প্রকৃত স্বরূপ, তাহা জানা যায় না; কাজেই ব্রহ্মানন্দামৃত উপভোগই হয় না। যতক্ষণ পুস্তক পাঠ বা বাক্য-শ্রবণাদি, ততক্ষণ দ্বৈত থাকেই। অবাঙ্‌মনসগোচরকে বাক্যদ্বারা চিন্তা করিলে দ্বৈত থাকিবেই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন:

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ" ইত্যাদি

যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

(কেন, ১৷৩,৫,৬)

অর্থ—সেথায় (ব্রহ্মবিষয়ে) চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মনও যায় না, ইত্যাদি। যাহাকে বাক্যদ্বারা পৌছান যায় না, কিন্তু যে বাক্য প্রকাশ করে সে-ই ব্রহ্ম; তাঁহাকে জান; তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। যাহাকে মনদ্বারা পৌছান যায় না, কিন্তু যে মনকে সঙ্কল্পাদির প্রেরণা দিয়া থাকে সে-ই ব্রহ্ম; তাঁহাকে জান। তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। ব্রহ্ম জ্ঞানসাধ্য নহে। নির্ম্মল চিত্তে স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। অতএব চিত্ত নির্ম্মল করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। চিত্তের বৃত্তি বহির্ম্মুখী; তাহার নিরোধই চিত্ত নির্ম্মলের সাধনা।

ষষ্ঠ বল্লী

ব্রহ্মের সূক্ষ্মতমত্ব

"সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব তৎ" (কৈবল্য ১।১৬)

পরমাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু। উহার ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ দৃষ্টে অভ্যাস করিতে হয়। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যেমন সর্ব্বব্যাপী ও অদৃশ্য ঈথরনামক পদার্থ স্বীকার করেন, তদ্বৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বটবৃক্ষ অতি মহান্ ও স্থূল। যখন ঐ বট, বীজে নিহিত থাকে তখন উহা কত সূক্ষ্ম। ক্ষুদ্র বটবীজ ভঙ্গ করিলে কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু উহাতে মহান্ বটবিটপী সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। বাতাস দেখা যায় না। সূক্ষ্ম পদার্থ কিন্তু স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয়। আকাশ পদার্থ আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই আকাশ আছে। আত্মা ততোধিক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। সেইজন্য শ্রুতি লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন, "খং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম 'খ' বা আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মনে কর। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মে পৌছিতে পারে না। তাই ব্রহ্ম সর্ব্বদাই তাহাদের অগ্রে উপস্থিত থাকেন। "তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ" (ঈশোপনিষৎ)—এই সকল ইন্দ্রিয় ধাবমান হইলেও ব্রহ্ম সর্ব্বদাই পুরোভাগেই থাকেন। পরন্তু, উহাদের বহির্গমনশীলতারূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া উপরত বা শান্ত করাইতে পারিলে, প্রশান্তচিত্তে স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্মের স্ফুরণ হয়। আমাদের দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ পঞ্চমহাভূতে বিনির্ম্মিত। লয়কালে উহার পৃথ্বীতত্ত্ব জলে লয় হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। এইরূপ যাহা হইতে যদুৎপত্তি তাহার তাহাতেই লয় হওয়ার দৃষ্টান্ত জল দ্বারা নিম্নে বিবৃত করা হইল। বরফ জলের স্থূলাবস্থা। এই বরফ, যাহার আঘাতে প্রথম জলযাত্রাতেই টাইটেনিক নামক অভেদ্য বলিয়া গৌরবান্বিত জাহাজ মুহূর্ত্তে চুরমার হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু উচ্চ পরিবারে শোকের বন্যা বহাইয়াছিল, তাহা অগ্নিতাপে তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। যে জলের প্রবাহে ঐরাবত ভাসে, উহা এই বরফের গলিত তরল জলধারা। সেই জলকে তাপিত করিলে অরূপ বাষ্পে পরিণত হয়। যে সূক্ষ্মরূপী বাষ্প মানবসমাজে "এন্‌জিন্" নামক যন্ত্র প্রবেশে বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সেই বাষ্পকে বৈদ্যুতিক তাপে সন্তাপিত করিলে তাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জলজান ও অম্লজান বাষ্পে পরিণত হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াই শক্তিহীন হন নাই। তদপি সূক্ষ্মতম

আকাশ পদার্থে বায়ুকে পরিণত করিতে পারেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আবার সেই আকাশ পদার্থ অব্যক্তে লীন হয়; ইহাই প্রকৃতির লীলাবস্থা। তৎপরে শক্তিযুক্ত অব্যক্তের বিনাশেই ব্রহ্মজ্ঞান। ঋষি-বাক্য একতানে বলিতেছে—এক ব্রহ্মই আছেন, আর সকলই মিথ্যা। তাহাতে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। কারণ তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন দ্বারা লভ্য যে বস্তু তাহা লাভে কৃতকৃত্য ও অভ্রান্ত। তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মই ছিলেন।

বিশ্বাস ও বিচার

সদ্‌গুরু ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সর্ব্বদা তাহাতে 'কেন' বলিবে না। যখন মুমুক্ষু হইবে তখনই বিচার-পথে যাইবে, নতুবা বিশ্বাসই সাথী জানিবে। তিনি যাহা বলেন তাহা অভ্রান্ত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার আদেশ সমীচীন বোধ হয় না, নাই হউক। নিজ বুদ্ধিতে অভিমান রাখিলে বিশ্বাস আসে না। বিশেষতঃ সদ্‌গুরু কোন কার্য্য নিজ প্রয়োজনে করেন না, অথবা কোন কর্ম্ম তাঁহার প্রয়োজনে আসিতে পারে না। জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও তৎপ্রয়োজন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। তাঁহাদের উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্য হইতে আহার-বিহারাদি পর্য্যন্ত যে ব্যবহারিক সত্তার কাজ তাহা মুমুক্ষুর চক্ষে আত্মসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটি ভ্রান্তি। তাঁহাদের ঐ অবস্থার কর্ম্মফল স্তাবক ও নিন্দুকাদিতে অর্শে। তাঁহাদের শরীরে রোগাদি হয় সত্য, কিন্তু মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহাদের শরীর ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃতি ঘটে। পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানী যে দিব্যদর্শী ব্রহ্মবিৎ তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপনে ভয় কি? শাস্ত্রাদি পাঠে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসকরতঃ অগ্রসর হওয়া জিজ্ঞাসুর পক্ষে বড়ই উপকারক। যাহাতে বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় হয় তজ্জন্য অনুকূল যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন ও তদ্‌বিপরীত বিষয় ভ্রান্তিমূলক এইরূপ স্থির করিবে।

দুর্ব্বাসা সদা উপাসা—গল্প

একদা মথুরার হাটবারে প্রবল বাত্যা হয়। তাহাতে খেয়ার নৌকা নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোপীগণ হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যমুনা পার হওয়া লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। তৎপর তাঁহারা বিপন্নের সহায় শ্রীকৃষ্ণজীর সমীপে উপস্থিত হন। কৃষ্ণজী বলিলেন, তার জন্য কি? যাও, যমুনাজীকে যাইয়া বল যে, কৃষ্ণজী বালব্রহ্মচারী, তাঁহার আজ্‌কার ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্যফলে তুমি দু'ভাগ

হইয়া রাস্তা দেও। দেখিবে, যমুনা ভাগ হইবে। তখন কোন কোন গোপীর মনে রাসলীলার কথা স্মরণ হইয়া কৃষ্ণজীর বাল্য ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহবুদ্ধি আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা নিজ বিচার-বুদ্ধিকে শাসন করিয়া বলিলেন, যখন কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা যমুনা মানিবেই। এই বিশ্বাসে তাঁহারা যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া, ঐরূপ বলিবামাত্র প্রবল-স্রোত-তরঙ্গ-সমন্বিতা যমুনা দুই ভাগ হইয়া গোপীগণকে রাস্তা দিলেন। গোপীগণ সুখে নদী পার হইয়া মথুরা গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ও যমুনাতীরে আসিয়া দেখেন যে, তখনও খেয়া পড়ে নাই। নৌকার নামগন্ধ নাই। তখন তাঁহারা পুনরায় মহা বিপদ গণিলেন ও উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণজীর গুরু দুর্ব্বাসার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, "মথুরার হাট করিয়া আসিলাম, এখন নদী পার হইতে চাই, কিন্তু খেয়া বন্ধ, যদি পারের সুযোগ করিয়া দেন। আসিবার কালেও খেয়া বন্ধ ছিল, তখন কৃষ্ণজী যমুনাকে ভাগ করিয়া রাস্তা দিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার গুরু, আমাদের গুরুর গুরু, কৃপা করিয়া পার করিয়া দেন।" ঋষি বলিলেন, "আচ্ছা, সে এখন হবে, তোমাদের সঙ্গে কোন আহার্য্য আছে?" তাঁহারা বলিলেন, "প্রচুর"। তখন ঋষি বলিলেন, "যাহার নিকট যত আহার্য্য আছে বাহির কর, আমি আহুতি দিব।" তখন গোপীগণ ঋষিবাক্যে সম্মত হইয়া, ছানা, মাখনাদি যাঁহার যাহা ছিল বাহির করিয়া দিলেন। ঋষি আহুতি দিবেন, যজ্ঞ হইবে, এর চেয়ে সুযোগ দানপক্ষে আর কি আছে? তাঁহারা ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য আমাদের। তখন ঋষিজী কোন প্রজলিত অগ্নিতে আহুতির অনুষ্ঠান না করিয়া, ঐ সকল অপরিমিত আহার্য্য গর্ গর্ করিয়া উদরস্থ করিলেন। তাঁহার আহারের পরিমাণ ও আহুতি দিব বলিয়া তাহা না দিয়া উহা খাইতে দেখিয়া, তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি বলিল—"ঋষির এ কেমন ব্যবহার, কথার ঠিক নাই; আর এত একবারে আহার করা, সেই বা কেমন লোভ!" কিন্তু দুর্ব্বাসা কোপনস্বভাব বলিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। ভাবিল, আচ্ছা, 'ছলে থাক্ বলে থাক্', ব্রাহ্মণে থাক্। ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছে এই যথেষ্ট। আহুতি না দিয়াছে, নাই দিল। ঋষি আহারান্তে উঠিয়া খুব এক উদ্গারের ন্যায় শব্দ করতঃ বলিলেন, যা, যজ্ঞ হইয়াছে। যমুনাকে যাইয়া বল যে, "দুর্ব্বাসা সদা উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন সেই ফলে দু'ভাগ হও।" শুনিবামাত্র সব গোপীর মনে বিচারবুদ্ধিতে একই কথা

বলিল যে, বলে কি ? এইমাত্র গর্ গর্ করিয়া শতাধিক লোকের আহার্য্য খাওয়া আর মুখ মুছিয়াই বলে যে, যাও, বলগে 'দুর্ব্বাসা সদা উপাসা'। কিন্তু ঋষির স্বভাব কোপন জানিয়া কেহ কোনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিল না। যমুনার পারে আসিতে আসিতে রাস্তায় ঐ সম্বন্ধে কথা উঠিল। একজন বৃদ্ধা বলিল, ঋষি বড় ভারি, তাঁহার কথা পৃথিবীতে কে আছে যে না শুনিবে? না শুনিলে, মুনি কি তাহাকে ভস্ম না করিয়া রাখিবে? তাঁহার কথাই কথা। তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নয়। চল, ঋষিবাক্যে অবহেলা করিও না। এই কথা শুনিয়া সকলেই ভাবিল, তাইত, আমরা বা কি! চাষা, মূর্খ, বনবাসী, গোপনারী বইত নয়? আর, ঋষি কত বড় দেবতা! তাঁহার রকম-সকম, ব্যবহার কথাবার্ত্তার আমরা কি বুঝি? তিনি যখন বলিয়াছেন যে, উপবাসফলে নদী ভাগ হবে, তখন নদী ভাগ হবেই হবে। ঋষি দেবতা, তাঁহার কথাই ঠিক, আমাদেরই বুঝিবার ভুল। এই নিশ্চয়ে, সকলে যমুনাকে বলিল, "দুর্ব্বাসা সদা উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন তাহার ফলে তুমি দু'ভাগ হও, আমরা পার হইব।" নদী তৎক্ষণাৎ দুই ভাগ হইল। তাহারা পার হইয়া নিরাপদে গৃহে আসিতে আসিতে পুনরায় আলোচনা করিল,—এ যে তাজ্জব ব্যাপার! ঋষির উপবাস-ফলের কথা বলিবামাত্র অমনি প্রবল-স্রোতা, ভীষণ-তরঙ্গিণী যমুনা রাস্তা দিল। তবে ত ঋষিবাক্যই সত্য, এত ছানা, মাখন উদরস্থ করিল, তাহাতেও উপবাসই রহিল! তাহারা চিন্তা করিয়া কূল না পাইয়া ভাবিল, দূর হউক, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, আমরা কি বুঝি; ঋষিদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাঁহাদের বাহিরের ব্যবহার দিয়া কিছু বুঝা যায় না। তখন কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া চারি জন যুবতী, যাহাদের মনে কৃষ্ণের বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধেও খট্‌কা লাগিয়াছিল, ভাবিল, একথা কৃষ্ণজীই বুঝাইয়া দিতে পারিবে। চল তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি। তখন তাঁহারা কৃষ্ণজীকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, কৃষ্ণজী, তুমি আমাদের সমস্ত বিপদ আপদে রক্ষা কর. একটা কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কৃষ্ণজী সম্মত হইলে, তাঁহারা বলিলেন, তোমার বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আসে নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে রাসলীলা করিয়া থাক। তবে কিরূপে তোমার ব্রহ্মচর্য্য অটুট আছে, এইটী বুঝি নাই। কৃপা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা অজ্ঞ, তোমারই আশ্রিতা। তখন কৃষ্ণজী বলিলেন, আমি স্বয়ং ভগবান, যোগমায়া অবলম্বনে আছি। আমি অচ্যুত, আমার কোনও চ্যুতি নাই। রাসলীলাতে ষোল হাজার গোপীসহ, ষোল হাজার কৃষ্ণরূপেই যে বিহার

করি, তাহা লীলামাত্র। তাহাতে তোমাদের কামনা পুরে, কিন্তু আমার কোনও কামনা নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যেরও হানি নাই। তাহারা কৃষ্ণ যে পুর্ণব্রহ্ম তাহা পুর্ব্বেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। যোগমায়ায় সময় সময় বিস্মৃত হইত মাত্র। তাঁহারা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আর একটা কথা—তোমার পুণ্যফলে আমরা যমুনা পার হইয়া গেলাম ; মনে করিয়াছিলাম যে ফিরিবার কালে খেয়া পাওয়া যাইবেই। তাই পুনঃ পারের ব্যবস্থার জন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি যে, যমুনা তেমনি প্রবলা, খেয়া পড়ে নাই। তখন নিরুপায় হইয়া, তোমার গুরু দুর্ব্বাসার শরণ লইলাম। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পারে যাবি, তা ত হবে ; তোদের সঙ্গে কি আহার্য্য আছে আন, আহুতি দিব। আমরা ভাবিলাম, ঋষি যজ্ঞে আহুতি দিবেন, খুব ভাল কথা। যাহার যত ছানা, মাখন, ঘৃতাদি ছিল সব তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। মনে করিলাম যে তাঁহার যতটা দরকার তাহা তিনি লইবেন। কিন্তু তিনি করিলেন কি ? যজ্ঞও না, কিছুই না, অগ্নিই নাই, গব্ গব্ করিয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন! এত জিনিষ একজনে একবারে খাইতে পারে তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। রাক্ষসেও এত খাইতে পারে না। শত, শত ভার জিনিষ একেবারে খাইয়া ফেলিয়া, আচমন করিয়া বলিলেন,—যা, তোরা যমুনার কাছে গিয়া বল, 'যমুনে! দু'ভাগ হও, দুর্ব্বাসা সদা উপাসা, তাহার আজকার উপবাসের পুণ্যফলে আমরা পার হইব। আমরা ত কথা শুনিয়া অবাক্! রাক্ষসের মত এই খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই এমন কথা বলা, 'উপাস আছি', আর সেই পুণ্যফলে পার হওয়া। এত বড় মুনি, আমরা সামান্যা গোপী। তখন মনকে বুঝাই, যা হউক তা হউক। ঋষি যখন বলিয়াছেন তখন যমুনা ভাগ হইবেই, নতুবা মুনি অনর্থ ঘটাইবেন। আমরা এই বিশ্বাসে যেই বলা, 'যমুনা ভাগ হও', অমনি নদী ভাগ হইল। এই উপবাস কেমনে হইল? আমাদের কাহারও বুদ্ধিতে এইটি আইসে না। কৃষ্ণজী বলিলেন—দেখ, দেবতাদের অর্চ্চনা ও আহুতি অগ্নিতে দিতে হয়। দেবতারা অগ্নিমুখ। অগ্নিতে যে দেবতার উদ্দেশে যে আহার্য্য বা আহুতি দেওয়া যায় তাহা সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। প্রাণিদেহে জঠরাগ্নি নামে বৈশ্বানর অগ্নি আছেন।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" গী ১৫ অধ্যায় ১৪ শ্লোক

আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করতঃ, প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর সাহায্যে, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন

পচন করি। এস্থলে, নিরগ্নি মুনি অন্য অগ্নির অভাবে সেই জঠরাগ্নিতেই হোম করিলেন। তোমাদের প্রদত্ত জিনিষ সবই ঐ হোমকার্য্য দ্বারা দেবার্পিত হইল। উহার এক বিন্দুও তাঁহার নিজ দেহ-পোষণার্থ গ্রহণ না করায় তাঁহার উপবাস অটুট। দেবগণ অগ্নিমুখ, অগ্নিতে যে আহুতি যে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, সেই আহুতি তাঁহাকেই পৌছায়। এ ক্ষেত্রেও ঋষিপ্রদত্ত আহুতি সর্ব্বদেব কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান অসাধারণ ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে এইটী যথার্থ ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা যেমন গৃহে বা রথে অবস্থান করি, আত্মাও তদ্রূপ দেহরূপ, দেবালয়ে বা রথে বাস করেন।

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"

ইতি (মৈত্রেয় উপনিষৎ ২।১)

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" (কঠ ৩।৩)

দেহ দেবালয়। তাহাতে ও যজ্ঞবেদীতে পার্থক্য কোথায় ? যে দেবতা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে আছেন, তিনি রক্তমাংসময় দেহেও আছেন, দেহেও তাঁহার সুস্থান কুস্থান নাই। তাঁহাতে তন্ময় হওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি। ভাগবতে শিশুপাল ও কংসাদি অনুরাগের পথে না গেলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বর্ণিত আছে। এবং উক্ত গ্রন্থে প্রেমাপেক্ষাও শত্রুভাব শীঘ্র কার্য্যকরী বলিয়া উল্লিখিত আছে।

"বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥" (ভাগবত ৭।১।২৬)

ভগবানে বৈরভাব দ্বারা যত শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি দ্বারা তদ্রূপ হয় না, ইহাই আমার (নারদের) দৃঢ় বিশ্বাস। চিত্তের অবস্থার প্রতি ভগবৎদৃষ্টি। দুর্ব্বাসা ব্রহ্মবিৎ ঋষি। পরা ভক্তি জ্ঞানীতেই সম্ভবে।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" (গীতা ৭।১৭)

ব্রহ্মজ্ঞ ভোক্তা হন না

যাহার ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ভাবের অভাব হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তিনি আহার করেন কি করিয়া ?

"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥" (কৈবল্যোপনিষৎ ১৮)

অর্থাৎ—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষলোকে যে ভোগ্য, ভোক্তা বা ভোগ আছে,

তিনি তাহা হইতে পৃথক্ বা সাক্ষী মাত্র। চিন্ময়, সদাশিবরূপী 'অহমস্মি'ভাবে অবস্থিত। এরূপভাবে স্থিত ঋষির ভোজন হয় কিসে? প্রাণিমাত্রই অহং বা 'আমি আছি' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। দুই ব্যক্তি কলহ করিতেছে। নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাক্ষী। তাহার সহিত কলহের কোন সম্বন্ধ নাই। শরীররক্ষার্থ যাহা গৃহীত হয় তাহার ভোক্তা কে? ইহা অতি সূক্ষ্ম বিচারের কথা। পূর্ব্ববর্ণিত 'আমি' মোটা অহংকার-বেষ্টিত 'আমি' হইতে পৃথক্। মোটা অহংকার-বেষ্টিত লিঙ্গও স্থূল দেহাভিমানী ভোক্তা। আমি-পদবাচ্য বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিৎ ও কূটস্থ আত্মা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাণিগণের কার্য্য সমাধা হয়। মহাকাশে ঘটাকাশবৎ, অর্থাৎ ঘটের অবয়ব-ব্যাপী আকাশবৎ, প্রতি অবয়ব-ব্যাপী আত্মা কূটস্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঘট নড়িলেও যেমন ঘটাকাশের পরিবর্ত্তন নাই, তেমনি কূটস্থেরও কোন পরিবর্ত্তন নাই। কূটস্থ অধিকারী। কূট শব্দের অর্থ অচল পর্ব্বত শিখর বা কামারশালের 'নেয়াই' (যে বৃহদায়তন লৌহখণ্ডের উপর ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রাদি কূটিত পিটিত হইয়া নির্ম্মিত হয়)। নেয়াইয়ের উপর নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ রূপ নানাপ্রকার বৈকারিক কার্য্য সম্পন্ন হইলেও নেয়াইয়ের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। তদ্রূপ, প্রত্যগাত্মা কূটস্থ; কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল শরীর ত্রয়ের অবিরত পরিবর্ত্তনের মধ্যে চির অবিকারী ও অপরিবর্ত্তনীয়। অবিকারী কূটস্থ নিষ্ক্রিয়; ভোক্তা নহেন। চিৎ প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্ব ভোক্তা হয় না। বুদ্ধি জড়, ভোক্তা হয় না। এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ভোক্তার একান্ত অভাব। ব্যবহারিক সত্তায়, লিঙ্গ শরীরাভিমানী ভোক্তা। মহর্ষির লিঙ্গ শরীরাভিমান না থাকায়, ভোগাভাব। সেইজন্য, 'সদা উপাসা'।

দুর্ব্বাসা মুনির গোপীগণের প্রতি ব্যবহারের ন্যায়, জ্ঞানিগণের ব্যবহার, অজ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বদা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ অবহিত চিত্তে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা উপকারার্থই হইবে, বিশ্বাস করিলে সাধুসঙ্গের সম্যক্ ফললাভ হয়।

সাধুর আবহাওয়ার ফল

এক রাজার এক ষোড়শবর্ষীয়া বিধবা কন্যা, নিকটবর্ত্তী এক সাধুর আশ্রমে পিতার সহিত সময় সময় যাইত। সাধুর রূপে ঐ কন্যা মুগ্ধ হইয়া, একদা পিতৃপুরী ত্যাগে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় মনন জ্ঞাপন করিলে, সাধু বলিলেন, "পরিবার হয়ে থাক্ তবে থাক্"। সে তাহাতে সম্মতা হইলে, সাধু

তাহাকে নিজের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম—(পাক করা, কাপড় কাচা, মোট বহা ইত্যাদি) করিতে দিলেন ও তিনি বাহিরে শুইলে নিজের পা টিপাইতেন। ঐ সাধুর আশ্রমে যাতায়াতকারী লোকমুখে ক্রমে ঐ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। সাধুকে অতি বদ্‌লোক মনে করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য, রাজা সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সাধু তখন বাহিরে এক খাটিয়ায় শুইয়া শিষ্যগণকে পড়াইতেছিলেন। তৎপার্শ্বে বসিয়া রাজকন্যা তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। কন্যা পিতাকে দেখিয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, সাধু তাহাকে 'পদসেবা কর্‌তে রহ' বলিয়া পড়াইতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজা আসিয়া কন্যাকে ঐ ভাবে দেখিয়া ক্রোধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া, সাধুর শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন, সাধু তাঁহার পাদুকা ও অস্ত্রাদির শব্দ শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া, রাজা সজোরে পদবিক্ষেপ করিয়া, সাধুর পদসংবাহনকারিণী কন্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তথাপি সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি শিষ্যদিগকে যে ভাবে পড়াইতেছিলেন, সেই ভাবেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিলেন। রাজা সাধুর ঈদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পদচারণ করিয়াও সাধুর কোন বিক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন না। তখন তারস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! এ কেমন সাধুতা, যুবতীপরতন্ত্র হইয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবিরহিত দেখিতেছি। যাঁহার কন্যার প্রতি এই ব্যবহার, তাঁহার উপস্থিতিতেও ভোগসুখে বিরতি নাই।" সাধু বলিলেন, তিনি কোন যুবতী উপভোগে রত হন নাই। শিষ্যগণের শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যে যুবতী তাঁহার সেবা করিতেছে, সেই শিষ্যারও তিনি সেবা গ্রহণ করিয়া, তাহার চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতেছেন। হে রাজন্‌! তোমার ক্রোধের কোন কারণ নাই। স্থীতধী, প্রশান্ত, গম্ভীর সাধুর বাক্যে রাজার মনে প্রবোধ হইলেও, তিনি নিঃসংশয়ার্থ জিজ্ঞাসিলেন যে, এই যুবতীর সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ। সাধু বলিলেন, এই কন্যা যখন অন্ন প্রদান করেন তখন মাতা, যখন বস্ত্র ধৌত করেন তখন ধুবিনী, যখন মোট বহেন তখন মুটিয়া, যখন পা টিপেন তখন দাসী ও কন্যা, যখন পড়েন তখন শিষ্যা; পাপ সম্পর্ক ব্যতীত এইরূপ বহু সম্বন্ধ চলিতেছে। রাজা সাধুর অবিচলিত ভাব ও স্থৈর্য্য দর্শনে অবাক্‌ হইয়া গেলেন ও সেই সরল মধুর বাণীতে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলে, সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর বলিলেন, 'মহারাজ! আজ আমি সত্যবাক্য শ্রবণ ও সত্যভাষীর দর্শন পাইলাম। যাঁহার রাজ্যে এই প্রকার সাধু বাস করেন, তিনি ধন্য। আপনার সংসর্গে আমার কন্যা

সৎপথে শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, আপনার ন্যায় এই আমার কন্যাতেও আমি পাপবিদ্ধের ন্যায় কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিলাম না। অসৎপথাবলম্বী হইলে এইরূপ হয় না। সাধুর সঙ্গলাভে এইরূপই পরিবর্ত্তন হয়। যেমন চন্দন-সংসর্গে অন্য বৃক্ষও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন ড্রেনের জল গঙ্গায় পতিত হইলে, গঙ্গাত্বই প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সাধু মহাপুরুষেরও গঙ্গা বা বৃক্ষাদির ন্যায় পরোপকার ব্রত। এতৎসম্বন্ধে বহু লোকই বহু ভ্রান্ত মত পোষণ করে। বৃক্ষ—ফল, মূল, পত্রাদি ও ছায়া প্রদান করিয়া থাকে; তৎপরিবর্ত্তে কিছুই চায় না। গঙ্গা—সর্ব্ব পাপ হরণ করেন, পিপাসার শান্তি করেন, ধরাকে শস্যশ্যামল করেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কিছুই চাহেন না। এইরূপই সাধুর চরিত্র জানিবে।

সপ্তম বল্লী

আমি ও আমার

আত্মবিদ্যা-বিষয়ক বিচারের প্রথম অবতারণার সময় যখন শোনা যায় যে স্থূল, সূক্ষ্ম কিংবা কারণ শরীর আমার; কিন্তু আমি নহে, তখন ছাগ-বাঘার ন্যায় নিজের স্বরূপে বিশ্বাস হয় না। যেমন গৃহ, আসবাবাদি আমার; কিন্তু আমি হইতে ভিন্ন; তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণও আমার, আমি নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহংবুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র।

"নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্‌বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্‌বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥"

(অপরোক্ষানুভূতি ১৩)

আমি পঞ্চভূত, দেহ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহি। এইসব হইতে পৃথক্ একটা কিছু। ইহাই বিচারের বিষয়।

"নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গম্।
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ॥
দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদি দূরঃ।
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্॥" (আত্মপঞ্চক ১)

আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, প্রাণবর্গ কিংবা বুদ্ধি নহি। স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র ও বিত্ত ত দূরের কথা। আমি প্রত্যগাত্মা নিত্যসাক্ষী শিব।

এই আমি তবে কি? তদুত্তরে দেখ, যদি ডাক্তার তোমার পা বা হাত কোন রোগ-নির্ম্মুক্ত করার জন্য কাটিয়া ফেলেন তখন দেহের স্বল্পতা ঘটিলেও

আমিত্বের স্বল্পতা হয় না। যথা,—যে আমি, বাল্যে পাঠশালায় কলিকাতার গল্প শুনিয়াছিলাম সেই আমি কলেজের পাঠ কলিকাতায় সমাপন করিয়া, আজ তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে তাৎকালিক কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। এস্থলে ৪।৫ বৎসরের শিশু দেহে, পূর্ণ যৌবনে ও ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ শরীরে, আমি একই আমি; অথচ শারীরিক ও মানসিক কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। লোকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এমন কি নিজ হস্তপদাদিও ত্যাগ করিতে চায়, তবু প্রাণ থাকুক। সুদীর্ঘকাল রোগে দেহ জীর্ণ হইলে বা কুষ্ঠাদি হইলে যখন জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই বলে, "এখন প্রাণ গেলেই বাঁচি"। এই যে বস্তু প্রাণ গেলে বাঁচে, সেই আত্মা, সেই আমি।

সর্ব্ব নরনারীতে, সর্ব্ব প্রাণীতেই একটা আমিত্ব আছে। এইসব আমি একই অখণ্ড আমি। যেমন ঘটে, পটে, মঠে একই আকাশ। অখণ্ড আকাশে পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত হয় মাত্র। তদ্বৎ, আমি পদার্থও অখণ্ড, এক, অদ্বিতীয়। ঘটে ঘটে আত্মার পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত। পৃথকৃত্ব অবিচারশীলতার পরিচায়ক বটে।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (গীতা ১৩।১৬)।

এক অবিভক্ত আত্মাই ভূতে ভূতে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়।

"অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্" (গীতা ১৮।২০)।

ভূতে, ভূতে বিভক্ত মধ্যে, অবিভক্ত এক অখণ্ড আত্মার দর্শন সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ।

"যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" (গীতা ১৩।৩০)

যখন সাধক ভূতসকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাব সত্ত্বেও এক আত্মাতে স্থিত দেখেন ও তাহাতেই জগতের বিস্তার জানেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মলাভ ঘটে।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি"(॥ কেনোপনিষৎ ২।৫)

ধীর ব্যক্তি, ভূতে ভূতে সেই অখণ্ডকেই চিন্তন করিয়া, দেহত্যাগে অমরত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করেন।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ॥" (কঠশ্রুতি ২।২।৯)

একই অগ্নি যেমন ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, গ্রহ, চন্দ্রমা, দ্যুলোকে সূর্য্য, নক্ষত্রাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে আছেন এবং পৃথক্, পৃথক্ বলিয়া বিচারহীনের নিকট প্রতীয়মান হন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি-
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা।"

(কৈবল্যোপনিষৎ ১০)

সর্ব্বভূতে আমি আছি ও সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত দর্শনেই ব্রহ্মলাভ হয়। তদ্‌ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" (ঈশোপনিষৎ ৬)

যিনি সর্ব্বভূত আপনাতে ও সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তাঁহার ঘৃণা ও লজ্জাদি বৃত্তি মাত্রের একান্ত অভাব হয়।

স্বরূপ

তোমার এই দৃশ্যমান জগৎ, আত্মীয়-স্বজন, জন্ম-মৃত্যু সবই ভ্রান্তি। তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। তোমার জন্ম, মৃত্যু নাই। তুমি অজর, অসঙ্গ, অখণ্ড আত্মা। সদ্‌গুরু এইরূপে শিষ্যকে আত্মপ্রবোধ দ্বারা, স্ব স্ব রূপে স্থাপন করিয়া থাকেন। তখন, 'ছাগ-বাঘের' ন্যায় ঐ কথা ধারণা করা দূরের কথা, অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। বেদান্তশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, পরোক্ষ জ্ঞান ও গুরুকৃপায় অপরোক্ষানুভূতি হইলে, বুঝিতে পারিবে যে কি অজ্ঞান তিমিরেই ডুবিয়া ছিলে। বাঘ যেমন ছাগ বধ করিয়া খোঁয়াড় হইতে বাহির হইয়াছিল, দেহরূপী খোঁয়াড় হইতেও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বধ করিয়া বাহির হইলে আত্মবিদ্যা লাভ হয়।

"আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" অমৃতত্ব লাভার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আবৃত করিতে হয়—কূর্ম্মবৎ। সাধনপঞ্চকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্"। দেহরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র বাহির হও এবং নিজ স্বরূপ অববোধ কর। নিজকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিও না। তথাচ,—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

(কঠোপনিষৎ ২।২।১০)

একই বায়ু যেমন ভুবনবেষ্টিত হইয়াও কখন মৃদু, কখন প্রবল, কখনও ঝড়-রূপে, কখন শীত, কখন উষ্ণরূপে, পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে একই আত্মা প্রতি প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। যেমন সূর্য্য সর্ব্বত্র সমান তেজ দান করেন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই সামান্য, কিন্তু দর্পণাদিতে সৌরতেজ পতিত হইলে, তাহা বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং কাচবিশেষে, বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় (অর্থাৎ কোথাও সপ্তবর্ণে বিভক্ত দেখায়, কোথাও বা কাচের কেন্দ্রে সমবেত রশ্মি দহনকার্য্য সম্পাদন করে), তদ্বৎ সামান্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী। আত্মা, বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপ বুদ্ধির তারতম্যে, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশীল জীবের সৃষ্টি করেন এবং অখণ্ড হইয়াও খণ্ড বা বিশেষরূপে প্রতিভাত হন।

সদগুরু প্রশংসা

সদ্‌গুরু উপরোক্তরূপ একত্বানুভব করাইয়াই আনন্দরসে আপ্লুত হন।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২
অখণ্ডানন্দবোধায় শিষ্যসন্তাপহারিণে।
সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-বিরাজিত-পাদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজমার্ত্তণ্ডং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪

যাঁহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক মণ্ডলাকার বিশ্ব অখণ্ডভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার পদ-প্রদর্শক গুরুদেবকে নমস্কার। ১

জ্ঞানরূপিণী শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, যিনি চক্ষু ফুটাইয়াছেন সেই গুরুদেবকে নমস্কার। ২

সংসারতাপতপ্ত শিষ্যের ক্লেশ দূর করিবার জন্য যিনি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ জ্ঞান দান করেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার। ৩

সর্ব্ববেদের শিরোমণি যাঁহার পদযুগলে বিরাজিত, বেদান্তরূপী পদ্মের বিকাশক, সূর্য্যস্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার। ৪

অজ্ঞান গুরু

অপাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিলে, অবিবেকী শিষ্যের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" (মুণ্ডক—১।২।৮)। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন অর্থাৎ মোহগর্ত্তে পতিত হয়। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে।

এক ব্যক্তির ঘরের পাকা দেওয়ালে একটি হাঁড়ি গাঁথা ছিল। হাঁড়ির মধ্যে ছোলা ছিল। গৃহস্থের ছাগল সেই ছোলা খাইতে যাইয়া হাঁড়ি হইতে আর মুখ বাহির করিতে পারে না। তখন সেই গৃহস্থ এক উপদেষ্টার পরামর্শ চাহিল। পাণ্ডিত্যাভিমানী পরামর্শদাতা বলিলেন, "দেওয়াল ভাঙ্গিয়া হাঁড়ি বাহির করিলে হাঁড়িও থাকিবে, ছাগলের মুখও সহজেই হাঁড়ি হইতে বাহির হইবে।" গৃহস্থ তাহাই করিল; কিন্তু তথাপি হাঁড়ি হইতে ছাগলের মুখ বাহির হইল না। তখন সেই পণ্ডিত বলিলেন, "হাঁড়ির নীচদিক্ ভাঙ্গ, কেননা, তাহা হইলে উহার স্কন্ধদেশ ব্যবহার করা যাইবে, ছোলাও বাঁচিয়া যাইবে, এবং ছাগলের মুখও বাহির হইবে।"

গৃহস্থ সেই কথামত হাঁড়ি ভাঙ্গিলে, ছাগলের মুখ বাহির হইল বটে, কিন্তু উহার স্কন্ধ ছাগলের গলায় বাঁধিয়া রহিল। তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন, "তাইত হে, বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। আচ্ছা, ছাগলের গলাটা কাটিয়া ফেল, তাহা হইলেই কলসের স্কন্ধ বাহির হইবে।" ইত্যবসরে পশু, পক্ষী, কীটাদি মিলিয়া, মাটিতে পড়া ছোলা খাইয়া নষ্ট করিল। গৃহস্থ যখন ছাগলের গলা কাটিয়া ফেলিল তখন সে বুঝিতে পারিল যে, পরামর্শদাতার উপদেশানুসারে তাহার হাঁড়ি, দেওয়াল, ছোলা, ছাগল সব এককালে নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ না ঘটে, এজন্য বিচার করিয়া গুরুবরণ করিতে হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পাইলে দুর্লভ মানব-জন্মই বৃথা হয়।

নরজন্ম দুর্লভ

"জন্তূনাং নরজন্মদুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্ বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্॥
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বানুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥"
(বিবেকচূড়ামণি—২য় শ্লোক)

জন্তুর মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ। মানব মধ্যে পুরুষ ও পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র

মধ্যে বৈদিকধর্ম্মমার্গে তৎপরতা, তন্মধ্যে আবার বেদবিধির মর্ম্মজ্ঞ দুর্লভ। আবার, যিনি আত্মানাত্মবিচার দ্বারা স্বানুভূতি করেন তিনি ঐ মর্ম্মজ্ঞবেত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাই মুক্তি। শতকোটি জন্মের পুণ্য ছাড়া ইহা লাভ করা যায় না। দেবলোকবাসীরও ক্ষীণপুণ্য হইয়া, স্বপদলাভার্থ নরদেহ ধারণে তপস্যাদি করিতে হয়।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১০)

অর্থাৎ যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা স্বর্গপৃষ্ঠে সুকৃত ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে, এই মর্ত্ত্যলোকে বা হীনতর লোকেও প্রবেশ করে।

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা ৯।২১)

এমন সুদুর্লভ নরজন্ম বৃথা অর্থাদি অর্জ্জনে ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ক্ষণিক উপভোগে ব্যয় করা কি ঘোর মূঢ়তা!

দেহ মায়িক

"মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

(বিবেকচূড়ামণি—৮৮ শ্লোক)

দেহ, দারা কিংবা পুত্রাদিতে মহামৃত্যুস্বরূপ মোহ ত্যাগ কর। এই মোহকে জয় করিয়াই মুনিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ত্বক্, মাংস, রক্ত-শ্লেষ্মাদি-পূরিত এই দেহ নরকস্বরূপ। ইহাতে আত্মবোধ ত্যাগ কর।

"ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥"

(বিবেক চূড়ামণি—১৬৫ শ্লোক)

প্রতিবিম্ব-দর্শিত ছায়াশরীরে, স্বপ্নদৃষ্ট শরীরে কিংবা মনঃকল্পিত শরীরে যেমন তোমার কোনও আত্মবুদ্ধি হয় না, এই জীবশরীরেও সেইরূপ মমত্বহীন হইও। তোমার কত জন্ম হইয়াছে। জন্মে জন্মে কত পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদি উপভোগ হইয়াছে। কই, তাহাদের জন্য ত তোমার কোনও মমতা দেখা যায় না? এজন্মের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদিতে তবে এত মমত্ব কেন? গৃহ, আভরণ ও

বস্ত্রাদিতে আমার, আমার করিলেও লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে, এসব আমা হইতে ভিন্ন। দেহী সেইরূপ পঞ্চকোষ-বেষ্টিত হইলেও, আত্মা দেহ বা কোষাদি হইতে ভিন্ন। কাজেই উহাদের প্রতি মমতা করা ভ্রান্তিমাত্র।

সাধন-চতুষ্টয়

এই অধ্যাত্মবিদ্যায় প্রবেশ করিতে হইলে সাংসারিক বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়-দিগকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্মুখ।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

(কঠশ্রুতি ২।১।১)

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা বাহিরের পদার্থ দেখে। অন্তরের আত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে অন্তরের দিকে নিয়োগ করিতে হইলে, বহু যত্ন করিতে হয়। অপিচ, ইহা "সাধন-চতুষ্টয়" নামক সাধনের অপেক্ষা করে। সাধন-চতুষ্টয় সাধিত হইলে, হৃদয় নির্ম্মল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়। দর্পণ যেমন মলযুক্ত হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, হৃদয়ও সেইরূপ নির্ম্মল না হইলে, উহাতে অধ্যাত্মবিদ্যা বা জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না।

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক

"নিত্যবস্ত্বেকং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বমনিত্যম্।" (তত্ত্ববোধ)

এক ব্রহ্মই নিত্য, আর সব অনিত্য। নিত্যে আস্থা ও অনিত্যে অনাস্থা দৃঢ় করিতে হয়। স্বপ্নেও যেন এই ভাবটি অবিলুপ্ত থাকে।

২। বিরাগ বা বৈরাগ্য

বিরাগ শব্দের অর্থ রাগবিহীন। অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে রাগ বা আসক্তি যাহাদের দূর হইয়াছে। "ইহ স্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্"—ইহলোকে বা পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগের বাসনা ত্যাগ করা। বাসনা বিসর্জ্জনই মুক্তি বা মোক্ষ। এই জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে পুনরায় যে জন্ম হইবে তখন এই পুত্র পরিবার কোথায় থাকিবে? এই সংসারে জীব জন্মিবার জন্য মরে ও মরিবার জন্য জন্মে। জলৌকা যেমন এক পত্র হইতে পত্রান্তরে যাইতে দ্বিতীয় পত্রের

আশ্রয় অবলম্বনে প্রথম পত্র ত্যাগ করে, তদ্বৎ জীব দ্বিতীয় শরীর অবলম্বন করিয়া এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে। কালেক্টরীর খাজনাখানায় যাহারা প্রহরী নিযুক্ত থাকে তাহারা যেমন খুব হুঁশিয়ারভাবে সঙ্গীন, বন্দুকাদি লইয়া পাহারা দেয়, কিন্তু পাহারা বদলাইবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাহারায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিজ গৃহে যায়, খাজনাখানায় এই অতুল বিভব ছাড়িয়া যাইতেছে, একথা একবার মনেও আনে না—তেমনি এই সংসারে পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে তুমি প্রহরী মাত্র। তাহারা তোমার নহে। তুমিও তাহাদের নও। তবে মমতা কিংবা বিচ্ছেদাদি জন্য শোক বা পরিতাপ কেন ? "থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই।" পাহারার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে প্রহরীর যেরূপ শান্তি, এষণাত্রয়ে বিতৃষ্ণ মুমুক্ষুর ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি তদপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ। সংসারত্যাগের সুযোগে, অতুল আনন্দ লাভের সুযোগ হইল মনে করিতে হয়। এই ভাব আনিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবে। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ পাহারাদারের মত হুঁশিয়ার হইয়া সব রক্ষা করিবে, আর মনে ভাবিবে যে এসব আমার নহে।

৩। শমাদি ষট্ সম্পত্তি

(১) শম—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। (২) দম—মনোনিগ্রহ। (৩) উপরম বা উপরতি—ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় অর্থাৎ রূপ-রসাদিতে প্রত্যাবর্ত্তন না হয় তদ্ভাবের আনয়ন অর্থাৎ সন্ন্যাস। (৪) শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস। (৫) তিতিক্ষা—শীত-গ্রীষ্মাদি ও মানাপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। (৬) সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তৈকাগ্রতা।

৪। মুমুক্ষুত্ব

অর্থাৎ, মায়ার আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়ের মোহ হইতে মুক্তিলাভার্থ প্রাণপণ চেষ্টা।

পূর্ব্বে, আট-দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, ছেলেকে উপযুক্ত গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিত। অন্নবস্ত্রাদি উপভোগ্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পন্থা গুরু সেখানে শিখাইতেন। জল ও রৌদ্র যাহাতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে, সেজন্য তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বারা তৎসহনশীল করিতেন। ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য গুরুকে অর্পণ করিয়া, গুরুদত্ত প্রসাদে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ভিক্ষায় মানাপমান জ্ঞান থাকে না। শিষ্য গুরুগৃহের মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ-সংগ্রহাদি, ভারবহনকার্য্য ও অন্যান্য

কার্য্য করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে পটু হইত। আলস্য-রহিত হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিত। বিভিন্ন স্থানের বহু শিষ্য একত্রাবস্থান করায়,—'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্'—তাহাদের আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি দূর হইয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত হইত। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করায়, শারীরিক ও মানসিক বল এবং সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত হইলে পর, গুরুর নিকট বিদ্যালাভ হইত। গুরুকৃপায় ও আত্মকৃপায় অল্পসময়েই বিদ্যালাভ করিয়া, গৃহস্থ হইলেও দীর্ঘজীবী হইত। বাল্যকালের সুদৃঢ় শুভ সংস্কারবশতঃ গার্হস্থ্য-জীবনও সুখের হইত। ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রায় অটুট থাকিত। অথচ পরে, "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—এই মনুবাক্যানুযায়ী বানপ্রস্থ আচরণেও কুণ্ঠিত হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, যাহার পিতা দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে ছেলেও হোষ্টেলের বৈদ্যুতিক আলোযুক্ত ত্রিতল বাড়ীতে বাস করে। বিলাস-সাগরে ডুবিয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। এই সব কুসংস্কার দূর করিয়া সুসংস্কারে আনয়ন করা বহু কষ্টকর হইয়া থাকে। তবে কর্ণধার সজ্জন, কাজেই হতাশ হইবার কারণ নাই। ইহা আনিতেই হইবে। এই এক দেহে না কুলায়, কত লক্ষ দেহই ত বিফলে গিয়াছে। না হয়, আগামী দেহে যোগভ্রষ্টের ফল ফলিবে। 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'। (গীতা) পঞ্চতন্ত্রের 'শশকচ্ছপ' গল্পে কচ্ছপের মত ধীর ও নিশ্চয় ভাবে চলাই ভাল।

অষ্টম বল্লী

অভ্যাস যোগ

অভ্যাস অতি শক্ত যোগ। সৎ অভ্যাস যেমন উপকারী, কদভ্যাস তেমনি দুস্ত্যাজ্য। গো-ছাগলাদি পালিত হইয়া, অভ্যাসবশে বন্ধনপ্রিয় হয়। হরদ্বারস্থিত আশ্রমের গাভীগুলি সকালবেলা দোহনান্তে, বাছুর রাখিয়াই—কেহ আশ্রমের বাহির করিয়া দিলে—বিল্লোকেশ পর্ব্বতের সানুদেশে ঘাসপত্রাদি খাইয়া চরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলা ঘটোধ্নী হইয়া ফিরিয়া আসে। তৎপর গঙ্গার জল পান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। দোহনান্তে গলায় দড়ি দিয়া বাহিরে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। তথায় ভূমিতে শুইয়া ইহারা জাবর কাটিতে থাকে। যাহার বাছুর হয় নাই কিংবা যাহার বাছুর দুধ ছাড়িয়াছে, তাহারও ঐ এক দশা। ইহারা বনের ঘাস ও গঙ্গার জল খাইয়া কেন বটবৃক্ষের নীচে পড়িয়া থাকে না? আশ্রমে আসিয়া বন্ধন-রজ্জু গলায় না পরিলে ইহাদের ভাল লাগে না। পাখীগুলি

প্রাতে উঠিয়া বাসা ছাড়িয়া ২।৩ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া আহার অন্বেষণ করে। সন্ধ্যা হইলেই আবার সেই ২।৩ মাইল পথ উড়িয়া, নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। ইহারা যে স্থানে আহার খুঁজিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যাগমে সেখানেই কোন বৃক্ষে রাত্রি-যাপন করে না কেন? এইটি মমতা রূপ মোহের কার্য্য। যদি কাহারও স্ত্রী বহু পুত্র কন্যা রাখিয়াও পরলোক গমন করে, তখন সেই মোহান্ধ স্বামী পুনরায় বিবাহ করার জন্য পাগল হয়। এইটুকু বিচারবুদ্ধি নাই যে, শৃঙ্খল ত ছুটিয়াছে—তবে আর কেন? কি মূঢ়তা! কি সংস্কার!

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাম্।
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্॥"

(মোহমুদ্গর—১ শ্লোক)

হে মূঢ়! ধন, জন ও বিষয় ত্যাগ কর। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে নির্ম্মম হও।

কাম—বিল্বমঙ্গলের আখ্যান

দেখ, চামরি অর্থাৎ দেহসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া লোকে কতদূর মূর্খতার পরিচয় দেয়। তুলসীদাস বলেন,—"দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পল পল লহু চোষে। আদমি সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।" স্ত্রীলোক দিনে সৌন্দর্য্য ও চাহনি দ্বারা মুগ্ধ করে। রাত্রে রক্তের সার হইতে উৎপন্ন বীর্য্য হরণ দ্বারা রক্তহীন ও দুর্ব্বল করে। তথাপি লোকে নির্ব্বুদ্ধিতাবশে, ঘরে ঘরে রক্ত-শোষক বাঘিনী পোষে। আবার যৌবনসুলভ চপলতাবশে মোহ-সম্পন্ন মানব ইন্দ্রিয়গণের মোহ ফিরাইয়া ভগবদ্দর্শনাদি দ্বারা কৃতার্থ হয়। বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যানে এই বিষয়টী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে।

ব্রাহ্মণযুবক বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণিনাম্নী এক বারবনিতার রূপে মজিয়া তাহার প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে, এক দিনের তরেও তাহার অদর্শন সহ্য করিয়া গৃহে তিষ্ঠিতে পারিত না। পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বেশ্যালয়ে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার পর গৃহে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার। বায়ুর প্রচণ্ড বেগে তরঙ্গিণী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। নদীর অপর পারে চিন্তামণির গৃহ। বিল্বমঙ্গল ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিন্তু এই দুর্য্যোগের সময় নদীতে একখানিও নৌকা ছিল না। একটী শব নদীর তীরে ভাসিয়া আসিতেছিল। কামান্ধ যুবক সেই গলিত শবকে কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া, তাহা অবলম্বনে নদী পার

হইল। তখন রাত্রি দু'প্রহর হইয়াছে। চিন্তামণি ঘুমে অচেতন। গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শুধু দ্বিতলের যে প্রকোষ্ঠটিতে চিন্তামণি ঘুমাইতেছিল তাহার একটী দ্বার খোলা ছিল, কিন্তু সেখানেও উঠিবার কোন পথ ছিল না। একটী সাপ প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। ভোগ-লালসার তাড়নায় অধীর হইয়া, বিল্বমঙ্গল সেই সাপকে রজ্জুবোধে আশ্রয় করিয়া, উপরে উঠিল। চিন্তামণি জাগরিত হইয়া, বিল্বমঙ্গলের গাত্রের পূতিগন্ধ পাইল এবং অনুসন্ধানক্রমে সবই জানিতে পারিল। তখন সেই বেশ্যার হৃদয়েও যেন অনুতাপের এক অস্ফুট আলোক ধীরে ধীরে জ্বলিতে প্রয়াস পাইল। সে বিল্বমঙ্গলকে শব, সর্পাদি ব্যাপার বুঝাইয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "হায়! মোহান্ধ লীলাশুক, (হিন্দী সাহিত্যে বিল্বমঙ্গল ঐ নামেই পরিচিত) তুমি এই বেশ্যার কায়িক রূপে যতটা অধীর হইয়াছ, আনন্দময় জগদীশ্বরের জন্য যদি ইহার আংশিক উন্মত্ততাও তোমাতে আসিত, তাহা হইলে আজ তুমি কি অমৃতই লাভ করিতে! বেশ্যার মুখে এই অপূর্ব্ব তিরস্কার শুনিয়া, বিল্বমঙ্গলের চোখ ফুটিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাহা এতদিন বেশ্যার উপভোগে নিযুক্ত ছিল, তাহা ভগবদ্দর্শনে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইল।

বাসনাক্ষয়

তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাসনার বিসর্জ্জনেই মুক্তি বা মোক্ষ।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলক্রমঃ॥ (যোগবাশিষ্ট)

হে ব্রহ্মন্! উত্তম বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করাই মোক্ষ। তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্প। বাসনারূপ সূত্রে এই মায়াময় জগৎ গ্রথিত। সূত্র ছিন্ন হইলেই সব বিনষ্ট হয়।

"বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।"
(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৬)

বাসনা দ্বারা বদ্ধকে বদ্ধ এবং উহার ক্ষয়কে মোক্ষ বলিয়া থাকে।

"জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসনা।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥"
(মুক্তিকোপনিষৎ ২।১৫)

শত জন্মের অভ্যাসবশতঃ মিথ্যা সাংসারিক বাসনা, বহুকাল অভ্যাসযোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

এই সংসাররূপী বৃক্ষের নাম মন। সংকল্পাত্মক মনের নিগ্রহেই সংসার নাশ পাইয়া থাকে। চিত্তই বিষয়ের কারণ। চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব। বাসনা-শূন্য হইলেই জগৎ নষ্ট হয়। মনের সংকল্প যদি উত্থানমাত্রই লয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"। সুষুপ্তি ব্যতীত মন যখন বিষয়হীন তখনই ধ্যান। যখন মন লীন বা নির্ব্বাপিত তখনই মুক্তি। তখন অহঙ্কার, অভিমান, সংকল্প, বিকল্প না থাকায় তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়। সুষুপ্তিতেও মন লয় হইয়া জীব স্বব্রহ্ম-স্বরূপগত হয়; কিন্তু মোহাচ্ছন্নত্ব-নিবন্ধন বুঝিতে পারে না। আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অন্য কিছু নাই, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি (অর্থাৎ কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ও সংসার-দুঃখ-ভোগ হইতে মুক্তি)। কর্ম্মফলে জন্মজন্মান্তের জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও তৎফল দগ্ধ হইলে, দগ্ধ বীজবৎ উহা আর অঙ্কুরিত হয় না।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

সেই পরব্রহ্মের দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সহিত ইহার (দ্রষ্টার) কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (গীতা ৪।৩৭)

জ্ঞান-অগ্নি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতি, স্মৃতি বাক্য থাকিতেও কেহ কেহ বলেন প্রারব্ধ দগ্ধ হয় না। অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তেরও প্রারব্ধ ভোগ হয়। যেমন ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীর,—লক্ষ্যে না বিদ্ধ হউক,—এরূপ ইচ্ছা হইলেও যথাস্থানে পৌঁছে, নিবৃত্ত হয় না; যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ভাণ্ড তৈয়ার হইলেও চক্রগতি স্থির হয় না, পুর্ব্ব প্রযোজিত শক্তিবশে কিয়ৎকাল চলিয়া থাকে, তদ্বৎ প্রারব্ধ ভোগে পরিসমাপ্ত হয়। ইহা বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না।

এক বেনে, ঘৃতের হাঁড়ি ভাঙ্গা জানিয়া, হাঁড়ি হইতে ঘৃত তুলিয়া রাখিয়া, হাঁড়িটিকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এক কুকুর হাঁড়িটাকে চাটিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া, বেনের প্রতিবেশী তাহাকে ঘৃতরক্ষার্থ সাবধান হইতে বলিলে, বেনে উত্তর করিল, "আমি সার পদার্থ টুকু তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন ঐ হাঁড়ি কুকুরে চাটুক, কি ভাঙ্গিয়া যাউক, আমার তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই।"

আত্মজ্ঞানরূপ ঘৃত সযত্নে তুলিয়া রাখিলে, প্রারব্ধরূপী কুক্কুর, দেহকে লইয়া ইচ্ছানুরূপ খেলা করুক। সুখদুঃখের নিলয়, বহিরাবরণস্বরূপ এই মিথ্যা দেহের সহিত তোমার আর কি সম্পর্ক রহিয়াছে? তবে, মূর্খ প্রতিবেশী হয়ত মনে করিবে,—আত্মজ্ঞানীও দেহ ধারণ করিয়া সুখদুঃখ উপভোগ করে।

কর্ম্ম শেষ কখন হয়

"তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদিনামসত্তাৎ তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ॥"

(অপরোক্ষানুভূতিঃ ৯১)

নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যক্তির নিকট যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রারব্ধ অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্ম্মের অস্তিত্ব শেষ হয়। জ্ঞানীর চক্ষে, দেহত্রয়ই মিথ্যা, সংকল্পমাত্র। জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নবৎ অলীক। অজ্ঞানীর চক্ষে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে এমন বোধ হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কাপড় পুড়িয়া গেলেও যেমন সূতা, পাড় প্রভৃতির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান-দগ্ধ দেহ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য কিছু অবশেষ থাকে না।

"বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা।
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্॥
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো।
বহির্নিরোধঃ পদবীবিমুক্তেঃ॥"

(বিবেকচূড়ামণি—৩৩৩ শ্লোক)

বাহ্য শ্রবণাদি বিষয় মিথ্যাজ্ঞানে মনের গতি নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। মন নির্ম্মল হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। এই দর্শন সুদৃঢ় হইলে, ভববন্ধন বিনষ্ট হয়। বাহ্যজগতের প্রতি মনের গতি নিরোধ করাই মুক্তিপদ।

দৃশ্য জগতের অলীকতা

ভ্রমস্য জগতসাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃ স্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্॥ ১॥
দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধং বিনা তন্নানুভূয়তে।
কদাচিৎ কেনচিন্নাম স্ববোধোঽন্বিষ্যতামতঃ॥ ২॥

স চেৎ সংভবত্যেব তদর্থমিদমাততম্।
শাস্ত্রমাকর্ণয়সি চেৎ তত্ত্বমাপ্স্যসি নান্যথা ॥ ৩ ॥
জগদ্ভ্রমোঽয়ং দৃশ্যোঽপি নাস্ত্যেবেত্যনুভূয়তে।
বর্ণো ব্যোম্ন ইবাখেদাদ্বিচারেণামুনানঘ ॥ ৪ ॥
দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ ॥ ৫ ॥
অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাৎ কল্পৈরপি ন নির্বৃত্তিঃ ॥ ৬ ॥

(যোগবাশিষ্ঠ—৩।২।৭)

আকাশ বর্ণহীন হইলেও যেমন নীল বলিয়া প্রতিভাত হয়, জগৎও তেমনি অবস্তু হইয়া বস্তুরূপে প্রতীত হয়। এই জগৎ সম্পর্কে চির-বিস্মৃতিই মুক্তি। ১

দৃশ্যপদার্থমাত্রই অস্তিত্ববিহীন; এই জ্ঞান না হইলে মুক্তির স্বরূপ অনুভব করা যায় না। ২

এই অধ্যাত্মবিচার শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। ৩

এই ভ্রমাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও আকাশবর্ণের ন্যায় অলীক। স্থির চিত্তে বিচার করিলেই ইহা অনুভূত হয়। ৪

দৃশ্য পদার্থ নাই; এই জ্ঞান হইলে মন হইতে জগৎপ্রপঞ্চ মুছিয়া যায়। ইহাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম নির্ব্বাণ লাভ হয়। ৫

ইহা না করিলে কল্প পরিমাণ কাল শাস্ত্র-গর্ত্তে পড়িয়া থাকিলেও অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে না। ৬

যাঁহার প্রাণে এই মুক্তি পাইবার আকুল অভিলাষ জাগে, তিনিই মুমুক্ষু, তিনিই ধন্য।

নবম বল্লী

বাসনার প্রকার ভেদ

শুদ্ধা ও মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার। "মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাৎ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী।" মলিনা পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়, আর শুদ্ধা দ্বারা তাহা বারিত হয়। যে মৃত্যুর পর আর জন্ম হয় না তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। সাধারণতঃ মৃত্যু বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অটুট অবস্থায় থাকিয়াই

জলৌকার মত আর একটী স্থূল শরীর গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। জ্ঞান দ্বারাই শুধু সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিলয় ঘটে। ইহাই প্রকৃত মৃত্যু।

"জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্ম।
কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ॥" (প্রশ্নোত্তরী—১৮)

গৃহপালিতা হস্তিনীর সাহায্যে যেরূপ বন্য হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, মলিনা বাসনাও সেইরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নরকের পথে সোনার শিকলে বদ্ধ করে। ইহা রজ ও তমোগুণাত্মক। শুদ্ধা বাসনা সত্ত্বগুণাত্মিকা। গুণ ভেদে লোকের ব্যবহারেরও ভেদ ঘটিয়া থাকে। অগ্নিতে ভর্জ্জিত বীজ বপন করিলে, তাহার আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তদ্বৎ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মীর কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয় না। হাতীকে স্নান করাইয়া, সুশাসনে না রাখিলে, সে আবার কাদায় লুটাইতে আরম্ভ করে। সংসারী ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়গুলিকে সুশাসনে না রাখিলে, গুরু দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও আবার পঙ্কিল বিষয়-বাসনায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কাজেই গুরুশক্তির দরকার। অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখিবার জন্য সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি কাজ করেন, তিনি 'আত্মা সত্য, জগৎ অসত্য' জানিয়াই কাজ করেন। তাঁহার কর্ম্মফল আর বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে, তাঁহার সদ্গতি ও পুনর্জ্জন্ম হইবে।

কিসে কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥" (গীতা ৪।১৪)

গীতায় ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। এখানে 'মাং' শব্দের দ্বারা 'আত্মার স্বরূপ' বুঝিতে হইবে। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, অক্রিয় ও অপাপবিদ্ধ। কোন কর্ম্মফলই তাহাতে লাগিতে পারে না। বুদ্ধি আশ্রিত লিঙ্গদেহই ভোক্তা, আত্মা ভোক্তা নহে। এইরূপ সংস্কার লইয়া কাজ করিলেই আর কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)

প্রকৃতি গুণ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি, 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ মনে করিয়া বদ্ধ হয়। যে নিজকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে তাহার কর্ম্ম

বন্ধনের কারণ হয় না। মুষ্টি-পরিমেয় অন্নদান হইতে ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্ত যত কর্ম্ম সবই বিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত শুদ্ধ ও মলিন কর্ম্মের আয়ত্ত। এতদুভয়ের পারে পরমাত্মসাক্ষাৎকার। যাহারা এই দুইটীকে লইয়াই পরিতৃপ্ত হয় তাহারা আত্মঘাতী।

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥"

মায়ারূপ তম আবৃত হইয়া দেবাদিলোকে তাহারা গমন করে। যাহারা আত্মদর্শন জন্য চেষ্টান্বিত না হইয়া কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা আত্মহত্যাকারী। আত্মা কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে "আমিই ব্রহ্ম" ইহা অনুভূত হইলেই আত্মদর্শন ঘটে। তাহার ফলে কর্ম্ম ও হৃদয়গ্রন্থিরূপ কাম—যদ্দ্বারা অহঙ্কার ও চিদাত্মার ঐক্য-ভ্রম জন্মে—বিনষ্ট হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র প্রভৃতি আমিত্ব-বুদ্ধি বহু জন্মের সংস্কারদোষে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল অনেকটা অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূলের ন্যায়। যতই কাট না কেন, কোথায় যেন একটুকু থাকিয়া যায়। বহুদিনের এই সংস্কার কেবল আত্মদর্শনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাকে সমূলে নষ্ট করিতে হইলে, বিচার, বৈরাগ্য ও বহু তপস্যার প্রয়োজন এবং বহুজন্ম শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিতি চাই। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"।

ব্রহ্মাভ্যাস

বহু জীবন ব্রহ্ম-চিন্তনে অতিবাহিত হইলে, মায়ার আবরণজনিত কদভ্যাস ছিন্ন হয়। ব্রহ্মাভ্যাস আয়ত্ত চিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান প্রকাশমান হন।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ।"

তাঁহাকে লইয়াই চিন্তা ও আলোচনা কর। তাঁহার সম্পর্কেই তোমার বন্ধুকে প্রবোধ দাও। তাঁহাতে একনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক, চিত্তবৃত্তি অন্য কিছুতে না যায় ইহাই ব্রহ্মাভ্যাস।

বিক্ষেপ-শক্তির ফলে এই সংসার বিচিত্র। যাহাতে এই বিচিত্রতার মধ্যে নিজেও জড়িত না হও, তজ্জন্য সর্ব্বদা এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একের সমাবেশ লক্ষ্য করিবে। মনে কর, একটী ময়ূর তোমার দৃষ্টিপথে পড়িল। অমনি তোমার বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চক্ষু তাহার পালক ও অঙ্গের

চাক্‌চিক্য, কর্ণ তাহার মধুর কেকারব, স্পর্শ উহার পুচ্ছের কোমলত্ব ও জিহ্বা উহার রূপ বর্ণনা ভোগ করিবার জন্য নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা ইহাদিগকে থামাইতে হইবে। বিচার করিবে, যখন ইহা ডিম্বের মধ্যে ছিল তখন ইহার বিচিত্রতা কোথায় ছিল? যদি সন্দেহ হয় যে ডিম্ব অবস্থায়ও ইহা একাধিক অংশে বর্ত্তমান ছিল, অমনি প্রশ্ন করিবে—উহা যখন ময়ূর বীর্য্যে তখনও কি উহাতে বৈচিত্র্য ছিল? উত্তর হইবে—না। এই বৈচিত্র্য অনিত্য, আর উহার মধ্যস্থিত চৈতন্য সৎপদার্থ ও অন্য প্রাণিদেহস্থ চিৎ এক। ডিম্বস্থিত চৈতন্য কুসুম, সাদা বেষ্টনী ও খোসার আবরণে আবৃত। তদ্বৎ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে আবৃত। কুসুম জাত পালক ও চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতির বিচিত্রতা বিক্ষেপ-শক্তির কার্য্য। মায়া এই কার্য্যের কারণ। ময়ূরের যে বুদ্ধি-বৃত্তি আছে তাহাতেই সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই ময়ূর নিজের ভুবনমোহন রূপ লইয়া যতই গর্ব্ব করুক না কেন, ইহাতে ও আমাতে, উহার দেহ ও এই দেহ একই পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং সেই এক অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজমান। পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিবার সময় উহার প্রাণে যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই কণামাত্র।

এইরূপ চিন্তা দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে লীন করিবে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিলে দেখিবে, অসংখ্য নক্ষত্ররাজী আকাশ ছাইয়া আছে। মায়াশক্তি এইরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতেছে—"ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটী কোটী প্রসূযে" ইহারাও ক্ষণিক দেহের ন্যায় পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিণ্ডমাত্র। এক অবিনাশী আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজমান।

"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (কৈবল্যোপনিষৎ ১৭)

জাগ্রদাদি অবস্থায় যে প্রপঞ্চ প্রকটিত তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমারই স্বরূপ, এই জানিলে সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হয়।

"ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥" (কৈবল্যোপনিষৎ ১৯)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় যে জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশ করে তাহা ব্রহ্ম, আমিই বটি। এইটী জানিলে সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। আমা হইতে উৎপন্ন, আমাতে প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই লয় পাইবে। আমিই সেই ব্রহ্ম।

আকাশে কত বিচিত্র বর্ণের রামধনু উঠিয়াছে। সূর্য্যকিরণের প্রতিবিম্ব ফলিত হওয়াতেই উহাদের ঐরূপ দেখাইতেছে। ইহা শুধু দৃষ্টিবিভ্রম। মেঘ

যেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্ আকাশ দেখা যায়; মায়ামেঘ অপসারিত হইলে তেমনি স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

ব্রহ্মাভ্যাস জন্য বিচার-প্রণালী

এইরূপে বিচার দ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্রহ্মোন্মুখী করা আবশ্যক। বিষয়কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেও বিচার করিতে হইবে।

হরদ্বারের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম। কেহ খাইতে বসিলে তাহারা দল বাঁধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ জন্য সাধুরা আহারের পূর্ব্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক ভক্ত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'যাও, নিজের বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আইস'। শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার দেহরূপ বাগানে ইন্দ্রিয়-বানর বড় অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, বিবেক-ধনুর দ্বারা তাহাদের শান্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর'।

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, 'ইন্দ্রিয়াদিজনিত হর্ষ ও অমর্ষ এইরূপে বিবেক-বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (গীতা)—সমবুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মযোগ।

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বাগানের নানা স্থান হইতে কতকগুলি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় স্তূপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'এখন পুরস্কার লও'। সকলে হাসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, 'এই কাঠগুলি কুড়াইয়া আনায় এখন বাগানটী পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। তোমাদের দেহস্থিত বৃত্তিগুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া এক ব্রহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। ইহাতে হৃদয়-কানন পরিষ্কৃত হইবে ও তখন ইহাতে অধ্যাত্মবিদ্যার বীজ বুনিবার বেশ সুবিধা হইবে।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

এই গানেও রামপ্রসাদ উক্ত আবাদের ঝঙ্কার দিয়াছেন।

অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর উপস্থিত শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা প্রভৃতির আলোচনা হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে বিবেক-হাকিমের এজ্‌লাসে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,' এই সম্পর্কে মোকদ্দমা কর। বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে সত্যেরই জয়, অজ্ঞান হারিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি করার অভ্যাসই ব্রহ্মাভ্যাস এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়।

দশম বল্লী

অধিকারী ভেদে উপদেশ

অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সর্ব্ব শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা। নতুবা সর্ব্ব শ্রুতি সকলেরই সর্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা। শ্রুতিবাক্যের দোহাই দিয়া দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্রই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" (গীতা ৩।২৫,২৬)

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ করিবেন। অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে সকল কার্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ স্বয়ং অনধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

"ইদন্তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।
ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি॥" (গীতা ১৮।৬৭)

হে অর্জ্জুন! স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুশুশ্রূষাবিহীন ও ভগবানের নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্ত্বার্থ বুঝাইও না। তথাচ,—

"রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপুরণম্।
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥" (মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩)

যেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্ আকাশ দেখা যায়; মায়ামেঘ অপসারিত হইলে তেমনি স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

ব্রহ্মাভ্যাস জন্য বিচার-প্রণালী

এইরূপে বিচার দ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্রহ্মোন্মুখী করা আবশ্যক। বিষয়কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেও বিচার করিতে হইবে।

হরদ্বারের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম। কেহ খাইতে বসিলে তাহারা দল বাঁধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ জন্য সাধুরা আহারের পূর্ব্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক ভক্ত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'যাও, নিজের বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আইস'। শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার দেহরূপ বাগানে ইন্দ্রিয়-বানর বড় অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, বিবেক-ধনুর দ্বারা তাহাদের শান্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর'।

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, 'ইন্দ্রিয়াদিজনিত হর্ষ ও অমর্ষ এইরূপে বিবেক-বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (গীতা)—সমবুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মযোগ।

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বাগানের নানা স্থান হইতে কতকগুলি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় স্তূপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'এখন পুরস্কার লও'। সকলে হাসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, 'এই কাঠগুলি কুড়াইয়া আনায় এখন বাগানটী পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। তোমাদের দেহস্থিত বৃত্তিগুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া এক ব্রহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। ইহাতে হৃদয়-কানন পরিষ্কৃত হইবে ও তখন ইহাতে অধ্যাত্মবিদ্যার বীজ বুনিবার বেশ সুবিধা হইবে।

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

এই গানেও রামপ্রসাদ উক্ত আবাদের ঝঙ্কার দিয়াছেন।

অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর উপস্থিত শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা প্রভৃতির আলোচনা হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে বিবেক-হাকিমের এজ্‌লাসে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,' এই সম্পর্কে মোকদ্দমা কর। বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে সত্যেরই জয়, অজ্ঞান হারিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি করার অভ্যাসই ব্রহ্মাভ্যাস এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়।

দশম বল্লী

অধিকারী ভেদে উপদেশ

অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সর্ব্ব শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা। নতুবা সর্ব্ব শ্রুতি সকলেরই সর্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা। শ্রুতিবাক্যের দোহাই দিয়া দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্রই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥" (গীতা ৩।২৫,২৬)

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ করিবেন। অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে সকল কার্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ স্বয়ং অনধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥" (গীতা ১৮।৬৭)

হে অর্জ্জুন! স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুশুশ্রূষাবিহীন ও ভগবানের নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্ত্বার্থ বুঝাইও না। তথাচ,—

"রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপুরণম্।
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥" (মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩)

রাজ্য, ধন, সব চাহিলে দিবে। কিন্তু, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বলিত এই ১০৮টী উপনিষৎ যাহাকে তাহাকে দিবে না। বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য যে, দেশ, কাল, ও পাত্রভেদে প্রযোজ্য তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লী ও ছান্দোগ্যের সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায়। ভৃগু কিছুকাল তপস্যা করিয়া, পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। পিতা বলিলেন, "অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ"। আরও কিছুদিন সাধনা করিয়া যখন ফিরিলেন, তখন পিতা উত্তর করিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম ইতি"। এইরূপে বারংবার তপস্যার ফলে ভৃগুর মন যতটুকু পাইবার উপযোগী হইত, পিতা তাহাকে সেই পরিমাণ শিক্ষা দিতেন। ভৃগুর ন্যায় নারদকেও সনৎকুমার ক্রমে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় কোষ প্রভৃতি শিখাইয়া সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম উপাসনা বুঝাইয়া দেন।

একই উপদেশ যে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করে, সে বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, দেব, মনুষ্য ও অসুর মিলিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে 'দ' শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। দেবতা 'দ' শব্দ অর্থে 'দম', মানুষ 'দান', আর অসুর 'দয়া'—এই উত্তর দিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই সময়ে প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। বিরোচন অন্নময় কোষকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ইন্দ্র পাঁচ বারে প্রায় এক শতাব্দীর সাধনার ফলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মেধস্ মুনি এই সপ্তশতী, রাজা সুরথ ও সমাধি নামক এক বৈশ্য উভয়ের নিকটই বলেন। রজোগুণের প্রাবল্যে রাজা সুরথ দেবীর অর্চ্চনা করিয়া হৃতরাজ্য লাভ করিলেন। আর সত্ত্বগুণাশ্রিত বৈশ্য সমাধি সন্ন্যাসগ্রহণে জ্ঞানলাভ করিলেন।

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" (গীতা ৫।১৬)

যিনি জ্ঞানের সাধনায় অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন, প্রভাকররূপী স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্ম তাঁহাতেই প্রতিভাত।

"স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ॥"

এ জীবন নিশার স্বপন। প্রভাতসূর্য্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান ঘুম ভাঙ্গিলেই এ স্বপ্নের অলীকত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

সৃষ্টিতত্ত্ব

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ব্রহ্ম শুধু হেতুস্বরূপ। সূর্য্যকিরণের তৃণাদিদাহিকা শক্তি সামান্যতঃ নাই, কিন্তু কাচে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দ্বারা তৃণ দাহন করা যায়। এইরূপ, ব্রহ্ম চিৎশক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে মায়ার পরিণামে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদিকা শক্তি জন্মে। ইনি মহত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রতিবিম্ব যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। দর্পণে মুখ দেখিয়া যেরূপ নিজের মুখখানি বিস্মৃত হই, এই জগৎ দেখিয়াও সেইরূপ প্রকৃত চিৎ পদার্থটীকে ভুলিয়া যাই। মায়া নিত্য কি অনিত্য, তাহা নির্ব্বাচনের অযোগ্য বলিয়া ইহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলে। এই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। গুণের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি-লীন অবস্থা। গুণ-বৈষম্যই সৃষ্টি। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি মায়া, আর রজস্তমঃপ্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা। মায়া-উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, আর অবিদ্যা-উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব।

"মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥"
(পঞ্চদশী ১।১৬।১৭)

মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বজ্ঞ। অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব বৈচিত্র্যময়। অবিদ্যা কারণ শরীর, আর অবিদ্যাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ। সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী জীব তৈজস, আর স্থূল-শরীরাভিমানী জীব বিশ্ব। অব্যাকৃতা মায়া ঈশ্বরের দেশ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহার কাল; আর গুণত্রয় তাঁহার পাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ক্রমে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এই তিনটী শরীর কল্পিত হয়। অবস্থাত্রয় জীবের কাল; অন্তঃকরণ তাহার দেশ; আর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর তাহার পাত্র বা ভোগসামগ্রী।

রাজা দুর্য্যোধন ময়দানব নির্মিত স্ফটিক-আবাসে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। "কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।" মরুভূমিতে যেরূপ জলভ্রম হয়, আকাশে যেরূপ নীলিমাভ্রম হয়—ব্রহ্মেও সেইরূপ জগদ্ভ্রম জন্মে। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্যময়। জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যদ্বারা এই পার্থক্য নিরাকৃত

হইয়াছে। তৎ ত্বম্ অসি—সেই (ঈশ্বর) তুমি। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ আর নিরক্ষর চণ্ডাল দুইই যেরূপ মানুষ, হীরক ও অঙ্গার যেমন একই পদার্থ—ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ এক ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব।

একাদশ বল্লী

মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি

জীব ও ঈশ্বর মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্ম সহ নিজের অভেদ ভাব বুঝিতে পারে না। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকেও মেঘ ঢাকিয়া ফেলে। পানায় ঢাকা পুকুরের জল প্রথমতঃ দেখা যায় না, কিন্তু পানা ফেলিয়া দিলে নির্ম্মল জল দৃষ্ট হয়। সূর্য্য চিরপ্রকাশ, কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া উহাকে ঢাকিয়া রাখে অবোধ লোকেরা ততক্ষণ উহার অস্ত কল্পনা করে।

"ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা।"

(হস্তামলক)

মুগ্ধ জীব 'আমি সেই আত্মা' এই কথাটী ভুলিয়া নিজকে বদ্ধ মনে করে। মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকায় জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অলীক ভাবনা উপস্থিত হয়।

বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধি আকাশাদি মরজগতের সৃষ্টি করে। নানাত্ব কল্পনা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি, ইহার কার্য্য। "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি-ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"। বিক্ষেপ-শক্তি লিঙ্গ শরীর হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মেঘ নানাভাবে অবস্থান করায় সূর্য্যকিরণ উহাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং নানাবর্ণের সৃষ্টি করে। যেমন বায়স্কোপের গ্যালারির বিজলি বাতি জ্বালাইলে, দর্শকের অন্ধকারাবরণ না থাকায়, বায়স্কোপের খেলা বন্ধ হয়। বায়স্কোপের খেলা দেখিতে গ্যালারি অন্ধকারে আবৃত রাখা দরকার। ঐরূপ মায়ার আবরণ-শক্তি তম, আর বায়স্কোপের খেলা বিক্ষেপ-শক্তির ক্রিয়া। গ্যালারিতে যখন বিজলি বাতি থাকে, তখন দর্শক স্ব স্বরূপে স্থিত। বাতি নিবাইলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া, বিক্ষিপ্তচিত্তে খেলা দেখে। সৎগুরু যদি গ্যালারির বিজলি বাতি জ্বালান তবে পুনঃ স্বরূপে অবস্থান হয়। এই দুই শক্তির মধ্যে আবরণ-শক্তির বিনাশ হইলে অপরটী আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। 'ব্রহ্মৈবাহমস্মি'—আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিলেই ঐ আবরণ-শক্তি ছিন্ন হয়।

"আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্‌বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥"

ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে আবরণ-শক্তি নিবৃত্ত হয়। মিথ্যাজ্ঞান এবং তদুৎপন্ন বিক্ষেপজনিত দুঃখও এই সময় নিবৃত্ত হয়।

মাকড়সা যেমন নিজের দেহ হইতেই লুতাতন্তু সৃষ্টি করিয়া জাল বুনে এবং তাহারই আশ্রয়ে আবার নিজে বাস করে, তেমনি ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি, আবার তাঁহারই লীলানিকেতন।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীতা—১৫।৭)

জীব তাঁহারই অংশ। স্বয়ম্প্রভ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন মরুভূমে পথিকের চক্ষে জলাশয়ের ধাঁধা সৃষ্টি করে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মপ্রতিবিম্বও তেমনি অন্তঃকরণ রূপ মরুতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। মরীচিকায় জল নাই। শুধু একটা তেজোময় আবরণে চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়া জলের ভ্রম জন্মায়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও সেইরূপ অস্তিত্ববিহীন, অজ্ঞানাবরণে ঐরূপ প্রতীত হয়। একই সূর্য্য যেরূপ নানা পদার্থে, নানাভাবে প্রতিভাত হয়, এক ব্রহ্মও সেইরূপ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিফলিত হইয়া বহুত্বের সৃষ্টি করে। মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারাই এই বহু বুদ্ধির অবতারণা।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা

সাধারণতঃ মানুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। স্বর্গাদি উপভোগও ইহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এইটুকুমাত্র প্রভেদ যে ইহার উপভোগ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ দ্বারা হয়। এই লিঙ্গদেহ—পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দশক সহ—সপ্তদশ কলায় গঠিত। অবস্থাত্রয় ইহারই উপভোগ্য। এতদতিরিক্ত আর একটী অবস্থা আছে। উহা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানগম্য; সমাধিমগ্ন যোগীর উপভোগ্য। এই অবস্থায় না পৌছিলে ব্রহ্ম এবং মায়ার পার্থক্য অনুভব করা যায় না। সূতায় একটুকু আঁশ থাকিলেও যেমন তাহা ছুঁচে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তরেও তেমনি বিষয়-বাসনার লেশমাত্র থাকিলে, তাহা মায়ার অপর পারে পৌছিতে পারে না। সমাধি-যোগেই জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভূত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অদ্বৈতাত্ম-দর্শন ব্যতীত শুধু নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি ঘটে না। এই চতুর্থ অবস্থা মুমুক্ষু জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শুধু বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারাও

জ্ঞানলাভ সম্ভব, কিন্তু তাহা দীর্ঘ ব্রহ্মাভ্যাস-সাপেক্ষ। সমাধি তদপেক্ষা সুগম বটে। দেহাত্মবুদ্ধিতে মজিয়া থাকাই পাপ।

"দেহাত্মবুদ্ধিজং পাপং ন তদ্বৎগোকোটিবধঃ।
আত্মাহংবুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥"

দেহকে আমি বলিয়া মনে করা এত পাপ যে কোটি গোবধেও তাহা হয় না। আর, আত্মাকে আমি বলিয়া মনে করা এত পুণ্য যে তাহার অধিক পুণ্য সম্ভবপর নহে।

সৃষ্টির প্রাগবস্থা

প্রথমতঃ ঈশ্বর ছিলেন। জগৎ ছিল না। সেই অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থা।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেবমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।"
(ছান্দোগ্য ৬।২।১)

হে সোম্য, উৎপত্তির পুর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এ বিষয়ে অপরে (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন যে, উৎপত্তির পুর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—অবিদ্যমান—অভাব—স্বরূপই ছিল অর্থাৎ কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন শুধু একমাত্র অভাবাত্মক শূন্যই বর্ত্তমান ছিল। সেই অসৎ বা অস্তিত্বহীন একান্ত অভাবাত্মক শূন্য হইতেই এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক

শ্রুতির উপরোক্ত অংশ হইতে জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইটুকু হইতেই ষড়্‌দর্শনের অবতারণা হইয়াছে। প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্বের বিষয় চিন্তা করিলে, অসদবস্থার প্রকৃতিই লক্ষিত হয়। তখন নিষ্ক্রিয় পুরুষের বিষয় কল্পনা-পথে আসে না। পুর্ব্বে একমাত্র অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত বা অমূর্ত্ত ছিল, এই অসৎ হইতেই ব্যবহারিক অনাদি সৎ, ব্যক্ত বা মূর্ত্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্যাদি পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। অন্য কিছু ছিল না বা নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

(গীতা ১৩৷১৯,২০)

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি। গুণত্রয় ও তাহাদের বিকৃতিসমূহ প্রকৃতিজাত। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির আয়ত্ত। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হন। "অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্" (মুণ্ডক)। অন্ন হইতে প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, মন এবং পঞ্চভূত হইয়াছে।

লাল ফুলটীর কাছে থাকিলে স্ফটিকও লাল দেখায়। পুরুষও সেইরূপ সুখ—দুঃখে ভোগের সাক্ষী মাত্র। প্রকৃত ভোক্তা লিঙ্গশরীরস্থ বুদ্ধিবৃত্তি। সমাধিরত যোগীর দেহকে যখন মৃত্তিকার স্তররাশি ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাঁহার বুদ্ধি বিলীন অবস্থায় থাকে বলিয়া দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও সুখদুঃখের উপলব্ধি হয় না।

সুষুপ্তির শেষে জাগরণহীন যে তন্দ্রাবস্থা, তাহাই স্বপ্নাবস্থা। এই সময়ে জাগ্রৎ অবস্থার বাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। তুলা হইতে যেমন প্রথমতঃ সূতা, তারপর কাপড় তৈয়ারী হয়, প্রকৃতি-লীন অবস্থার পরও তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মার সূত্রাবস্থা। এই জন্য ইঁহার অপর নাম সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই সময়ে সূক্ষ্ম শরীরস্থ সত্ত্বরজোগুণাংশের বিকাশ হয়। ইহার পর বিশ্বের প্রকাশ বা স্থূলদেহস্থ তামসাংশের সৃষ্টি। সূত্রের বস্ত্রে পরিণতি। এই সময়েই বিক্ষেপ-শক্তির লীলায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বায়ুর গতি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও জলপ্রপাতের সাহায্যে কত কল-কারখানা চলিতেছে। এই সমস্তই জড়ের কর্ত্তৃত্ব। "জড়োঽপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে যথা।" এই জগতে জড় দ্বারা জড় চালিত হয়। চুম্বক, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সমস্তই জড় এবং প্রকৃতিরই শক্তি।

তুরীয় অবস্থায় মায়ারহিত ব্রহ্ম চৈতন্যের বিকাশ। ইহা বাক্যমনের অগোচর, গুরু-অধিগম্য এবং স্বানুভূতির বিষয়। এই অবস্থায় পৌছিলেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা—পুরুষার্থসিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ। গুরুকৃপায় এই অবস্থায় উপনীত হইলেই—'অহং ব্রহ্মাঽস্মি', 'অয়মহমস্মি' বা 'সোঽহং' ভাব। তখন সচ্চিদানন্দরূপে স্থিতি।

২২

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ॥" (বিবেক চূড়ামণি, ৪৯০)

তখন চিত্ত নির্ভীক, প্রশান্ত। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মানন্দকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্মাদির ভয় থাকে না।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥"

ইহাই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি।

দ্বাদশ বল্লী

জীবই শিব

"ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা।
ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ॥
স্বরূপাববোধাদ্ বিকল্পাসহিষ্ণু—
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥" (নির্ব্বাণদশক, ৮)

তথায় শাস্তা, শাস্ত্র, শিষ্য, শিক্ষা নাই। তুমি, আমি বা এই প্রপঞ্চ নাই। কোন কল্পনা চলে না। নেতি নেতি বিচারে, স্বরূপ জ্ঞানে যে এক অবশিষ্ট থাকে সেই কেবলাবস্থায় আমিই শিব বা পরমাত্মা।

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা—এই কথাটি প্রথমতঃ এমনই অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় যে, উহা সাধারণ জীবের পক্ষে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, বিচার, বৈরাগ্য ও ক্রম-অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান মিলে। এজন্য প্রথমতঃ গুরু ও বেদান্ত বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্বাস ভারী সহায়। ৺কাশীধামে মৃতদেহ বহনকালে বহু ব্যক্তি শবোপরি পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণপূর্ব্বক 'শিবায় নমঃ' বলিয়া উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর করিয়াই ঐরূপ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, ৺বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলে শিব স্বয়ং তাহার দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্মনাম দেওয়ায় তাহার শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। সেই শিবকেই তাঁহারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন—মৃতদেহকে নয়।

"যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং
মরণে স মহেশ্বরঃ।
জন্তোর্দক্ষিণ কর্ণে তু
মত্তারং সমুপদিশেৎ॥" ('মুক্তিকোপনিষদ—১৯)

স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর

যাহার শিবত্ব ঘটে তাহার সূক্ষ্ম শরীর, দেহত্যাগ করিলেও দেহ দাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সংস্কারবশে ঐ দেহের নিকটে থাকে। ইহা সেই সূক্ষ্ম শরীরেরই অর্চ্চনা। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই পিণ্ডকে তাঁহারা পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিণ্ড বলিয়াই জানেন। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মদেহে বিশ্বাস করিয়াই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ দেহকে মাংসাদির পিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। দেহান্তে ঘাটে যে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে "ইদং নীরং, ইদং ক্ষীরং, স্নাত্বা, পীত্বা, সুখী ভব"—বলিয়া প্রার্থনা করা হয়, তাহাও লিঙ্গদেহাত্মক জীবাত্মার উদ্দেশ্যেই করা হয়। দেহের সহিত জুতা জামার সম্পর্ক যেরূপ ক্ষণিক, জীবাত্মার সহিত দেহের সম্পর্কও সেইরূপ ক্ষণিক। এক স্থূলশরীর ভাঙ্গিলে অন্য স্থূলশরীর ব্যবহৃত হয়।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
(গীতা, ২।২২)

এই লিঙ্গ শরীর থাকাতেই জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হইয়া থাকে। এই শরীরই গাঢ় নিদ্রাকালে অচেতন হয়। তখন সাক্ষীস্বরূপ তদতিরিক্ত আত্মা বিরাজিত থাকেন। ইহা বিচার দ্বারা জানা যায়। লোকে কথায় বলে, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে বা পাপে ইহজন্মের সুখদুঃখ; আবার, পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কতই না অনুষ্ঠান আবশ্যক। ইহাতেই বুঝা যায় যে, লোকে জানে যে, সে তিন কালেই বিদ্যমান। আমি আত্মা, অজর, অমর ইহা বুঝিয়াও সে দেহত্রয়কে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না। আমি মরিব—এই ভয়েই অস্থির। কি মোহ! লোকে বলে, প্রাণ যায় ত রক্ষা পাই। অর্থাৎ প্রাণ এই দেহ ছাড়িয়া লিঙ্গশরীর সহ যে নূতন শরীর গ্রহণ করিবে, তাহা এই ভোগায়তন শরীর হইতে ভাল হইবে, ইহাই তাহার আশা—নতুবা এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। লিঙ্গশরীর থাকিতে প্রাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধির ধ্বংস নাই। সুতরাং এই সুখদুঃখেরও ধ্বংস হয় না। জ্ঞান হইলে লিঙ্গ ও কারণ দেহ বিলীন হয়, সুখদুঃখও ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। তখন কেবলানন্দ উপভোগ, পরম শান্তি লাভ। জ্ঞানে আশার পরিতৃপ্তি, আনন্দের পূর্ণতা।

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

'অদঃ' অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ, দৃশ্যাতীত, অব্যক্ত ও নিরুপাধিক, তাহা ব্রহ্মে পূর্ণ ব্যাপ্ত। 'ইদম্' অর্থাৎ অপরোক্ষ, দৃশ্য, ব্যক্ত, সোপাধিক, নামরূপাদি ব্যবহারযুক্ত যাহা কিছু, তাহাও ব্রহ্মে ব্যাপ্ত। এই যে 'ইদম্' বা কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম—তাহা পূর্ণ। কারণাত্মক ব্রহ্ম হইতে তাহা উৎক্ষিপ্ত হয়। উদচ্যতে অর্থাৎ উদ্রিচ্যতে বা উদ্‌গচ্ছতি। কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া ও আত্মস্বরূপ রসের আশ্রয় লইয়া, বিদ্যার সাহায্যে—অবিদ্যাকৃত ভূতমাত্র উপাধি-সংস্পর্শজ অন্যত্বাবভাসকে তিরস্কার করিয়া—পূর্ণই অনন্তর, অবাহ্য, প্রজ্ঞান-ঘন, একরস-স্বভাব, কেবল-ব্রহ্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। 'ইদম্' 'ত্বং', 'অদঃ' 'তৎ'। 'ত্বং তৎ অসি'—'পূর্ণং ব্রহ্ম অসি'। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ'—এই স্থলে ব্রহ্ম-শব্দ দ্বারা 'পূর্ণমদঃ' বুঝাইতেছে। উহা হইতে কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অবভাসিত হয়। 'অহং অদঃ পূর্ণং ব্রহ্মাস্মি'। অবিদ্যাকৃত অপূর্ণস্বরূপ কার্য্যব্রহ্মকে তিরস্কার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার্জ্জিত পূর্ণব্রহ্ম কেবলানন্দ অবশিষ্ট থাকেন। তাহা ও ইহা দৃশ্যদৃশ্যাত্মক। কার্য্যব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি রূপ যে পূর্ণত্ব তাহা অবভাস মাত্র। পূর্ণত্ব তাহার স্বরূপ। পূর্ণের পূর্ণতাকে লাভ করিলে কার্য্যব্রহ্ম তৎসৃষ্টিগত হয়। তখন কেবল পূর্ণানন্দই অবশিষ্ট থাকে। মতান্তরে, বর্ত্তমানে দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য—তাবৎই সেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ণ। ভূতকালে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাতে পূর্ণ ছিল ও সৃষ্টি-কালে পূর্ণব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম উৎক্ষিপ্ত হন; এবং প্রলয়ের কালে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ লয়ে কার্য্যব্রহ্ম হইতে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট। উহার রস জ্বাল দিলে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা মিষ্ট। গুড় হইতে সংস্কৃত চিনিও মিষ্ট। আবার মিশ্রি ততোধিক মধুর। এ মিষ্টত্বে টক্, ঝাল ইত্যাদি থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহা বাহিরের কোনও পদার্থের সংযোগে বিকৃত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, আর অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-স্বরূপতাই তাঁহার কোন বিশেষত্বের একান্তভাব। বেদান্তই সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া এই অদ্বৈত তত্ত্বে লইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশ থাকে, সে পর্য্যন্ত অদ্বৈতানন্দের পূর্ণতা নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

বেদান্তে সুপ্রতিষ্ঠোঽহং বেদান্তং সমমুপাশ্রয়"। আমি বেদান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত, অতএব বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ কর।

ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা

যাহা বেদান্তবেদ্য তাহাই পারমার্থিক। তাহাতে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই পারমার্থিক সত্তা। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তাহাতে যতক্ষণ স্থিতি তাহা ব্যবহারিক সত্তা।

জ্ঞানিগণের ব্যবহারিক সত্তা ও পারমার্থিক সত্তার মধ্যে ত্রিগুণময়ী ব্যবহারিক সত্তা "সর্ব্বলোক হিতায় চ", আর গুণাতীত পারমার্থিক সত্তা সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারীর উপকারার্থে প্রযোজ্য। নতুবা সর্ব্বকর্ম্ম-দগ্ধ জ্ঞানীর (স্বয়ং ব্রহ্মের) কর্ম্ম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? যিনি পুর্ণ হইয়া পুর্ণতাকে পাইয়াছেন তাঁহার আর অভাব কোথায়? প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বালক, পাগল বা পিশাচাদিবৎ থাকেন। সেজন্য তাঁহার আহারবিহারাদি দৃষ্টে অজ্ঞ জনের ভ্রম ধারণার সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাহাদের কোন অনুচিত কি গর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন নাচ্‌তে জান্‌লে বেতালে পা পড়ে না, তদ্রূপ। ব্যবহারিক সত্তায় লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান। যেমন দেবতার উপাসনা, অর্থাদি সংগ্রহে লোকহিতকর ধর্ম্মশালা, পাঠশালাদি স্থাপন, দান, ধ্যান, তীর্থযাত্রাদি ও নিত্যক্রিয়া আহারবিহারাদি। ইহাকেই গীতায় 'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্' বলা হইয়াছে। "যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃসমাচরন্"। অর্থাৎ বিদ্বান (ব্রহ্মবেত্তা) স্বয়ং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, অজ্ঞানী লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন। এবং তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেও নিষেধ আছে—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"। কারণ বুঝিবার শক্তি না থাকায় অর্থাৎ অধিকারী না হওয়ায় তাহাতে তাহাদের সংশয় উপস্থিত হইয়া বিনাশের দিকে গতি হইবে। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।'

পারমার্থিক সত্তায় একমেবাদ্বিতীয়, অসঙ্গ অখণ্ড, ব্রহ্ম আমি এইরূপ ভাবে অবস্থিত ও সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন (আবৃত চক্ষু) অধিকারী অর্থাৎ মুমুক্ষুকে উক্ত জ্ঞানামৃতের ভাগী করা তাঁহার কাজ। যাঁহারা আপ্তকাম, আত্মক্রীড় বা আত্মারাম তাঁহারা মূক, বধির, পাগল, পিশাচাদিবৎ থাকেন। আর যাঁহারা আচার্য্যত্বে নিযুক্ত তাঁহারা বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করতঃ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করেন। যেমন ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি।

সর্ব্বঘটে এক চিৎ

একদা ভগবান শঙ্কর বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় বিশ্বনাথ তাঁহার পরীক্ষার্থ শ্বপচ বেশে সেই পথে ৺কাশী হইতে রওনা হইলেন। রাস্তাটী কন্টকাকীর্ণ একপদী রাস্তামাত্র ছিল। উহার এমন স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল যে, একজন সরিয়া না দাঁড়াইলে অপরের গাত্রে লাগিবারই আশঙ্কা। আচার্য্য দেখিলেন যে তাঁহাকে ব্রাহ্মণবেশী দেখিয়াও প্রচলিত প্রথামতে সেই শ্বপচ সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন "অরে রাস্তা ছেড়ে দে।" তাহাতে শ্বপচবেশি মহাদেব পথ ছাড়িয়া না দিয়া বলিলেন—

"অন্নময়াদন্নময়মথবাচৈতন্যমেবচৈতন্যাৎ।
দ্বিজবর দূরীকর্ত্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রূহি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥ ১
কিং গঙ্গাম্বুনি বিম্বিতেঽম্বরমনৌ চণ্ডালবাটিপয়ঃ।
পুরে চান্তমস্তি কাঞ্চন ঘটীমৃৎকুম্ভয়োধাম্বরে ॥
প্রত্যাগ্ বস্তুনি নিস্তরঙ্গসহজানন্দাববোধাম্বুধৌ,
বিপ্রোঽয়ং শ্বপচোঽয়মিত্যপি মহান্ কোঽয়ং বিভেদভ্রমঃ ॥ ২
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরা যা সংবিদুজ্জৃম্ভতে,
যা ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ততনুস্থ প্রোতা জগৎসাক্ষিণী।
সত্রবাহং নচ দৃশ্যবস্থিতি দৃঢ়প্রজ্ঞাপি যস্যাস্তি চেৎ
চাণ্ডালোঽস্তু স তু দ্বিজোঽস্তু গুরুরিত্যেষামনীষা মম ॥ ৩ ইত্যাদি।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যে 'সরে যাও, সরে যাও' বলিতেছ তদ্দ্বারা কি দূর করিতে চাও? অন্নময় কোশ হইতে অন্নময় কোশকে? না, চৈতন্য হইতে চৈতন্যকে? অর্থাৎ, তোমার শরীরও অন্নময় কোশ, আমারও তাই। কোন ভেদ নাই। আর যে চৈতন্য সেই অখণ্ড, একমেব। দূর করে কে কাহাকে? (১)

গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে ও চণ্ডালের বাটিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে কোন পার্থক্য আছে কি? সোনার ঘটে স্থিত আকাশে ও মৃৎ কলসীতে স্থিত আকাশে কোন পার্থক্য আছে কি? দেখ, হে মহাত্মা! তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সমুদ্রে, আত্মা-রূপী পদার্থে এ বিপ্র, এ শ্বপচ ইত্যাদি প্রভেদ রূপ ভ্রম কেন? (২)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে যে সংবিৎ (চৈতন্য) পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাত হয়, যাহা ব্রহ্ম হইতে তুচ্ছ পিপীলিকা পর্যন্ত অখিল শরীরে জগৎসাক্ষী

রূপে স্থিত, আমিও সেই সংবিৎ। দৃশ্য বস্তু মাত্র অলীক তাহা "আমি" পদবাচ্য নহে। এইরূপ যাঁহার দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে সে চণ্ডালই হউক আর দ্বিজই হউক তাঁহাতে আমার গুরু বলিয়া বিশ্বাস আছে। (৩)

শ্বপচমুখে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য শ্রবণে আচার্য্য আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান,—যাহা তিনি ভারতব্যাপী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন—তাহা কত দূর দৃঢ় তাহার পরীক্ষার্থ স্বয়ং শঙ্কর শ্বপচরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তিনি শ্বপচবেশী শঙ্করকে অর্চ্চনা করতঃ বারাণসী প্রবেশ করিলেন।

পারমার্থিক সত্তায় ভেদবুদ্ধির লেশ থাকে না। তথায় ব্রহ্মই ব্রহ্ম। জাতি, নাম, রূপ, বর্ণের সংস্থান নাই। জ্ঞানীর কোন লিঙ্গ নাই, আচার-ব্যবহারের বিধিনিষেধ নাই, তিনি তৎসমুদায়ের বহির্ভূত। ব্যবহারিক সত্তায় লোকহিতার্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি আচরণ বাহ্যিক মাত্র। পারমার্থিক সত্তায় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চাদি সমস্তই ব্রহ্ম। তখন "হরিরেব জগৎ জগদেব হরি হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনু"। ব্যবহারিক সত্তায়,—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥" (গীতা ৩।২৫)

অবিদ্বান্ (অজ্ঞ) আসক্ত চিত্তে যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, হে ভারত! বিদ্বান্ (জ্ঞ) অসক্ত (অনাসক্ত) ভাবে লোকের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কেননা—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" (গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন ইতর (অজ্ঞানী) জনও সেইরূপ আচরণ অনুকরণে কাজ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ করেন, সাধারণ লোকে অবিচারিত চিত্তে তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

ত্রয়োদশ বল্লী

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

আর্য্যগণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বহুকাল পরীক্ষিত ও ঋষিগণের দিব্যদর্শনে বিশোধিত। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্যাদি দিব্যদ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য ঐ সকল বেদানুগ শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম ; তদ্‌বিরোধী যে কর্ম্ম তাহা বিকর্ম্ম ;

এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অকরণ অকর্ম্ম নামে অভিহিত। যতক্ষণ পারমার্থিক সত্তার আবির্ভাব নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান নাই, ততক্ষণ ব্যবহার সত্তার কর্ম্ম করিতেই হইবে। বিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত উভয় প্রকার কর্ম্মই কর্ম্ম। অধিকারী ভেদে ইহা আচরিত হইয়া থাকে। ব্যবহার সত্তায় "আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ" (গীতা ৭।১৬) এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। আর্ত্ত—রোগাদি অভিভূত। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থী—ইহলোকে বা পরলোকে ধনৈশ্বর্য্যাদিজনিত সুখপ্রার্থী। জ্ঞানী—আমিই ব্রহ্ম এবং তদতিরিক্ত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারী মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" (গীতা ৭।১৭) তাহাদের মধ্যে, জ্ঞানী পরব্রহ্মে, একমেবাদ্বিতীয়ে নিত্যকাল অবিচ্ছেদে যুক্ত জন্য শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হয়েন না, চির সংযুক্ত। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।' এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে দৃঢ় নিষ্ঠা, তাহাই একাভক্তি বা পরাভক্তি। তথাচ,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

ব্রহ্মভূত অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, সদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। এই অবস্থাই পরাভক্তির অবস্থা। যে অবস্থায় উপাস্য-উপাসকে ভেদ থাকে তখন আকাঙ্ক্ষাও থাকে, ভগবৎসান্নিধ্যচ্যুতিভয়ে শোকও থাকে। এজন্য যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি ততক্ষণ পরাভক্তির বা একাভক্তির উদয়ই হয় না। তৎপর তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিলে ভয় থাকে না। এই কথাই গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে পুনঃ কথিত হইয়াছে যথা—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" যিনি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা করেন তিনি সত্ত্ব, রজ, তমাদি গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত বলিয়া কল্পিত হন। কেননা, আমি ব্রহ্ম ও আমার স্বরূপ যে ব্রহ্মত্ব তৎপ্রাপ্তিতেই পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমনরূপ বন্ধন মুক্ত হয়। নতুবা পুনঃ জন্মমৃত্যুর যে ক্লেশ তাহার শেষ হয় না। গীতায় আছে ক্ষেত্রদেহাদি সবিকারী। প্রতিক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্ব-হেতু প্রকৃতি। পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। যত বিকার সব প্রকৃতিগত। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক রূপ যে জ্ঞান তাহা আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মের যে স্বাধর্ম্ম্য

"ব্রহ্মত্ব", "আনন্দত্ব", তাহা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি সৃষ্টিকালেও আর জন্মে না, ভগবান বলিয়াছেন—আমার ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিলে আমাতেই আসিবে অর্থাৎ ব্রহ্মই হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখের আলয় ক্ষণিক পুনর্জ্জন্ম নাই। (অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার উপাসনাদি পুনর্জ্জন্মের বাধক হয় না।) পরমা সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সংসিদ্ধি 'ব্রহ্মজ্ঞান' হইলে সেই মহাত্মার আর পুনর্জ্জন্ম নাই। আমি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মই; ইহাই জ্ঞানের সীমা। ধর্ম্ম দ্বারা যে সুখ লোকে আশা করে তাহার চরম, ব্রহ্মানন্দ। যাঁহারা অব্যভিচারী প্রেমভক্তি-পথে অগ্রসর হন তাঁহারাও তদ্দ্বারা গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ কল্পিত হন। ব্রহ্মভূত হইতে অখণ্ড, অসঙ্গ, ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের প্রয়োজন তদভাবে দ্বৈতলেশ থাকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মভূত হইতে পারেন না। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—যখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণজী সহ গোপীগণের বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হয়, তখন কৃষ্ণজী তাঁহাদিগকে অখণ্ড পরম ব্রহ্মভাবে কৃষ্ণকে চিন্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোরা হইলেও অখণ্ডৈকরস-বিষয়ক উপদেশ না থাকায় নরজীবন কৃতকৃত্য হয় নাই। তৎপরে ভগবৎ উপদেশে ও তদবলম্বনে তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ প্রেমা-ভক্তি হইতে শত্রুভাবে ভগবদ্‌ভজনের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাতে সত্বর তন্ময়তা লাভ হয়। যথা—

বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

গীতাতে কর্ম্ম ও জ্ঞান নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়াই কথিত। ভক্তি নিষ্ঠা নয়, উহা ঔপচারিক। একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুভূতি। তখনই যে পরাভক্তি লাভ হয় তাহা দ্বৈতাত্মক প্রেমাভক্তি নহে। এখানে ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর। ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান।

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (গীতা ৪।৩৩)

ভক্তি কর্ম্মের সহকারী। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর-বিরোধী। শ্রুতি বলিতেছেন—"নাস্ত্যকৃতকৃতেন", "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ অকৃত বা নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিনাশীকে বিনাশী কর্ম্ম দ্বারা পাওয়া

চৈদ্য—চেদিরাজ শিশুপাল। যূয়ং—যুধিষ্ঠিরাদি। বয়ং—নারদাদি।

যায় না। কর্ম্মত্যাগেই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি। শ্রুতি বলেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। স্মৃতিতেই তাহারই ঝঙ্কার পাওয়া যায়—"নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাভিগচ্ছতি"। অতএব এষণাত্রয় ত্যাগ দ্বারা আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মদর্শন বা 'তদ্‌বিষ্ণোপরমপদঃ' প্রাপ্তিরূপ ব্রত পালনীয়। কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মোচিত লোক বা পুত্র বা বিত্ত এই এষণাত্রয় দ্বারা নহে। কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃততত্ত্ব লাভ হয়।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"

যখন ঈশা বা ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত পূর্ণ এবং যেহেতু একই সময়ে একই স্থানে দুই বস্তু থাকিতে পারে না, তখন জগৎ বা ধন কোথায় যে আকাঙ্ক্ষা করিবে? জগৎ বা ধনাদি শশ-বিষাণ, কূর্ম্ম-রোম, গগনকুসুম, বন্ধ্যা-পুত্রবৎ অলীক। মরীচিকাতে জলান্বেষণবৎ জগৎ বা ধনান্বেষণ পণ্ডশ্রম ও মূর্খতা; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকা অসম্ভব। তাই, দীর্ঘ স্বপ্নতুল্য যে জাগ্রাদাদি অবস্থা তাহাতে যে প্রপঞ্চ প্রকটিত হয় তাহা স্বপ্ন জ্ঞানে, ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিতেছেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। অর্থাৎ সংসাররূপ স্বপ্ন হইতে উঠ, ব্রহ্মবিদ্ বরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা জিজ্ঞাসা কর, ব্রহ্মের অনুধ্যান কর। ব্রহ্মকে জানাই জাগরণ ও তৎবিষয়ে নীরব থাকাই মোহনিদ্রা। গীতাও তাই বলেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

(গীতা ২।৬৯)

সর্ব্বসাধারণ যে এষণাত্রয়ের বিষয়ে জাগ্রত ও ব্রহ্মবিষয়ে মোহনিদ্রাগত, সংযমী সেই সর্ব্ব বিষয়েই নিদ্রিত ও ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত হয়েন। এই ব্রহ্মজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্রের বিবৃত বিষয়। তাই গুরু ও বেদান্ত বাক্য বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। কর্ম্মে মতিগতি বা তৎপরতা শ্রদ্ধা নহে। শ্রুতি বলেন—

"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" অর্থাৎ বেদান্তের অর্থ সুনিশ্চিত জানিয়া এষণাত্রয়-ত্যাগে যতিগণ শুদ্ধচিত্ত হন। এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মভূত হইবার পূর্ব্বে যদি প্রারব্ধবশে দেহত্যাগ হয় তথাপি আর অধোগতি হয় না। সেই সব যোগিগণ দেহান্তে ব্রহ্মলোকে প্রবেশলাভ করেন ও কল্পান্তে

ব্রহ্মের নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। তাই বেদান্তই কেবল পরমার্থিক পথের সম্বল। এমন বেদান্তের শিক্ষা পাইয়াও যদি কর্ম্মাদি ত্যাগের জন্য পুরুষকার প্রয়োজিত না হয় তাহার নরজন্ম ধারণ বৃথা। ব্রহ্মজ্ঞানই নর-জীবনের কৃতকৃত্যতা। উহাই পরম পুরুষার্থ।

ব্যবহারিক সত্তাতেই জগৎ সংসার। সংসার ত্যাগ কয় জনে করিতে পারে?

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র লোকের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হাজারের মধ্যে দুই একজন পরম আত্মাকে জানিতে পারে। তাই সংসারে থাকিয়াও যাহাতে একেবারে পশুধর্ম্মী না হয় তজ্জন্য ঋষিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম। তাহা সমাজকে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে আবদ্ধ রাখিয়া কতকটা শান্তি সুখের বিধান করে ও সর্ব্বোত্তম যে আত্মদর্শন তৎদিকে লইবার জন্য চেষ্টান্বিত করে। এই শাস্ত্র সকল সত্ত্ব, রজ, তম গুণত্রয়ের সমাবেশ দৃষ্টে ও সহজাত কর্ম্মাদি দৃষ্টে বর্ণ ও আশ্রমাদির সৃজন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বদেশেই প্রায় তুল্য। যেমন—বিবাহাদির ধর্ম্মাঙ্গতা, ছল চাতুরী ত্যাগে ধনাদি অর্জ্জন ও রক্ষণাদির নিয়ম, অসত্য, চৌর্য্য হিংসাদির নিবারণ, ঈশ্বর উপাসনা, জপ, ধ্যানাদি, সমাজ রাজ্যরক্ষার্থ ব্যক্তি বা সমষ্টির কার্যতা। সকল শিক্ষিত দেশেই কতক লোক আছে যাহারা গৃহে থাকিয়া জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা রাষ্ট্র বা সমাজকে উন্নত করে। যেমন—পাদরী, মোল্লা, পুরোহিত, লামা ও কুঙ্গী ইত্যাদি। কতক লোক (ক্ষত্রিয়াদি) সমাজরক্ষার্থ যুদ্ধকার্য্যে, নিযুক্ত থাকে। কতক লোক (বৈশ্য বা বণিক) শিল্পবাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং কতক লোক (শূদ্র) মূঢ়প্রায় পশুজীবন যাপন করে, তাহাদের শ্রমই জীবিকা। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই সকল কিছু কিছু বিভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। যাহারা ধর্ম্মপথের পথিক তাহারা সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু কামিনীকাঞ্চনে বিতৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা সর্ব্বত্রই আছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের স্থাপয়িতা যিশু বা তাহার দ্বাদশ শিষ্য কেহই বিবাহ করেন নাই। যিশুর উক্তিতে স্পষ্ট আছে যে কতক লোক সহজ নপুংসক এবং অন্য কতক লোক স্বর্গরাজ্যের জন্য নপুংসক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী। পাদরীগণের অনেকে বিবাহ করেন না, ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করেন। মুসলমান ফকিরগণও অনেকে বিবাহ করেন না। এক ঈশ্বরই প্রায় সকলের মান্য; তবে

সগুণ ও নির্গুণ ভাব নিয়া উপাসনাদির বহিরঙ্গে তর্ক আছে বটে। নির্গুণ উপাসক অপেক্ষা সগুণ উপাসকের সংখ্যা, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত লোকসংখ্যা অত্যধিক। লোকহিতার্থ ও শিক্ষার্থ অনেক মহাপুরুষ নির্লিপ্তভাবে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া থাকেন। প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে বামদেব, বশিষ্ঠাদি; মাধ্যমিক যুগে উদ্দালক, যাজ্ঞবল্ক, শ্বেতকেতু প্রভৃতি; বর্ত্তমান যুগে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংসাদি; ইঁহাদের প্রদর্শিত আদর্শ সংসারী জীবন, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল করার জন্যই বটে। নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম ভাবে অনাসক্তচিত্তে কার্য্য করার জন্যই আদর্শ জীবন। ঋষিগণের বাক্য শ্রদ্ধা করিতে হয়। তাই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র মান্য ও শিরোধার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" (গীতা ১৬।২৪)

যেমন স্ববর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি বৃত্তিতে অর্জ্জুনকে স্থিতিবান করার জন্যই কৃষ্ণজী গীতা কহিয়াছেন। যেমন মনু, যাজ্ঞবল্কাদি স্মৃতিশাস্ত্র সকল করিয়া গিয়াছেন। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণচতুষ্টয় গুণকর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি প্রতি জীবনে বাল্য যৌবনাদি ভেদেও কর্ত্তব্যভেদ হয়। তাই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছে। বাল্যে পিতামাতা ও গুরুর শাসনে থাকা কর্ত্তব্য; তাই মহাভারতে পিতামাতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তপস্যা করিতে যাওয়ায় ব্রাহ্মণকুমার যে সফলকাম হন নাই তাহার বর্ণনা ধর্ম্ম-ব্যাধের উপাখ্যানে আছে। স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে যে উহা ফলপ্রদ ও মঙ্গলাস্পদ হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উক্ত উপাখ্যানের ধর্ম্মব্যাধ ও তাহার গৃহস্থ পত্নী। রামায়ণেও গুহক চণ্ডাল ও শবরীর উপাখ্যানে সহজাত ধর্ম্মে স্থিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিলাভের ও ভগবৎকৃপা লাভ করার বিষয় বর্ণিত আছে। উহারা সকলেই দিব্যদর্শনাদির অধিকারী হইয়াছিল।

"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (গীতা ১৮।৪৬)

আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে শ্রেণীবদ্ধমতে যাইলে সকল দিকই সুখের হয়। সংসারে যে শ্রেণীতেই কেন থাক না, ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় ও শান্তি পাওয়া যায়। অমুকের আছে, আমার নাই, না ভাবিয়া, শান্তিতেই আনন্দ, ভগবান যা দিয়াছেন তাহাই বেশ, এইরূপ বুদ্ধিতে চলিলে শান্তিলাভ হয়। এই আনন্দ-ধারা সেই সচ্চিদানন্দ হইতেই সর্ব্বতঃ অনুস্যূত।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সদ্‌গুরুর প্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান হৃদ্‌কন্দরে প্রকাশমান হন। যেমন কাপড়ে রঙ দিবার পূর্ব্বে কাপড় সাবান দিয়া কাচিতে হয়। সাবান দিয়া কাচায় রঙ্ ফলে না। রঙ্ লাগান পৃথক ব্যাপার। যদিচ চিত্তের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন কর্ম্মসাপেক্ষ তথাপি, ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন বা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তর্কচ্ছলে কর্ম্ম হইলেও উহা তুষ্ণীভাব বিধায় অকর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। উহা নিষ্কর্ম্মই। কর্ম্ম সর্ব্বদাই সফলক হয় এবং ফলনিবন্ধন বন্ধনের হেতু হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তদ্রূপ বন্ধনোপযোগী ফলদায়ক নহে। উহা জ্ঞান বিকাশের দ্বারা যাবতীয় কর্ম্মফলের বিনাশের হেতুভূত। যতক্ষণ কর্ত্তা, করণ, কার্য্য ; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ ; উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা ; দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ ভেদভাব চিত্তে জাগে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি দ্বৈত পল্বলেই ডুবিয়া আছে জানিবে। সংসারে আসিয়া শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও কার্য্যব্রহ্ম (ঈশ্বর) চিন্তা ও ভজনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে, সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব ঈশ্বর ও পরব্রহ্মের একতারূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যের বা "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" মহাবাক্যের স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ইহারই নাম জ্ঞানলাভ। ইহারই নাম মুক্তি। ইহাই তদ্‌বিষ্ণো পরমপদ লাভ। ইহাই মানব জন্মের কৃতকৃত্যতা।

বৈদিক যুগে

বৈদিক যুগে

ওঁ

বৈদিক যুগে

ঋষিগণের আবাস

ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যবে। নেত্র সঞ্চালন করিলেই পৃথিবী ও তৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব নয়নপথের পথিক হন। সূর্য্যহীনা অন্ধকারময়ী পৃথিবী সুখদায়িকা নহেন। চিরসূর্য্যহীনা হইলে তুষার-মণ্ডিতা হইয়া ইহা প্রাণিবাসের অযোগ্যা হইয়া পড়ে। এই প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ ব্যতীত ধরিত্রী ও সবিতৃদেব মহাকর্ষণরূপ অপর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ আছেন। তাই স্বসুত চন্দ্রমাসহ অধিবর্ত্তগমনা পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগণ সঙ্গে সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ষড়ঋতু-সমন্বিতা ধরণীর নব নব ভাববিকাশ সূর্য্যের সন্নিকর্ষতা বা ইহার দূরগমন বশতঃই ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য জগৎ-প্রসবিতা বলিয়াই তাঁহাকে সবিতা বলে। এই বিশ্বভুবনের স্রষ্টা সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই চন্দ্র ও গ্রহাদি দিব্‌লোকে অবস্থিত আছে। সবিতা হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিব্যাদির উৎপত্তি জানিয়াই বৈদিক ঋষিগণ গায়ত্রীছন্দে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনাতৎপর। বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞানবাদেও এইরূপই বলিয়া থাকে। বেদবাক্যে পৃথিবী ও সূর্য্য একজাতীয় জড় থাকা যেমন ধার্য্য, তেমনি ইহাদের অধিষ্ঠাতাও একই দেবতা এ বিষয়ে ক্ষিতিপিণ্ড ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য লক্ষ্য করিতে গিয়া ঋষিগণ বিচার-নেত্রে দেহপিণ্ডেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য সহ তদধিষ্ঠাতৃ পুরুষেরও একতা দর্শন করিয়াছেন। প্রাচীনতম ঋষি নবগ্ব আঙ্গিরস দধ্যঙ্ আথর্বষন "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" মন্ত্র দ্বারা এই জীব ও শিবের একতাই প্রকট করিয়াছেন। তাই বেদে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" বলিয়া অর্চ্চিত।

সূর্য্য হইতে আগত আমাদের এই পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে শীতল হইতে এই বর্ত্তমান রূপে পরিণত হইয়াছে। জ্বালাময়ী বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কতক-পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে অদ্যাপি স্বকীয় পুর্ব্ব স্বরূপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ক্রমশঃ শীতলা হইয়া পৃথিবী কালে জলময়ী হইয়াছিলেন। ঋ ১০।১২১।৭ ও বৃহদারণ্যক ১।২।১, ৫।৫।১ দ্রষ্টব্য। তৎকালে সিসৃক্ষু ভগবান নারায়ণ জলজ উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদিরূপে অবির্ভূত হন। ইহাই প্রথম জীবসৃষ্টি। তৎপর পৃথিবীর কতক অংশ কর্দ্দমভাবে পরিণত হইলে কচ্ছপাদির উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে

কর্দ্দমাদি শুষ্কতা প্রাপ্তে তৃণ-গুল্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে বরাহাদি জন্তু জগতে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সময়ক্রমে মহান মহীরুহাদি পৃথিবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে তাহাতে সিংহাদির সৃষ্টি হয়, তৎপশ্চাৎ বামনরূপী নরের আবির্ভাব। গরুড়াদি পক্ষী ও ঐরাবতাদি হস্তিজাতীয় প্রাণিগণের তুলনায় মানবদেহ বামন বা হ্রস্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ ক্রমবাদের পক্ষপাতী। এই মানব আবির্ভাবের পুর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লইয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বহু আলোচনা চলিতেছে। এই পৃথিবী মনুষ্য-বাসোপযোগী হওয়ার কিয়ৎকালপুর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত বাতালোড়িত জলতরঙ্গবৎ এক মহান্ আলোড়নে বিচ্যুত, বিপর্য্যস্ত ও স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হইয়া বিশেষ বৈষম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে পর্ব্বতাদির স্থানচ্যুতি ও অত্যুন্নতাদি রূপে স্থিতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি ভূকক্ষেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে ভারতবর্ষান্তর্গত পঞ্জাবের সল্টরেঞ্জ নামক পর্ব্বতাবলী বিচ্যুত পর্ব্বত বটে। সরস্বতী নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর গতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাই নর্ম্মদা ও তাপ্তী পুর্ব্ব সমুদ্রে না পড়িয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করেন। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়—ইন্দ্র পর্ব্বতপক্ষ ছেদন করিয়া উহা স্থিতিশীল করিয়াছেন (২।১৭।৫)। পর্ব্বত পার্শ্ব বিদীর্ণ করতঃ নদী প্রবাহের পথ করিয়াছেন (১৩২।১ ও ১৫৬।৬)। পর্ব্বত-সকল ইন্দ্রভয়ে কম্পিত হইত (১৬২।৫, ১৬৩।১, ২।১২।২, ২।১৭।৫, ৩।৩০।৯) ইত্যাদি। যৎকালে এইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তৎকালে সাগর, হ্রদ, নদী প্রস্রবণাদিরও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।১৩১।৪ মন্ত্রে আছে—যে "তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবীকে ও জলরাশিকে জয় করিয়াছ।" এই তুষারপাতজনিত বন্যা অথবা পর্ব্বতাবদ্ধ জলকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, এবং পৃথিবীর কোন অংশের উত্থান বা নিমজ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে হিমাচ্ছন্নপর্ব্বতের উৎপত্তি, সশব্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীর স্তম্ভন ও উত্তোলন, ভূরিপরিমাণ বিশ্বভুবন জলদ্বারা আচ্ছন্ন রাখা এবং তাহাতে অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে বীভৎসদিব্যজলের ও ১০।১৩৬।৭ মন্ত্রে করকাবিশিষ্ট জলের বিষয় আছে। উহা তুষারপাত বা তুষার-প্রবাহজনিত জল ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? ঋ ১০।৩০।৩, ৪ মন্ত্রে জলের সমুদ্রগমন ও অগ্ন্যুৎপাত বিবৃত। ঋ ৮।৩২।২৬ মন্ত্রে তুষারপিণ্ড দ্বারা অসুর বধ ও ৭।৯৭।৮ মন্ত্রে নদীর জল তরল করিয়া তাহা অবগাহনযোগ্য করার উক্তি

তুষারঘটিত ব্যাপার বই কি? এই সকল বিবরণ তাৎকালিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনার স্মৃতিমূলকও বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ঘটনা পুরুষপরম্পরা স্মরণ রক্ষণ রীতি সম্বন্ধে ঋ ৬।২১।৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। রামায়ণ, মহাভারত, মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এইরূপ বহু প্রাচীন ঘটনা-বিষক আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়। পারসিকগণের গ্রন্থেও দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও জনপ্রবাদ গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ঋগ্বেদের ঐ সকল মন্ত্রদৃষ্টে ভারতে বৈদিকযুগ, প্রথম তুষারপাতের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পারসিক আর্য্যগণের মান্য প্রাচীন জেন্দাবস্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত বিবজ্যতপুত্র প্রজাপালক যিম্, তাহাদিগের মহান্ ঈশ্বর অহুরমজদার অনুজ্ঞায়, তুষারপাতে সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট না হয় তাই তৎপূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রাণীর বীজ সংরক্ষণার্থ একটি সুবৃহৎ "বর" নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করা ও পরবর্ত্তী কালে তথা হইতে চলিয়া আসার বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গৃহীত। উক্ত জেন্দাবস্তে আরও বর্ণিত আছে যে যিম্ অজিদহক কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে বীরবর আথ্যত্রৈতন ত্রিশিরস ষট্‌চক্ষু অজিকে বধ করিয়া যিম্‌কে স্বপদে পুনঃস্থাপন করেন। ঋগ্বেদের ১০।৮।৮ মন্ত্রেও ষট্‌চক্ষু ত্রিশিরকে আপ্ত্যত্রিত বধ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যিম্ অর্থ যম, বিবজ্যত অর্থ বিবস্বৎ, আথ্যত্রৈতন অর্থ আপ্ত্যত্রিত বলেন। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ঋগ্বেদের আপ্ত্যত্রিতের সময় সম্বন্ধে একটা দিগ্‌দর্শন মিলিতেছে। তুষারপাতের পূর্ব্বে অহুরমজদা যিম্‌কে ঐ আদেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আপ্ত্যত্রিত তুষারপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক হইবেন। ইয়োরোপীয়গণের মতে দুটী ও আমেরিকান মতে চারিটী তুষারপাত কল্পিত হয়। বর্ত্তমানে যে শাকলশাখীয় ঋগ্বেদ পাওয়া যায় উহা বেদের অংশ মাত্র। তুষারপাতের বর্ণনা ইহাতে স্পষ্ট না হইলেও পূর্ব্বোক্ত ১০।১২৪ ও সূক্তোক্ত করকাদিবিশিষ্ট বিশ্বভুবনাচ্ছদক জলের বিবরণ জেন্দাবস্ত লিখিত বাণী সহকারে তুষারপাতের নির্দেশক হইতে পারে। উক্ত আপ্ত্যত্রিত ঋ ১।১০৫, ৮।৪৭; ৯।৩৩, ৩৪ ও ১০২ সূক্তের এবং ১০।১-৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। বহুমন্ত্রে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ ৫।৪১।৪, ৮।১২।১৬ ইত্যাদি মন্ত্রে আপ্ত্যত্রিত দেবগণ সহ সোমপান করেন। আপ্ত্যবংশীয় আরও কতিপয় ঋষি ঋগ্বেদে দ্রষ্টা আছেন। ঋগ্বেদের কোন কোন ঋষি ও দেবতার নাম পারসিকগণের জেন্দাবস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আখ্যানেরও ঐক্য আছে। এজন্য ভারতীয় ও পারস্য বা ইরাণীয় আর্য্যগণ কোন কালে একত্র

ছিলেন এমত সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্গত মনে হইয়াছে। ইরাণ শব্দ আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। জেন্দাবস্তে ইরাণীয় আর্য্যগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। বিশেষরূপে যোলটী স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ সকল স্থান ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অহুরমজদা আপন ভক্তজনের সুখে বাস করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করেন। ঐ সকল স্থানের ক্রমিক নাম এই :—১। এরিয়ানবীজ, ২। সুগ্ধা, ৩। মোরু, ৪। বাগধি, ৫। নিশয়, ৬। হরয়ু, ৭। বেক্রেতা, ৮। উর্ব্ব, ৯। ক্লেন্তা, ১০। হরাবতী, ১১। হেতুমন্ত, ১২। রাখা, ১৩। চক্রেতা, ১৪। বরুণ, ১৫। হপ্তহেন্দু, ১৬। রাঙ্ঘা। এরিয়ানবীজ অর্থাৎ আর্য্য বীজস্থান ইহা ইরাণীদের স্বর্গ। ইহা দৈত্যনদীর তীরে। রাজ্ঘা ইহার সীমান্তস্থিত। ঐ সীমান্ত রাজ্ঘার অপর তীরে দেবোপাসকগণের স্থান। ঐ রাজ্ঘানদী উত্তরবাহিনী। সুগ্ধা সগধিয়ানা বর্ত্তমান সমরখন্দ। মোরু মর্জিয়ানা বর্ত্তমান মার্ভ। বাগ্‌ধি বক্‌ট্রিয়া বালখ্। নিশয় বা নিস্থ মোরু ও বাগ্‌ধি মধ্যে স্থিত। হরয়ু অর্থ সরয়ু বর্ত্তমানে আফ্‌গনিস্থানের হরিরুৎ নদী, হিরাটের নিকটবর্ত্তী। বেক্রেতা কাবুল বা সিজিস্থান। উর্ব্ব ইস্পাহান কি খোরাশান বা কাবুল। ক্লেন্তা আফ্‌গনিস্থানে বেহারকেনা কান্দাহারের নিকট বাহিরকানিয়া গুর্জন। হরাবতী অর্থ সরস্বতী আরাকসিয়া বর্ত্তমানে আফ্‌গনিস্থানের হরুৎ নদী। হেতুমন্ত অর্থ সেতুমৎ আফ্‌গনিস্থানে হেলমন্দ নদী। রাখা রাজই বা রায় জোরায়েষ্টারের (জারাথুস্ত্র) জন্মস্থান। চক্রেতা খোরাসানে। বরেণ বা বরুণ ঘিলান আপ্য ত্রেতনের জন্মস্থান। আথ্য=আপ্ত্য, জলীয়। বরুণ জলের রাজা। হপ্তহেন্দু অর্থ সপ্তসিন্ধু-হিন্দাবাস-ইণ্ডিয়া-পঞ্জাব, এই হপ্তহেন্দু শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। রাজ্ঘা অর্থ রসা-নদী বা কাস্পিয়ান সাগর, কিম্বা উহা রুমের আরব স্থান বা মেসোপটোমিয়ায় স্থিত, এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। আর্য্যগণের আদিম নিবাস লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে! কেহ মধ্য এসিয়া, কেহ বা সুইডেনে, কেহ বা জর্ম্মনি, কেহ বা কারপেথিয়ান পর্ব্বত, অন্য কেহ সুমেরু সন্নিহিত বলিতেছেন। কলিকাতার বিদ্বদ্বর শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় অন্যমত খণ্ডনে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব আর্য্যগণের বীজভূমি বা আদি জন্মস্থান বলিতেছেন। সিন্ধু নদীর পাঁচ শাখা ও সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয় লইয়া সপ্তসিন্ধুই আদি আর্য্যাবাস। ইতিপূর্ব্বে বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় উত্তর মেরু সন্নিহিত স্থানই আর্য্যগণের আদিস্থান বলিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বহু

আলোচনাও হইয়াছে। আদিম আর্য্য নিবাস যেখানেই হৌক না কেন, ভারতবর্ষেই যে, আর্য্যসভ্যতার চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আর্য্যগণের নাম অনুসারেই হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত মধ্যস্থ দেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া প্রথিত। আর্য্যাবর্ত্ত দেবনির্ম্মিত দেশ। অর্থাৎ দেবগণ বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশে পৃথিবীকে মহিমাময় করিবার জন্য এই দেশ পশ্চাৎ নির্ম্মাণ করেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও তদ্দক্ষিণস্থ দেশ যাহাকে দক্ষিণাপথ বা Deccan বলে তাহা প্রাচীন। বিন্ধ্যের উত্তরে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সমুদ্র ছিল ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার নাম দিয়াছেন টাইদ্ (Tythe)। এই টাইদ্ ভেদ করতঃ হিমালয় পর্ব্বতের উত্থান ও তৎসহ আর্য্যাবর্ত্তের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই পুণ্য-ভূমিকে ধর্ম্মকর্ম্মসহায়কস্বরূপে সৃষ্টি করতঃ দেবগণ সরস্বতীতীরে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। এজন্যই ইহাকে দেবনির্ম্মিত দেশ বলা যায়। এই আর্য্যাবর্ত্তকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গাঙ্গেয় উপত্যকা বলিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্ত দেশে ভগবান কত রূপে কত বার আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছেন। ইহা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা। অবিনাশবাবুর প্রমাণগুলি বহু যুক্তিপূর্ণ হইলেও কতকাংশ যুক্তিযুক্ত নহে এমন মনে হয়। তিনি ভৌগোলিক সংস্থান ও ঐতিহাসিক তত্ত্বাংশ বিষয়ে জেন্দাবস্তের উপর নির্ভর করিয়াও তাহার সমগ্র অংশ গ্রহণ করেন নাই বা বর্জনের বিশেষ হেতুও প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণ দেব-উপাসক। ইরাণীয়গণ অসুর-উপাসক। জেন্দাবস্তে বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র, নাসত্যদ্বয়, ওশরু প্রভৃতি দেবগণ ও তাঁহাদের উপাসক-গণের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিপূর্ণ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গিরামন্যু অহুর-মজদার পরম বৈরী। মন্যু অর্থ যজ্ঞ। অঙ্গিরা যিনি ইন্দ্রোপাসনাত্মক যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা তিনিই সম্ভবতঃ অঙ্গিরামন্যু। যেমন শতমন্যু ইন্দ্র। অথবা শতমন্যুর উপাসক অঙ্গিরা তাই অঙ্গিরামন্যু। ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অহুর-মজদা যে ষোলটী স্থান ক্রমে নির্ম্মাণ করেন এই অঙ্গিরামন্যু দেবগণ সহায়ে তাহা ক্রমে নষ্ট-ভ্রষ্ট করিয়া দেন এমন উক্তি জেন্দাবস্তে আছে। যেমন এরিয়ানা-বীজো ইরাণীয়গণের বাসস্থান তেমনি হপ্তহেন্দু পারসিক আর্য্যগণের জন্যই অহুর-মজদা নির্ম্মাণ করেন। যদি অঙ্গিরাগণ অসুর উপাসকগণকে বিদূরিত করতঃ হপ্তহেন্দুতে বাস করিয়া থাকেন তবে উহা ভারতীয় আর্য্যগণের আদি বীজস্থান হয় না। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু শব্দটী আছে, উহা পাতাল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী কোন প্রবাহ বলিয়া মনে হয়, ঋ ১৫২।১৪, ১৭২।৮, ৫।৪৭।৫, ৬।৭।৬,

৮।৬৯।১২, ৯।২২।৬, ১০।৪৩।৩ ও ১০।৪৯।৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। কুত্রাপি প্রবাহরূপে জল প্রবাহ বা নদী বাচকও হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে দেশবাচক এবং পঞ্জাব-দেশবাচক তাহা নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। পঞ্জাব অর্থ পঞ্চ অব্ বা জল অর্থাৎ পঞ্চনদীবিশিষ্ট দেশ। সপ্তাব্ নহে। পঞ্জাব যদি সপ্তসিন্ধু হইত তবে ঋগ্বেদেও পঞ্জাব অঞ্চলের স্থানসমূহের নাম করিতে সপ্তসিন্ধু শব্দেরই প্রয়োগ হইত, তাহা না করিয়া সিন্ধাবধি, গান্ধার, অসিক্লীয়া, আর্জিকিয়া সারস্বত, পঞ্চ-জনপদ, শর্য্যনাবৎ, কৃত্য, ঋজীক প্রভৃতি দেশবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কেন? ঋ ১।১২৬।১, ৬।৪৫।৩১, ৭।৫।৩, ৮।৬৪।১১, ৯।৬৫।২২, ২৩ এবং ৯।১১৩।১ মন্ত্রে সপ্তসিন্ধু শব্দ নদীপ্রবাহবাচক দৃষ্ট হয়। সিন্ধুর বৃহত্তর পাঁচ শাখা ও সরস্বতী দৃষদ্বতী লইয়া সপ্তসিন্ধুর গণনা বেদ-সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিতে হয়, কারণ ঋ ৮।৫৪।৪ মন্ত্রে আছে "সরস্বতী অবন্তু সপ্তসিন্ধবঃ" ইহাতে সরস্বতী সপ্তসিন্ধু হইতে পৃথক্ বলিতেছে। নতুবা বলিতে হয় সপ্তস্রোতা সরস্বতী। ঋ ১।৩।১২ মন্ত্রে "মহোঅর্ণঃ সরস্বতী" এবং দাস মহাশয়ও "Mighty river" বলিয়াছেন। মহাভারতেও সপ্ত স্রোত বা শাখাবিশিষ্ট সরস্বতীর উক্তি আছে। শল্য পর্ব্বতের ৩৮ অধ্যায়ে—"জন্মেজয় উবাচ—সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ, বৈশম্পায়ণ উবাচ—রাজন্ সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ। আহুতা বলবদ্ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥৩ সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা। সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্ব্বিমলোদকা ॥৪।" শুক্লযজুর্ব্বেদের ৩৪।১১ মন্ত্রে দেখিতে পাই "পঞ্চস্রোতা সরস্বতী"। পঞ্চ অব্ এখানেও আছে। তজ্জন্য সিন্ধুর নিকট যাইতে হয় না। গঙ্গা যমুনা গ্রহণ করিলেই সপ্তসিন্ধু মিলে। ইহাতে "পঞ্জাবই সপ্তসিন্ধু" প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া পড়ে। মনুসংহিতায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কুরু, পঞ্চাল, শূরসেন, চেদী ও মৎস্য জনপদ ব্রহ্মর্ষিদেশ। এই পঞ্চ জনপদ যে আর্য্যগণের সামের ঝঙ্কারে নিনাদিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন, এই সকল জনপদের যে আচার-পদ্ধতি তাহাই সকলের অনুকরণীয়। ইহা পঞ্চশাখা সরস্বতী ও গঙ্গা-যমুনাসহ সপ্তসিন্ধুবিশিষ্ট দেশ হয় তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থরাজ প্রয়াগে। তাঁহারা উহা সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম বলিয়াই জানেন। মিঃ ওয়াডিয়ার জিওলজি পুস্তকের ২৪৭ পৃষ্ঠায় আমরা এই গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গম থাকার সমর্থন পাই। পশ্চাৎ শিবালিক-পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নতিলাভ সহ সরস্বতীর জলপ্রবাহ গঙ্গাত্যাগে পশ্চিমে সরিয়া

গিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। প্রথমে ভৃগুকচ্ছ (বর্ত্তমান বরোচ) সন্নিধি পশ্চাৎ আরও পশ্চিমে সাগরসঙ্গমের সৃষ্টি হয় (মিঃ ওয়াডিয়া, ২৫১ পৃঃ)। বর্ত্তমানে গুজরাট দেশে সিদ্ধপুরে কপিলাশ্রম নামে যে তীর্থ আছে তাহা সরস্বতীর উপরে স্থিত। এখনও শুষ্ক খাত বিদ্যমান আছে। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ১৭০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, অপায়া, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্তনদী সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত।

"পুরা হিমবতশ্চৈষা হেমশৃঙ্গাদ্‌বিনিসৃতা।
গঙ্গা গত্বা সমুদ্রাম্ভঃ সপ্তধা সমপদ্যত ॥ ১৯
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীম্।
রথস্থাং সরযূঞ্চৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা ॥" ২০

এই সপ্তনদীই ভারতীয় আর্য্যগণের সপ্তসিন্ধু। পঞ্জাব নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও অগ্রসর হইয়া বলেন, কোন সময়ে সিন্ধু গঙ্গা সহ মিলিতা ছিলেন; (ওয়াডিয়া ২৪৯ পৃঃ) পশ্চাৎ watershed অর্থাৎ জলপ্রবাহনিয়ামক সু-উচ্চ ভূমির পরিবর্ত্তনের সহিত সিন্ধু সরস্বতীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উঁহারা সাগর-গামিনী হইয়াছেন। ঋ ৭।৯৫।২, ৮।২০।২৫ মন্ত্রে সিন্ধু ও শতুদ্রীর সমুদ্রপতন লিখে, ৭।৯৫।২ মন্ত্রে সরস্বতীর সাগরপতন বর্ণিত, কিন্তু গঙ্গাযমুনার পতন লিখে না; ইহাতে পূর্ব্ব প্রান্তে সমুদ্র দূরে অবস্থিত থাকা অনুমিত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮২ অধ্যায়ে প্রভাসতীর্থকে সরস্বতীসাগরসঙ্গম বলা হইয়াছে। তৎকালে বর্ত্তমান সিন্ধুদেশে মরুভূমি ছিল না। মহেন্‌জ্‌ডারো, আমরী, হড়প্পা তাহার সাক্ষী বলা যায়। এই সঙ্গে ঋ ৭।৩৬।৬ "সরস্বতী সপ্তমী সিন্ধুমাতা" বাক্যটী স্মরণ করিলে সিন্ধুমাতা সপ্তম সরস্বতী হইতে স্বতন্ত্রা জ্ঞাত হওয়া যায়। সরস্বতীর সপ্তমত্ব বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দাসমহাশয় জেন্দাবস্তের উক্তির সম্মানার্থ যিম্‌কে তৎকালে চিরবসন্তবিরাজিত মেরুসন্নিহিত দেশে পাঠাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছেন, এবং যাইবার সময় পথে আর্মেনিয়া, ফ্রিজিয়া, লিডিয়া, থ্রেস্ প্রভৃতি স্থানে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার করাইয়াছেন; আর এই ঘটনা interglacial period বা তুষারপাতীয় মধ্যযুগে ঘটে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরিয়ানবীজো পারসিকগণের আদিনিবাস বিষয়ে একমত, সুতরাং দাসমহাশয়কে এরিয়ানবীজো রাখিতে হইয়াছে। তিনি উহা পামিরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইরাণীয়গণের

প্রধান উপাস্য অহুরমজদা তুষারপাত ঘটিবে ইহা পুর্ব্বে জানিয়াই "বরের" ব্যবস্থা করেন। পামিরের সামান্য দক্ষিণেই তুষারপাত ঘটে নাই। Geology বলে ৩০° উত্তর দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছিল। সুমেরুতে তুষারপাতের বহুলতা ঘটিবে জানিয়াও যিম্‌কে সুমেরুতে "বর" নির্ম্মাণার্থ পাঠান ব্যাপারটী কেমন কেমন লাগে। দাসমহাশয় খৃঃ ৭৫০০ বর্ষ পুর্ব্বে রাজপুতনা সমুদ্রও ভূমিকম্পে, উন্নমিত হইলে তৎস্থানে জলরাশি নিম্নদিকে না গিয়া বাষ্পরাশিতে পরিণত হয় ও তজ্জন্য পামিরে তুষারপাত ও পঞ্জাবে জলপ্লাবন ঘটে এমত কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ রাজপুতনার পর্ব্বত অবনমিত হওয়া দক্ষিণাপথের দক্ষিণস্থ গণ্ডবন প্রদেশ জল নিমজ্জিত হওয়া সম্বন্ধে বলেন। উহা Early Tertiary যুগে ঘটিয়াছিল, তৎপর লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। শেষ তুষারপাত এমেরিকান্ মতে ১০০০০ বর্ষ পুর্ব্বে ঘটে ও তাহার প্লাবনাদি কার্য্য ৮০০০ খৃ পুঃ পরিসমাপ্ত হয়। উহাতে ঐ ঘটনা interglacial হয় না, শেষ তুষারপাতের পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। পারসিক গ্রন্থে এরিয়ানবীজো মেরুসন্নিহিত প্রদেশে থাকার উল্লেখ আছে। পামিরে এরিয়ানবীজো স্থাপন ও তথায় যিমের "বর" নির্ম্মান মন্নৈখদ্ আদি গ্রন্থস্থ উক্তির বিরোধী হয়। এরিয়ানবীজোতে ৭ মাস গ্রীষ্ম বা দিন ও ৫ মাস শীত বা রাত্রি থাকার উল্লেখ আছে, উহা মেরুসন্নিহিত স্থানেই সম্ভবপর। ঋগ্বেদে সপ্তগ্বগণের সাত মাস দিন, সপ্ত সূর্য্য, নবগ্বগণের নয় সূর্য্য, দশগ্বগণের দশ সূর্য্য থাকা দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ সাত মাস দিন ও পাঁচ মাস রাত্রি, নয় মাস দিন তিন মাস রাত্রি, দশ মাস দিন ও দুই মাস রাত্রি হইত। ঋ ১।১৬৪।২, ৮।৭২।৭, ৯।১১৪।৩, ১০।৬৫।১ ও ১০।৭২।৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। সুমেরুতে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি, ক্রমে দক্ষিণে সাত, আট, নয়, দশ ও বারমাসে বার সূর্য্য উল্লিখিত আছে। অঙ্গিরাগণ দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠান কালে দেশভেদে ৭ মাসে ও ১০ মাসে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় ঋ ১০।৬১।৭০ ও ৫।৪৫।৭,১১ মন্ত্রে বর্ণিত আছে, ৮।৪৬।২৩ মন্ত্রে দশমাসে বৎসর বর্ণিত। রোমেরও দশমাসে বৎসর ছিল, December সাক্ষ্য দেয়। পারসিক গ্রন্থে আছে এরিয়ানবীজোতে ১০ গ্রীষ্ম ও ২ মাস শীত ছিল, পশ্চাৎ দেবগণের কার্য্যে ১০ মাস শীত ও ২ মাস গ্রীষ্ম হইয়াছে। শেষ তুষারপাতের পুর্ব্বে মেরুর আবহাওয়া গরম ছিল, তাহা ভূগর্ভ খননে যে প্রাণী, লতা ও বৃক্ষ আদি পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা জানা যায়। শেষ তুষারপাতের পর হইতে ১০ মাস শীত হইয়াছে। দাসমহাশয় পঞ্জাব ও পামিরে আর্য্য বীজভূমি কল্পনা করিতে গিয়া

৪।৫ মাস চিরমেঘাচ্ছন্ন স্থর্য্য কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জেন্দাবস্ত মতে সপ্তসিন্ধু ও এরিয়ানবীজোর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল অঙ্গিরা মন্যুর কার্য্যবশতঃ তদ্‌বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এরিয়ানবীজো গ্রীষ্মপ্রধান ছিল শীত-প্রধান হইয়াছে এবং হপ্তহেন্দু শীতপ্রধান ছিল গ্রীষ্মপ্রধান হইয়াছে। দাসমহাশয় এইটি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়া বলিয়াছেন সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব পুর্ব্বে ঠাণ্ডা ছিল এখন গরম হইয়াছে ও পামির (তাঁহার এরিয়ানাবীজো) গরম ছিল এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে। পঞ্জাব ও পামির সংলগ্ন স্থান উত্তরে দক্ষিণে স্থিত বলায় দোষ হয় না। পামির Roof of the world খুবই উচ্চ স্থান চতুর্দ্দিকে বরফাবৃত পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণ নিয়ম—পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে যত উত্তর তত শীত, যত উচ্চ তত শীত ; পঞ্জাব হইতে পামির উত্তরও বটে, উচ্চও বটে, তথায় যখন গ্রীষ্ম তখন তদ্দক্ষিণে নিম্নভূমি মরুসন্নিহিত পঞ্জাব শীতপ্রধান ছিল আর পশ্চাৎ পামির শীতপ্রধান হইয়াছে ও পঞ্জাব গ্রীষ্মপ্রধান হইয়াছে। হিমালয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পামিরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটার বিবরণ ভূতত্ত্ব-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মিঃ ওয়াডিয়ার গ্রন্থে ১১২ পৃঃ আছে যে তুষারপাত যুগে সল্টরেঞ্জ (পঞ্জাব) পর্ব্বতের আবহাওয়া গরম ছিল তাহা ভূগর্ভস্থ বৃক্ষাদির চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন। বিশেষত দাসমহাশয় পঞ্জাবের দক্ষিণে মরু কল্পনা করিয়াছেন, কারণ ঋগ্বেদে ৬।৬২।২ মরু উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। মরুর গরমে পঞ্জাবের আবহাওয়া ৪ মাস মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যবিশিষ্ট ও ঠাণ্ডা ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ গরম ছিল বলিলে কি হয় উহা ঠাণ্ডা ছিল পশ্চাৎ গরম হইয়াছে নতুবা প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ব্যাঘাত হয়। জেন্দাবস্তের [Frxxii, xxi, xix, (I)] পাঠে জানা যায় যে অসুরোপাসকগণ দেবোপাসকগণকে অভিশাপ করিতেছেন। সেই অভিশাপ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আছে "দেবগণ উত্তরে মরুক্"। ইহাতে এই অভিব্যক্ত করে যে ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তরে বাস করিতেন। পারসিকগণ দক্ষিণে বাস করিতেন। দাসমহাশয় ঠিক উল্টা ব্যবস্থা করিয়াছেন। পামিরে উত্তরে পারসিকগণকে স্থাপন করিয়াছেন। জেন্দাবস্তের (Ven II, 16) মতে উত্তরে অঙ্গিরামন্যুর আবাসরূপ নরক। Yasht 12-7, Ven 9-1, 7-2 মতে পারসিকগণের নরক উত্তরে ও স্বর্গ দক্ষিণে। এমতাবস্থায় আহুরমজদা তাঁহার ভক্তজনকে নিরাপদ দক্ষিণ দেশে না পাঠাইয়া নরকের উত্তরে উপনিবেশার্থ পাঠাইবেন ইহা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং পামির এরিয়ানবীজো হইতে পারে না। সপ্তসিন্ধুও পারসিকগণের আবাস জন্যই নির্ম্মিত তাহাতে দেবতার

বাসস্থাপন সমীচীন বোধ হয় কি? দাসমহাশয় হপ্তহেন্দুকে চতুর্দ্দিকে সাগর বেষ্টিত কল্পনা করিয়াছেন। হিমালয়ের অভ্যুত্থানের পর কি আফগানিস্থান কি তিব্বত কি আর্য্যাবর্ত্ত কোথাও কি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই? দাস-মহাশয়ের প্রদত্ত যে মানচিত্র Rigvedic Culture নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে ওয়েলস্ সাহেব ৫০০০০ বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে সমুদ্র নাই। দাসমহাশয় Bay of Bengal ও Arabian Sea মধ্যে এক সাগর-শাখা রাখিতে চাহেন, উহাকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ Gangetic depression নাম দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা সমুদ্র ছিল না বিন্ধ্য ও হিমালয়ের জলপ্রবাহ-বাহিত মৃত্তিকারাশি। ১৩০০ ফুট খনন করিয়াও কর্দ্দমরাশির শেষ পাওয়া যায় নাই। ঋগ্বেদের ৩৩৩২ মন্ত্রে আর্জিকিয়া (বিপাশা) সমুদ্রে পতিত হয় এমত আছে। বর্ত্তমানে বিপাশা যে স্থানে সিন্ধুসহ সঙ্গত তাহার উপরেই সমুদ্র ছিল বলিতে হয়। তাহা ৩০° উত্তর অক্ষাংশে হয়। তদুত্তরে তাঁহার কল্পিত মরুভূমির জন্য স্থান রাখিয়া যে অবশিষ্ট ভূমি থাকে তাহা বর্দ্ধিষ্ণু আর্য্যগণের বাসের পক্ষে অতি অল্পই বলিতে হয়। দাসমহাশয়ের মতে হিমালয় হইতে নিঃসৃত গোমতী ও সরযূ তীরস্থিত অযোধ্যা ও গণ্ডকীতীরে বিদেহ রাজ্য ছিল না, ঐ স্থানে সমুদ্র ছিল। এমন কি তিনি পাঞ্চালও ছিল না বলেন; এবং ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশে সরযূ (হরিরুৎ) তীরে বাস করিতেন বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পাঞ্চালের অপর নাম সৃঞ্জয় ও ক্রিবি। ঋ ৮।২০।২৪, ৮।৫১।৮, শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩।৫।৪।৭ প্রভৃতি হইতে ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চাল ছিল এবং ঋ ৩০।৮।৭।২৩ মন্ত্রে বৃষ্ণি বা সুরসেন ছিল জানা যায়। এরূপ অবস্থায় দাসমহাশয়ের বাক্য গ্রহণযোগ্য নহে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গম ছিল সুতরাং প্রয়াগ (প্রতিষ্ঠান) ছিল। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত স্থানে সমুদ্র ছিল না। ঋগ্বেদে মৎস্য ও চেদী ছিল। মৎস্য জয়পুর উহা বিন্ধ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে স্থিত। চেদী বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড সুতরাং বিন্ধ্যের উত্তরে স্থিত ছিল। তবে চেদী ও প্রয়াগ মধ্যে সমুদ্র শাখা ছিল কিনা? যদি ছিল বলা হয় তবে সে সমুদ্র পার হইয়া আর্য্যগণ চেদীতে গমন করিলেন, আর বিন্ধ্য পার হইয়া দক্ষিণাপথে যায় না কেন? যদি ছিল না বলা হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার বাধা কি ছিল? যদি আফগানিস্থানে হরেযুতীরে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রভৃতির রাজ্য হয় তবে, হরাবতী (সরস্বতী) বর্ত্তমান হরুৎ নদী তীরে আর্য্যগণের বাসভূমি ছিল

বলিতে বাধা কি ? এবং তথায়ই বৈদিক ঋষির সামের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল বলিতে হয়। হিরাটবাসী ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের পুরোহিতের অর্থাৎ মহর্ষি বশিষ্ঠাদির আবাস কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী কি তৎপুর্ব্বস্থ যমুনাতীরে রাখা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয় ? আফগানিস্থানের সীমা গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না করিলে সপ্তসিন্ধু-বাসিগণ হইতে আফগানিস্থানবাসীদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হয়। আর যদি আফগানিস্থান ত্যাগে পঞ্জাবাদি অঞ্চলে আর্য্যগণ আসিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আদি স্থান হয় না। হিরাট হইতে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণ পশ্চাৎ অযোধ্যায় আসিয়াছেন ইহা দ্বারা পুর্ব্বদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছেন বলিতে হয়, মধ্যে সপ্তসিন্ধু থাকে। হরযু এবং হারাবতীও অসুর উপাসকের স্থান, তথায় ভারতীয় আর্য্যগণ কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন ? আফগানিস্থানে বাসকারী ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা প্রভৃতির নাম সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যগণের বেদে স্থান পাইয়াছে— কি আফগানিস্থানবাসিগণের কথা বেদে স্থান পাইয়াছে ? ইত্যাদি বিষয় দাস-মহাশয় মীমাংসা করেন নাই। মান্ধাতা এসদস্যু ইঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সমুদ্রগমনপটু আর্য্যগণ মিশরাদি গমনে সমর্থ হইলেও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরস্থিত দাসমহাশয়ের "shallow water" পার হইতে পারেন নাই। চেদী ও মৎস্তদেশ ইহার কোন পারে ছিল ? পারসিক গ্রন্থে দেখা যায় তাহাদের সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। তাই রোম সম্রাট নীরো পারস্তপতি ভলবোসোয়কে রাজমুকুট গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেও তিনি যান নাই। তাঁহার ভ্রাতা স্থলপথে গিয়াছিলেন। আর্য্যগণ তৎপ্রতিবাসী তাঁহারাই বা সমুদ্র পার হন কি করিয়া ? বিশেষ ঋগ্বেদে বহুস্থানে ভুজ্যুর নৌকাডুবির বর্ণন আছে। সেই জন্যই ভয়ে পার হন নাই। তবে flora and fauna যে সে জল পার হইয়াছে তদ্দারা মনুষ্যের পার হইবার যোগ্যতা বুঝা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণে যে শিবালিক পর্ব্বত-শ্রেণী আছে তাহার উৎপত্তি পশ্চাৎবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়াছে, এজন্য হিমালয়ে জলপ্রবাহ অর্থাৎ সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, সরযু, গণ্ডকী প্রভৃতি নদীসকল ঐ শিবালিক পর্ব্বতের উত্থানের পুর্ব্বেও ছিল। এজন্য উহাদিগকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ antecedent river system আখ্যা দিয়াছেন। যখন নদী ছিল তখন নদীতটও ছিল বলিতে হয়। তবে তাহা উচ্চ না হইতে পারে, কিন্তু ঋ ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে গঙ্গার কুল উচ্চ থাকা বর্ণিত আছে। যদি সরযু, গণ্ডকী ছিল, তবে দেশও ছিল অর্থাৎ অযোধ্যা বিদেহ রাজ্য থাকিতে কোন বাধা নাই, সমুদ্র ছিল না। ঋগ্বেদে রহুগণ পুত্র গোতম অতীব প্রাচীন ঋষি। ইহাদের চারি পুরুষ

ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা। ইহার সদানীরা (গণ্ডকী মতান্তরে বঙ্গের করতোয়া) নদী পর্য্যন্ত যাওয়ার একটী আখ্যায়িকা শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে। রহুগণ পুত্র গোতম বিদেহমথব নামক ক্ষত্রিয় সহ অগ্নি লইয়া সদানীরা পর্য্যন্ত গমন করেন ও তথায় বিদেহমথবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদেহমথব ও বিদেহরাজ মিথি একই ব্যক্তি বুঝা যায়। সুতরাং বৈদিকযুগেই বিদেহ বা মিথিলারাজ্য ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ বাহির হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে নিবাস করেন ইহাতে ঐসকল স্থানের মহিমার কোন হ্রাস হয় না। ভারতীয় আর্য্যগণের সুমেরু হইতে আগমন শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত। সুমেরু দেবনিবাস ইহা বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। ইন্দ্রের বাস উত্তরে ইহা ঋ ৮৷৬৷২৯ মন্ত্রে আছে এবং তাহা কুমেরুর বিপরীত স্থানে স্থিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮৷১৪ মন্ত্রে বর্ণিত আছে উত্তর-কুমেরুদের স্থান তাহা নরের অজেয়। উত্তরকুরু তিব্বত নহে। উহা সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে স্থিত। হিমালয় দেবনিবাস নহে। উহা কুবের ও মহাদেবের স্থানমাত্র। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিদেবগণের স্থান সুমেরুতে। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু ও তৎপুত্রগণ সুমেরুতে রাজ্য করিতেন যথা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ১ম অধ্যায়ে—ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ। নীলাচলশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা। ২১। মেরোঃ পূর্ব্বেন যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্। ২২। তথা বায়ু পুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে— ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ। উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্য-প্রতিশ্রয়াঃ॥ তথা মৎস্যপুরাণে ১২ অধ্যায়ে—ইক্ষ্বাকোঃ পুত্রতামাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্। জ্যেষ্ঠঃ পুত্র শতস্যাসীদ্দশপঞ্চ চ তৎ সুতাঃ। ২৬। মেরোরুত্তরতস্তে তু জাতাঃ পার্থিব সত্তমাঃ। চতুর্দ্দশোত্তরঞ্চান্য চচ্ছ্রুতমস্য তথা ভবৎ। ২৭। মেরোর্দক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থনামাভূৎ তৎসুতশ্চ সুযোধনঃ॥ ২৮। ইত্যাদি। পুরাণবচন অপ্রমাণ্য নহে। কারণ এই পুরাণসকল সেই যুগের কথা বলে যে যুগে ভারতসম্রাটগণ প্রশান্ত মহাসাগরের পারেও গমন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের বহু উক্তি হইতে পূর্ব্বাবাস ত্যাগ ও নূতন আবাসের জন্য প্রচেষ্টা হইতেছে জানা যায় :—যথা ঋ ১৷৩০৷৯ মন্ত্রে পুরাতন আবাসের উল্লেখ আছে; ১৷৪২৷৮ মন্ত্রে শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, যেন পথে নূতন সন্তাপনা হয়; ১৷৯৭৷২ মন্ত্রে, শোভনীয় ক্ষেত্র ও পথের জন্য অর্চ্চনা করি। ২৷২৭৷৭ মন্ত্রে, রাজমাতা অদিতি ও অর্য্যমা শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্য দেশে লইয়া যাউন। ৩৷৪৭৷৫ মন্ত্রে, নূতন আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করি। ৪৷৫৪৷৫ মন্ত্রে, নিবাস দাও।

৫।৫১।১৫ মন্ত্রে, পথে বিচরণ করি। ৫।৫১।১৩ মন্ত্রে, হে গৃহদাতা। ৬।৪৭।২০ মন্ত্রে, আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গো-সঞ্চার রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পথ প্রদর্শন কর। ৬।২১।১২ মন্ত্রে, দুর্গম পথে পুরোগামী হও। ৬।৫১।১৫ মন্ত্রে, হে দেবগণ, তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬।৫৪।১ মন্ত্রে, পথ ও গৃহ দেখাইয়া দাও। ৬।২৫।৯ মন্ত্রে, বাসস্থান চাই। ৬।৬২।২ মন্ত্রে, আপের উদ্দেশে মরু অতিক্রম কর। ৬।৪।৮ মন্ত্রে, দস্যুরহিত পথে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাও। ৬।২০।১, ৬।৩৬।৪, ৬।১৬।১৮, ২৪, ৬।৪৫।২৩, ৬।৪৬।৬, ৯ মন্ত্রে, গৃহপ্রদাতা। ৬।৬৭।২ মন্ত্রে, শীতাদি নিবারক গৃহ দাও। ৭।১৯।৫ মন্ত্রে, নিবাসের জন্য শততমপুরী ব্যাপ্ত করিয়াছে। ৭।২০।২ মন্ত্রে, সুদাসের জন্য জনপদ নির্ম্মাণ কর। ৭।৩৭।৬ মন্ত্রে, এখানে আমাদিগকে নিবাস প্রদান করিতেছে। ৭।৫৬।২৪ মন্ত্রে, নিবাসার্থ প্রাপ্ত দেশবাসীকে বধ কর। ৭।৭৪।১, ৫, ৬, ৭।৮২।১০, ৭।৮১।৬, ৭।৮২।১ মন্ত্রে, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর। ৭।৯০।৬ মন্ত্রে, হে নিবাসপ্রদ; ৭।১০০।৪ মন্ত্রে, এই পৃথিবীকে নিবাসযোগ্য করার জন্য পদক্ষেপ করেন। ৭।১০১।২, ৮।৯।১৬ মন্ত্রে, গৃহ দান কর। ৮।৫০।৩, ৯ মন্ত্রে, নিবাসপ্রদ ইন্দ্র। ৮।৭০।৮ মন্ত্রে, নিম্ন স্থান লাভার্থ আহ্বান করি। ৮।৮৫।৫ মন্ত্রে, অহিংসনীয় গৃহ দাও। ৮।৯৩।১০ মন্ত্রে, দুর্গম স্থানে পথ করিয়া দাও। ৮।৪।১৭, ৮।৬।৩০ মন্ত্রে, নিবাসপ্রদ। ৮।১৩।২২ মন্ত্রে, নিবাসভূত ধন। ৮।১৮।১৫ মন্ত্রে, বাসপ্রদ। ৮।১৮।২০ মন্ত্রে, গৃহ দাও। ৯।৮।৮ মন্ত্রে, বাস দান কর। ৯।৮৫।৮ মন্ত্রে, গব্যুতি পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও। ১০।২৫।৮ মন্ত্রে, ক্ষেত্র ও ভূমি দান কর ইত্যাদি। দাসমহাশয় চারিদিকে সমুদ্র ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রের উল্লেখ করেন; তৎসম্বন্ধে—১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে সমুদ্রদ্বয়ের উল্লেখ আছে; উহা পূর্ব্বাকাশ ও পশ্চিমাকাশকে লক্ষ্য করে। বেদে আকাশ, অন্তরীক্ষ সমুদ্র বলিয়া অভিহিত; ঋ ৯।৬২।২৬, ৯।৯৭।৪৪, ৯।৯৬।১৯, ৯।৯৫।৪, ৯।৬৪।৮, ১৬ ও ১৭ মন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য। ঋ ৯।৩৩।৬ মন্ত্রে যে চতুঃসমুদ্র, তাহার অর্থ আকাশের চারি সমুদ্র হইতে বৃষ্টিরূপ ধন দাও। উহা মর্ত্তে নয়। ঋ ১০।৪৭।৫ মন্ত্রে চারি সমুদ্র অর্থ ইন্দ্রের মহিমা চারি দিকে ব্যাপ্ত। ঋ ১০।৮৯।১ মন্ত্রে ইন্দ্রের মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক। ঋ ১৩০।১৮ মন্ত্রে অশ্বিনীদ্বয়ের রথ সমুদ্রে গমন করে, তাহা অন্তরীক্ষে বিচরণ সূচিত করে। ঋ ১০।৯৮।৫ মন্ত্রে উপর সমুদ্রের জল অর্থ আকাশস্থ মেঘরাজি। তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রেও চতুঃসমুদ্র দৃষ্ট হয় না। অহুর-মজদার সৃষ্ট শেষ স্থান রাঙ্খা বা রসানদী। উহাকে অসুরোপাসক ও

দেবোপাসকের আবাস-ভূমির সীমা-রেখা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তরে দেব-স্থান বা ভারতীয় আর্য্যগণ ও দক্ষিণে অসুরস্থান বা ইরাণীয়গণ। ঋগ্বেদে দুই স্থানে রসানদীর উল্লেখ আছে। ১০।৭৫।৬ মন্ত্রের রসা সিন্ধুশাখা; অপরটী ৯।৪১।৬ মন্ত্রে উল্লেখিত; উহা বিষ্টপকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে; বিষ্টপ স্বর্গ বা দেবস্থান। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে ৭ম অধ্যায়ে নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে জম্বুদ্বীপের জম্বুরসনির্গত রসানদী সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করতঃ উত্তর কুরুতে প্রবাহিত। ইহাতে দেখা যায় উত্তর কুরু সুমেরুর উত্তরে স্থিত; তিব্বতে নহে। উত্তর কুরু আর্য্যাবাস ও দক্ষিণে অসুরাবাসটী এরিয়ানা-বীজো হইলে ইহাই রাঙ্খা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে সুমেরু দেবনিবাস বটে। সিন্ধু-সঙ্গতা রসা পূর্ব্ব-বাহিনী; এই মহাভারতের রসা উত্তর-বাহিনী। ঋগ্বেদে ২।১৫, ৫ মন্ত্রে যে নদীকে ইন্দ্র উত্তর-বাহিনী করেন তাহা সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি হিমালয়স্থিত নদী হইতে পারে না। বিন্ধ্য হইতে যে সকল নদী গঙ্গাতে পতিত তাহা উত্তর-বাহিনী হইলেও বিন্ধ্য দেবনিবাস নহে, উহা দাক্ষিণাত্যে স্থিত। এজন্য উহাকে এই রসা বলা যাইতে পারে না। অক্‌সাস্ নদীকে রসা বলা যাইতে পারিত, উহা উত্তর-বাহিনী বটে। জেন্দাবস্তের রসা এল্‌বুর্জ হইতে প্রবাহিত। পামিরকে এল্‌বুর্জ বলা ঠিক হয় না। আর উহার পূর্ব্বে আর্য্যাবাস করিলে তাহা তুরান দেশ হইয়া পড়ে, হপ্তহেন্দুর ধার পাশে হয় না। তাহাতে আর্য্যাবাস মধ্য এশিয়ায় ছিল বলিতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রসাকে মেসোপটমিয়ায় স্থাপন করিয়াছেন। এরিয়ানবিজো মেরুদেশে বলিয়া মহাভারতের বর্ণিত রসাই রাঙ্খা বলিতে হয়। সুমেরু দেবস্থান ইহা সূর্য্য-সিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Paleolithic যুগে লোক সব Nomadic অর্থাৎ ভ্রমণশীল ছিলেন বলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটী বাক্য আছে যে (৭।১৫) "কৃতং সম্পদ্যতে চরন্"—অর্থ কৃতযুগে আর্য্যগণ বিচরণশীল ছিলেন। ইহাও তুষার-পাত-জনিত সুমেরু ত্যাগে বিচরণ করিতে করিতে ভারতাগমনকে লক্ষ্য করিতে পারে।

শিক্ষা ও সভ্যতা

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মানব সভ্যতার চারিটী স্তর-ভেদ কল্পনা করেন :—

১। অস্থিপ্রস্তরযুগ ২। তাম্রপিত্তল যুগ। ৩। লৌহযুগ ৪। সুবর্ণযুগ। ঋগ্বেদে ১।৮৪।১৩ মন্ত্রে মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করতঃ বৃত্রবধের

কথা আছে। ঋ ১।৫২।৮, ১।৮১।৪ ও ১০।৯৬।৩ মন্ত্রে লৌহময় বজ্রের উল্লেখ আছে। ১।৯২৩।৩ মন্ত্রে স্বুবর্ণময় বজ্রের উল্লেখ আছে। ১।৫৬।৬ মন্ত্রে পাষাণ দ্বারা বৃত্রবধ। ১।১৭২।২ মন্ত্রে, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র, ৪।৩০।২০ মন্ত্রে, প্রস্তরনির্ম্মিত নগর, ৭।৩।৭, ৭।১৫।১৪, ৮।১০০।৮ মন্ত্রে, অয়ো (লৌহ) ময়ী নগরী, ৭।৮৩।১ পর্শু ৬।৪৭।১০ ধনু, ইষু, নিষঙ্গ, লৌহাস্ত্র ; ৫।৫২।৬, ৫।৫৭।২, ৬।২৭।৬, ৬।৩।৫ ৬।৪৩।১১, ১২ মন্ত্রে ঋষ্টি, বর্ষা, বাশী (খড়্গ) ৩।৩০।১৫, ৪।৬।৩ মন্ত্রে কুঠারের উল্লেখ, ৫।৩৩।৬ মন্ত্রে রৌপ্যমুদ্রা, ৫।২৭।২ স্বুবর্ণমুদ্রা, ৪।৩৬।৪, ৫।১৯।৩, ৮।৪৭।১৫ মন্ত্রে নিষ্ক, ৭।৫৬।১৩ খাদি (বলয়), রুক্ম (হার), ৪।৩৪।৯ কবচ ৪।৫৩।২ স্বুবর্ণ কবচ, ৫।৫৩।৪, ৫।৫৪।১১ মন্ত্রে স্বুবর্ণ রুক্ম (মালা), ৫।৫৮।২ খাদি, ২।৩৪।৩, ৫।৫৪।১১ মন্ত্রে হিরণ্ময় শিপ্র (মস্তকাভরণ), ৫।৫৭।৬ হিরণ্ময় উষ্ণীষ, ৯।৪৬।২ মন্ত্রে কন্যাদান কালে কন্যাকে অলঙ্কৃত করা, ৪।২।৮ মন্ত্রে স্বুবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, ৪।৩০।১৬ হিরণ্ময় রথ ১।১২২।১৪ হিরণ্যকুণ্ডল, ৫।৩০।১৫ মন্ত্রে দশটী স্বুবর্ণ কলস দান করার উল্লেখ আছে ; ৪।৩২।১৯ হিরণ্যপূর্ণ কলসদান ; ১।২৫।১৩ মন্ত্রে স্বুবর্ণ পরিচ্ছদ, ১।৩১।১৫, ১।১৪০।১০ বর্ম্ম, ১।১৬৮।৩ হস্তত্রাণ ও কর্ত্তন, ২।৩৯।৪ তনুত্রাণ ৬।৪৭।২৭ মন্ত্রে গোচর্ম্মাবৃত রথ, ৬।৪৮।১৮ মন্ত্রে চর্ম্মাধার। ৩।৫৩।১৯, ৪।২।১৪ মন্ত্রে কাষ্ঠময় রথ, ৬।৩।৪ স্বুবর্ণকারের ধাতু গালান, ৫।৯।৫ কর্ম্মকারের ভস্ত্রা, ৬।৪৪।২৪ দশযন্ত্র উৎস, ৬।৪৭।২৯, ২।৩৪।১৩, ২।৪৩।৩ মন্ত্রে বীণা দুন্দুভি, কর্করি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বর্ণিত। স্বুতরাং বৈদিকযুগে এই চারিটী যুগের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ ১।২।১৫, ১।১৬৬।৯ ও ১০।৭১।১০ মন্ত্রাদি সভাবিষয়ক। ৪।৪।১ মন্ত্রে রাজা ও মন্ত্রীর হস্তিতে গমন বিবৃত আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে ক্ষত্রিয়গণ হইতে উপনিষদ্প্রোক্ত ধর্ম্মভাবের বিকাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎ উহা গ্রহণ করিয়াছেন। গীতোক্ত "এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রার্ষয়ো বিদুঃ" বাক্য ও উপনিষদে কেকয়রাজ অশ্বপতি পাঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবলি, বিদেহরাজ জনক, কাশীরাজ অজাতশত্রু, গার্গ্যায়নিচিত্র প্রভৃতির আখ্যান দৃষ্টে এরূপ ধারণা তাঁহারা পোষণ করেন। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেহ বা মহাভারত পুরাণাদি যাহা "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" জন্য স্বষ্ট (ভাগবৎ ১।৪) তদ্দৃষ্টে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় থাকা ইত্যাদি কল্পনা করেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে তৃৎসু স্বুদাসের পুরোহিত ; ঋ ৩।৫৩।৭-৯ ও ৭।৮৩।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। বিশেষ বিশ্বামিত্র ও তৎপিতা গাধি ও পিতামহ কুশিক্ ও তৎপুত্রপৌত্রগণ মধুচ্ছন্দা, জেতা

অঘমর্ষণাদি সকলেই ঋগ্বেদের ঋষি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র ঐক্ষ্বাক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের হোতা। তত্রাচ ক্ষত্রিয়ত্ব কল্পনা কষ্টকল্পনা নহে কি? আর ঋগ্বেদের মন্ত্রে শুনঃশেফ অঙ্গিরস গোত্রজ ব্রাহ্মণ-কুমার বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেও ক্ষত্রিয় হন নাই, তৎপুত্র যাজ্ঞবল্ক্যও কিছু ক্ষত্রিয় নহেন। অঙ্গিরস বংশে বৃহস্পতি, তৎপুত্র ভরদ্বাজ কি অথর্ব্বা বা তৎপুত্র দধীচি কিম্বা বৃহস্পতির ভ্রাতুস্পুত্র দীর্ঘতমা ব্রাহ্মণ ছিলেন। দধীচির মধুবিদ্যা ও ঈশোপনিষদ্ দীর্ঘতমার ঋ ১।১৬৪ সূক্ত ক্ষত্রিয় হইতে আগত নহে। ইঁহারা সব অদ্বৈততত্ত্বের মূলাধার। উপনিষদ্প্রোক্ত মতবাদে যে অদ্বৈত-তত্ত্ব নিহিত তাহার সর্ব্বপ্রধান সংক্ষিপ্ত সার "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যদ্বয়। ইহার প্রথমটী গৌতম বামদেব হইতে আগত। রহুগণ ও তৎপুত্র গৌতম ঋগ্বেদের ঋষি। এই ব্রাহ্মণ রহুগণ গৌতম বিদেহমথানামা ক্ষত্রিয়কে সদানীরা তীরে বিদেহ রাজ্যে স্থাপিত করেন ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম মন্ত্রে আছে—"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" ইত্যাদি এই বামদেব ঋগ্বেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা; অপর "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা মহর্ষি উদ্দালক আরুণি, যাঁহার শিষ্য মহর্ষি বাজসেনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য (বৃঃ আঃ ৬।৩।৭ দ্রষ্টব্য) এবং অপর শিষ্য কুসুরুবিন্দু শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় যজুর্ব্বেদ মন্ত্র দ্রষ্টা। ইনি নিজ পিতা অরুণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। ইহা ছাঃ উপঃ ৩।১১।৪ মন্ত্রে আছে—"তদ্বৈ তদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ"। এই যে মনু প্রজাগণকে বলিলেন এই প্রজাগণ কে? গীতায় ইক্ষ্বাকুর নাম আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের ১।১১৪।২ মন্ত্রে আঙ্গিরস কুৎস মনুকে পিতা বলিয়াছেন। ১।৮০।১৬ মন্ত্রে রহুগণ গৌতম মনুকে পিতা বলিয়াছেন; ২।৩৩।১৩ মন্ত্রে ভার্গব গৃৎসমদ মনুকে পিতা বলিয়াছেন। প্রজাপতি স্বায়াম্ভুব মনু সকলেরই পিতা ক্ষত্রিয় নহেন। রহুগণ, গৌতম প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। রহুগণ গৌতমের মধুবাতা, অদিতির্দ্যৌঃ প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্বাত্মক মন্ত্র বেদান্ত আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা উদ্দালক আরুণিও গৌতম বংশীয়; ইঁহার দ্বারা দৃষ্ট ছা উপ ৬।৩ মন্ত্রের—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি" বাক্য বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্তসূত্রের প্রতিজ্ঞাবাক্য। যদিচ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয়ই হন

তত্রাচ তাঁহার শিক্ষা এই মহর্ষি উদ্দালক আরুণিনামা ব্রাহ্মণ হইতেই বটে। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি ব্রাহ্মণ থাকা ছা ৫।৩।৭ ও বৃ আ ৬।২।৮ মন্ত্র হইতেই সুস্পষ্ট। অলমিতি বিস্তরেন।

অনেকের ধারণা, যাগযজ্ঞের বহু আড়ম্বর, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি ঋগ্বেদে নাই—উহা পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যে সমুৎপন্ন ; এই ধারণাও ভ্রমাত্মক। বহু অশ্বমেধযাজী ভরতের পুত্রের নাম অশ্বমেধ ; ঋ ৫।২৭।৪, ৮।৬৮।১৬ দ্রষ্টব্য। ঋ ১০।৬১।২১ মন্ত্রে মনু-পুত্র নাভানেদিষ্ট আপনাকে অশ্বমেধযাজীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ৫।২৭।৬ মন্ত্রে উক্ত অশ্বমেধ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন বর্ণিত আছে। ১০।১৭৩ সূক্তে রাজসূয় বর্ণিত ; ৬।২৭।৮ মন্ত্রে সম্রাট্ অভ্যবর্ত্তীর রাজসূয়ে দান বর্ণিত। ৮।২৫।৮ মন্ত্রে ক্ষত্রিয়গণ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ৫।৫৩।১১ মন্ত্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা সুদাসের অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন। ১।১৬২ সূক্তে অশ্বমেধ বর্ণিত। ১।৩২।৩ মন্ত্রে ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ, ১।২০।৭ সপ্তসোম যাগ, সপ্তহবির্যজ্ঞ ও সপ্তপাক যজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে। ১।৩৪।১ মন্ত্রে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও সায়ংসবনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ১।৮০।৯ মন্ত্রে ২০ জন ঋত্বিক ৩।৭।৭, ৮ মন্ত্রে ১৬ জন ঋত্বিকের উল্লেখ আছে। ১।১১০।৪, ৫।৪৫।৭, ৩।৩৬।১, ১০।৬২।২ মন্ত্রে সম্বৎসরব্যাপী সত্রের উল্লেখ আছে। নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ নয় ও দশমাসে যজ্ঞ সমাপন করিতেন, ইহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সপ্তহোতার বিষয় কতস্থানেই উল্লেখিত! কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে রাশিচক্র ও নক্ষত্র নামাদি আর্য্যগণ চীন ও গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটী স্বজাতি-অভিমানে অভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বকীয় পিতৃপুরুষগণ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্বথা উন্নত ছিলেন এইটী সহ্য করিতে না পারিয়া অথবা বর্ত্তমানে পরাধীন ভারতবাসীর প্রাচীন গৌরব ক্ষুণ্ণ করতঃ আত্মমহিমা প্রকাশের প্রচেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ঋ ৭।৭৫।৫ চিত্রা মঘা ও ঋ ৩।৩২।২ মন্ত্রে গবাশির (মৃগশিরা) মন্থি (বিশাখা) ও শুক্রগ্রহ ও ৫।৫৪।১৩ মন্ত্রে তিষ্যা ও ঋ ১০।৮৫ সূক্তে "অঘাসু হন্যতে গাবোঽর্জ্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে" মন্ত্রে মঘা ও অর্জ্জুনী ফাল্গুনী নক্ষত্র। ১।২৪।৯ মন্ত্রে শতভিষার নাম ও দশমন্ত্রে ঋক্ষ (Great Bear) উল্লিখিত ; ১।১৬১।১৩ মন্ত্রে শ্বানঃ (Dog-Star), ১।১৬২।১৯ মন্ত্রে সাতাশ নক্ষত্র ও সাত গ্রহ সহ ৩৪ অশ্বের নাম বর্ণিত আছে। ইহাতে নক্ষত্র নাম যে বৈদিক তাহা নিঃসন্দেহ। ১।১৬৪।১১ ও ১।১৬৪।৪৮ দ্বাদশ অর বা রাশির উল্লেখ আছে।

৪।৩৩।৭ মন্ত্রে দ্বাদশত্ন্যন অর্থ দ্বাদশ বৃষ্টিকারক নক্ষত্র। জ্যোতিষবিষয়ে হিন্দুদের সেইকালে বহু অগ্রসর থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—ঋ ১।৩৫।৬ মন্ত্রে চন্দ্র ও গ্রহাদি সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই দিব্‌লোকে অবস্থিত। ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ইহা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ৩।১৯।১, ২ মন্ত্রে আছে। ঋ ১০।১৪৯।১, ২ মন্ত্রে মহাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ৩।৩০।৯, ৫।৩২।৯, ৫।৮৪।২, ৭।৩৫।৩ মন্ত্রে পৃথিবীর গতি এবং ৯।৮২।৪ মন্ত্রে চন্দ্র পৃথিবী হইতে জাত। ১।১০৫।১ মন্ত্রে চন্দ্র উদকময়। ১।৮৪।১৫ মন্ত্রে আদিত্য-রশ্মি চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়। ১০।৮৫।১ মন্ত্রে চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা হয়। ১।১৬৪।১২ মন্ত্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ এবং ১।২৫।৮, ১।১৬৪।১৮ মন্ত্রে চান্দ্রমাস ও অধিমাস বা মল মাস বর্ণিত। ২।৩৬ সূক্তে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ ও নভস্য এই ষড় ঋতু। ১।১৬৪।২ ও ১।১৬৪।৪৮, ৪।৫৩।৫ মন্ত্রে তিন ঋতু এবং ১।১৫৫।৬ মন্ত্রে চারি ঋতু উক্ত হইয়াছে। ১।১৬৪।১১ ও ৮।২৭।৭ মন্ত্রে পাঁচ ঋতুর উল্লেখ আছে। ১।৯৫।৩ মন্ত্রে সূর্য্যই ঋতুর কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ১০।১২৪।৩ মন্ত্রে ঋতুশঃ যজ্ঞকার। ১।১৬৪।৪৮, ১।১৫৫।৬ মন্ত্রে ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করা হইয়াছে। ৫।৪০।৫, ৬ মন্ত্রে সূর্য্যগ্রহণ ও তাহা তুরীয় ব্রহ্মযন্ত্র দ্বারা দর্শন করার কথা লিখিত আছে। ঋ ১।৯২।১১, ১।১২৪।২ ঋ ৮।৬২।৯, ৯।১২।৭, ১০।৭২।৩, ১০।১৪০।৬ মন্ত্রে দৈব যুগ ও মনুষ্য যুগের উল্লেখ আছে। ১০।৮৫ সূক্তে বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের আচার-প্রণলী ও উপঢৌকনাদি প্রদানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই উপঢৌকন বর্ণনে সুন্দর বস্ত্র, রথ, শকট, ধ্বজ, পতাকা, স্বর্ণকোষ, উর্দ্ধচ্ছাদন বা চন্দ্রাতপ, দূত, দাসী প্রভৃতির উল্লেখ রাছে। তাহা চতুর্থ বা স্বর্ণ-যুগেই পূর্ণাবস্থা। শূদ্র বা দাস কে? দাস কর্ম্মহীন আর আর্য্য কর্ম্মযুক্ত; ঋ ৬।২২।১০ ও ৫।১২।৫ মন্ত্রে দেখা যায় যে কেহ কেহ অগ্নিপূজা ত্যাগ করিয়াছিল; পুনঃ অগ্নিপূজায় রত হইয়াছে। ৮।৫১।৯ মন্ত্রে আর্য্য ও দাস উভয়ই ইন্দ্র-পূজারত; ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে বব্রিনামক পণি হইতে শংযু ঋষি দান গ্রহণ করেন। ৮।৪৬।৩২ মন্ত্রে বল্বূথনামা দাস হইতে দানগ্রহণ বর্ণিত। ৪।৫১।৩ মন্ত্রে পণিগণ অদাতা বলিয়া উক্ত আছে। ১।১৮২।৩ ও ১।১৮৪।২ মন্ত্রে পণি বিনাশ করার প্রার্থনা আছে। দেব ও অদেবগণ উভয়েই যখন শান্তিতে একস্থানবাসী হইয়াছেন (৬।৪৭।২০) তখন দাসগণই যে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাদের বেদে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র বা রাজন্ সম্বন্ধে এই মন্ত্রগুলি বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণ করে:—৩।৩৮।৩

মন্ত্রে "উত, ক্ষত্রায়", ৩।৩৮।৫ মন্ত্রে "ক্ষত্রং রাজানা", ৩।৫৯।৪ মন্ত্রে "রাজা সুক্ষত্রো", ৪।৪২।১ "রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য চ"। ৪।৫০।৯ "কৃণোতি ব্রহ্মণে রাজা", ৫।২৭।৬ মন্ত্রে "অশ্বমেধে সুবীর্য্যং ক্ষাত্রং ধারয়তম্"। ৫।৩৪।৯ মন্ত্রে শত্রি রাজার সম্বন্ধে—"তস্মিন্ ক্ষত্র মমবৎ"। ৫।৪৪।১০ মন্ত্রে "ক্ষত্রস্য মনসস্য", ৮।২২।৭ "তৃক্ষিং ত্রাসদস্যবং ক্ষত্রায় জিন্বথঃ।" ৮।২৫।৮ "ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া সাম্রাজ্যায়", ১০।৬৬।৮ মন্ত্রে "ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।" ১।১০৮।৭ "ব্রহ্মনি রাজনি বা যজত্রা।" ৮।৫।৩৮ মন্ত্রে চেদীরাজ কশুর দান মধ্যে দশরাজ্ঞ-দান অর্থাৎ দশজন ক্ষত্রিয়-দান। দুষ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে ৭।৮ পুরুষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রাজা থাকা ঋগ্বেদ সাক্ষ্য দেয়; তাহা পশ্চাৎ দেওয়া হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু বংশেও মান্ধাতা প্রভৃতি ধারাবাহিক পাঁচ পুরুষের নাম ঋগ্বেদে আছে। পুরোহিত থাকা ১।১।১ ঋ হইতে বহুস্থানে আছে। শান্তনু রাজার পুরোহিত দেবাপি থাকা ১০।৯৮।৭ মন্ত্রে আছে। ঋষিগণেরও বহু পরিবারে ৪।৫ পুরুষে মন্ত্রদ্রষ্টা দেখান গিয়াছে। সুদখোর বণিক্ যে দিন গণনা করে তাহা ৮।৬৬।১০ মন্ত্রে, সামুদ্র বাণিজ্যাদি ১।২৫।৭, ১।৪৬।৮, ১।৪৮।৩, ১।৫৬।২, ১।১১৬।৩, ৫, ১০।১১৬।৯, ১০।১৫৬।৩ ও ৪।৫৫।৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ৫।৯।৫ মন্ত্রে কর্ম্মকার, ৬।৩।৪ স্বর্ণকার ১০।১০।৬ তন্তুবায়, ১০।৯৭।৬ চিকিৎসক, ১০।১০৬।১০ শ্রমজীবী, ৯।১১২।১, ২ ছুতার, বৈদ্য, কর্ম্মকার ইত্যাদি বর্ণিত আছে। অনেকে বলেন বেদ শুনিয়া স্মরণ রাখিত কারণ তখন অক্ষর বা লিপি জানা ছিল না। ঋ ৬।৫৩।৭, ৮ মন্ত্রে "আরিখ কিকিরা কৃণু" র ল অভেদে আরিখ অর্থ আলিখ। ১।১৬৪।২৪ মন্ত্রে অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তচ্ছন্দ রচনা করে। ১০।১৩।৩ মন্ত্রে "অক্ষরেণ প্রতিমিম"। ১।১১২।২ মন্ত্রে বাক্যযুক্ত পণ্ডিতের নিকট শিষ্যগণ শিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকে। ৪।২০।৮ মন্ত্রে ইন্দ্র শিক্ষার নেতা; ১।১৪২।৮ শিক্ষাবিশিষ্ট যজমান। ৫।৪২।৪ মন্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন পুত্র দাও। ১।৮।৬ মন্ত্রে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত বিপ্রগণ, ১।১৮।৬ মন্ত্রে জ্ঞানবানের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তি-ব্যাপক ইত্যাদি। ১০।৭১ সূক্ত ভাষাশিক্ষা ও ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ক। উহার ৯ম মন্ত্রে সর্ম্মাজিত ভাষা যে শিক্ষা না করিয়া দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে সে লাঙ্গল পরিচালন বা তাঁত বুনানের যোগ্য হয় উল্লিখিত আছে। পূর্ত্ত বিভাগে জল সেচপ্রণালী ১০।১০৫।১, সেতু ৭।৬৫।৩, কূপ খনন ১০।২৫।৪, দেবালয় পুষ্করিণী ১০।১০৭।১০ সহস্রস্তম্ভ গৃহ ২।৪১।৫, ত্রিধাতু গৃহ সহস্রস্তম্ভ অট্টালিকা ৫।৬২।৬, ৪।৫।১, ১।১৬৬।৯, বিশ্রামস্থানে খাদ্য সরবরাহ ১০।১০।১, পশুদিগের জলপান স্থান, মনুষ্যগণের পানোপযোগী জলাধার নির্ম্মাণ,

গোষ্ঠ নির্ম্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৯।৯৭।২০ ও ১০।১৫৬।১ মন্ত্রে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ, ৪।৩২।২৩ মন্ত্রে পুত্তলিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চ (Stage), যাহা নব সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন, তাহাও ছিল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরে আর্য্যদিগের উন্নতির বিষয় বলা যাইবে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে লিখা বাহুল্য; মমতা, ঘোষা, বাগাম্ভৃণী অপালা, রোমশা, রাত্রি প্রভৃতি ঋষিকাগণ তাহার সাক্ষ্য দেয়। ১০।১০২ সূক্তে মুদ্গলানী রথ চালাইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। পশ্চাৎবর্ত্তী কালের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন তাঁহারাও শিক্ষা পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

দেবোপাসক ভারতীয় আর্য্যগণ যে ইন্দ্রোপাসনা লইয়া অসুরোপাসক ইরাণীয়গণ হইতে পৃথক হইয়া পড়েন সেই ইন্দ্র কে? তিনি কি জড় প্রকৃতির কোন শক্তিমাত্র? মেঘ, বজ্র বা আর কিছু? এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস-প্রদান অসমীচীন হইবে না।

ইন্দ্র অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী ৫।৩৩।৬

ইন্দ্র বিশ্বরূপ ধারণ করতঃ অমৃতে অধিষ্ঠান করেন—৩।৩৮।৪

ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করেন। ৩।৫৩।৮, ৬।৪৭।১৮, ১০।৫৪।২

ইন্দ্র সূর্য্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নির উৎপাদক ৩।৩১।১৫, ৩।৩২।৮

ইন্দ্রই পিতা, ইন্দ্রই মাতা ৮।৯৮।১১

ইন্দ্র অভয়-জ্যোতি—২।২৭।১১ ও ১৪

ইন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি—১০।৫৪।৬ ও ১।৫৭।৩

ইন্দ্র বিশ্বভুবনের পারে আছেন, দ্যাবাপৃথিবী তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না—১০।২৭।৭

ইন্দ্র প্রতি মনুষ্যেই অবস্থিত আছেন—১০।৪৩।৬

যেমন অর্ সকল নেমিতে সংবদ্ধ থাকে তেমনি বিশ্বভুবন ইন্দ্রে অবস্থিত—১।৩২।১৫

ইন্দ্র-কুক্ষির একপার্শ্বে পৃথিবী লুক্কায়িত হন—৩।৩২।১১

সর্ব্ব বিভিন্ন দেবস্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি—১।৭।৭

দেব, যক্ষ নর, গন্ধর্ব্ব ও তির্য্যগাদি পঞ্চ জনের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়—৩।৩৭।৯

বৃহৎ ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই—২।১৬।১২

ইন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ—১।১০০।১২, ১।১০২।৬

ইন্দ্র স্বর্গের রাজা ৩।৪৫।৫

ইন্দ্র মহৎ হইতেও মহীয়ান্ ৩।৪৬।১

ইন্দ্র সুকৃতের পালক, দুষ্কৃতের নাশক ৩।৪৬।২, ১।৫৪।৭, ১।১৬৫।৩

ইন্দ্রই সূর্য্য—১।৫৬, ইন্দ্রই বিষ্ণু ৯।৬৩।৩

অন্ধকন্যা (মায়া) প্রলয়ে তাঁহাতেই লয় হয়। ১০।২৭।১১

ইহা হইতে বুঝা যায় ইন্দ্রই একমাত্র পরম ঈশ্বর।

ঋষিগণ

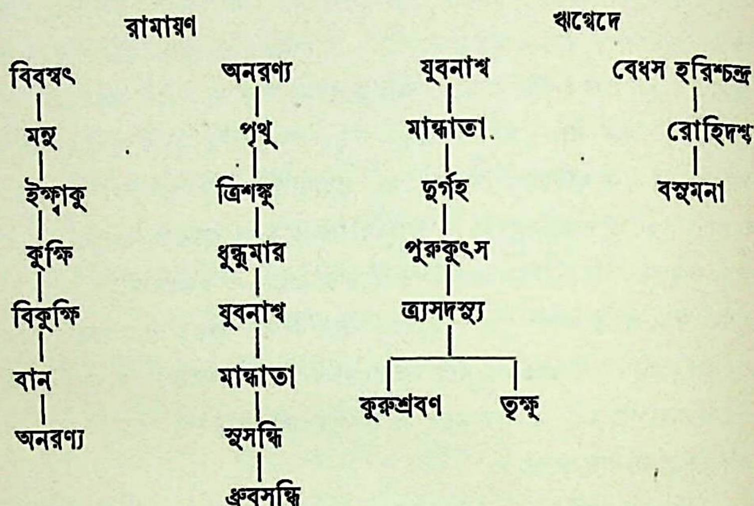
বেদে যে সকল প্রসিদ্ধ নাম আছে তাঁহাদের যথাসম্ভব পরিচয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। ঋগ্বেদের ১।৮৯।৩, ১।৯৬।২, ১।১৭৫।৬, ১।১৮৬।৬, ২।৩৬।৬, ৪।১৮।৭ এবং ৬।৬৭।১০ মন্ত্রে "নিবিদ" নামধেয় প্রাচীনতম মন্ত্রসকলের উল্লেখ আছে। ঐ সকল মন্ত্রে "পুর্ব্বয়া" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার দ্বারা নিবিদের প্রাচীনত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ঋ ১।৯৬।২ মন্ত্রে নিবিদের দ্রষ্টা "আয়ু" ; এবং ঐ মন্ত্রে আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে তুষ্ট হইয়া সেই পরম পুরুষ "মানবী" প্রজা ("অজনয়ৎ মনুনাম্") সৃজন করেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য উক্ত "আয়ু" ও "মনু" একই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে "আয়ু" শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যথা— ঋ ১।১৬২।১ ও ৫।৪১।২ মন্ত্রে আয়ু বায়ুবোধক। ঋ ১।১৭৮।১ ও ৯।১৬।৮ মন্ত্রে আয়ু ইন্দ্রবাচক। ১।৫৩।১০, ২।১৪।৭, ৬।১৮।১৩, ও ৮।৫৩।২ মন্ত্রে আয়ু শব্দ ঐল পুরুরবা-তনয়কে লক্ষ্য করে। ঋ ৮।১৫।৫ ও ৮।৫২।১ মন্ত্রে আয়ু ও মনু উভয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঋ ১।১২২।৪, ২।৪।২ মন্ত্রে আয়ু মনুজাত মনুষ্যবাচী। অন্যত্র আয়ু পরমায়ু-বোধকও পাওয়া যায়। ঋ ১।৪৫।১ মন্ত্রে "জনং মনুজাতং", অর্থ মনুজাত দেবগণকে, ১।৬৮।৪ মন্ত্রে—"মনোরপত্যৈ," ১।৫০।৩ মন্ত্রে "মানুষাসঃ প্রযস্বন্ত আয়বো জীজনন্ত" বাক্যসকল হইতে মনুষ্যগণ প্রজাপতি মনুর সন্তান জানা যায়। মনু শব্দ হইতে মানব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋ ১।১১৪।২ মন্ত্র আঙ্গিরস কুৎস-দৃষ্ট, ১।৮০।১৬ মন্ত্র রাহুগণ গৌতম দৃষ্ট, ২।৩৩।১৩ মন্ত্র গৃৎসমদ্ ভার্গব দৃষ্ট ৮।৩০।৩ মন্ত্র বৈবস্বত মনু-দৃষ্ট, এই সকল মন্ত্রে মনুকে পিতা বলা হইয়াছে। মননাৎ মনু, যিনি সৃষ্টির জন্য মনন করেন। ইঁহাকেই স্বায়ম্ভব মনু বলে। ঋগ্বেদে এই পিতা মনু ব্যতীত আরও চারিজন মনুর নাম পাওয়া যায়। উক্ত বৈবস্বত মনু, অপ্সব মনু, সাবর্ণি মনু ও সাম্বরণ মনু। এই পাঁচ জন। মনু-সংহিতাদিতে সাতজন মনু বলে যথা—স্বায়ম্ভব, স্বারোচিষ্ উত্তমি, তামস, রৈবত,

চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। পুরাণে এতদ্ব্যতীত সাত জন সাবর্ণি মনুর উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে অপ্সব মনুর পুত্র চক্ষু ৯।১০৬ সূক্তের ৪—৬ মন্ত্রের দ্রষ্টা। চক্ষুর পিতা বলিয়া চাক্ষুষ বলা ব্যাকরণসঙ্গত নহে। এই প্রজাপতি মনু প্রজাগণের হিতার্থে বিশেষ ব্যবস্থাপদ্ধতি করেন এমত বলা অসঙ্গত হইবে না মনে করি। ঋ ৮।৩০।৩ মন্ত্রে বৈবস্বত মনু বলিতেছেন যেন পিতা মনু হইতে আগত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। ঋ ৮।৬৩।১ পিতা মনু ইন্দ্রলোকের উপায়স্বরূপ কর্ম্মপ্রণালী দেবগণ হইতে প্রাপ্ত হন। ঋ ১।৩৬।১০ মন্ত্রে দেবগণ মনুর জন্য যজ্ঞ ধারণ করেন। ১।৩১।৪ মন্ত্রে অগ্নি মনুকে স্বর্গের কথা বলেন। ১।৩৬।১৯ মন্ত্রে মনু বিবিধ মনুষ্যের জন্য অগ্নিস্থাপন করেন। ২।২০।৭ মন্ত্রে ইন্দ্র মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেন। ১০।৪৬।৯ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ও দেবগণ মনুর জন্য যজ্ঞবিস্তার করেন। ১।১২৮।২ মাতরিশ্বা পরাবত হইতে মনুর জন্য অগ্নিজ্যোতি আনয়ন করেন। ৪।২৬।৪ দেবগণকে ভীতি প্রদর্শনার্থে সুপর্ণ মনুর জন্য হব্য (সোম) আনয়ন করেন। ইহাই গরুড়ের অমৃত-হরণ আখ্যানের মূল হইতে পারে। ঋ ১০।১০০।৫ মন্ত্রে যজ্ঞস্বরূপ প্রকৃষ্টমতি প্রজাপতি পিতা মনু সুখপ্রদ হউন। ৫।২১।১ মনুর ন্যায় অগ্নিকে প্রজ্জলিত করি। ৭।২।৩ মনু কর্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে পূজা কর। ১০।৭৩।৭ মন্ত্রে মনুকে দেবলোকে যাইবার পথসকল করিয়া দিয়াছ। ঋ ১০।৪৯।১ ইন্দ্র যজ্ঞপদ্ধতি করিয়া দিয়াছেন। ১।৩১।১১ মন্ত্রে "ইড়া (ইলা) মকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীং" বাক্যে মনুষ্যগণের অনুশাসনার্থ ইড়া (শাসন বাক্য) যুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। ইড়া বা ইলা শব্দের বেদে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ আছে। ঋ ১।১৩।৯, ১।৪০।৪, ১।১৪২।৯, ১।১৮৬।১ এবং ৭।৪৪।২ প্রভৃতি মন্ত্রে ইলা অগ্নিরূপা বাগ্‌দেবতা, ইলা পৃথিবীস্থ বাক্, ভারতী অন্তরীক্ষস্থ বাক্, ও সরস্বতী স্বর্গীয়া বাক্ ; যেমন "কেন" উপনিষদে "উমা" হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী বাক্, তেমনি ইলা দেব-যজন-বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা-বিষয়ক বাক্যপদ্ধতি। ইন্দ্র ও অগ্নি যে পদ্ধতি বা স্বর্গীয় কথা মনুকে বলেন তাহাই ইলানাম্নী অনুশাসন-পদ্ধতি। উমা যেমন দক্ষদুহিতা ইলাও তদ্রূপ দক্ষ-দুহিতা। ঋ ৩।২৭।৯,১০ দ্রষ্টব্য। এই মনুর পদ্ধতি বা সংহিতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ২।২।১০।২ মন্ত্রে আছে—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্।" সুতরাং মনুসংহিতা কপোলকল্পিত নহে ; বেদানুগত। ইলা শব্দ পৃথিবীবাচক, ইলাবৃত বর্ষ যদি পুর্ব্বোক্ত ২।২০।৭ মন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তার শাসনপদ্ধতিকে ইলা বলা যায়। বর্ত্তমানে যে মনুসংহিতা পাওয়া যায়, তাহা পশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও মূল সহ মিল না থাকায় কোন কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান মনুসংহিতা মহর্ষি

ভৃগু প্রোক্ত। এজন্য কাহারও কাহারও সন্দেহ দৃষ্টি দেখা যায়। কিন্তু ইহা বিচার-সহ নহে। কারণ মনু স্বশিষ্য ভৃগুকে বলিতে আদেশ করায় ভৃগু উহা বলিয়াছেন; যেমন বৈশম্পায়ন ব্যাস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাভারত বলেন। এখন এই ভৃগুকে? তাহাই বিচার্য্য। বেদ আলোচনা করিলে মনুর পরই ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, অথর্ব্বা ও তত্তনয় দধ্যঙ বা দধীচি প্রাচীনতম ঋষিগণ সকলের পুজ্য পিতৃ-স্থানীয়; তাহা ঋ ১০।১৪।৬ মন্ত্রে "অঙ্গিরসো নঃ পিতরো ন বথা অথর্ব্বানো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ" এই বাক্য হইতে জানা যায়। ভৃগুগণের বিষয় পশ্চাৎ যথোচিত আলোচনা করা যাইবে। বৈবস্বত মনু পুরাণাদিতে খুব প্রসিদ্ধ। মনু ঋগ্বেদের ৮।২৭—৭১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। অপ্সব মনু ৯।১০৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। তৎপুত্র চক্ষু, চক্ষুপুত্র অগ্নি তাঁহারাও ৯।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ১০।৬২।৯,১০ মন্ত্রে সাবর্ণি মনুর দান-স্তুতি দেখা যায়। সাম্বরণ মনুর পিতা সম্বরণ প্রাজাপত্য ৫।৩৩,৩৪ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।৫১।১ মন্ত্রে সম্বরণ মনুর উল্লেখ আছে। ঋ ৯।১০১ সূক্তে সম্বরণ, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র নহুষ, ও তৎপুত্র যযাতি দ্রষ্টা। ইহাতে যযাতি না চন্দ্রবংশীয়, না সূর্য্যবংশীয়।

রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭০ম সর্গে সূর্য্যবংশে অম্বরীশপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ এবং অজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ থাকা পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ রামের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নহুষ। মহাভারত পুরাণাদিতে নহুষ ঐল পুরুরবা তনয় আয়ুর পুত্র চন্দ্রবংশীয়। চন্দ্রতনয় বুধ ও ইলা হইতে জাত পুরুরবা। ঋগ্বেদে নহুষ, যযাতি, তৎপুত্রগণ যদু, তুর্ব্বসা, অণু, দ্রুহ্যু ও পুরু অতীব প্রসিদ্ধ। বহুস্থানে ইঁহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। ঋ ১০।৬৩।১, ১।৩১।১৭ মন্ত্রে যযাতির নাম আছে। নহুষের বিষয় ঋগ্বেদের ৫।৭৩।৩, ১।১০০।১৬, ৭।৯৫।২, ৭।৬।৫, ১।৩১।১১, ৯।৯১।২, ১০।৪৯।৮ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ১।৩১।১১ মন্ত্রে 'আয়বে' বিশেষণ আছে, কিন্তু সায়ণাচার্য্য তদর্থ 'মনবে' করিয়াছেন। ৭।৯৫।২ মন্ত্রে সরস্বতী তীরে নহুষের রাজ্য নির্দ্দিষ্ট; বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট ঋ ১০।৬১, ৬২ সূক্তের দ্রষ্টা। অপর পুত্র শর্য্যাতি ইনি ১০।৯২ সূক্তের দ্রষ্টা। ইঁহার সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে ভৃগুপুত্র চ্যবন ইঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ঋ ১।১১২।১৭ মন্ত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে। তৎপুত্র শর্য্যাতি, ইহার উল্লেখ ১।৫১।১২ ও ৬।৫১।৭ মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর নাম সর্ব্বত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকুর নাম ১০।৬০।৪ মন্ত্রে আছে, তথায় তিনি ভজেরথ পুত্র অসমাতির রাজ্য-রক্ষক। ঋগ্বেদে

ইক্ষাকু ও যুবনাশ্ব মধ্যে কতিপয় নাম পরিদৃষ্ট হয় না। রামায়ণে ইক্ষ্বাকু বংশ যেরূপ আছে তন্মতে যুবনাশ্ব পর্য্যন্ত নাম দিয়া ঋগ্বেদে প্রাপ্ত বংশ দেখান গেল, তৎযথা—



যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা ঋ ১০।১৩৪ সূক্তের দ্রষ্টা। মান্ধাতার উল্লেখ ঋ ৮।৩৯।৮, ৮।৪০।১২, ১।১১২।১৩ মন্ত্রে পাওয়া যায়। তৎপুত্র দুর্গহ, ইহা ৪।৪২।৮ মন্ত্রে। দুর্গহ পুত্র পুরুকুৎস ৪।৪২।৮, ৬।২০।১০, ১।৬৩।৭, ১।১১২।৭ ১।১৭৪।২।, ৮।১৯।৩৬ মন্ত্রে উল্লেখিত। দুর্গহলপ্তা (৮।৫৫।১২), পুরুকুৎসতনয় ত্রসদস্যু ৪।৪২, ও ৯।১১০ সূক্তের দ্রষ্টা। ৪।৩৮।১, ৪।৪২।৮-৯, ৫।৩৩।৮, ৫।২৭।৩, ৭।১৯।৩, ৮।৮।২১, ১।১১২।১৪ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ত্র্যসদস্যু পুত্র কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষু। তৃক্ষুর উল্লেখ ৮।২২।৭ ও ৬।৪৬।৯ মন্ত্রে ও রাজা কুরুশ্রবণের দানের কথা ১০।৩৩।৪-৭ মন্ত্রে আছে। মহর্ষি বামদেব, সৌভরি (কাণ্ব) সধ্বংস (কাণ্ব), কুৎস আঙ্গিরস, কবষ (ঐলুশ) সম্বরণ (প্রাজাপত্য) ইহারা সকলেই ত্র্যসদস্যুর দানের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং সমসাময়িক হইবেন। রাজা ত্র্যসদস্যু গিরিক্ষিৎ গোত্রজাত ঋ ৫।৩৩।৮ বৈবস্বৎ মনুর সময়ে জলপ্লাবন ঘটে ইহা ঋগ্বেদে নাই কিন্তু অথর্ব্ব বেদের ১৫।৩৯।৭-৮ মন্ত্রে ও শতপথ ব্রাহ্মণের ১।৮।১ ১-১০ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। পুর্ব্বোক্ত ঐল পুরুরবা ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তের দ্রষ্টা; ১।৩১।৪ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। তৎপুত্র আয়ুর বিষয় ৮।১৫।৫, ১০।৪৯।৫, ২।১৪।৭, ৬।১৮।১৩, ৮।৫২।১, ৮।৫৩।২, ১।৫৩।১০ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে পুরুরবা, ইহা "ঐল" শব্দ হইতে পাওয়া যায়;

১০।৯৫।১৮—মহাভারতে ইলা মনু-পুত্রী ; ঋগ্বেদে দক্ষকন্যা মনুর অনুশাসনপদ্ধতির নাম ইলা বটে। পূর্ব্বোক্ত ভৃগু বারুণী বরুণের অপত্য ; ঋ ৩।৫।১০ আদিত্য-রশ্মিকে ভৃগু বলা হইয়াছে। ইনি ঋ ৯।৬৫ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।৪৩।১৩ মন্ত্রে আছে ভৃগুবৎ ও মনুর ন্যায় ও অঙ্গিরার মত আহ্বান। ঋ ১।৫৮।৬ ভৃগুগণ অগ্নিকে ধারণ করেন। ১।৭১।৪, ১।১৪৩।৪, ২।৪।২, মন্ত্রে ভৃগুর উল্লেখ আছে। ১।৬০।১ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ভৃগুর জন্য অগ্নি আনয়ন করেন। ১০।৪৬।২ অগ্নি জলে লুক্কায়িত হইল, ভৃগুগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ১০।৪৬।৯ মন্ত্রে ভৃগুগণ বলের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করেন। মহর্ষি ভৃগুর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদিতে এক আখ্যান পরিদৃষ্ট হয় ; বারুণী রূপ ধৃত রুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রজাপতি তাহাতে হোতা হন। তথায় বাগ্‌দেবী প্রভৃতি আগমন করিলে প্রজাপতির রেতঃ স্কন্দিত হয়, তাহা যজ্ঞাগ্নি-গত হইয়া প্রজ্বলিত শিখা হইতে ভৃজ্যমান রেতঃজাত ভৃগু উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ অঙ্গারাগ্নি হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হন, অঙ্গার-নিম্নস্থ ভূমি হইতে ভৌম অত্রি উদ্ভূত হন ইত্যাদি। ভৃগুগণ মধ্যে চ্যবন কবি ও তৎপুত্র উশনা (শুক্রাচার্য্য), জমদগ্নি ও রাম ইঁহারা ঋগ্বেদে দ্রষ্টা। আঙ্গিরস শুণ-হোত্র তনয় শৌনহোত্র ভৃগুবংশে যাইয়া শুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া শৌনক গৃৎসনদনামা হয় ; ইনি প্রায় সমগ্র দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা ; ১০।১৯।৮ মন্ত্র ব্যতীত চ্যবন-দৃষ্ট মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। চ্যবনের উল্লেখ বহু মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইনি মনু-পুত্র শর্য্যাতকে অভিষেক করার উল্লেখ আছে। কবি ৯।৪৭-৪৯ ও ৭৫-৭৯ সূক্তের দ্রষ্টা। উশনা ৮।৮৪, ৯।৮৭-৮৯ সূক্তের দ্রষ্টা। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "কাব্যম্ অসুরাণাৎ পুরোহিতম্"। জমদগ্নি ৮।১০১, ৯।৬২, ১০।১১০ সূক্তের দ্রষ্টা। রাম (পরশুরাম জামদগ্ন্য) ১০।১১ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।১০২-৪ মন্ত্রে ঔর্ব্ব ঋষির উল্লেখ আছে। ইনিও ভার্গব। অঙ্গিরাগণ সমধিক প্রসিদ্ধ পূর্ব্বোক্ত আখ্যান মতে অঙ্গিরা অগ্নি হইতে জাত। ঋ ১০।৬২।৫ মন্ত্রে অঙ্গিরা-গণকে অগ্নির পুত্র বলা হইয়াছে। ঋ ৪।২।১৫, ৩।৫৩।৭, ১০।৬২।৭ মন্ত্রে অঙ্গিরা-গণকে "দিবস্ পুত্রা" বলা হইয়াছে। পারসিকগণের জেন্দাবস্তে অঙ্গিরা মন্যু ইন্দ্রদ্বেষী অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইনি অহুরমজদার নির্ম্মিত ষোড়শ স্থান ভ্রষ্টকারী। অঙ্গিরা যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা থাকা ১।৩১।১৭, ১।৮৩।৪, ১।১৩৯।৯, ৩।৩১।৭-১২ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। অঙ্গিরা অগ্নির পিতা বা পালক জন্যই সম্ভবতঃ অঙ্গিরা অঙ্গিরাস্তম বলিয়া অগ্নি ও ইন্দ্র বহু স্থলে অভিহিত। অঙ্গিরাগণ বিরূপঅর্থাৎ বিবধ রূপ। তাঁহাদের মধ্যে কোন দল সপ্তগ্ব, কেহ নবগ্ব, কেহ দশগ্ব ইত্যাদিই বিরূপতা।

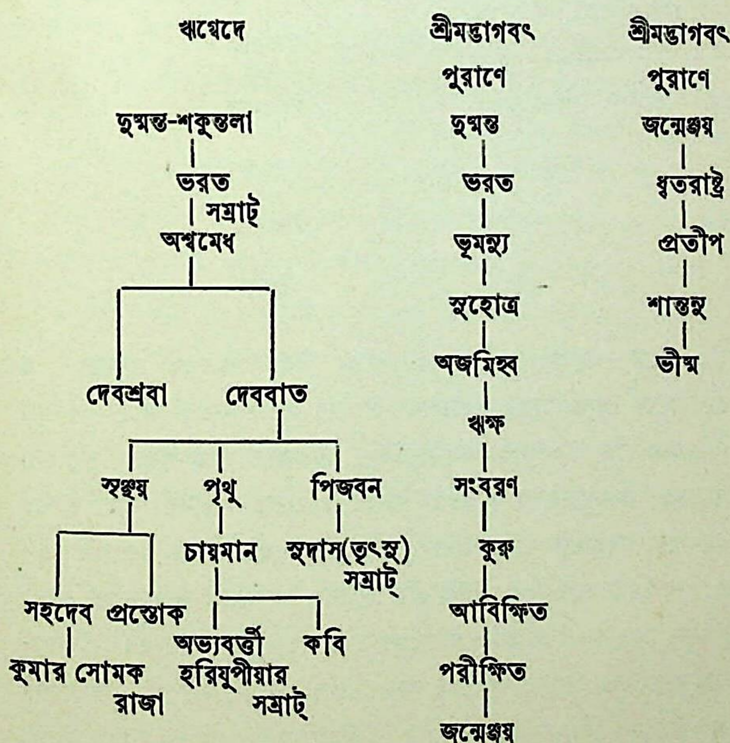
সপ্তগ্বগণ সাত মাসে সাম্বৎসরিক সত্র করেন। নবগ্ব নয় মাসে, দশগ্ব দশ মাসে আবার অন্যে দ্বাদশ মাসে করেন। এ বিষয়ে ঋ ১০।৪৭।৬, ৯।১০৮।৪, ৪।৫১।৪, ১০।৬২।৬ দ্রষ্টব্য। অঙ্গিরা ইন্দ্রপূজা ও যজ্ঞের প্রবর্ত্তক বলিয়াই সম্ভবতঃ পিতা বলিয়া অভিহিত। গোতম-গোত্রোৎপন্ন নোধা ১।৬২।২, মহর্ষি বামদেব ৪।১।১৩, বসিষ্ঠ পৌত্র পরাশর ১।৭১।২ মন্ত্রে অঙ্গিরাকে পিতা বলিয়াছেন। ঋ ১০।১৪।৬ যমদৃষ্ট মন্ত্রে আঙ্গিরা পিতৃগণ মধ্যে একজন ; "অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বানো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ" মন্ত্রের ইতিপুর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। এই মন্ত্রে অথর্ব্ব নবগ্ব আঙ্গিরস মধ্যে গণ্য। ঋ ৯।১০৮।৪ "যেনানবগ্বোদধ্যঙ্‌পোর্ণুতে" মন্ত্রে মহর্ষি দধিচীকেও নবগ্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং অথর্ব্বাঙ্গিরস জন্যই অথর্ব্ব বেদকে অথর্ব্বাঙ্গিরস বলা হয়। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোনিষদে অথর্ব্বা ব্রহ্মার পুত্র। ইনি ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অথর্ব্বা অঙ্গিরাকে ব্রহ্মবিদ্যা দেন। অঙ্গিরা ভরদ্বাজ সত্যবাহকে দেন। সত্যবাহ আঙ্গিরসকে দেন এরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস পৃথক্ ব্যক্তি। অঙ্গিরা-তনয় বৃহস্পতিই আঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত; ৬।৭৩।১ মন্ত্রে "প্রথমজা ঋতবা বৃহস্পতি রাঙ্গিরসো হবিষ্মান্" ; ৪।৪০।১ মন্ত্রে "বৃহস্পতেরাঙ্গিরস স্তজিষ্ণোঃ"। অমরকোষাদিতেও আঙ্গিরস অর্থ বৃহস্পতি লিখে। যাস্কাদি দৃষ্টে অঙ্গিরাকেই যেন সম্মানার্থ আঙ্গিরস বলা হয়, বহুবচনে অঙ্গারেষু আঙ্গিরসঃ। শতপথব্রাহ্মণে অঙ্গানাং রসঃ আত্মা ইতি। অঙ্গারেষু অঙ্গিরা বলিয়া বৃহদ্দেবতায় পুর্ব্বোক্ত আখ্যান গৃহীত হইয়াছে। ঋ ৪।৫১।৪ মন্ত্রে "যেন নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে আঙ্গিরসবংশীয় নবগ্ব দশগ্বগণকে অঙ্গিরে শব্দে বিশোধিত করা হইয়াছে। ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস এক বলা হয়। কিন্তু আজমীঢ় হইতে প্রকাশিত শুক্লযজুর্ব্বেদের ৫ম অধ্যায়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অঙ্গিরস ও ৩৪ অধ্যায়ে অঙ্গিরা ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। অন্যত্র তাহা দেখা যায় না। অঙ্গিরাবংশীয় সুধন্বার পুত্রগণ ঋভু, বিভু ও বাজ ; ইঁহারা কর্ম্ম দ্বারা ঋভুগণ নামে দেবতা হইয়াছেন। ইঁহাদের শিল্পচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রদেব শিল্পী ত্বষ্টাকে অবনমিত করেন। ১।১১০।২-৪ ত্বষ্টানির্ম্মিত এক চমসকে ইঁহারা চারিখানি চমসে পরিণত করেন। ঋভুগণ ঋতু দেবতা বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অঙ্গিরা বংশে অথর্ব্বা অতীব প্রাচীন। জেন্দ গ্রন্থে অথর্ব্বা শব্দ দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ পুরোহিত। ঋগ্বেদেও অথর্ব্বা প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ৫।৬।৬।৪ মন্ত্রে অথর্ব্বাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। ঋ ৬।১৬।১৩, ১০।১৪।৬, ১০।২১।৫, ১।৮০।১৬ মন্ত্রে অথর্ব্বা প্রথম অগ্নি মন্থন করেন বর্ণিত।

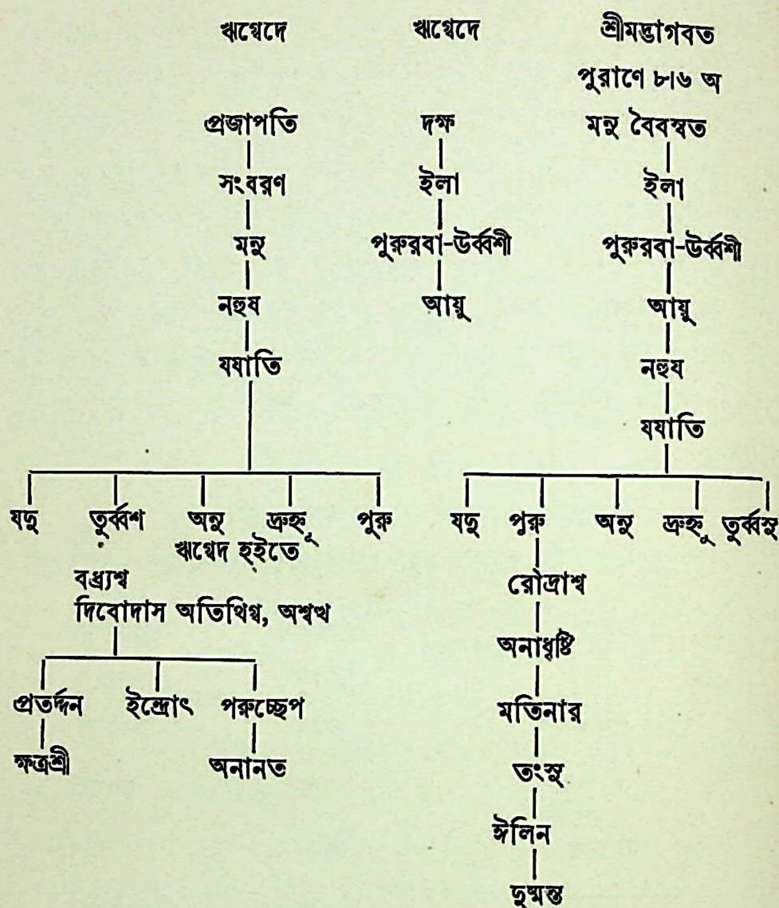
১০।৯২।১০। “যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমো বিধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগব-সংচিকিত্রিরে”। ইহার অর্থ অথর্ব্বা প্রথম যজ্ঞ বিধারণ করেন। দেবগণ ও ভৃগুগণ বল দ্বারা তাহা জানিয়া লইলেন। ১।৮৩।৫ মন্ত্রে অথর্ব্বা যজ্ঞ দ্বারা প্রথম পথ বাহির করেন। ১।৩১।১ ও ১।১২৭।২ মন্ত্রে অগ্নি অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠ বলা হয়। ঋ ১।৮০।১৬ মন্ত্রে অথর্ব্বাসকল প্রজার পিতা মনু ও দধ্যঙ্ প্রথম যজ্ঞ করেন। ঋ ৬।১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা ঋষি পুষ্কর হইতে প্রথম অগ্নি মন্থন করেন। ঐ ১৪ মন্ত্রে অথর্ব্বাতনয় দধীচি অগ্নিকে প্রজ্জলিত করেন। ঋ ১।৮৪।১৩ মন্ত্রে দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ বর্ণিত। মহর্ষি দধীচি অশ্বশিরে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। ঋ ১।১১৬।১২, ১।১১৭।২২, ১।১১৯।৯ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। মহর্ষি দধীচি প্রোক্ত এই মধুবিদ্যা বর্ত্তমান খণ্ড ঋগ্বেদে নাই। শতপথ ব্রহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৫ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শেষ অধ্যায়ে মহর্ষি দধীচি-দৃষ্ট ব্রহ্ম স্বরূপের কথঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ঈশা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, উতথ্য ইহারা অঙ্গিরাতনয়। বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, শংযু, অগ্নি (পাবক), ও তপোমূর্দ্ধা জাত। ভিষজ ও বৃহদ্দিব অথর্ব্বাতনয়। ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে দুইজন বৃহস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক আঙ্গিরস, যিনি দেবগুরু ও অপর লোক্য। এই লোক্য হইতে লোকায়ত মতবাদের উদ্ভব। আঙ্গিরসতনয় সংবর্ত্ত রাজা মরুত্তকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এইমত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। উতথ্য ও সংবর্ত্ত ইহাঁরাও ঋগ্বেদে ঋষি। উতথ্য পত্নী মমতা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন (৬।১০।২)। তৎপুত্র দীর্ঘতমা ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। ইহাঁর দৃষ্ট মন্ত্রসকল অধ্যাত্ম ভাবপুর্ণ ও জ্যোতিষের সমালোচনাযুক্ত। পশ্চাৎ উহার আলোচনা করা হইবে। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ মাতার নাম উশিজ। ইনি স্বনয়নামা রাজার কন্যা বিবাহ করেন ও রাজা হন। ইনিও ঋগ্বেদের ঋষি। ইনি আপনাকে ঔষিজ ও পজ্র কুলোদ্ভব বলিয়াছেন। পজ্রকুল আঙ্গিরস বংশের নামান্তর। পজ্র অর্থাৎ পৃথিবী। পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরূপ অঙ্গিরাগণ বাস করিতেন। কেহ উত্তর মেরুর অতি সন্নিহিত সাত সূর্য্য দ্রষ্টা সপ্তগ্ব, কেহ আট সূর্য্য দ্রষ্টা, কেহ তদ্দক্ষিণে বাস করায় নয় সূর্য্য দ্রষ্টা, কেহ আরও দক্ষিণবাসী জন্য দশ মাসে বৎসর শেষ করিতেন। অপরে পুনঃ দ্বাদশাদিত্য বিরাজিত দেশে বিরাজমান ছিলেন। রাজা কক্ষীবান্ সিন্ধুতীরে সিন্ধাবধি দেশে বাস করিতেন ঋ ১।১২৬। অগি

গত্যৌ ধাতু হইতে অঙ্গিরা শব্দ ও অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। যাঁহারা অগ্নিপূজায় অগ্রগামী তাঁহারা অঙ্গিরা কক্ষীবানের পুত্র সুকীর্তি ও শবর ও কন্যা ঘোষা এবং ঘোষার পুত্র সুহস্ত ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। ঘোষার ব্যাধিনিবন্ধন যথাকালে বিবাহ ঘটে নাই; তিনি দেবতার আরাধনা দ্বারা ব্যাধিমুক্ত হইয়া সৎ পতি প্রাপ্ত হন। ঘোষা ঋ ১০।৩৯, ৪০ সূক্তদ্বয়ের দ্রষ্টা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে দীর্ঘতমা দুষ্মন্ত-তনয় ভরতকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। আঙ্গিরস বংশে অযাস্য ও ঘোর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অযাস্য নবগ্ব দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি ১০।৬৭, ৬৮ ঋগ্বেদেৱ ঋষি। ঘোর-শিষ্য কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন। উভয়েই ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা। ঘোর-শিষ্য কণ্ব গোত্রপতি। কণ্ববংশীয়েরা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ঋষিগণ। শুক্লযজুর্বেদের ও শতপথ ব্রাহ্মণের কাণ্ব শাখা ও মাধ্যন্দিন শাখা অতীব প্রসিদ্ধ। উক্ত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকও ঋগেদে ঋষি, তিনি মৃত পুত্র আনয়ন করিয়াছিলেন এরূপ ঋগ্বেদে বহুস্থানে বর্ণিত আছে। অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ প্রায় সমগ্র ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা। ইনি ঋগ্বেদে সপ্তর্ষিগণ মধ্যে একজন। ভরদ্বাজের পুত্র ঋজিশ্ব, নর, বসু, গর্গ, পায়ু, সপ্রথ ও শাস ঋগ্বেদে ঋষি। ঋগ্বেদে সপ্তর্ষিগণ ১। বশিষ্ঠ ২। বিশ্বামিত্র ৩। জমদগ্নি ৪। কশ্যপ ৫। গৌতম ৬। অত্রি ও ৭। ভরদ্বাজ। পুরাণাদিতে সপ্তর্ষি পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ঠ। অত্রি ও বশিষ্ঠ উভয় মত সম্মত। কশ্যপ স্থলে তৎপিতা মরীচি ও জমদগ্নি স্থলে তৎপিতা ভৃগু গৃহীত। অঙ্গিরা বংশের কুৎস, হিরণ্যস্তূপ, সুধন্বা, গুণহোত্র, সুহোত্র, প্রিয়মেধ, উরু ইহাঁরা বিশেষ নামী বটেন। ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। এতদ্ব্যতীত আরও ত্রিশজন আঙ্গিরসবংশীয় ঋষি আছেন। কাণ্ববংশীয়গণ মধ্যে মেধাতিথি, মেধ্যাতিথি, প্রস্কণ্ব, প্রগাথ, বিমদ, সৌভরি প্রভৃতি বহু ঋষি আছেন। অঙ্গিরাগণ মধ্যে কুৎসের নাম বহুস্থানে দৃষ্ট। ইনি ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন। ইহাঁকে অর্জ্জুনেয় বা আর্জ্জুনি বলে। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠবংশ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের দ্রষ্টা। আত্রেয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা। বিশ্বামিত্র বা কুশিকবংশীয়েরা তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। ভার্গব গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। গোতমবংশীয় বামদেবাদী চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা। নবম মণ্ডলে কাশ্যপগণ দ্রষ্টা। প্রথম ও দশম মণ্ডলের দ্রষ্টা বহু বংশের বহু ব্যক্তি। কুশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলেন ঋ ৩।৫৩।২৪। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা হইতে জাত ভরত। ভরত ভরদ্বাজকে পুত্রত্বে গ্রহণ করেন এমত কোন কোন পুরাণে বলে। অন্যত্র ভরত ভরদ্বাজের অনুগ্রহে

পুত্রলাভ করেন বর্ণিত। পুরাণে উক্ত সুহোত্র আঙ্গিরস ও তৎপুত্র অজমিহ্বের নাম ভরত বংশে দেখা যায়। সুহোত্রতনয় পুরুমিহ্বের ও অজমিহ্বের ঋগ্বেদে ঋষি এবং এই অজমিহ্বের হইতে পুরাণ মতে কুরু পাঞ্চাল ও কুশিকগণ পৃথক্ হইয়া পড়েন। এজন্য নিম্নে ঋগ্বেদের ও পুরাণের ভরত বংশাবলী দেখান গেল। ঋগ্বেদে ভরতের নাম ৬।১৬।৪ ও ৭।৮।৫ মন্ত্রে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের কীর্ত্তি ঘোষিত। ভরত সম্রাট্ রাজসূয় যজ্ঞ করেন। মর্শনার দেশে ভরত বহু হস্তী দান করেন। সাচীগুণ দেশে অগ্নিচয়ন করেন। যমুনাতীরে ৭৮টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। গঙ্গাতীরে "বৃত্রঘ্ন" নামক স্থানে ৫৫টী যূপ প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দীর্ঘতমা তাঁর অভিষেক্তা। মহাভারতে—আদিপর্ব্বে ৭৩ অধ্যায়—

ভরতাদ্ভারতী কীর্ত্তি যেনেদং ভারতং কুলং।
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে॥ ইত্যাদি





রাজা দুষ্মন্ত—শকুন্তলাকে বিবাহ করেন ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতাদিতে দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে ১৩।৫।৪-১৩ মন্ত্রে শকুন্তলা অপ্সরা ছিলেন বলে। অপ্সরাগণ দেবযোনি, মনুষ্যজাত নহে পুরাণে শকুন্তলা বিশ্বামিত্র কন্যা কণ্ব-পালিতা বর্ণিত। ঋগ্বেদের ভরত-বংশাবলী যাহা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সম্রাট্ সুদাস রাজা দুষ্মন্ত হইতে ষষ্ঠ পুরুষে স্থিত। বিশ্বামিত্র এই সম্রাট্ সুদাসের পুরোহিত সুতরাং তৎকন্যা ভরতমাতা হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ঋ ৫।২৭।৪ মন্ত্রের দ্রষ্টা ভরতপুত্র অশ্বমেধ। ইক্ষ্বাকু-বংশের ত্রাসদস্যু ও ভারত অশ্বমেধ সমসায়িক। কারণ উভয়েই একসূক্তের দ্রষ্টা এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। ৫।২৭।৪ মন্ত্রে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন বর্ণিত। ৮।৬৮।১৬ মন্ত্রে অশ্বমেধের

পুত্রের উল্লেখ আছে। দেববাত ও দেবশ্রবা ঋগ্বেদের ৩।২৩ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৩।২৩।৩, ৪ মন্ত্রে ইঁহাদের রাজ্য সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও অপেয়া তীরে বিস্তৃত ছিল। ৪।১৫।৪, ৭, ৯ মন্ত্রে দেববাত পুত্র সৃঞ্জয় ও সহদেব পুত্র কুমার (সোমক) ইঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।১৫।৪ ও ৬।২৭।৭ মন্ত্র হইতে সৃঞ্জয় রাজা দেববাত পুত্র জানা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সহদেব যে সৃঞ্জয়পুত্র তাহা পাওয়া যায়। ৭।১৮।২২ মন্ত্রে পিজবন দেববাত-পুত্র এবং তৎপুত্র সম্রাট্ সুদাস (তৃৎসু) ইহা জানা যায়। ৬।৪৭।২২ মন্ত্রে রাজা প্রস্তোক সৃঞ্জয়পুত্র ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি দিবোদাসের সমসাময়িক। কারণ উভয়েই ভরদ্বাজপুত্র গর্গকে ধন দান করেন। রাজা সুদাস যদুকে বশ করেন ঋ ৭।১৯।৮, তুর্ব্বশকে বশ করেন ৭।১৮।৬। ইন্দ্র তৃৎসুকে অনুর পুত্রের গৃহ দান করেন (৭।১৮।১৩)। অনুর ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণ সুদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিলেন ৭।১৮।১৪। ঋ ৭।১৯। ৩ মন্ত্রে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাস, পুরুকুৎস তনয় ত্রসদস্যু ও পুরুকে রক্ষা কর বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে যযাতিপুত্র যদু প্রভৃতি সুদাসের সমসাময়িক। অসিক্নীরাজ পুরুর বিষয় ঋগ্বেদে ১।১০৮।৮, ৬।৪৬।৮, ৭।৫।৩, ৭।৮।৪, ৭।১৯।৩, ৮।৩।১২, ৮।৫০।৫ ও ১০।৪৮।৫ মন্ত্রে প্রাপ্তব্য। ১।১০৮।৮ মন্ত্রে যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু পাঁচ জনের নাম একত্র পাওয়া যায়। ৭।৫।৩ মন্ত্রে অসিক্নীতে পুরুর রাজ্যে থাকা বর্ণিত। ৭।১৯।৩ মন্ত্রে পুরু ত্রসদস্যু সমসাময়িক থাকা দৃষ্ট হয়। ১।৩৬।১৮ ১।৫৪।৬, ১।১৭৪।৯, ৪।৩০।১৭, ৫।৩১।৮, ৬।২০।১২, ৮।৪।২, ৭, ৮।৬।৪৮, ৮।৭।১৮, ৮।৯।১৪, ৮।১০।৫, ৮।৪৫।২৭, ৯।৬১।২, ১০।৪৯।৮, ১০।৬২।১০ মন্ত্রে যদুর উল্লেখ আছে। ১।৩৬।১৮, ১।৫৪।৬, ১।১৭৪।৯, ৪।৩০।১৭, ৫।৩১।৮, ৬।২০।১২, ৭।১৮।৬, ৮।৭।১৮, ৯।৬১।১২ ও ১০।৪৯।৮ মন্ত্রে তুর্ব্বশের কথা বর্ণিত আছে। ১।১০৮।৮, ৬।৪৬৮, ৭।১৮।৬, ১২, ১৪ ও ৮।১০।৫ মন্ত্রে দ্রুহ্যুর বিষয়বর্ণিত ৭।১৮।১৩, ১৪, ৮।৪।১, ৮।১০।৫ মন্ত্রে অনুর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত ৭।১৮।৬ মন্ত্রে তুর্ব্বশ মৎস্য দেশ জয় করেন। অথচ পুরাণ মতে রাজা দুষ্মন্ত যদু হইতে নিম্ন ষষ্ঠ পুরুষ অন্তরে স্থাপিত। ঋগ্বেদ মতে সুদাস দুষ্মন্ত হইতে নিম্ন ষষ্ঠ পুরুষে স্থিত। অর্থাৎ পুরাণ মতে সম্রাট্ সুদাস যদু পুরু হইতে দ্বাদশ পুরুষ পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। সম্রাট্ সুদাস যমুনা তীরে অজ, শিগ্রু, যক্ষু, তৃৎসু মৎস্য ইত্যাদি জনপদে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ৭।১৮।১৯। সম্রাট্ সুদাসের বীর-কাহিনী সম্বন্ধে ঋ ১।১১২।১৯, ১।৪৭।৬, ৩।৫৩।৯, ৩।৫৩।১১, ৭।৮৩।১, ৭।৮৩।৫, ৬, ৭।১৮।৫, ৯, ৭।১৯।৩, ৮, ৭।২০।২ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (৩।৫৩।১১)।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইঁহার পুরোহিত। ৭।১৮।৮ মন্ত্রে চায়মান পুত্র কবি সুদাসের সহিত যুদ্ধে হত হন। চায়মান পৃথুর পুত্র পৃথু দেববাত বংশে জাত। চায়মানের অপর পুত্র অভ্যবর্ত্তী সম্রাট্। ইহা ঋ ৬।২৭ সূক্তের ৫-৮ মন্ত্রে বিবৃত। ইনি হরিযুপীযার রাজা ছিলেন; যব্যাবতী নদীতীরে বৃচীবৎগণকে পরাস্ত করেন ও তাহাদের সেনাপতি বরশিখকে বধ করেন; মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুশিকবংশীয়। ইহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষের নাম ইষীরথ; তৎপুত্র কুশিক; ইনি ঋগ্বেদে ঋষি। তৎপুত্র গাথি, ইনিও ঋষি। তৎপুত্র বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের দ্রষ্টা। ইঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা, পুরণ, অষ্টক, রেনু ও ঋষভ। সকলেই মন্ত্র-দ্রষ্টা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে হোতা ছিলেন; তথায় শুণঃশেপকে যূপাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করতঃ দেবরাত নামে পুত্রত্বে গ্রহণ করেন ও জহ্নুতে যে সম্পত্তি ছিল তাহা উক্ত দেবরাতকে প্রদান করেন। এই দেবরাতের পুত্র মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্রষ্টা। সুপ্রসিদ্ধ "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" মন্ত্র, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র, ইঁহারই দৃষ্ট। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা। যাহা এখনও ব্রাহ্মণগণ নিত্য জপপরায়ণ। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ও অঘমর্ষণ ইঁহারাও ঋষি; "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ" এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র এই অঘমর্ষণের দৃষ্ট। বিশ্বামিত্রের পুত্র বাচ, প্রজাপতি কত ও ঋষি। কত পুত্র উৎকীলও ঋষি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। শুক্ল যজু ও শতপথ ব্রাহ্মণ এই বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য আখ্যাত।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মিত্রাবরুণী উর্ব্বশীতনয় ৭।৩৩।১১; ইনি ও অগস্ত্য উভয়েই কুম্ভযোনি। মিত্র বরুণের অপত্য। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, ব্যাঘ্রপদ, উপমন্যু, ইন্দ্রপ্রমতি, বৃষগণ, মন্যু, কর্ণশ্রুত, মৃড়ীক, বসুক্র। শক্তিপুত্র পরাশর ও গৌরবীতি। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভারত সুদাস ও ঐক্ষ্বাক রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এমত ঐ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। মহর্ষি অগস্ত্য তৎপুত্র দৃঢ়চ্যুত ও তৎপুত্র ইধ্মবাহ সকলেই ঋষি। সপ্তর্ষিগণ মধ্যে রহুগণ-পুত্র গোতম প্রাচীন ঋষি। রহুগণ ৯।৩৭, ৩৮ সূক্তের দ্রষ্টা। মহর্ষি গোতম বিদহমথবকে বিদেহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বেদে রহুগণ ও গোতম নামীয় দুই ব্যক্তি নাই। রহুগণের মন্ত্রে আপ্ত্যত্রিত যজ্ঞ করিতেছেন বর্ণিত আছে সুতরাং প্রাচীন। প্রসিদ্ধ "মধুবাতা ঋতায়তে" মন্ত্র, "স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা" মন্ত্র, "ভদ্রং কর্ণেভিঃ" মন্ত্র,

"আদিতির্দৌঃ" মন্ত্র মহর্ষি গোতম দৃষ্ট। ইঁহার পুত্র মহর্ষি বামদেব গৌতম, যিনি প্রায় সমগ্র ৪র্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য বামদেব হইতে আগত ; তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৪।১০ মন্ত্রে বিবৃত আছে। ইঁহার দৃষ্ট ৪।২৬, ২৭ সূক্ত ও ৪০ সূক্তের ৫ মন্ত্রে যাহা হংসাবতী মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাও ব্রহ্মবিদ্যাপর। ইঁহার মন্ত্রে আর্য্য ও অনার্য্য বা দস্যুসহ সংঘর্ষণ তীক্ষ্ণ ছিল জানা যায়। ৪।৩০।১৮ মন্ত্রে ত্রিশ হাজার দাস বধ হয়। ইঁহার পুত্র অহংমুক্ ও বৃহদুক্থ ঋগ্বেদের ঋষি। ইঁহার দৃষ্ট ১০।৫৪ সূক্তে ইন্দ্রই ব্রহ্মজ্যোতি, তাঁর কার্য্য মায়া, তিনি স্বয়ম্ভূ বর্ণিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে বৃহদুক্থ পাঞ্চালরাজ দুর্ম্মুখকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ঋগ্বেদে নোধাগৌতম ও তৎপুত্র একদ্যু মন্ত্র-দ্রষ্টা। এই গৌতম বংশে বাজশ্রবস ও তৎপুত্র কুশ্রীর নাম পাওয়া যায়। কুশ্রী শুক্ল যজুর্ব্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। তৎপুত্র উপবেশী ; ইঁহার নাম তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। উপবেশীর পুত্র অরুণ ও তৎপুত্র উদ্দালক আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু ও কুসুরুবিন্দু। কুসুরুবিন্দু শুক্ল কৃষ্ণ উভয় বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। কঠ উপনিষদের নচিকেতা এই মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতমের পৌত্র। ন্যায়দর্শনের অক্ষপাদ গৌতমও এই বংশ অলঙ্কৃত করেন। এই মহর্ষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য মহর্ষি বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য। শাঙ্খায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৌষিতকী পুত্র কহোল। কহোল-পুত্র অষ্টাবক্র এই উদ্দালক আরুণির দৌহিত্র। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি হইতেই আমরা সুপ্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য সহ বেদান্তের মৌলিক তত্ত্বসকল প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। মহর্ষি কশ্যপ মরীচি-পুত্র ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। অপ্সরস, নৈধ্রুবী, আবৎসার, অসিত ও দেবল ইঁহারা কাশ্যপ। সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। বর্ত্তমানে শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর মধ্যে অসিত ও দেবলের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে ইঁহারা কশ্যপ-গোত্রের শিষ্যমাত্র বুঝা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে পুর্ব্বোক্ত গৌতম-বংশীয় কুশ্রীর শিষ্য শাণ্ডিল্য পাওয়া যায়। ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যা যাহার প্রথম মন্ত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসিত।" কশ্যপ বংশে আরও মন্ত্র-দ্রষ্টা আছেন। মহর্ষি অত্রি ভৌম সপ্তর্ষিগণ মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ভৃগুর উৎপত্তি সহ ইঁহার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ১০।১৪৩ সূক্তের দ্রষ্টা অপর একজন অত্রি আছেন ; তিনি সাংখ্যায়ন—সংখ্যপুত্র। এই সাংখ্যায়ন বংশের কৌষিতকীর নামে সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের নামান্তর কৌষিতকী ব্রাহ্মণ হইয়াছে।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ঋষিগণ অত্রিবংশীয়। ৫।৪০ সূক্তে মহর্ষি অত্রি তুরীয় ব্রহ্ম-যন্ত্র যোগে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছেন বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদে কতিপয় ঋষি প্রাজাপত্য বলিয়া উল্লিখিত—তৎযথা, দক্ষিণা, সংবরণ, বসুকৃত, যজ্ঞ, প্রজাবান্ হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু, যক্ষ্মনাশন ও পতঙ্গ। অগ্নিনামা ঋষিগণ—তাপস, পাবক, সৌচীক, বৈশ্বনর, চাক্ষুষ। অগ্নি তাপস হইতে ঘর্ম্ম, অগ্নি আঙ্গিরস হইতে শ্যেন, বৎস, কেতু ও কুমার। সূর্য্য হইতে সূর্য্যা, ঘর্ম্ম, বিভ্রাট, চক্ষু, বৈবস্বত মনু, কভিতপা, যম ও যমী। ইন্দ্রনামা ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ, ইন্দ্র মুষ্কবান্। ইন্দ্র হইতে জয়, অপ্রতিরথ, সর্ব্বহরি, বৃষাকপি, বসুক্র ও বিমদ। গোপায়ন বা লোপায়ন ঋষিগণ—বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু। যামায়ণবংশীয় ঋষিগণ—শংখ, দমন, দেবশ্রবা, শঙ্কুশুক। বাতরশনা বংশ—যুতি, বাতযুতি, বিপ্রযুতি, বিশানক, কবিক্রত, এতশ, কেশিন, ও ঋষ্যশৃঙ্গ। বাতায়ন বংশ—উল, অনিল। আপ্তবংশ —একত, দ্বিত, ত্রিত, ভূবন, সাধন ও বিশ্বকর্ম্মা। পূর্ব্বোল্লিখিত সৃঞ্জয় রাজপুত্র প্রস্তোকের সমসাময়িক বধ্র্যশ্ব পুত্র দিবোদাস (৬।৬১।১) ও ৬।৪৭।২২, ২৩ দ্রষ্টব্য। ইনি কাশীরাজ। ইঁহার অপর নাম অতিথিগ্ব ও অশ্বত্থ। ইঁহার বিষয় ঋ ১।৫৩।৮, ১।৫১।৬, ১।১৩০।৭, ১।১৩০।১০, ১।১১২।১৪, ১।১১৬।১৮, ১।১১৯।৪, ২।১১।৬, ৪।২৬।৩, ৪।৩০।২০, ৬।২৬।৩, ৫, ৬।৩১।৪, ৬।১৮।১৩, ৬।৪৭।২২, ২৩, ৬।১৬।৫, ১৯, ৭।১৮।২৫, ৮।৬৮।১৬, ৮।১০৩।২ এবং ৯।৬১।২ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ইঁহার পুত্র প্রতর্দ্দন ৯।৯৬ ও ১০।১৭৯ সূক্তের দ্রষ্টা। অপর পুত্র ইন্দ্রোৎ ৮।৬৮।১৭ মন্ত্রে উল্লেখিত। দিবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপ ঋ ১।১২৭-১৩৯ সূক্ত-দ্রষ্টা ও তৎপুত্র অনানত ৯।১১১ সূক্তে দ্রষ্টা। ঋগ্বেদে ১০।৯৮ সূক্তে শান্তনুরাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেবাপিকে পুরোহিত করেন; দেবাপি ৯৯০০০ রথবাহী যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ করেন। দেবাপি ঋষ্টিসেন-পুত্র। মহাভারতে ভীষ্মদেবের পিতা শান্তনু ও দেবাপি তাঁহার ভ্রাতা। ঋ ১।১০০ সূক্তে বৃষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ অম্বরীষ, ভয়মান, সহদেব, ঋজ্রাশ্ব ও সুরাধ। অম্বরীষ ৯।৯৮ সূক্তে দ্রষ্টা ও তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ ১০।৯ সূক্তের ঋষি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।২১ তুর কাবষেয় পরীক্ষিৎ জন্মেজয়কে অভিষিক্ত করেন। কবষ ঋগ্বেদে ঋষি। ঐব্রা ৮।২৩ সাতহব্য বাসিষ্ঠ অত্যরতি জানস্তপকে অভিষিক্ত করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও শতপথে বশিষ্ঠ পুত্র ব্যাঘ্রপদবংশীয় ভাল্লবেয় ইন্দ্রদ্যুম্ন আশ্বতরশ্বি বুড়িল এবং বশিষ্ঠ পুত্র উপমন্যু-বংশীয় প্রাচীন শাল জাবালের উল্লেখ আছে। উক্ত আশ্বতরশ্বি ও শুক্র

যজুর্ব্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি-তনয় পরাশর ঋগ্বেদে ঋষি। এই পরাশরবংশীয় কোন ঋষির উল্লেখ সামবেদ, শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বা শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। রামায়ণেও পাওয়া যায় না; পশ্চাৎকালে মহাভারতে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পারাশর্য্য পাওয়া যায় ইনি ঋগ্বেদের পরাশর পুত্র হন ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে বংশ মধ্যে যাস্কশিষ্য জাতুকর্ণ ও তৎশিষ্য পারাশর্য্য ও তাহার পাঁচ পুরুষ পরে অন্য এক পারাশর্য্য দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে যে বংশ আছে, তাহার শেষাংশে ৪টি পারাশরী পুত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদ যে একুশটী শাখায় বিভক্ত তন্মধ্যে শাকল ও বাষ্কল শাখা প্রসিদ্ধ। বর্তমানে শাকল শাখা প্রচলিত। বাষ্কলশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর দেখিতে পাওয়া যায়। বাষ্কল ব্যাস-শিষ্য পৈলের শিষ্য। ব্যাসের অপর শিষ্য বৈশম্পায়ন; তাঁহারও একশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য। মহাভারতে ব্যাসের সহকারী এক ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে অধ্বর্য্যু দেখা যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের যাজ্ঞবাল্ক্য বাজসনেয়ী দেবরাত পুত্র মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ শ্লোকে "যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাতস্তথা স্থূলু মহাব্রতাঃ" বলিয়া দেবরাত-পুত্রগণ বর্ণিত আছেন। যাস্ক পাঠ করিলে ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ তাঁহার জানা ছিল বুঝা যায়; সেইকারণে যাস্ক ঐ ব্রাহ্মণদ্বয় ও তদ্বর্ণিত ঋষিগণের পরবর্ত্তী। সুতরাং যাস্ক মুনি ও পরাশর্য্য শতপথাদি ব্রাহ্মণোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, কুসুরুবিন্দু প্রভৃতির পরবর্ত্তী।

মহাভারত শুক্ল যজুর্ব্বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। ইহাতে মহাভারতের পরাশরপুত্র ব্যাস ও শুক্ল যজু এবং শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে দ্রষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, কুসুরুবিন্দু, শ্বেতকেতু প্রভৃতির পরবর্ত্তীই হইবেন। বেদান্তসূত্রে যে সমস্ত প্রামাণ্য মতবাদিগণের নাম উল্লেখিত যথা—কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, উড়ুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরি ও জৈমিনী, ইঁহাদের নাম কি ঋক্, সাম, যজু, কি ঐতরেয় ছান্দোগ্য কৌষিতকী বা শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয় না? জৈমিনীর নাম তলবকার ব্রাহ্মণে আছে। উহা সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। ছান্দোগ্য ও সামবেদীয়, তাহাতে কোন উল্লেখ না থাকায় উহা পশ্চাৎবর্ত্তী বলা যায়। বেদান্তসূত্রে "স্মর্য্যতে চ" দ্বারা গীতা ও "শিষ্টা ব্রুয়ুঃ" মনুসংহিতাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতান্তর্গত গীতা উহা অপেক্ষা প্রাচীন। পতঞ্জলির যোগসূত্রের এক ব্যাস-ভাষ্য আছে। সেই জন্য পতঞ্জলির পরবর্ত্তী ব্যাস বলিতে হয়। পতঞ্জলি পাণিনির ভাষ্যকার। পাণিনির পরবর্ত্তী। পাণিনিতে

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি শব্দ সাধিত আছে তদ্দ্বারা পাণিনি মহাভারতের পরবর্ত্তী বলা চলে না। কারণ ঋগ্বেদে গবিষ্ঠির, সহদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি শব্দ আছে। ইন্দ্র সখা আঙ্গিরস কুৎস অর্জ্জুন। ইন্দ্রই বাসু বা বাসুদেব। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" পদ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রকুৎসের সখ্য গ্রহণে দোষ হয় না। বসতি সর্ব্ব দেহে ইতি বাসু অথবা বাসয়তি ইতি বাসু। ঋ ১০।৪৩।৬ বিশং বিশং মঘবা পর্য্যশায়ত" ও ঋ ১।৩২।১৫ অরান্ননেমিঃ পরিতা বভূব" এই মন্ত্রদ্বয় হইতে ইন্দ্র যে উভয় মতেই বাসু তাহা স্পষ্ট। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সূর্য্য আত্মাবাচক। পণিণির পুর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত প্রণেতা হইলে বেদান্তসূত্র প্রণেতা ও যোগসূত্রের ভাষ্যকার স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিতে হয়। পরাশর নামা বহু ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে। পরাশর তনয়ও বহু হইবেন সন্দেহ নাই। মহাভারতও যাস্কের পরবর্ত্তী। সুতরাং পুর্ব্বোক্ত জাতুকর্ণ শিষ্য পরাশর পুত্রই মহাভারত প্রণেতা পরাশর তনয় ব্যাস হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। পরাশরের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যও বহু পাওয়া যাইতেছে। যেমন ঋগ্বেদোক্ত রাজা তুষ্মন্ত হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ সম্রাট সুদাস যদু তুর্ব্বসাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছেন ঋগ্বেদে বর্ণিত থাকিলেও পুরাণাদিতে সেই যদু, পুরু, তুর্ব্বসকে রাজা দুষ্মন্তের সপ্তম পুরুষ পুর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতাদৃশ কোন বিভ্রম অত্রাপি ঘটিয়া থাকিবে। এ বিষয়ে একটী প্রথার উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না। গুরুপরম্পরা স্মরণ বাক্যে সন্ন্যাসিগণ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ ও তদ্‌গুরু গৌড়পাদ ও তদ্‌গুরু শুকদেব ও তদ্‌গুরু ব্যাসদেব পাঠ করেন। ইহাতে পরাশর্য্য ব্যাস ভগবান শঙ্করাচার্য্য হইতে বহু দূর নহেন বলা চলে। এ জন্যই মহাভারত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু দূর পরবর্ত্তী জন্মেজয়ের যজ্ঞে কথিত এরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বহু ব্যক্তি ব্যাস নামধারী ছিলেন।

সময় নির্ণয়

বেদ নিত্য। তত্রাচ অধুনা তাহার সময়-নির্ণয় লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে। এই বিষয়ে গ্রন্থোক্ত ঘটনাশ্রয়ে ঘটনা-পরম্পরার তুলনায় জ্যোতিষ সাহায্যে এই আলোচনা চলিতেছে। কেহ সূর্য্যার বিবাহ-সূক্তের ও তৎ পরবর্ত্তী বৃষকপি সূক্ত ঋ ১০।৮৫।৮৬ হইতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন উহা ১৫।১৬ হাজার বৎসর পুর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ঘটনা। কেহ খৃঃ পুর্ব্ব ৪০০০ অব্দ অপেক্ষা উহা অর্ব্বাচীন বলেন। জ্যোতিষিগণ মতে বিষুবন্ বিন্দুদ্বয়ের পশ্চাৎ গতি দৃষ্টে ১২৫০ খৃঃ অব্দে

পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্য্যের অতি সন্নিহিত স্থানে উপনীত হইলে শীত ঋতু ঘটিয়াছিল।

বিষুবন্ বিন্দুর পশ্চাৎগতি প্রতি অব্দে ৫০ বিকলা; ইহাতে ৭২ বৎসরে এক ডিগ্রি বা অংশ গমন করে। ভূকক্ষ ৩৬০ ভাগে বিভাগ করিয়া এই এই অংশ পাওয়া যায়। এই ৩৬০°, ২৭টী নক্ষত্র দ্বারা ভাগ করিলে ১৩⅓° অংশ প্রতি নক্ষত্রে পায়। (১৩⅓ × ৭২ = ৯৬০ বৎসর) প্রতি নক্ষত্র গমন জন্য ৯৬০ বৎসর প্রয়োজন। ২৭ নক্ষত্রে (৯৬০ × ২৭) বৎসর অর্থাৎ ২৫৯২০ বৎসরে বিষুবন্ বিন্দু একবার ভূকক্ষ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবীর গতি ইত্যাদির জন্য প্রায় ২১০০০ বর্ষে পৃথিবীর তুলনায় উহা পুর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হয়। ঐ বিন্দু ১২৫০ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যের নিকটতম স্থানে থাকিলে সূর্য্য হইতে দীর্ঘতম দূরত্বে যাইতে ১০৫০০ বৎসর প্রয়োজন। শেষোক্ত স্থানে উপনীত হইলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে অতি দূরে হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অতিশয় শৈত্য নিবন্ধন তুষারপাত ঘটিবে। অর্থাৎ ১১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তুষারপাত হইবে। তেমনি বিপরীত দিকে (১০৫০০—১২৫০) ৯২৫০ খৃঃ পুর্ব্বে তুষারপাত হইয়াছিল; ইহাই এমেরিকান মতে শেষ তুষারপাত সময়। তৎপুর্ব্বে যিম্ বর নির্ম্মাণ করে; আপ্ত্যত্রিত অজি হনন করে বলিতে পারা যায়। ৺বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় এইটী গ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে এতৎপুর্ব্বে ৩০২৫০ খৃঃ পুর্ব্বে আর একবার তুষারপাত ঘটিয়াছিল; তৎপুর্ব্বে যিম্ ও আথ্যত্রৈতন ছিল বলাও চলে। কোন কোন মতাবলম্বী যেমন প্রফেসর গেইকী শেষ তুষারপাত ৮০০০০ বর্ষ পুর্ব্বের ঘটনা বলেন। তাহাতে যিম্ ও আথ্যত্রৈতন তৎপুর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়। বর্ত্তমানে ৫০৩৭ কল্যব্দ চলিতেছে। কল্যব্দ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক কালে আরম্ভ হয়। তাহা মহাভারতের সময় ধরিয়া তৎপুর্ব্বে রামায়ণ ৫০০ বৎসর পুর্ব্ববর্ত্তী; তৎপুর্ব্বে ৫০০ বৎসর সূত্রাদির কাল ও তৎপুর্ব্ব ১০০০ বৎসর ব্রাহ্মণাদির জন্য দিয়া বেদ তৎপুর্ব্বে ১০০০ বর্ষ গণনা করেন। অর্থাৎ ৮০০০ বর্ষ পুর্ব্ব হইতে ৭০০০ বর্ষ তক ঋগ্বেদের কাল বলেন। অন্য কেহ মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কল্যব্দ গ্রহণ না করিয়া রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীররাজগণের ইতিহাসে উক্ত পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেক মধ্যে ১১১৫ বর্ষ গত হয় বাক্যকে ভূমিকা করতঃ গণনা করিয়াছেন। নন্দাভিষেক খৃঃ পুঃ ৪২৫ অব্দে ঘটে। সুতরাং ১১১৫+৪৪৫+১৯৩৫ (এই নিবন্ধ লিখিবার সময় ইং অব্দ) যোগে ৩৪৭৫ বর্ষ পুর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

ঘটে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ছিলেন বর্ণিত আছে। সুতরাং তাহার তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ঋগ্বেদ প্রাচীন হইতে পারে না। অর্থাৎ ৬৪৭৫ বর্ষ বড় জোর ঋগ্বেদের বয়স। কেহ বলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে জানা যায়, অদিতি নক্ষত্র বাসন্তী বিন্দু বা বৎসরের আরম্ভ-নক্ষত্র ছিল। অদিতি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর্দ্রা, মৃগশিরা যখন পূর্ব্বস্থ, তখন মৃগশিরাদি যুগ, তৎপর রোহিণী কৃত্তিকাদি যুগ। তৎপর ভরণী অশ্বিন্যাদি যুগ। প্রতি যুগে ২০০০ বৎসর। বর্ত্তমানে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ধরিয়াই গণনা চলিতেছে। চারি যুগে ৮০০০ বৎসর ঋগ্বেদের সময়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তিষ্যাসহ বৃহস্পতি গ্রহের একতা ঘটে (occultation) লিখিত আছে। ঐ ঘটনা জ্যোতিষের হিসাবে ৪৬৫০ খৃঃ পূর্ব্বে ঘটে। সুতরাং (৪৬৫০+ ১৯৩৫)=৬৫৮৫ বর্ষ পূর্ব্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়। তাহা হইতে ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে নিবিদের সময়, অর্থাৎ ৮৫৮৫ বর্ষ পূর্ব্ব। মৈত্রী উপনিষদে ৫ম খণ্ডের ৪৪ মন্ত্রে মঘা হইতে শ্রবিষ্ঠার্দ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন লিখে। উহা জ্যোতিষিগণ খৃঃ পূঃ ৩৮৪০ বর্ষের সময় সম্ভবপর বলেন। সুতরাং (৩৮৪০+১৯৩৫) ৫৭৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে মৈত্রী উপনিষদ রচিত হয়। উহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ইহাতে ঋগ্বেদের কাল ৮০০০ বর্ষ প্রাচীন হয়। নিবিদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদ অন্যান্য বেদ হইতে প্রাচীন। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। কতিপয় মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। ঋষিনাম ও যাহা নূতন তাহা পরিশিষ্টে দেখান গেল। সামবেদের পরে কৃষ্ণযজু বা তৈত্তিরীয় সংহিতা। প্রফেসর কেইথ বলেন যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গাথা অংশ কেবল ঋগ্বেদ হইতে অর্ব্বাচীন। উহার অন্যান্য অংশ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সমসাময়িক (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে নচিকেতা, কুসুরুবিন্দু, জনকবৈদেহ, উপবেশ পুত্র অরুণ, উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু, উদঙ্ক প্রভৃতির নাম দেখা যায়), সুতরাং ঋগ্বেদ ও সামবেদ হইতে অর্ব্বাচীন। শতপথ ব্রাহ্মণ শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ সমসাময়িক। ঋগ্বেদ জেন্দাবস্ত হইতে প্রাচীন। জেন্দাবস্তে জারাথুস্ত্র ধর্ম্ম-বক্তা। তাঁহার নামানুসারে জেন্দাবস্তের ধর্ম্ম Zoroastrianism আখ্যা পাইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে পারস্য অধিপতি জারাক্সেসের অভিযানের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র জীবিত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে ঐ অভিযান হয় সুতরাং খৃঃ পূঃ ৬৪৮০ বর্ষ+১৯৩৫ অর্থাৎ ৮৪১৫ বর্ষ পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র ছিলেন, তৎপূর্ব্বে যিমের রাজত্ব। কত পূর্ব্বে তাহা ঠিক করা দুরূহ। তুষারপাতের পূর্ব্বে যিমের বর নির্ম্মাণ।

শেষ তুষারপাত ১০০০০ বর্ষ পুর্ব্বে ঘটিয়া থাকিলে জারাথুস্ত্রের ১৫৮৫ বৎসর পুর্ব্বে তুষারপাত ঘটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আথ্যত্রৈতন বনাম আপ্ত্যত্রিত উভয় শাখায় উল্লেখিত ও পুজ্য থাকায় তৎকালে ইরাণীয়গণ ও ভারতীয় আর্য্যগণ একত্র ছিলেন, পশ্চাৎ দেবাসুর যুদ্ধ ঘটে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এমত বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বরুণ উভয় শাখার পুজ্যদের সম্রাট ছিলেন। অসুর শব্দও সম্রাট ও রাজা শব্দসহ বরুণদেবের স্তবে ঋগ্বেদের বহু স্থানে আছে। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও অসুর বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। পশ্চাৎ অঙ্গিরাদি একদল বরুণস্থলে ইন্দ্রকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া পুজন করিতে থাকিলে প্রাচীন বরুণ উপাসকগণসহ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে ত্বষ্টা অসুর উপাসনাদিতে যোগদান করেন। ত্বষ্টা শব্দ জেন্দ ভাষায় "থুস্ত্র"। জার অর্থ প্রিয়। জারাথুস্ত্র অর্থ—প্রিয় ত্বষ্টা। অসুর বরুণের প্রিয় ত্বষ্টা। এই অসুর বরুণই অহুরমজদা বা অসুরোমহদ্। ইন্দ্র শতমন্যু সেই মন্যুইন্দ্রের উপাসক জন্য অঙ্গিরা মন্যু অর্থ ইন্দ্রযজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা। এই অঙ্গিরা মন্যুই অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দী বলিয়া জেন্দাবস্তে উক্ত। ঋগ্বেদের ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ঋ ১।৩২।২, ১।৮৫।৯, ১।৬১।৬। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধিকারী (১।৫২।৭)। ঋ ১।১২১।১২ মন্ত্রে উশনা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বজ্র দিতেছেন। ৫।২৯।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র উশনাসহ কুৎস গৃহে গমন করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "উশনা কাব্যোসুরানাং "অর্থাৎ উশনা অসুরদিগের সহায়। পশ্চাৎ ঋভূগণ ত্বষ্টা নির্ম্মিত একখানি চমনকে চারিখানি করিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার উপর বিরূপ হন তাহাতে ত্বষ্টা ভয়ে স্ত্রীগণ মধ্যে লুক্কায়িত হন। ঋ ১।১৬১।৪ ত্বষ্টা ইন্দ্র-ভয়ে কম্পিত-কলেবর, ১।৮০।১৪ পশ্চাৎ ইন্দ্র ত্বষ্টা-তনয় বৃত্তকে বধ করিলে (১।৯৩।৪) দেবগণ কতক ইন্দ্রপক্ষ ত্যাগ করেন (৪।১৮।১১)। ইন্দ্র আপ্ত্যত্রিত দ্বারা ত্বষ্ট্বার অপর পুত্র শিশিরকে বধ করেন (১০।৮।৮)। ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেন (১০।৮।৯)। ইন্দ্র বলপুর্ব্বক ত্বষ্টার যজ্ঞে সোম পান করেন ঋ ৩।৪৮।৪। পশ্চাৎ ইন্দ্র অহিবধ-জনিত পাপ ভয়ে নবনবতি নদী ও জল পার হন (১।৩২।১৪)। পশ্চাৎ জল ফেনরূপে ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করেন (৪।১৮।৭)। পশ্চাৎ দেবগণ একমত হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রণী করেন (১।১৩১।১)। তৎপর যখন অসুরেরা প্রবল হইল তখন দেবতারা নিশ্চিৎ করিলেন যে, অসুরগণকে বধ করিতেই হইবে। ঋ ১০।১৫১।৩ মন্ত্র পশ্চাৎ ঋ ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবতারা যখন অসুরগণকে বধ করিয়া ফিরিলেন তখন তাঁহাদের অমরত্ব পদ

রক্ষিত হইল। যে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের জন্য ত্রিশিরকে বধ করেন তাঁহারই বংশীয় ভুবন ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবগণের জয় গান গাহিয়াছেন। ইহাতে ইহা আপ্ত্যত্রিতের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। এবং এজন্যই সম্ভবতঃ আপ্ত্য দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঋ ৮।১২।১৬, ৫।৪১।৯, ১০।৬৪।৩ ও ২।৩১।৬। সুতরাং ইহা তুষারপাতের স্বল্প পুর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা; কোন্ তুষারপাত গ্রহণ করা তাহা পাঠকের রুচি; শেষ ১০০০০ খৃঃ পুর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। জারাথুস্ত্র যিনি যিমের পরবর্ত্তী তিনি ত্বষ্টা নহেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।৩৮।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের মহাভিষেকে হোতা ছিলেন। ইজিপ্টের সভ্যতা যদি খৃঃ পুঃ ৬০০০ বর্ষের হয়, তবে ঋগ্বেদের সময় তৎপুর্ব্ববর্ত্তী সন্দেহ নাই।

গোতত্ত্ব

বর্ত্তমান কালে অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি সুর ধরিয়াছেন যে বৈদিক-যুগে গো-হনন যজ্ঞ ছিল। পশ্চাৎ পৌরাণিক যুগে গো-বধের অযোগ্য এরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ ও মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক-শ্রেষ্ঠের উঁকিঝুকির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে স্মৃতিশাস্ত্রাদির নব কলেবর লাভ ঘটিয়াছে। এবং তৎকালেই এই অবৈদিক কথা স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছে যে গো বধ্য নহে। ইহা খৃষ্টের তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তাঁহাদের প্রধান প্রধান যুক্তি-সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এক যুক্তি "গোঘ্ন" শব্দ জাত। গোঘ্ন অর্থ অতিথি। অতিথি গৃহে আসিলে গো-হনন করা হইত। তাই হন স্থানে ঘ্ন হইয়া গোঘ্ন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গো" ও "হনন" এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদের ১০।৮৫।১৩ মন্ত্রে আছে "অঘাসু হন্যতে গাবো।" অর্থ মঘা নক্ষত্রে উদিত উষা "গো" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিকে তাড়িত করে। অথবা মঘা নক্ষত্র উদয়কালে শকটবাহী গোকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। মন্ত্রের যে অর্থ গৃহীত হোক্ না এখানে হন অর্থ গতি, বধ নহে। ঋগেদের ১।১১৪।১০ মন্ত্রে "আরেতেগোঘ্নমুত পুরুষঘ্নংক্ষয়দ্বীরম্।" এখানে গোঘ্ন অর্থ অতিথি নহে; রুদ্র পশু-সংহারক। এবং গো অর্থ গৃহপালিত পশু। বর্ত্তমানে গো বলিলে যাহা বুঝায় তাহা নহে। পাণিনির (৩।৪।৭৩) "দাশ গাঘ্নৌ সম্প্রদানে গাং হন্তি তস্মৈ—গোঘ্নোঽতিথি" বাক্যটী আছে। অর্থ গাং পৃথিবীং পন্থ্যাং হন্তি গচ্ছন্তি তস্মৈ আতিথ্য সৎকারম্ কর্ত্তব্যং। অর্থাৎ

যিনি অবিরত পায়ে হাটিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাঁহাকেই অতিথি সৎকার প্রদান কর্ত্তব্য। ইহাতে গোবধের কোন কথাই নাই কারণ বেদে গো অঘ্ন্যা। অতিথি শব্দের অর্থ ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথির্যঃ। অর্থাৎ যিনি এমন ভ্রমণকারী যে দুই তিথি এক স্থানে থাকেন না; ইহা প্রব্রজ্যালম্বী চতুর্থাশ্রমীকে লক্ষ্য করে। হিন্দিতে যাকে "রমতা রাম সাধু" বলে। দ্বিতীয় প্রমাণ—কোন নাটকোল্লিখিত বিদূষকের মুখে কপোলকল্পিত "বৎসতরী মর্ম্মরয়িতা"। এই বাক্যে বৎস শব্দে মানব-শিশু হইতে প্রাণী মাত্রের শাবককেই বুঝায়। বৎসতরী শব্দ গো-শিশুতে যোগরূঢ়ী নহে; পশু শাবকমাত্রকেই বুঝায়। ছাগ, মেষ ইত্যাদির বাচ্চাও বৎসতরী। বেদে, পুরাণে, জেন্দাবস্তে, এমন কি ইংরাজী অভিধানেও গোশব্দ পশুমাত্রকেই বুঝায়। অর্ব্বাচীন লোকেই গোশব্দ "গলকম্বলবন্ত চতুষ্পদী পশু"তে রূঢ়ী করে। কারণ বৌদ্ধ যুগের অমরসিংহের কোষের তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থ বর্গে—স্বর্গেষু পশুবাগবজ্রদিগনেত্রঘৃণিভূজলে। লক্ষ্য দৃষ্ট্যা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌ। গো স্ত্রী ও পুরুষ পশু দুইই বুঝায়। যাস্কের নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে—"গৌরিতি পৃথিবীনামধেয়ম্। অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব।" শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যকে ৪।৪ মন্ত্রে—বড়বেতরা ভবদশ্ববৃষ। এখানে পুংঅশ্বকে বৃষ বলা হইয়াছে। গো উভয়লিঙ্গ। জিন্দাবস্তে সিরোজা ২।১৪ সুরার অনুবাদে প্রফেসর ডারমেষ্টের লিখিয়াছেন—We sacrifice unto the soul of the bounteous cow (Go's); we sarifice unto the powerful Drvaspa. (সংস্কৃত দ্রপ্স) অর্থ আত্মারূপী শুভপ্রদ গো উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করি। আমরা ক্ষমতাশালী দ্রপ্স (রেতোধাপুরুষ) উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১।১৪ মন্ত্রের অনুবাদ—To the body of the cow, to the soul of the cow, to the powerful Drvaspa, অর্থ—গোদেহে গো-আত্মার এবং ক্ষমতাশালী দ্রপ্সের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১।১২ To the moon that keeps in it the seed of the Bull; to the only created Bull, to the Bull of many species. অর্থ—চন্দ্রমা যিনি আপনাতে বৃষরূপ (ধর্ম্ম) পুরুষের রেতঃ সংরক্ষণ করেন একমাত্র সৃষ্ট বৃষের, বহুরূপে জাত বৃষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। এই বাক্যের মূল আছে; Pourusaredha Gous &c. সংস্কৃতে পুরুষঃরেতোধা গৌঃ। ঋ ৭।১০১।৬ মন্ত্রে সরেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্ আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। এই দুই বাক্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। প্রফেসর ডারমেষ্টের

অনুবাদ করিয়াছেন—The couple born of the seed of the only-created Bull, and from which arose two hundred and eighty species. (Bud XI-3) অর্থ—একমাত্র সৃষ্ট বৃষ হইতে যে যুগল উৎপন্ন হয় তাহা হইতে ২৮০ প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। জেন্দাবস্তের নবম খণ্ডে গোযাস্ত বা গো-কাণ্ড নামে এক অধ্যায় আছে। প্রফেসর ডারমেষ্টেটর উহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ করিয়াছেন—Go's the cow is a personation of the animal kingdom which she maintains and protects. She is also called Drvaspa and Gosurun; Gosurun means the soul of the primeval Bull. অর্থ—গো যাহাকেই ইংরাজীতে cow বলে তিনি সমস্ত ভূতজাতের প্রতিকৃতি ও সমস্ত ভূতজাতের ভরণ-পোষণ করেন। তাঁহাকে দ্রপ্স কহে। গোষুরুণ কহে। গোযুরুণ অর্থ প্রাথমিক বৃষের আত্মা। সপ্তম যাস্তে চন্দ্রমা কাণ্ডের সারাংশ লিপি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—Bahman and Go's are so far connected with the moon that all three are Gochitra (গোচিত্র); Bahman, the moon and Go's all three, are having in them the seed of the Bull; Bahman can neither be seen nor seized with the hand, Go's proceeded from the moon—unto the moon that keeps in it the seed of the Bull, unto the only created Bull and unto the Bull of many species. এই Bahman অর্থ ব্রহ্ম। ঋ ১০।৫।৭ মন্ত্রে অগ্নি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন বর্ণিত আছে। বেদে বহু স্থানে ইন্দ্রকে বৃষ বলা হইয়াছে ১।৯।৪, ১।১০।১০, ১।৩৩।১০, ১।৫১।১৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্ম্ম। ঋ ১০।৯০।৩ মন্ত্রে—পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। চন্দ্ররশ্মি দ্বারা শস্যাদিতে বীজ পতিত হওয়া আমাদের শাস্ত্রেও আছে।

ইংরাজীতে cow শব্দ সংস্কৃত গোশব্দের অপভ্রংশ। Arundale-এর Dictionaryতে আছে—The same root appears in Sanskrit Go; nom. Gous—a cow—an ox. The general term applied to the females of the Bovine Genus. ইংরাজী Bull শব্দ বৃষ শব্দের অপভ্রংশ পুং প্রাণী মাত্রকে বুঝায়, যথা—Bulldog, Bull terrier, Bull fly, Bull frog, Bull trout etc. অমরকোষে মাহেয়ী সৌরভেয়ী গৌ রুস্রা-মাতা চ শৃঙ্গিনী অর্জ্জুন্যাঘ্ন্যা রোহিণী স্যাৎ ইতি। এখানে গো অঘ্ন্যা অবধ্য।

তবেষ্ট্রইহা বৌদ্ধযুগ পরবর্ত্তী ঘটে। গম ধাতু ডোচ্ প্রত্যয়ে গো-শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা গমনশীল তাহাকেই গো বলে—সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে "গোবধ" বলিলে ছাগ পশু বধ, মেষ বধ, হরিণ বধ, শশক বধ বুঝিতে হইবে। গলকম্বলবন্ত গোপশু নহে। কারণ উহা অঘ্ন্যা। উপরে অমরকোষ হইতে যে দুই স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে যে সব অর্থে গো-শব্দ প্রযোজ্য ঋগ্বেদেও তাহাই দৃষ্ট হয়। তদ্ যথা—

১। ১।১৯।১ "প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে" এখানে গোপীথায় অর্থ সোমপানায় গো=সোম।

২। ১।৬৪।১০ অন্তার ইযুং দধিরে গভস্ত্যোরণং তস্তস্মা বৃষখাদয়ে। এখানে বৃষখাদয়ে অর্থ সোমপানায়। বৃষ=সোম।

৩। ১।১২১।৯ ত্বমায়সং প্রতিবর্ত্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপণীতমৃভ্বা। এখানে গো অর্থ বজ্র।

৪। ১।১৫৪।৬ যত্রগাবো ভূরিশৃঙ্গা। অযাসঃ। এখানে গো অর্থ নক্ষত্র—

৫। ৩।৫০।৩ গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যৈষ্ঠায় ধায়সে গৃণানা। এখানে গো অর্থ বেদবাক্য; Wilson cattle করিয়াছেন।

৬। ৪।২২।৮ আশুর্নরশ্মিং তুব্যোজসং গোঃ। Wilson—as a horse is made to run fast by forcibly pulling the reins. গো=অশ্ব।

৭। ৪।৪৪।১ অশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ। অশ্বিগণের রথে যোজিত অশ্ব। গোঃ= অশ্ব।

৮। ৫।২৯।৩ তদ্ধিহব্যং মনুষে গা অবিন্দদ হন্নহিং পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য। এখানে গা=বৃষ্টিধারা।

৯। ৫।৩০।৭ বিষুমূধো জনুষাদানমিন্বন্নহন্ গবা মঘবন্ সঞ্চাকনঃ। এখানে গবা=বজ্রেন।

১০। ৫।৫৬।৫ মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যম গবাম্ সর্গমিবহ্বয়ে। এখানে গবাং= উদকানাং।

১১। ৫।৬২।৩ বর্দ্ধয়তমোষধীঃ পিন্বতং গা অববৃষ্টীং সৃজতং জীরদানূ। এখানে গা=cattle, গবাশ্বাদীন্।

১২। ৬।২৭।৭ যস্য গাবাবরুষা সূযবস্যূ অন্তরূযু চরতো রেরিহানা। এখানে গাব=অশ্বৈঃ।

১৩। ৬৷৩৫৷২ ত্রিধাতু গা অধিজয়াসি গোম্বিন্দ্রদ্যুম্নং সর্ব্বদ্ধেহবম্মে। এখানে গা=cattle ; গোষু=গমনশীল শত্রুগণেষু।

১৪। ৭৷১৮৷১০ ঈয়ুর্গাবোন যবসাদ গোপা যথাকৃতমভিমিত্রং চিতাসঃ। পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নি নিপ্রেষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্রুর্নিযুতোরন্তয়শ্চ। এখানে গাব=মরুদ্গণের অশ্ব। পৃশ্নিগাবঃ=মরুদ্গণ।

১৫। ৭৷৩৬৷১ প্রব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্থবিরশ্মিভিঃ সসৃজেস্থর্যোগাঃ। এখানে গা=বৃষ্টিধারা।

১৬। ৭৷৮৭৷৪ দিবোগন্তং গৌরাবিবেরিণম্। গৌঃ=উষাসকল।

১৭। ৮৷২০৷৮ গোভির্বাণো অজ্যতে সোভরীনাং রথেকোশে হিরণ্যয়ে। গোবন্ধবঃ সুব্যাতাস ইষেভুজে মহান্তোনঃ স্পরমেহ্নু। এখানে গোভিঃ=স্তুতিভিঃ অথবা মরুদ্ভিঃ। গোবন্ধবঃ=পৃশ্নিমাতৃকা।

১৮। ৮৷৪৭৷১২ গবেচভদ্রং ধেনবে বীরায়। এখানে ধেনু=গো এবং গাব =পশুসমূহ।

১৯। ১০৷১৬৷৭ অগ্নের্বর্মপরিগোভির্ব্যয়স্ব। এখানে গোভিঃ=চর্ম্মৈঃ।

২০। ১০৷৮৫৷১৩ অঘাসু হন্যতে গাবো। এখানে গাবো=সৌরকিরণ অথবা ষাঁড়। ঋগ্বেদে গলকম্বলবন্ত গো অঘ্ন্যা অর্থাৎ অবধ্য। নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহে "অঘ্ন্যা" শব্দ প্রয়োগ আছে। তদ্ যথা—১৷৩৭৷৫, ১৷১৬৪৷২৭, ১৷১৬৪৷৪০, ৪৷১৷৬, ৫৷৮৩৷৮, ৭৷৬৮৷৯, ৮৷৬৯৷২, ৮৷১০২৷১৯, ৯৷১৷৯, ৯৷৮০৷২, ৯৷৯৩৷৩, ১০৷৪৬৷৩, ১০৷৬০৷১১, ১০৷৮৭৷১৬ এবং ১০৷১০২৷৭— দ্রষ্টব্য।

যাস্কে গো-নামানি লিখিতে গিয়া প্রথমেই অঘ্ন্যা শব্দের অবতারণা করিয়াছে। উহার ১১৷৪৪৷৩১ "অঘ্ন্যাঃ অহন্তব্যা ভবতি।" গোশব্দ যে স্ত্রীপুমান্ উভয়কে বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জেন্দাবস্তেও গো অঘ্ন্যা পুজ্যা। বেদেও গো পুজ্যা। ঋ ৪৷৫৮৷১০ গোদেবতা। গোমাংস যে অভক্ষ্য তাহা ঋ ১০৷৮৭৷১৬ মন্ত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। "য পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্ক্তে যো অশ্বেন পশুনা যাতুধানঃ। যো অঘ্ন্যায়া ভরতিক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্ষানি হরসাপিবৃশ্চ। অর্থ—যে রাক্ষস নরমাংস অথবা অশ্বাদি পশু মাংস সংগ্রহ করে ; যে অঘ্ন্যা ধেনুর দুগ্ধ হরণ করে অগ্নি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন।

কেহ কেহ "গামালভেত" এই বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেন। উহার অর্থ— বধযোগ্য পশু আলভেত। অর্থাৎ ছাগ—মেষাদি আলভেত, যদি আলভেত অর্থ

হনন হয়। আর যদি আলভেত অর্থ স্পর্শন হয় তবে "গলকম্বলবন্ত পশু" গ্রহণ করিতে পারে, ইহা পুর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তত্রাচ পরাশর স্মৃত্যোক্ত এক শ্লোক—"যজ্ঞাধানং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং। দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" এবং গৃহ্য-সুত্রোক্ত বিবাহ প্রকরণের—"আচন্তো-দকায় শাসমাদায় গৌরীতিত্রিঃ প্রাহেতি।" এবং "নম্বেবামাংসোহর্ঘ্যঃ স্যাদদি-যজ্ঞেমধি বিবাহং কুরুতেত্যেব ক্রয়াৎ।" এই সকল বাক্য হইতে গোহনন কল্পনা করেন। গবালম্ভের গো কি প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৬৫ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোক দ্রষ্টব্য; তাহা এই—অমানুষীষু গোবর্জ্জমনাধৃষ্টির্ন দুষ্যতি। অধিষ্ঠাত্রবমন্তারং পশূনাং পুরুষঃ বিদুঃ॥ অর্থ—গো বর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দোষ হয় না, পশুজাতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য আছে। আলভেত ও আলম্ভ শব্দ একই ধাতু নিস্পন্ন এবং একই অর্থ প্রকাশক। ইহার অর্থ "বধ" গ্রহণ করিতেই হইবে এমনটী ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় না। পাণিনীয় ধাতু পাঠে ভ্বাদিগণে "ডুলভস্ প্রাপ্তৌ" দেখা যায়। আ উপসর্গ যোগে "লভ" ধাতু প্রাপ্তির পর স্পর্শকে গ্রহণ করিয়াছে। নির্ণয়সিন্ধু নামক স্মৃতিগ্রন্থে শবদাহ অন্তে শুদ্ধিলাভার্থ শমীমালভন্তে শমী পাপং শময়ন্তু ইতি। গাং অজং উপস্পৃ শন্তঃ। ইত্যাদি বিধি আছে। আদ্য প্রেতশ্রাদ্ধ অন্তে শুদ্ধিস্থলে "বৃষভং গাং সুবর্ণঞ্চ স্পৃষ্টা শুদ্ধোভবেন্নরঃ এই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আলভন্তে শব্দ স্পর্শবোধক। গো-বৃষ-অজ-স্পর্শ লোককে পবিত্র করে এই প্রথা দেখা যায়। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে আছে—"স্ত্রীনাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ"। এখানে আলম্ভ শব্দ স্পর্শবোধক। বধ নহে। মীমাংসা দর্শনের ২অ, ৩য় পাদে, ১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় আলম্ভ শব্দ স্পর্শবাচী করা হইয়াছে। পুর্ব্বোক্ত "আচন্তোদকায় শাসমাদায়" মন্ত্রের শাসমাদায় অর্থ কেহ কেহ অসি গ্রহণ বলিতে চাহেন। কিন্তু পাণিনীয় ধাতুপাঠে লুকাধিকরণে অদাদিগণে "শাসু অনুশিষ্টৌ" মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতে শাসমাদায় অর্থ অনুশাসন বা আজ্ঞা গ্রহণে অথবা ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত বিধি অনুসারে ঋগ্বেদের ১০।১৫২ সুক্ত যাহা "শাস" নামক ঋষি দৃষ্ট তাহা পাঠান্তে আচমনকালীয় অশুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য গো আনয়ন ও তাহার স্পর্শ বিধি আছে। অসি দ্বারা গোবধ বিধি নয়। কন্যাদান সভায় গোবধ অশ্রুতপুর্ব্ব অদ্ভুতই বটে। মহাভারতে পাই গুরুজনের অনুজ্ঞা গ্রহণে অর্ঘ্যদান করিতে হয়। ভীষ্মাদির অনুশাসন বা অনুমতি গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করা হয়। কারণ অর্ঘ্যদানে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে।

শিশুপাল-বধ স্মরণীয়। তাই গুরুজনের অনুশাসন বা অনুজ্ঞা গ্রহণের সাপেক্ষতা লক্ষ্য করিয়াই "শাসমাদায়" কথাটীর প্রয়োগ। চিরতরে কন্যাদান করার জন্যই অর্ঘ্যপ্রদান বিধি। যদিই কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব বর সম্বন্ধে কোন আপত্তিজনক সংবাদ শেষ মুহূর্ত্তে সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তখনও সময় আছে জানিয়া শেষ অনুমোদন গ্রহণই শাসমাদায় বাক্যার্থ। অতিথি বা গোষ্ঠ-স্থলেও অর্ঘ্যদানের পূর্ব্বে নানাস্থান ভ্রমণকারী অতিথি মহাশয়ের শুদ্ধি সম্প্যদন জন্য গো-স্পর্শ প্রয়োজন হইতে পারে। বিবাহ-প্রকরণের কন্যাদাতা অর্ঘ্যপ্রদানের অনুমতি গ্রহণান্তর দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ এবং আনুষঙ্গিক সর্ব্বদেব গোদেহে বাস করেন সেই গো-সন্নিধানে শুভকার্য্য সম্পাদন জন্য অথবা প্রাচীন রীতি মতে গো-শুল্কের ব্যবস্থা থাকায় একটী গো শুল্কার্থ আনয়ন প্রয়োজন তাই "ত্রিপ্রাহেতি"। বিশেষ বিবাহ কালে গো আনীত হইলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহা এই :—"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ। প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট। ঋ ৮।১০১।১৫ মন্ত্র। ইহা দ্বারা গোস্তুতি করতঃ গ্রহীতা বলেন,—"মম চামুষ্য চ পাপ্মানং হনোমিতি যদি আলভতে" (স্পর্শেতি)। এই মন্ত্রের উপব্যাখ্যানে—"সোম এব ঋত্বিজাং মধুপর্কমাহুঃ" বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যজ্ঞাগ্নি সন্নিধানে বিবাহ হয়। সেই যজ্ঞাগ্নির ঋত্বিক বা হোতা অর্থাৎ আহুতি দাতা বর বা অর্ঘ্য গ্রহীতা। সুতরাং তাঁর মধুপর্ক গলকম্বলবন্ত পশু যে গো তদ্দ্বারা করার প্রয়োজন নাই। সোমরসই যথেষ্ট। "গোপীতায়", "বৃষখাদায়" বাক্য হইতে সোম যে গো তাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই অর্ঘ্যদানের পূর্ব্বকালে অরিষ্ট-নাশন জন্য প্রক্রিয়ার বিধি আছে। সুতরাং পরাশর স্মৃতি বাক্য গৃহ্য সূত্রোক্ত বাক্য গোবধ ব্যবস্থার বিষয় বলে নাই। স্পর্শ দ্বারা শুদ্ধিবিধান মাত্র। কেহ কেহ "এতদ্ যথা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাজং বা পচেৎ" এই বাক্য দ্বারা বৃষ বা ছাগ বধ করিয়া মাংস পাকের বিধি দেখেন। এই বাক্যের মহোক্ষ বৃষকে লক্ষ্য করে না। ঋ ৮।৪৩।১১ "উক্ষান্নায়" শব্দ আছে উহার অর্থ সোমরূপ অন্নযুক্ত। পশ্চাৎ রাজনির্ঘণ্টুতে "ঋষভৌষধী কর্কট শৃঙ্গী", রাজা বা ব্রাহ্মণ আসিলে সোমরস বা পিত্ত দমনার্থ কোন ঔষধির রস জাল দিত যেমন বর্ত্তমানে চা দেয়। তিব্বত ও কাশ্মীরে চা প্রাচীনকাল হইতেই চলে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যগণ ভারতবর্ষ হইতে চা নিয়া ইহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতান্তর্গত করিয়াছে অথবা সর্ব্বৌষধী জলে স্নান করান ব্যবস্থা। দেবতার ব্রাহ্মণের ও অষ্টাদি-

কপালের অংশভূত রাজার জন্য বিশেষ স্নান ব্যবস্থা। আর মহাজ শব্দ ছাগকে লক্ষ্য করে না, উত্তম শালী ধানের চাউলের অন্ন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে আছে—"অজৈ যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বা বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ"। অর্থ—অজ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এই যে বৈদিক ব্যবস্থা সে অজ ওষধী বীজ যব, ব্রীহি প্রভৃতি, ছাগ বধ নহে। তথা তন্ত্রে "অজৈর্যষ্টব্যং" তত্র অজাব্রীহয়ঃ। ইতি এখন "অমাংসোহর্ঘ্যঃ" অর্থাৎ মাংসহীন অর্ঘ্য হয় না বিশেষ যজ্ঞে ও বিবাহে। মাংস কি ? স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে। যাস্কের নিরুক্তে ৪।১।২ আছে—"মাংসং মাননং বা মানসং বা মনুহস্মিন্ সীদতীতি বা" অর্থ—মনোবাঞ্ছিত ভোজ্য দ্রব্যকে মাংস বলে। তন্ত্রশাস্ত্রে মাংস শব্দার্থ এই—মা রসনা, তৎসংযমনং অর্থাৎ মৌনভাবে ইষ্টচিন্তনই মাংস। যজ্ঞং অধ্বরং। ন ধ্বরং অধ্বরং। ধ্বরং হিংসা। সুতরাং অধ্বর অহিংসা। যাহা অহিংসাত্মক তাহাই যজ্ঞ। ইতি তৈত্তিরীয়ে। শতপথ ব্রাহ্মণের ৩।২১।১২ মন্ত্রে আছে "সধেন্বৈচানুডুহশ্চ নাশ্নীয়াদ্ধেন্বনডুহৌ বা ইদং সর্ব্বং বিভৃতঃ।" ঋগ্বেদের ৬।২৮।৪ মন্ত্রে ঋষি ভরদ্বাজ প্রার্থনা করিতেছেন—"নতা অর্বাং রেণুককাটো অশ্নুতেন সংস্কৃত ত্রমুপষন্তি তা অভি। উরুগায়ং অভয়ং তস্যতা অনুগাবো মর্ত্তস্ব বিচন্তিযজনঃ॥" ৪। গাবো ভগো গাবো ইন্দ্রোমে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ ইত্যাদি। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। মাতৃদুগ্ধ পান বড় বেশী হয়ত দুই বৎসর। আর গোদুগ্ধ পান চিরকাল। গোমাতা, বৃষপিতা, তাহার হনন চিন্তা চিত্তে স্থান পায় যার তার কি সংজ্ঞা হইবে ? অলমিতি বিস্তরেণ। বৈদিকযুগ ব্রাহ্মণযুগ, পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধযুগ, বর্ত্তমান যুগ, সকল যুগেই গো অবধ্য। নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, বাক্য স্মরণে গোপালন জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। পুর্ব্বে গোচারণ মাঠ গ্রামের চতুর্দ্দিকে থাকিত এখন সব চাষ আবাদ হইয়াছে ; গোচারণ ভূমি সৃষ্টি করতঃ গোবংশ বৃদ্ধির জন্য পরিচেষ্টা আবশ্যক। গোদুগ্ধাভাবে দেহ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইতেছে না, নানা ব্যাধিতে জনগণ জর্জ্জরিত হইতেছে। হস্পিটাল্, কুইনাইন্ বিতরণ ত্যাগে গোসেবা তৎপর হও। গো সবল সুস্থ দুগ্ধবতী হইলে নিরাময় দীর্ঘায়ু লাভ অনিবার্য্য। উপনিষদে দেখা যায় সত্যকাম জাবালকে তাহার গুরু কৃশ দুর্ব্বল ৪০০ গো দিলেন যে ইহা সহস্র করিয়াআনিলে বিদ্যালাভ ঘটিবে। সত্যকাম সহস্র করিয়া আনিতে দেবগণ তাঁহাকে পথেই বিদ্যাদান করেন। ইতি।

বেদান্ত

ঋগ্বেদের যে অংশের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ব্যবহারিক সত্তার বিষয়ে। পরমার্থিক সত্তা বিষয়ে ঋগ্বেদ কি শিক্ষা দেন তাহা না জানিলে বেদকে জানাই হয় না। এবিষয়ে ঋ ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্র যাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৪।৮ মন্ত্ররূপে উদ্ধৃত আছে উহা প্রাচীন মহর্ষি দীর্ঘতমা দৃষ্ট; উহাতে আছে ঋক্ যে পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয় যাঁহাকে এই সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাকে জানেন না ঋক্ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার কি ফল লাভ ঘটিল? তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রটী এই—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমম্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

সুতরাং বেদ আপনি আপনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।" এই লক্ষণ অনুসারে ব্যবহারিক সত্ত্বাটা অজ্ঞান মধ্যেই পতিত হয়। বিদ্ জ্ঞানে, বেদ অর্থ জ্ঞান। কোন্ জ্ঞান? তাহা উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্য ও মহাপুরুষের বাণী নির্দ্দেশ করিলেও যথেষ্ট হয় না, চিত্ত বুঝ প্রবোধ পায় না। মনে হয় এই যে শাস্ত্রে আছে "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে" সব প্রাণীরই জ্ঞান আছে তবে তার অর্থ কি? জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সর্ব্ব প্রাণীতে দেহীরূপে বিদ্যমান, তাই সকলেরই জ্ঞান থাকা শাস্ত্র বলিতেছেন, বলিলেও আশ্বস্তচিত্ত হওয়া যায় না। কত প্রাণী তার সংখ্যা করা যায় না প্রত্যেক প্রাণীর জ্ঞান স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। পিপীলিকা, কীট পতঙ্গাদি হইতে হস্তী, উষ্ট্র, মনুষ্যাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের বুদ্ধি সমান নয়; জ্ঞানও সমান নয়। আবার এক দেহে বহু ইন্দ্রিয়; প্রতি ইন্দ্রিয় জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জ্ঞান। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন সবই পরস্পর পৃথক্। ইহা সুবর্ণ, ইহা হীরক, ইহা কয়লা, ইহা বিদ্যুৎ, ইহা তাপ, ইহা কাঁপ (গতি), ইহা চাপ, ইহা প্রকাশ, ইহা আকর্ষণ, ইহা বিকর্ষণ, ইহা সংযোগ, ইহা বিয়োগ, ইহা কাম, ইহা ক্রোধ, ইহা ভয়, ইহা অভয় ইত্যাদি দ্রব্যগুণভেদে বহু প্রকার জ্ঞানের ধারণাই আনয়ন করে। তাহার শেষ আছে এমন মনে হয় না। এত অসংখ্য জ্ঞান ক্ষুদ্র জীবনে অর্জ্জন করা অসম্ভব। আর্য্যগণ বেদ সর্ব্বজ্ঞানের আকর বলিয়া মনে করেন। সৃষ্টি বৈচিত্র্যেই জ্ঞানের বৈচিত্র্য। গাঢ় নিদ্রাতে সৃষ্টি থাকে না। কেন থাকে না? তখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে না তাই সৃষ্টি থাকে না। যখনই ইন্দ্রিয় ব্যাপার তখনই

সৃষ্টি। স্বপ্নকালে অন্য সব ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদির কার্য্য থাকে না তাহারা মনে লয় হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা। সেই মন অন্য সব ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার লইয়া স্বপ্নে কত কিছু সৃষ্টি করে। যখন প্রাণে মনেরও লয় হয় তখন স্বপ্ন থাকে না তাহাকেই গাঢ় নিদ্রা বলে।

সুতরাং ইন্দ্রিয়ব্যাপারই সৃষ্টির কারণ, তাই বলে দৃষ্টিতেই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয় একাদশ হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক ও মনই সর্ব্ব জ্ঞানের মূল। স্বপ্নে মন এককই সব করে, সুতরাং মনই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের কারণ হয়। যখন যে ইন্দ্রিয় সহ মনের সংযোগ থাকে, তখনই সেই ইন্দ্রিয়ব্যাপার চলিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ দ্বারে মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় পঞ্চক সৃষ্টি করে। শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের গুণ মাত্র। সুতরাং বস্তুতঃ সৃষ্টি এই পঞ্চভূতাত্মক। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, বিনাশশীল তাহা জড়। তাহার নিজের কোন সংজ্ঞা নাই; যেমন—দেহ। এই যে মন তাহাও রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, মোহাদিবশে সদাই পরিবর্ত্তনশীল এবং গাঢ় নিদ্রাকালে লয় হয়, সুতরাং মনও জড় হইবে। এবং বর্ত্তমান কালে "ক্লোরফরম্" নামক ঔষধ দ্বারা রোগীর সুখ-দুঃখ-বোধাত্মক মনকে আড়ষ্ট করতঃ সার্জ্জনগণ শরীরের অংশবিশেষ কর্ত্তন করিলেও মন তাহা জানিতে পারে না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ক্লোরোফর্ম্ম-নামক জড় পদার্থ মন রূপ জড় পদার্থের উপর ক্রিয়া করতঃ উহাকে বিকৃত করিতে সমর্থ, সুতরাং জড় মন কিরূপে সৃষ্টি করে। ঠিক এই প্রশ্ন লইয়াই কেন উপনিষদ—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।" জড় পদার্থ আপনি কিছু করিতে পারে না, কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করে। যেমন ঘড়িতে কেহ চাবি দিলে চলে, নতুবা কল যতই ভাল হউক না কেন চলিবে না। রেলের ইঞ্জিন যতই মজবুত হউক না কেন, জল কয়লা বাষ্প যতই উহাতে মজুত থাকুক, বিনা ড্রাইভারের প্রচেষ্টায় উহা গতিহীন, কারণ জড়। ড্রাইভার গতি দিলে সহস্র মণ বোঝাসহ ঘণ্টায় শত মাইল বেগে চলিতে পারে। তবে এই জড় মনের কোন পরিচালয়িতা হইবে। এবম্প্রকার আলোচনায় এই চিন্তাধারা উত্থাপিত করে। সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ জড় ও তাহার কোন পরিচালয়িতা আছেন সেই পরিচালয়িতা অজড়, তাঁহার সংজ্ঞা আছে, সুতরাং বহু স্থলে এই দুইটিতে পর্য্যবসিত। জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞান, চালয়িতার জ্ঞানই জ্ঞান। পুর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত ও তদুৎপন্ন পদার্থজাত সমস্তই জড়। অতএব পঞ্চভূতও আর পাঁচ রহিল না, এক জড় প্রকৃতিতে লয় হইল।

সুতরাং এক জড় প্রকৃতির বিকারে সৃষ্টি। প্রকৃতি জড় হইলেও চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহবৎ পুরুষ-সান্নিধ্যে নানারূপ ক্রীড়াশীলা। এই যে চালয়িতা তিনিই পুরুষ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়। এই প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকই জ্ঞান। উহাই বেদের বিষয়। সাংখ্যকার কপিলের মতে এই প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি, দ্বিতীয় বিকার অহঙ্কার, তৃতীয় মন, চতুর্থে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমে পঞ্চমহাভূত। পঞ্চভূতের নানা প্রকার সংযোগ-বিয়োগে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ উৎপাদিত। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একই Ether বা Protyle হইতে সব জগতের সৃষ্টি কল্পনা করেন। এই Protyle হইতে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক atom বা রেণুকণার সৃষ্টি। তাঁহারা বলেন যে vortex অর্থাৎ আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত protyle হইতে proton ও electron উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সংস্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার atom হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। উহার সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তা। যখন উহাতে গতি হয় তখন বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি রজ-প্রধান। ঋ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে যে স্বধা ও প্রযতিশব্দ আছে তাহা proton ও electron বলিলে বলা চলে। ঋ ১০।৭২।৬ মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী জল (Ether) হইতে দেবগণের নৃত্যে রেণুর উদ্ভব হয়। ৬।১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা পুষ্কর (Protyle) মন্থনে অগ্নি উৎপাদন করেন। গতি হইতে তাপ উৎপত্তি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। থর্ব্ব অর্থে গতি, ন থর্ব্ব=অথর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, গতিহীন অচল। উক্ত বিশ্বব্যাপী জলকেই কারণসলিল বলা হয়। উহাতে যিনি ব্যাপকরূপে শয়ান তাঁহাকেই বিষ্ণু বা পুরুষ বলে। সর্ব্বদেহের পরিচালয়িতা এক, কি যত দেহ তত দেহী? এ প্রশ্ন স্বতঃই চিত্তে উদয় হয়। এক দেহে যিনি দেহী, তিনিই সেই দেহের শ্রোতা, স্পর্শয়িতা, দ্রষ্টা, রসয়িতা, আঘ্রায়িতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। কারণ লোকে বলে যে, যে আমি কলিকাতার কথা বাল্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই আমি আজ তাহা দর্শন করতঃ তাহাকে জানিলাম। এখানে একই আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা। ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর বলাবলি করে না। সকলেই একজনকে বলে সেই দেহী। সুতরাং সকল দেহের দেহীরই শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রমণ, আঘ্রাণ, মনন ও বিজ্ঞানের শক্তি আছে, সুতরাং স্বভাব, শক্তি, গতি, মতিতে সকল দেহীর সাদৃশ্য বা একরূপতা আছে। যদি সব দেহে এক দেহী হয়, তবে যখন এক দেহী সুখ বোধ করে তখন সব দেহীরই সুখ হওয়া উচিত। যখন এক দেহী দুঃখী হয়, তখন সব দেহীরই দুঃখী হওয়া উচিত। তাহা হয় না, যখন একজন পড়িয়া গিয়া দুঃখী হয় তখন অন্য জন তাহার অবস্থা

দৃষ্টে হাসে কি করিয়া? যেমন একই বাগানের মাটীর রস দ্বারা পুষ্ট নিম তিক্তরসযুক্ত, আম মিষ্ট, তেতুল অম্লরসযুক্ত। সব বৃক্ষে রস একই। কিন্তু পার্থক্য যে বীজে বৃক্ষ উৎপন্ন তাহাতে। তদ্বৎরসস্বরূপ পুরুষ একই, দেহভেদে বিভিন্নতা। বিভিন্নতা দেহের, দেহীর নহে। অথবা যেমন এক গৃহে চারিদিকে নানা প্রকার আয়না টাঙ্গান আছে; কোন্‌টি plane, কোনটি concave, কোনটি convex, কোনটি planoconcave, কোনটি planoconvex, কোনটি concavo convex ইত্যাদি নানাপ্রকারের আয়না, সবই কাচনির্ম্মিত হইলেও আকারগত পার্থক্য আছে। যদি কেহ ঐ গৃহে প্রবেশ করে সকল আয়নায় তার প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু সব প্রতিবিম্ব একরূপ হইবে না, কোনটা লম্বা, কোনটা চেপ্টা, কোনটা মোটা, কোনটা সরু ইত্যাদি নানাপ্রকার ছবি দৃষ্ট হইবে। পুরুষ একজনই, দেহ একই, কিন্তু আয়নার তারতম্যে ছবির তারতম্য দৃষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বৈকারিক, তাহাদিগের বিকার লাগিয়াই আছে। সেই বিকারের জন্য হাসি-কান্নাদি ক্রিয়াভেদ। এই যে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ ইহার অন্য প্রমাণ নাই, বেদই একমাত্র দিগ্‌দর্শনদাতা। পুরুষ অপ্রমেয়। এই যে বেদের অভিব্যক্তি ইহাই বেদান্ত বলিয়া অভিহিত। বেদ নিত্য সত্য, অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত। বেদ যাহা নির্দ্দেশ করেন, তদুপরি যুক্তিতর্ক চলে না। মনুষ্য বুদ্ধি-পূর্ব্বক যাহা বলে তাহা বদলায়। যেমন রসায়ন শাস্ত্রের এটামিক থিওরী, নিউটনের থিওরী, নেবুলা থিওরী ইত্যাদি। বেদ কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক লেখে নাই; উহা পুরুষ-প্রযত্ন-প্রসূত নহে, তাই অপৌরুষেয়। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বতঃই চলে, কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, গাঢ় নিদ্রাতে যখন সব ইন্দ্রিয় লয় পায় তখনও চলে। তদ্বৎ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সর্ব্বঘটে থাকিলেও শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত হন মাত্র। সেই শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত যে বস্তু তাহা বেদের লক্ষ্য। ইতিহাস ভূগোল শিক্ষার্থ বেদ নহে—বেদাঙ্গ। যখন বেদ বলিয়াছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ম্", তখন তাহা ধ্রুব সত্য। এই একের যে অভিব্যক্তি তাহাই অদ্বৈত তত্ত্ব। ঋগ্বেদ চাষার গান নহে। শাস্ত্রযোনিত্ত্যাৎ। তত্তু সমন্বয়াৎ। শাস্ত্র অর্থ—বেদ। সর্ব্ব বেদের সমন্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে। বর্ত্তমানে কাণ্ট, ফিটজ, সোপণহায়ার এ বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াই স্ব স্ব মতবাদ প্রচারে পাশ্চাত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদ বেদের ছায়ামাত্র। যেমন ক্ষেত্র-রক্ষার্থ কণ্টক দ্বারা আবৃত করে তদ্বৎ কর্ম্মাবরণে বেদের জ্ঞান সুরক্ষিত। বেদ যজ্ঞাদি কর্ম্মাত্মক। ইহা নূতন কথা নহে; পুর্ব্বমীমাংসাবাদিগণ বহু পুর্ব্বে

ইহা বলিয়া রাখিয়াছেন। যাহা লক্ষ্য করতঃ ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২।৪৩ শ্লোকে আক্ষেপ করিয়াছেন :—যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-বিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ।৪২। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩। মানসিক-বিকাশের তারতম্যানুসারে মানুষ আপন আপন মত গঠন করিয়া নেয়। যেমন চার্ব্বাক-মতবাদী দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বলে। তাহারও প্রমাণস্বরূপে আপন বুদ্ধি অনুরূপ বেদবাক্যের উপর নির্ভর করে। তাহারাও বলে আমাদের মতবাদ বেদ দ্বারা সমর্থিত। "আত্মা অন্নরসময়ঃ।" প্রাণাত্যয়ে দেহের বিকৃতভাব লক্ষ্য করিয়া এবং সুষুপ্তিতেও প্রাণন-ক্রিয়া দর্শন করতঃ স্থূল দেহাপেক্ষা প্রাণের মহিমা বুঝিবার শক্তি যিনি পাইয়াছেন তিনি মনে করেন প্রাণই আত্মা। এবং বলেন যে ইহা বেদসম্মত, কারণ বেদেই আছে "আত্মা-প্রাণময়ঃ।" যাঁহার বুদ্ধি এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণ তিনি বলেন প্রাণটা বায়ুর কার্য্য। মন ছাড়া কোন কার্য্যই হয় না। মন বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম এবং এই মনই আত্মা; বেদেও পাই "আত্মা মনোময়ঃ।" যিনি ইহা অপেক্ষা অগ্রসর, তিনি বলেন দেহ মন সঙ্কল্প বিকল্প করে, বুদ্ধি তাহার ভাল মন্দ বিচার করিয়া দিলে তদনুসারে মন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধির মনের উপর কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব বুদ্ধিই আত্মা; শ্রুতিতেও আছে "আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ"। অপরে বলেন যে সুষুপ্তিতে যখন সব লয় হয় তখন বড় সুখ। পুত্রাভাব, বিত্তাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব ও অন্নাদির অভাববোধ জন্য যে দুঃখ, কিম্বা শারীরিক মানসিক কোন যন্ত্রনা থাকে না সর্ব্বভাবের অভাব হইয়া একলাটী বেশ আনন্দ পায়। কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না। এই কিছুই জানিতে না পারাটা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানাবৃত হইয়াই আনন্দ ভোগ করে। এই অজ্ঞান আবরণাত্মক যে আনন্দময় কোষ ইহাকেই আত্মা কল্পনা করে। তীক্ষ্ণধী প্রভাকরাদি এই জন্য অজ্ঞান জ্ঞানাত্মক আত্মা বলিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ ও অভেদ দৃষ্টে ভেদাভেদ বাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটীল নানা পথজুষাং" নানামতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁর চিত্তে যতটুকু ধারণা হইয়াছে তিনি তাহাই খাঁটী সত্য বেদবাক্য, অন্য সব অসত্য, অলীক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। আর যাঁদের শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়াছে তাঁহারা শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বের রসাস্বাদে নিরাবিল আনন্দ প্রাপ্তে আপনাকে আনন্দস্বরূপই জানিয়া

থাকেন। বেদে এই অদ্বৈত তত্ত্বধারা নাই ইহাও কোন কোন মতবাদী বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মধ্বাচারী ও অর্ব্বাচীনস্বামী দয়ানন্দ স্থষ্ট সম্প্রদায় অগ্রগণ্য বলা যায়। বেদ নিত্য সত্য অপৌরুষেয় হইলেও মন্দবুদ্ধিগণ কল্পে কল্পে তত্বুৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৫।১১ মন্ত্রে আছে "সবা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ"। নিশ্বাস যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে তজ্জন্য কোন পুরুষ প্রযত্নের অপেক্ষা করে না, তেমনি বেদোৎপত্তি জানিবে। ধ্যান, তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধ সর্ব্বগতচক্ষু ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করতঃ যে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই বেদ। ঋষিগণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। ঋ ১০।১৩০।৫ ও ১০।১৫০।৪ মন্ত্রে মনুষ্য ও ঋষি শব্দে প্রয়োগ ও ১০।৮১।১ জগৎ পিতাকে ১০।২৬।৫ পুষাকে ও ৯।৯৬।১৮ সোমকে ঋষি বলা হইয়াছে। ১০।৬২।৪ মন্ত্রে ঋষিগণ দেবপুত্র বলা হইয়াছে। এই সকল হইতে ঋষি কে এবং কেন তাহা জানা যায়। শাস্ত্রে দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃঋণ থাকা দৃষ্ট হয় এবং পঞ্চমহাযজ্ঞে দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও দেবতর্পণ হইতেও বুঝা যায়। অনেকে বেদে দুইটী বিভাগ দেখেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অথবা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। অনেকে সংহিতা প্রাচীন ও ব্রাহ্মণ নবীন বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অংশ তজ্জন্য সেরূপ প্রামাণ্য নহে, যেমন সংহিতা অংশ। বেদ বেদ, উহাতে বিভেদ দৃষ্টি দ্রষ্টার রজোগুণাধিক্যের সূচনা করে মাত্র। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণাংশ ও তদন্তর্গত আরণ্যক পশ্চাৎভাবী। বেদে সংসার ত্যাগে উপাসনা নাই। বেদ পুরুষকেই জীবনের লক্ষ্য করতঃ যে বনে বাস তাহা সংহিতাংশে নাই। ঋষিগণ সকলেই গৃহী ছিলেন ইত্যাদি। মুণ্ডক-উপনিষদে যে আছে "তপঃশ্রদ্ধে যেহি উপবসন্ত্যরণ্যে শান্তাবিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ" তাহারই প্রতিরূপ বাক্য ঋগ্বেদে ১।৫৫।৪ মন্ত্রে "সইদ্‌বনে নমস্যুভির্বচস্যতে"। অর্থ—ঋষিগণ বনে থাকিয়া ঈশ্বর প্রণিধান করেন। ৮।৬।১৮ মন্ত্রে "যতয়" অর্থ যতিগণ। ৯।১১৩।২ মন্ত্রে দিশাংপত অর্থ দিশি-দিশি দেশে দেশে ভ্রমণশীল পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী অতিথি। ৮।২৪।২৬ মন্ত্রে "সন্যসে" পদ আছে। ১০।১১৭ সূক্ত ভিক্ষু দৃষ্ট। যদি ভিক্ষুক না থাকিত তবে ভিক্ষু দৃষ্ট হয় কি? বিশেষ অতিথি ভোজন না পাইয়া ফিরিয়া গেলে তাহা মহাদোষের কারণ এবং তজ্জন্যই নৃযজ্ঞ, অতিথি পূজন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরু, অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে, স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া যেমন গীতাতে

ভগবান বলিয়াছেন "ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"। যে অতিথি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণীর জন্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া কেবল স্বদেহ পিণ্ডের জন্য অন্নপাক করে সে পাপী পাপই ভোজন করে। তদ্রূপ এই ভিক্ষু সূক্তে আছে "নার্যমাণং পুষ্যতিনো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী"। ঋ ৪।২৭।১ মন্ত্রে মহর্ষি বামদেব যে বলিয়াছেন শত লৌহ প্রাচীর বেষ্টিত সংসাররূপ কারা গর্ভ হইতে শ্যেন বেগে বহিরাগমন করিয়াছি। তাহা সন্ন্যাসকেই লক্ষ্য করে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন, তিনি শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদ সংহিতা যতই কর্ম্মপর হউক না কেন তাহা বেদ, সুতরাং তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের তত্ত্ব না থাকিয়া পারে না—তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঋ ১।২২।২০

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

অর্থ—সূরীগণ (যতিগণ) বিশ্বব্যাপক পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদাই দর্শন করেন, যেমন নেত্র উন্মীলন করিলেই দিব্ দর্শন ঘটে তদ্বৎ। বিশ্ ধাতু প্রবেশনাৎ গ্রহণে যিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন ওতপ্রোতভাবে তাঁহাকেই বিষ্ণু বলে। অথবা বিব্যাপ্নোতিবিশ্বং অর্থাৎ যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তাঁহাকেই বিষ্ণু বলে। পদ শব্দ চরণ নয় রাজপদ, মন্ত্রীপদ এমনি প্রকাশক। এই মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান কালেও ব্রাহ্মণাদি আচমন করিয়া পশ্চাৎ পূজাদির কার্য্য করেন। শূদ্রাদি বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়াই পবিত্রতা লাভ করে। আঙ্গিরস কাণ্বশাখীয় মেধাতিথি ইহার দ্রষ্টা। এই মন্ত্রের প্রথমাংশ কঠ উপনিষদে তৃতীয় বল্লীর ৯ম মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

ঋ ১।৫০।১০ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতি শ্পশ্যন্ত উত্তরং
দেবং দেবত্রা সূর্য্য মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

অর্থ—অজ্ঞানতমের পরবর্ত্তী বা অজ্ঞানান্ধকারের অপনেতা উত্তর (উৎকৃষ্ট-তর) যে জ্যোতি দর্শন করতঃ আমরা ধন্য হইয়াছি তাহা এবং সেই স্বকীয় হৃদয়স্থিত যে জ্যোতি একই জ্যোতি। ঈশউপনিষদের "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" বাক্য একই ভাবের ব্যঞ্জক। এই জ্যোতির্ময় দেবগণেরও দেবতা। দেব অর্থ প্রকাশ সম্পন্ন। রস, রশ্মী ও প্রাণসমূহের প্রেরক এই জন্য সূর্য্য পদবাচ্য। সেই উত্তমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কি সৌভাগ্য? সূর্য্যই আত্মা। এই মন্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৭।৮ উদ্ধৃত দেখা যায়। কান্ব প্রস্কণ্ণ ঋষি। নিত্য সন্ধ্যার সূর্য্য উপস্থান মন্ত্র।

ঋ ১।৮৯।১০ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জণিত্বম্ ॥

অর্থ—অখণ্ড পরমাত্মাই দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, তিনিই পিতা, মাতা, পুত্র বিশ্বে-দেবগণ দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নর এই পঞ্চজনও তিনিই। অদিতিই উৎপাদিত পদার্থজাত এবং অদিতিই সর্ব্ব কারণের কারণ। গোতম রাহুগণ ঋষি।

ঋ ১।৯০।৬—৮ মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।৬।
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌ রস্তনঃ পিতা। ৭।
মধু মান্নো বনস্পতির্মধুমাঁঅস্ত সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তনঃ ॥ ৮

অর্থ—বায়ু মধু (ব্রহ্ম) কেই বহন করে। সিন্ধু (নদী) গণ মধুই ক্ষরণ করে। অর্ণ (সমুদ্র) মধু (ব্রহ্ম) স্বরূপ হউন (কং ব্রহ্ম)। ওষধী ব্রহ্ম বা মধু। নক্ত (রাত্রি) মধু উষাগণও মধু। পৃথিবী ও রজ (অন্তরিক্ষ) মধুযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মই। দ্যৌ (স্বর্গ) মধু আমাদের পিতা সেই মধু ব্রহ্মই। বনস্পতিও মধুমান্ হউন যেন তাহাতেও ব্রহ্ম ভাবই জাগে। সূর্য্যও মধুমান্ হউন। ব্রহ্ম স্বরূপই যেন প্রতিভাত হউন। গোসকলও মধুই হউক্। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যেন আমরা সেই মধু বা রসস্বরূপ পুরুষকে অনুভব করি। রসোবৈসঃ। যেন আমাদের চিত্তে স্ফুরে। যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে। তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। অর্থাৎ সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম চিন্তা কর। উক্ত গৌতম ঋষি।

ঋ ১।১১৫।১ চিত্রন্দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুনস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥

অর্থ—বিচিত্র কিরণজাল বিস্তৃত করিয়া, মিত্র, বরুণ ও অগ্নিরূপ লোচনত্রয় বিস্ফারিত করতঃ দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোকসকল স্বতেজে উদ্ভাসক স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীজাতের যিনি আত্মভূত তিনি স্বজ্যোতি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আঙ্গিরস কুৎস ঋষি। নিত্যপাঠ্য সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র। ঋ ১।১৬৪ সূক্ত ব্যাপক হইবে এজন্য পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

ঋ ২।১।১-১১ মন্ত্র

এই মন্ত্র সকল দ্বারা সর্ব্বং খলু ইদং জগৎ অগ্নিরই বিকাশ বলা হইয়াছে

এবং তাঁতে লিঙ্গ ভেদ নাই তাহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে।—একাদশ মন্ত্রটী হইতে এই সব কতক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই জন্য উদ্ধৃত হইল :—

ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা।
ত্বমিড়া শত হিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী।১১

ইহার দ্রষ্টা আঙ্গিরস শৌনহোত্র, যিনি পশ্চাৎ ভার্গব গৃৎসমদ শৌনক হইয়াছিলেন।

ঋ ২।২৬।৩ দেবানাং যঃ পিতরমাবিবাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষাব্রহ্মণস্পতিম্॥

অর্থ—যিনি দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে শ্রদ্ধামনা হবি দ্বারা পরিচর্য্যা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মেই মন লয় করিয়া দেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ এইটী পারিস্ফুট। গৃৎসমদ ঋষি।

ঋ ৩।৫৫।১১ মহদ্দেবানমসুরত্বমেকং। মহৎ দেবগণের অসুরত্ব একই।

অর্থ।—যেমন গতি, তাপ ও প্রকাশ (আলো) পৃথক্ হইলেও বিজলী একই, তদ্রূপ দেবগণ পৃথক্ হইলেও অসু বা প্রাণ অর্থাৎ মূলকারণ একই। হিরণ্যগর্ভই মুখ্য প্রাণ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৃষ্ট।

ঋ ৩।৬২।১০

পরমপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র মহর্ষি বিশ্বমিত্র দৃষ্ট—

অর্থ—সেই দেব সবিতার জগৎ প্রসবিতার সম্ভবজনীয় ভর্গচিন্তন করি। তিনি আমাদের বুদ্ধি তন্মুখী করুন। সেই পরামাত্মা জ্যোতিষাং জ্যোতিই ভর্গ।

ঋ ৪।২৬।১ অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং ইত্যাদি

ইহা মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট।—মহর্ষি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শনে কৃতকৃত্য হইয়া অহং ব্রহ্মাস্মি ইহাই প্রকাশ জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বৃ-আ উপ ১।৪।১০ উদ্ধৃত।

ঋ ৪।৪০।৫ হংসশুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ হোতাবেদিষদ্ অতিথি র্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জাগোজাঋতজাঅদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

এই মন্ত্র কঠ উপনিষদে ২।৫।২ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে হংসবতী মন্ত্র বলে।

অর্থ।—তিনি হংস দীপ্তিমৎদ্যুলোকে গমনশীল সূর্য, সর্ব্বহৃদয়ে গমনশীল জ্ঞানসূর্য্য তাই সোঽহং হংসঃ অজপামন্ত্র। অন্তরীক্ষবাসী বসুও তিনিই। যজ্ঞবেদিতে অগ্নিরূপে তিনিই হোতা। কলস্থিত সোম দেবতাও তিনি। অতিথি যেমন আসে যায় সোমও আসেন যান, থাকেন না। নরও তিনি। বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বও তাঁহারই। অথবা বর যেমন আশ্রয় স্থল তদ্বৎ তিনিই সর্ব্বাশ্রয়। তিনিই

ঋত বা সত্যস্বরূপ। ব্যোমস্বরূপেও তিনিই বিরাজমান (খংব্রহ্ম)। জলেও তিনি জাত হন মৎস্য কূর্ম্মাদি ও রত্নস্বরূপে। গোজাত দুগ্ধ ঘৃতাদিও তিনি। (ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং)। অথবা পৃথিবীজাত ঔষধি বৃক্ষাদিও তিনি। ঋতজা যজ্ঞজাত কর্ম্মফলও তিনিই। অথবা ঋতজ (স্তোত্র ৩৭।৮ ঋতং শংসন্ত) মন্ত্রজ যে বীর্য্য যদ্দ্বারা দেবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন (১।৩১।১৮ এতে নাগ্নে ব্রহ্মণাবাবৃ স্ব) তাহাও তিনিই। তিনিই বৃহৎ ঋত বা সর্ব্বগত। অথবা সৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ তাহাও তিনি। যজ্ঞে ন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ। ১।১৬৪।৫০ মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট। ইহা সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র।

ঋ ৪।৪২।২ আত্মাই এই সূক্তের দেবতা। রাজা ত্রসদস্যু দ্রষ্টা। ইনিও মহর্ষি বামদেবের ন্যায় আমিই ইন্দ্র আমিই বরুণ ইত্যাদি বাক্যে আত্মৈকতা খ্যাপন করিয়াছেন। "অহংরাজাবরুনো" ইত্যাদি।

ঋ ৬।৯।১-৫

অহশ্চকৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ বিবর্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানোনরাজাবাতি রজ্জ্যোতিবাগ্নিস্তমাংসি ॥১
নাহং তন্তুংনবিজানামি ওতুংন যংবয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।
কস্যাস্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বাণি পরো বদাত্যবরেন পিত্রা ॥২
সইত্তন্তুং সবিজানাত্যোতুং সবক্তান্যৃতুথাবদাতি।
যঈংচিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরম্ পরো অন্যেন পশ্যম্ ॥৩
অয়ংহোতা প্রথমঃ পশ্যতে মমিদং জ্যোতিরমৃতংমর্ত্যেষু।
অয়ংসজজ্ঞে ধ্রুবআনিষত্তোঽমর্ত্যস্তন্বা বর্ধমানঃ ॥৪
ধ্রুবংজ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কংমনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতাএকং ক্রতুমভিবি যন্তি সাধু ॥৫

অর্থ—কৃষ্ণ ও শুক্ল অহদ্বয় সুজ্ঞাত পথে রজদ্বয়ে বিবর্ত্তন করে। ইহা গীতার ৮।২৬ শ্লোকে অনূদিত—শুক্লকৃষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতেমতে। ব্রহ্মার রাত্রিতে প্রলয় ও দিবসে সৃষ্টিরূপ ব্রহ্মচক্র সুনিয়ন্ত্রিত স্বভাবে ভ্রমণ করিতেছে। বিরাট বৈশ্বানর উৎপন্ন হইলে দ্যাবা পৃথিবী ইন্দ্রিয়াধিগম্য হয়। আমাদের রঞ্জনকারী অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ অগ্নি, তমঃ ও তৎকার্য্য সকল, জ্ঞান জ্যোতির বিকাশ দ্বারা বিনষ্ট করেন। ১।

আমি সৃষ্টির সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি রূপতন্তর ও অহঙ্কারাত্মকওতুবিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতি জন্য সৃষ্টি প্রণালী জ্ঞাত নহি। ইহাদের সংযোজনে যাহা সংঘটিত

হয় সেই দৃশ্য প্রপঞ্চের স্বরূপ কি তাহা জানি না। অর্থাৎ ইহা নির্ব্বাচনের যোগ্য নহে। এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বিধায় সৎ কি অসৎ তাহা বলা চলে না। সৃষ্টের পরে যে জাত সে পিতা কর্তৃক সৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপে পুত্রকে বলিতে পারে ? অর্থাৎ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু গম্য। ২।

সেই পরমাত্মাই এই তত্ত্ব ও ওতুর বিষয় জানেন। যেমন ঋতু পর্য্যায় ক্রমে ঘটে, তদ্বৎ সাধন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে গুরু বেদান্ত বাক্যের মননে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান প্রকটিত হয়; বিশ্বানর পরমাত্মা অমৃত দ্বারা রক্ষিত। অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মশীল। তিনি জীবরূপে সংসারে বিচরণ করতঃ আচার্য্যরূপে বক্তা বা উপদেষ্টা এবং শিষ্যরূপে শ্রবন মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন কর্ত্তা হইয়া দর্শন করেন নিজ স্বরূপ। ৩।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিই প্রথম হোতা। অর্থাৎ সৃষ্টি যজ্ঞের হোতা। তুমিই সেই হোতা মরণ ধর্ম্মশীল দেহে অমরণধর্ম্মী জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দর্শন কর। ধ্রুব (নিশ্চল) সর্ব্বব্যাপী মরণ রহিত হইয়াও দেহসম্পর্কে উৎপত্তি বৃদ্ধিক্ষয়াদি প্রাপ্তবান বলিয়া প্রতীয়মান হন। ৪। জীবব্রহ্মের একতা দেখাইলেন।

মন হইতে দ্রুতগমনশীল। অর্থাৎ মন যাহার অনুসরণ করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। ঈশউপনিষদোক্ত মনসো জবীয়ো। মন যতই অগ্রসর হয় ইনি ততই সদা অগ্রবর্ত্তী থাকেন। দ্রষ্টাস্বরূপ নিশ্চল জ্যোতি গমনশীল অর্থাৎ বিনাশশীল প্রাণীহৃদয়ে নিহিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মনসহ সতেজস্ক এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করতঃ তাঁহাতে সম্যক গমনশীলরূপে লক্ষিত হন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষি।

ঋ ৬।৩৭।১৮

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ।

অর্থ—সমস্ত রূপের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ দেহে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ যজমানের নিকট উপস্থিত হন। ইনি সহস্র ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সহস্র বিষয় গ্রহণ করেন ঋ ৩।৩৭।৯। "ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চসু-ইন্দ্রতানিত আহবে" অর্থ দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব নরাদি পঞ্চজনের যে ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রই আত্মা। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃশ্রুতমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ুস্তত্বচন্দ্রমাঃ। তদেবশুক্রং তদব্রহ্ম তদপস্তৎ প্রজাপতিঃ।

ইতি শ্বেতাশ্বতর ; একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। ইতি কঠ। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী বৃহদারণ্যকের ২।৫ মধুবিদ্যা নামক ব্রাহ্মণের শেষভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা ঋষি গর্গ্য-দৃষ্ট।

ঋ ৭।৫৯।১২ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥

অর্থ—অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য অধিষ্ঠিত (ভূর্ভুব স্বঃ) লোকত্রয়ের যিনি অম্বক (পিতা), সুগন্ধিবৎ সূক্ষ্মও দিগন্তপ্রসারী, পুরুষোত্তম, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন রক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিকারক অথবা জগৎ বীজরূপে বহু বর্দ্ধনশক্তিমৎ সেই পরম পুরুষের যজন করি। ধ্যান করি। ঋ ১।১৮।৭ "সধীনাংযোগমিন্বতি"। অর্থ জ্ঞানীগণের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তিব্যাপক। হে গ্রসিষ্ণু (মৃত্যু) বৃহৎ কর্কটী ফল পাকিলে যেমন বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি কর্ম্মবিপাকে সংসারবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধনমুক্ত হই, অমৃত হইতে নহে। অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করি। এই মন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ-দৃষ্ট।

ঋ ৮।৬।৩০

আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিস্পশ্যন্তিবাসরম্ পরো যদি ধ্যতেদিবা।

অর্থ—শুদ্ধচিত্ত নিবৃত্ত চক্ষু (রুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বার) ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই পুরাতন জগতের বীজ-ভূত সৎ বস্তুর জ্যোতিকে দ্যুলোকে সূর্য্যে, চন্দ্র, বিদ্যুৎ গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে প্রদীপ্ত দেখা যায় তিনি তাহা হইতে পরে। গীতায় জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তমসঃপরমুচ্যতে। ঋষি বৎস কাণ্ব।

ঋ ৮।৫৮।২

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্ ॥

অর্থ—এক অগ্নি বহু প্রকারে সমীদ্ধ, একই সূর্য্য বিশ্ব উদ্ভাসিত করেন, একই উষা তম বিনাশকারিণী! তিনি একাই এই সব হইয়াছেন। ঋষি মেধ্য কাণ্ব।

ঋ ১০।৮১।১-৭ মন্ত্র

য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতানঃ।
স আশিষাদ্রবিণ মিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাভ আবিবেশ ॥

অর্থ—যে পুরুষ এই বিশ্বভুবন প্রলয়কালে আপনাতে আহুতি দেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, হোতা (আপনাতে আপনি আহুতি দেন

যেমন ভোক্তা জঠরাগ্নিতে আহুতি দেয়) অর্থাৎ গ্রাস বা সংহার কর্ত্তা। এমন যে পিতা তিনিই পুনঃ স্রষ্টা। কারণ প্রলয়ে সংহর্ত্তা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। যাহা থাকে তাহা হইতেই সৃষ্ট, একোহিরুদ্রোন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্যইমাম্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতর। (মহা প্রলয়ে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন) সিসৃক্ষাত্মক আশিষা দ্বারা "বহু হইব" এই যে দ্রবিন (ধন) তাহা কামনা করতঃ স্ব স্ব রূপ মায়া আবরণে আবৃত করতঃ অবর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। যেমন বলরাম শুভ্র পুরুষ সুভদ্রার ছায়াবৃত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা জগন্নাথ হইয়াছেন।

ঋ ১০।৮১।২

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভনং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌবোন্ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ২

অর্থ—সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থল) কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না; সেই সর্ব্বাশ্রয়ের কোন আশ্রয় নাই, তিনি আপনাতেই আপনি আছেন। সৃষ্টির আরম্ভক উপাদানাদি কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না। যেমন কুমার মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্রাদি সংগ্রহ করিয়া ঘট শরাবাদি নির্ম্মাণ করে তেমনি তিনি কিছু সংগ্রহ করতঃ সৃষ্টি আরম্ভন করেন কি? না, তবে কি করিয়া হইল? যেমন মাকড়সা নিজদেহ হইতে উপাদান দিয়া সূত্র তৈয়ার করিয়া তদ্দ্বারা জাল নির্ম্মাণে বাস করে তদ্বৎ স্বয়ংই উপাদান কারণও হইয়াছিলেন। সাংখ্যকার সৃষ্টির উপাদান স্বরূপে প্রকৃতিকে রাখিয়াছেন, ন্যায়কার পরমাণুকে রাখিয়াছেন, শ্রুতি তাহা গ্রহণ করেন নাই; বিশ্বকর্ম্মা যাহা হইতে দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন তাহা কি? অর্থাৎ যদি নিজ দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে সতের নিত্য একরূপতা ও অখণ্ডত্বের ব্যাঘাত হয়। যাহা বিকারশীল তাহা বিনাশশীল। তাঁহার দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি ঘটিলে তিনিও বিনাশশীল হইয়া পড়েন। যদি প্রকৃতি বা পরমাণু সাহায্যে সৃষ্টি করেন তবে অদ্বৈততত্ত্বের হানি ঘটে। তবে পরিশেষ্যাৎ সৃষ্টি মায়িক। ইন্দ্রজালিকের খেলার ন্যায় অলীক ইহাই বলিতে হইবে। সেই বিশ্বচক্ষু স্বমহিমায় বিরাজিত ছিলেন কি? অর্থাৎ তাঁহার মহিমার কোন হানি হয় নাই। বিকার হইলেই মহিমার হানি। "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়তস্থু" ইহাই তাঁর মহিমা। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯।৫

ঋ ১০।৮১।৩

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমীজনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩

অর্থ—সেই দেব এক, দ্বিতীয় রহিত, একরস (ভেদরহিত), তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁহার উরু, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ। তিনি বাহুদ্বারা পক্ষ বা গমনশীল পদ দ্বারা সম্যক্ কর্ম্ম করেন; দ্যাবা-পৃথিবী উৎপাদন করেন।

১০।৮১।৪

কিংস্বিদ্বনং কউস বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতেদুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানিধারয়ন্ ॥ ৪

অর্থ—কোন্ বনের কোন বৃক্ষ সেই যাহা কাটিয়া জুড়িয়া তিনি দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করেন? হে বিদ্বান্‌গণ, আপনারা একবার নিজমনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন? অর্থাৎ ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই বৃক্ষ, ব্রহ্মই অধিষ্ঠান যাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। তদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বা ছিল না।

ঋ ১০।৮২।৫

এই সূক্তে সেই একই দেবাসুর প্রভৃতি সব এবং তদতিক্রমেও তিনিই "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" সমস্তই তাঁহাতে নিহিত;—এইটী বলা হইয়াছে। লোকে অজ্ঞানাবৃত হইয়া বহুত্বের কল্পনা করে। বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন ঋষি।

ঋ ১০।৯০।১-৫ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততোবিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি মথোপুরঃ ॥ ৫

অর্থ—সেই পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি এই

পৃথিবীসহ বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত। দশ অঙ্গুলি; যে দশ দিক নির্দ্দেশ করে তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া স্থিত। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব দেহে স্থিত।১।

সেই পুরুষ (যাঁহা দ্বারা সব পূর্ণ, তিনিই পুরুষ) এই সব যাহা কিছু বর্তমান আছে বা ছিল বা হইবে (অর্থাৎ ত্রিকালাতীত) তিনিই সব কিছু। তিনি অমর দেবগণের নিয়ন্তা। অন্ন (মায়া)কে বশীকৃত্য জগৎরূপে ব্যক্ত হন; অথবা যজ্ঞীয় অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত অমর দেবগণের তিনি নিয়ন্তা।২।

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অবাচ্য; তাঁহার পাদমাত্রে এই বিশ্বভুবন ও তৎস্থিত জীবাদি তাঁহার ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ দিব্‌লোকে স্থিত। অর্থাৎ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না।৩।

তাঁহাকে সেই ত্রিপাদ মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি তৎ বহির্ভূত উর্দ্ধে স্থিত। মায়া কবলিত একপাদ, ইহাঁরই ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হয়। সেই একপাদেই (মায়াপাদ) দেব, নর, তির্য্যকাদি বিবিধ রূপে ব্যাপ্ত হন। অন্নপানাদি ভোগযুক্ত জীব তৎরহিত জড়রূপে তিনিই সর্ব্বত্র স্থিত।৪।

সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।

যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে হিরণ্যগর্ভরূপে স্থিত হন, তিনিই সমষ্টি স্থূল শরীরে বিরাটরূপে প্রকট হন। তাঁহা হইতে পরিচ্ছিন্নরূপে (লৌকিক দৃষ্টিতে) তদতিরিক্ত ব্যষ্টি রূপ জীবাবস্থা। ভূমি সৃষ্টির পশ্চাৎ জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তিনি সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ নানা ব্যক্তরূপে প্রকট হন।৫। (অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা মায়া সংযোগে ঈশ্বর হন। সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও দৃশ্য প্রপঞ্চে বিরাট নামে অভিহিত হন। এই অবস্থা চতুষ্টয় বর্ণিত হইয়াছে। অবিদ্যা উপাধি বশে জীব)।

ঋ ১০।১২৫ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চারামি ইত্যাদি ৮টি মন্ত্র। ইহাতে বাগাম্ভৃণীপ্রতিদেহে অহং অভিধেয় যিনি, সেই আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঋ ১০।১২৯।১-৭

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং। নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্। অম্ভঃকিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥১।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি। ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনিদবাতং স্বধয়া তদেকং। তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥২।

তম আসীত্তমসা গূঢ়হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥৩।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়োমনীষা ॥৪।
তিরশ্চীনোবিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসনৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ।৫।
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬।
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভুব যদিবা দধে যদিবা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গবেদ যদি বানবেদ ॥৭।

অর্থ—তৎকালে (মহাপ্রলয়ে) অসৎ বা সৎ কিছু ছিল না। সৎ মূর্ত্ত, অসৎ অমূর্ত্ত। অথবা সৎ যাহা নিত্য স্থিতিশীল বলিয়া কথিত হয় (যেমন সাংখ্যের প্রকৃতি) অসৎ (শূন্যবাদীর) তাহাও ছিল না। রজ অন্তরিক্ষ বা দূরব্যাপী ব্যোম ছিল না। অথবা আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকের পরমাণু হইতে সৃষ্টি তাহা ছিল না। এবং যে মতে আকাশ প্রথম সৃষ্টিতত্ব তাঁহাদের সে তত্ত্বও ছিল না। অথবা অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোক ছিল না। আবরক কি কিছু ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণ নীল আকাশ চতুর্দ্দিকে কটাহবৎ পৃথিবীসহ মিলিয়া আবরণস্বরূপ আছে মনে করে, কিম্বা সূর্য্যাদির আবরক মেঘ অথবা পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপী বায়ুমণ্ডলরূপ আবরণ ছিল না সুখ (দুঃখ) দায়ক কোন কিছু ছিল না অর্থাৎ মিষ্ট জল, স্বল্প শীতল বাতাস বা ঝড় বজ্রাদি ছিল না। অথবা শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাত্মক ব্যবহারিক সুখ সামগ্রী ছিল না।১।

তখন মৃত্যু বা অমৃত ছিল না। অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মশীল প্রাণীজাত বা অমরণ-ধর্ম্মী দেবগণ ছিল না। রাত্রি কি দিন বা তাহাদের চিহ্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি ছিল না। তবে কি শূন্য ছিল? না, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—বায়ুরহিত প্রাণন ছিল (যেমন প্রাণন ডিম্বাদিতে থাকে)। সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বধয়াস্বরূপে (স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিতে) অখণ্ড এক রসরূপে আপনাতে আপনি কেবল মাত্র ছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না।২।

অতঃপর সৃষ্টি বলিতেছেন,—তম ছিল। সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের ব্যক্ত ভাব লাভের পুর্ব্বে অচিহ্ন গূঢ় তমরূপ সলিল দ্বারা এই সব আচ্ছন্ন ছিল। (ইথার বা প্রটাইল মাত্র ছিল)। তুচ্ছ্যা (মায়া, মূলা, অবিদ্যা, অসৎ, তমঃ অকার্য-

বাচী)। মায়া দ্বারা আবৃত জন্য ভেদলক্ষণবিহীন অব্যক্ত অবস্থা থাকা সময়ে তাঁর জ্ঞানময় তপস্যা মহিমায় প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন ।৩।

প্রথম কামের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ তম উপহিত চৈতন্যে সিসৃক্ষা বা সৃজনেচ্ছা উৎপন্ন হইল (প্রথম ঈশ্বর অবস্থা)। "তদৈক্ষতবহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। তৎপশ্চাৎ মানসরেতঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টির বীজপাত হইল। (দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ অবস্থা)। তৎপশ্চাৎ তৃতীয় বা বিরাট অবস্থা স্থূল দৃশ্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় সূক্ষ্ম সৃষ্টী করতঃ তাহাতে তাঁর অনুপ্রবেশ কল্পিত হয়। মায়ার সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরভাব। পশ্চাৎ ঘনিষ্ঠতাসহ হিরণ্যগর্ভ ভাব। তন্ময়তায় বিরাটভাব ঘটে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখনই ঘনিষ্টতা ঘটিল, মানস রেতঃ-পাত হইল, তখনই অসৎ দ্বারা সৎ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলেন। ইহা মনীষা-সম্পন্ন কবিগণ শুদ্ধচিত্তে বিচার করতঃ বলিয়াছেন ।৪। অর্থাৎ সৃষ্টিই বন্ধন।

রেতোধা পুরুষের উদ্ভব হইল। মহিমাসকল উদ্ভূত হইল। যেমন সূর্য্যরশ্মি ক্ষণমাত্রে উর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, তেমনি তাঁহার সৃষ্টি তৎমহিমা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া বিচিত্র দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটিল। স্বধা (স্বয়ং আত্মানং দধাতি ইতি) অর্থাৎ স্ব স্বরূপেস্থিত সেই কারণাত্মক চিৎকে আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে যেন অন্তরালে রাখিয়া ক্রীড়াশীলা প্রযতি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিলেন। প্রফেসর উলসন অনুবাদ করিয়াছেন—a self-supporting Principle beneath and Energy aloft. যেমন বিজলী বাতিতে বিজলী অন্তরালে থাকে আলো বাহিরে দেখা যায় তদ্বৎ ।৫। [রশ্মি অর্থ কেহ রসি করিয়াছেন তাহাতে সূত্রে মানাইবে। অথবা রজ্জু সর্পবৎ সৃষ্টি বলা হয়।]

কোন পুরুষ সেই পরমার্থ সৎ কে জানে? ইহলোকে কে বলিবে সৎ কোথা হইতে জন্মিল? এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? সৃষ্টি আরম্ভের পর যে দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই বা তদ্দিগের পুর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিষয় কি জানিবেন? সুতরাং এই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব কেই বা জানে? ।৬।

এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? বা কাঁহা হইতে হইল? কেহ কি সৃষ্টি করিয়াছেন? কি করেন নাই? তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার অধ্যক্ষ। তিনি পরম ব্যোমে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।৭।

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মহা-প্রলয় বর্ণিত। সংহারকর্তা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। একোহি রুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।

ইহা দ্বিতীয়ের অপরার্দ্ধে বর্ণিত। এবং তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় অখণ্ডৈকরসস্বরূপে ছিলেন। তৃতীয় মন্ত্রে তম বা অসৎ মায়ার স্থিতি বর্ণিত। দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্য আর কিছুই ছিল না বলার পরই মায়া ছিল বলায় স্বতঃই প্রশ্ন উঠে মায়া কোথায় কি ভাবে ছিল? ইহার পূর্ণ উত্তর উপনিষদে আছে এবং যথাসময়ে যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত জবাব আলোচিত হইবে। কিন্তু শ্রুতি এখানেই দয়াপরবশে সংক্ষেপে ইহার জবাব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঐ "তুচ্ছ্যা" শব্দটির দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ গগনকুসুমবৎ। যেমন, একব্যক্তি যখন বাহিরে ছিল, তখন তাহার ঘরে কাক আসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাকবিষ্ঠা দৃষ্টে কি তর্ক করে যে, ইহা কোন্ জাতীয় কাক, স্ত্রী কাক কি পুরুষ কাক, বালক, যুবক কি বৃদ্ধ কাক, শ্বেত কি কৃষ্ণ কাক, দাঁড় কাক কি পাতি কাক, কাক কখন আসিল? কেন আসিল? কোথা হইতে আসিল? কাহার জন্য আসিল? না, ঝট্‌পট্ ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁটিয়া জলদ্বারা ধৌত করতঃ স্থানটী পূর্ব্ব ভাবাপন্ন করে? তেমনি অসৎ তমঃ কোথা হইতে আসিল? কোথায় বা ছিল? এই তর্ক দ্বারা সময়ক্ষেপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। চিত্তের আবর্জ্জনা রাশি ঝাঁটিয়া দিয়া ভক্তিগঙ্গাজলে চিত্ত ধৌত করিলে পূর্ব্বস্বরূপ আসে। মায়া কুয়াসা জাতীয়। তীক্ষ্ণ সূর্য্য কিরণে কুয়াসা যেমন বিলয় হইয়া যায় তেমনি জ্ঞান সূর্য্যালোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইলেই তমঃ বিলীন হইয়া যায়। "সান্তে শান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।" তমঃ দূরের চেষ্টা কর্ত্তব্য। এই তম কেন আসিল, প্রশ্ন বৃথা। চতুর্থ মন্ত্রে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন উক্ত। ইহা হইতে নাগপাশ, সর্প বেষ্টিত দেবচিহ্ন, তমাবরণ দৃষ্টে গৌরী পট্টাবৃত শিব, প্রকৃতি পুরুষ সংযোজন ইত্যাদি প্রতীকের সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চম মন্ত্রে, স্বধা ও প্রযতি নিষ্ক্রিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি লইয়া সংখ্যাদি বাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহা তন্ত্রের কালী তারাদি প্রতীকেরও মূল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের প্রশ্ন, কেহ কি সৃষ্টি করিয়াছেন? কি করেন নাই? প্রশ্ন বড় বিষম। সৃষ্টি রহিয়াছে সাক্ষাৎ তবে এ প্রশ্ন উঠিল কেন? সৃষ্টি কোথা হইতে কাঁহা হইতে হইল? এ প্রশ্নই বা কেন? তমঃ বা অসৎ উপস্থিত আছে। সৎ স্বয়ং বিদ্যমান। সৎই যদি সৃষ্টি করেন তবে তমঃটার কি প্রয়োজন? তমঃ যদি সৃষ্টি করে তবে সতের কি প্রয়োজন? আর যদি তমঃ সাহায্যে সৎ সৃষ্টি করেন তবে সতের শক্তি পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র মাকড়সা নিজ হইতে

উপাদান দিয়া সূতা ও জাল সৃষ্টি করিতে সমর্থ; সৎ সেরূপটী পারেন না। যদি সৎ নিজকে বিকৃত না করেন তবে সৃষ্টি হয় না। সৎ যদি বিকারশীল হন তবে বিনাশশীল হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ অরূপ আকাশে নীলিমার স্থিতিবৎ প্রকাশ স্বরূপে তমের স্থিতি অমূলক। এইসব বিচার করতঃ শ্রুতি বলিলেন তিনি সৃষ্টি করেন নাই। কেহই সৃষ্টি করেন নাই। অসৎ তমঃ যদি প্রলয়ে থাকে তবে অদ্বৈত অবস্থা ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং তমঃ বা অসৎ কি? অর্থাৎ মায়া বা ভেল্কী। অজ্ঞান জন্য সৃষ্টি, বস্তুতস্তু নাই। "নাসতো বিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতেসতঃ"। সৃষ্টির তত্ত্ব দেবগণও জানেন না। অধ্যক্ষও না জানিতে পারেন। বেশ কথা, "যার গরু সে বলে বাঁজা, পাড়াপড়সি বলে বৎসর বিয়ানী।" তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার অজ্ঞাতে এই বিচিত্র সৃষ্টিটা হইয়া গেল তিনি তা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেন না। বড় শক্ত কথা। তার অর্থ, সৃষ্টিটা যে কি? আর তমঃ মায়ার সন্নিবেশেই যে সৃষ্টি, ইহা নির্ব্বাচন যোগ্য নহে। অর্থাৎ শ্রুতি অসৎ মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলিয়া দিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। সৃষ্টি করেন নাই বলায় গৌড়পাদের কারিকায় যে "অজাত-বাদ" আছে তাহাই শ্রুতিসম্মত হইল। ব্রহ্ম সৃষ্টি জানেন না কেন? তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে "যদ্‌বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তিত-তোঽন্যদ্ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।" অর্থ—তিনি জানেন না? জানেন বৈ কি, জানিয়াও জানেন না। জ্ঞানীর জ্ঞানের বিলোপ নাই। অবিনাশীর জ্ঞানের বিলোপ সম্ভবে না, আপনা হইতে পৃথক দ্বিতীয় কিছু না থাকায় জানিবেন কি?

ঋ ১০।১৭৭ সূক্তে—

মায়াভেদে দৈবত্য। মায়া বা অজ্ঞানাবরণ আবৃত থাকায় জীবের জীবত্ব গতাগতি এবং দিব্য পদ অদর্শনীয়। অজ্ঞান বিদূরিতে স্বপদে স্থিতি।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত—

১। অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতামধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ। তৃতীয়ো ভ্রাতাঘৃতপৃষ্ঠোঅস্যাত্রাপশ্যং বিশপতিং সপ্তপুত্রম্ ॥১

অর্থ।—যিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ উদ্‌গীরণ করেন অথবা এই সুন্দর দৃশ্য প্রপঞ্চের যিনি রচয়িতা সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপ বামদেবের অর্থাৎ স্রষ্টার, পালয়িতার ও হোতার অর্থাৎ যিনি দেহপিণ্ডকে

কালাগ্নিতে আহুতি দেন সেই সংহার কর্ত্তার অথবা যেমন ভোক্তা অন্ন স্বকুক্ষিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেয় তদ্রূপ প্রলয়ে যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অন্নকে গ্রাস করেন সেই গ্রসিষ্ণু (গীতা ১৩।১৬) কেই হোতা বলা হইয়াছে। সেই সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা ঈশ্বরের কার্য্যে ভ্রাতার ন্যায় সহায়ক সর্ব্বব্যাপী বায়ুরূপী সূত্রাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরধারী হিরণ্যগর্ভ যিনি ব্যষ্টিরূপে "অশ্নঃ" কর্ম্মফল ভোক্তা ও তৎসহচর স্পর্শনাদি যোগ্য স্থূল ঘৃত স্পৃষ্ঠ অর্থাৎ উদকাদি পাঞ্চভৌতিক শরীর বিরাটরূপে যিনি প্রকাশিত, যে বিশ্বপতির সাত-পুত্র ভূরাদি সপ্তলোক বা বসিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি বা সপ্তমনু বা সপ্তসূর্য্য তাহাকে দেখিতেছি। পরব্রহ্মে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এবং জীব এই অবস্থা চতুষ্টয় উপাধি ভেদে কল্পিত। ইহা পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

৪। কোদদর্শ প্রথমংজায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থাবিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্বস্বিৎ কোবিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥

অর্থ।—সৃষ্টির পুর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁহাকে কে দেখিয়াছে? কেহ না। হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ যখন উৎপন্ন হন, তখনই বা সেই দেহধারীকে কে দেখিয়াছে? যিনি অস্থি রহিত অর্থাৎ অকায় সেই অশরিরীকে কে ধারণ করে? প্রাণ শোণিতাদি ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন হন? অর্থাৎ উৎপন্ন হন না, তিনি স্বয়ম্ভু। কেইবা বিদ্বানের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যায়? অর্থাৎ তার সংখ্যা অল্প। এখানে জীব ব্রহ্মের অভেদ (কঠ—অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং) বলা হইল।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত

৫। পাকঃ পৃচ্ছামিমনসা বিজানম্ দেবানামেনা নিহিতাপদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ততন্তূন্‌বিতৎ নিরে কবয় ওতবাউ ॥

অর্থ—পক্কমতি হইলেও নিধিবৎ দেবগণের গোপনীয়পদ কি? তাহা জানি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এইসকল সর্ব্বনিবাসভূত সর্ব্বাত্মা সূর্য্যে স্থাপিত? তন্তুবায় যেমন তন্তু ও ওতু সংযোগে বস্ত্র নির্ম্মাণ করে, কবিগণও তদ্বৎ ইঁহাকে জানার জন্য সোমাদি যজ্ঞ বিতান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করেন। অর্থাৎ নিধি যেমন খনিতে ভূগর্ভে গোপনে থাকে বহু আয়াসে লভ্য হয়, তদ্বৎ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং" জনসাধারণ জানিতে পারে না। সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ক্রান্ত দর্শীগণ দেখিতে পান। ৫। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ ঈশ। বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মন-প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদম্ ॥ কঠ।

৬। অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনেনবিদ্বান্।
বিয়স্ত স্তম্ভষড়িমা রজাং স্যজস্যরূপে কিমপিস্বিদেকং ॥

অর্থ—আমি তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে অজ্ঞ। যাঁহারা ক্রান্তদর্শী এই দেবতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহাদিগকে না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি—যিনি এই ছয় লোকের স্তম্ভন কর্ত্তা বা নিয়মিতা, সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত যিনি তিনিই কি এক অদ্বিতীয়, এই কি তাঁর স্বরূপ ? হাঁ। এখানে সাত লোক স্থলে ছয় লোক উল্লেখ করার হেতু এই যে ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) ব্রহ্মই, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তস্মিন্ লোকাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। কঠ।

২০। দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

এই মন্ত্র মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত।

ইহা পৈঙ্গি রহস্য ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত। তথায় সুপর্ণদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া গৃহীত হয় নাই ; অন্তঃকরণাত্মক সত্ত্বও জীবাত্মা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ অতীব প্রাচীন। মহর্ষি দীর্ঘতমা এই মন্ত্র প্রশ্নাত্মক করিয়া তদুত্তর ২১।২২ মন্ত্রে দিয়াছেন। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্যলোকে। কঠ।

অর্থ—দুইটী শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত, সমপ্রাণ, একই বৃক্ষে বাস করে। তন্মধ্যে একটি স্বাদুপিপ্পল ফলভোজী, অপরটী খায় না ; শুধু কি দেখে ? এই মন্ত্র হইতে কোন কোন মতবাদী জীব জগৎ ও ঈশ্বর সদাই পৃথক্ থাকেন, কখনও একীভূত হয় না, এমন বলিতে চাহেন। অর্থাৎ জীব, ব্রহ্ম এক নয়। জগৎ ব্রহ্মের বিকৃত অংশ। জীবও তদ্রুপ। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বেদের তাৎপর্য্য নহে। মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—এই মন্ত্র দ্বারা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম উপাধিবশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার যে স্বরূপ নিত্যত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব তাহা ত্যাগ করেন না ইহাই এই মন্ত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে। যেমন একটী গোলাকার পারদপিণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার পারদপিণ্ডসকলে পরিণত হয়, অথচ তাহার যে স্বরূপ শ্বেতবর্ণ গোল আকার ও পারদের রসায়ণত্ব তাহা ত্যাগ করে না তদ্বৎ। অথবা জল চন্দ্রবৎ। নানা জলে একই চন্দ্র তরঙ্গ সহ তরঙ্গায়িত প্রতীয়মান হন। শরীরে ভোক্তা কে ? অন্ন দ্বারা যে বর্দ্ধিত হয় সেই ভোক্তা। অন্ন দ্বারা শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি পুষ্ট হয় আত্মার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তবে ভোক্তা স্থুল সূক্ষ্ম শরীর ইহাই বলিতে হয়। তাহাতে অন্তঃকরণ সত্ত্বকেই ভোক্তা বলা যায় ; স্থুল সূক্ষ্ম শরীর কারণ

শরীরের বিকৃতি। প্রকৃতিই কারণ শরীর, তাহা জড়। জড়ের কোন সংজ্ঞা নাই। সুতরাং ভোক্তা বলা চলে না। তবে চুম্বক-সান্নিধ্যে জড় লৌহের ক্রিয়াশীলতার ন্যায় আত্ম চৈতন্য-সান্নিধ্যে অন্তঃকরণ সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব। আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ। কঠ। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অজ্ঞান অবিবেক নিবন্ধনই কল্পিত হয়। সুপর্ণদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বোধক হইলেও উপরোক্ত মতবাদীর মত বিতণ্ডা মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রথম মন্ত্রে সৃষ্টির স্তর ক্রমে সমষ্টিরূপে ব্রহ্মের অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারই ব্যষ্টিতে কিরূপ প্রকাশ তাহাই এ স্থলে বিচার্য্য। জগৎ, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রুতি যে "বৃক্ষ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই জগতের নশ্বরত্ব ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ চিরকাল থাকিতে পারে না। "ব্রশ্চু ছেদনে"। এই ব্রশ্চু ধাতু হইতে বৃক্ষ শব্দ নিষ্পন্ন তাহার অর্থ যাহা ছেদন যোগ্য, ধ্বংস যোগ্য, নশ্বর। অনিত্য। এই পিপ্পল বৃক্ষের নামান্তর অশ্বত্থ যাহা শ্ব অর্থাৎ আগামীকল্যতক স্থায়ী নহে। সযুজা শব্দটী যে সংযোগের কথা বলে, তাহা অভিন্নতারূপ সংযোগ। ঘটাকাশ মহাকাশ কি বিম্ব প্রতিবিম্বে যে সংযোগ তাহাই। তত্রাচ সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্রুতি "সখায়া" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ—সমান খ্যানৌ অর্থাৎ অগ্নিও তদ্‌বিস্ফুলিঙ্গ এই উভয়ের যেমন একই খ্যান বা স্ফুরণ তদ্বৎ। সমপ্রাণ সখামতচিৎ সামান্য লক্ষিত। সমানং বৃক্ষং পদদ্বারা আশ্রয় অভিন্নত্ব প্রতি পাদিত। আশ্রয়ে কোন ভেদ নাই। অভেদে পরমাত্মনি। উপাধিবশে জীব ফলভোক্তা বলিয়া কল্পিত হন। প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা। কিন্তু "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ। ইতি কঠ শ্রুতি। অর্থাৎ উপাধিবশে ভোক্তা; যেমন একটী খাঁটী সোনা ও অন্যটী গিনি সোনা। তামা উপাধি বিদূরিত হইলেই যেমনকারটী তেমনকারটী। অর্থাৎ অপরটী যেমন দ্রষ্টা ইনিও তেমনি দ্রষ্টা। ঘটবিনষ্টে ঘটাকাশ ও মহাকাশে যেমন ভেদ থাকে না তদ্বৎ। আয়না অপসারিত করিলে আর স্বতন্ত্র প্রতিবিম্ব থাকে না।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত

২১। যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভি স্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥

অর্থ—যেখানে সুপর্ণা জীবগণ জ্ঞান যোগ দ্বারা অমৃতের ধারা অনিমেষ নয়নে দর্শন করেন। জ্ঞানাগ্নি পক্কবুদ্ধি আমার সেই হৃদয়াকাশে বিশ্বভূবনের পাতা ও স্বামী প্রবেশ করুন। অর্থাৎ আমার শুদ্ধচিত্তে স্বয়ম্প্রভ জ্ঞান প্রকাশিত হউন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ।

২২। যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধিবিশ্বে।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্ যঃ পিতরংনবেদ।

অর্থ—যে বৃক্ষে মধুভোজী সুপর্ণ নিবাস করতঃ বিশ্বভূবনপ্রসব করেন সেই বৃক্ষ এবং যিনি সেই বৃক্ষের স্বাদু ফল ভোক্তা সুপর্ণ, ইহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; যাঁহারা ছিল বলেন, তাঁহারা পিতাকে জানেন না। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যান বিষয়ে মতভেদ উঠিতে পারে, সেইজন্য ইহার পদপাঠযুক্ত অন্বয় দেখান হইল। যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ (অমৃতভোজী) সুপর্ণা নিবিশন্তে অধিবিশ্বে সুবতে চ (তদ্ বৃক্ষঃ যঃ) তস্য (বৃক্ষস্য) ইৎস্বাদু পিপ্পলং (কর্ম্মফলং) উন্নশৎ (প্রাপৎ) তৎ (সুপর্ণঃ এতদুভয়ং) অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ন (আসীৎ) যঃ আহুঃ (সঃ) পিতরং ন বেদ। জীবাত্মা জ্ঞান ও কর্ম্ম রূপ পক্ষভরে বিচরণ করতঃ বিশ্বন্তর কুলায় অর্থাৎ পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। এই ধারণায় সুপর্ণ বলা হইয়াছে। মা হিংসী পুরুষং জগৎ,—শুঃ যজু ৩১।১৮; ইহা জীবজগৎ মায়িক জন্য বিনাশী বলিতেছে।

৩০। অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবে মজদ্ধ্রুবং মধ্য আপস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ॥

অর্থ—জীব যতক্ষণ দেহে থাকে শয়ন অবস্থানেও প্রাণন চলে। যদ্যপি দেহরূপ গেহে মন দ্বারা শীঘ্রগামী এবং ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা সঞ্চরণশীল, তত্রাচ তিনি নিশ্চল ভাবেই অবস্থিত হন। অমরণ ধর্ম্মশীল আত্মা মৃত্যু হইলে স্বধা স্বাহাকার জনিত পুণ্যফলে মরণধর্ম্মশীল দেহসহ সমভাবেই যেন উৎপন্ন হন।

৩৭। ন বিজানামি যদি বেদ মস্মিনিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥

অর্থ—আত্মাই এই সব, কার্য্য কারণরূপে সত্য যে শ্রুতি বলিয়াছেন, তদনুসারে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ আমারই স্বরূপ। ইহার পর যে জ্ঞান, তাহা অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি আমার নাই। আমার মূঢ় চিত্ত অবিদ্যা কাম কর্ম্ম জন্য সম্যক্ বদ্ধ; এজন্য ইন্দ্রিয় পরবশে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছি। যখন পরমার্থ সত্যের প্রথম উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রত্যক্ প্রবণজনিত অনুভব আসিবে, তখন আত্মাই এই সব এই যে ভজনীয় বাক্য শব্দব্রহ্মে (বেদে) আপ্তব্য সেই পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইব।

৩৮। অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা স যোনিঃ।
তাশশ্বন্তা বিষুচীনা বিয়ন্তন্যঽন্যঃ চিক্যুর্ন নিচিক্যুরন্যম্॥

অর্থ—নিত্য আত্মা অনিত্য শরীরত্রয়সহ একত্র অবস্থান করেন। ভৌতিক-

দেহ গ্রহণে যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং উর্দ্ধ অধ লোকে গতাগতি করেন। লোকে দেহকে চিনিতে পারে, দেহীকে চিনিতে পারে না। অমর্ত্ত্য মর্ত্ত্য সহ স্বধাস্বাহার যুক্ত কর্ম্মফলে শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি পায়।

৩৯। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

অর্থ—ঋক্ বা বেদ যে পুরুষের তত্ত্বনির্ণয়ে পর্য্যবসিত তিনি অক্ষর পরম ব্যোম সদৃশ, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব দেবগণ অবস্থিত, তাঁহাকে যে জানে না, সে ঋক্ কণ্ঠস্থ করিয়া কি করিবে? অর্থাৎ তার পাঠ বৃথা। এইমন্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

৪৬। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স্থপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

অর্থ—সৎ এক অখণ্ড সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত। বিপ্রেরা বুদ্ধি-ভেদে বহু-প্রকারে তাঁহার কথা বলিয়া থাকেন। কখনও তাঁকে ঐশ্বর্য্য-দীপ্ত দেবপতি ইন্দ্র, কখনও মৃত্যু হইতে ত্রাতা অহরভিমাণী দেবমিত্র, কখনও পাপ নিবারক রাত্র্যাভিমানী দেব বরুণ, কখনও বা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, এই সকল বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে। তিনিই দিব্য স্থপর্ণ, শোভনরশ্মিরূপ পর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য, তিনিই নক্ষত্র চন্দ্রমাদির তেজ গ্রাসকারী গরুৎমান্। তিনিই অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে স্থিত অগ্নি, তিনিই সংনিয়ামক যম, তিনিই আকাশে শ্বনন্কারী মাতরিশ্বা। পক্ষী যেমন পক্ষ দ্বারা কুলায়স্থিত শাবককে আচ্ছাদিত করতঃ রক্ষণ করে, তেমনি সূর্য্য স্বীয় রশ্মি দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদিত করতঃ রক্ষণ করেন। জেন্দাবস্তে গরুত্মান অর্থ স্বর্গ বা তদধিষ্ঠিত দেবতা।

৫০। যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

অর্থ—দেবগণ, দেবসদৃশ যতিগণ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন। তাহাই প্রথম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বটে। অথবা সৃষ্টির প্রথমে যে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল তাহা দেবগণ কৃত। তাঁহারা অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। অথবা যজ্ঞরূপ পুরুষকে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজনই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। ঋষি দীর্ঘতমা বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র। অতীব প্রাচীন। যজুর্ব্বেদের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রাপ্তাংশ শুক্ল যজু বলিয়া অভিহিত। তাহার শেষ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অর্থবাপুত্র মহর্ষি দধিচী দৃষ্ট কতিপয় মন্ত্র যাহা ঈশা উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পূর্ব্বোল্লিখিত মধুবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। তাহার ব্রহ্ম বিষয়ক কতিপয় মন্ত্র নিম্নে আলোচিত হইল।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥১
অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে ॥৬
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭
সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮
হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যৎতে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।১৬।

অর্থ।—জগৎ অর্থ যাহা অবিরাম বিনাশের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশশীলা; অন্য জগৎ অর্থ বিশ্ব। এই বিনাশশীল জগতে এই দৃশ্যমান যা কিছু আছে সব ঈশা (নিয়ন্তা পুরুষ) দ্বারা ব্যাপ্ত; তাই বিনাশশীল পদার্থের ত্যাগে অবিনাশী নিত্য বস্তুর অনুধ্যান দ্বারা আত্মবান হও, আত্মানন্দ ভোগ কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। যাঁহারা আত্মচিন্তা পরায়ণ না হইয়া নশ্বর পদার্থ লাভার্থ কর্ম্মপথে ধাবিত হন তাঁহারা আত্মঘাতী; অন্ধতমাবৃত অসূর্য্য লোকে তাঁহাদের গতি হয়। ৩। ইনি কম্পিত হন না অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অচল। ইনি এক সর্ব্ব প্রকার ভেদবর্জ্জিত অখণ্ডৈকরস, অদ্বিতীয়। সর্ব্বব্যাপী জন্য মন সুতীব্র বেগে ছুটা ছুটী করিয়াও যেখানেই যায় তদগ্রেই তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন দেখিতে পায় অর্থাৎ তিনি মনের অগোচর। দেবগণ অর্থাৎ দ্যোতনশীল ইন্দ্রিয়গণ

যতই না দিগন্ত প্রসারী হউন, বিষয়ে যতই সত্বরতাসহ প্রবেশ করুন না কেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বিচারে সক্ষম। ঈশা সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার নাই। তিনি অপ্রমেয়। মাতরিশ্বা তাঁহারই শাসনে থাকিয়া প্রাণীগণকে আপন আপন কর্ম্মানুসারী ফল প্রদান করেন। ৪। ইষ্টপূর্ত্ত ও যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত কর্ম্মফল "অপ" রূপে সূর্য্যাদিলোকে গমনাগমনের কারণ হন। "যৎ ইত্থম্ আহুত্যাঃ হুতয়াম্ আপঃ পুরুষ বচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তি" বৃ-আ। ইনি কম্পিত হন (লৌকিক-দৃষ্টিতে); ইনি কম্পিত হন না (বস্তুতঃ)। ইনি দূরে স্বর্গের পারে পরম ব্যোমে বাস করেন (লৌকিক মতে); ইনি অতি নিকটে (হৃদয়ে) থাকেন। ইনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান। যিনি সর্ব্বভূতকে আপনাতে স্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখেন, তাঁহার ঈর্ষা দ্বেষ থাকে না। ৬। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত ও আমিই সেই আত্মা বলিয়া মহর্ষি জীব ব্রহ্মের একতা স্থাপিত করিলেন। সর্ব্বত্রই যখন আমি একলাই আছি তখন ঘৃণা করিবে কে কাহাকে? যাঁহাতে সর্ব্বভূতে একই আত্মা অনুস্যূত এরূপ জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে সেই একাত্মদর্শী বিদ্বানের শোক বা মোহ থাকে কি করিয়া? অর্থাৎ তিনি শোকের অতীত হন। অয়ং নিজপরো বেতি গণনাই শোকের কারণ। ৭। তিনি সর্ব্বগত, শুক্র (উজ্জ্বল) অর্থাৎ তেজোময়। তেজ ও তমঃ একসময়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি "অতম"। তিনি অকায় অর্থাৎ নিরাকার চক্ষুকর্ণ হস্তপদাদি স্বগত ভেদ সমন্বিত নহেন। তিনি অব্রণ, তাঁতে কোন ব্রণ নাই। তিনি স্নায়ুহীন। তিনি শুদ্ধ। তিনি অপাপ-বিদ্ধ। এই যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে কেন? ব্রহ্ম কিরূপ বলিতে গিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দুই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন। এক তটস্থ ও অপর স্বরূপলক্ষণ। ভৃগুবল্লীতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি। তদ্‌ব্রহ্ম। ব্রহ্মানন্দবল্লীতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ভৃগুবল্লীতে তটস্থলক্ষণ ও ব্রহ্মানন্দবল্লীর স্বরূপলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তেমনি "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" বা "তজ্জলানিতি" ব্রহ্মের লক্ষণ। অথবা নেতি লক্ষণ "যৎতদ্ অদ্রেশ্যম গ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং" নিত্যং বিভূং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং। অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধ-বচ্চ যৎ"। ইত্যাদি। ব্রণ অর্থ সূক্ষ্ম স্নায়ুতে সূক্ষ্ম দূষিত শোণিত বিন্দু চর্ম্ম ভেদ করতঃ বহির্গত, উন্মুখ। কোন কোন মতবাদী "ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি"

বলেন। যথন প্রলয় হয় তখন ব্রণের পুর্ব্বাবস্থাবৎ ব্রহ্ম অচল অদৃশ্য অব্যক্তাবস্থায় থাকেন। ব্রণ দুষ্ট হইলে উহার মুখ ফুলিয়া কিম্ভূত কিমাকার বিসর্পে পরিণত হয়। তদ্বৎ ব্রহ্ম সময়ে ফুটিয়া ফুলিয়া বাহির হন তাহারই নাম সৃষ্টি। শ্রুতি অস্নায়ু অকায় অব্রণ দ্বারা এইমত বাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন যেমন ময়লা সূক্ষ্মভাবে গাত্রচর্ম্মে অলক্ষিতভাবে থাকে তদ্বৎ ব্রহ্মে মায়া অবস্থিত থাকে। অকায় ও শুদ্ধ বিশেষণে এই মতবাদী নিরস্ত। কেহ বলেন যেমন সূক্ষ্মকণ্টক দেহস্থ মাংসপ্রবেশে অলক্ষিতে থাকে তদ্বৎ মায়ার অবস্থিতি অকায় ও অপাপবিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম পাপমায়া বা তৎকার্য্য বর্জ্জিত অসঙ্গ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইহাতে অজাতবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি কবি ক্রান্তদর্শী ("অশ্ব ক্রান্তে রথ ক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে") অর্থ, সর্ব্বদর্শী, মনীষা সম্পন্ন। পরিভূ সর্ব্ব উপরিস্থিত অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ম্ভু স্বয়ং আপনাতে আপনি স্থিত, কাহারও দ্বারা উৎপন্ন নহেন বা কাহারও আশ্রয় অপেক্ষা করেন না। চিরন্তন সমাখ্য কালরূপ প্রজাপতিগণের দ্বারা যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং কর্ম্মফল যার যতটুকু প্রাপ্য তদুচিত অর্থ বা ভোগ্য পদার্থ সকল প্রদানে জগৎ পালন করেন। ইহাতে তটস্থলক্ষণে তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কর্ত্তা। সাংখ্যের সে প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী নহে, বলা হইল। ৮। হিরণ্ময় (সুবর্ণময়) বাহ্য চাক্‌চিক্যশালী পাত্র দ্বারা সত্য বস্তু আবৃত। অর্থাৎ ঢাকনির নীচে কি তাহা দেখা যায় না। বহিরাবরণের চাকচিক্যেই লোকসকল মুগ্ধ। তাহারা উপরে ভাসমান ক্রীড়াশীলা শক্তির বিকাশই দর্শন করে। অভ্যন্তরে যে অমূল্য বস্তু বিদ্যমান তাহাতে ধ্যান দেয় না "(স্বধাঅবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ)"। যেমন বালক লাল চুষিটী লইয়াই জীবন দায়িনী মাতাকে ভুলিয়া থাকে। তাই মহর্ষি কাতর কণ্ঠে এই প্রার্থনা করিয়াছেন; "হে পুষণ্, হে জগৎ পালক, এই সুবৃহৎ বাহ্য সৌন্দর্য্যময় পাত্রাবরণ সত্যধর্ম্মীর সত্যকে দর্শন করাইবার জন্য উন্মোচন কর। হে পুষণ্, হে একর্ষে (একক গামী, অসঙ্গ), হে যম ধর্ম্মাধর্ম্মের সংযময়িতা; হে সূর্য্য, ("সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ") জগতের স্রষ্টা ও পালক; হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। ঐ রশ্মিমণ্ডল ও তেজোমণ্ডল রূপ বহিরাবরণের অন্তরে তোমার যে কল্যাণতম রূপ রহিয়াছে তাহাই দর্শন করিব"। পশ্চাৎ ঋষি বলিতেছেন যে ঐ আকাশে সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে পুরুষ ও মানবহৃদয়াকাশে যে প্রদীপ্ত পুরুষ তাহা একই, ভিন্ন নহে। ইহাতে জীব ব্রহ্মের একতা স্থাপিত হইয়াছে। যাহা পিণ্ডে, তাহাই

ব্রহ্মাণ্ডে। ইহাই একতা। ইহাই সমদৃষ্টি বা সমতা। ইহা মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা॥ "মধুপুষ্পরসংবিদুঃ"। তাই তৈত্তিরীয়ে "রসো বৈসঃ। রসং হি এবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি"। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্, ন বিভেতি কদাচনেতি"॥ তিনিই রস বা মধু, যাহা লাভ করিলে আনন্দ-স্বরূপ হওয়া যায়। যাঁহাকে বাক্য ও মন না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সেই আনন্দই ব্রহ্ম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। উহা অভয়পদ। তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। প্রকৃতি হইতে নয়। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"॥ ইহাতেই পঞ্চ কোশ বিবৃত হইয়াছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। এই পঞ্চ কোশাতীতে সেই পুরুষ। ভৃগুবল্লীতে "সযশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসা বাদিত্যে। স একঃ। পশ্চাৎ অহমন্নং (অহমন্নাদঃ) অহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা। অহং বিশ্বং ভূবনং অভ্যভবা (অভিভব বা উপসংহারকারী)"।—মায়ার শুদ্ধসত্ত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্বে জীব। উভয়ই সোপাধিক। এই উপাধি বিদূরিত করায় জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ভাব ত্যাগে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। তাই জীব ঈশ্বর হয় না, শিব হইয়া পড়ে। জীবকে ত্বং ও ঈশ্বরকে তৎ শব্দে নির্দ্দেশিত করে। এই উভয়ের উপাধি বিদূরিত করার নাম "তৎ ও ত্বং পদার্থ শোধন" বলিয়া উক্ত হয়; মায়া শুদ্ধসত্ত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্বে জীব। যেমন এক টুকরা সোনায় তামা খাদ আছে, অন্য এক টুকরায় রূপা খাদ আছে। তামা খাদ ও রূপাখাদ বিবর্জ্জিত হইলে উভয়ে যে জিনিষ থাকে তাহা একই খাঁটী সোনা। শুক্লযজুর্ব্বেদের ৩১।১৮ মন্ত্রে আছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অর্থ—আমি তমের (অবিদ্যার) পরে স্থিত মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতদ্ব্যতীত শুভ পথ আর নাই। ইহা আত্মদর্শী ঋষির স্পষ্ট উক্তি।

কেহ কেহ বলেন—

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র। উহা চিরকালই পৃথক থাকে ও থাকিবে। অর্থাৎ জীবের জীবত্ব কিছুতেই ঘুচে না। জগৎ লয় হয় না। ইহাই কি স্বতন্ত্রতা? স্বতন্ত্র অর্থ স্বাধীন। কাহারও মুখাপেক্ষা না হওয়া। যদি অপরের অপেক্ষা করে তবেই স্বাতন্ত্র্য রহিল না। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে সৎ বলেন এই

স্বতন্ত্রতা কল্পনায়। কিন্তু পুরুষ সান্নিধ্য অপেক্ষা করে এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বলা চলে না। যাহার অপেক্ষা করে তাহারই অধীন হইয়া যায়। আশ্রয় আশ্রিতে স্বাতন্ত্র্য কল্পনা চলে না। যদি জীব, জগৎ ইহাদের ঈশ্বর আশ্রয় হন তবে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এই স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের "সত্যার্থ প্রকাশ" অতি মান্য গ্রন্থ; তাহাতে (আজমীঢ় হইতে ১৯৭৬ সংবতে প্রকাশিত) আছে—"জব্ সৃষ্টিকা সময় আতাহৈ তব্ পরমাত্মা উন্ পরম সূক্ষ্ম পদার্থো কো ইকট্টা করতাহৈ।" ২৩৩ পৃ। ইহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা ও সূক্ষ্ম পদার্থ এই দুই ছিল। সূক্ষ্ম পদার্থ তাঁহার সৃষ্টি নয়। তজ্জন্য তাঁহার অপেক্ষা আছে। সুতরাং তিনিও স্বতন্ত্র নন। কুলাল যেমন ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র সংগ্রহ করে ইহাও তদ্বৎ। সূক্ষ্ম পদার্থ পরমাত্মার সম সাময়িক কি পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে? তাহা এবং এই পরমাত্মাকেই বা কে সৃষ্টি করিল? আর যদি সূক্ষ্ম পদার্থ পরমাত্মারই সৃষ্ট হয় তাহা কি তিনি মাকড়সার ন্যায় আপন দেহ হইতে উপাদান নির্গত করতঃ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি নিজেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন তবে তৎ সৃষ্টির পুর্ব্বে তিনি একাই ছিলেন। তৎকালে তাঁর চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি অঙ্গ বিভাগ ছিল কি ছিল না? যদি অঙ্গ বিভাগ ছিল তবে মূর্ত্তি পুজায় আপত্তি থাকা ঠিক নয়। আর যদি কোন অঙ্গ বিভাগ ছিল না নিশ্চয় হয় তবে অভেদে অদ্বৈত-তত্ত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র কীট মাকড়সার আপনা হইতে উপাদান দিয়া সূত্র ও জাল নির্ম্মাণের শক্তি আছে আর পরমাত্মার যদি সে শক্তি না থাকে তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। অল্প শক্তিমান হইয়া পড়েন। যদি পরমাত্মার সূক্ষ্ম পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল তবে তাহা কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন? সেস্থানও পুর্ব্বে ছিল। আর পরমাত্মা যে স্থানে থাকিয়া সৃষ্টি করিলেন সে স্থানও পুর্ব্বেই ছিল তাহাই বা কে সৃষ্টি করিল? যদি জীব পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হয় তবে সৃষ্টির পুর্ব্বে তাহারা কোথায় ছিল? যেথায় ছিল সেইস্থান ও তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিল? না জীব স্বয়ম্ভু। যদি জীব স্বতন্ত্র হয় তবে ঈশ্বরের আদেশ মানিবে কেন? ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানে পুজাই বা করে কেন? আর যদি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হন তবে তিনি জীবজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন ইচ্ছাশাসন করিতে পারেন এবং মাকড়সা যেমন নিজ গাত্র হইতে রস দিয়া সূত্র নির্ম্মাণ করে এবং সেই সূত্র আবার নিজ মধ্যেই গুটাইয়া লয় তদ্বৎ ঈশ্বরও জীবকে স্ব স্বরূপে লইবার শক্তি রাখেন ও স্ব স্বরূপে লয় করিয়া লইতে পারেন। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ হইলেও যাঁহারা জীবত্ব শাশ্বত্ব বলেন তাঁদের ঈশ্বরও অল্প শক্তিমান। নিজের যে অংশ জীবত্বে

পরিণত হয় তাহা পুনরায় স্ব স্বাভাবিক স্বরূপে পরিণত করিয়া লইবার শক্তি তিনি রাখেন না। যদি সে শক্তি রাখেন তবে জীবের শিব হইতে কোন বাধা নাই। জীব চিরকাল জীব থাকিবে কেন? জীবের উৎপত্তি থাকিলে লয় অবশ্যম্ভাবী। উৎপত্তি কার্য্য, কার্য্য কারণে লয় হয়। জীব সৃষ্ট বা কার্য্য হইলে তাহা কারণে লয় হইতে বাধ্য। জীবের কারণ কি? তাঁহার কোন অংশ হীনবল জীবরূপে পরিণতই বা হয় কেন? কে তাঁহার অঙ্গে এই বৈষম্যের সঞ্চার করে? না তিনি স্বতঃই বিকারগ্রস্ত? তবে এহেন বিকারগ্রস্ত হীনবলের উপাসনা করা কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ বলাই বা কেন? যদি বাহিরের শক্তি তাঁহাতে বৈষম্যের সঞ্চার করে তবে সে শক্তি কোথায়? কি ভাবে থাকে? সে শক্তি ঈশ্বর হইতেও প্রবল হইবে, যে ঈশ্বরের বিকার সৃষ্টি করে। যেমন জেন্দাবস্তে দেখিতে পাই, শীবল পরাক্রম অহুর মজদা ক্রমে ষোলটি স্থান তাঁহার ভক্তজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিলেন, আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দী অঙ্গিরা মন্যু তাহা সব নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিল। অহুর মজদার শক্তি নাই যে, অঙ্গিরামন্যুকে বধ করেন। তাই জেন্দশাস্ত্রে দেবোপাসক অঙ্গিরামনু ও তাঁহার পুজ্য দেবগণ প্রতি দুর্ব্বলের বল অভিশাপ প্রদান হইতেছে যে, "দেবতারা উত্তরে মারা যাউক" ইত্যাদি। বাইবেলের ঈশ্বরও প্রায় তদ্রূপই। তাঁহার সখের ইডেন, তাঁহার নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ মনুষ্য সৃষ্টি, শয়তান কোথা হইতে আসিয়া নষ্ট করিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারেন নাই, শয়তানকে তিনি মারিয়া ফেলিবার শক্তি রাখেন না। যখন হীনবল হীনশক্তি জীব সহস্র উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও জীবই থাকিবে, হীনবলই থাকিবে, তখন উপাসনা করা কেন? নিস্ফল কর্ম্মানুষ্ঠান কেহ করে কি? ঈশ্বরের কিছু বেশী শক্তি থাকায় যদি তিনি জীবকে আপন উপাসনা বা সেবা করিতে বাধ্য করেন, তবে তিনি আর সেলামপ্রিয় বাদশায় তফাৎ কি? অলমিতি বিস্তরেন। ব্রহ্মই জগৎ কারণ। তাঁর সৃষ্টি অর্থই বৈষম্য। যদি সব একাকার, একরূপ হয় যেমন অব্যক্ত অবস্থায় তবে আর সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব কোথায়? বৈচিত্রই সৃষ্টি; বৈষম্যই বৈচিত্র। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি, সমতায় প্রলয়। পরমাণু সমষ্টিও সৃষ্ট, যদি পরমাণুই পরমাণু থাকে, সে সৃষ্টির কোন মহিমাই নাই। পাশ্চাত্যমতেও বৈষম্যেই সৃষ্টি, কয়লা ও হীরক একই কার্ব্বন নামক পদার্থ। কাঁপ, চাপ তাপের বৈষম্যজনিত বৈষম্য। একই "প্রটাইল" হইতে ঘূর্ণির ব্যত্যয়ে বা বৈষম্যে বিষম প্রকৃতির বা বিভিন্ন গুণযুক্ত রেণুর উৎপত্তি। এই বৈষম্যের মধ্যে এক

সমতার নিদর্শন জাগে। তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। বেদের সংহিতাংশে যাহা বীজভাবে ছিল ব্রাহ্মণাংশে তাহার অঙ্কুরসহ পত্রোদ্গম হইয়াছে। পশ্চাৎ ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেই অদ্বৈত তত্ত্বকে শাখা ফুল ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাংশে যে সকল দ্রষ্টার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা—মহীদাস, ঐতরেয়, কৌষিতকী, তিত্তীরি, জৈমিনী, উদ্দালক আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য, পিপ্পলাদ, শৌনক, শ্বেতাশ্বতর, অশ্বলায়ন, শাণ্ডিল্য, শ্বেতকেতু প্রভৃতি। মহীদাস ঐতরেয় ইতরার গর্ভজাত। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইঁহারই নামানুসারে নাম গ্রহণ করিয়াছে। ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ কৌষিতকীর নামানুসারে হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কহোল, তৎপুত্র অষ্টাবক্র। তিত্তীরি হইতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের নাম ও তৎ ব্রাহ্মণাংশের নাম তৈত্তীরিয় হইয়াছে। জৈমিনী হইতে সামবেদীয় তলবকার ব্রাহ্মণ হইয়াছে যাহার একাংশ কেন উপনিষদ্। উদ্দালক আরুণি সামবেদীয় ছান্দোগ্যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে জনক সভায় প্রসিদ্ধ বক্তা। তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদের ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যাতা। পিপ্পলাদ প্রশ্ন-উপনিষদে উপদেষ্টা। শৌনক মুণ্ডক উপনিষদের শ্রোতা এবং ঋগ্বেদের দেবতাদি বিষয়ক "বৃহদ্দেবতা" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। শ্বেতাশ্বতর এতন্নাসীয় সংহিতার আখ্যাতা; তদংশ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। অশ্বলায়ন কৈবল্য-উপনিষদের শ্রোতা এবং শ্রৌত ও গৃহ্যসূক্ত প্রণেতা। ইনি শৌনকশিষ্য শাণ্ডিল্য গোত্র প্রবর্ত্তক। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" তাঁহা হইতে আগত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "তজ্জলানীতি" বাক্য ইঁহারই দৃষ্ট। তৎজ, তৎল, ও তৎঅন, সংক্ষেপে তজ্জলানি হইয়াছে। অর্থ—তাঁহার হইতে জাত, তাঁহাদেরই লয়, তাঁহাতেই প্রাণন বা স্থিতি তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম লক্ষণ। শ্বেতকেতু মহর্ষি উদ্দালক পুত্র ও শিষ্য, তত্ত্বমসি মূলক বেদান্ত শাস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত। এই সকল ঋষিগণ মধ্যে মহর্ষি আরুণি ও তৎশিষ্য বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ সরলভাবে বেদান্তের আলোচনা বিস্তার করিয়াছেন তাহা অতীব উপাদেয়। ইঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্র হইতে কিয়দংশ পাঠকগণের গোচরার্থ আলোচিত হইল। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বশিষ্য শ্বেতকেতুকে অনুশাসন করিতে গিয়া যে অমূল্য "সৎমূলং" "একমেব-দ্বিতীয়ম্" ও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা যুগে যুগে মানব হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছে ও করিবে। জীব-ব্রহ্মের একতাবিধায়ক ঐ ক্ষুদ্রতম বাক্যে বেদরাশির সারমর্ম্ম সম্যক নিবদ্ধ রহিয়াছে।

জগৎ সম্মূলক। জড় প্রকৃতি বা পরমাণু বা অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি নহে। ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া তিনি অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণান্তর্গত যে কতিপয় অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদাত্মক বেদান্ত-শাস্ত্র যে ভাবে উক্ত আছে, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া হইল। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুগৃহে পাঠাইলেন; তিনি গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া চারি বেদ, অধ্যয়ন করতঃ বিদ্যাভিমানী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহর্ষি পুত্রকে অনুচানমানী দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস তোমার ব্যবহারে বোধ হয় তুমি ব্রহ্ম বা মধু বিদ্যা যাহা চিত্তকে মধুর করে তাহা সম্ভবতঃ প্রাপ্ত হও নাই। পুত্র বলিল, "উহা কিরূপ ?" মহর্ষি বলিলেন "যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি", এই আদেশ তুমি পাও নাই? বেদান্তসূত্রে এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া গৃহীত। অর্থ—যাহা শ্রবণ করিলে আর কিছু শ্রাব্য থাকে না, যাহা মনন করিলে অতর্কিত বিষয়ও বিচারিত হইয়া যায় এবং বোধগম্য হইলে অনিশ্চিত সবকিছু নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কি তুমি আদিষ্ট হও নাই? শ্বেতকেতু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি প্রকার ?" পিতা বলিলেন, যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়; মৃন্ময় বিবিধ নামরূপাত্মক দ্রব্য সকলের নামরূপ কথার কথা, মৃত্তিকাই সত্য। হাঁড়ি, কলসী, ঘট, খাপরা, গেলাস, পুতুল এইসব নামের পটাপটি, এই আছে এই নাই। যখন ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, তখন আর ইহা ঘট, ইহা পুতুল, বলিবার কিছু থাকে না মাটী খাঁটী তা ঠিক থাকে। নামরূপ বাক্যের আড়ম্বর মাত্র; ঐ সব বৈকারিক প্রলাপের ন্যায়। যেমন স্বর্ণ নিৰ্ম্মিত একটী দ্রব্য দেখিলেই সোনার সব জিনিষ জানা যায়, নামরূপ কথা মাত্র সার, বৈকারিক। স্বর্ণই সত্য। যেমন সোনার হার, বাজু, বালা শব্দে কিছু নিহিত নাই, নাম মাত্র। অজ্ঞানীই নামরূপে সত্যতা আরোপ করে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য সত্তা মনে করে। বুদ্ধিমান্ উহাতে স্বর্ণই লক্ষ্য করে, নামরূপাত্মক বাক্য বিকারাত্মক, অসার। যদি কেহ ঐ সকল বিভিন্ন অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ পোদ্দারের দোকানে যায় তখন পোদ্দার নামরূপ আকার ভেদে দৃষ্টি মোটেই দেয় না, কত ওজনের সোনা আছে তাহাই লক্ষ্য করে মাত্র। স্বর্ণের কার্য্য হার, বাজু, বালা কিছু নয়, কারণ যে সোনা তাহাই ঠিক। কারণ সত্য, কার্য্য বৈকারিক, কথার কথা।

মাত্র। মনে কর একজন কন্যার বিবাহ দিবে, অলঙ্কার তৈয়ার করার জন্য একশত ভরি স্বুবর্ণ পিণ্ড আনয়ন করিল। উহাতে হার, বাজু, বালা আছে কি? উহা দ্বারা টাক্‌শাল হইতে গিনি মোহরও হইতে পারে, স্বুবর্ণকার দ্বারা পানের ডিবা, রিকাবীও তৈয়ারী হইতে পারে, আবার হার, বাজু, বালাও তৈয়ারী হইতে পারে, সোনার শিবলিঙ্গ বা গণেশ কি গোপাল, মূর্ত্তিও তৈয়ার হইতে পারে, ইঁদুর বানরও তৈয়ারী হইতে পারে। যাহাই তৈয়ারী হউক, স্বুবর্ণত্বের কোন হানি হয় না; নামরূপাত্মক আকার প্রকার কিছু স্বুবর্ণপিণ্ডে নাই। তুমি যাহাকে আংটী বল অন্যে তাহাকে রিঙ্‌ বলে। নামের কোন ঠিকানা নাই। উহা বৈকারিক কথার কথামাত্র। আজ যেটা বালা সেটা ভাঙ্গিয়া কাল আংটী করা যাইতে পারে। সোনা যে সেই। বালা রহিল না আংটী হইল। স্বুতরাং কার্য্য কিছু নয়, কারণ সত্য। নাম রূপাত্মক কার্য্য স্বুবর্ণে আরোপিত হয়। উহা স্বুবর্ণের ধর্ম্ম নহে। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা কল্পনাই আরোপ বা অধ্যাস। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা আরোপকে বিবর্ত্ত বলে। স্বুতরাং নামরূপাত্মক সোনার দ্রব্যে যে স্বর্ণ চিন্তা ত্যাগে, নাম রূপের আরোপ, তাহা বিবর্ত্ত মাত্র। অতস্মিন্ তজ্‌জ্ঞানং। ঋষি পুনঃ বলিলেন, একটী লৌহনির্ম্মিত নরুণ দৃষ্টে সকল লৌহময় দ্রব্য জ্ঞাত হওয়া যায়। লৌহের কার্য্য যে কুঠার, কুদ্দাল ইত্যাদি নামরূপ তাহা কথার কথা, বৈকারিক বাদ মাত্র, লৌহই সত্য। ইহা দ্বারা ঋষি বুঝাইলেন কার্য্য ঠিক নয়, কারণ ঠিক। তেমনি এই জগৎ কার্য্য, উহা ঠিক নহে, উহার যে কারণ তাহা সত্য। এই ঠিক শব্দটী স্থলে সংস্কৃতে সৎ ও অঠিক স্থলে অসৎ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তাহাতে বলা হইল কারণ সৎ কার্য্য অসৎ। কারণ কে জানিলে কার্য্য জানার আর বাকী থাকে না মনে কর একটি লোক রাস্তায় একটী আংটী কুড়াইয়া পাইল। তখন সে নিজেও দেখে, অন্যকেও দেখায় আংটী বলিয়া নয়, উহা সোণার কি পিত্তলের, আংটীত্ব কার্য্য, তৎপ্রতি লক্ষ্য নয় কারণের প্রতি লক্ষ্য; সোনাও কারণ হইতে পারে, পিতলও কারণ হইতে পারে। যদি স্বুবর্ণ কারণ হয় তবে আংটীটী মূল্যবান্; আর যদি কারণ পিত্তল হয় উহা অকিঞ্চিৎকর। আকার নামরূপ যে কার্য্য, তাহা কিছু নয় কারণই সত্য। এইরূপ জগৎ-কারণকে জানিলে সব জানা হয়। কার্য্য মিথ্যা, কারণ সত্য। ইহাই আদেশ; আদেশ অর্থ—আ সমন্তাৎ দিশতি নির্দ্দিশতি স্বরূপং যেন। সত্য স্বরূপকে যাহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করে তাহাই আদেশ। আদেশ

মিথ্যা হইতে পারে না। তাই এই আদেশবাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য স্বরূপে বেদান্ত-সূত্রে গৃহীত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন পুত্র বা শিষ্যকে যাহা সত্য তাহাই শিক্ষা দেন, এজন্য তাঁদের বাক্যও আদেশ বলিয়া উক্ত হয়। শ্বেতকেতু এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মে আরোপিত বাক্যমাত্র তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় বলিলেন, "সবিশেষ বলুন।" ঋষি বলিলেন—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।" অর্থ—হে সোম্য সৎইমাত্র প্রপঞ্চ-সৃষ্টির অগ্রে দ্বিতীয়রহিত অখণ্ড একরস; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদ রহিত ছিলেন। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্‌হঽন্যৎনপরঃ কিঞ্চন আস।" একই ভাব প্রকাশক। কোনও প্রকার ভেদ নাই। তাঁহা হইতে অন্য অপর কিছুই ছিল না। সৎ শব্দ অস্তিত্ব জ্ঞাপক। অর্থাৎ "আছেন" এই যে ভাববস্তু তাঁহাকেই প্রকাশ করে অসৎ=ন সৎ অর্থাৎ অভাব বা শূন্যতা প্রকাশক। ইদং শব্দ নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থকে নির্দ্দেশ করে। দৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সুতরাং ইদং পদ দ্বারা ইহা নির্দ্দেশিত হয়। অগ্র=সৃষ্টির অগ্রে। আসীৎ ছিল। ইহাতে পূর্ব্বে ছিলেন এখন নাই বা পশ্চাৎ থাকিবেন না বলা হয় নাই। তাৎকালিক অবস্থা জ্ঞাপক মাত্র। এক অর্থ এক রস, সর্ব্বত্র একরূপ, সর্ব্বপ্রকার ভেদ রহিত। সর্ব্বত্র সমভাব বৈষম্যভাব। যেমন নখ, চুল, হাড়, মাংস শোণিত একই দেহে থাকে, ইহা বৈষম্যযুক্ত। যেমন একগ্লাস জল ইহার উপরে মধ্যে ও নীচে একই রস, তদ্বৎ। অদ্বিতীয় বলায় দ্বিতীয় রহিত, অসঙ্গ সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। যেমন ঈশা উপনিষদে ব্রহ্মাকে "সপর্য্যগাৎ শুক্রম্‌অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" বলা হইয়াছে। অন্য কিছু ছিল না বলিলে প্রকৃতি, মায়া বা তমঃ বা এতজ্জাতীয় কিছু সূক্ষ্ম কণ্টক মাংসে যেমন অদৃশ্যভাবে বিদ্ধ থাকে তদ্বৎ ব্রহ্মে না থাকা। ময়লা যেমন চর্ম্মে অদৃশ্যভাবে থাকে তদ্বৎ মায়া ব্রহ্মে না থাকা জন্য শুদ্ধ। শরীর রহিত, স্নায়ু রহিত, ব্রণ রহিত বলা, যেমন ব্রণ প্রথম দূষিত রক্ত-রূপে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে থাকে, পশ্চাদ্ চর্ম্মভেদ করিয়া উদ্গত হয়। তদ্বৎ মায়া ব্রহ্মে সূক্ষ্ম স্নায়ুবৎ কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না, শ্রুতি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাশ্রয়ে মায়া থাকে না অর্থাৎ "জুজু"বৎ মায়া অসৎ বা নাই। শুক্র বলায় উজ্জ্বলতা যেখানে সেখানে তমঃ স্থান পায় না বলিয়া যেমন অসঙ্গ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তদ্বৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাক্য এখানে প্রয়োগ হইয়াছে। ভেদ তিন প্রকার—স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়। যেমন একটি বাগান চারিদিকে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত, মধ্যে পুকুর বিশিষ্ট। বাগানে নিম্ব তেঁতুল, আম, খেজুর,

তাল, লিচু, কলা ইত্যাদি নানাপ্রকারের বৃক্ষ আছে। এই এক একটি গাছে মূল, কাণ্ড, শাখা পত্র, পুষ্প, ফল আছে। এখন একই বৃক্ষে এই যে মূল, ফলাদির বিভিন্নতা, ইহা স্বগত ভেদ। নিম্ব তেঁতুলাদি বৃক্ষে বৃক্ষে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ এবং ইষ্টক ও জল সহ বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ বলিয়া অভিহিত হয়। অদ্বিতীয় বা অসঙ্গ বলায় মায়া, জীব, জগৎ কোনই কিছু ছিল না। সৎ বলায় যাহা নিত্যকাল একরূপে স্থিতিশীল তাহাকে বুঝায়। যিনি অগ্রে সৎ ছিলেন এখনও সৎ আছেন পশ্চাতেও সৎ থাকিবেন। এমন যে সৎ বস্তু তাহাতে কদাপি কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারে না। ঘটেও নাই। তবে মায়া, জীব, জগৎ কোথা হইতে আসিল? উহা প্রকৃত পক্ষে নাই, আছে বলিয়া ভ্রম হইতেছে, ইহাই বলিতে হয়। জগতে সমতা নাই, সর্ব্বত্রই বৈষম্য পূর্ণ, অথচ তিনি সমভাব। যেমন ভেল্কীবাজীতে কত কিছু দেখায় কিন্তু সব ফক্কিকার। তেমনি এই মায়িক জগৎ, জগতে জীব। এই জগতে বৈষম্য কেন? অনুসন্ধানে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, এই তিন গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি ও সমতায় প্রলয় ঘটে জানা যায়। গুণ-বৈষম্যে বুদ্ধির বৈষম্য। বুদ্ধির বৈষম্যে মত ভেদ। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমাবধিই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। বৈষম্যেই যার আরম্ভ তাহাতে সমতা, সমবুদ্ধি, সমপ্রাণতা অসম্ভব। তাই প্রচারকগণ যতই সমতা বলিয়া চিৎকার করুন না কেন, সমতা ঘটিতেই পারে না। যিনি সমতার ঘোষণা করেন ও যাদের জন্য ঘোষণা করেন তাহাতেই বৈষম্য বিদ্যমান। বুদ্ধির বৈষম্য অর্থাৎ নূন্যাধিক্য জনিত যে বৈষম্য তাহা ঘোষণা দ্বারা বিদূরিত হইবার নহে। একজন যাহা ভাল মনে করে, অপরে তাহাতে দোষ দর্শন করে। যেমন মদ্য, মাংস, আহার একজন নির্দ্দোষ চক্ষে দেখেন, অপরে তাহা দোষ-দুষ্ট দেখেন। যাহা তমোগুণী ভাল বলেন, রজোগুণী তাহা নিন্দাই বলেন। যাহা রজোগুণী শ্রেষ্ঠ মনে করেন, সত্ত্বগুণী তাহা নিকৃষ্ট বলেন। লোকে "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং" হইয়া থাকে। তাই একটা শ্লোক আছে "বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্যমতং ন ভিন্নম্" এই কথাটী সংসারে সদাকাল সত্য। এজন্য বৈদিক সত্য যুগেও বিভিন্ন মতবাদী থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগে এইরূপে বুদ্ধির তারতম্য ভেদে ছয়টী বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায় একই বুদ্ধদেবের আদেশ উপদেশের মর্ম্ম বিচারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদল সৌত্রান্তিক বা শূন্যবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের মতে অসৎ বা অভাব (শূন্য) হইতে সৎ বা ভাব পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত

স্বরূপে তাঁহারা বলেন মৃৎ-পিণ্ড ধ্বংসে ঘটাদির উৎপত্তি, বীজা ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি বাদটী বৌদ্ধযুগের অভিনব বিতর্কিত বিষয় নহে। উহা বহু প্রাচীন ; সত্যাদি যুগেই উক্তবাদ থাকা জানা যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই এই মতবাদের খণ্ডনোক্তি আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রের অবস্থিতি বলিয়াই, মহর্ষি আরুণি শিষ্যের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন ও নিশ্চয়াত্মক করার জন্য বলিয়াছেন—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।" অর্থ—কেহ কেহ বলেন যে, অসতই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ছিলেন। সেই অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয়। মহর্ষি আরুণি তৎপর বলিয়াছেন—"কথমসতঃ সজ্জায়তেতি।" অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবে? অর্থাৎ সম্ভবপর নহে। এই সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় ব্যবহারে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যের সৎ প্রকৃতি হইতে জাত কার্য্য সৎ এই মতবাদ "সৎকার্য্যবাদ" বলিয়া কথিত হয়। পাতঞ্জলির যোগেও ইহা স্বীকার্য্য। সৎপরমাণু হইতে জাত পদার্থ-নিচয় অসৎ ইহা ন্যায়বৈদেশিকের মতবাদ ; ইহাকে "আরম্ভবাদ" বলে। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের অসৎ হইতে সদোৎপত্তি "শূন্যবাদ" বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৎ, অসৎ শব্দের বিভিন্ন অর্থও দেখা যায়। যেমন সৎ অর্থ মূর্ত্ত, অসৎ অর্থ অমূর্ত্ত। সৎভাব বস্তু। অসৎ অভাব বস্তু। সৎ সত্য, অসৎ মিথ্যা। সৎ ভাল, অসৎ মন্দ। সৎ অবিনাশী, অসৎ বিনাশশীল। সৎ ব্রহ্ম অসৎ মায়া। এই অসৎ মায়া, তম, অবিদ্যা, মূলা, প্রধানা প্রকৃতি, অব্যক্তা, অন্ন, প্রষতি স্বধা, অব্যাকৃতা, দিতি ইত্যাদি নামে কথিত হয়। সৎ হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, কিম্বা সৎ হইতে সতেব বা অসৎ হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। তাই মহর্ষি কিরূপে সম্ভবে বলিয়াছেন! যেখানে যাহা সূক্ষ্মরূপে নাই তাহা হইতে তদোৎপত্তি সম্ভবেনা। যেমন তিলে বা সরিষায় তৈল সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে তাই তাহা পিষিলে তৈল পাওয়া যায়। তিল বা সরিষার মত ক্ষুদ্র উপলখণ্ড পিষিলে তৈল পাওয়া যায় না ; কারণ উহাতে তৈল সূক্ষ্মভাবে থাকে না। কচি ডাব নারিকেলে কেবল জল দেখা যায়। তাহাতে কি নারিকেল ও নারিকেলের শাঁস সূক্ষ্মভাবে নাই? বটবীজ যতই অণু হউক না কেন উহাতে সমূল সশাখা, সপল্লব বটবৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাই, তাহা হইতে বটবৃক্ষ জন্মে। মৃত্তিকার অভাব হইতে ঘটোৎপত্তি হয় না ; মৃত্তিকা হইতেই ঘটোৎপত্তি। উহা দ্বারা মৃৎপিণ্ড রূপান্তর লাভ করিয়াছে : ধ্বংস হয়

নাই। বীজ ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না, বীজ অঙ্কুররূপে পরিণত হয় মাত্র। যদি বীজ অগ্নি সাহায্যে ভাজিয়া নেওয়া যায় তাহাতে বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভবে না। সৎ ও অসৎ (ন-সৎ) একাত্রাবস্থান করে না। যেমন আলো ও আঁধার একই সময়ে একস্থানে থাকে না তদ্বৎ। কাজেই সৎ হইতে অসৎও অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎ ও অসৎ ইহাদের লক্ষণ। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬) অর্থ, অসতের কোন সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা নাই। সতের কখনও অভাব হয় না অর্থাৎ বিনাশ নাই। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ উৎপত্তি বৈকারিক ব্যাপার। সৎ হইতে উৎপত্তি করিতে গেলেই সৎকে বিকার গ্রস্ত হইতে হইবে। সৎ যাহা তাহা নিত্যই একরূপ, কদাপি কোন হ্রাস বৃদ্ধি তাতে ঘটে না, বিনাশও ঘটে না। অসৎ অভাব তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না কারণ যাহা উৎপত্তি লাভ করিবে তাহার সত্ত্বা অর্থাৎ ভাব থাকিতে হয়। যাহার সত্ত্বাই নাই তাহার উৎপত্তি কি? সুতরাং "কথমসতো সজ্জায়তেতি" বলাতেই ঋষি অন্য সব মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, অসৎ হইতে সৎ-উৎপত্তি-বাদ বৌদ্ধ যুগের সৃষ্ট সুতরাং এই উপনিষদ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বৌদ্ধধর্ম্ম বেদের কোন কোন বিষয় অমান্য করিলেও উহা বেদমূলক। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্ম ভারতের বাহির হইতে শিখিয়া আসিয়া ভারতে প্রচার করেন নাই। ভারতে যাহা ছিল তাহা হইতে লিখিয়াছেন। ভারতে বেদেই উহা ছিল সুতরাং তাঁহার মতবাদ বেদ হইতে গৃহীত। যেমন অহিংসা নীতি, ব্রহ্মচর্য্য ও ধ্যানাদি গৃহীত তেমনি অসৎ বা শূন্যবাদ বেদ হইতেই গৃহীত। ঋ ১০।৭২ সূক্ত লোক্য বৃহস্পতি দৃষ্ট। তাহাতে "অসতঃ সজ্জায়ত" বাক্যটী আছে। চার্ব্বাকবাদ বা লোকায়ত মতবাদ এই লোক্য বৃহস্পতি হইতে আগত। এমন উক্তি মহাভারতাদিগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যদ্যপি উক্ত মন্ত্রের অসৎ শব্দ অব্যক্ত বা অমূর্ত্ত, যেমন আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু আকাশ অমূর্ত্ত, অব্যক্ত। তাহা হইতে বায়ু, এইরূপ অর্থ থাকিলেও উহার কদর্থ গৃহীত হইয়া ঐ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্বৈতবাদও এইরূপ বেদমূলক হইলেও, বাদরায়ণ এবং গৌড়পাদ প্রভৃতি অদ্বৈত তত্ত্বের বিস্তার করিলেও উহা পশ্চাৎভাবী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত-বাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অতঃপর মহর্ষি আরুণি বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহুস্যাম

প্রজায়েয়েতি"। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব প্রজা সৃষ্টি করিব। ঋগ্বেদেও ১০।১২৯।৪ শ্লোকে আছে "কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"। পশ্চাৎ সৃষ্টির আরম্ভন সেই সৎ তেজ সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সাংখ্যের প্রকৃতি সৃষ্টি কর্মী তাহা নিরস্ত হয়। তৈত্তিরীয়েও এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। সেই তেজ হইতে জল ও জল হইতে অন্ন বা ক্ষিতি তত্ত্বের উদ্ভব হইল। এখানে আকাশও বায়ু অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সৃষ্টি তেজে অন্তর্ভাব করতঃ সৃষ্টি তত্ত্ব বলা হইয়াছে। যেমন সূক্ষ্মশরীর পঞ্চপ্রাণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) দ্বারা সংঘটিত হইলেও সপ্তদশ কলা বিশিষ্ট বলা হয়। মনে চিত্ত ও বুদ্ধিতে অহঙ্কারকে অন্তর্ভাব করিয়াই সপ্তদশ বলা হয়। বস্তুতঃ উহা উনবিংশতি কলা বিশিষ্ট। তেমনি শিষ্য-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাদি লক্ষ্য করিয়াই ঋষি নামরূপাত্মক বা মূর্ত্ত পদার্থের দ্বারা সৃষ্টির আরম্ভন করিয়াছেন। যেমন রামের বাটীতে দুর্গাপুজা হইতেছে বলিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশাদির পুজাও হইতেছে বলা হয় তেমনি।

ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের উল্লিখিত মন্ত্রে মানস বা সূক্ষ্মসৃষ্টির কথা আছে। এখানেও মহর্ষি আরুণি সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির পর সূক্ষ্ম দেহ উৎপত্তি ও তাহাতে সতের জীবরূপে অনুপ্রবেশের উপদেশ করিয়াছেন। এবং তৎপর দৃশ্য প্রপঞ্চ বা বিরাট উৎপত্তি বর্ণিত। "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"। তৎপর ঋষি পঞ্চভূতের বা ভূতত্রয়ের নানারূপ সংযোজনে যে স্থূলভূতের সৃষ্টি হয় তাহা বলিয়াছেন। উহা ত্রিবিৎ—করণ ও পঞ্চীকরণ নামে প্রসিদ্ধ ; নিম্নে বিমিশ্রণ প্রণালী প্রদর্শিত হইল—

ত্রিবিৎকরণ—অবিমিশ্র অগ্নি	অবিমিশ্রিত অপ	অবিমিশ্রিত অন্ন	মিশ্র
||০	।০	।০	=১ অগ্নি
।০	||০	।০	=১ অপ
।০	।০	||০	=১ অন্ন

পঞ্চীকরণ—

অপঞ্চীকৃত আকাশ	অপঞ্চীকৃত বায়ু	অপঞ্চীকৃত তেজ	অপঞ্চীকৃত অপ	অপঞ্চীকৃত ক্ষিতি	পঞ্চীকৃত
||০	৵০	৵০	৵০	৵০	=১ আকাশ
৵০	||০	৵০	৵০	৵০	=১ বায়ু

অপঞ্চীকৃত আকাশ	অপঞ্চীকৃত বায়ু	অপঞ্চীকৃত তেজ	অপঞ্চীকৃত অপ	অপঞ্চীকৃত ক্ষিতি	পঞ্চীকৃত
৵০	৵০	॥০	৵০	৵০	=১ তেজ
৵০	৵০	৵০	॥০	৵০	=১ অপ
৵০	৵০	৵০	৵০	॥০	=১ ক্ষিতি

তৎপর মহর্ষি আরুণি ত্রিবিৎকরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইয়াছেন—যেমন মিশ্র অগ্নিতে অগ্নি, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব আছে, অগ্নির যে লোহিতবর্ণ তাহা তেজের অংশ, যে শুক্লাংশ তাহা অপের, যে কৃষ্ণাংশ তাহা ক্ষিতির। যদি এই তিন ভূতাংশ অগ্নি হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে আর অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে কি? তদ্রূপ সূর্য্য, চন্দ্রাদিতেও তিন ভূতের অংশ আছে। তাহা অপসারিত করিলে ঐ সূর্য চন্দ্রাদির কোন সত্ত্বা থাকে না। এই যে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নামরূপাত্মক। উহার কোন সত্ত্বা নাই, উক্ত পঞ্চভূতই উহার কারণ, তাহাই সত্য। কারণ সত্য কার্য্য মৃষা। ক্ষিতি কার্যরূপে অসৎ, কারণ রূপে সৎ। অপ হইতে ক্ষিতি। অপ কারণরূপে সত্য। তেজ হইতে অপ। তেজ কারণরূপে সত্য; অপ কার্য্য অসৎ। তেজ বায়ু হইতে জাত সুতরাং তেজ কার্য্য অসৎ; বায়ু কারণ সৎ। বায়ু কার্য্য, আকাশ কারণ। আকাশ কারণ রূপে সৎ। তাহা হইতে আকাশ জাত। আকাশ কার্য্যরূপে অসৎ। যিনি কারণ তিনিই সৎ। এই যে কার্য্যের কারণ-রূপে সত্যতা, তাহাকে আপেক্ষিক সত্যতা বলে। ঋষি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের গুরু পরম্পরায় সকলেই এই পঞ্চীকরণ জানিতেন, সুতরাং ইহা এই ঋষির সমসাময়িক নহে, বেদেই এই পঞ্চীকরণ উপদিষ্ট ছিল জানা যায়। এবং তাঁহারা এই পঞ্চীকরণ জানিতেন এজন্য তাঁদের নিকট কেহ কোন নূতন দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারিত না। কারণ যাহাই উপস্থাপিত কর তাহাই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সংগঠিত। চাই হীরা, সোনা বা আর কিছু দ্রব্য। অতঃপর মহর্ষি স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্নময় মন, জলময় প্রাণ ও তেজময় বাক্। অন্ন ভক্ষিত হইলে জঠরাগ্নি দ্বারা পাচিত হয় এবং পশ্চাৎ তাহা যে সব ধাতুতে দেহ গঠিত সেই সব বিভিন্ন ধাতুতে পরিণত হয়। কোন অংশে চুল, কোন অংশে নখ, কোন অংশে স্নায়ু, কোন অংশে চর্ম্ম, কোন অংশে মাংস, কোন অংশে অস্থি, কোন অংশে মেদ কোন অংশে মজ্জা, কোন অংশে বীর্য্য ইত্যাদি গঠিত করে। ঋষি বলিলেন, ভক্ষিত

অন্ন প্রভৃতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। উহাই স্থূলাংশ পুরীষ (মল) রূপে নির্গত হয়। মধ্যমাংশ মাংসে পরিণত হয় এবং অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা মনের পুষ্টিলাভ ঘটে। জলের স্থূলাংশ মূত্ররূপে বিনির্গত হয়। মধ্যাংশ দ্বারা শোণিত ও অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা প্রাণের পুষ্টিসাধন হয়। তেজ (তৈজসপদার্থ ঘৃত, তৈলাদি) ভক্ষিত হইলে উহার স্থূলাংশ দ্বারা অস্থি, মধ্যম অংশ হইতে মজ্জা ও অনিষ্ঠ অংশ হইতে বাকের পুষ্টিলাভ হয়। বাক্য সংক্ষেপার্থ কতক কতক অন্যে অন্তর্ভাব করা রীতি অনুসারে এখানে সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি কথিত হয় নাই। সূক্ষ্ম মন ভৌতিক পদার্থ, তাহা অন্ন দ্বারা পুষ্ট, এই কথাটী শিষ্য "হাঁ জী" বলিয়া গ্রহণ না করায় ঋষি বলেন, তুমি পনর দিন উপবাস কর কিন্তু জল পান করিবে। শিষ্য তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলে ঋষি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক্ অমুক্ মন্ত্রসকল বল। শিষ্য বলিল, আমার স্মৃতির ও বাক্যের স্ফূর্তি হইতেছে না; ঋষি বলিলেন, যাও অন্ন খাও। অন্ন গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এখন বলিতে পার? সে বলিল, হাঁ। তখন ঋষি বলিলেন যে, অন্নাভাবে স্মৃতি ও বাক্স্ফূর্ত্তি পায় নাই। স্মৃতি মনের কার্য্য, তাহা অন্ন গ্রহণে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। জল পান করায় সে প্রাণে বাঁচিয়া ছিল; অন্ন জল দ্বারা তেজের বৃদ্ধি পাওয়ায় বাক্স্ফূর্ত্তি ঘটিয়াছে। অতএব মন ভৌতিক পদার্থ, অন্ন দ্বারা পুষ্ট ইহা প্রমাণ হয়। মন যে ভৌতিক পদার্থ তাহা বর্ত্তমান কালে ক্লোরোফরম করায় মন আড়ষ্ট হয়, তাহার কার্য বন্ধ হয় ইহা হইতেও জানা যায়। সূক্ষ্ম দেহ ভৌতিক হওয়ায় উহাও স্থূলের ন্যায় জড়। উহারও নিজের কোন সংজ্ঞা নাই। দেহপিণ্ড ও সূক্ষ্মদেহ অধিকার করতঃ দেহী জীব চৈতন্যে অবস্থিত এইটী বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিলেন, গাঢ় নিদ্রার দিকে ধ্যান দাও। উহাকে "স্বপিত" বলে; অর্থ "স্বং অপি ইতো গতো ভবতি" অর্থাৎ স্ব স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ ঘটে। তিনি আনন্দময় তাই সংসারের যাবতীয় দুঃখের লয় হইয়া পুরুষ আনন্দময় কোষমাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। এই সময় ঐ আনন্দময় কোষ অসৎ তমের আবরণ থাকায় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি বলে কিছুই জানিনা। এই যে তমজনিত অজ্ঞতা থাকে তাই সিংহ ব্যাঘ্র, কীট পতঙ্গ সবাই নিদ্রোত্থিত হইয়া নিদ্রায় যে স্বরূপ সুখাবস্থা পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ইন্দ্রিয় সংস্কার পরবশে আমি সিংহ, আমি ব্যাঘ্র ইত্যাকার ভাবে ভাবিত হয়। পুত্রাভাব, বিত্তাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, অন্নাভাব সর্ব্ব প্রকার দুঃখরাশি থাকে না এমন অবস্থা জাগ্রতেও হইতে পারে; তাহাকে ধ্যান সমাধি বলে। ইহার পর ঋষি অশনায়া

ও পিপাসাদ্বারা সৎ কি তাহা বলেন। অশ ভক্ষণ আর নায় অর্থ নায়ক বা পরিচালয়িতা। অর্থাৎ যিনি ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিচালিত করেন। শুষ্ক অন্ন গলায় কি বুকে বাধিলে লোকে জল পান করে। জল সেই অন্নকে পরিচালিত করে। এজন্য জল "অশনায়া" বলিয়া অভিহিত। যখন কেহ পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান করে তখন তেজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই জল শরীরের সর্ব্বত্র নীত হয় এবং সেই তেজ পরিচালিত জল স্বেদরূপে নির্গত হয়। এতদ্বারা তেজ উদকের নেতা এইজন্য উহাকে "উদন্য" বলে। কার্য্য কারণ দ্বারা পরিচালিত হয়। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি সেই বস্তু তাহার কারণ। লয়ে কার্য কারণে লয় হয়। পূর্ব্বে যে তৈতত্তিরীয় হইতে সৃষ্টিক্রম বলা হইয়াছে, তদনুসারে কারণ হইতে আগত কার্য্য নির্ণয়কে অনুলোম বলে এবং তদ্বিপরীত বিলোমগতি অর্থাৎ কার্য্য কারণে লয় হয়। অন্ন কার্য্য, জল কারণ তাই অন্ন জলে লয় হয়। জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ পরমদেবতায় লয় হয়। এখানে তেজ হইতে সৃষ্টিক্রমে তেজ পরম দেবতার লয় বলা হইয়াছে। এই তেজের যে কারণ তাহা সৎ। সুতরাং সৎ সকলের মূল। "সন্মূলং"। যখন কার্য্য লয় হয় তখন কারণ মাত্র অবশেষ থাকে। তাই জগৎ প্রলয়ে জগতের কারণ যে সৎ তাহাই অবশেষ থাকে। তাহাই সত্য, কার্য্যরূপ জগৎ অলীক। এই দেহও কার্য্য তাহার কারণও ঐ সৎ। দেহপিণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড। তাহাও কার্য্য তাহার মূল অনুসন্ধানে সেই সৎই সর্ব্ব কারণ নির্ণীত হন, সন্মূলং॥ এজন্য ঋষি বলিলেন, হে শ্বেতকেতে, তোমাতে যে চৈতন্য অবস্থিত তিনিও সেই সৎ। তত্ত্বমসি শ্বেত কেতু। তৎ ত্বং অসি। অর্থাৎ ত্বং তৎ অসি। যদিও তৎ প্রথমান্ত আছে কোন কোন বাদী উহা ষষ্ঠী বিভক্তি কল্পনা করিয়া ব্যাখান করিয়া থাকেন, এবং অর্থ করেন ত্বং তস্য দাসোঽসি। তুমি তাঁহার দাস। তৎ যাহা ইন্দ্রিয় গোচর নহে সেই সৎকে লক্ষ্য করে। ত্বং দ্বিতীয় ব্যক্তিতে যে অহং তাহাকে লক্ষ্য করে। প্রতি ঘটেই অহং আছেন। এই অহংই আত্মা। অসি অর্থ হও। ইহা দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের একতা স্থাপন করিয়াছেন। যেমন ধান্য ও অন্ন একই বস্তু, উপাধি ভেদে পৃথক্ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যমতে প্রতি দেহে আত্মা ভিন্ন, তাহা নিষেধিত হইল। সুতরাং সাংখ্য মত বেদ অনুযায়ী নহে। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন,— যেমন মধুকর বিভিন্ন বৃক্ষের পুষ্পরস মধুচক্রে সঞ্চিত করে, কিন্তু সঞ্চয়ের পর মধুচক্রের মধু এক অখণ্ড রস স্বরূপে পরিণত হয়, তখন উহার কোন্ অংশ

কোন্ পুষ্পের মধু তাহা যেমন বলা যায় না, তেমনি আত্মা এক, অখণ্ডৈকরস, বিভিন্ন দেহের জন্য তাহার বিভিন্নতা। চৈতন্য একই। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। তৎ ও ত্বং কেহ হিরণ্য গর্ভ ও জীব বলেন। কিন্তু তাহাতে জীব ব্রহ্মের একতার হানি হয় না। মায়ার শুদ্ধসত্ত্বে হিরণ্য গর্ভ ও মলিন সত্ত্বে জীব। যেমন একটি লণ্ঠনের চিমনী বহুদিন পরিষ্কার না করায় এমন কাল হইয়াছে যে তাহা হইতে আলো বাহিরে যা আসে অতীব অস্পষ্ট। তখন সেই চিমনীটার এক অর্দ্ধেক পরিষ্কার করিতেই সন্ধ্যা হইলে তখন সন্ধ্যা বাতি জালিবার সময় অতীত হয় দেখিয়া অর্দ্ধভাগ পরিষ্কৃত সেই চিমনী দিয়াই বাতি জ্বালা হইল। এই সময় এক চিঠি পড়া আবশ্যক হইল। চিমনীর যে অংশ পরিষ্কৃত হয় নাই একজন সেই দিক্‌টা চিঠির দিকে ধরিল কিন্তু চিঠি পড়া গেল না। তখন অপর দিকটা ধরিলে চিঠি পড়া গেল। প্রচুর আলো। মূল আলো পলিতাতে, তাহা হইতে যে আলো বিকীর্ণ হইতেছে তাহা চিমনীর দুই দিকেই সমভাবে পতিত হইলেও পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ও মলিনতার জন্য বহু আলা ও অল্প আলো ঘটিয়াছে। তদ্বৎ বহুশক্তিসম্পন্ন হিরণ্য গর্ভ ও অল্পশক্তিসম্পন্ন জীব ভাব। তেমন যদি কেহ বলে যে টিকাতে আগুন ধরাইতে হইবে। তবে এদিকের ওদিকের দুই দিকের চিমনীই সমান বাধক চিমনী উপাধি অপসারিত করিলে পলিতার অগ্নি ও তৎপ্রকাশ ভাব একই। এই উপাধি যেমন একটি স্বর্ণ পিণ্ডে রূপার-খাদ ও এক পিণ্ডে তামার খাদ আছে। খাদ অপসারিত করিলে উভয় পিণ্ডে যাহা অবশেষ থাকে তাহা একই বিশুদ্ধ স্বর্ণ। এইরূপ তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধন হয়। "উপাধি" শব্দটি বুঝিবার জন্য পারিভাষিক গ্রন্থে "সোহয়ং দেবদত্তঃ" বলিয়া এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। তাহা এই :—দেবদত্ত নামে ৺ কাশীতে এক রাজা ছিলেন। দুই ব্যক্তি ৺ কাশীতে গিয়া রাজ পোষাকে সুশোভিত সেই রাজা দেবদত্তকে দেখিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পর সেই রাজা দেবদত্ত সিংহাসন পুত্রে অর্পণ করতঃ বাণপ্রস্থ আচরণ জন্য বনে কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ দুইব্যক্তি সেই বনে যাইতে যাইতে সেই কুটীরের বাহিরে জটা-জুটধারী ভস্মাবৃত কলেবর সেই দেবদত্ত বাণপ্রস্থীকে দেখিলেন। তখন চিনিতে না পারিয়া একজন প্রশ্ন করিল, কোহয়ং ? তখন অপর ব্যক্তি বলিল, সোহয়ং দেবদত্ত। এখানে রাজার রাজপোষাক ত্যাগে এবং বাণপ্রস্থীর জটাজুট ও ভস্মত্যাগে যে দেহপিণ্ড তাহাই দেবদত্ত শব্দের লক্ষ্য। উপাধিভেদে একই দেহ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ঋষি পুনঃ বলিলেন—যেমন সমুদ্রের

জল সূর্য্য কিরণ সংযোগে বাষ্প হয়, পশ্চাৎ বাষ্পরূপ মেঘ বায়ু-বাহিত হইয়া পর্ব্বতে বৃষ্টিধারায় পতিত হয় এবং পর্ব্বত পার্শ্বের প্রস্রবণগুলি একীভূত হইয়া স্বাদুজল স্রোতপ্রবাহ তটদ্বয় কুলু কুলু নাদে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নামরূপ লইয়া বহুদেশ ভ্রমণান্তর পুনঃ সেই সমুদ্রে পতিত হওতঃ "নামরূপে বিহায় অস্তং গচ্ছতি ;" সমুদ্র প্রাপ্তে সমুদ্রই হইয়া যায়। নদীর যে বিশিষ্টতা, স্বাদুজল স্রোতপ্রবাহ, তটদ্বয় কুলু কুলু নাদ তাহা আর থাকে না। তদ্বৎ উপাধিবশে কর্ম্মফলে আত্মা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নাম রূপাত্মক হন। আবার স্থূলে দেব, যক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, কীট পতঙ্গাদি নানা নামরূপ কল্পিত হয়, উপাধি লয়ে পুনঃ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মেই লয় হয়। মেঘ সূক্ষ্ম হিরণ্য গর্ভ নদী জীবস্থানীয়। অতঃপর স্থাবর উদ্‌ভিজ্জাদিতে ও আত্মার সংস্থিতি আছে বলিয়া আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বের স্থাপনা করিয়াছেন। কোন একটা বৃক্ষের এক শাখা শুষ্ক হইলে সেই শাখা মরে, বৃক্ষ মরে না। কিন্তু সমস্ত শাখা শুষ্ক হইলে সেইবৃক্ষ মরে কিন্তু বীজ মরে না। তৎপর বট-বীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্রতম বট-বীজে মহান মহীরুহের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান ও পশ্চাৎ বৃহদায়তন ধারণ, ইহা দ্বারা "আণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" সেই ব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সব ধারণা হয় না। ঋষি শিষ্যকে তাহাও বলিয়াছেন। "গুরু বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।" সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব ও সূক্ষ্মত্ব শিক্ষা দিবার জন্য মহর্ষি শিষ্যকে বলিলেন এক খণ্ড সৈন্ধব ও এক গ্লাস জল আনয়ন কর, শিষ্য তদ্রূপ করিল। জলে সৈন্ধব খণ্ড ফেলিয়া দিয়া জল ঢাকিয়া বলিলেন আজ রাখিয়া দাও কল্য দেখা যাইবে। পর দিবস শিষ্যকে বলিলেন, জলের গ্লাসটী আনয়ন কর। শিষ্য আনিলে বলিলেন, সেই সৈন্ধব খণ্ড জল হইতে বাহির কর। শিষ্য হাতরাইয়া তাহাতে সৈন্ধবখণ্ড অপ্রাপ্তে বলিলেন যে গুরুদেব উহা কেহ উঠাইয়া লইয়াছে, গ্লাসে নাই। গুরু বলিলেন এই জল দ্বারা আচমন কর। শিষ্য আচমন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন? শিষ্য বলিল লবনাক্ত। তখন ঋষি বলিলেন যে ঐ সৈন্ধবখণ্ড কেহ উঠাইয়া লয় নাই। সূক্ষ্মভাবে জলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমনি জানিবে সর্ব্বব্যাপী সেই আত্মা তোমার দেহেও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আছেন। সর্ব্ব দেহেই অবস্থিত আছেন। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। ঋষি পুনঃ বলিলেন, মনে কর কোন দস্যু অর্থ লোভে কোন গান্ধার দেশীয় লোককে চক্ষু বস্ত্রাবৃত করতঃ

আনিয়া কোন দূর বনে এক বৃক্ষ সহ বাঁধিয়া রাখিয়া অর্থ লইয়া চলিয়া গেলে সেই লোক চীৎকার করিতে থাকে, যদি কেহ দূর হইতে শুনিয়া দয়াপরবশে তাহাকে বন্ধনমুক্ত করে এবং তাহার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবনে কোন দয়ালু ব্যক্তি সেই বনে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বন্ধনমুক্ত করতঃ বলিয়া দেন যে এইদিকে গান্ধার যাও। তখন সে পথ সন্ধান করিয়া গান্ধারে উপনীত হয়। তদ্বৎ অজ্ঞান আবরণে আবৃতচক্ষু জীব মায়া পাশে সংসার বৃক্ষে বদ্ধ আছে। যদি সে বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য কাতর ক্রন্দন করে তবে দয়াল গুরু তাহাকে ভব বন্ধন মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। সেই পথে সাধন করিয়া "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং" প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি এতদ্বারা বুঝাইলেন যে, আচার্য্য—(শাব্দে পারেচ নিষ্ণাতং তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পটু) বা গুরু বিনা জ্ঞান নাই। গুরু বিনা ধ্যান নাই শিক্ষা দিয়াছেন। তৎপর মহর্ষি লয়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। যখন কোন রোগীর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন তাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি শিথিল হয়; পার্শ্বস্থ আত্মীয়বর্গ কতদূর শিথিল হইয়াছে বুঝিবার জন্য বলে, আমাকে চেন? আমাকে চেন? তখন সে বলে,—হাঁ। পরে যখন বাক্‌রোধ হয় তখন আর বলিতে পারে না। বাক্ মনে লয় হয় তখন ইঙ্গিত করে, তৎপর মন প্রাণে লয় হয় তখন আর ইঙ্গিত করিতে পারে না। তৎপর প্রাণ পরদেবতায় লয় হয়। তখন আত্মীয়গণ গায়ে হাত দিয়া দেখে তাপ আছে কিনা। তেজই শেষ তত্ত্ব সুতরাং তেজ না থাকিলে বলে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তদ্বৎ জিজ্ঞাসু জাগতিক পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপার গুটাইয়া লইয়া মনে স্থাপন করেন। পশ্চাৎ মন প্রাণাত্মক কার্য্য ব্রহ্মে লয় করিয়া দেন। পশ্চাৎ প্রাণ পরব্রহ্মে লয় করেন। পশ্চাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অতঃপর মহর্ষি বলিয়াছেন,— পূর্ব্বকালে চুরির সংবাদ পাইলে রাজপুরুষগণ চোর ধরিয়া আনিতেন; যদি প্রমাণ না থাকিত তবে ধৃত ব্যক্তি চোর কিনা ইহার পরীক্ষার্থ অগ্নিতপ্ত পরশু ধৃত ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দিত; যদি হাতে ফোস্কা না পড়িত তবে সে চোর নয়, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ছাড়িয়া দিত; আর হাতে ফোস্কা পড়িলে তাহার সাজা হইত। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি শিষ্যকে বুঝাইলেন যে ব্যক্তি সত্যাভিসন্ধ সে সংসারানলে দগ্ধ হয় না, গুরু-কৃপায় মুক্তিলাভ করে। শ্বেতকেতুও গুরুকৃপায় স্বস্বরূপ জ্ঞাতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্বংশব্দ দ্বিতীয় ব্যক্তিতে অহং বলা হইয়াছে এবং আত্মাই যে অহং এইটাই ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে উপদেশ করিয়াছেন; উহা ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে;

নারদ—ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও দুঃখময় সংসার সাগরে ভাসমান হইতেছিলেন। তখন এই দুঃখের পারে যাইবার জন্য ভগবান সনৎকুমারের শরণাপন্ন হন। শিষ্যের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থ ভগবান সনৎকুমার নারদকে প্রথম নামই ব্রহ্ম বলেন ; নারদ অগ্রে বলুন বলিলে ভগবান সনৎকুমার তাঁহাকে মন ব্রহ্ম পরে সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন অপ্‌তেজ, আকাশ, স্মর, আশা ইত্যাদি ক্রমে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। নারদ পুনঃ পুনঃ "আগে কহ আর" বলিতেছিলেন, তখন ভগবান সনৎকুমার "প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণের উপাসনা কর" বলিলে নারদ চুপ হইয়াছিলেন। নারদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এইখানে গিয়া স্থগিত হইয়াছে। তখন ভগবান সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, চুপ হইলে যে ? এই প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ সত্য, বিজ্ঞান, মতি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৃতি এই সব প্রশ্ন পর পর করিতে পার। পশ্চাৎ দয়াপরবশে ভগবান্ সনৎকুমার বলিলেন "সুখ" প্রশ্ন হইতে পারে। নারদ সুখ প্রশ্ন করিলে (বিনা প্রশ্নে উপদেশ করিলে তাহা শ্রোতার চিত্তে প্রবিষ্ট হয় না) ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছেন, এই সুখ বা আনন্দ সকলেই লাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে ব্যবহারিক সত্তায় যে কিছু সুখ মিলে তাহা অতি অল্প তাহাও দুঃখ মিশ্রিত। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন তাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, মর্ত্ত্য। আর ভূমাখ্য আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, অসীম, তাহা অমৃত। এই অল্প সুখ ও বৃহত্তম সুখ বুঝিতে হইলে সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থা দ্বারা বুঝা সহজ। গাঢ় নিদ্রাভঙ্গে লোকে বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্রাতে যে সুখ হইয়াছে তাহা যদি বড় হয় তবে ছোট সুখ কোনটী ? স্বপ্নের অবস্থা মিথ্যাকথা, আর স্বপ্নে ভয়েরও অনেক বিষয় থাকে। সুতরাং জাগ্রতে যে সুখ তাহাই অল্প সুখ। কারণ জাগ্রতের সুখে দুঃখভাব জড়িত থাকে। মনে কর তোমার কন্যার বিবাহে বড়ই আনন্দের ঘটা পড়িয়াছে ; সব আত্মীয় স্বজন গৃহে আসিয়াছে। তখন একজন বলিল যে, আজ যদি বড় পিসিমা থাকিতেন কত সুখী হইতেন ? যেই বলা অমনি সুখের কিছু কমতি হইল কিনা ? মেয়ের যৌতুক প্রচুর দিয়াছ, বর পক্ষের একজন বলিল, নাহে অমুক জিনিষটা খেলো। অমুকের মেয়েকে এইসব দিয়াছিল তাহা ত এখানে দেখিতেছি না ; তাহা শুনিয়া মন ক্ষুন্ন হইল ; তাহাতে সুখের লাঘব ঘটিল কিনা ? বর পক্ষ ভোজনে বসিয়াছেন চব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয় নানা খাদ্যের প্রচুর আয়োজন করা হইয়াছে। পোলাও মুখে দিয়া একজন বলিল আরে ভাই সেদিন রামের বাটীতে পোলাও যেমনটী উতরে ছিল

তেমনটী হয় নাই। সুখের লঘুতা অল্পতা হইবে কিনা? এইজন্য জাগ্রতের সুখ ছোট সুখ। সুষুপ্তির সুখ বড় সুখ। এই সুষুপ্তিকালে পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নি, কেহ নাই, কাহারও অপেক্ষা নাই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, শব্দ স্পর্শাদি বিষয় নাই, আমি একলাটী অসঙ্গ অবস্থায় বড় সুখ ভোগ করিয়াছি। সঙ্গ দুঃখের হেতু। তখন ভূর্ভুবস্বঃ লোপ হইয়া গিয়াছে। সেই সুখের নাম ভূমাখ্য সুখ। ব্যাকরণে বৃহৎ শব্দে মনট্ প্রত্যয় করিলে নিপাতনে ভূমা পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূমার অর্থ—ভূ যেখানে মা বা নিষেধ প্রাপ্ত অর্থাৎ ভূর্ভুস্বঃ বিলোপ হইয়া যায় সেই সমাধি অবস্থায় যে আনন্দ তাহাই ভূমা। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহার প্রতিষ্ঠা কি? উত্তরে ভগবান সনৎকুমার বলিয়াছেন যে উহা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অথবা "অমহিম্নি" অর্থাৎ তাহা আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠা, তাহার কোন অন্য প্রতিষ্ঠা নাই। তাহাই উর্দ্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই পূর্ব্বে (সম্মুখে) তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে। তিনিই এই সব কিছু। অধোদেশে, তাহাই। তিনি অহংপদ বাচ্যও বটেন। অহং (আমি) অধোতে, আমিই উর্দ্ধে, আমিই পশ্চিমে (পশ্চাতে) আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে সর্ব্বত্রপ্রস্থত আমিই সব। ইনি আত্মা বাচী। আত্মাই অধোতে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চিমে, আত্মাই পূর্ব্বে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে; সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে আত্মাই আত্মা আছেন, আত্মাই সব। যিনি এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জ্ঞাত হন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ। তিনিই স্বরাট্ হন। প্রকৃত সাম্রাজ্য লাভ করেন। তিনি সর্ব্বলোকে কামচারী হন অর্থাৎ যথাভিলাষিত প্রাপ্ত হন। আর যিনি এইরূপ না জানিয়া অন্য প্রকার জানেন, তিনি অন্য রাজার অধীন হন। অর্থাৎ প্রকৃতির বশ গত হন। তিনি যে লোক লাভ করেন তাহা ক্ষয়শীল। তাঁহার কামনা পূর্ণ হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি উদ্দালক আরুণি কর্ত্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া (৩।৭) আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"ত্রষত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমত্রো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ন অন্য অতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তিবিজ্ঞাতা এষত আত্মা অন্তর্যাম্যামৃতো ঽতোঽন্যদার্ত্তং।

অর্থ—সেই এই আত্মা অন্তর্য্যামী। প্রাণ বায়ুরূপে সকলের অন্তরেস্থিত। "বায়ুর্বৈগৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেন অয়ং চ লোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্ব্বাণি

চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি"। মালা সূত্রবৎ সর্ব্বঘটে মুখ্য প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মাই অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মশীল। তাঁহার স্বরূপ এই সেই আত্মা দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও দ্রষ্টা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও শ্রোতা, মনের অগোচর হইয়াও মন্তা, বুদ্ধি গ্রাহ্য না হইয়াও বোদ্ধা। এইজন্য এই আত্মা হইতে অপর অন্য কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনি অন্তর্য্যামী, অবিনাশী এতদ্ব্যতীত অন্য সব আর্ত্ত অর্থাৎ অসৎ। প্রত্যেক দেহেই যিনি দ্রষ্টা তিনিই শ্রোতা তিনিই মন্তা, তিনিই বিজ্ঞাতা। ইহা সাধারণ লোক-বাক্য হইতেই পাওয়া যায়। যখন কেহ বলে যে আমি এই কলিকাতার কথা বাল্যে শুনিয়াছিলাম ; মানস করিয়াছিলাম কলিকাতা দেখিব সেই আমি আজ তাহা দেখিয়া কলিকাতা কিরূপ তাহা বিজ্ঞাত হইলাম। এখানে কলিকাতার বিষয় শ্রোতা, মন্তা, দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা একই ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তা নহে করণ। যেমন চশমা দিয়া দেখে তেমনি চক্ষু দিয়া দেখে। চশমা ও চক্ষু একই প্রকার করণ মাত্র। তেমনি কর্ণ দ্বারা কেহ শুনে। কর্ণ শুনে না। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা যিনি কার্য্য করেন তিনিই কর্ত্তা। যেমন কাহারও কাহারও দুইখানি চশমা থাকে, দূরের জিনিষ দেখার জন্য একখানি ও নিকটের জিনিষ দেখার জন্য অপরখানি। তেমনি একই দেহে একই দেহী এক এক প্রয়োজনে এক এক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। বৃঃ আঃ ৩।৮ বিদুষী গার্গীর প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;— এতদ্‌বৈতদ্ অক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বনদীর্ঘমলোহিত মস্নেহ মচ্ছায় মতমোঽবায়ুনাকাশম সঙ্গ মরস মগন্ধম চক্ষুষ্কমশ্রোত্র মবাগ্ অমনোঽ-তেজষ্কম প্রণম মুখনমাত্রম্ অনন্তমবাহ্যং ন এতদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতিকশ্চন। অর্থ—ইহাই সেই অক্ষয় পুরুষ, গার্গী, যাহার বিষয় ব্রাহ্মণগণ বলেন—তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত (রক্ত) নহেন, স্নেহ (ঘৃতাদি বাচক) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন- বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমন, অতেজষ্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র (মাত্রা বা সীমাহীন) অনন্ত, অবাহ্য, না সে খায়, না সে খাওয়ায়। নেতি নেতি করিয়া পরিশেষে যিনি থাকেন তিনিই আত্মা (দেহী)।

আত্মাকে জানিতে হইলে যে সাধন-পথে চলা আবশ্যক তাহা যাজ্ঞবল্ক্যকহোল (কৌষিতকী পুত্র) সংবাদে সংক্ষেপে বর্ণিত :—এতং বৈ তম্ আত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ

নির্বিদ্য অথ মুনিঃ। মৌনং চ অমৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ। স ব্রাহ্মণঃ কেনস্যাৎ যেনস্যাৎ তেন ঈদৃশ এব অতোঽন্যৎ আর্ত্তং। অর্থ—ওই আত্মার বিষয় জানিয়া ব্রাহ্মণগণ ভার্য্যাপুত্রাদির ভোগেচ্ছা, বিত্ত ঐশ্বর্য্যালাভেচ্ছা ইহলোক কি পরলোক যশঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ ত্যাগে ভিক্ষাবৃত্তি (সন্ন্যাস) অবলম্বন করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য ত্যাগে বালকবৎ থাকেন। পাণ্ডিত্য ও বালকভাব ত্যাগে মনন জন্য মুনি হন অর্থাৎ মৌন হন। পশ্চাৎ মৌন ও অমৌন ত্যাগে ব্রহ্মবিৎ বা ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ কেন হন যেন হন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি ; ইহারই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। অন্য সব আর্ত্ত অর্থাৎ অলীক।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে (৪।৪) সবা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু স এযোঽন্তর্হৃদয়আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বাস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মনা ভূয়ান্নো এব অসাধুনা কর্ম্মনা কনীয়াম্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপাল এষ সেতুঃ বিধরণ এষাঃ লোকানাং অসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন এতমেববিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধস্মবৈ তৎপুর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাংন কাময়ন্তে কিংপ্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽমাত্মাঽয়ং লোক ইতি। তেঽস্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। সএষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যোনহি গৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতে অসঙ্গো নহি সজ্জতে অসিতো নহি ব্যথ্যতে নরিষ্যতি এতম উহ এব এতেন তরত ইতি অতঃপাপম্ অকরবম্ ইতি অতঃ কল্যাণং অকরবম্ ইতি উভে উহ এব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতেতপতঃ। ২২। তদেতৎঋচা অভ্যুক্তম্। এষ নিত্যোমহিমা ব্রাহ্মণস্য নবর্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎপদবিৎ তংবিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন ইতি তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মনি এব আত্মনং পশ্যতি সর্ব্বং আত্মনং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মনং তপতি বিপাপো বিরজা বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ এনং প্রপিতোঽসি ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায় ইতি॥ ২৩। স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রহ্মভবতি য এবং বেদ॥২০।

অর্থ—প্রসিদ্ধ এই আত্মা মহান্ ও অজ। ইনি বিজ্ঞানময়, ইন্দ্রিয়ে, প্রাণে

ভাসমান হন এবং অন্তঃস্থ হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন। তিনি সকলকে বশীভূত করেন, সকলকে শাসন করেন, তিনি সকলের অধিপতি। ইনি সাধুকর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পান না বা অসাধুকর্ম্ম দ্বারা হীন হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতগণের অধিপতি। ইনি ভূত পালক। ইনি সকল লোকের সম্যক্ ভেদভাব থাকা-সত্ত্বেও একত্র গ্রথিত রাখার জন্য বিশেষরূপে ধারণসমর্থ সেতু স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকেই বেদবচন অধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ দান তপস্যাদি কামনা-নাশক কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হওতঃ ইঁহাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ মৌন বা মুনি হন। ইঁহার জন্যই প্রব্রজ্যাকারী (সন্ন্যাসী) প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। ইঁহার জন্য প্রাচীন বিদ্বানগণ প্রজা (পুত্রাদি) কামনা করিতেন না অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতেন। তাঁহারা বলিতেন ইঁহাকে যাঁরা জানেন তাঁরা ইহলোকে কামচারী হন। পুত্রাদি দ্বারা কি করিবেন? তাঁহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগে ভিক্ষুক হইতেন। নেতি নেতি বিচার অগ্রসর হইলে পরিশেষ্যাৎ এক ব্রহ্মই নিত্য সত্য বিদ্যমান থাকেন। ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। ইনি শীর্ণ হন না, অসঙ্গ জন্য বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না। অবদ্ধ জন্য ব্যথিত হন না, নিত্য বলিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন না। এই সব পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। এজন্য আত্মতত্ত্বজ্ঞ পাপ করিব কি পুণ্য করিব এইসব ব্যাপার হইতে অলিপ্ত রহেন। তাঁহাকে শাস্ত্র বিহিত কৃত কর্ম্ম বা অকৃত কর্ম্ম তাপিত করে না। ঋগ্‌বেদে এইরূপ উক্ত আছে। (বর্ত্তমান বেদে পাওয়া যায় না)। ব্রহ্মবিদের এই মহিমা নিত্য। কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই পরমপদকেই জানিবে। ইহা জানিলে পুণ্য পাপ দ্বারা লিপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মাতেই (দেহেই) আত্মদর্শন করেন। সব আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করে না। ইনি পাপ পুণ্যের অতীত হন। পাপ ইঁহাকে তাপিত করে না; ইনি সর্ব্বপাপকে দগ্ধ করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ, বিচিকিৎস (সংশয় শূন্য) ব্রাহ্মণ হন। ইনিই ব্রহ্মলোক; হে সম্রাট্, তুমি এখন এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তদুত্তরে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, যেহেতু আপনার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞ হইলাম সেজন্য আপনাকে এই বিদেহ রাজ্য দান করিতেছি এবং তৎসহ এই দেহকেও আপনার দাস্য কর্ম্মার্থ দিতেছি। সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা অজর অমর অমৃত (নিত্য)। অবিদ্যার আবরণ রহিত অর্থাৎ অবিদ্যার পরপারে জন্য ব্রহ্মপদ অভয় পদ। যিনি সেই অভয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন তিনি সেই অভয় ব্রহ্মই হন ॥২৫। ইহাই বেদান্ত। ইহাতেই মানব

জীবনের কৃতকৃত্যতা, জীবত্বের পরিসমাপ্তি। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্ জনককে বলিয়াছেন—৪।৩ অত্র পিতাঽপিতাভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহা অভ্রূণহা চাণ্ডালোঽ চাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽ পৌল্কসৎ শ্রমণেষু শ্রমণ স্তাপসোঽ তাপসোনন্বাগতং পুণ্যেন অন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ লোকান্ হৃদয়স্থ ভবতি। যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্নপশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতুতৎ দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যং বিভক্তং যৎপশ্যেৎ। এইরূপ আঘ্রাণ রসাস্বাদন, বাক্, শ্রবণ, মনন, স্পর্শাদি সমর্থ হইলেও ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার তাঁহাতে নাই বলিয়াছেন এবং পশ্চাৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যদ্বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানম্ বৈ বিজানন্ বৈ তৎন বিজানাতি নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তৎ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ॥ ওঁ তৎসৎ॥ ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদংপূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ॥

জীবাত্মা ও পুনর্জন্মবাদ

কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা ও তাঁহার গতাগতি বা পুনর্জন্ম ঋগ্বেদে নাই। উহা পশ্চাদ্ভাবী ব্রাহ্মণাংশে পরিদৃষ্ট হয়। এটী ভ্রান্তিমাত্র। বেদে কেবল পৃথিবীই একমাত্র আবাসস্থান পরিকল্পিত নহে। "যথাকর্ম্মযথাশ্রুতং"; স্বর্লোকে পিতৃলোকে যমলোকে এবং ভূলোকে জীবের গতাগতি হইয়া থাকে। স্থূল শরীর ভস্মীভূত হয় কিন্তু সূক্ষ্ম থাকে। সূক্ষ্মদেহ সহ দেহী যখন উৎক্রমণ করেন তাহাকেই মৃত্যু বলে। উৎক্রমণ করেন বলিয়াই পক্ষিগণের উৎক্রমণ সাদৃশ্যে জীবকে সুপর্ণ বলে। "দাসুপর্ণা" সুপ্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে যেমন মনুষ্যত্ব, তেমন দেবত্ব, তেমন পিতৃত্ব অবস্থা স্বীকৃত। কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে। ঋ ১।৩৮।৪ ও ১০।৭৭।২ মন্ত্রে পাওয়া যায় মরুৎগণ মর্ত্য অর্থাৎ মনুষ্য ছিলেন; কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১।১৬১।২, ১।১১০।২ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋভূগণ অঙ্গিরস সুধন্বার পুত্র কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১।৭১।২, ১০।১৪।৪, ১০।১৪।৬ ইত্যাদি মন্ত্র হইতে অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, ভৃগু ইহারা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ১০।১৬।২, ১০।১৪।২ মন্ত্রে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গমন ও পিতৃগণ সহ মিলনের উক্তি আছে। ১০।৫৬।১, ১০।১৬।৪ মন্ত্রে এবং ১।১৬৪।২০, ৩০, ৩৮ মন্ত্রে দেহে এক অজ জ্যোতির্ম্ময় দেহী থাকার উক্তি সুস্পষ্ট। ১০।৮১।১, ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে

কারণরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বর্ণিত আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ৪০ অধ্যায়ে যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি বাক্য অতীব সুস্পষ্ট। ঋ ১০।১৪।৮ সংগচ্ছস্বপিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টপুর্ত্তেন পরমেব্যোমন্। হিত্বা যা ঽবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ। ইহাতে কর্ম্মফলে নূতন দেহ লাভ ও পিতৃগণের সহিত মিলনের কথা আছে। ঋ ১০।৫৬।৩ মন্ত্রে উত্তম স্বর্গে সূর্য্য সহ একীভূত হইবার বিষয় বর্ণিত আছে। ১০।৫৮।১ মন্ত্রে পুনরায় ইহলোকে বাস করার উক্তি আছে। ১০।৯০।৪ মন্ত্রে "পাদোঽস্য ইহ ভবৎ পুনঃ" বাক্য স্পষ্ট পুনর্জন্মবাদ। ১০।১৭৭।৩ মন্ত্রে অপশ্যং গোপাং অণিপদ্যমানং আচ পরাচ পতিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥ জীবের নানা গতি বর্ণিত। ১০।৫৯।৭ মন্ত্রে পুনর্নঃ আসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনঃ অন্তরিক্ষম্। পুনর্নঃ সোম স্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষাপথ্যাং যা স্বস্তিঃ। ইহাও পুনঃ দেহ পাইবার বিষয়ক। ১০।১৬।৫ মন্ত্রে অবসৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আয়ুর্বসান উপবেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ॥ ইহাতেও পুনঃ তনু পাইবার উক্তি স্পষ্ট। ঋ ১।৭২।৩ নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ান্ যসূদয়ন্ত তন্ব সুজাতাঃ। ৮।৮৬।৩ মন্ত্রে কৃষ্ণপুত্র বিশ্বক তাঁহার মৃত পুত্রের দর্শন পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে পুনর্জন্মবাদ পশ্চাদ্ভাবী, এই কথাটী যে ভ্রান্তি তাহা বলা যায়। শতপথ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় যেমন খোলাখুলি লেখা আছে, উপরি উক্ত মন্ত্রে তত স্পষ্ট নয়। আরও পিতৃযান পথ ও দেবযান পথে গতির বিষয় কত স্থানেই উল্লেখ আছে ঋ ১।১৮৩।৬, ৩।৫৮।৫, ১০।১৮।১, ১০।৮৮।১৫, ১০।২।৩, ১০।৮৫।১৫, ১০।২।৭ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন কর্ম্মফলে বিভিন্ন পথে গমন ১০।১৭৭।৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। তত্রাচ বর্ত্তমান ঋগ্বেদ খণ্ডমাত্র। অলমিতি বিস্তরেন।

বৈদিক মধুতত্ত্ব

মধু এই শব্দটী অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মধু অর্থ পুষ্পের সার রস। মধু সুরস, তাই আনন্দপ্রদ। প্রাচীন ঋগ্বেদে এই মধুশব্দ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। রস মধুর দৃষ্টেই তৈত্তিরীয়ে পরমাত্মাকে "রসোবৈসঃ" বাক্যে বিশেষিত করিয়াছে। তদ্রূপ মধু শব্দটীও ব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ ঋগ্বেদে আছে। ঋ ১।১১৬।১২ মন্ত্রে দধ্যঙঽহবন্মধ্বাথর্ব্বণোবামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রমদীমুবাচ, অথর্ব্বাতনয় দধ্যঙ যে মধু অশ্বশিরে তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়) বলিয়াছিলেন। ১।১১৭।২২ মন্ত্রে দধিচী ত্বাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত মধুবিদ্যা অশ্বিদ্বয়কে প্রদানের উক্তির

আছে ; এবং বৃহদ্ আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই মধুবিদ্যা বর্ণিত আছে ; উহাকে মধুব্রাহ্মণ বলে। তাহাতে মধু যে আত্মা বা ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে না। ঋ ১।৯০।৬-৯ মন্ত্রে "মধুবাতাঋতায়তে" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বত্র এই মধু বা ব্রহ্ম দর্শনের কথা আছে যেমনটী গীতাতে ৪।২৪ শ্লোকে আছে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম" ইত্যাদি। ঋ ৫।৭৫ সূক্তে অশ্বিনীদ্বয়কে মাধ্বী বলা হইয়াছে অর্থ মধু বিদ্যাবিশারদ। বর্ত্তমান ঋগ্বেদে মধু-বিদ্যার উল্লেখ থাকিলেও বিদ্যাটী নাই। বৃহদারণ্যক হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়ং অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শরীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ যোঽয়ং আত্মা ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বং ॥ অর্থ—এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু (সার), ভূতসকলও এই পৃথিবীর মধু, পৃথিবী অভিমানী যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সেই এই, যিনি আত্মা ; এই অমৃত, ইনিই সব। এইরূপে ঋষি আপে ও তদভিমানী দেবতায়, অগ্নিতে ও তদভিমানী দেবতায়, বায়ুতে ও তদভিমানী দেবতায়, আদিত্যে ও তদভিমানী দেবতায়, দিক্‌সমূহে ও তদভিমানী দেবতায়, চন্দ্রে ও তদভিমানী দেবতায়, বিদ্যুতে ও তদভিমানী দেবতায়, মেঘে ও তদভিমানী দেবতায়, আকাশে ও তদভিমানী দেবতায়, ধর্ম্মে ও তদভিমানী দেবতায়, সত্যে ও তদ্‌ভিমানী দেবতায়, মনুষ্যে ও তদভিমানী দেবতায়, এই মধু বা আত্মার দর্শন বর্ণন করিয়াছেন। এই মধু ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তিকালে ঋষি বলিয়াছেন, অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যাত্মনঃ সর্ব্বানি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদংসর্ব্বম্। ইদং বৈতন্মধুদধ্যঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যাম্ উবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্ অবোচদ্ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ইতি অয়ং বৈ হরয়োঽয়ংবৈদশ চ সহস্রানি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বমপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিতি অনুশাসনম্। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু··· তে বা এতে রসানাং রসাঃ। বেদা হি রসাস্তেষাং এতে রসাঃ তানি বা এতানি অমৃতানামমৃতানি। অথর্ব্ববেদের প্রথমকাণ্ডের ৩৪ সূক্তে মধুবিদ্যা

উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মধু বা ব্রহ্মের তত্ত্বখ্যাপনে সর্ব্ববেদের সমন্বয়; যাহা বাদরায়ন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বয় দ্বারা বলিয়াছেন। যখনই কাহারও চিত্তে এই মধু বা রস স্বরূপ ব্রহ্মের বিকাশ হয় তখনই তাহার শিবতম বা কল্যাণতম অবস্থা। তখন সেই শান্তরস-রসিত পুরুষ চিরশান্তি প্রাপ্ত হন। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি॥ পশ্চাৎবর্ত্তী-কালে সংস্কৃত সাহিত্যে নানারস বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একমতে আটরস—রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌভয়ন্তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ ক্রমাদমী। ইহাতে শান্তরস অলৌকিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই। অপর মতে নবরস,—শৃঙ্গার বীরবীভৎসরৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ। করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নব নাট্যারসাঃস্মৃতাঃ॥ ইহাতে শান্তরস গৃহীত হইয়াছে। অন্যে দশ রস বলেন,—শৃঙ্গারবীর করুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ। বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যাং শান্তশ্চেতি রসাদশঃ॥ এঁদের মতে বাৎসল্য নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। রতি বা শৃঙ্গার সর্ব্বমতেই প্রথম গৃহীত হইয়াছে; এজন্য উহা আদিরস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। শান্তরস উক্ত উভয় মতেই শেষে স্থাপিত। কারণ উহা সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক রস পরিসমাপ্ত হইলে উদ্ভূত হয়। মুকুট নামক অভিধানে শান্তস্ব-লৌকিক বলা হইয়াছে। সেজন্য লৌকিকরস গণনান্তে শান্তরসের স্থান হইয়াছে। সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্য বলিয়া উহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর কল্পনায় প্রেমের মিলনের মধুরভাব বলা হইয়া থাকে। শৃঙ্গারাদি লৌকিকরসে মন ও প্রাণের একটা চঞ্চলতা বা উদ্বেলতা থাকে। মিলনবিরহ ভয়দ্বেষাদি জনিত উত্তেজনা চিত্তকে ম্লান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু শান্তরসে চিত্তপ্রশান্ত ও নির্ম্মল করে, উহা অভিস্থির গম্ভীর। শ্রীধরস্বামিজী ভাগবতের ১০।৪৩।২৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "শান্তঃ" স প্রেম ভক্তিকঃ।" অন্যত্র আছে—"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা। নদ্বেষরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা॥ রসঃ স শান্তঃ কথিতো-মুনীন্দ্রৈঃ। সর্ব্বেষু ভাবেষু সমঃ প্রমাণঃ॥ বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "তজ্জলা-নীতি শান্ত উপাসীত"। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ স্বরূপ তাঁহার উপাসনা শান্ত হইয়া করিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত ব্যাপার অন্তে যখন কোন বিষয় চিত্তে ভাসে না তখন শান্ত চিত্ত হয়। তখন মধুর ব্রহ্ম চিন্তন। বেদান্তে আছে "শান্তা ঘোরা স্তথা মূঢ়া মনসোবৃত্তয়স্ত্রিধা"—অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসকল সত্ত্ব, রজ, তমগুণ ভেদে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, রজঃ চঞ্চলতাত্মক ও তমঃ নিদ্রামোহাত্মক। ব্যবহারিক সত্ত্বায়

যে সব রস কল্পিত হয় তাহা রজঃ ও তমোজাত সুতরাং ঘোর মূঢ় ভাবপ্রধান। শ্রীমদ্ভাগবদাদি শাস্ত্রেরাস লীলাদির বর্ণনা যেরূপ আছে তাহা কামরাগ সমন্বিত আদিরসাশ্রিত বলিয়াই বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থের ৭।১।৩০ শ্লোকে "গোপ্য কামাৎ", ১০।২৯।১১ শ্লোকে "তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" বাক্য পাওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় গোপীগণ জারবুদ্ধিতে কামভাব চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট-চিত্তা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণে অব্যভিচারিনীভক্তি হইলে ঐ গ্রন্থের ১০।৬৫।১৭ শ্লোকে,—দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধু মাধবেমব চ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ এই উক্তি পরিদৃষ্ট হইত না। উক্ত গ্রন্থের ১০।২৯।২৬ শ্লোকে "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" ॥ এইরূপ উপদিষ্টা হইয়াও কাম মোহাবিষ্ট পতিপুত্রবতী গোপীগণ হৃদয়ের উদ্বেল কামভাব দমনে সমর্থা হন নাই। পরদারাভিমর্ষণরূপ সেই রাস ক্রীড়ার বিষয় জ্ঞাতে পাছে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থ ভগবান যে যে গোপী স্বামী বা পিতৃ সকাশ হইতে গমন করিয়াছিলেন তৎ তৎ স্থানে সেই সেই ব্যক্তির পার্শ্বে এক এক মায়িক গোপী স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ ১০।৩৩।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়—রামাবতারে তাপসগণ ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থী হইলে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এখন নয় পশ্চাৎ কৃষ্ণাবতারে আপনারা স্ত্রীমূর্ত্তি গ্রহণে প্রার্থী হইলে আলিঙ্গনাদি সুখ পাইবেন। সেই আলিঙ্গনাদিকামী তাপসগণই গোপীগণ। বৃন্দাবন ত্যাগে ভগবান কংস-নিধনাদি রাজকার্য্য সমাপনের জন্য গমন করেন। পশ্চাৎ আর বৃন্দাবনে আগমন করেন নাই। বহুকাল গতে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে যদুপতি যাদবগণসহ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হন। নন্দাদি গোপগণও গোপীগণসহ তথায় আগমন করেন। এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ সেই তাপস গোপীগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। উহা উক্ত গ্রন্থের ১০।৮২।৪৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে—"অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীবকোশাস্ত মধ্যগন্॥" অর্থাৎ ভগবান্ গোপীগণকে তাঁর পরিচ্ছিন্ন নশ্বর দেহের চিন্তা ত্যাগে তাঁহার যে অব্যক্ত সর্ব্বগত বিষ্ণুপদ তাহা অনুধ্যান করিতে বলেন। যেমন গীতা ৭।২৪ শ্লোকে আছে "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং॥" ঐ ৮।২১ শ্লোকে "অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ইহ জন্ম ও পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে গোপী-

রূপী তাপসগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ শিক্ষিত হইয়া পঞ্চকোশের অতীতে তাঁহার "প্রপঞ্চোপশমংশান্তংশিবমদ্বৈতম্" যে পরম পদ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্ম-বৈর্ত্ত পুরাণেও দৃষ্ট হয়—"ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তং তৎপরায়নম্।" ব্রহ্ম খণ্ড ১৯।২৩।২। অর্থ সেই শান্ত তদ্‌বিষ্ণোঃ পরম পদ শান্ত রসে রসিত চিত্ত বৈষ্ণবগণ ধ্যানপরায়ন হন। উক্ত পুরাণে আরও বর্ণিত আছে ব্রহ্ম খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—

আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী। ৫৩
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা।
শুদ্ধা সত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী। ৫৬

উক্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে—

আবির্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দ দাবর্ঘ্যং প্রভোঃ পদে॥ ২৫
রাসেসংভূয় গোলকে সাদধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্‌ভির্দ্বিজোত্তম॥ ২৬
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আবির্বভূব প্রাণেভ্যেঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরিয়সী॥ ২৭

উক্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৪৯।৩০—

ক্রুদ্ধা শশাপ সা দেবী সুদামানং সুরেশ্বরী।
গচ্ছত্বমাসুরীং যোনিং গচ্ছ ক্রূরমতে দ্রুতম্॥

ঐ প্রকৃতি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে—৭৭-৫০

অথ সা কৃষ্ণ শক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্‌গর্ভং দধাহ চ। ৪৭
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারা লয়ং পরম্। ৪৯ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের মুখ, মন, বুদ্ধি ও রসনা হইতে যথাক্রমে সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। পশ্চাৎ দেবীগণসহ রাসমণ্ডলে গমন করিলে তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে প্রাণসকল সম্ভূত রাধার উৎপত্তি হয়। মুখাদি উত্তমাঙ্গ ও পার্শ্বদেশ মধ্যমাঙ্গ বলিয়া গণ্য। পঞ্চ কোশ বিবেকে মন বুদ্ধি হইতে প্রাণময় কোশ বহিরঙ্গ বটে। ইনি রাসমণ্ডলে জন্মিবামাত্রই পুষ্পান্বেষনে ধাবিতা হন; এজন্য তাঁহার "রাধা" এই নাম হয়। বেদে, মহাভারতে, রামায়ণে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে "রাধা" নাম দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত

ব্রহ্ম খণ্ড ৫।২৫, ২৬ শ্লোকে রাধা নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণিত। ঐ ব্রহ্ম খণ্ডে ৩।৫৬ শ্লোকে আছে যে সরস্বতী শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা শান্তা। তিনি উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণে স্থিতা হইয়াই তাঁহার স্তব করেন। ধাবিতা হন নাই। ঋ ১।৮৪।২ মন্ত্রে "ঋষীনাংচ স্তুতী রূপ যজ্ঞং চ মানুষানাম্।" অর্থ—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের জ্ঞানগর্ভ স্তুতিই যজন আর সাধারণ মনুষ্যের দ্রব্য-যজ্ঞ, অর্থাৎ পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং ইত্যাদি সংগ্রহের দ্বারা লোকে আরাধনা করিয়া থাকে। বহিরঙ্গজাত রাধার কার্য্যও বহির্মুখী। উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ২৮।১৯ শ্লোকে আছে—"তচ্ছ্রুত্বা রাধিকা সদ্যোমুমোহমদনাতুরা।" শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে রাধা কামার্ত্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হন। এখানেও রাসের পর শ্রীকৃষ্ণ অণ্ড প্রসবকারিণী (৪৯) রাধাকে তাঁহার সর্ব্বগত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ করেন ; ঐ জন্মখণ্ড ৬৭।৪৫

"অহং সর্ব্বান্তরাত্মা চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিদ্যমানশ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রাদৃষ্ট এব চ ॥"

অর্থ—আমি সকলের অন্তরাত্মা, সর্ব্ব কর্ম্মে নিলিপ্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বত্রই অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকি। পুর্ব্বোক্ত বচন দৃষ্টে জানা যায়, সপত্নী বিরজার সহায়ক বোধে কোপবতী হইয়া সুদামাকে অভিশাপ প্রদান করেন। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। গীতা ৩।৩৭ ফুলধনু মদনের নেতৃত্বে ফুলশর সৌরভাঘাতে আদি রসাশ্রিত ব্যাপার, আর মদনভস্মে শান্ত শিবতম মধুতত্ত্বের বিকাশ ঘটে। পুর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ও ভাগবতের শ্লোক যাহা ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা এই পাই যে প্রাণাদি কোশরূপ উপাধি যোগে জীবত্ব এবং সাধনা দ্বারা সেই কোষ চতুষ্টয়ের অতীতে যে পরমতত্ত্ব তাহাই লভ্য। যেমন সলিলে বায়ুরূপ উপাধি যোগে বুদ্‌বুদের উৎপত্তি ঘটে, পশ্চাৎ বায়ু নিষ্কাশিত হইলে উহা জলেই লয় হয় তদ্বৎ কারণ-সলিলশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু হইতে প্রাণাদি উপাধিক রাধা রূপ জীব জাত হয় এবং আরাধনা দ্বারা উপাধিলয়ে কারণ যে পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহা সহ একীভূত হইয়া যায়। ইহাই যুগল মিলনের প্রকৃত তাৎপর্য্য। জীবত্বের অবসানসূচক জন্যই বৈষ্ণব কীর্ত্তনাদি মিলনে পরিসমাপ্ত করিতে হয়।

বহিরাগত রাধা তাঁহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেই ভগবানের পুর্ণত্ব। মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে "কৃষির্ভূ বাচকো শব্দঃ। নিঃ তু নির্বিত্তি-বাচকঃ। তয়োরৈকঃ পর ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" এই জীব ও রাধা পরমাত্মা কৃষ্ণ এবং এতদুভয়ের একতা প্রাপ্তি, ইহা অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতীকে ঢালাই করা

মাত্র। এই যে বৈষ্ণবগণের পরমতত্ত্ব তাহা শান্ত রসে লভ্য—ইহা অভিনব কালের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ২২ পরিচ্ছেদে ধৃত ভাগবতের ২।৭।৪৬ শ্লোক হইতে আমরা পাইতেছি—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ম্ প্রতিবোধমাত্রং।
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং॥
শব্দো ন যত্র পুরুষঃ কারকবান্ ক্রিয়ার্থো।
মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ।
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকং॥

অর্থ—এই আত্মতত্ত্ব শুদ্ধ, নিত্য, শান্ত, জ্ঞান স্বরূপ মাত্র এবং সম অভী সৎ অসতের পরে স্থিত। এই পরম পুরুষের নিকট মায়া (সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায়) তার হাব ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। কুল স্ত্রীর ন্যায় লজ্জায় দূরে পলায়ন করে। রাজস ও তামস শৃঙ্গারাদি অন্যান্য রসোদ্ভূত ভাব নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি তুরাস্তাং সেখানে শব্দের স্থান নাই। এই সেই তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদ অজস্র সুখ বা আনন্দ স্বরূপ ; সেখানে শোকের স্থান নাই। তাহাই ব্রহ্ম পদ।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ধৃত—

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃন্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে।

অর্থ—পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষরূপে বিশুদ্ধ হইলে এবং প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাব ধারণ করিলে সেই নির্ম্মল চিত্তেই পরম পুরুষ প্রকাশিত হন। এইরূপ চিত্ত হইতে সকল কাম তৃষ্ণাদি বিদূরিত হইয়া যায়। কঠ-শ্রুতিতে আছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতো ন্নাশান্তো নাসমহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ—দুশ্চরিত্র অসমাহিত অশান্ত ব্যক্তি জ্ঞান যোগে ব্রহ্ম লভে সমর্থ হয় না। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠ। অর্থ—হৃদয়াশ্রিত কামনা রাশি হইতে যখন মিমুক্ত হয় তখনই মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহলোকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। পুষ্পরস অর্থাৎ মধু আহরণে ব্যস্ত মধু মক্ষিকার গুঞ্জন ততক্ষণই শ্রুত হয় যতক্ষণ না সে মধুর আস্বাদ পায়। মধুর আস্বাদ পাইলে সে স্থির অচঞ্চল হয়, গুঞ্জনাদিও

বদ্ধ হইয়া যায়। সে শান্তরসের রসিক হইয়া পড়ে। তখন রজনী সমাগমও সে জানিতে পারেনা। কিম্বা পুষ্পমধ্যেই আবদ্ধ হইতেছে তাহাও তার চিত্তে জাগেনা। অর্থাৎ তাহার শারীরিক চিন্তাও তখন আসে না। তদ্বৎ রজো-গুণাত্মক ক্রিয়া উপাসনাদিতে যতক্ষণ চিত্ত রত থাকে ততক্ষণ নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। কিন্তু যখন চিত্ত ধ্যান সমাধিতে আত্মস্থ হয় তখন বাহ্য বিষয় সে ভুলিয়া যায় তখন শান্তরসে রসিত হইয়া সে চির শান্তিপ্রদ আত্মানন্দের আনন্দ স্বরূপ হইয়া যায়। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—২।৭১

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

অর্থ—যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগে নিস্পৃহ হইয়াছেন, জাগতিক পদার্থে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে মধু শব্দটীর প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা, যিনি সারাৎসার পরাৎপর, রসস্বরূপ। তাঁহাতে একীভূত হওয়ার ভাবই মধুর ভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি। ঘোর মূঢ় চিত্তবৃত্তি আশ্রয়ে আদিরস ঘটিত যে ভাব দাম্পত্য ব্যবহারোৎপন্ন তাহা মধুর ভাব নহে। তাহাতে মধু শব্দের ব্যবহার, শব্দের অপব্যবহার মাত্র। অলৌকিক শান্তরসেরঅধিকারী যে শান্তি লাভ করেন যাহাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয় তাহাই মধুরভাব। প্রপঞ্চোপশমংশান্তং শিবমদ্বৈতম্। ওঁতৎসৎ।

বেদে শিবতত্ত্ব

বর্ত্তমানে গৌরীপট্ট বা সর্প বেষ্টিত শিবলিঙ্গই সচরাচর পুজিত হইতে দেখা যায়। গৌরীপট্টরূপ যোনি-চিহ্ন ও সর্পবেষ্টন উভয়ই অনার্য্য হইতে আগত এরূপ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন এবং অস্মদ্দেশীয় তৎ শিষ্য সেবকগণও সঙ্গে সঙ্গে দোহারদিগের ন্যায় তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন। মাদ্রাজে স্থানে স্থানে চবুতরাতে বহুসর্পমূর্ত্তি ঘন সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনার্য্যগণ পুজা করে। এমতাবস্থায় যে শিব "সর্পৈভূষিত কলেবর" তাহা যে অনার্য্যাগত এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণু সহস্র-ফণাসর্প-শয্যাশায়ী হইলেও এপর্য্যন্ত উহা অনার্য্যাগত কেন যে বলেন না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশেষতঃ ঋগ্বেদে ৭।২৭।৫ ও ১০।৯৯।৩ মন্ত্রে শিশ্নদেবগণের নিন্দাসূচক বাক্য আছে। শিশ্ন অর্থ—লিঙ্গ, সুতরাং উহা লিঙ্গ-পূজা বিরোধী। অনার্য্য সেবিত জন্যই ঐ মন্ত্রে ঐপ্রকার গ্লানিকর কথা আছে।

বিশেষ মিঃ মাক্‌ডোনাল্ড ও প্রফেসর কেইথ্ বলিয়াছেন যে শিব, মহাদেব ও ঈশান শব্দ ঋগ্বেদে নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে নাই; সুতরাং পশ্চাৎকালে উহা আর্য্যগণ অনার্য্যসহ সন্ধি বন্ধনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব যুক্তি খণ্ডন সম্ভবপর মনে হয় না। পুরাণে শিব সংহার কর্ত্তা। রুদ্র শব্দটী শিবের প্রতিশব্দ মাত্র। ঋগ্বেদে রুদ্র সংহার কারক। তাই রুদ্র অর্থ—রোদয়তি ইতি রুদ্র। যাঁহার কার্য্যে প্রজাগণ রোদন পরায়ণ হয়েন তিনিই রুদ্র। সংহার বা বিনাশ প্রজাগণের মনঃপূত নহে। সৃষ্টি বা উৎপত্তি তাঁহাদের খুব মনঃপূত। শিব সংহার কর্ত্তা সুতরাং তাঁহার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। ভয়ে তাঁহার বিনাশ কার্য্য স্থগিতের জন্য প্রার্থনা আর প্রীতির সহিত আপনার চেয়েও আপনার করিয়া উপাসনায় অনেক প্রভেদ। যাহা ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হয় তাহা আমার ইষ্ট নহে। না করিলে নয় বলিয়া করা। এজন্য সংহারকর্ত্তা রূপে শিবকে ইষ্ট করিয়া পূজা না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তারূপে পূজন ইষ্ট বা বাঞ্ছিত থাকায় শিবকে ইষ্ট করিবার প্রণালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাহির করিয়া লইয়াছেন। গীতাদিতে আছে "মম যোনির্ম-হদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" ইত্যাদি বাক্য পথ দেখাইয়াছে। এই পৃথিবীতে লিঙ্গ যোনিতে যোজিত হইয়া প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায়। যাহা ব্যষ্টিতে তাহাই সমষ্টিতে। মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় প্রাপ্ত হয় তখন সংহার কর্ত্তা লয় প্রাপ্ত হন না। "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু"। রুদ্র বা সংহারক শিব তখনও বর্ত্তমান থাকেন। প্রলয় অন্তে পুনঃ যে সৃষ্টি তাহা যিনি ছিলেন তাঁহা হইতেই হইবে। তিনি প্রকৃতি বা স্বীয় শক্তিতে গর্ভাধান করেন তাহাতেই প্রকৃতি "সূয়তে স চরাচরম্"। প্রকৃতি বা শক্তিই তাঁর যোনি। সুতরাং শিবলিঙ্গ ও শক্তি এক প্রতীকে দাঁড় করান হইল—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"। এই যোনিই পার্ব্বতী বা গৌরীরূপ পট্ট অর্থাৎ চাকচিক্যময় আবরণ। ইহা দ্বারা শিব আর সংহার কর্ত্তা রহিলেন না। "অহংবীজপ্রদঃ পিতা" বা সৃষ্টি কর্ত্তা হইলেন। প্রজাগণের মনোরঞ্জক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতীক লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল। ওঁকার ব্রহ্মের প্রতীক; ব্রহ্ম একাধারে সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কারণ। বেদান্তে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা কেবল ইহা সূচিত নয়, শ্রুতিতে "তজ্জলানি" (তৎ জ তৎ ল তৎ আনি অর্থাৎ জ—জন্ম, ল—লয় ও অন প্রাণ বা রক্ষণ) এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে অথবা বিস্পষ্টভাবে তৈত্তিরীয়ে—"যতো বা ইমানি ভূতাণি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভি সংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম" ইহা সূচিত করে। এই ওঁ কুণ্ডলীকৃত সর্পাকার বিশিষ্ট। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি। ব্রহ্ম ও

তৎ শক্তি একীভূত অবস্থায় ওঁকারে স্থান পাইয়াছেন। ওঁকারে যে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বিন্দু সংযোগ আছে তাহাই ব্রহ্ম ও নীচের অংশ শক্তি ভুজগাকার। ব্রহ্ম অণু হইতেও অণু, প্রকৃতির পরে স্থিত। ঐ বিন্দুই অণু ব্রহ্ম এবং নিম্নস্থিত ওঁকার শক্তি। মধ্যে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতিরূপ কুল বা সীমা রেখাস্থিত। এই কুলের নীচে কুণ্ডলাকার জন্য শক্তি কুলকুণ্ডলিনী। এই ভুজগাকারা ওঁকারাকৃতি শক্তি বেষ্টনই শিবের সর্পরূপ ভূষণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ওঁকার পশ্চাৎভাবী, কেহ কেহ বলিয়াছেন; কথাটি ঠিক নহে; ঋগ্বেদের ১০।১৩৬ "অক্ষরেণ প্রতিমিম এতাম্ ঋতস্য নাভাবধিসম্পুনামি" দ্রষ্টব্য। ওঁ উচ্চারণের দ্বারা শোধন করার বিধি। ব্রাহ্মণাংশে সর্ব্বত্র ওঁকার উপাসনা দেখা যায়; যদ্যপি সৃষ্টি ও সংহারে বিপরীত সম্বন্ধ, সমুচ্চয় সম্ভবে না। তথাপি শিবতত্ত্বে এতদুভয়ের সম্মেলন কোন কোন মতবাদী দেখিয়া থাকেন। সৃষ্টি, কার্য্য ও গতি, কর্ম্মপর, সচল। সংহারে যাঁর স্থিতি তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; সর্ব্বব্যাপী জন্য অচলং ধ্রুবং। তাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। কর্ম্মকুশল প্রজাপতি দক্ষ কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত, তাঁহার রাজ্যে জ্ঞান স্বরূপা ব্রহ্ম বিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী মৃতদশা প্রাপ্ত। পুনঃ বেদান্তকেশরী বীরভদ্রের বীর গর্জ্জনে কর্ম্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড। দক্ষের চৈতন্য লাভে অজ যে শিবতত্ত্ব তাহা তাঁহার মস্তকে স্থান পাইল। ইহাই দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যক্ষের অজ মুণ্ড লাভ। সৃষ্টি প্রবৃত্তি মূলক। অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকেন তাহাই প্রবৃত্তি। আর সংহার কর্ত্তার সংহার চিন্তন নিবৃত্তিমূলক। ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্তি। যখনই ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিবৃত্ত, তখনই জগতের লয়, যেমন গাঢ় নিদ্রায়, যোগে, ধ্যানে ও সমাধিতে। যোগশ্চিত্ত-বৃত্তির্নিরোধঃ। চিত্তবৃত্তিরনিরোধ অর্থই ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত। যখনই এই ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখনই লয় বা সংহার। তখন থাকেন যিনি তিনিই শিব। "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" "যদাত-মস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছি ব এব কেবলঃ।" যখন অতম অর্থাৎ তম নাই, দিবা রাত্রি নাই, সৎ অসৎ (মূর্ত্ত অমূর্ত্ত) নাই তখনই কেবল শিবতত্ত্ব উদ্ভাসিত। শিব হইতেই যদি সৃষ্টি তবে বিষ্ণু কি করেন? গীতাতে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুর অবতার, বলিয়াছেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো, লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।" ১১।৩৭। আমিই সংহার কর্ত্তা মহাকাল এখানে সংহার করিতেই আসিয়াছি। আমিই ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক বায়ুলোক বরুণলোক নরলোক অন্তরিক্ষলোক ইত্যাদি সকল লোক ক্ষয়কারী। পুনরায় ১৩।১৬ শ্লোকে

"ভূত ভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ।" অর্থাৎ আমি ভূতগণের পালক, আমিই তাহাদিগকে গ্রাস করি ও তাহাদের স্রষ্টা। যেমন সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ যাঁহা হইতে কল্পিত হয় তিনি ব্রহ্ম, তদ্বৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বাচী। শিবও পরমাত্মা বাচী। ভেদ-বুদ্ধির স্থান এখানে নাই। রজঃপ্রধান হইলে ভেদবুদ্ধি হয়। গীতা ১৮।২১ পৃথক্ত্বেনতু যজ্‌ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষুভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্॥ এ হেন শিবতত্ত্বে সৃষ্টি দর্শন যে বিপরীত দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন এই যে শিবলিঙ্গ ইহা কি ঋগ্বেদের শিশ্নদেব? যদি শিশ্নদেব হন তবে তাহা বেদ-সম্মত নহে বলিতে হইবে। যদি শিব ব্রহ্মের নামান্তরমাত্র হয় তবে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহার অবস্থা, নিষ্ক্রিয়, তিনি নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী তাঁহার আবার প্রতীক কি? এই শিবলিঙ্গ ব্যাপারটী কি? শ্রুতিতে ব্রহ্ম কিরূপ? উত্তরে বলা হইয়াছে খং ব্রহ্ম। অর্থাৎ আকাশবৎ ব্রহ্ম। আকাশের ন্যায় ব্যাপক ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম। অথবা নেতি নেতি বিচারে যিনি পাতিরশেষ্যাৎ লভ্য, তিনিই ব্রহ্ম। তদ্ব্যতীতু মায়া, তমঃ, অসৎ, প্রকৃতি, প্রধানা, অব্যক্তা, অব্যাকৃতা অবিদ্যা, মূলা, তুলা, ভূচ্ছ্যা, ইত্যাদি কোন নামধেয় কিছু ছিল না বা নাই বা হইবে না। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ ঘটে। এবং সৃষ্টির তিনিই কারণ বলায় সাংখ্যাদি দ্বৈত মতবাদ সকল নিরস্ত হয়। এবং এই সৃষ্টিআদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করার জন্য তাঁর চারিটী অবস্থা পরিকল্পিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা পরব্রহ্ম। যখন তিনি সৃষ্টি ইচ্ছা করেন তখন ঈশ্বর। যখন সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন তখন হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। যখন স্থূল প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন তখন তিনি বিরাট বৈশ্বানর আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই সকল অবস্থা সমষ্টিগত অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একই আছেন এই কল্পনায়। আবার তাঁহার ব্যষ্টি বা জীবভাব। তাহাতেও চারিটী অবস্থা কল্পিত হয়। জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস, সুষুপ্তিতে (গাঢ় নিদ্রায়) প্রাজ্ঞ এবং সমাধি অবস্থায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ব্রহ্ম ভাব। এই সমষ্টি ব্যষ্টি অবস্থাত্রয় ঔপাধিক। উপাধি বহিরাগত হইয়া থাকে; যেমন স্যর বা ডক্‌টর উপাধি সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগত হয়। বহিরাগত মায়া উপাধিবশে ঈশ্বরাদিভাব। অবিদ্যা উপাধিবশে জীবভাব। ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ঈক্ষণ করেন বা দেখেন তখন সৃষ্টি, আর যখন দৃষ্টি থাকে না নিদ্রাভাব তখন প্রলয় হয়। দৃষ্টিতেই সৃষ্টি। যখন জাগ্রত তখন

ইন্দ্রিয় ব্যাপার চলে তখনই জগৎ ভাসে অর্থাৎ সৃষ্টি। আর যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত হয়, তখন নিদ্রা বা প্রলয়। সুতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। তটস্থ লক্ষণ সেইটী যেটী ক্ষণস্থায়ী; কখন থাকে কখন থাকে না। আর তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ যে লক্ষণের কদাপি কোন ব্যত্যয় ঘটে না, নিত্যকাল একরূপ থাকে। যেমন অমাবস্যার চন্দ্র। উহাকে চন্দ্রের নিত্য কলা বলে। অর্থাৎ উহা চন্দ্রের স্বরূপ। চন্দ্রমার ঐ রূপের ব্যত্যয় ঘটে না। এজন্য উহাকে স্বরূপ-লক্ষণ-যুক্ত চন্দ্র বলে। আর পূর্ণচন্দ্র তটস্থ লক্ষণ, উহা কখনো থাকে, কখনো থাকে না। উহা সোপাধিক। চন্দ্রের বাহিরে যে সূর্য্যালোক তদ্দারা উহা আলোকিত। পূর্ণচন্দ্রে সূর্য্যালোক উপাধি। যাঁহারা উপাসনাদি করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরব্রহ্ম, কেহ ঈশ্বর, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ বিরাটের উপাসনা পরায়ণ। এজন্য বিষ্ণু বা শিব নামে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও নির্গুণ সগুণ ভেদে উপাসনা ভেদ আছে। প্রতীকভেদও আছে। কেহ কেহ দ্বৈতাদ্বৈতে সগুণে নির্গুণে মিশ্রিত প্রতীকের উপাসক। শিব উপাসনায় যে শিব কল্পিত হন তাঁহার চিহ্ন লিঙ্গ বা প্রতীক সম্বন্ধে—"আকাশা লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাম্ লায়নাৎলিঙ্গমুচ্যতে" এই শ্লোকটী পুরাণে উক্ত আছে। অর্থ—সেই ব্রহ্মস্বরূপ শিবতত্ত্বের লিঙ্গ বা চিহ্ন আকাশ হইতে পারে। পৃথিবী তস্য পীঠিকা বাক্য বুঝিতে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে যে বর্ণনা আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। [allusion না জানিলে context বুঝা যায় না] শ্রুতিতে বহুস্থানে বিরাট পুরুষ যিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপী তাঁহার মস্তক দ্যৌ (স্বঃ) চন্দ্র, সূর্য্য তাঁহারচক্ষু, অন্তরিক্ষ (ভূব) তাঁহার বপু (দেহ) ও পৃথিবী তাঁহার পাদ স্থানীয় (ঋ ১০।৯০।১৪) বলা হইয়াছে। যদি তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি বা নতি নমস্কার করিতে হয় তবে পৃথিবী তাঁহার চরণস্থানীয় তাই ক্ষিতিতত্ত্বে শিবলিঙ্গ মৃন্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময়। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাম্। ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, ব্রহ্মলোক, সব তাঁহার গাত্রে অবস্থিত। কারণ ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ বহির্ভূত স্থান নাই। সব ইহার অন্তর্গত।

লায়নাৎ লিঙ্গ; প্রলয়ে থাকে না; বিরাটরূপ তাই নামরূপ, যাহা লয়শীল তাহাই তাঁহার ব্যক্ত লিঙ্গ বা প্রতীক; বস্তুতস্তু তিনি "অলিঙ্গব্যাপ্য এব চ"। এই বিরাট্ সগুণ শিবমূর্ত্তি এজন্য বিরাটের যে দেহ অন্তরিক্ষ তাহাই শিবেরও দেহ। অন্তরিক্ষে মেঘ তাঁহার দেহের ভূষণ। অন্তরিক্ষে বিজলী আঁকা বাঁকা চমকে তাহাও তাঁহার গাত্রালঙ্কার। ইহাই সর্পভূষণ। বেদে মেঘ অহি বাচক; এবং অহি

বর্ত্তমান সংস্কৃতে সর্পবাচক। তাই শিবগাত্রের মেঘ বা অহি বর্ত্তমানে সর্পভূষণ বলিয়া বর্ণিত। এখন আমরা ঋগ্বেদে শিবতত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ স্থক্ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহার চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে দুইটী বাক্য আছে—তাহা এই—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধু অসতি"; এবং পঞ্চম মন্ত্রে আছে—"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরাস্তাৎ।" এই দুই বাক্য হইতে প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জগতঃ পিতরৌ, শিবশক্তি, মায়া ব্রহ্ম, সৎ অসৎ, তমঃ ও প্রকাশ ইত্যাদি দ্বৈতবাদের বা স্থষ্টি তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে তমঃ সন্নিহিত হওয়ায় স্থষ্টির আরম্ভণ বিবৃত। যখন তমঃ ছিল না তখন মহাপ্রলয়ে সৎ একাই ছিলেন ইহা দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবৃত। চতুর্থ মন্ত্রে বলিতেছে যেই সিস্থক্ষা ও স্থক্ষ্ম স্থষ্টি হইল অমনি সতের অসৎ দ্বারা বন্ধন ঘটিল। এই অসৎ যে বন্ধন করিল ইহা নাগপাশ সদৃশ। অর্থাৎ সাপ যদি কারও অঙ্গ জড়ায় তবে যাকে জড়ায় তার আর নড় চড়ের শক্তি থাকে না; সর্পের বশ হইয়া পড়ে। এখানে অসৎ যেন সৎকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। সৎই শিব। তাই সর্প বেষ্টিত শিব। অথবা যেমন কোন বস্তু ঢাকনি দ্বারা ঢাকে অর্থাৎ আবৃত করে, তদ্বৎ অসৎ বা মায়া বা তমঃ আবৃত সৎ বা শিবই হিরন্ময় গৌরী পট্ট দ্বারা আবৃত। পঞ্চম মন্ত্রে এই বহিরাবরণই লোকচক্ষে পড়ে এবং সৎ যিনি আবৃত হন, তাঁহাকে দেখা যায় না, জানা যায় না। ইহাই বিবৃত। প্রফেসর উইলসন ইহার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল—The self-supporting Principle beneath and the energy aloft. মায়ার এই হিরন্ময়। আবরণ উন্মোচনার্থ-ই মহর্ষি দধীচি কাতর স্বরে বলিয়াছেন, "হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতংমুখং। তৎ ত্বং পুষণ্ অপাবৃনু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" হে পুষণ দেব, এই মায়াবরণ উন্মোচন করিয়া দাও, সত্যধর্ম্মস্থিত আমি ঐ আবরণের অন্তরালে সত্য স্বরূপ যিনি আছেন তাঁহাকে দর্শন করিব। পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছেন—হে পুষণ, হে প্রাজাপত্য, "ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহতেজো যত্তেরূপং কল্যানতমংতৎতে পশ্যামি।" সূর্য্য-ই আত্মা। কিন্তু উহার বাহিরে দুটী আবরণ আছে chromosphere বা বর্ণমণ্ডল সপ্তবর্ণ-রশ্মী এবং photosphere বা তেজোমণ্ডল; উহা দেখিয়াই সাধারণ লোক সূর্য্যের মহত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। উহার অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পুরুষ অধিষ্ঠিত, তাঁহার দিকে আদৌ ধ্যান দেয় না। তাই সত্যধর্ম্মী ঋষি বলিতেছেন যে, ঐ দুই বহিরাবরণ সংহৃত কর, অন্তর্নিহিত কল্যাণতম রূপ দর্শন

করিব। ঋষি আরও বলিয়াছেন, আমি আরও বুঝিয়াছি যে এই দেহ-পিণ্ডে যে জ্যোতি, ইন্দ্রিয় ও জগৎ উদ্ভাসিত করে তাহা এবং ঐ সূর্য্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ একই। "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" ঈশা উপনিষৎ। মায়ার আবরণ-শক্তি এই জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে। যেমন বায়স্কোপে অন্ধকার আবৃত হইলে নানা খেলা দেখা যায় আর যদি আলো জ্বলে তবে খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ মায়ার খেলারূপ বিচিত্র জগত একটী একটী করিয়া নেতি নেতি করিয়া ভেদ করা যায় না কিন্তু যদি অজ্ঞান বা তমের আবরণ ভেদ করা যায় খেলা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা প্রকৃত শিবচিন্তক তাঁহারা সংহারের শিব চিন্তক। জগৎ সংহারে বা লয়ে আনন্দ, পরম আনন্দ লাভ ঘটে। এইটী আমরা দিন দিন ভোগ করি। অর্থাৎ লয়ের জন্য সুখভোগ করি। অথচ মায়া মোহে তাহা গ্রাহ্য করি না বা ধারণা করিতে পারি না। উহাকে শাস্ত্রে দৈনন্দিনপ্রলয়ও বলে। উহা সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রা। দুদিন ভাল নিদ্রা না হইলে লোকে অস্থির হইয়া পড়ে। যে তীব্র বেদনার যাতনা ভোগ করিতেছে তেমন রোগী ও নিদ্রা গেলে সুস্থবোধ করে। তখন ইন্দ্রিয় বৃত্তির লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সব পদার্থের লয় হয়। তখন জগৎ ভাসে না। পার্শ্ববর্ত্তী পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, পিতামাতা যাঁহারা বড় পিয়ারের তাঁহাদের স্মৃতিও মুছিয়া যায়। পুত্রশোক, পতিশোক, বিত্তশোক, প্রতিষ্ঠার লোপ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাবজনিত দুঃখ কিছুই থাকে না। সব থেকে প্রিয় যে দেহ তারও স্মৃতি লোপ হয়। কোন দুঃখ শোক তাপ না থাকায় লোকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বলে "বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"। এই অবস্থা যদি বড় সুখ তবে ছোট সুখ কোনটা? স্বপ্ন যে মিথ্যা সবাই জানে, আর স্বপ্নে ভয়াদি বিক্ষেপও থাকে। সুতরাং জাগ্রতের যে সুখ তাই ছোট সুখ। ঠিক কথা। কারণ জাগ্রতে স্মৃতিরূপ বহু দুঃখ সদাই জাগে। আর জাগ্রতে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ জন্য প্রচেষ্টা তাহা বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে লাভ ঘটে না। উহা দুঃখ-মিশ্রিত এই জন্য উহা ছোট সুখ। যেমন সুখ সুষুপ্তিতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক সুখ ধ্যানসমাধিতে। তখনও জগৎ লয় হইয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি—Society, friendship and love, Divinely bestowed upon man" বলিয়াছেন। জাগ্রতেই উহা সম্ভব। নিদ্রাতে society, friendship and love থাকে না। তখন অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ অর্থাৎ নিঃসঙ্গ একলাটী, তাতেই বড় সুখ। জাগ্রতে ছোট সুখ society, friendship and love লইয়া। ধ্যান সমাধির যে মহান্

আনন্দ তাহাও একলাটী অসঙ্গ হইয়া। এই যে লয়ের অসঙ্গত্বের বড় সুখ তাহাই শিবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাই শিব শব্দ মঙ্গল, আনন্দ বাচী। সংহার বড় আনন্দ, বড় সুখ। বেদে যে শিশ্ন দেবগণ শব্দ আছে তাহার অর্থ লিঙ্গপরায়ণ বা ইন্দ্রিয় পরায়ণ বা কামুক। ইহা যাস্ক ও সায়নাদি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। যদি বল গুরু পরম্পরা উপদেশ প্রাপ্ত ব্যাখ্যান গ্রহণ ঠিক নয়; খেয়ালী পুরুষের ব্যাখ্যাই ঠিক, সে স্বতন্ত্র কথা। উহা অনার্য্য বা কাহারও দেবতাবাচক নহে। দেবশব্দ দেবশত্রু বৃত্রেও প্রযোজিত দেখা যায়। ঋ ১।৩২।১২ প্রত্যহন্দেব একঃ। ইন্দ্র একাই দেবালোক হনন করেন। আবার অসুর শব্দ ইন্দ্রাদি দেবগণে বহু প্রয়োগ আছে। শিশ্ন সহ "দেব" শব্দ থাকায় কোন দেবতাই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কিছু নয়; বিশেষতঃ উভয়ত্র শিশ্ন দেবা বহুবচনান্ত আছে। যেমন রুদ্রদেব তেমনি শিশ্নদেব হইলে এক বচনান্ত হইত। লোকে দেবতার চিন্তন করিয়া থাকে তেমনি যাহারা কেবল শিশ্নেরই চিন্তন করে তাহাদের শিশ্নদেব বলা হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সাধন চায়। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযত করা, বিশেষরূপে শিশ্নব্যাপার সংযমন বা বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মচর্য্যের বড় মহিমা —তৎ য এব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেন অনুবিন্দতি। অথ যৎ যজ্ঞ ইতি আচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যৎ ইষ্টম্ ইতি আচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ইত্যাদি শ্রুতি। তাই ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতকে শিশ্নদেব বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। বিলাতের বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কেইথ তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—শিব, ঈশান মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে, শতরুদ্রীতে নাই, অতএব শিব শব্দ পশ্চাৎভাবী। ঋগ্বেদের ২।৩৩।৯ ঈশান, ২।১।৬ মহাদেব, ১০।৯২।৯ শিব শব্দ রুদ্রবাচক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতরুদ্রীতেও শব্দত্রয় আছে। এবিষয়ে পত্র ব্যবহার করিলে মিঃ কেইথ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কথাটি ঠিক নহে; তিনি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই যা বলা হইয়াছে তাহাতে "শিব"কে অনার্য্য সমাজের কৃপাভিক্ষা স্বরূপে প্রাপ্ত বলিবার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। আর সচরাচর যে লিঙ্গ শিল্পির নৈপুণ্যে সৃজিত হইয়া থাকে তাহা যেমনই হউক না কেন, প্রাচীন শিবলিঙ্গ বলিয়া যাঁহাদের প্রসিদ্ধি আছে তাহা চিহ্নমাত্র, গৌরী পট্টাদিযুক্ত বা লিঙ্গাকারও নহে। বালুকাময় শিব কুম্ভকো নামে বরফপিণ্ড কাশ্মীরে অমরনাথ নামে পরিচিত। হিমালয়ে কেদারে শিবলিঙ্গ shapeless একটুকরা পাথর মাত্র। কাশীর কেদারও তাই। হরদ্বার কনখলের দক্ষেশ্বর শিবও কোন লিঙ্গাকার নহে। গৌতমী বা

গোদাবরীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর শিব গর্ত্ত বিশেষ, নৈমিষ সন্নিকটে গোকরণনাথে, পুরীতে মার্কণ্ডেয়ও জম্বুকেশ্বর শিব গর্ত্ত বা হিরণ্যগর্ভরূপ যুক্ত প্রস্তরখণ্ড মাত্র। লয়ের মহাকাল অরূপমব্যয়ং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং শিবমদ্বৈতম্। লয়ের দেবতাকে ইন্দ্রিয়াদি লয় করিয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়াই দর্শন করিতে হয়। তাহা "শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহি।" ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।" ওঁ তৎ সৎ।

কালিকার স্বরূপ

কালী—ধূমাবৃত অগ্নিশিখা বা জিহ্বা। উহা অগ্নির সপ্ত লেলায়মান জিহ্বার প্রথম জিহ্বা। মুণ্ডক ১।২।৪। "তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবৎ" বৃ আ ১।৪।১৫, "সৈবাক্ষত্রস্য যোনি যদ্ব্রহ্ম" বৃ আ ১।৪।১১ এই ক্ষত্রিয়ের যোনি ব্রাহ্মণ। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। সুতরাং অগ্নি দেবগণের যোনি স্বরূপ। তমঃ আবৃত কার্য্যব্রহ্মই দেবযোনি। ধূমাবৃত অগ্নি তাঁহার প্রতীক। তমঃ প্রাধান্যে এবং যোনি জন্য এই প্রতীকের স্ত্রী আকার। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার অথবা কুমারী" শ্বে ৪।৩। পুরাণেও বিবৃত আছে আয়ান ঘোষের সাক্ষাতে পরম পুরুষ কৃষ্ণই কালী হন। তাই কালী প্রতীকে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। পুরুষই সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন। "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। ছান্দাগ্য ৩ অ ১৪ খ শাণ্ডিল্য বিদ্যা। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম" তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ১ অনু। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ব্র সূ ১। অ ২ সূত্র। ভূতভর্ত্তৃচ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। গীতা ১৩।১৬। যেমন মায়া আবরণে আবৃত অর্থাৎ সুভদ্রা উপহিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বলরামই কৃষ্ণবর্ণ জগন্নাথ বা কৃষ্ণ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। তদ্বৎ কালী প্রতীকও বটে। "নৈব স্ত্রী ন পুমান্ এষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যদ্ শরীরমাধত্তে তেন তেন স যুজ্যতে" এই শ্রুতিমতে স্ত্রী মূর্ত্তি কল্পনা কিছু দোষাবহ নহে। ঋগ্বেদে ২ মণ্ডল ১১ মন্ত্রে অগ্নিকেই ইলা, ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি স্ত্রীদেবীগণ ও সর্ব্বদেবগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। উহাই "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" শ্রুতিবাক্য দ্বারা সুপ্রকাশিত। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বপূর্ণ পুরুষ হইতে মায়া উপহিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান্ কার্য্য ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন। যাহাকে "ঋগ্বেদের না সদাসীৎ" সূক্তের ২য় মন্ত্রে

৩০

তমঃ আবৃত প্রথমজ বলা হইয়াছে এবং চতুর্থ মন্ত্রে "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ" অর্থাৎ Self-supporting Principle beneath and Energy aloft বলা হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল ইঁহাকেই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ প্রকৃতি বলেন। পুরুষ ভোক্তামাত্র। "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" গীতা (১৩।২০)। পুরুষ সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি ক্রীড়াশীলা। পুমান্ প্রতীকে যম মহিষ-বাহন ও স্ত্রী প্রতীকে দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। মৃত্যুরূপ মহিষের হস্ত হইতে দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মার রক্ষণই মহিষাসুরবধ প্রতীকের মর্ম্ম। দশভুজকে অনন্তবাহুর লক্ষণ মাত্র করিয়া "বিশ্বতোবাহু"কে কেহ কেহ লক্ষ্য করেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্থে পুরুষোত্তম পুরুষসিংহ। সেই পুরুষসিংহই সিংহ, বাহন বা আশ্রয়, "দুরত্যয়া" আসুরী মায়ার "গ্রসিষ্ণু" বেদান্তকেশরী বেদ্য পুরুষ। ইনিই হিরণ্যবর্ণাবৃতা দেবী বা হিরণ্যগর্ভ। ঈশোপনিষদোক্ত "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং" মন্ত্রে ইঁহাকেই লক্ষ্য করে। এবং তত্রস্থ বর্ণময় ও তেজোময় মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষও ইনি বটেন। চণ্ডীতে নিশুম্ভবধের পর অষ্টশক্তি দেবীর স্তনযুগলে লয় করিয়া দিয়া "দ্বিতীয়া কা মমাপরা" যে বর্ণিত তিনিই হিরণ্যগর্ভ।

দশেন্দ্রিয়রূপ দশভুজও মায়িক। যাহা জ্ঞান যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। লিঙ্গশরীর ধ্বংসে অলিঙ্গভাব প্রাপ্তি। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা লিঙ্গ শরীরই লক্ষিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এ হেন ব্রহ্মরূপিণীর পূজায় পশুবধের যে ব্যবস্থা তাহা জাবালি উপনিষদের মন্ত্রমূলক ব্যবস্থা বলা যায়। "পশু-পতিরহঙ্কারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ স এব পশু।"

এই পশুত্বের বলিদান দিয়া জীবত্বের অবসানে ব্রহ্মত্বের স্থাপন করিতে হয়। "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।" পশুকর্ণে মন্ত্র দিলে পশু কালে শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্ব স্বরূপ লাভ করে। ইহাই পশুবলি।

যেমন "রথস্থংবামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বাক্য "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু", "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি, "ত্বমেব বিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের সারসংগ্রহমাত্র তদর্থকে গ্রহণ করে। অধুনা লোকে দারুময় রথের রজ্জু টানিয়াই তাহার সার্থকতা করিতেছে। কালমাহাত্ম্যে যুগধর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত

হইয়া থাকে। তদ্রূপ পশুবলিরও ব্যবস্থা ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার একটী গান আছে—

"শক্তিপূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হত তবে যে ভারত
শক্তিপুজে শক্তিহীন হত না।
ওরে বনের মহিষ অজা
তারা মায়ের বাছা প্রজা
মা ত সে বলি লন না।
যদি বলি দিতে আস
স্বার্থ কর নাশ
বলিদান কর বিষয় বাসনা।"

"মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বদ্ধস্ত বাসনাবদ্ধ মুক্তস্ত বাসনাক্ষয়ে" বাক্যে যে বাসনা কামনা পূর্ণ মনকে লক্ষ্য করে তাহা অহঙ্কারজাত। মন ও অহঙ্কার নাশ বা বলি প্রদানে জীবের মুক্তি। ইহাই তন্ত্রে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে প্রকটিত। জাগতিক ভোগ বিলাসরূপ বিষয়বাসনা বলিদান করতঃ অহঙ্কারের মুণ্ডচ্ছেদ ব্যবস্থা। গীতাতে (২।৭১)

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমান্‌শ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। ঐ ১৮।৫৪।

এই পশুভাবের বলিদানই পশুবলি। রজোগুণ পরবশে হিংস্রব্যাঘ্রাদির ন্যায় পশুমাংসলোভী মানব বলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে দেবী আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিত বিনাশকারিনী হইতে স্বতন্ত্রা এক হ্লাদিনী শক্তি আছেন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতাদিমতবাদীর প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্র প্রথমখণ্ডের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

পার্ব্বতী উবাচ

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা॥ ৫৫

মহাবিষ্ণোশ্চমাতাহং বিশ্বানি যস্য লোমসু।
রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিনী ॥ ৬১

ইহাতে দেখা যায় রাসেশ্বরী হ্লাদিনীশক্তিরূপিনী রাধা ও চণ্ডিকাতে কোনও পার্থক্য নাই। তিনিই চণ্ডিতে "শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোঽস্তুতে" বলিয়া অর্চ্চিতা। ইঁহাকেই ব্রজে গোপীগণ কাত্যায়নী নামে অর্চ্চন করার ফলে পরম পুরুষ কৃষ্ণকে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগের উপাসনা

বৌদ্ধযুগের পর যখন সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে তখন বেদান্তের প্রাধান্য জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত ভাব বা মিলনের প্রসঙ্গ লইয়া সীতারাম, রাধেশ্যামাদি উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সব মতবাদ আর্য্যস্থানে প্রভাবান্বিত তাহার সবই প্রস্থানত্রয়ের উপর স্থাপিত। উপনিষদ কয়খানি শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা ও মনু স্মৃতিপ্রস্থান, মীমাংসাদ্বয় ন্যায় প্রস্থান। রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবমত ও কতিপয় শৈবাচার্য্যগণের মত বর্ত্তমানযুগের জনসাধারণ অনুসরণ করিয়া থাকে। মায়োপাধিক জীবের শোধনে পরমসহসাযুজ্যতা ঘটে তাই উপাসনা কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। ইহা ভাগবতাদি পুরাণ ও তুলসী দাসের রামায়ণাদিতে অতীব পরিস্ফুট। রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় কেন গৃহীত হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচীন বোধ হয়। ঈষদ্ বিচার করিলে বোধ হয় সৃষ্টিই বন্ধন এবং সংহারই মুক্তি। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের বর্ণিত—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধু অসতি" এবং প্রলয়ান্তে—"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপর কিঞ্চনাস" এই মন্ত্রদ্বয় যাহা প্রকাশ করে তাহা হইতে জীবভাব সংহৃত হইলেই মুক্তি। জীবভাবই সৃষ্টি। সংহার বা লয়ে যে পরম আনন্দ লাভ ঘটে তাহা অহরহ সুষুপ্তিকালে ও ধ্যান সমাধি অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে রাম শব্দ অর্থ রাত্রি (১০।১১১।৭)। "অধোরাম সাবিত্র ইতি" এখানে রাম অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। অর্থ—অধোদেশে রাম বা কৃষ্ণবর্ণ তমাচ্ছন্ন সূর্য্য উর্দ্ধদেশে দশদিক প্রসারী রশ্মিজাল, ঋ ৩।৩১।৪ ও ৩।৩৯।৭ মন্ত্রে সূর্য্যাখ্য মহৎ তেজ তম হইতে বিনির্গত ইত্যাদি। রাত্রিতে লোকসকল রামাগণসহ আনন্দ লাভে তৃপ্ত হইয়া যখন গাঢ়

নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় তখন পরম আরাম লাভ করে এজন্য রাম অর্থ রাত্রি। গাঢ় নিদ্রায় প্রচুর আনন্দ, "বড় সুখ"। তখন দেহ গেহ ধন জন রোগ শোক কিছুই থাকে না। জগৎই থাকে না, লয়াবস্থা। কোনই অভাব না থাকায় সর্ব্ব দুখের অবসানে বড় সুখের প্রাপ্তি। আর জাগ্রতে কোন না কোন অভাব বোধ লাগিয়াই আছে তজ্জন্য জাগ্রতের সুখ ছোট সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং" তাই লয়ে আনন্দ বলা হয়, গাঢ় নিদ্রার "বড় সুখ" অসঙ্গ অবস্থায় ভোগ করিতে হয়। তখন সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজন নাই, সব বিলীন হইয়াছে। এই লয়ের বা অসঙ্গ অবস্থাই উপাধিহীন অবস্থা। তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ সহ সংহৃত অর্থাৎ সর্ব্বজাগতিক ভোগ্য পদার্থসহ সম্বন্ধ রহিতের বা ত্যাগের অবস্থা। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। রাজ্যবর্জ্জন, ভ্রাতাবর্জ্জন, প্রিয় হইতে প্রিয়তম দেহের বর্জ্জন বা ত্যাগ যে আদর্শে পাওয়া যায় তিনিই আত্মারাম। রময়তি ইতি রামঃ। তাঁহারই প্রতীকোপাসনা। দশদিকে যাঁর রথগতি অপ্রতিহত সেই সূর্য্যই দাশরথি রাম। সেই অপ্রতিহত গতি সূর্য্যই সুমেরুবাসীগণের নিকট ছয়মাস অদৃশ্য থাকেন। সেই অদৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ তমাবৃত সূর্য্য। সূর্য্যকে কবে দেখিতে পাইব বলিয়া ব্যাকুল-হৃদয় ঋষিগণ তচ্চিন্তাপরায়ণ হইতেন। ঋ ৬।৯।৭ মন্ত্রে দেখিতে পাই, অখিল দেবগণ ভীত হইয়া তম বা বৃত্রাবৃত সূর্য্যকে নমস্কার করিতেছেন। যাঁহার রশ্মিরূপ গোসকল প্রকাশ জন্য ইন্দ্র রাত্রি যজ্ঞে সোমপানে বলিষ্ঠ হইয়া সূর্য্যের আবরক বৃত্র সহ যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধান্তে বৃত্রকে বধ করতঃ জগৎকে সৌর-কিরণ-মণ্ডিত করেন। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। ঋ ১।১১৫।১ এই ব্রহ্ম উপাসনায় সুমেরুবাসিগণের পক্ষে কুমেরুস্থিত অদৃশ্য সূর্য্যই কৃষ্ণরূপে চিন্তনীয়। ঋ ১।৪৬।১০ মন্ত্রে সুদীর্ঘ রাত্রি অপগতে কবে সূর্য্যোদয় হইবে? তাঁহাকে কি দেখিতে পাইব, এই চিন্তায় সেই কৃষ্ণ সূর্য্যই চিন্তনীয় বা ধ্যানের বিষয়। যখন সূর্য্য দক্ষিণে তখন উত্তরে রাত্রি। রাত্রি লয় স্থান। লয়ে আনন্দ। সব লয়ে যিনি থাকেন তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণ। নেতি নেতি বিচারে পরিশেষ্যাৎ প্রাপ্তব্য। মহাভারতে তাই বর্ণিত—"কৃষির্ভূর্বাচকো শব্দ নিতু নির্বৃতির্বাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে"। এই যে কৃষ্ণ ইনিই বাসুদেব। বসুদেবের পুত্রজন্য বাসুদেব ইহা অতীব সংকীর্ণ ভাবের কথা। বাসয়তি ইতি বাসু অর্থাৎ যাঁহার বিরাট দেহে সব দেব যক্ষ নর কিন্নর তির্য্যকাদি ভূতজাত বাস করে অথবা বসতি ইতি বাসু যিনি স্তম্ব (তৃণ) হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সর্ব্বদেহে বাস করেন তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ যিনি উদার লাল উজ্জ্বল

অর্থাৎ তমোবিহীন। তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণু। পূর্ণং অনেন সর্ব্বং ইতি পুরুষঃ অথবা পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই পুরুষশব্দ বাচ্য অথবা যিনি স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে শয়ন করিয়া আছেন। বিষ্ণুশব্দার্থও তাই। বিবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অথবা বিশ প্রবেশনে যিনি সর্ব্ব ঘটে (ভূতে) অনুপ্রবিষ্ট। তিনিই বিষ্ণু। যোগবাশিষ্ট ও গীতা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থদ্বয় ও রামকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত জন্য উক্তনামদ্বয়ের বিস্তৃতি ঘটার সম্ভব। উপাসনা কার্য্যে বৈদিক কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যই কখন রাম কখনও বা কৃষ্ণরূপে উপাসিত। ইহাতে ক্ষত্রিয়জাতির প্রাধান্যের প্রসঙ্গ নাই। অথবা রুদ্র বা শিব অবৈদিক বা বেদে প্রক্ষিপ্ত থাকার উক্তি যেমন অর্ব্বাচীনের কল্পনা প্রসূত ইহাও তদ্বৎ।

বৈদিকযুগের পরিশিষ্ট (১)

ঋগ্বেদের ঋষিগণের নাম

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র কুশীক বংশীয়			
	১ম	১—১০ সূক্ত	দ্রষ্টা
		ও ৯ম ১ "	"
জেতা মধুচ্ছান্দস্	১ম	১১ "	"
মেধাতিথি কাণ্ব	১ম	১২—২৩ "	
		৯ম ২, ৮ম ২, ৩২ "	"
শুনঃশেপ দেবরাত বৈশ্বামিত্র—			
	১ম	২৪, ৩০ ও ৯ম ৩ "	"
হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস	১ম	৩১—৩৫ "	
		ও ৯ম ৪, ৬৯ "	"
কণ্বঘোর আঙ্গিরস	১ম	৩৬—৪৩ "	
		ও ৯ম ৯৪ "	"
প্রাকণ্ব কাণ্ব	১ম	৪৪—৫০, ৮ম ৪৯ "	
		ও ৯ম ৯৫ "	"
সব্য আঙ্গিরস	১ম	৫১—৫৭ "	"
নোধা গৌতম	১ম	৫৮—৬৪ "	
		৮ম ৮৮ ও ৯ম ৯৩ "	"
পরাশর শাক্ত্য বশিষ্ঠ পৌত্র	১ম	৬৫—৭৩ "	
		ও ৯ম ৯৭ "	"
গৌতম রাহুগণ	১ম	৭৪—৯৩ "	
		ও ৯ম ৩১ "	"
কুৎস আঙ্গিরস	১ম	৯৪—৯৮, ১০১-১১৫ "	
		ও ৯ম ৯৭ "	"
কশ্যপ মারীচ	১ম	৯৯, সূ ০ম ৯১, ৯২,	
		১১৩, ১১৪ ও ১০ম ১৩৭ "	"
বৃষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ	১ম	১০০ "	"

ঋজাশ্ব, অম্বরীষ		৯ম ৯৮ সূক্ত	দ্রষ্টা
সহদেব, ভয়মান, সুরাধন			
কক্ষীয়ান্ দৈর্ঘতামস	১ম	১১৬-১২৬ „	„
ভাবযবৎ স্বনয় রাজ			
রোমশা ঐ মহিষী	১ম	১২৬ „	„
পরুচ্ছেপ দৈবদাসী	১ম	১২৭-১৩৯ „	„
দীর্ঘতমস ঔচথ্য মামতেয়	১ম	১৪০-১৬৪ „	„
অগস্ত (মান) কুম্ভযোনি মৈত্রাবরুণ			
	১ম	১৬৫-১৯১ „	„
লোপামুদ্রা ঐ স্ত্রী	১ম	১৭৯ „	„
গৃৎসমদ শৌনক ভার্গব			
আঙ্গিরস শুনহোত্র পুত্র—	২ম	১-৩, ৮-২৬, ৩০-৪৩ ও ৯ম ৮৬ „	„
সোমাহুতি ভার্গব	২ম	৪-৭ „	„
কূর্ম্ম গার্তসমদ	২ম	২৭-২৯ „	„
কুশিক বংশ প্রবর্ত্তক ঐষিরথি			
	৩ম	৩১ „	„
গাথী কৌশিক	৩ম	১৯-২২ „	„
দেববাত দেবশ্রবা ভারত	৩ম	২৩ „	„
বিশ্বামিত্র কৌশিক গাথীপুত্র	৩ম	১-১২, ২৪-৩৭, ৩৯-৫৩, ৫৭-৬২, এবং ১০ম ১৬৭ „	„
ঘোর আঙ্গিরস	৩ম	৩৬ „	„
প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র	৩ম	৩৮, ৫৪-৫৬ „	„
বাচ্যো বা প্রজাপতি বাচ্য	৯ম	৮৪, ৩ম ৫৪ „	„
প্রজাপতি পরমেষ্ঠী	১০ম	১২৯ „	„
ঋষভ বৈশ্বামিত্র	৩ম	১৩, ১৪ ও ৯ম ৭১ „	„
কত বৈশ্বামিত্র	৩ম	১৮ „	„
উৎকীল কাত্য	৩ম	১৫-১৭ „	„
জমদগ্নি ভার্গব	৩ম	৬২, ৮ম ১০১, ৯ম ৬২, ১০ম ১১০, ও ১৬৭ „	„
ত্রসদস্যু পৌরকুৎস	৪র্থ	৪২, ৯ম ১১০, ৫ম ২৭ „	„

পুরুমিহ্ব } অজমিহ্ব }	সৌহিত্র অঙ্গিরস ৪র্থ	৪৩, ৪৪, ৮ম ৭১ সূক্ত	দ্রষ্টা
বামদেব গৌতম	৪ম	১-৪১, ৪৫-৫৮ „	„
বুধগবিষ্টির আত্রেয়	৫ম	১ „	„
বুধ সৌম্য	১০ম	১০১ „	„
কুমার আত্রেয়	৫ম	২ „	„
কুমার আগ্নেয়	৭ম	১০১ „	„
কুমার যামায়ণ	১০ম	১০৫ „	„
কুমার সোমক রাজা সহদেব পুত্র		৪।১৫।৭	
বৃশ জরপুত্র (জার)	৫ম	৩-৬ „	„
বসুশ্রুত আত্রেয়	৫ম	৩-৬ „	„
ইষ আত্রেয়	৫ম	৭, ৮ „	„
পয় আত্রেয়	৫ম	৯, ১০ „	„
গয় প্লাত	১০ম	৩৬, ৬৪ „	„
সুতংভর আত্রেয়	৫ম	১১-১৪ „	„
ধরুণ আঙ্গিরস	৫ম	১৫ „	„
পুরু আত্রেয়	৫ম	১৩, ১৬ „	„
পুরু অসিক্লীরাজ		৭।৮।৪, ৭।১৯।১৩	
মৃক্তবাহ } দ্বিত } আত্রেয়	৫ম	১৮ „	„
দ্বিত আপ্ত্য	৯ম	১০৩ „	„
বভ্রি আত্রেয়	৫ম	১৯ „	„
বভ্রি পণি শংযুর দাতা		৬।৪৫।৩১	
প্রমস্বস্ত আত্রেয়	৫ম	২০ „	„
সম আত্রেয়	৫ম	২১ „	„
বিশ্বসাম আত্রেয়	৫ম	২২ „	„
দ্যুম্ন বিশ্বচর্ষণী	৫ম	২০ „	„
বন্ধু—গোপায়ণ বা গোপায়ণ বংশীয়			
সুবন্ধু— } বিপ্রবন্ধু }	৫ম	২৪ সূ ১০ম ৫৭-৬০ „	„

বসুযব আত্রেয়	৫ম	২৫, ২৬ সূক্ত	দ্রষ্টা
ত্র্যারুণ ত্রৈবৃষ্ণ	৫ম	২৭, ৯ম ১১০ ”	”
অশ্বমেধ ভারত	৫ম	২৭ ”	”
বিশ্ববারা আত্রেয়ী	৫ম	২৮ ”	”
গৌর বীতি-শাক্ত্য (বাসিষ্ঠ)	৫ম	২৯, ৯ম-১০৮, ১০ম ৭৩ ৭৪ ”	”
গোপায়ণ ঐ শিষ্য—			
বভ্রু—আত্রেয়	৫ম	৩০ ”	”
বভ্রু রাজা—		৮।২২।১০	
অনস্তু আত্রেয়	৫ম	৩১, ৭৫ ”	”
গাতু আত্রেয়	৫ম	৩২ ”	”
সংবরণ প্রাজাপত্য (অগ্নিবেশ পুত্র)			
	৫ম	৩৩, ৩৪ ”	”
সংবরণ মনুর পিতা	৯ম	১০১ ও ৮।৫১।১ ”	”
প্রভু বসু আঙ্গিরস	৫ম	৯ম ৩৫, ৩৬ ”	”
অত্রি ভৌম	৫ম	৩৭-৪৩, ৭৬, ৭৭, ৮৩-৮৬,	
		৯ম ৮৬ ”	”
অত্রি সাংখ্য		১০ম-১৪৩	”
অবৎসার কাশ্যপ	৫ম	৪৪ ”	”
		৯ম ৪৩-৬০ ”	”
সদাপৃণ আত্রেয়	৬ম	৪৬ ”	”
প্রতিক্ষত্র আত্রেয়	৫ম	৪৬ ”	”
প্রতিরথ আত্রেয়	৫ম	৪৭ ”	”
প্রতি ভানু আত্রেয়	৫ম	৪৮ ”	”
প্রতি প্রভু আত্রেয়	৫ম	৪৯ ”	”
স্বস্তি আত্রেয়	৫ম	৫০, ৫১ ”	”
শ্যাবাশ্ব আত্রেয়	৫ম		
		৫২-৬১, ৮১, ৮২ ৮ম ৩৫-৩৮, ৯ম ৩২ ”	”
শ্রুতবিদ্ আত্রেয়	৫ম	৬২ ”	”
অর্চ্চনান্ আত্রেয়	৫ম	৬৩, ৬৪, ৮ম ৪২ ”	”
রাতহব্য আত্রেয়	৫ম	৬৫, ৬৫ ”	”

যজত আত্রেয়	৪ম	৬৭, ৬৮ সুক্ত	দ্রষ্টা
উরুচক্রি আত্রেয়	৫ম	৬৯, ৭০ "	"
বাহুবৃক্ত আত্রেয়	৫ম	৭১, ৭২ "	"
পৌর আত্রেয়	৫ম	৭৩, ৭৪ "	"
সপ্ত বধ্রি আত্রেয়	৫ম	৭৮ ও ৮ম ৭৩ "	"
সত্যশ্রবা আত্রেয়	৫ম	৭৯, ৮০ "	"
এবয়ামরুৎ আত্রেয়	৫ম	৮৭ "	"
বীতহব্য আঙ্গিরস	৬ম	১৫ "	"
সুহোত্র আঙ্গিরস	৬ম	৩১, ৩২ "	"
শুনহোত্র আঙ্গিরস	৬ম	৩৩, ৩৪ "	"
নর	৬ম	৩৫, ৩৬ "	"
শংযূ বার্হস্পত্য	৬ম	৪৪-৪৬, ৪৮ "	"
গর্গ ভারদ্বাজ	৬ম	৪৭ "	"
পায়ু ভারদ্বাজ	৬ম	৭৫ ও ১০ম ৮৭ "	"
ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ	৬ম	৪৯-৫২ ও ৯ম ৯৮ "	"
তরদ্বাজ বার্হস্পত্য	৬ম	১-১৪, ১৬-৩০, ৩৭-৪৩ ৪৮, ৫৩-৭৪ "	"
ঋজিশ্বা উশিজপুত্র		১০।৯৯।১১	
ঋজিশ্বান্		১।৫০।৮	
ঋপ্রাশ্ব বার্ষগিরা		১।১৬।১৬	
বশিষ্ঠ—মৈত্রাবরুণী উর্ব্বশীপুত্র	৭ম	৯ম ৯০, ৯৭	"
প্রগাথ কাণ্ব	৮ম	১, ১০, ৪৮, ৬২-৬৫	"
মেধ্যাতিথি কাণ্ব	৮ম	৩০, ৩৩ ৯ম ৪১-৪৩ "	"
শশ্বতী আঙ্গিরস	৮ম		"
প্রিয়মেধ আঙ্গিরস	৮ম	২, ৬৮, ৬৯, ৮৭ ও ৯ম ২৮ "	"
দেবাতিথি কাণ্ব	৮ম	৪ "	"
ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব	৮ম	৫ "	"
বৎস কাণ্ব	৮ম	৬, ১১ "	"
বৎস আগ্নেয়	১০ম	১৮৭ "	"
পুনর্বৎস কাণ্ব	৮ম	৭ "	

সধ্বংস কাণ্ব	৮ম		৮ সুক্ত	দ্রষ্টা
শশকর্ণ কাণ্ব	৮ম		৯ „	„
পর্ব্বত কাণ্ব	৮ম	১২	৯ম ১০৪, ১০৫	„
নারদ কাণ্ব	৮ম	১৩		„
গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত } কাণ্বায়ণ	৮ম		১৪, ১৫ „	„
ইরিংবিঠি কাণ্ব	৮ম		১৬, ১৭, ১৮ „	„
সৌভরি কাণ্ব	৮ম		১৯-২২, ১০৩ „	„
বিশ্বমনা বৈয়শ্ব (বৎপুত্র) আঙ্গিরস	৮ম		২৩-২৬ „	„
নীপাতিথি কাণ্ব	৮ম		৩৪ „	„
নাভাক্ কাণ্ব	৮ম		৩৯-৪২ „	„
মনু বৈবস্বত	৮ম		২৭-৩১ „	„
মনু সাবর্ণি			১০।৬২।১	
মনু অপ্সব	৯ম		১০৬	দ্রষ্টা
মনু সংবরণ	৯ম		১০১ „	„
মনু প্রজাপতি			১।৩।৩১।৪	
মনু রোচিষ	৮ম		৩৪ „	„
বসু ভারদ্বাজ	৯ম		৮০-৮২ „	„
বিরূপ আঙ্গিরস	৮ম		৪৩, ৪৪, ৭৫ „	„
ত্রিশোক কাণ্ব	৮ম		৪৮ „	„
বশ অশ্বপুত্র	৮ম		৪৬ „	„
ত্রিত আপ্ত্য	১ম		১০৫, ৮ম ৪৭, ৯ম ৩৩, ৩৪, ১০২, ১০ম ১-৭ „	„
পুষ্টিগু কাণ্ব	৮ম		৫০ „	„
শ্রুষ্টিগু কাণ্ব	৮ম		৫১ „	„
আয়ু পুরুরাজ পুত্র			৮।১৫।৫	
আয়ু কাণ্ব	৮ম		৫২ „	„
আয়ু মনু			(১।৯৬।২)	
মেধ্য কাণ্ব	৮ম		৫৩, ৫৭, ৫৮ „	„

মাতরিশ্বা কাণ্ব	৮ম	৫৪ সূক্ত	দ্রষ্টা
কৃশ কাণ্ব	৮ম	৫৫ "	"
পৃষধ্র কাণ্ব	৮ম	৫৬ "	"
সুপর্ণ কাণ্ব	৮ম	৫৯ "	"
সুপর্ণ তার্ক্ষ্য	১০ম	১৪৭ "	"
ভর্গ প্রাগাথ	৮ম	৬০, ৬১ "	"
মৎস্য সামদ	৮ম	৬৭ "	"
পুরুহন্ম আঙ্গিরস	৮ম	৭০ "	"
সুদিতি আঙ্গরস	৮ম	৭১ "	"
হর্ষত প্রাগাথ	৮ম	৭২ "	"
গোপবন আত্রেয়	৮ম	৭৩, ৭৪ "	"
কুরুসুতি কাণ্ব	৮ম	৭৬-৭৮ "	"
কৃৎণু ভার্গব	৮ম	৭৯ "	"
একদ্যু নৌধস	৮ম	৮০ "	"
কুসিদি কাণ্ব	৮ম	৮১-৮৩ "	"
উশনা কাব্য	৮ম	৮৪, ৯ম ৮৭-৮৯ "	"
কৃষ্ণ-ঘোর অঙ্গিরস দেবকীপুত্র	৮ম	৮৫, ৮৬, ১০ম ৪২-৪৪	"
বিশ্বক—কৃষ্ণ পুত্র	৮ম	৮৬ "	"
কৃষ্ণ দস্যু	৮।৯৬।১৩		
তুন্নীক বাসিষ্ঠ	৮ম	৮৭ "	"
নৃমেধ } আঙ্গিরস	৮ম	৮৯, ৯০, ৯৮, ৯৯ "	"
পুরুমেধ } আঙ্গিরস	৯ম	২৭, ২৯ "	"
অপালা আত্রেয়ী	৮ম	৯১ "	"
শ্রুতকক্ষ / সুকক্ষ বা } আঙ্গিরস	৮ম	৯২, ৯৩ "	"
বিন্দু }	৮ম	৯৪ "	"
পুতদক্ষ বা }	৯ম	৩০ "	"
তিরশ্রী আঙ্গিরস / দ্যুতান মারুত বা }	৮ম	৯৫, ৯৬ "	"

রেভ কাশ্যপ	৮ম	৯৭ সূক্ত	দ্রষ্টা
নেম ভার্গব } ইন্দ্র }	৮ম	১০০ "	"
প্রয়োগ রাজা } অগ্নি পাবক বা }	৮ম	১০২ "	"
অসিত } দেবল } কাশ্যপ	৯ম	৫-২৪ "	"
দৃহ্বচ্যুত আগস্ত্য	৯ম	২৫ "	"
ইধ্মবাহ দার্ঢ্যচ্যুত্র	৮ম	২৬ "	"
রহুগণ গোতমের পিতা	৯ম	৩৭, ৩৮ "	"
বৃহন্মতী অঙ্গিরস	৮ম	৩৯, ৪০ "	"
অযাস্য অঙ্গিরস	৮ম	৪৪, ৪৬ ১০ম ৬৭, ৬৮ "	"
কবি ভার্গব	৯ম	৪৭-৪৯, ৭৫-৭৯ "	"
উচথ্য আঙ্গিরস	৮ম	৫০-৫২	
উচথ্য রাজা		৮।৪৬।২৮	
অমহীয়ু আঙ্গিরস	৯ম	৬১ "	
নিক্রবি কশ্যপ	৯ম	৬৩ "	
ভৃগু বারুণী	৯ম	৬৫ "	
	১০ম	১৯ "	"
বৈখানস	৯ম	৬৬ "	"
সপ্তর্ষি	৯ম	৬৭, ১০৭	"
	১০ম	১৩৭ "	
রেহু বৈশ্বামিত্র	৯ম	৭০, ১০ম ৮৯	
হরিমন্ত অঙ্গিরস	৯ম	৭২ "	"
পবিত্র আঙ্গিরস	৯ম	৬৭, ৭৩, ৮৩ "	"
বেণ ভার্গব	৯ম	৮৫,	
	১০ম	১২৩ "	"
বেণ পৃথুর পিতা		৮।৯।১০	
আকৃষ্ট মাষা } সিকতা নিবাবরী } পৃশ্নি অজা }	৯ম	৮৬ "	"

প্রতর্দ্দন দৈবদাসী	৯ম	৯৬, ১০ম ১৭৯ সূক্ত	দ্রষ্টা
ইন্দ্রপ্রমতি			
বৃষগণ মন্যু উপমন্যু } বাসিষ্ঠ	৯ম	৯৭ ”	”
ব্যাঘ্রপদ শক্তি	৯ম	১০৮ ”	”
কর্ণশ্রুৎ মৃড়িক বসুক্র } বাসিষ্ঠ	১০ম	১৫০ ”	”
রেভ ও সূনু } কশ্যপ	৯ম	৯৯, ১০০ ”	”
অন্ধ্রী ও শ্যাবাশ্বি	৯ম	১০১	
যযাতি নাহুষ নাহুষ মানব মনু সাংবরণ প্রজাপতি	৯ম	১০১ ”	”
শিখণ্ডিনী অপ্সরস্ কাশ্যপ	৯ম	১০৪ ”	”
অগ্নি চাক্ষুষ চক্ষু মানব	৯ম	১০৬ ”	”
মনু অপ্সব চক্ষু সৌর্য্য	১০ম	১৫৮ ”	”
উরু অঙ্গিরস	৯ম	১০৯ ”	”
ঊর্দ্ধ সদ্মন কৃতযশ } আঙ্গিরস	৯ম	১০৮ ”	”
ঋণঞ্চয় রাজা ধিষ্ণ্য ও ঐশ্বর অগ্নি	৯ম	১০৯ ”	”
অনানত পারুচ্ছেপী	৯ম	১১১ ”	”
শিশু অঙ্গিরস	৯ম	১১২ ”	”

ত্রিশিরা ত্বষ্টৃ পুত্র	১০ম	৮, ৯ সূক্ত	দ্রষ্টা
সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ	১০ম	৯ „	„
যমী বৈবস্বতী	১০ম	১০ „	„
হবির্ধান অঙ্গি পুত্র	১০ম	১১, ১২ „	„
বিবস্বান্ আদিত্য	১০ম	১৩ „	„
যম বৈবস্বত	১০ম	১৪ „	„
শাংখ যামায়ণ	১০ম	১৫ „	
দমন যামায়ণ	১০ম	১৬ „	
দেবশ্রবা যামায়ণ	১০ম	১৭ „	„
শঙ্কুসুক যামায়ণ	১০ম	১৮ „	„
মথিত যামায়ণ	১০ম	১৯ „	„
বিমদ ঐন্দ্র বসুকৃৎ প্রাজাপত্য বা সুক্র বা	১০ম	২০-২৬ „	„
বসুক্র ঐন্দ্র	১০ম	২৭, ২৮, ২৯ „	„
কবষ ঐলুশ	১০ম	৩০-৩৪ „	„
অক্ষ মৌজবান্	১০ম	৩৪ „	„
লুশ ধানক	১০ম	৩৫, ৩৬ „	
অভিতপা সৌর্য্য	১০ম	৩৭ „	„
ইন্দ্র মুষ্কবান্	১০ম	৩৮ „	„
ঘোষা কাক্ষীবতী	১০ম	৩৯, ৪০ „	„
সুহস্ত ঘোষেয়	১০ম	৪১ „	„
বৎস প্রিয়াল নন্দন	১০ম	৪৫, ৪৬ „	„
সপ্তগু আঙ্গিরস	১০ম	৪৬ „	„
ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ	১০ম	৪৮-৫০ „	„
অগ্নি সৌচিক ও দেবগণ	১০ম	৫১-৫৩ „	„
		৭৯, ৮০ „	„
বৃহদুক্থ বামদেব্য	১০ম	৪৬-৫৪ „	„
নাভানেদিষ্ট মানব	১০ম	৬১, ৬২ „	„
বসুকর্ণ বা সুক্র	১০ম	৬৫, ৬৬ „	„

সুমিত্র বাধ্র্যশ্ব	১০ম	৬৯, ৭০ সূক্ত	দ্রষ্টা
সুমিত্র বা দুর্মিত্র কৌৎস		১০।১০৪ „	„
বৃহস্পতি আঙ্গিরস	১০ম	৭১ „	„
বৃহস্পতি লৌক্য	১০ম	৭২ „	„
সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ	১০ম	৭৫ „	„
জরৎকর্ণ ঐরাবত	১০ম	৭৬ „	„
স্যূমরশ্মি ভার্গব	১০ম	৭৭, ৭৮ „	„
সপ্তি বা জংভব	১০ম	৭৯ „	„
বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন	১০ম	৮১, ৮২ „	„
মন্যু তাপস	১০ম	৮৩, ৮৪ „	„
সাবিত্রী সূর্য্যা	১০ম	৮৫ „	„
বৃষাকপি ইন্দ্রপত্নী	১০ম	৮৬ „	„
মূর্দ্ধন্বান্ আঙ্গিরস বামদেব্য বা	১০ম	৮৮ „	„
নারায়ণ	১০ম	৯০ „	„
অরুণ বৈতহব্য	১০ম	৯১ „	
শর্য্যাত মানব	১০ম	৯২ „	„
তান্ব পার্থ	১০ম	৯৩ „	„
অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়	১০ম	৯৪ „	„
পুরূরবা ঐল উর্ব্বশী	১০ম	৯৫ „	„
বরু আঙ্গিরস	১০ম	৯৬ „	„
সর্ব্বহরি ঐন্দ্র	১০ম	৯৭ „	„
ভিষগ্ আথর্ব্বন্	১০ম	৯৭ „	„
দেবাপি আর্ষ্টিসেন	১০ম	৯৮ „	„
বম্র বৈখানস	১০ম	৯৯ „	„
দুবস্যু বান্দন	১০ম	১০০ „	„
মুদ্গল ভার্ম্ম্যশ্ব	১০ম	১০২ „	„
অপ্রতিরত ঐন্দ্র	১০ম	১০৩ „	„

অষ্টক বৈশ্বামিত্র	১০ম	১০৬ সূক্ত	দ্রষ্টা
ভূতাংশ কাশ্যপ	১০ম	১০৬ "	"
দিব্য আঙ্গিরস	১০ম	১০৭ "	"
দক্ষিণা প্রাজাপত্য বা	১০ম	১০৭ "	"
পণি সরমা দেবশুনি	১০ম	১০৭ "	"
জুহু ব্রহ্মজায়া	১০ম	১০৯ "	"
উর্দ্ধনাভা ব্রাহ্ম	১০ম	১১১ "	"
অষ্টা দংষ্ট্রা বৈরূপ	১০ম	১১১ "	"
নভপ্রভেদন বৈরূপ	১০ম	১১২ "	"
শত প্রভেদন বৈরূপ	১০ম	১১৩ "	"
সধ্রি বৈরূপ	১০ম	১১৫ "	"
ঘর্মতাপস	১০ম	১১৪ "	"
ঘর্ম্ম সৌর্য্য	১০ম	১৮১ "	"
উপস্তুত বৃষ্টিহব্যপুত্র	১০ম	১১৫ "	"
অগ্নিযুত অগ্নিযুপ বা — স্থৌর	১০ম	১১৬ "	"
ভিক্ষু আঙ্গিরস	১০ম	১১৭ "	"
উরুক্ষয় অমহীষব	১০ম	১১৮ "	"
লব ঐন্দ্র	১০ম	১১৯ "	"
বৃহদ্দিব আথর্ব্বণ	১০ম	১১০ "	"
হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য	১০ম	১২১ "	"
চিত্রমহা বাসিষ্ট	১০ম	১২২ "	"
অগ্নি ও বরুণ	১০ম	১২৪ "	"
বেন—(Venus)	১০ম	১২৩ "	"
বাগাম্ভৃণী	১০ম	১২৩ "	"
কুল্মল বর্হিষ শৈলুষি	১০ম	১২৬ "	"
অহংমুক বামদেব্য	১০ম	১২৭ "	"
কুশিক সৌভরো	১০ম	১২৭ "	"
রাত্রি ভারদ্বাজী	১০ম	১২৭	

বিহব্য আঙ্গিরস	১০ম	১২৮ সুক্ত	দ্রষ্টা
যজ্ঞ প্রাজাপাত্য	১০ম	১৩০	
সুকীর্ত্তি কাক্ষীবত	১০ম	১৩১	
শকপূত নৃমেধপুত্র	১০ম	১৩২	
সুদাস পৈজবন	১০ম	১১৩	
মান্ধাতা যৌবনাশ্বি	১০ম	১৩৪ "	"
জুতি			
বাতজুতি			
বিপ্রজুতি			
বৃষাণক			
করিক্রম	বাতরশনা		
এতশঃ	১০ম	১৩৬ "	"
ঋষ্যশৃঙ্গ			
কেশিন			
অঙ্গ ঐরব (উরপুত্র)	১০ম	১৩৮	
বিশ্বাবপু গন্ধর্ব্ব	১০ম	১৩৯	
অগ্নিপাবক	১০ম	১৪০	
অগ্নিতাপস	১০ম	১৪১	
জরিতা			
দ্রোণ			
সারিসৃক্ক	শাঙ্গর্া		
স্তম্বমিত্র	১০ম	১৪২ "	"
ঊর্দ্ধকৃশন যামায়ণ	১০ম	১৪৪	
সুপর্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র বা	১০ম	১৪৪	
ইন্দ্রাণি	১০ম	১৪৫ "	"
দেবমুনি ঐরম্মদ	১০ম	১৪৬ "	"
সুবেদ শৈরিষি	১০ম	১৪৭	
পৃথু বৈন্য	১০ম	১৪৯	
অর্চ্চন্ হৈরণ্য স্তূপ	১০ম	১৪৯	
শ্রদ্ধা কামায়নী	১০ম	১৫১	

শাসভারদ্বাজ	১০ম	১৫২ সূক্ত	দ্রষ্টা
ইন্দ্রমাতর	১০ম	১৫৩	
শিরিং বিঠ ভারদ্বাজ	১০ম	১৫০	
কেতু আগ্নেয়	১০ম	১৫৬	
ভুবন আপ্ত্য সাধন			
ভৌবন বা	১০ম	১৫৯	
লটী পৌলমী	১০ম	১৬৩	
পুরণ বৈশ্বামিত্র	১০ম	১৬৩	
যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য	১০ম	১৬১	
রক্ষোহা ব্রাহ্ম	১০ম	১৬২	
বিবৃহা কাশ্যপ	১০ম	১৬৩	
প্রচেতা আঙ্গিরস	১০ম	১৬৪	
কপোত নৈঋত	১০ম	১৬৫	
ঋষভ বৈরাজ / শক্বর বা	১০ম	১৬৬	
অনিল ব্রাতায়ন	১০ম	১৬৮	
শবর কাক্ষীবত	১০ম	১৬৯	
বিভ্রাট সৌর্য্য	১০ম	১৭০	
ইট ভার্গব	১০ম	১৭১	
সংবর্ত্ত আঙ্গিরস	১০ম	১৭২	
ধ্রুব আঙ্গিরস	১০ম	১৭৩	
অভিবর্ত্ত আঙ্গিরস	১০ম	১৭৪	
উর্দ্ধগ্রাব অর্ব্বুদপুত্র	১০ম	১৭৫	
সূনু ঋতুপুত্র (আর্ভব)	১০ম	১৭৬	
পতঙ্গ প্রাজাপত্য	১০ম	২৭৮	
অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য	১০ম	১৭৮	
শিবি উশিনর / প্রতর্দ্দন কাশীরাজ / বসুমনা রোহিদশ্ব	১০ম	১৭৯	
জয় ঐন্দ্র	১০ম	১৮০	

		সূক্ত	দ্রষ্টা
প্রথ বাসিষ্ঠ সপ্রথ ভারদ্বাজ ঘর্ম সৌর্য্য	১০ম	১৮১	
তপমূর্দ্ধা বার্হস্পত্য	১০ম	১৮৩	
প্রজাবান্ প্রাজাপত্য	১০ম	১৮৩	
ত্বষ্টা বিষ্ণু প্রাজাপত্য	১০ম	১৪৮	„
সত্যধৃতি বারুণি	১০ম	১৮৭	
উল বাতায়ণ	১০ম	১৮৬	
শ্যেন আগ্নেয়	১০ম	১৮৮	
সার্পরাজ্ঞী	১০ম	১৯০	
অঘমর্ষন মাধুচ্ছন্দ	১০ম	১৯০	
সংবনন আঙ্গিরস	১০ম	১৯১ „	„

সামবেদের ঋষিগণ

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত সুতরাং সেই সকল মন্ত্রের ঋষিগণের নাম ঋগ্বেদের ঋষি নামের মধ্যেই আছে ; যে সকল নাম ঋগ্বেদে নাই সামবেদে দৃষ্ট হয় তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নকুল, ঋণ ত্রসদস্যু, সম্পাত, গৌর, ঋনব, পুষ্কল অগ্নি, সংহিত, শক, আন্ধীগব, সাকামশ্ব, রেভা, গৃহপতি, অগ্নি, যবিষ্ঠ, আযুঙক্ষাহি, কামদেব, তৃণ-পাণি, ক্ষুভা, গায়ত্রী, ভার্গহুতি, সোম, সুভকক্ষ, দধ্যঙ্, আথর্ব্বণ, অভিপাদ উদল, অশ্বিনৌ বৈবস্বতৌ, ঋণচয় শক্তি, মনু সংবরণ, সামতি, চিতঃ, অবত্সা আত্রেয়।

শুক্লযজুর্ব্বেদে যে সকল ঋগ্বেদীয় ঋষির নাম আছে তদ্ব্যতীত অন্য ঋষিগণের নাম।

অঙ্গিরস, সুশ্রুত, যাজ্ঞবল্ক্য; আসুরি, ঔর্ণবাভ, শাকল্য, বৈখান, কুসুরুবিন্দু ঔদ্দালকি, দধিক্রাবা, বরুণ, কুন্দ্রী, পুরোধা, ময়োভূঃ, সোমক, চিত্র, কুমারহারীত, বিধৃতি, গালব, আভূতি হৈমবর্চ্চি. আশ্বতরাশ্বি, কৌণ্ডিন্য, বিদর্ভি, কামদেব,

যজ্ঞপুরুষ, বিশ্বরূপ, লোগাক্ষি, রম্যাক্ষি, প্রাতুরাক্ষী, সরস্বতী, উত্তরনারায়ণ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, মেধাকাম, শ্রীকাম, সুনীতি, সুচীক, দক্ষ, মেধ, অঙ্গিরা, অথর্ব্বণ, শিবসংকল্প।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ঋষিগণাদির নাম।

কুসুরুবিন্দু ঔদ্দালকি, যণ্ডামর্ক, অসুরগুরু, ইড়া মানবী, প্রহ্লাদ কয়াধব, বিরোচন, কালকঞ্জ, নচিকেতা, ববর প্রবাহণি, সর্ব্বসেনী শুচিকন্যা, বরাহ অচকায়, শূষবর্ষ্ণ, অহীনা আশ্বথ, জনক বৈদেহ, অংহআরুণি, অরুণ উপবেশপুত্র, এতশ, সার্পরাজ্ঞী কাদ্রবেয়, সূর্য্যাশ্ব, উর্ব্বশী, পুরূরবা, ভরত রাজা, বিষ্ণুবামন, অহংমুচ, ক্রতুজিৎ জানক্রিত, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট দেবপুরোহিত, তৈত্তিরি (ইহাঁর নামানুসারেই কৃষ্ণ যজুকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে) উশনা, কাব্য, অসুরগুরু, উপবেশ, ঔপবেশী অরুণ, উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু আরুণের, ঔর্ব্ব ভৃগু, সুপর্ণ ঋষি অরুণ, পুলস্তয়ে, কবষ, সুপর্ণ গরুত্মান্, যজ্ঞসেন, চৈত্রিয়ায়ণ, সুমীকর্ণ, সগর, উদঙ্ক, শৌব্বায়ণ, সৃঞ্জয় ও সৌদাসগণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল নাম দৃষ্ট হয় তাহা এই—

ঐকদশাক্ষি
মানুতণ্ডব্য
নগরীন্
জানশ্রুতেয়
ঐক্ষাক বেধস হরিশ্চন্দ্র
রোহিদশ্ব মহাভিষেক
অবাস্য—অধ্বর্য্যু
বিশ্বামিত্র—হোতা
বশিষ্ঠ—ব্রহ্মা
শুচিবৃক্ষ গোপায়ন
বৃদ্ধদ্যুম্ন অভিপ্রতারিপুত্র
রথগৃৎস বৃদ্ধদ্যুম্নপুত্র
সুত্বান কৈরিশি ভার্গায়ণ রাজা
মৈত্রেয় কৌষয়েব
ভূতরীয়গণ পুরোহিতগণ

কৌষিতকী শাংখ্যায়ণ
(যামায়ন শংখ ?)
বৃষশুষ্ম জাতূকর্ণ্যবাতাবৎ
বিশ্বন্তর সৌষদ্মন রাজা
রাম মার্গবেয় শ্যাপর্ণা
সর্পিস বাৎসি বৎসপুত্র
অজিগর্ত্তি শুনঃশেপ
এতশঃ
প্রতীপ প্রতিসত্বান রাজা
সনশ্রুত, অরিন্দম, ক্রতুবিৎ, জানকী } পরম্পরা
অভ্যাগ্নি ঐতশয়ান

নগরবাসী জনশ্রুত পুত্র		পরীক্ষিৎ জন্মেজয়	মহাভিষেক
উপবি জানশ্রুতের		রাজা, তুর	
দেবভাগ বিধিশ্রুত পুত্র		কাবষেয় ঋষি	
বভ্রু আত্রেয়		নারদ পর্ব্বত	মহাভিষেক
বাভ্রব্য বভ্রুপুত্র		ভীম বিদর্ভরাজ	
গিরিজ বভ্রুপুত্র		(নল দময়ন্তি ?)	
বাভ্রব কাপিলেয়	বন্ধুদ্বয়	নারদ পর্ব্বত	মহাভিষেক
দেবরাত বৈশ্বামিত্র		নগ্নজিৎ গান্ধাররাজ	
নারদ পর্ব্বত	”	সোমশুষ্মান রাজরত্নায়নী	
আম্বষ্ঠ্য রাজা		শতানীক সাত্রাজিৎ রাজা	
সতহব্য বশিষ্ঠ, অত্যরাতি, জানন্তপি রাজা—মহাভিষেক অমিত্রতপন শৈবশুষ্মিন্‌কে উক্ত অত্যারতি বধ করেন।		নারদ পর্ব্বত সোমকসাহদেব্য রাজা সহদেব সাঞ্জয়	মহাভিষেক
নাভানেদিষ্ট মানব		বসিষ্ঠ	”
বুড়িল আশ্বতরাশ্বি		সুদাস পৈজবন	
সত্যকাম জাবাল		হিরণ্যদৎ বিদপুত্র	
উদ্দালক আরুণি		প্রিয়মধ	
সৌজাত আরাহলী		বৃহদুক্থ বামদেব্য	মহাভিষেক
আপ্ত্য দেবগণ		দুর্ম্মুখ পাঞ্চাল রাজ	
উদময় আত্রেয়,		সত্বসেনভোজ, দাক্ষিণাত্যে বিশ্বামিত্র-শাপে তৎপুত্রগণ শবর, পুলিন্দ, পুণ্ড্র, মুতিব, অন্ধ্র, দেশে পতিত জাতি হয়।	
অঙ্গরাজ বৈরোচন	মহাভিষেক		
দীর্ঘতমা মামতেয়	”		
ভরত দৌষ্মন্তি			
সংবর্ত্ত		গ্লৌশ—বুড়িল সমসাময়িক	
মরুত্ত রাজা	”	বিশ্বমিত্র দৃষ্ট সম্পাত সূক্ত বামদেব প্রচার করেন	
ঐতরেয় ব্রাহ্মণে			
কশ্যপ	মহাভিষেক	বিশ্বামিত্র ভরত বংশীয়	
বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন রাজা		লাঙ্গলায়ন মৌদ্‌গল্য	

পর্ব্বত নারদ }
যুধাংশ্রৌষ্টি ঔগ্রসৈন্য }
চ্যবন ভার্গব }
শর্য্যাত মানব রাজা }
কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ,,

রেণু
বৃষভ
অষ্টক
মধুছন্দা } বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ

অলিকযু
বাচস্পাত
জাতুকর্ণ্য } নৈমিষে

বঙ্গা = বনস্পতা
অবগধা = ব্রীহিযবাদি
ইরাপাদ = সর্পাদি
বয়াংসি = পক্ষীগণ } বঙ্গ, মগধ আদি দেশ নহে (note)

শ্বেতকেতু আরুণি	
জাবাল	হিরণ্যদৎ বিদপুত্র
আনষী মৌন	মহীদাস ইতরাপুত্র
অবৎসার কাশ্যপ	মাণ্ডুকেয় মণ্ডুকপুত্র
দাল্‌ভ বা দার্ভ-কেশিন	মাক্ষব্য
উল বাতায়ণ	অগস্ত্য
উউ বাশ্নীবৃদ্ধ	শূর বীর মাণ্ডুকেয় পুত্র
ইতন্ত (কাব্য)	শাকল্য
শিখণ্ডিন যাজ্ঞসেন	হ্রস্বমাণ্ডুকেয়
অপ্‌সরস্‌ শিখণ্ডিনী	তাক্ষ
বৃষশুষ্ম জাতুকর্ণ্য বাতাবৎ	কৌণ্ঠরব্য
অর্ব্বাবসু	চণ্ড—পাঞ্চাল দেশজ
	স্থবির শাকল্য
সুযজ্ঞ শাংখায়ণ	বাধ্য বধ্যপুত্র
ঐতরেয় আরণ্যকে	কৃষ্ণ হারীত
বসুক্র ব্রহ্ম	কাবষেয়
ইমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের	পুরুবসু
পাদা :—	গালব
	জাতুকর্ণ অগ্নিবেশ্যায়ণ

শতপথ ব্রাহ্মণে কতিপয় বংশ-বিবরণী পাওয়া যায় তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল—উক্ত ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে—

উদ্দালক আরুণি গৌতম
|
বাজসনেয়ীযাজ্ঞবল্ক্য
|
মধুক পৈঙ্গ
|
অশ্বল ভাগবিত্ত
|
জানকী আয়স্থূণ
|
সত্যকাম জাবাল

শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ডের শেষ ভাগে—

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা
|
প্রজাপতি
|
তুর কাবষেয় (ঋ ১০।১৩ দ্রষ্টা কবষ ঐলুশ)
|
যজ্ঞবাচস রাজস্তম্বায়ণ
|
কুশ্রী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
শাণ্ডিল্য (ছা ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যা)
|
বাৎস্য
|
বামকক্ষায়ণ
|
মাহিত্থি
|
কৌৎস
|
মাণ্ডব্য
|
মাণ্ডুকায়িণী
|
সঞ্জীবি পুত্র

শতপথে উক্ত ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডের শেষে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায় শেষে—

আদিত্য
|
আম্ভিনী
|
বাক্ (ঋ ১০।১২৫ দ্রষ্টা)
|
নৈধ্রুবী (কশ্যপ) (ঋ ৯।৬৩ দ্রষ্টা)
|
শিল্প (কশ্যপ)
|
হারিত (কশ্যপ)
|
অসিত বার্ষগণ (বাসিষ্ঠ ৯।৯৭)
|
জিহ্বাবত বাধ্যোগ
|
বাজশ্রবস গৌতম
|
কুশ্রী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
উপবেশী
|
অরুণ
|
উদ্দালক আরুণি
|
বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
আসুরী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|

আসুরায়ণ
প্রাশ্নীপুত্র
কর্ষেকীপুত্র
সঞ্জিবীপুত্র
প্রাচীনযোগীপুত্র
কার্শকেয়ীপুত্র
বৈদভৃতীপুত্র
ক্রৌঞ্চিপুত্র
ভালুকীপুত্র
রাথিতরীপুত্র
শাণ্ডিলীপুত্র
মাণ্ডুকীপুত্র
মাণ্ডুকায়ণীপুত্র
জায়ন্তীপুত্র
আলম্বীপুত্র
আলম্বায়নীপুত্র
সাংকৃতিপুত্র
শৌঙ্গিপুত্র
আর্ত্তভাগীপুত্র

বার্কারুণী পুত্র
পারশেরী পুত্র
বাৎসী পুত্র
পারশেরী পুত্র
ভারদ্বাজী পুত্র
গৌতমী পুত্র
আত্রেয়ী পুত্র
কাপীপুত্র
কাণ্বী পুত্র
বৈয়াঘ্রপদী পুত্র
আলম্বী পুত্র
কৌশিক পুত্র
কাত্যায়ণী পুত্র
পারাশরী পুত্র
উপস্বত পুত্র
পারাশরী পুত্র
ভারদ্বাজী পুত্র
গৌতমী পুত্র
কাত্যায়ণী পুত্র
পৌতিমাষী পুত্র

উক্ত আরণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়েয় শেষে যে বংশ আছে—

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা
পরমেষ্টি ব্রহ্মা

|
সনগ
|
সনাতন
|
সনারু
|
ব্যাষ্টি
|
বিপ্রচিত্তি
|
একাধি
|
প্রধ্বংসন
|
প্রাধ্বংসন
|
মৃত্যু
|
দৈব
|
অথর্ব্বা
|
দধ্যঙ
|
অশ্বিনৌ
|
ত্বাষ্ট্র
|
আভূত
|
অযাস্য আঙ্গিরস
|
সৌভরি
|
পথ
|
বাভ্রব
|
বৎসনপাত
|
কৌণ্ডিন্য
|
বিদর্ভী
|

|
গালব
|
কুমারহারিত
|
কাপ্য কৌশির্য্য
|
শাণ্ডিল্য
|
বাৎস্য
|
গোতম
|
গৌতম
|
মাণ্টি
|
আত্রেয়
|
ভারদ্বাজ
|
আসুরি
|
উপজন্ধণি
|
স্বৈরণ
|
আসুরায়ন
|
যাস্ক
|
জাতুকর্ণ্য
|
পারাশর্য্য
|
পারাশর্য্যায়ণি
|
ঘৃত কৌশিক
|
সাকায়ন
|
কাযায়ন
|
সৌকরায়ণ
|

মাধ্যন্দিনায়ণ
মাধ্যন্দিন
জাবাল

উদ্দালকায়ণ
গার্গায়ণ
পারাশর্য্যায়ণ

বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায়ে—

পারাশর্য্যায়ণ
সৈতব
গৌতম
গার্গ্য
অগ্নিবেশ্ব
গৌতম
কৌশিক

শাণ্ডিল্য
কৌণ্ডিন্য
কৌশিক
গোপবন
পৌতিমাষ্য
গোপবন
পৌতিমাষ্য

উক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যে বংশ আছে—

স্বয়ম্ভূব্রহ্মা
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা
সনগ
সনাতন
সনারু
ব্যষ্টি
বিপ্রচিত্তি
একাধি
প্রধ্বংস

প্রাধ্বংস
মৃত্যু
দৈব
অথর্ব্বন
দধ্যঙ্
অশ্বিনৌ
ত্বাষ্ট্র
বিশ্বরূপ

আভূতি
|
আঙ্গিরস অযাস্য
|
সৌভরী (কাণ্বঃ)
|
পথ
|
বাভ্রব
|
বৎসনপাত
|
কৌণ্ডিন্য
|
বিদর্ভী
|
গালব
|
কুমার হারিত
|
কাপ্যু
|
কৌশৌর্য্য
|
কৌশর্য্য
|
শাণ্ডিল্য
|
বাৎস্য
|
গৌতম
|
মান্টি
|
আত্রেয়
|
ভারদ্বাজ
|

আসুরি
|
ঔপজন্ধনি
|
ত্রৈবনি
|
আসুরায়ণ
|
যাস্ক
|
জাতুকর্ণ্য
|
পারাশর্য্য
|
পারাশর্য্যায়ণ
|
ঘৃতকৌশিক
|
কৌশিকায়নী
|
বৈজবাপায়ন
|
পারাশর্য্য
|
ভারদ্বাজ
|
গৌতম
|
আনভিম্লাত
|
শাণ্ডিল্য
|
কৌণ্ডিন্য
|
কৌশিক
|
গোপবন
|
পৌতিমাষ্য

বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (২)

প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারা বা অধ্যাত্ম মতবাদ।

বৈদিক সভ্যতার চরম নিদর্শন অদ্বৈত তত্ত্বে, বেদ পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে। যাঁহাদ্বারা সব পূর্ণ তিনিই পুরুষপদ বাচ্য। অথবা পুরৌশেতে ইতি পুরুষঃ। যিনি সব দেহ বা পুরে বাস করেন। এই তত্ত্ব ধারায় অনেকের মন নিবিষ্ট হয় না। তন্মধ্যে কেহ মনে করেন বেদ ঠাকুরমার গল্পই বটে। এই বিংশ শতাব্দীর ফিলজফির কাছে উহা ছেলে খেলা। রাখ তোমার বেদ। যদি ওতে কিছু থাকৃত তবে দেশের এই হাল ? এতাদৃশ আক্ষেপ যে চপলতা বা বুদ্ধির অপ্রখরতা সম্ভূত তাহা খ্যাপনার্থ নব্য ফিলজফি ও বৈদিক্ দর্শনের উক্তির মধ্যে কোন মিল আছে কিনা তাহাই দেখা আবশ্যক। এ দেশে যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে তাহাই পাশ্চাত্যদেশে ফিলজফি পদবাচ্য। Metaphysics, Theology, Ethics, Ontology, Psychology, Epistomology, Critique, Logic, Aesthetics সব এই ফিলজফির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতে দর্শন শব্দে বিজ্ঞান নেত্রে দর্শন বুঝায়। Plato বলেন :—Philosophers are those who are able to grasp the eternal and immutable. অর্থাৎ যিনি সেই নিত্য সত্য, সদা অবিকৃত, পরমার্থ সৎ তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ তিনিই ফিলজফার। যদি ফিলজফার অর্থ জ্ঞানী হয় তবে সেই সত্য পুরুষকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। পাশ্চাত্য দেশে পদার্থ বিদ্যার চর্চ্চাধিক্যে প্লেটোর ফিলজফির বিস্মৃতিই মঙ্গলকর বিবেচিত হইয়াছে। তাই কম্‌টি ও কাণ্ট যখন জ্ঞানঘন পুরুষের বিষয় real অন্য সব unreal বলিলেন, পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত নেত্রে উহা এক অভিনব ব্যাপার নির্দ্দেশ করিতেছে মনে করিলেন। Plato গ্রীক জাতীয়। গ্রীকগণই রোমের শিক্ষা গুরু। সুতরাং ইওরোপের চিন্তাধারার মূল উৎস গ্রীক সভ্যতা। গ্রীকগণ, ঈজিপ্ট বেবিলোনিয়ানগণ হইতে উহা সংগ্রহ করেন। বেবিলন, মিশর ও ক্রীট-বাসীগণের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের গতিবিধি ও ভাবের আদান প্রদান চলিত ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণের বহির্দেশ গমনের যে অভ্যাস ছিল তাহা যযাতি তনয় যদু ও তুর্ব্বশের সমুদ্র পার গমন (৬।২০।১২) ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঋ ১৮৩৬।৮ ও ৬।৪৫।১ মন্ত্রে বর্ণিত

আছে। সমুদ্রস্থিত দ্বীপজয়ার্থ তুগ্রপুত্র ভুজ্যুর ইন্দ্রবান্ দেশে গমন ঋ ৪।২৭।৪ ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত। ধনার্থ বণিক্‌গণের সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকা (ঋ ১।৫।৬২) ধনেচ্ছুর সমুদ্রগমন (ঋ ৪।৫৪।৬) সমুদ্রে নৌকার পথ জ্ঞাত থাকা (ঋ ১।২৫।৭) ও (ঋ ১।৪৬৮) সমুদ্রের ঘাটে বিস্তীর্ণ যান থাকা ইত্যাদি উক্তিতে সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বৈদেশিকগণ সহ সম্বন্ধ ঘটিত বুঝা যায়। পশ্চাৎবর্ত্তী কালে পারস্য সম্রাট দরায়ুস ভারত পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাহাতেও পাশ্চাত্যগণ সহ ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ দৃষ্ট হয়। তৎপশ্চাৎ সেকেন্দর ভারত আক্রমণ করেন। ইঁহারই সমসাময়িক এরিষ্টটল্ প্লেটোর শিষ্য হইয়া আর্য্যসভ্যতার ঝঙ্কার পাইয়া প্লেটো হইতে বিশিষ্ট মতের ফিলজফি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাইবেলে আছে যিশু সহ প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎকার যিশুর নিজ গৃহে বাস কালেই ঘটিয়াছিল ; অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনে ইঁহাদের গতিবিধি ছিল। ইথিয়োপিয়া ও নীলনদতীরে আর্য্যগণ বাণিজ্যাদি উপলক্ষে রীতিমত বাস করার তত্ত্ব ঐতিহাসিকগণ দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতেই বাইবেলের কুশাইৎ বংশ এবং কুশস্থান উক্ত কুশ স্থাপিত। মহাত্মা যিশু যখন পলায়নপর হইয়া মিশরে ছিলেন তথায় ভারতীয় সভ্যতার ঝঙ্কার পাইয়া কাশ্মীরে আসেন ও তথা হইতে আর্য্য বিজ্ঞান শিক্ষা করতঃ স্বদেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন। বাইবেলেও God real এবং জগৎ unreal বা মায়িক বলে। ইওরোপ যেমন প্লেটো, এরিষ্টোটলের ফিলজফি বাক্‌সবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি বাইবেলের ঐ অংশ ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন। যদি যিশুর অহিংসানীতি খৃষ্টিয়ানগণ গ্রহণ করিত, তবে কি যুদ্ধাস্ত্র কমাইবার প্রচেষ্টার গতি এইরূপ হইত ? বলবতী অর্থ-লালসা যিশু ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও তাহাই যিশুর ধর্ম্মসহ মিশ্রিত করিয়া লোকেরা ধার্ম্মিক-ভাবের সংরক্ষণ করিতেছেন। অগষ্ট কম্‌টির যে বাক্যে ইউরোপ স্তম্ভিতনেত্র হইয়াছিলেন তাহা এই—The improvement of the social organism can only be effected by a moral development and never by any changes in the mere political mechanism ; or by any violences in the way of an artifical redistribution of wealth, The aim both in public and private life, is to secure to the utmost possible extent the victory of the social feeling over self-love or Altruism over Egoism. The business of the

new system will be to bring back thc Intelliect into a condition not of slavery, but of willing ministry to the Feeling. This is to be effected by religion. The characteristic basis of religion is the existence of a power without us, so superior to ourselves as to command the complete submission of our whole life, This basis is to be fonnd in the positive stage, in humanity, past, present and to come, conceived as the Great Besng. Although this Great Being evidently exceeds the utmost strength of any, even of any collective, human force, its necessary constitution and its peculiar function endow it with the truest sympathy to wards all its servants. এই এক মহান্ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ দ্বারা অহঙ্কারের পরিসমাপ্তি। সর্ব্বঘটে বিরাজিত জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি গীতার "আত্মৌপম্যেন্ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন", "সমত্বং যোগউচ্যতে" "সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফূট। ইওরোপ অগষ্ট কম্‌টির মতবাদও স্বীকার করে নাই। নতুবা ষ্টালিন শাসিত রুশিয়া ঈশ্বর বর্জ্জিত কেন? কম্‌টি যে Redistribution of Wealth বর্জ্জন and changes in mere political mechanism ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। হিটলারিজম্‌ও changes in political mechanism লইয়া গঠিত। ঈশ্বরে নির্ভরতার নাম গন্ধ কোথাও নাই। কম্‌টির মতবাদ গৃহীত না হওয়ায় এই অশান্তি অদ্য ইওরোপে বিরাজিত। গৃহীত হয় নাই, এই জন্যই কেহ কেহ এই মতবাদকে ঠাট্টা করতঃ বলিয়াছেন,—Comtism is Catholicism minus Christianity; অন্যে বলিয়াছেন It is Catholicism plus sciences, কাণ্ট বলেন,—The essence of cognition or knowledge is a synthetic act, an act of combining in thought the detached elements of experience. In the transcendental considerations of knowledge, or the analysis of the conditions under which cognition is possible, the fundamental eondition is given in the synthetical unity of consciousness. The primitive fact under which might be gathered the special conditions of that

synthesis which we call cognition was this unity. এই মত-বাদ পরিস্ফুট নহে, এরূপ কেহ কেহ বলেন But by Kant there was no attempt made to show that the said special conditions were necessary from the very nature of consciousness and found in a manner which might be called empirical. Moreover while Kant in a quite similar manner pointed out that intention had special conditions, space and time, he did not show any link or connection between these and the primitive conditions of pure cognition. এই মতবাদে এক জ্ঞান-ঘন পুরুষই দেশকাল ভেদে দৃশ্য প্রপঞ্চের বিজ্ঞাপক। এই মতবাদকে Fichte পরিষ্কার করতঃ পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র খৃঃ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে আরবীগণ গ্রহণ করত ইয়োরোপে প্রচার করেন। খৃঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইওরোপীয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারক, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীগণ ভারতে আসিয়া ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৎকালে সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়াবাদ আত্মীভূত করতঃ এই সকল মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণ সকলেই ফরাসীরাষ্ট্র বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক। Comte 1798-1857, Kant 1724-1804, Fichte 1762-1814 ; ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খৃঃ অঃ আরম্ভ হয়।

ফিক্‌টের মত—The primitive condition of all intelligence is that the ego shall posit, affirm, or be aware of itself. The ego is the ego, such is the first pure act of conscious intelligence. that by which alone consiousness can come to be what it is. It is what Fitcha called a Deed-act ; we cannot be aware of the process until the ego has affirmed it itself, but we are aware of the result, and can see the necessity of the act by which it is brought about ; then the ego that posits itself is real. What the ego posit is real. But in consciousness there is equally given a primitive act of op—positing or contrapositing, formally distinct from the act of position, but materially determined, in so far as what is opposited

must be the negative of that which was posited. The world as we know it is op-posed in consciousness to the ego. The ego is not the non-ego. How this act of op-positing is posible and necessary, only becomes clear in practical philosophy, and even there the inherent difficulty leads to a higher view. But thirdly we have now an absolute antithesis to our orginal thesis, Only the ego is real, but the non-ego is posited in the ego. The contradiction is solved in a higher synthesis, which takes up into itself the two opposites. The ego and non-ego limit one another, or determine one another, and, as limitation is negative of part of a divisible quantum, in this third act, the divisible non-ego. Now in the synthesis of the third act two principles may be distinguished :—(I) The non-ego determines the ego. (2) The ego determines the non-ago. As determined, the ego is theoretical ; as determining, it is practical ; ultimately the op-posed principles must be united by showing how the ego is both determining and determined. It is not possible to trace here the deduction, the processes (productive imagination, intention, sensation, understanding, judgment, reason) by which the quite indefinite non-ego comes to assume the appearance of definite objects in the forms of time and space.

All this evolution is the necessary consequence of the determination of the ego by the non-ego. But it is clear that the non-ego cannot really determine the ego. There is no reality beyond the ego itself.

The contradiction can only be suppressed if the ego itself opposes to itself the non-ego, places it as an Anstons or plane on which it is reflected. Now, this op-positing of

the Anstons is the necessary of the practical act, of the will. If the ego be a striving power, then of necessity a limit must be set by which its striving is manifest. But how can the infinitely active ego posit a limit to its own activity? Here we come to the crux of Fichtear system, which is only partly cleared up in the Rechtslehra and Sinthenlehra. If the ego be pure activity, free activity, it can only become aware of itself by positing some limit. We cannot possibly have any cognition of how such an act is possible. But as it is a free act, the ego cannot be aware of its own freedom otherwise it is determined by other free-egos. So in Rochtslehra and Sinthenlehra the multiplicity of ego is deduced, and with the deduction the first from of Wissenchaftslehra appears to end. But in fact deeper questions remain. We have spoken of the ego as becoming aware of its own freedom, and have shown how the existence of other egos and of a world in which these egos may act are the necessary conditions of consciousness of freedom. But all this is the work of the ego. All that has been expounded follows if the ego comes to consciousness. We have therefore to consider that the absolute ego, from which spring all the individial egos, is not subject to these conditions, but freely determines itself to them. How this absolute ego is to be conceived? In it there is no difference of subject and object. It was defined as the infinite Moral Will of the universe, God, in whom are all the individul egos, from whom they have sprung. God is the Absolute Life, the Absolute One, who becomes conscious of Himself by selfdirection into the individual egos. The individual ego is only possible as apposed to a non-ego, to a world of

the senses, thus God, the infinite Will, manifests himfelf in the individual and the individual has over against him the non-ego or thing. The individual is not conscious of himself, but the life is conscious of itself in individual from and as an individual. In order that the life may act, though it is not necssary that it should act, individualization is necessary. Knowledge is not mere knowledge of itself, but of being, and of the one Being truly i.e. God. This one possible object of knowledge is never known in its purity, but ever broken into various forms of knowledge which are and can be shown to be necessary.

ফিক্‌টের মতবাদে আরও জানা যায়—Knowledge is knowledge so long as it is looked upon as knowledge—ipso facto, not reality. Knowledge and existence are opposed to one another ; it follows with equal naturalness that the truly objective must be something which lurks unrevealed behind the subject representation of it. The sciences one and all deal with a world of objects, but the ultimate fact as we know it is the existence of an object for a subject. Subject-object, knowledge or more widely, self-conciousness which implicates this unity in duality is the ultimate aspect which realty presents.

এই মতবাদ ও বেদান্তের মতবাদে কোনই ভেদ নাই। কারণ ইহা উপনিষদ হইতে গৃহীত। ফিক্‌টের মতবাদ Schopenhauereএর মতবাদের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। এতৎ সম্বন্ধে Encyclopaedia Britannica, Ninth Edition, vol IX, page 138 এ আছে—It will escape no one how completely the whole philosophy of Schopen-hauere is contained in the later writing of Fichte. প্রফেসার সোপনহায়রের জীবনীতে দেখা যায় উপনিষদের এক অনুবাদ পুস্তক সর্ব্বদা তাঁহার টেবিলের উপর থাকিত। উহা তাঁহার prayer book ছিল। তিনি মায়া ও নির্ব্বাণ

শব্দদ্বয় তাঁহার গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া গেটে, সোপনহায়র, বুনসেম প্রভৃতি যে আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করেন তৎফলে তৎপরবর্ত্তী কালে ফরাসি ও জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত ভাষায় বেদ বেদান্তাদির আলোচনার ফলে ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বমানবের হিতসাধন করিতেছেন। বৈদিক বহু পুস্তকই পণ্ডিত বংশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের হস্তে পড়িয়া সামান্য অর্থের জন্য বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহা বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন বা টোকিওর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। ভারতবর্ষে উহা অপ্রাপ্য হইয়াছে।

এই মায়াবাদ বা জগৎ (unreal) অপ্রকৃত, অসত্য, মায়িক ইত্যাদির বহুল প্রচার ভারতবর্ষের ভীষণ অবনতির দিন আনয়ন করিয়াছে, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন।

যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কবল হইতে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে স্থিতিশীল ও বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছেন, যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মের রক্ষক, যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম জগজ্জনহিতায় আপনি আচরণ করত উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্ত কেশরী। তাঁহাদের সিংহ-গর্জনে সমাজ নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বর্ত্তমান যুগে অদ্বৈত বাদের প্রবর্ত্তক। জ্ঞান সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। জ্ঞান পথে যাঁহারা বিচরণে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য স্তব স্তোত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। "ভাবাদ্বৈতং সদাকুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং নকর্হিচিৎ" বাক্যটী জড়তা বা তম নিবারণ জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। অদ্বৈত-তত্ত্বসাধন বহু আয়াসকর। ইহা গীতাতে "ক্লেশোঽধিকতরস্তোষাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (১২।৫) বাক্যে সুপ্রকাশিত। উনবিংশতি শতাব্দের শেষভাগে জড়তাপূর্ণ ভারতে কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দজী স্বয়ং অদ্বৈততত্ত্বে স্থিতিশীল ছিলেন তাহা তাঁহার বাণী হইতে জানা যায়—

Hitherto, the three philosophic systems of Unism, Dualism and Modified Unism or Adwaita, Dwaita and Vishistadwaita had been regarded as offering to the soul, three different ideals of liberation. On reaching Madras, however, in 1897 Vivekananda boldly claimed that even the utmost realizations of Dualism and Modified Unism, were but stage on the way to Unism itself, and the final bliss, for

all alike, was the mergence in one withou a second. Vide *My Master as I saw Him.* By Sister Nivedita *Third edition* 1923. Page 299-300.

সুতরাং অদ্বৈত তত্ত্ব ভারতের অবনতির কারণ নহে। অবনতির কারণ অন্য কিছু। ইংরাজীতে যাহাকে Division of Labour বলে, তাহাতে সকল সমাজেই চারিটী স্তর থাকে :—Missionary, Military, Merchant and Manual labourer. তেমনি একদল লোক বৈদিক দেবধর্ম্মের প্রচারে উপাসনাদি কার্য্য এদেশেও শিক্ষাদানের জন্য বেদান্ত আলোচনায় গুরু-পরম্পরা-ক্রমে মানসিক কর্ম্মপর আছেন। মানসিক কর্ম্মও কর্ম্ম। "নৈষ্কসিদ্ধিংপরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" গীতার এই বাক্যে যে কর্ম্ম ত্যাগ লক্ষ্য করে তাহা অসাধারণ। অলমতিবিস্তরেণ। ওঁ তৎ সৎ।
